বাপ-মায়ের জানবার কথা

আন্তন সেমিয়নোভিচ মাকারেঙ্কো

॥ অনুবাদ করিয়াছেন ॥

শ্রীসুকুমার মিত্র

॥ মুদ্রক ॥

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

নাভানা প্রিণ্টিং ওআর্ক্‌স্‌ প্রাইভেট লিমিটেড

৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ. কলিকাতা ১৩

॥ প্রকাশক ॥

ঈস্টার্ন ট্রেডিং কোম্পানীর পক্ষে

শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

৬৪-এ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা ১৩

সাইজ ৮×৫½ ইঞ্চি, ৫১০ পৃষ্ঠা, স্মল পাইকা টাইপ

প্রথম সংস্করণ ১৯৫৭

বাংলা সংস্করণের ভূমিকা

আন্তন সেমিয়নোভিচ মাকারেঙ্কো ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ উক্রাইনের খারকোভ প্রদেশের বেলোপোলি সহরে জন্মগ্রহণ করেন। আন্তন মাকারেঙ্কোর বাবা ছিলেন রেলওয়ে কারখানার রং-মিস্ত্রি। মা ছিলেন দরিদ্র পরিবারের আদর্শ গৃহিণী। দরিদ্র হলেও সমগ্র পরিবারটি সাধুতা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও আত্ম-মর্যাদা, এই তিনটি গুণে ছিল আদর্শস্থানীয়। গভীর স্নেহ-ভালবাসা ও দায়িত্ব-বোধ মাকারেঙ্কো পরিবারের মধ্যে রচনা করেছিল এক সুদৃঢ় বন্ধন।

পাঁচ বছর বয়সে আন্তন মাকারেঙ্কো পড়তে শেখেন। বারো বছর বয়সে তাঁকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেওয়া হয়। জারের আমলে গরীব ঘরের ছেলের শিক্ষালাভের কথা ভাবাই যেত না। এ জেনেই আন্তন মাকারেঙ্কোর বাবা তাঁকে বলেছিলেন :

"আমাদের মত লোকদের জন্য এই সব ইস্কুল তৈরী হয় নি ; কিন্তু তুমি একবার দেখিয়ে দাও ওদের ! পুরো নম্বরের কম পেলে চলবে না, বুঝেছ !"

সেই বয়সেই আন্তন মাকারেঙ্কো দরিদ্র পিতার কথা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন এবং অক্ষরে অক্ষরে তাঁর নির্দেশ পালন করেন। তিনি পরীক্ষায় বরাবর প্রথম স্থান অধিকার করেছেন।

শিক্ষক-শিক্ষণ পরিষদের উপাধিলাভের পর আন্তন মাকারেঙ্কো ক্রুয়ুকো-ভোতে রেলওয়ে শ্রমিক-কর্মচারীদের ছেলেমেয়েদের ইস্কুলে শিক্ষকতার কাজ সুরু করেন। আন্তন মাকারেঙ্কোর মন ছিল সমাজ-সচেতন ; শিক্ষা ও শিক্ষকতাকে তিনি কখনও সমাজের সামগ্রিক ক্রমবিকাশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেন নি ; তাই শিক্ষকরূপে তাঁর কর্মজীবন সুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে যখন প্রথম রুশবিপ্লবের (১৯০৫-৭) ঝড় উঠল, তখন আন্তন মাকারেঙ্কো সাগ্রহে গ্রহণ করলেন নতুন জীবনের পাঠ। তিনি নিজেই পরবর্তীকালে লিখেছিলেন : "বলশেভিক শিক্ষা এবং বৈপ্লবিক ঘটনাবলীর মাধ্যমেই আমরা ইতিহাসকে বুঝতে পারলাম······।"

রুশিয়ার অন্যান্য বুদ্ধিজীবীদের মত আন্তন মাকারেঙ্কোর উপরেই ম্যাক্সিম গর্কীর প্রভাব পড়েছিল গভীর ভাবে। তিনি বলেছেন: "গর্কী আমাদের ইতিহাসকে 'অনুভব' করতে শেখালেন। তিনিই আমাদের প্রবল ক্রোধ ও আবেগে উদ্দীপিত করে তুললেন। 'ঝড় উঠুক তার সমস্ত প্রচণ্ডতা নিয়ে' —তাঁর নিজের এই কথাকে তুলে ধরে তিনি আমাদের মনে জাগালেন মহত্তর আশাবাদ ও মহৎ আনন্দ!"

১৯১৪ সালে আন্তন মাকারেঙ্কো মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের পদ-লাভের যোগ্যতা অর্জনের জন্য পোলতাভা শিক্ষক-শিক্ষণ পরিষদে ভর্তি হন। অচিরে তিনি পরিষদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছাত্ররূপে পরিগণিত হন এবং শিক্ষা-সমস্যা সম্পর্কে তাঁর বক্তৃতা ও রচনাবলী শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শিক্ষকরূপে তাঁর খ্যাতি তৎকালীন সমাজের সর্বোচ্চ স্তরেও ছড়িয়ে পড়ে, এবং অভিজাত পরিবারগুলির সন্তানদের শিক্ষাদানের জন্যও তাঁর ডাক পড়তে থাকে। পোলতাভা পরিষদের স্নাতকরূপে আন্তন মাকারেঙ্কো স্বর্ণপদক লাভ করেন।

১৯১৭ সালের ১লা সেপ্টেম্বর আন্তন মাকারেঙ্কো একটি মাধ্যমিক বিদ্যা-লয়ের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। অল্পকাল পরেই অক্টোবর-বিপ্লব সুরু হয়। মাকারেঙ্কো লিখেছেন: "অক্টোবর বিপ্লবের পর আমার সামনে উন্মুক্ত হল সীমাহীন সম্ভাবনা। শিক্ষাব্রতী আমরা, সেই সম্ভাবনার প্রসারতায় আমাদের চোখ ঝলসে গেল।"

এই সময় থেকেই নতুন সমাজ-ব্যবস্থার উপযোগী নতুন শিক্ষাপদ্ধতির সন্ধানে মাকারেঙ্কো তাঁর সমগ্র শক্তি নিয়োগ করলেন। শিক্ষার নতুন পথ, নতুন সংগঠন—এক কথায় সত্যিকারের মার্কসবাদী-শিক্ষাপদ্ধতি গড়ে তুললেন মাকারেঙ্কো তাঁর জীবনব্যাপী সাধনার ফলে। ১৯২০ সালে জনশিক্ষা দপ্তর আন্তন মাকারেঙ্কোর উপর অনাথ ছেলেমেয়েদের একটি আশ্রম গড়ে তোলার ভার ন্যস্ত করলেন। পরে এই আশ্রম বা উপনিবেশ 'গর্কী লেবার কলোনী' নামে অভিহিত হয়। 'অপরাধপ্রবণ' ছেলেমেয়েদের মানুষ করে তোলার

প্রবল প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে মাকারেঙ্কো নতুন নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করেন। কোন বাধাই তাঁকে নিরাশ করতে পারে নি। বিজ্ঞানীর অপরিসীম ধৈর্য, পিতার অফুরন্ত স্নেহ, বিপ্লবীর লৌহকঠিন দৃঢ়তা নিয়ে আন্তন মাকারেঙ্কো সমাজের পরিত্যক্ত আবর্জনাস্বরূপ অবাঞ্ছিত ছেলেমেয়েদের মানুষ করে তুললেন। গর্কী লিখলেন (১৯২৯) : "জীবন যাদের পশুতে পরিণত করেছিল, যাদের পঙ্গু ও হীন করে রেখেছিল, সেই শত শত শিশুকে কে আবার শিক্ষা দিয়ে এমন ভাবে গড়ে তুললেন যে, তাদের আর চেনাই যায় না? তিনি হলেন উপনিবেশের সংগঠক ও প্রধান আ. স. মাকারেঙ্কো।" গর্কী মাকারেঙ্কোকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন: "আপনি আশ্চর্য মানুষ—ঠিক যেমনটি রুশিয়ার দরকার।"

১৯২৭ সালে আন্তন মাকারেঙ্কো খারকোভের উপকণ্ঠে অনাথ শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের জন্য নবগঠিত ঝেরঝেনস্কি লেবার কমিউনের প্রধান নিযুক্ত হন। গর্কী কলোনীতে নিজের অভিজ্ঞতার মধ্যে মাকারেঙ্কো যে নতুন পদ্ধতির সন্ধান লাভ করেছিলেন, এখানে সেই পদ্ধতি প্রয়োগ করে তিনি বিপুল সাফল্যলাভ করেন।

আন্তন মাকারেঙ্কো গর্কী কলোনী ও ঝেরঝেনস্কি কমিউনে ১৬ বছরের মধ্যে প্রায় তিন হাজার আদর্শ নাগরিক গড়ে তোলেন। ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিনেতা-অভিনেত্রী, সামরিক বিভাগের অফিসার রূপে এঁরা সোবিয়েত সমাজে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন।

ইংরেজী ১৯৩৯ সালের ১লা এপ্রিল আন্তন মাকারেঙ্কোর গৌরবময় এবং বিশ্রামহীন কর্মজীবনের আকস্মিক অবসান ঘটে। লেখকদের একটি বিশ্রাম-ভবন থেকে মস্কোয় ফেরবার পথে ট্রেনে তাঁর মৃত্যু হয়।

শিক্ষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে আন্তন মাকারেঙ্কো ছিলেন একজন উদ্ভাবক। শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর পদ্ধতি নতুন ও মৌলিক; 'বাধা-বিপত্তির বিরুদ্ধে লড়াই ও বাধা-বিপত্তি অতিক্রমের নিয়মানুবর্তিতা'—এই হল তাঁর নিয়মানুবর্তিতার নতুন তত্ত্ব এবং চরিত্র গঠনের নতুন পদ্ধতি। নবজীবনের আশা ও আনন্দ

প্রথম পরিচ্ছেদ

বোধহয় এই বইটিতে বড় বেশী দুঃসাহসের পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

ছেলে-মেয়েদের গড়ে তুলতে গিয়ে আধুনিক বাপ-মায়েরা আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ ইতিহাসকে গড়ে তোলেন, আর তার ফলে গড়ে তোলেন দুনিয়ার ইতিহাসও বটে। এত বিশাল এক বিষয়ের ভার কি আমি বহন করতে পারব? এমন কি এর প্রধান সমস্যাগুলি আলোচনা করার অধিকার বা সাহস আমার আছে কি?

সৌভাগ্যের বিষয়, এমন কোন সাহসের পরিচয় দেবার দরকার আমার হচ্ছে না। আমাদের বিপ্লবই যুগিয়েছে মহৎ গ্রন্থাবলী, আর সম্পাদন করেছে মহত্তর কাজ। বিপ্লবের গ্রন্থাবলী ও কাযকলাপ—এ গুলিই হল নতুন মানুষের শিক্ষক। আমাদের জীবনের প্রত্যেক চিন্তা, প্রত্যেক গতিবিধি, প্রত্যেক শ্বাসপ্রশ্বাস জগতের নব নাগরিকদের গৌরবে উদ্দীপ্ত। সেই উদ্দীপনাকে অনুভব না করা কি সম্ভব, আমাদের ছেলেমেয়েদের কি করে শিক্ষা দেব তা কি না জেনে থাকা সম্ভব?

কিন্তু আমাদের জীবনের বিরক্তিকর দিকও আছে, এবং এই বিরক্তিকর দিকই তুচ্ছ বিষয়গুলির এক জটিল পুঞ্জ-সৃষ্টি করে। তুচ্ছ বিষয়গুলির মধ্যে মানুষের দৃষ্টিপথ থেকে মানুষই হারিয়ে যায়। কখনও কখনও এমনও ঘটে যে, তাঁদের হাতের কাছে বিপ্লবের মহৎ দর্শন রয়েছে একথা ভুলে গিয়ে এই তুচ্ছ বিষয়গুলির মধ্যে আমাদের বাপ-মায়েরা সত্যের সন্ধান করেন।

তাঁদের নিজেদের দিকে নজর দেবার ব্যাপারে সাহায্য করা, তাঁদের চিন্তা করতে, তাঁদের চোখ খুলতে সাহায্য করা—এই হল এই বইয়ের বিনীত লক্ষ্য।

আমাদের যুবশক্তি দুনিয়ার এক অপূর্ব জিনিস। এর কোন তুলনা হয় না। এর বিশালতা এবং তাৎপর্য আমরা, বোধহয়, উপলব্ধি করতে অক্ষম।

কে এর জন্ম দিয়েছে, কে একে শিক্ষা দিয়েছে, কে একে প্রতিপালন করেছে, কে এর উপরে বিপ্লবের আদর্শ পূর্ণ করার ভার ন্যস্ত করেছে? কোথা থেকে এই লক্ষ লক্ষ কারিগর, ইঞ্জিনিয়ার, বৈমানিক, কম্বাইনযন্ত্রপরিচালক, সেনাপতি, বিজ্ঞানী এল? আমরা বুড়োর দল এই যুবশক্তি সৃষ্টি করেছি এটা কি হতে পারে? কখন করলাম? কি করে আমরা এই যুবশক্তিকে লক্ষ্য করতে ভুলে গেলাম? আরও ভাল কিছু করতে না পারায় অনেক সময়েই কিছু না ভেবে, আমরা কি আমাদের স্কুল এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করিনি? আমরাই কি আমাদের শিক্ষাদপ্তরকে শুধু বিরক্ত হবার মত দপ্তর বলে মনে করিনি? আর ইতিমধ্যে পরিবার ভালবাসায় যত না উষ্ণ হয়ে উঠেছে, মানসিক উত্তেজনার স্রোতে উদাসীন হয়ে গেছে তার চাইতে বেশী, তার প্রত্যেক গ্রন্থিতে কর্কশ আওয়াজ উঠেছে বলে মনে হয়েছে। আর তাছাড়া সময়ও ছিল না তখন। আমরা গড়েছি, আমরা লড়াই করেছি, আবার গড়েছি। এখনও গড়ে চলেছি আমরা, মুহূর্তের জন্যও আমরা হাতিয়ার নামাইনি।

কিন্তু তাকিয়ে দেখ! ক্রামাটোরস্ক কারখানার অবিশ্বাস্য বিশালতায়, স্তালিনগ্রাদ ট্র্যাক্টার কারখানার বিরাট প্রসারতায়, স্তালিনো, মাকেয়েভকা এবং গোরলোভ্‌কা খনিগুলিতে, বিমানে, ট্যাংকে, সাবমেরিনে, গবেষণাগারে, অনুবীক্ষণের ধারে, উত্তরমেরুর জনহীন অঞ্চলে, সম্ভাব্য সকল ধরনের স্টীয়ারিং, গীয়ার ও রেগুলেটারের সামনে, প্রবেশ ও বহির্গমনের পথে—সর্বত্র লক্ষ লক্ষ নবীন, তরুণ এবং আশ্চর্যরকমের চিত্তাকর্ষক মানুষ।

এরা বিনয়ী। এদের কেউ কেউ খুব ভদ্রভাবে আলাপ করতে জানে না, কখনও কখনও তাদের ঠাট্টাও হয় শক্তরকমের····· এ সব অস্বীকার করার উপায় নেই।

কিন্তু তারা জীবনের নিয়ন্তা, তারা শান্ত ও আস্থাশীল; দ্বিধাহীন ভাবে, উচ্ছ্বাস না করে ও কায়দা না দেখিয়ে, নিরহঙ্কার ভাবে, খুঁত খুঁত না করে, সম্পূর্ণ অদৃশ্যপূর্ব গতিতে তারা তাদের কাজ করে যায়। আর যার কথা

আমরাই ইতিমধ্যে ভুলতে শুরু করেছি, এমন একটা দৃশ্য যেমন ধরুন, "এন, এ, পাস্তখভ এণ্ড সন্স ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস"—তাদের দেখান, তাহলে তাদের প্রতিক্রিয়ার সূক্ষ্ম ব্যঙ্গরসে আপনারা বিস্মিত হবেন।

যে পারিবারিক "বিপর্যয়গুলি" বাপ ও সন্তানদের মধ্যে সম্পর্ক এবং মায়ের সুখ নষ্ট করছে, সোবিয়েত ইউনিয়নের ভবিষ্যৎ নরনারীর চরিত্র ভাঙছে ও ধ্বংস করছে সেই বিপর্যয়গুলিকে ইতিহাসের এই অলৌকিক ঘটনার পটভূমিকায় কী বর্বরই না মনে হয়।

আমাদের দেশে শৈশবে কোন সর্বনাশ ঘটা চলবে না, কোন ব্যর্থতা থাকবে না, ত্রুটিপূর্ণ জিনিসের শতকরা কোন ভাগ, এমনকি এক-শতাংশও থাকা চলবে না। তবু, কোন কোন পরিবারে খারাপ ব্যাপার ঘটে থাকে। কদাচিৎ বিপর্যয় ঘটে, কখনও কখনও প্রকাশ্য বিরোধ দেখা দেয়; বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বিরোধ থাকে গোপন। বাপ-মাদের নজরে যে শুধু এ বিরোধ পড়ে না তা নয়, তাঁরা এর কোন দুর্লক্ষণও দেখতে পান না।

একজন মার কাছ থেকে পাওয়া চিঠি পড়ছি:

"আমাদের একটিমাত্র ছেলে, কিন্তু মনে হয় আমাদের একটাও না থাকলে ভাল হত ......এই ভয়ংকর, অবর্ণনীয় দুর্ভাগ্য আমাদের বুড়ো হবার সময় না হতেই বুড়িয়ে দিয়েছে। যে সেরা ছেলেদের একজন হতে পারত এমন একজন যুবককে ক্রমেই অধঃপাতে যেতে দেখা শুধু দুঃখের নয়, যন্ত্রণাদায়ক এবং কষ্টকর। যাই হোক না কেন, আজকের দিনে যৌবনের অর্থ সুখ ও আনন্দ!

প্রতিটি দিন সে আমাদের হত্যা করছে, ধীরে ধীরে অবিরতভাবে তার আচরণের দ্বারা, তার প্রতিটি কাজের দ্বারা সে আমাদের হত্যা করছে।"

বাবার চেহারা খুব আকর্ষণীয় নয়: তাঁর মুখটা চওড়া, দাড়ি-গোঁফ কামানো হয়নি, এক পাশ ছোট, পরিধান অপরিচ্ছন্ন, জামার আস্তিনে মুরগীর পালক বা ঐ রকম কিছু লেগে রয়েছে, এমনকি একটা পালক তাঁর আঙ্গুলেই

লেগে আছে। আমার দোয়াতদানীর উপর আঙ্গুলটা নড়ছে, সঙ্গে সঙ্গে নড়ছে পালকটা।

"আমি একজন মজুর···বুঝলেন? আমি কাজ করি · আর আমি তাকে শেখাই···ওকে জিগ্যেস করুন ঠিক কিনা। বেশ, তোমার কি বলার আছে, আমি তোমাকে শেখাই, না, শেখাই না?"

দেওয়ালের পাশে প্রায় তেরো বছরের একটি ছেলে চেয়ারে বসে আছে। সুশ্রী কালো চোখ, গম্ভীর। না হটে ছেলেটি সোজা বাপের চোখের দিকে তাকালো। ছেলেটির মুখে আমি শান্ত, নিরুত্তাপ মনোযোগ ছাড়া কোন ভাব, কোন অভিব্যক্তি দেখতে পেলাম না।

লাল হয়ে যাওয়া বিকৃতমুখে বাপ মুষ্টি আন্দোলন করলেন।

"এক এবং একমাত্র, অ্যাঁ? আমাকে লুঠেছে আর আমার জন্যে যা করছি তা ছাড়া আর কিছুই রাখেনি।"

তাঁর মুষ্টিটা দেওয়ালের দিকে ছুটে গেল। ছেলেটা পিটপিট করে তাকিয়ে আবার নিরুত্তাপভাবে তার বাবাকে মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করতে লাগল।

ক্লান্তভাবে বাবা চেয়ারে বসে পড়লেন, আঙ্গুল দিয়ে টেবিল বাজাতে বাজাতে সম্পূর্ণ দিশাহারাভাবে চারদিকে তাকাতে লাগলেন। পুরানো এক ক্ষতচিহ্নে বিকৃত তাঁর গালের উপরদিকের মাংসপেশী দ্রুত ওঠা নামা করতে লাগল।

মস্ত মাথাটাকে অবনত করে তিনি হতাশভাবে হাত দুটো ছড়িয়ে দিলেন।

"কোথাও নিয়ে যান ওকে···বুঝলেন···আমি পারলাম না। ওকে নিন···"

ব্যর্থকাম মানুষের অনুনয়ের স্বরে তিনি এই কথা বললেন। কিন্তু হঠাৎ তিনি আবার উত্তেজিত হয়ে উঠলেন এবং আবার তাঁর মুষ্টি দেখাতে লাগলেন।

"কিন্তু কি করে এটা হতে পারে? আমি বিপ্লবীদের পক্ষভুক্ত ছিলাম। তাকিয়ে দেখুন আমার দিকে···শ্কুরোর দলের সৈন্যদের তলোয়ারের

আঘাতের দাগ এটা···আমার মাথা কেটে দু' ফাঁক করে দিয়েছিল! তাদের জন্যে, তোমাদের জন্যে!"

তিনি ছেলের দিকে ফিরে হাত দুটো পকেটে ঢুকিয়ে দিলেন। তারপর শুধু মরণোন্মুখ মানুষের মুখ থেকে বেরোতে পারে এই রকম চরম করুণার উদ্রেককারী স্বরে তিনি বললেন :

"মিশা! কি করে পারলে তুমি? আমার একমাত্তর ছেলে!···" মিশার চোখ ভাবলেশহীন, কিন্তু হঠাৎ তার ঠোঁট দুটো নড়ে উঠল, মুহূর্তের জন্য ক্ষণিক কোন চিন্তা নিজেকে প্রকাশ করে মিলিয়ে গেল।

আমি দেখলাম এ দুজন পরস্পরের শত্রু এবং দীর্ঘকাল হয়ত সারা জীবনই এরা শত্রুই থাকবে। তুচ্ছ কোন কিছু নিয়ে তাদের চরিত্রের মধ্যে বেঁধেছে সংঘর্ষ, মনের কোন অন্ধকার কোণায় প্রবৃত্তি উত্তেজিত হয়েছে, মেজাজ আগুন হয়ে গেছে। অসাবধানে চরিত্র চিকিৎসার স্বাভাবিক পরিণতি হচ্ছে অপ্রত্যাশিত বিস্ফোরণ।—জানা কথা এই বাপ ডাণ্ডা চালিয়েছেন। আর ছেলে দাঁড়িয়েছে বাপের বিরুদ্ধে স্বাধীনভাবে ও সগর্বে—বাপ শ্কুরোর দলের সঙ্গে তো বৃথাই লড়েননি! এইভাবেই ব্যাপারটা শুরু হয়েছে। এখন বাবা গিয়েছেন ক্ষেপে—আর তাঁর ছেলে?

আমি কঠোর দৃষ্টিতে মিশার দিকে তাকিয়ে শান্তভাবে বললাম, "তুমি ঝেরঝিন্স্কি কমিউনে যাবে! আজই!"

ছেলেটা চেয়ারে সোজা হয়ে বসল। সত্যিকারের আনন্দের আলোর শিখা জ্বলে উঠল তার চোখে এবং ঘরটা মনে হল উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে। মিশা কিছুই বলল না, কিন্তু চেয়ারে আবার ঠেশ দিয়ে বসে সোজা তার বাপের শ্কুরোকৃত ক্ষতচিহ্ন এবং ব্যথিত দৃষ্টির দিকে তার নবজাত মৃদু হাসি মেলে ধরল। আর শুধু তখনই আমি দেখতে পেলাম তার হাসিতে দুর্দমনীয়, অনাবৃত ঘৃণা।

বাপ বিষণ্ণভাবে মাথা নীচু করলেন।

মিশা যখন ইনস্পেক্টরের সঙ্গে চলে গেল, তখন বাপ আমাকে জিজ্ঞাসা

করলেন, যেন তিনি দৈববাণী উচ্চারণকারী কাউকে সম্বোধন করলেন এমন ভাবে :

"কেন আমি আমার ছেলেকে হারালাম ?"

আমি কোন জবাব দিলাম না। তারপর বাপ জিজ্ঞাসা করলেন :

"সেখানে কি ছেলেটার সব ঠিক হয়ে যাবে ?"

বই, বই, আর বই—ছাদ-পর্যন্ত ঠাসা। চমৎকার বাঁধানো বইগুলির উপর প্রিয় নামগুলি। বিরাট এক লেখার টেবিল। টেবিলের উপর আরও বই, পাথরের তৈরী বিশাল শবাধারের মত এক দোয়াতদানী, নানা রকম অদ্ভুত মূর্তি, ভাল্লুক, বাতিদান। পড়ার এই ঘরটায় জীবন উদ্বেলিত। বইগুলি শুধু শেল্‌ফের উপর সাজানো নয়, লোকের হাতে হাতে বইগুলির পাতা খোলার শব্দ উঠছে। ডিভানের গদীগুলির মধ্যে খবরের কাগজগুলি শুধু পড়ে নেই ; সেগুলি মেলে ধরে পড়া হচ্ছে। জ্ঞানগর্ভভাবে এখানে ঘটনাবলী আলোচিত হয়ে জীবন্ত হয়ে উঠছে। তামাকের ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে এক এক বার নজরে পড়ছে টাক-পড়া মাথা, সযত্ন বিন্যস্ত টেরী, কামানো গাল, আমেরিকান গোঁফ এবং তৈলস্ফটিক নির্মিত সিগারেটের আধার। হাড়ের ফ্রেমের চশমাগুলির পিছনে সূক্ষ্ম শিশিরবিন্দুর মত বুদ্ধির দীপ্তি।

বড় খাবার ঘরে চা পরিবেশন করা হচ্ছে। এ চা কড়া সেকেলে সামোভারের চা নয়, এ চা খাবার জন্যে নয়, এ হল ভদ্র চা, প্রায় প্রতীকের মত। চীনে মাটির বাসন, লেসের তৈরী টেবিল-ন্যাপকিন এবং যোগীর মত বিবাগী বিস্কুটের কঠোর সৌন্দর্যের প্রদর্শন উপলক্ষেই এ চা দেওয়া চলে। অল্প অবসন্নভাবে, একটু সরলতা সহকারে চারুপিঙ্গলকেশী গৃহকর্ত্রী তাঁর সযত্নলালিত প্রসাধন-করা হাতে চা-পার্টি পরিচালনা করছেন। চা-পানের সময় চলছে অভিনেতা-অভিনেত্রী ও নৃত্যশিল্পীদের খুসী-জাগানো একঝাঁক নাম নিয়ে আলোচনা ; রসালো ছোট ছোট গল্প এবং জীবনের হাল্কা ঘটনার কাহিনীও চলছে। যদি চায়ের সঙ্গে পরিবেশন করা হয় খাবার এবং

হাসি মুখে আমন্ত্রণকারী মদের পাত্র হাতে যদি দুই তিন পাক দেন তাহলে? চা-পানের পর দলবল ফিরে যাবেন পড়ার ঘরে, সিগারেট ধরাবেন, ডিভানের উপর খবরের কাগজগুলি চেপে মুড়ে দেবেন, গদীগুলির উপর গড়াবেন এবং সব চেয়ে টাটকা মজার গল্প শুনে মাথা পিছনে হেলিয়ে অট্টহাসি হাসবেন।

এতে কি অন্যায় কিছু আছে? কে জানে? কিন্তু এই মানুষগুলির মধ্যে সব সময়েই রয়েছে বারো বছরের ছেলে ভোলোদিয়া সব কিছু সে দেখছে, এধারে ওধারে ছুটোছুটি করছে। রোগা, রক্তশূন্য চেহারা, তাহলেও ছেলেটির উৎসাহ আছে। বাধাহীনভাবে বয়ে-যাওয়া গল্প-গুজবের স্রোতে কখনও কোন কারণে বিরোধ সৃষ্টি হলে বাবা ভোলোদিয়াকে "খাড়া করে দেন" —ঠিক তাঁরই এক ক্ষুদে অংশ। থিয়েটারের ভাষায় একে বলে "আঁত্রাক্ত"।

বাবা ভোলোদিয়াকে তাঁর হাঁটুর উপর টেনে নেন, ভোলোদিয়ার মাথার পিছনে শুড়শুড়ি দিয়ে বলেন:

"ভোলোদিয়া এখনও তুমি শুতে যাওনি কেন?"

জবাবে ভোলোদিয়া বলে: "আপনিই বা কেন যাননি বলুন?" অতিথিরা পুলকিত হলেন। ভোলোদিয়া বাপের চোখের দিকে তাকিয়ে চোখ নামালো এবং সলজ্জ মৃদু হাসি হাসল—এই ধরনটাই অতিথিরা বেশী পছন্দ করেন।

মানানসই কোন জায়গায় বাবা ভোলোদিয়াকে চাপড়ে দিলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন:

"'হ্যামলেট' শেষ করতে পেরেছ?"

ভোলোদিয়া মাথা নেড়ে জানালো পেরেছে।

"তোমার ভাল লাগল?"

এ সময়েও ভোলোদিয়া ঘাবড়ালো না, কিন্তু এখন আর লজ্জার স্থান নেই।

"উঁহু, তেমন ভাল লাগেনি। সে যদি প্রেমে পড়ে থাকে···ঐ যে কি বলে···ওফেলিয়ার সঙ্গে, তাহলে বিয়ে করল কেন তারা? তারা শুধু বাজে বাজে সময় নষ্ট করে চলল, আর তোমাকে পড়েই চলতে হবে।"

অভ্যাগতদের মধ্য থেকে আবার হাসির হররা উঠল। ডিভানের এক কোণ থেকে কেউ গম্ভীর আলাপী স্বরে প্রয়োজনীয় মশলা যুগিয়ে দিলেন: "খোরপোষ দিতে চায় না, শয়তানটা!"

এই সময় ভোলোদিয়াও উচ্চহাসি হাসল, বাবাও হাসলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে তাক-সই মজার গল্প আসর জমিয়ে ফেলেছে।

"তাকে যখন খোরপোষ দিতে বলা হয় তখন পুরুত কি বলেছিল জানেন?"

"আঁত্রাক্তের শেষ।" ভোলোদিয়াকে কদাচিৎ কর্মসূচীর অংশ হিসাবে কাজে লাগানো হয়।—বাপ উপলব্ধি করেছেন যে, মাত্র অল্পমাত্রাতেই ভোলোদিয়া আনন্দদায়ক। ভোলোদিয়া এই মাত্রা-পদ্ধতি পছন্দ করে না। সে ভীড়ের মধ্যে ছুটোছুটি করে, এক অতিথির কাছ থেকে আর এক অতিথির কাছে যায়, এমনকি অচেনা লোকের সঙ্গেও গায়ে পড়ে আলাপ জমায় এবং একটা খেল দেখাবার, নিজেকে জাহির করার, অভ্যাগতদের মধ্যে হাস্যরোল তোলার এবং নিজের বাপ-মাকে বড় করে তোলার একটা সুযোগ পাওয়ার জন্য সে একাগ্রচিত্তে মতলব ভাঁজে।

চা-পানের সময় হঠাৎ ভোলোদিয়ার বাঁশীর মত গলায় শুরু হল এক গল্প।

"মেয়েটি তো তার প্রিয়া, তাই না?"

মা হাতদুটো উৎক্ষিপ্ত করে বিস্ময়ের স্বরে বললেন:

"শুনছেন কি বলছে? ভোলোদিয়া, কি বলছ তুমি?"

কিন্তু মার মুখে কিছুটা কপট বিস্ময়ের সঙ্গে ফুটে উঠেছে আপনা থেকেই উল্লাস ও গর্ব; এই বালকসুলভ জড়তাহীনতাকে তিনি প্রতিভার প্রমাণ বলে গ্রহণ করেছেন। সুচারু ও সুন্দর জিনিসের সাধারণ তালিকার মধ্যে ভোলোদিয়ার প্রতিভাও গ্রহণযোগ্য: জাপানী কাপ, লেবুকাটার ছোট ছোট ছুরি, ন্যাপকিন আর—এমন আশ্চর্য ছেলে।

তুচ্ছ ও নিরর্থক অহঙ্কারের মাঝে মা-বাপ তাঁদের ছেলের চরিত্রকে গভীরভাবে লক্ষ্য করতে পারেন না, তাঁদের ভবিষ্যৎ পারিবারিক গোলযোগের

প্রথম লক্ষণগুলি তাঁদের চোখে পড়ে না। ভোলোদিয়ার চোখের চাউনি বড় জটিল। সে নিষ্পাপ শিশুর দৃষ্টি ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করে তার চোখে—অর্থাৎ তার বাপ-মার "বিশেষ অনুরোধে"; কিন্তু সেই একই দৃষ্টিতে জ্বলতে থাকে ঔদ্ধত্য এবং অভ্যাসগত মিথ্যার স্ফুলিঙ্গ—সেটা তার নিজের।

কি ধরনের নাগরিক সে হবে?

প্রিয় বাপ-মায়েরা!

মাঝে মাঝে আপনারা ভুলে যান যে, আপনাদের পরিবারে একজন ব্যক্তি বড হয়ে উঠছে, যে ব্যক্তির জন্য দায়িত্ব আপনাদেরই।

এই ভেবে নিজেদের সান্ত্বনা দেবেন না যে, এটা একটা নৈতিক দায়িত্বের বেশী কিছু নয়।

এমন সময় আসতে পারে যখন আপনারা সমস্ত ভরসা হারাবেন এবং হতবুদ্ধি হয়ে আপনাদের হাত ছড়িয়ে দেবেন এবং তখন, হয়ত, সেই নৈতিক দায়িত্বের চেতনাকে চাপা দেবার জন্য আপনারা বিড় বিড় করে বলবেন: "ভোলোদিয়া এত চমৎকার ছেলে ছিল! প্রত্যেকে তাকে দেখলেই খুশী হত।"

কিন্তু আপনারা কি কখনও বুঝবেন না, যে, কে দোষী? অবশ্য, বিপর্যয় না ঘটতেও পারে।

এমন মুহূর্ত আসে যখন বাপ-মা প্রথম অনুভব করেন যে, একটা কিছু সামান্য গোলমাল ঘটেছে। তারপর এই অনুভূতি গভীর হতে থাকে যে, যাকে তাঁরা তাঁদের সুখী পরিবার বলে মনে করেছিলেন তার কোথাও সত্যিই একটা অস্বাস্থ্যকর কিছু আছে। কিছুকালের জন্য উদ্বিগ্ন বাপ-মা এটাকে মেনে নেন। শোবার ঘরে অসুখী ভাবে নিজেদের মধ্যে ফিস ফিস করে আলোচনা করেন, কিন্তু বাইরে নিজেদের মর্যাদা বজায় রাখার জন্য সব ঠিক আছে এবং কোন মর্মান্তিক ব্যাপার ঘটেনি এই ভাব দেখান। কারণ, বাহ্যতঃ পরিবারের চেহারা বেশ ভালই আছে।

বাজে মাল যারা উৎপাদন করে বাপ-মা ঠিক তাদেরই মত আচরণ করেন। বাজে মালকেই আসল মাল বলে সমাজের কাছে চালানো হয়।

যখন আপনাদের পরিবারে প্রথম সামান্য "শিশু" হাঙ্গামা ঘটে, যখন আপনারা আপনাদের সন্তানের চোখে পশুর দৃষ্টি ফুটে উঠতে দেখেন, তখনও ক্ষুদ্র ও দুর্বল হলেও যে পশুর দৃষ্টিতে শত্রুতা প্রকাশ পায়, তখনই কেন আপনারা অতীতেব দিকে দৃষ্টি ফেরান না, কেন আপনারা আপনাদের নিজেদের আচরণ পর্যালোচনা করতে শুরু করেন না? কেন নিজেদের কাছে এই প্রশ্ন করতে আপনারা দুর্বল চিত্তের পরিচয় দেন :

"আমার পারিবারিক জীবনে আমি কি বলশেভিকেব মত কাজ করেছি?"

কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি যে, আপনারা একটা অজুহাত খুঁজছেন·· ···

চশমা-পরা একটি লোক। খাটো লাল দাড়ি, গায়ের রং লাল, হাসি-খুশী মানুষ, হঠাৎ তাঁর চামচটা গ্লাসের মধ্যে ঘুরিয়ে নেড়ে গ্লাসটা একধারে সরিয়ে দিলেন এবং একটা সিগারেট টেনে বার করলেন।

"আপনারা গুরুমশায়রা সবসময়েই লোককে পদ্ধতির ব্যাপার নিয়ে দুষছেন। পদ্ধতি পদ্ধতিই, কেউ তা নিয়ে ঝগড়া করছে না। কিন্তু বন্ধুরা, মূল বিরোধটাব সমাধান করুন তো দেখি!"

"কি বিরোধ?"

"ওহো! কি বিরোধ? সেটা কি তাই আপনি জানেন না? ওসব চলবে না, আপনি সমাধান করুন!"

"আচ্ছা বেশ, আমি করব। কি নিয়ে আপনি এত উত্তেজিত হচ্ছেন?"

সমজদারের মত তিনি সিগারেটে টান দিলেন। তাঁর দুই ঠোঁটের ফাঁক থেকে বেয়ে বেরিয়ে এল ছোট্ট একটি ধোঁয়ার চক্র। তারপর তাঁর মুখে দেখা দিল ক্লান্ত হাসি।

"আপনি কিছুই সমাধান করতে পারবেন না। বিরোধটা সমাধানের অযোগ্য ধরনের বিরোধগুলির একটি। এটা ত্যাগ কর, ওটা ত্যাগ কর এ

কথা বলে কোন সমাধান হয় না। ওটা একটা লোক-দেখানো সমাধান মাত্র। ধরুন, আমি যদি কোন না কোন জিনিস ত্যাগ করতে না পারি, তাহলে কি হবে?"

"কিন্তু বিরোধটা কি তাই জানতেই তো আমার আগ্রহ?" সিগারেটের ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে আমার দিকে বক্র দৃষ্টি হেনে আমার সঙ্গী তাঁর দুঃখের সূক্ষ্ম দিকগুলির উপর জোর দেবার উদ্দেশ্যে তাঁর সিগারেটটাকে আঙ্গুলের মধ্যে মোচড়াতে মোচড়াতে বললেন:

"একদিকে সমাজে আপনার কাজ রয়েছে, আপনার সামাজিক কর্তব্য রয়েছে, অন্যদিকে আপনার সন্তানের, আপনার পরিবারেব প্রতি আপনার কর্তব্য রয়েছে। সমাজ আমার সমস্ত সময়টুকু নিয়ে নেয়: সকাল, বিকেল, সন্ধ্যা—প্রতিটি মুহূর্তের ব্যবস্থা মাপাজোকা ধরা-বাঁধা। আর সন্তান? এত সহজ অঙ্ক: তোমার সন্তানের জন্য তোমার সময় দেওয়ার অর্থ বাড়িতে বসে থাকা, জীবন থেকে সরে থাকা, কার্যতঃ, বচনবাগীশে পরিণত হওয়া। তোমার সন্তানের সঙ্গে তোমাকে কথা বলতে হবে, তাকে অনেককিছু তোমাকে বুঝিয়ে বলতে হবে, তাকে মানুষ করে তুলতেই হবে তোমাকে! চুলোয় যাক সব!"

সাড়ম্বর অধৈর্যের ভাব দিয়ে তিনি তাকালেন আমার দিকে এবং তাঁর শেষ-না-করা সিগারেটটা ছাইদানীতে চেপে নিভিয়ে দিলেন।

আমি সাবধানে প্রশ্ন করলাম, "আপনার কি ছেলে আছে?"

"হ্যাঁ ১৩ বছরের ছেলে, ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ে। ভাল ছেলে, লেখাপড়ায় ভাল, কিন্তু এর মধ্যেই সে বাচ্ছা ভবঘুরে হয়ে দাঁড়িয়েছে। মা যেন চাকরানী, এই ধরনের ব্যবহারই সে করে মার সঙ্গে। তার ব্যবহার রূঢ়। আমি কখনও তাকে দেখতে পাই না। আর এই ব্যাপারটা কল্পনা করুন তো! সেদিন তার এক বন্ধু এসেছে। পাশের ঘরে দুজনে বসে আছে। হঠাৎ শুনি আমার কোস্তিক অশ্লীল ভাষায় গালমন্দ করছে। শুধু দুটো, একটা কথা নয়, বুঝলেন, একেবারে হাওয়াটাকে বিষিয়ে দিয়েছে।"

"ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন নাকি?"

"'ভয় পাওয়া' বলতে কি বোঝেন আপনি? তেরো বছর বয়সে সে জানে না এমন কিছু নেই। কিছুই তার কাছে গোপন নেই। সম্ভবতঃ, নোংরা গল্পগুলো এবং সব রকম নোংরামি তার জানা আছে।"

"অবশ্যই জানে।"

"দেখুন, তাহলে! আমি কোথায় ছিলাম? তার বাপ আমি কোথায় ছিলাম?"

"অন্য লোকে আপনার ছেলেকে অশ্লীল কথা এবং নোংরা গল্প শিখিয়েছে আর আপনি তাতে অংশ গ্রহণের কোন সুযোগ পান নি বলে আপনি চটে গেছেন?"

"এবার আপনি ঠাট্টা করছেন!" গর্জে উঠলেন আমার সঙ্গী।

"কিন্তু ঠাট্টা করে তো বিরোধের সমাধান করা যায় না!"

উত্তেজিতভাবে চায়েব দাম মিটিয়ে দিয়ে তিনি দৌড়ে চলে গেলেন।

কিন্তু আমি আদৌ ঠাট্টা করিনি। আমি তাঁকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আর, তিনি আবোল তাবোল জবাব দিলেন। তিনি ক্লাবে চা খেলেন এবং আমার সঙ্গে বকবক করলেন—এও তাঁর মতে সামাজিক কাজ। তাঁকে আবও বেশী সময় দেওয়া হলে তিনি কি করবেন? অশ্লীল কাহিনী-গুলির বিরুদ্ধে অভিযান চালাবেন? কিন্তু কি ভাবে? তিনি অশ্লীল ভাষায় কিবে করা যখন শুরু করেন তখন তাঁর বয়স কত ছিল? তাঁর কর্মসূচী কি? "মূলগত বিরোধ" ছাড়া তাঁর মাথায় আর কি ধাবণা আছে? আর কোথায় দৌড়ে গেলেন তিনি? বোধহয় তাঁর ছেলেকে শিক্ষা দিতে, অথবা হয়তো, আর কোথাও যাচ্ছেন "মূলগত বিরোধ" নিয়ে আলোচনা করতে?

"মূলগত বিরোধ"—সময়াভাব—ব্যর্থকাম বাপ-মায়েদের প্রিয় অজুহাত। "মূলগত বিরোধের" দ্বারা দায়িত্ব থেকে রক্ষা পেয়ে তাঁরা ছেলেমেয়েদের সঙ্গে স্বাস্থ্যকর আলোচনায় লিপ্ত আছেন বলে কল্পনা করেন। একটা সান্ত্বনাদায়ক ছবি: বাপ-মা বলে যাচ্ছেন এবং ছেলেমেয়েরা শুনছে! কিন্তু নিজের ছেলে-মেয়েদের কাছে বক্তৃতা ও উপদেশ দেওয়া অবিশ্বাস্য রকমের কঠিন কাজ।

কারণ, এই ধরনের বক্তৃতায় হিতকর শিক্ষামূলক ফল পেতে হলে বহু অবস্থার সৌভাগ্যজনক সম্মিলন ঘটা দরকার। প্রথমতঃ; আপনাকে একটা চিত্তাকর্ষক বিষয় বেছে নিতে হবে। কি ভাবে বিষয়টি ভাল করে প্রকাশ করা যায় এবং আপনার যা বলার আছে তা কি ভাবে দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝানো যায় তা আপনার জানা একান্ত প্রয়োজন। এ ছাড়া সন্তানকে অস্বাভাবিক ধৈর্যের অধিকারী হতে হবেই।

অপর দিকে ধরুন, আপনার বক্তৃতায় সন্তান খুসী হল। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হতে পারে এটা ভালই, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এমন বাপ-মা আছেন যাঁরা এ ধরনের ব্যাপার ঘটলে ক্ষেপে যাবেন। এ কি ধরনের শিক্ষাপ্রদ বক্তৃতা যার লক্ষ্য হল শিশুকে খুসী করা? প্রত্যেকেই জানে যে, খুসী করার অন্য অনেক উপায় আছে; পক্ষান্তরে, "শিক্ষাপ্রদ" বক্তৃতার লক্ষ্য হল শ্রোতাকে যন্ত্রণা দেওয়া, তাকে ছোট করে দেওয়া, তাকে কাঁদিয়ে ছাড়া, নৈতিক দিক থেকে তাকে নিঃশেষ করে দেওয়া।

প্রিয় বাপ-মা!

অনুগ্রহ করে একথা ভাববেন না যে, আপনাদের সন্তানকে কিছু বলার আদৌ কোন অর্থ নেই। এই ধরনের কথাবার্তা থেকে অতিরিক্ত কিছু আশা করা সম্পর্কেই আমরা শুধু আপনাদের সতর্ক করে দিচ্ছি।

যে সকল বাপ-মা খারাপ ভাবে নিজেদের সন্তানদের পালন করে এবং সাধারণতঃ যে সমস্ত লোকের শিক্ষাদানের বিন্দুমাত্র ক্ষমতা নেই ঠিক সেই সমস্ত লোকেই শিক্ষাপ্রদ আলোচনার মূল্যকে অতিরঞ্জিত করে।

তাদের কল্পনায় শিক্ষাদানের কাজটা এই ভাবে চলে। শিক্ষাদাতা দাঁড়ালেন 'ক' চিহ্নিত স্থানে। তিনগজ দূরে 'খ' চিহ্নিত স্থানে দাঁড়াল শিশু। শিক্ষাদাতা স্বরনালীকে সক্রিয় করলেন, শিশু তার শ্রবণ-যন্ত্রের দ্বারা ধরে নিল উপযুক্ত শব্দতরঙ্গ। কর্ণপটহের মাধ্যমে তরঙ্গগুলি প্রবেশ করল শিশুর অন্তরে এবং সেখানে চোলাই হয়ে একটা বিশেষ শিক্ষাপ্রদ ওষুধে পরিণত হল।

কখনও কখনও বিষয় ও বস্তুর অবস্থিতির সামান্য পরিবর্তন হতে পারে, কিন্তু তিনগজ দূরত্ব ঠিকই থাকবে। যেন ঘানিতে জোড়া এমনভাবে শিশু শিক্ষাদাতার চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে সারাক্ষণ স্বরনালীর ক্রিয়া অথবা অন্য কোন ধরনের প্রত্যক্ষ প্রভাব অনুভব করে। কখনও কখনও শিশু দড়ি ছিঁড়ে চলে যায় এবং স্বল্পকালের মধ্যে তার সন্ধান মেলে জীবনের ভয়ঙ্কর পঙ্ককুণ্ডের ভিতর। এই রকম ক্ষেত্রে শিক্ষাদাতা, বাবা বা মা, কম্পিতস্বরে প্রতিবাদ জানান : "ও আয়ত্তের বাইরে গেছে! সারাদিন রাস্তায় রাস্তায় ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। আপনারা জানেন আমাদের উঠোনে কি ধরনের ছেলেপিলে থাকে? ক্ষুদেগুণ্ডা! সেখানে তারা যে কি করে তা কে জানে! তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার শিশু-অপরাধী, সত্যি বলছি··· ।"

বক্তার গলার স্বরে ও চোখে আবেদন : আমার ছেলেকে ধরে দিন, রাস্তার ছেলেগুলোর হাত থেকে ওকে বাঁচান। আবার ওকে শিক্ষার ঘানি-গাছে জুড়ে দিন, ওকে শিক্ষা দেবার কাজটা আমাকে চালিয়ে যেতে দিন।

এই ধরনের শিক্ষায়, নিশ্চয়ই, অনেক ফালতু সময় লাগে। অবশ্য, এর মানে ফালতু সময়ের অপচয়। টিউটর ও গভর্ণেস ও স্থায়ী তদারককারী রাখা এবং অবিরাম বিরক্ত করার পদ্ধতি অনেককাল আগেই ভেঙ্গে পড়েছে। এই পদ্ধতি ইতিহাসে কখনও একটিও উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করে নি। সবচেয়ে সেরা, প্রাণবন্ত ছেলেমেয়েরা বন্ধনছিন্ন করেছে, এর কোন ব্যতিক্রম হয় নি।

এক ব্যক্তির যত গুণই থাক না কেন, একজন সোবিয়েত মানুষকে তার প্রত্যক্ষ প্রভাবাধীনে শিক্ষিত করা যেতে পারে না। ব্যাপকতম অর্থে শিক্ষা হল একটা সামাজিক প্রক্রিয়া। সব কিছুই শিক্ষায় সাহায্য করে : মানুষ, বস্তু, ঘটনাবলী, কিন্তু সর্ব প্রথম এবং সবার উপরে হল—মানুষ। এসবের মধ্যে প্রথম স্থান হল বাপ-মা ও শিক্ষকদের। চারিপাশের বাস্তবতার সমগ্র জটিল জগতের সঙ্গে শিশুর অসংখ্য সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই সব সম্পর্কের প্রত্যেকটি অপ্রতিরোধ্যভাবে বেড়ে ওঠে, অন্যান্য সম্পর্কের সঙ্গে মিশে যায়

এবং শিশুর দৈহিক ও নৈতিক বিকাশ বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও জটিল হয়ে ওঠে।

এই "বিশৃঙ্খল জগতের" কিছুই হিসেবের মধ্যে আনা যায় না বলে মনে হয়। তবু প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট মুহূর্তে শিশুর ব্যক্তিত্বে নির্দিষ্ট পরিবর্তনগুলি ঘটে। আর শিক্ষাদাতার কাজ হল এই বিকাশকে পরিচালিত করা ও পথ দেখানো।

কোন কোন বাপ-মা শিশুকে জীবনের প্রভাব থেকে আড়াল করে রাখার এবং সামাজিক শিক্ষার স্থলে ব্যক্তিগত ভাবে গৃহে শিক্ষাদানের যে চেষ্টা করে থাকেন তা কাণ্ডজ্ঞানহীন ও ব্যর্থ। এর ব্যর্থতা অনিবার্য: হয় সন্তান পারিবারিক কারাগার ভেঙ্গে পালাবে, আর না হয় আপনারা এক অদ্ভূত জীব তৈরী করবেন।

তাহলে তো সন্তানকে মানুষ করে তোলার ব্যাপারে জীবনই বড় কথা? কিন্তু পরিবারের স্থান কোথায়?

না, সন্তান পালনের দায়িত্ব পরিবারের, অথবা যদি আপনাদের পছন্দসই হয় তাহলে বাপ-মার। কিন্তু পরিবারের সম্মিলিত জীবন যে শিক্ষা দেবে তা শূন্য থেকে সন্তানকে গড়ে তুলতে পারে না। পরিবার থেকে লব্ধ সীমাবদ্ধ ভাবে বাছাই-করা মানসিক উপলব্ধি অথবা বাপের গুরুমশাই সুলভ বক্তৃতা ভবিষ্যৎ মানুষ গড়ে তোলার পক্ষে যথেষ্ট মালমশলা নয়। সোবিয়েত জীবনের বহু বিচিত্র রূপই এই মালমশলা যোগাতে পারে।

সেকালে সম্পন্ন পরিবারগুলিতে ছেলেমেয়েদের "দেবদূতোপম আত্মা" বলে অভিহিত করা হত। আমাদের যুগে বলা হয় ছেলেমেয়েরা "জীবনের ফুল"। ভাল কথা। তবে অবিবেচক, আবেগ-প্রবণ লোকেরা এই সমস্ত সুন্দর শব্দের অর্থ কি তা ভেবে দেখার কষ্ট স্বীকার করেন না। ছেলেমেয়েদের যদি একবার "ফুল" বলে বর্ণনা করা যায় তাহলে এই ধরনের লোকেদের কাছে তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, ছেলেমেয়েদের নিয়ে উচ্ছ্বাস করা, হুজুগ করা,

তাদের গন্ধ শোঁকা, তাদের কথা বলে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করা ছাড়া আমাদের আর কিছুই করার নেই। বোধহয় তাঁরা এমন কথাও ভাবেন যে ছেলেমেয়েরা যে একটা ক্ষীণপ্রাণ "সৌখীন" ফুলের তোড়া, ফুলগুলিকে আমাদের এই শিক্ষা দেওয়া উচিত।

এই খাঁটি সৌন্দর্যতাত্ত্বিক এবং চিন্তাহীন উৎসাহের মধ্যে নিহিত রয়েছে এর ব্যর্থতার বীজ। "জীবনের ফুলগুলিকে" আপনার টেবিলের চীনা ফুলদানীতে সাজানো "সৌখীন" ফুলের তোডা বলে কল্পনা করা উচিত নয়। এই ফুলগুলি সম্পর্কে আপনি যতই উৎসাহ দেখান না কেন, যত হুজুগেই মাতুন না কেন, ফুলগুলি ইতিমধ্যেই মরে যাচ্ছে, ইতিমধ্যেই তাদের মৃত্যুদণ্ড জারি হয়ে গেছে, তারা বন্ধ্যা। আগামীকাল আপনি সেবেফ ফুলগুলিকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়াবেন। যদি আপনি অসংশোধনীয় রকমের ভাবপ্রবণ হন, তাহলে বডজোর আপনি ফুলগুলিকে বৃহদাকাব বই-এব মধ্যে শুকিয়ে রাখবেন। কিন্তু তা থেকে আনন্দ লাভের আশা আপনি করতে পারবেন না। যতই স্মৃতিকে মন্থন করুন, যতবার ইচ্ছে ততবার আপনি তাদের দিকে তাকিয়ে দেখুন, আপনি শুকনো পাপড়ি ছাডা কিছুই পাবেন না।

না, আমাদের সন্তানেরা আদৌ এই ধবনেব ফুল নয়। আমাদের জীবনের জীবন্ত বৃক্ষকাণ্ডেব উপরেই আমাদের সন্তানেরা ফুটে ওঠে, তারা ফুলের তোডা নয়, তারা চমৎকার একটা আপেলের বাগান। আব এই ফলের বাগান আমাদেব। বিশ্বাস করুন, এ ক্ষেত্রে সম্পত্তির অধিকারের একটা চমৎকার অর্থ আছে। অবশ্য, এমন ফলেব বাগানের প্রশংসা না করে থাকা যায় না। খুশী না হয়ে পাবা যায় না, কিন্তু এই বাগানে কাজ না করে থাকা আরও কঠিন। দয়া কবে এই কাজটি নিন: মাটি কোপান, জল দিন, শুটিপোকা মাকন, মবা ডালগুলি ছেঁটে দিন। মহান উদ্যানপালক কমরেড স্তালিনের কথা স্মরণ রাখুন:

"মালী যেমন তার বাছাই-করা ফলের গাছগুলিকে লালন করে, মানুষকে তেমনি যত্ন ও মনোযোগ দিয়ে লালন করা উচিত।"

কথাটা লক্ষ্য করুন : ফল। শুধু সুগন্ধ নয়, শুধু নানা রঙ নয়, ফলটাতেই বিশেষভাবে আপনাদের আগ্রহ থাকা উচিত। আর এই কারণেই শুধু উচ্ছ্বাস ও চুম্বন নিয়ে ফুলগুলির উপর ঝাঁপিয়ে পড়বেন না—কোদাল নিন, কাঁচি ও জলের ঝারিটা নিন, আর নিয়ে আসুন মইটা। আপনার বাগানে গুটিপোকা দেখা দিলে, প্যারিস গ্রীণ নিয়ে আসুন। ভয় পাবেন না এতে, ঝাঁকিয়ে ছড়িয়ে দিন চারধারে একটু। তা ফুলগুলি একটু অস্বস্তি বোধ করে করুক। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি, ভাল মালীকে কখনও গুটিপোকার উপদ্রব সহ্য করতে হয় না।

হ্যাঁ, আসুন আমরা মালী হই। কে সন্তানকে শিক্ষা দেয়—বাপ-মা, না জীবন, এই কঠিন প্রশ্নের কয়েকটা বিষয় ব্যাখ্যা করতে এই চমৎকার তুলনা আমাদের সাহায্য করবে।

ফলের বাগানে গাছের চাষ করে কে ?

জমি ও হাওয়া গাছকে দেয় সার, সূর্য দেয় একে দহনের মূল্যবান শক্তি, ঝড় বাতাস লড়াইয়ে একে করে কষ্টসহিষ্ণু, এর সঙ্গী গাছগুলি একে রক্ষা করে বন্ধ্যাত্ব থেকে। গাছের ভিতরে ও চারপাশে সর্বদা এক অতি জটিল রাসায়নিক প্রক্রিয়া চলেছে।

জীবনের এই শ্রমসাধ্য কাজে মালী কি পরিবর্তন ঘটাতে পারে ? ফল যতক্ষণ না পাকছে এবং যতক্ষণ না সে ফলগুলিকে পেড়ে লুব্ধ ঔদাসীন্যের সঙ্গে গিলছে ততক্ষণ পর্যন্ত কি সে অসহায়ভাবে নতি স্বীকার করে শুধু অপেক্ষা করবে ?

তিয়েরা দেল ফুয়েগোর অরণ্যে অসভ্যরা ঠিক এই করে থাকে। আর অনেক বাপ-মাও তাই করেন।

কিন্তু প্রকৃত একজন মালী কখনও এইভাবে কাজ করবে না।

বহু পূর্বেই মানুষ সাবধানে ও সস্নেহে প্রকৃতির সঙ্গে ব্যবহার করতে শিখেছে। এখন সে শিখেছে প্রকৃতির রূপান্তর ঘটাতে, নতুন প্রাকৃতিক রূপ সৃষ্টি করতে, প্রকৃতির জীবনে তার শক্তিশালী সংশোধন ক্ষমতা প্রয়োগ

করতে। আর আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, আমরা সোবিয়েত শিক্ষাব্রতীরা আর "প্রকৃতির দাস" নই, তার প্রভু হয়েছি।

আমাদের শিক্ষা অনুরূপ সংশোধক। এবং শুধু এই পথেই শিক্ষা সম্ভব। জীবনের ঐশ্বর্যময় পথে ফুলের মধ্য দিয়ে এবং ঝড়ঝাপ্টা অতিক্রম করে একটি শিশুকে বিচক্ষণতা সহকারে ও সুনিশ্চিতভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এমন একটি কাজ যা প্রত্যেক লোক যদি সত্যিই করতে চায় তো করতে পারে।

বিরক্তিকর আতঙ্কগ্রস্ত আর্তনাদে আমি যত বিরক্ত হই আর কিছুতেই তত হই না।

"রাস্তার চ্যাংড়ারা !!"

"দেখুন সবই ঠিক ছিল, কিন্তু তারপর সেরোঝা আমাদের উঠোনে এক দঙ্গল চ্যাংড়ার সঙ্গে ভাব জমাল......"

এই "এক দঙ্গল চ্যাংড়ারা" সেরোঝাকে নষ্ট করল। সেরোঝা কোথায় ঘুরে ঘুরে বেড়ায় কেউ জানে না। সেরোঝা দেরাজ থেকে এক টুকরো পায়জামার কাপড় নিয়ে বিক্রি করেছে। সেরোঝা মাঝরাত্রের পর বাড়ি ফিরেছে, মুখে মদের গন্ধ। সেরোঝা তার মাকে অপমান করেছে।

শুধু নিরেট বোকাতেই বিশ্বাস করতে পারে যে, এই সব কিছুই হয়েছে "এক দঙ্গল রাস্তার চ্যাংড়ার" দ্বারা।

সেরোঝা অনন্য নয়। সে একেবারেই সাধারণ ধরনের। লোকে এই ধরনের ছেলে দেখে দেখে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। আর "রাস্তার চ্যাংড়ারা" বা "আমাদের উঠোনের চ্যাংড়ারা" না, অলস ও নীতিহীন বাপ-মাই তাকে সে-এখন-যা সেইভাবে গড়ে তুলেছেন। এক নিমেষে সে তৈরী হয়নি : সেরোঝার বয়স যখন দেড় বছর তখন থেকে অবিরাম ধীরভাবে প্রক্রিয়া চলেছে। পরিবারের আচরণের সম্পূর্ণ লজ্জাজনক বহু সংখ্যক বৈশিষ্ট্য তাকে এইভাবে গড়ে উঠতে সাহায্য করেছে : সেরেফ অলসতা, লক্ষ্যহীন

দিবাস্বপ্ন, ছোটখাট স্বৈরাচার এবং সর্বোপরি অমার্জনীয় দায়িত্বজ্ঞানহীনতা ও অতিসামান্য কর্তব্যজ্ঞান।

প্রকৃতপক্ষে সেরোঝা সত্যিকারের "রাস্তার চ্যাংড়া," কিন্তু তার পরিবার একমাত্র তারই পরিবার তাকে রাস্তার চ্যাংড়ায় পরিণত করেছে। হয়তো, আপনাদের উঠোনেই তারই নিজের মত ব্যর্থ চরিত্রের সঙ্গে তার দেখা হয়েছে। একত্র হয়ে তারা গড়ে তুলেছে যথারীতি বাচ্চাদের এক দঙ্গল। তাদের সকলেই সমান নীতিভ্রষ্ট এবং সমানই "রাস্তার"। কিন্তু একই উঠোনে আপনি দেখবেন আরও অনেক ছেলেমেয়ে যাদের পরিবার ও পারিবারিক সংশোধক এমন নীতি ও ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে যার সাহায্যে রাস্তার চ্যাংড়াদের না এড়িয়ে এবং পরিবারের দেওয়ালের আড়ালে থেকে, জীবন থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন না করে তারা রাস্তার চ্যাংড়াদের প্রভাবকে হটাতে পেরেছে।

সোবিয়েত সমাজের প্রতি বাপ-মায়েদের পৌর কর্তব্য অবিরাম, সক্রিয় ও সচেতনভাবে পালিত হওয়াব মধ্যেই সাফল্যের সঙ্গে পরিবার গড়ে তোলার নিশ্চিত উপায় নিহিত রয়েছে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে যেখানে বাপ-মা তাঁদের কর্তব্যকে প্রকৃতই উপলব্ধি করেন, যেখানে এই কর্তব্যবোধ তাঁদের দৈনন্দিন জীবনের ভিত্তি রচনা করে, সেখানে অবশ্যই এই কর্তব্যবোধ পবিবারের সন্তান মানুষ করার কাজকেও পথ দেখায়, সেখানে কোন ব্যর্থতা বা বিপর্যয় সম্ভব নয়।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এক শ্রেণীর বাপ-মা আছেন—সংখ্যায়ও তাঁরা বেশ ভারি, যাঁদের ক্ষেত্রে এই নিয়ম খাটে না। এই লোকগুলিকে সৎ নাগরিক বলে মনে হয়, কিন্তু হয় তাঁবা পারম্পর্য্য রক্ষা করে চিন্তা করতে অক্ষম অথবা কোন দিকে যেতে হবে সে চেতনা তাঁদের দুর্বল অথবা পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা তাঁদের একেবারেই নেই। শুধু এই কারণেই তাঁদের কর্তব্যজ্ঞান তাঁদের পারিবারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয় না। ফলে, তাঁদের সন্তান-সন্ততি পালনের ক্ষেত্রেও তা প্রযুক্ত হয় না। এবং শুধু এই কারণেই তাঁরা কমবেশী পরিমাণে গুরুতর

ব্যর্থতার সম্মুখীন হন, আর শুধু এই কারণেই তাঁরা সমাজের জন্য সন্দেহজনক গুণসম্পন্ন মানুষ তৈরী করেন।

অন্যেরা আরও সাধু। তাঁরা অপকটভাবে বলেন: "কি করে সন্তান মানুষ করতে হয় তা জানতে হবে। হয়ত সত্যিসত্যিই আমি এটা ঠিক মত করছি না। ছোটদের মানুষ করতে হলে জ্ঞানের দরকার।"

আর একভাবে বলতে গেলে: প্রত্যেকেই তাঁর ছেলেমেয়েদের ভালোভাবে মানুষ করতে চান, কিন্তু প্রত্যেকের তার গোপন মন্ত্রটি জানা নেই। কেউ কেউ সেটা আবিষ্কার করেছেন, কেউ কেউ সেটা পুরোপুরি কাজে লাগিয়েছেন, কিন্তু আপনারা একেবারে অন্ধকারেই রয়ে গেছেন, কেউ রহস্যটি আপনাদের কাছে উদ্ঘাটিত করেনি।

এই জন্যেই সকলের দৃষ্টি শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ ও প্রতিষ্ঠানগুলির দিকে আছে।

প্রিয় বাপ-মা!

আমাদের নিজেদের মধ্যে বলছি: আমাদের শিক্ষকভায়ারা তাঁদের পরিবারগুলির মধ্যে আনুপাতিক হিসাবে প্রায় আপনাদেরই সমপরিমাণ দাগী মাল তৈরী করেন। পক্ষান্তরে, যে সব বাপ-মা কখনও শিক্ষা-বিজ্ঞানের সামনের দরজা বা পিছনের দরজা কোনটাই দেখেননি তাঁরাই চমৎকার ছেলেমেয়ে গড়ে তুলেছেন বেশী।

শিক্ষা-বিজ্ঞান পারিবারিক লালনপালনের দিকে নজর দেয় না। এই কারণেই অতি পণ্ডিত শিক্ষাবিদরা তাঁদের সব বিষয় ভালোভাবে জানা থাকা সত্ত্বেও নিজেদের ছেলেমেয়ে মানুষ করার সময় সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান ও বাস্তব অভিজ্ঞতার উপরেই বেশী নির্ভব করার চেষ্টা করেন। তবে হয়তো, অন্যদের তুলনায় তাঁরা শিক্ষার "গোপন মন্ত্রে" সরল বিশ্বাস রাখার অপরাধে বেশী অপরাধী।

আমি একসময় এই রকম একজন শিক্ষা-বিজ্ঞানের অধ্যাপককে জানতাম। তিনি সব সময়েই তাঁর একমাত্র ছেলেকে এমন একটা সমস্যারূপে দেখতেন যা

কিনা, বই এবং গভীর মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণের দ্বারা সমাধান করা যায়। অনেক শিক্ষাবিদের মতো তিনি বিশ্বাস করতেন জগতের কোথাও এমন একটা শিক্ষা-কৌশল আছে যা শিক্ষাদাতা ও শিশু উভয়ের মধ্যেই পরিপূর্ণ ও আনন্দময় চরিতার্থতা এনে দেবে, সমস্ত নীতিকে পরিতৃপ্ত করবে এবং এনে দেবে শান্তি, নিরুদ্বেগ ও শাশ্বতসুখ! দুপুরে খাওয়ার সময় ছেলে মার সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করল। অধ্যাপক একমুহূর্ত ভেবে এক উদ্দীপনাময় সমাধানে উপনীত হলেন :

"ফেদিয়া, মাকে যখন তুমি অপমান করলে তখন বোঝা যাচ্ছে যে, তুমি আমাদের গার্হস্থ্য জীবনকে মর্যাদা দিচ্ছ না, তুমি আমাদের সঙ্গে টেবিলে খেতে বসার অযোগ্য। বেশ, আগামীকাল থেকে তোমাকে আমি রোজ পাঁচ রুবল করে দেব—তোমাব যেখানে খুসী খেয়ে নিও।"

অধ্যাপক খুসী। তাঁর মতে তিনি ছেলের রূঢ়তার চমৎকার জবাব দিয়েছেন। ফেদিয়াও খুসী। কিন্তু ফন্দীটা খাটলো না। কিছুকাল শান্তি ও নিস্তব্ধতা বজায় থাকল, কিন্তু শাশ্বতসুখ মিলল না।

অধ্যাপক আশা করলেন, ফেদিয়া তিন চার দিনের মধ্যেই এসে তার বাপের গলা জড়িয়ে ধরে বলবে: "বাবা, আমার দোষ হয়েছে। বাড়ি থেকে আমাকে তাড়িয়ে দেবেন না!"

কিন্তু এ রকমটা ঘটল না, অথবা, ঠিক এ রকম ব্যাপার ঘটল না। ফেদিয়ার কাফে ও রেস্তোরায় যাওয়া খুবই ভাল লাগল। বাবা তার জন্যে যে অল্প টাকা বরাদ্দ করেছেন সেটাই তার দুর্ভাবনার কারণ হল। সে পরিকল্পনার দুই একটা সংশোধন করল: সে বাড়িতে গেড়ে বসল এবং কিছুটা উদ্যোগ দেখাল। পরদিন সকালে দেরাজ থেকে অধ্যাপকের ট্রাউজার উধাও হল এবং ছেলে সন্ধ্যেবেলা বাড়ি ফিরলেন মাতাল হয়ে। মর্মস্পর্শী সুরে সে মা ও বাবার প্রতি তার ভালবাসা জানাল, কিন্তু পরিবারের খাওয়ার টেবিলে ফিরে যাওয়ার প্রশ্নটি তুলল না। অধ্যাপক তাঁর বেল্ট খুলে কয়েক মিনিট তাঁর ছেলের মুখের সামনে আন্দোলিত করলেন।

একমাস পরে অধ্যাপক শ্বেত পতাকা তুললেন এবং তাঁর ছেলেকে কোন শ্রমকেন্দ্রে (labour colony) পাঠিয়ে দেবার জন্য অনুরোধ জানালেন। তাঁর মতে ফেদিয়ার নানারকম সঙ্গীই তাকে নষ্ট করেছে।

"আপনি ত জানেন কি ধরনের ছেলেপিলে সব রয়েছে!"

কোন কোন বাপ-মা যদি এই ঘটনার কথা শোনেন তো নিঃসন্দেহে বলবেন: "বেশ তো! কিন্তু যাই হোক না কেন, কারুর ছেলে যদি খেতে বসে তার মার প্রতি রূঢ় ব্যবহার করে তাহলে সে কি করবে বলে ধরে নেওয়া হবে?"

সাথীরা! বোধহয় এরপর আপনারা আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন একজনের টাকা-ভর্তি একটা থলে যদি হারিয়ে যায় তাহলে কি করা উচিত? ভেবে দেখুন, এখনই আপনারা জবাব খুঁজে পাবেন: নতুন একটা থলে কিনুন, আরও কিছু টাকা আয় করে থলের মধ্যে রাখুন।

একটা ছেলে যদি তার মাকে অপমান করে, তাহলে কোন কৌশলেই কিছু হবে না। এর অর্থ হচ্ছে আপনারা আপনাদের ছেলেকে অত্যন্ত খারাপ ভাবে মানুষ করেছেন এবং এই ব্যাপারটা চলছে দীর্ঘকাল ধরে। আবার নতুন করে তাকে মানুষ করে তোলার কাজ আপনাদের শুরু করতেই হবে। আপনাদের পরিবারের, অনেক কিছু জিনিস বদলাতে হবে, অনেক বিষয় সম্পর্কে ভাবতে হবে এবং সর্বোপরি নিজেদের খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে হবে। রূঢ় ব্যবহারের পর তখুনি আপনার কি করা উচিত এ প্রশ্নের কোন সাধারণ জবাব কেউ দিতে পারে না—প্রত্যেকটি বিশেষ ক্ষেত্রের উপর এটা নির্ভর করে। আপনি কি ধরনের লোক এবং আপনার পরিবারের সঙ্গে আপনি কি রকম ব্যবহার করেন তা জানা দরকার। হয়তো, আপনি নিজেই আপনার ছেলের সামনে আপনার স্ত্রীর সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে বলি, যদি বাড়িতে আপনার ছেলে না থাকার সময় আপনার স্ত্রীর প্রতি আপনি দুর্ব্যবহার করে থাকেন—তাহলে সেটাও ভেবে দেখবেন।

না, সন্তান মানুষ করার ব্যাপারে সব ফন্দী দৃঢ়ভাবে বাতিল করতে হবে। সন্তানের যত্ন নেওয়া এবং তাদের মানুষ করা একটা বৃহৎ, গুরুতর এবং ভয়ানক রকমের দায়িত্বপূর্ণ কাজ এবং একটা কঠিন কাজ তো বটেই। কোন সোজা কায়দা এ ব্যাপারে আপনাকে সাহায্য করবে না। একবার আপনার সন্তান হওয়ার অর্থ—বহু বৎসর ধবে আপনাকে আপনার সন্তানের প্রতি সর্বতোভাবে মনসংযোগ করতে হবে, সকল চিন্তাভাবনা ও চরিত্রের সর্বশক্তি তারই জন্য নিয়োগ করতে হবে। আপনাকে আপনাব সন্তানদের শুধু পিতা ও অভিভাবক হলে চলবে না, আপনাকে আপনার নিজের জীবনের সংগঠকও হতে হবে, কাবণ শিক্ষাদাতা হিসাবে আপনার গুণ, নাগরিকরূপে আপনার কার্যকলাপ ও ব্যক্তিরূপে আপনার অনুভূতির সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে জড়িত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

"কিন্তু কি যোগ হবে? তার মীমাংসা হবে নতুন বংশ বড় হয়ে ওঠার পর: এই বংশের পুরুষ কখনও তাদের সারা জীবনে, টাকা দিয়ে অথবা সামাজিক শক্তির অন্য কোন উপায়ের সাহায্যে নারীর আত্মসমর্পণ ক্রয়ের সুযোগ পাবে না; এবং এই বংশের নারী প্রকৃত প্রেম ছাড়া, আর কোন কারণে কোন পুরুষের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হবে না অথবা আর্থিক ফলাফলের আশঙ্কায় তাদের প্রিয়তমদের কাছে আত্মদান করতে বিরত হবে না।"

ফ্রেডেরিক এঙ্গেল্‌স্‌

যখন আমার বয়স অল্প ছিল তখন এক প্রিন্সের পরিবারের সঙ্গে আমার ছুটি কাটানোর আমন্ত্রণ এসেছিল সে সময় আবার কয়েকটা পরীক্ষার জন্য তাঁর এক ছেলেকে তৈরী করে দিতে। ছেলে তাঁর খুব বুদ্ধিমান নয়। পরিবারটি তাঁদের জমিদারী মহলে গ্রীষ্ম কাটাচ্ছিলেন, আমাদের মফস্বল শহর থেকে বেশী দূরে নয। ভাল মাইনে এবং অভিজাত জীবনের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ আমাকে প্রলুব্ধ করেছিল। তপ্ত, জনশূন্য ষ্টেশনে নেমে দেখলাম একটি ঝকঝকে দীর্ঘ· চারচাকার গাডি আমার জন্য অপেক্ষা কবছে। এক জোড়া কালো ঘোড়া এবং কোচোয়ানের পৃষ্ঠদেশ আমাকে মুগ্ধ করল? এমন কি আমার মনে অভিজাতদেব জগৎ সম্পর্কে একধবনের শ্রদ্ধার ভাব এল—তখনও পযন্ত বইতেই শুধু এই জগতের কথা পড়েছি।

আমার ভাঙাচোরা ছোট্ট সুটকেসটা অভদ্রভাবে গাড়ির মেঝেতে উঠতে-পড়তে লাগল। আর একটা অবসাদের ভাব আমাকে আচ্ছন্ন করল। এই অভিজাত জগতে কোন্ শয়তান টেনে আনল আমাকে? এখানে তাদের নিজেদের নিয়মকানুন, গাডি ঘোড়া, এমনকি মৌন কোচোয়ান—ঘোড়াগুলির মতই যাদের ভীষণ রকম অভিজাত ভাব। ঘোড়াগুলোও নিশ্চয়ই সমান অভিজাতবংশীয়······

আমি জমিদারী মহলে দুই মাস কাটিয়ে দিলাম। আর আসার পথে যে অবসাদের ভাব সৃষ্টি হয়ে ছিল শেষ দিন পযন্ত তা থেকে আমি নিষ্কৃতি

পাইনি। কিন্তু ষ্টেশনে ফিরে যাওয়ার পথে সেই একই গাড়িতে সেই ভাঙা-চোরা স্যুটকেশটাই উৎফুল্লভাবে উঠতে-পড়তে লাগল। কিছুই আমাকে উদ্বিগ্ন করে নি : গাড়ি নয়, কোচোয়ান নয়। সেই আশ্চযরকম ধনী, অনধিগম্য-রকমের উচ্চ ও উজ্জ্বল অভিজাত জগতের কিছুই নয়।

এই জগৎ আমাকে খুসী করে নি। প্রিন্স নিজে সম্রাটের পরিষদবর্গভুক্ত একজন মেজর জেনারেল, দরবারের কোথাও তিনি 'কাজ' করেন, এবং একবারও তাঁর জমিদারীতে যান না। গ্রীষ্মকালে সেখানে পরিবারের যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন হলেন লম্বা, রোগা, লম্বা-নাকওয়ালা একজন প্রিন্সেস, সমান লম্বা নাকওয়ালা তার দুটি অল্পবয়সী মেয়ে এবং অনুরূপ লম্বা নাকওয়ালা বারো বছর বয়সের ক্যাডেট আমার ছাত্র আর কি। পরিবারের লোকজন ছাড়াও প্রতিদিন খাবার ঘরে প্রায় জন কুড়ি লোক দেখা যেত। তাঁরা যে কারা তা আমি ঠিক আবিষ্কার করতে পারি নি। তাঁদের কেউ কেউ জমিদারীতেই থাকেন অন্যরা দু'তিন দিনের অতিথিরূপে ছিলেন। শেষোক্ত ব্যক্তিরা প্রতিবেশী। এঁদের মধ্যে কযেকজন উচ্চ উপাধিধারী ব্যক্তি। এঁদের না দেখা পযন্ত আমাদের প্রদেশে এত বাজে মাল আছে বলে আমার কখনও মনে হয় নি।

এই সমগ্র দলের প্রত্যেকটি লোকের মানসিক অপদার্থতা আমাকে বিস্মিত করেছিল। আমার জীবনে এর আগে কখনও আমি এত অপদার্থ মানুষকে একত্র দেখিনি। বোধহয়, এই কারণেই তাদের আদৌ কোন ভাল গুণ থাকলে তা আমি লক্ষ্য করতে পারি নি।

এদের দিকে তাকালে আমি আমার বাবাকে স্মরণ না করে পারতাম না। বছরের পর বছর প্রতিটি দিন তিনি কলের, বাঁশীর আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে ভোর পাঁচটার সময় উঠে পড়তেন। পনরো মিনিট পরেই খাবারের লাল পুঁটলিটা হাতে তিনি আমাদের বালি ছড়ানো রাস্তার ধূসর বেড়াটা পার হয়ে চলে যেতেন। সন্ধ্যা ছটায় তিনি কারখানা থেকে ফিরে আসতেন—ধূলোমাখা গম্ভীর। তাঁর প্রথম কাজ ছিল যে লাল রুমালটায় বেঁধে তিনি বরাবর

বাবার পরিচিত ব্যক্তিরা তাঁরই মত "পাকা লোক"—তাঁরা অভিজাতদের অপেক্ষা আরও বিচক্ষণ, আরও বুদ্ধিমান এবং আরও মানবিক গুণসম্পন্ন। আমাদের পরিবারের ধর্ম-বাপ খুদিয়াকোভ ছিলেন চিত্রকর। রবিবার তিনি বাবার সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। আমার বিপরীত দিকে বসে তিনি ফোকলা মুখ কুঁচকে দুষ্ট ও কপট হাসি হাসতেন এবং বলতেন :

"তুমি জিজ্ঞাসা করছ আমি ওদের সঙ্গ চাই কি না? ওরা চুলোয় যাক, আমার তাতে কিছু আসে যায় না! আমি একজন অন্নদাসের সঙ্গে এক গেলাসও ভদকা খাব না, সে পিঠের মত মিঠে আর টাকাওয়ালা মানুষ হলেও খাব না। আমি যখন সেমিয়ন গ্রিগোরিয়েভিচের সঙ্গে এখানে দেখা করতে আসি তখন আমরা বসে এটা ওটা নিয়ে গল্প গুজব করি। প্রিন্সদের বাদ দিয়েও তুমি বাঁচতে পারবে, কিন্তু আমাদের, রং-মিস্ত্রিদের বাদ দিয়ে পারবে কি? হুম! কি ধরনের জীবন হবে সেটা? যদি আমায় জিগ্যেস কর তো বলব সে জীবন হবে একেবারে শূন্য।"

পরে যখন আমি আরও কিছু জ্ঞানলাভ করলাম এবং জীবনের আরও কিছুটা অভিজ্ঞতা অর্জন করলাম, বিশেষ করে অক্টোবর বিপ্লবের পরে, তখন আমি উপলব্ধি করলাম যে, অভিজাত পরিবারগুলি এবং আমাদের পরিচিত ব্যক্তিদের পরিবারগুলির মধ্যেও একটা মিল আছে।

আমার ধর্ম-বাপ কি করে তাঁর মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন তা আমার বেশ মনে পড়ে। মেয়েটি ছিল চমৎকার টুকটুকে মেয়ে। নেস্‌তেরেংকো বলে এক তরুণ মেকানিকের সঙ্গে দিনের বাকি অংশটা কাটাতেই সে চাইত একান্তভাবে। কিন্তু বুড়ো খুদিয়াকোভ বললেন "নেস্‌তেরেংকোটা ভারি তো একটা মানুষ, মেকানিক ছাড়া তো কিছু নয়। কি সে আর করে? যখন তার মাথার চুল পাকবে তখনও সে দিনে পঞ্চাশ রুবলের বেশী পাবে না। ও সব ছাড়ো।"

তার মেয়ে কাঁদল, কিন্তু বুড়ো খুদিয়াকোভ বল্‌লেন :

"প্যান-প্যান ঘ্যান-ঘ্যান কর না আমার কাছে। তুমি আমার একমাত্র মেয়ে আর তুমি বুড়ো বয়সে আমাকে লোকের কাছে নীচু করতে চাও। নেস্‌তেরেংকো তোমার স্বামী হতে পারে না।"

তার মেয়ে আর একবার কাঁদল কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিয়ে করল সে্ভর্চকোভ নামে এক ইঞ্জিন ড্রাইভারের মেটকে।

"কোন মানে নেই।" এক রবিবারে বেড়াতে এসে খুদিয়াকোভ বল্‌লেন আমার বাবাকে। "নেস্‌তেরেংকো নয় তো কাউকে নয়। কী চমৎকার তার গোঁফজোড়া—আমার মেয়েটা এই রকমই ভাবে। আর সে্ভর্চকোভ, এখনই সে প্যাসেঞ্জার গাড়ির ড্রাইভারের মেট; দু'এক বছরের মধ্যেই তো ওকে ইঞ্জিন চালাতে দেবে—হয়ত শুধু সান্টিং ইঞ্জিন, তা হোক—শেষ পর্য্যন্ত ও ইঞ্জিন ড্রাইভারই হবে। শুধু শুধু আমি কাজ করলাম এক বছর? পাঁচশ রুবল যৌতুক দিচ্ছি অমনি?"

আমাদের জগতে ইঞ্জিন ড্রাইভাররা সব রং-মিস্ত্রিদের সঙ্গে মিশত না। আমার বয়স যখন প্রায় সাত বছর তখন আমি ইঞ্জিন ড্রাইভারদের অভিজাত শ্রেণীর সেরা বলে মনে করতাম। আমার ধর্ম-বাপ খুদিয়াকোভ খুব উঁচুদরের রং-মিস্ত্রি ছিলেন—গাড়ি রং করতেন—কিন্তু তাহলেও তাঁর মেয়ের সঙ্গে সে্ভর্চকোভের বিয়েটা স্পষ্টতঃই বেমানান হয়েছিল।

আমার বাবা আমার ধর্ম-বাপকে সমর্থন করেননি এবং এই উপলক্ষে উচ্চ-শ্রেণী সম্পর্কে আমার ধর্ম-বাপের মনোভাবে তিনি মোটামুটি ভাবে আপত্তি জানিয়েছিলেন।

"শোন, ভ্যাসিল," বাবা বললেন তাঁকে, "তুমি ভদ্দর লোকদের সঙ্গে যে ভাবে সবসময় মেলামেশা কর তা আমি পছন্দ করি না, বুঝেছ!"

আমার ধর্ম-বাপ বিব্রতভাবে বললেন, "কে কার সঙ্গে মেলামেশা করছে?" প্লেটের উপর লোভনীয় হেরিং মাছের দিক থেকে তাঁর ছাগ্‌লা দাড়ি ঝাঁকি দিয়ে তিনি জানালার বাইরে মল্লিকাফুলের ঝাড়ের দিকে সরিয়ে নিলেন।

"হ্যাঁ, মেলা-মেশা। গত রোববার কার সঙ্গে মাছ ধরতে বেরিয়েছিলে? বুড়ো ভুঁড়ো-পেটা···রেলওয়ে ইন্সপেক্টর···তার সঙ্গে। আর তোমার বউ কোথায় সে সারাক্ষণ কাটায়? নোভাকের বাড়ি। ঠিক কি না?"

খুদিয়াকোভ অপমানিত হয়েছেন এমন ভাব দেখালেন।

"নোভাকের ওখানে? আমার বউ? সারাক্ষণ সেখানে কাটায়, তাই নাকি! আচ্ছা দেখ, সেমিয়ন গ্রিগোরেভিচ, এসব কথা বল না! আমার জীবনে ভদ্দর লোকদের সঙ্গে কোন কারবার করি নি, করবও না। মাছ ধরার কথা যদি বল, সে তো আমার খুশী। আমি একজন জেনারেলের সঙ্গেও মাছ ধরতে যাব?"

আমার ক্রুদ্ধ ধর্ম-বাপের দিকে ধূর্তভাবে মাথা নেড়ে বাবা বললেন:

"ওহো! একজন জেনারেলের সঙ্গে, অ্যাঁ? জেনারেলের নৌকো থাকে না, কিন্তু ইন্সপেক্টরের নৌকো আছে। আর তার থলিতে শূয়োরের মাংসও থাকে!"

ধর্ম-বাপ খুদিয়াকোভকে তিরস্কার করাটা বাবার ঠিকই হয়েছিল, কারণ আমার ধর্ম-বাপ সত্যিসত্যিই ভদ্রলোকদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন। তাঁর স্ত্রী যদি সত্যিই নোভাকের ওখানে যেয়ে থাকে তাহলে তা বিশেষভাবেই অমার্জনীয়। রেলওয়ে ইন্সপেক্টর শুধু অবস্থাপন্ন লোক, কিন্তু নোভাক প্রকৃত ভদ্রশ্রেণীর একজন প্রতিনিধি, ইঞ্জিন ড্রাইভারদের চাইতেও উচ্চস্তরের লোক। আমাদের সেটেলমেন্টে স্টেশনমাস্টার ছাড়া নোভাকের সমান আর কেউ ছিল না। কিন্তু স্টেশনমাস্টারের উচ্চশ্রেণীর মর্যাদালাভের দাবিটা তাঁর অর্থসম্পদের উপর এতটা নির্ভর করত না। যতটা করত তার মসৃণ মুখ, তাঁর চমৎকার ইউনিফর্ম এবং তাঁর সরকারী ফ্লাট-বাড়ির রহস্যময় বিলাসের উপর। অবশ্য, বাড়িটার কতগুলি ঘর সে সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণা ছিল না।

নোভাক ছিল সত্যিই ধনী। পৃথিবীর অবশিষ্টাংশ থেকে উঁচু বেড়া দিয়ে বিচ্ছিন্ন-করা তার বিরাট প্রাঙ্গন ছিল নোভাকের পারিবারিক জীবনের কেন্দ্র

এবং আমাদের কাছে এক রহস্য। এই প্রাঙ্গনের বাইরে ছিল বেঢপ ভুঁড়ির মত একটা দোতলা বাড়ি। তার নীচের তলায় ছিল একটা মুদীর দোকান, দোকানটা নোভাক পরিবারেরই। এই দোকানটার সঙ্গে আমাদের কিছু পরিচয় ছিল, কারণ ছোটবেলা থেকেই আমাদের বাপ-মা দোকান থেকে কেরোসিন, সূর্যমুখীফুলের বিচির তেল এবং বাবার তামাক কিনতে পাঠাতেন। কিন্তু নোভাকদের অবশিষ্ট ঐশ্বর্যের মধ্যে শুধুমাত্র যে জিনিসগুলি আমাদের চোখে পড়ত তা হল তাদের জানালার লেসের পর্দাগুলি। 'লেস' এই কথাটা আমার কাছে একেবারেই অনধিগম্য বিলাসের মাপকাঠির ধারণা সৃষ্টি করত।

সিনিয়র কন্‌ডাকটর নোভাক লোকটি রোগা, ইস্পাতরঙের দাড়ির চারপাশ একেবারে ছোট করে ছাটা। সপ্তাহে দু'দিন আমাদের দরজার সামনে দিয়ে ভাল স্প্রাং-লাগানো গাড়ি ছুটিয়ে নোভাক চলে যেত আর তার চক্‌চকে বুটের সঙ্গে সব সময়েই থাকত ঠিক অমনি চক্‌চকে একটা বাদামী রঙের ব্যাগ। সিনিয়র কন্‌ডাকটর 'ঠকদের' কাছ থেকে পাওয়া টাকা ঐ ব্যাগটাতে রাখত এই ছিল সাধারণের ধারণা। আমি যখন ছোট ছিলাম তখন আমার কল্পনার 'ঠকরা' ছিল রহস্যজনক জীব, সুখ আনয়নকারী ছোট্ট ছোট্ট যখ।

নোভাকের ছেলেমেয়েরা ছিল ফিটফাট এবং ভাল, আর তাদের সঙ্গে তুলনা করে আমাদের বাপ-মারা আমাদের গালমন্দ করতেন। তাদের ঝকঝকে স্কুল-ইউনিফর্ম পরিয়ে সাজিয়ে রাখা হত এবং পরে তারা কাঁধে ব্যাজ লাগাতেও শুরু করেছিল। অন্যান্য ধনী পরিবারগুলির ছেলেমেয়েদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে তারা চলে যেত আমাদের পথ দিয়ে গর্বিত ও দুরভিগম্যভাবে; পাদ্রীর ছেলেমেয়েরা, চীফ একাউণ্টেণ্টের ছেলেরা এবং পুলিস, বিল্ডিং ইন্সপেক্টর ও রেলওয়ে ইন্সপেক্টরের ছেলেরা তাদের ঘিরে থাকত।

যে উচ্চস্তরের সংস্পর্শে আসার সুযোগ আমি ছুটির সময় পেয়েছিলাম, সেই উচ্চস্তর থেকে ভদ্রশ্রেণীর সম্পূর্ণ নির্লিপ্ততা ও রহস্য সত্ত্বেও প্রকৃতপথে তাদেরই মাধ্যমে দৈনন্দিন জীবনের আদর্শ ও মান এবং ফলে ছেলেমেয়েদের মানুষ করার

আদর্শ ও মান শ্রমজীবী পরিবারগুলিতে এসে পৌছাত। প্রিন্সের প্রাসাদ থেকে রং-মিস্ত্রি খুদিয়াকোভের কুটির পর্য্যন্ত একটা মই ছিল, যে মই বেয়ে পারিবারিক আচার ব্যবহার—ধনবাদী সমাজের নিয়মগুলি—আমাদের কাছে নেমে আসত। অবশ্য : এই দুইয়ের মধ্যে ছিল শুধু পরিমাণগত নয়, গুণগত এক গভীর গহ্বর, শ্রেণীসৃষ্ট গহ্বর। শ্রমিকরা জীবন যাপন করত পৃথক নৈতিক নিময় অনুসরণ করে, যা ছিল মূলতঃ গভীরভাবে মানবিক। কিন্তু যদি লম্বা-নাকওয়ালা অভিজাত মেয়েরা উপাধি, জমিদারী, গয়নাপত্তর এবং নিজস্ব প্রমোদতরণীর স্বপ্নের উত্তরাধিকারিণী হয় তা হলে গরীব পরিবারের মেয়ে দুনিয়া খুদিয়া কোভা ও উত্তরাধিকারের মত কিছু পাবে : একটা "জামা-কাপড়ের দেরাজ", একটা সেলাই-কল, নিকেলের হাতল লাগানো একটা খাট এবং একটা গ্রামোফোনের স্বপ্ন।

উল্লিখিত নিয়মানুসারে একজন কারিগর বা একজন ছোটখাট সরকারী কর্মচারীর পরিবারসহ পুরানো কালের পরিবার ছিল সঞ্চয়কারী সংগঠন। অবশ্য ; সঞ্চয়ে পার্থক্য ছিল, ফলাফলও হত পৃথক। নোভাক ঠকদের কাছ থেকে টাকা পেয়ে টাকা জমাত, রেলওয়ে ইন্সপেক্টর টাকা জমাত শ্রমিকদের পাওনা টাকার অপরীক্ষিত হিসাব থেকে টাকা মেরে এবং রংমিস্ত্রি খুদিয়াকোভ দিন পনরো ঘণ্টা খেটে টাকা জমাত। কারখানায় কাজ শেষ করে সে বড়-লোকদের বাড়ীর মেঝে রঙ করত অথবা কবরের পাথরের উপর বসানোর ঢালাই করা খৃষ্ট মূর্তিগুলি গিল্টি করত। ছেলেমেয়েদের পড়ানো ও মেয়েদের বিয়ের যৌতুক এবং বুড়োরা সে শাস্তিতে কাটানো ও পরিবারের মর্যাদা বজায় রাখার উভয়ের জন্যই পুঁজি জমানোর প্রয়োজন হত। পরিবারের সঞ্চয়ের ফলে ভাগ্যবান ব্যক্তিরা সমাজের এমন স্তরে প্রবেশ করতেন যা শুধু দারিদ্র্য থেকে মুক্ত নয়, যা "প্রকৃত" সমাজে ওঠবার আশা জাগায়।

এই দিকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপগুলির একটি হচ্ছে সাফল্যমণ্ডিত বিবাহ। অভিজাত পরিবারগুলির মত আমাদের মধ্যেও ভালবাসার জন্য বিয়ে কদাচিৎ

হত। অবশ্য, আমাদের বিয়েগুলোতে অভিজাত এবং ব্যবসায়ী পরিবারগুলির মতো দোমোস্‌ত্রোই[১] ও জামোস্কভোরেচির[২] গন্ধ থাকত না। অভিজাত ও ব্যবসায়ী পরিবারে তরুণ-তরুণীরা তাদের বাপেদের স্বৈরাচারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এমন কি পরস্পরকে না দেখেই বিয়ে করত।

আমাদের তরুণ-তরুণীরা পরস্পরের সঙ্গে কম-বেশী পরিমাণে অবাধেই মিশত, পরস্পরকে জানত এবং প্রেম করত, কিন্তু অস্তিত্ব বজায় রাখার নির্দয় নিয়ম প্রায় যন্ত্রবৎ কাজ কবত। বিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে বৈষয়িক বিবেচনা প্রায়ই চূড়ান্ত হত। একটি মেয়ের জন্য দুই বা তিনশ রুবল যৌতুক একদিকে ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধির বীমা পলিসি এবং অপব দিকে এই যৌতুক আকর্ষণ করত মানী পাত্র। বিয়েব ব্যাপাবে সুন্দর চোখ, চমৎকার গলা, কোমল হৃদয় এবং এই ধরনের যত তাৎপযহীন যুক্তির দ্বারা পরিচালিত হবার সুযোগ পেত শুধু অতি দবিদ্রতম মেয়েরা। কিন্তু মেয়ে যদি অপেক্ষাকৃত একটু ধনী হত তাহলে পাত্র যে কার দিকে "নজর দিচ্ছেন" তা ধবা তাব পক্ষে তখনই কঠিন হয়ে পড়ত।

ষাঁডগুলির দিকে,
গরুগুলির পানে,
আমার সাদা মুখখানিরই দিকে,
কিংবা আমার কাক-কালো যুগল ভুরুর পানে।

আর এইসব ক্ষেত্রে গানেব অন্য কলিগুলি সান্ত্বনা দিত না আদৌ :

ষাঁডগুলি আর গরু
থাকবে পডে মরে শিগ্‌গীরই।
সাদা মুখ আর কাক-কালো যে ভুরু
মরণ তাদের হবে না কখ্‌খনই।

---

১ ষোড়শ শতকে লেখা রুশ পরিবারের সঠিক রীতিনীতির বিবরণ সম্বলিত বই। আজকের দিনে এর অর্থ পারিবারিক স্বৈরাচার।—অনুবাদক।

২ মস্কোর ব্যবসায়ী-অধ্যুষিত এলাকায়। নভেম্বর বিপ্লব পর্যন্ত এই এলাকা ছিল।
—অনুবাদক।

ষাঁড় আর গরুর তুলনায়, "সাদা মুখ ও কাক-কালো ভুরু"র মত মাল ভয়ানক তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যাবে এটা পাত্ররা সব সময়েই ভালভাবে জানত বলে মনে হত।

বাড়ির কর্তা হলেন বাপ। তিনিই পরিবারের বৈষয়িক সংগ্রাম পরিচালনা করেন, এর শ্রমসাধ্য বেপরোয়া পরিকল্পনার দেখাশোনা তিনিই করেন, তিনিই পুঁজি সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করেন, টাকাপয়সা গুণতে হয় তাঁকেই এবং তিনিই ছেলেমেয়ের ভাগ্য নির্ধারণ করেন।

বাবা: ইতিহাসের তিনি মূল নায়ক। কর্তা, তত্ত্বাবধায়ক, শিক্ষক, বিচারক এবং সময় সময় জল্লাদ—এই বাপই তাঁর পরিবারকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন মই-এর এক ধাপ থেকে পরের ধাপে। তিনি সম্পত্তির মালিক, পুঁজির সঞ্চয়িতা এবং এক স্বৈরশাসক—ভগবানের সংবিধান ছাড়া যিনি কোন সংবিধানের ধার ধারেন না। ক্ষমতা তাঁর প্রচণ্ড আর এই ক্ষমতা ভালবাসার দ্বারা বেড়ে গেছে।

কিন্তু তাঁর আর একটা দিক আছে। তিনিই তাঁর স্কন্ধে বহন করেন ছেলেমেয়েদের জন্য এক ভয়ঙ্কর দায়িত্ব। তাদের দারিদ্র্য, রোগ, ও মৃত্যু, তাদের দুর্বহ জীবন এবং তাদের জীবন থেকে দুর্বহ নিষ্ক্রমণের দায়িত্ব তাঁরই। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে জীবনের নিয়ন্তারা, অপহারক ও অত্যাচারীর দল, জমিদার ও নাইট, ধনপতি, সেনাপতি এবং কারখানার মালিকরা এই দায়িত্ব তাঁর উপর চাপিয়ে দিয়েছে। এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী তিনি এই দুর্বহ বোঝা বহন করে চলেছেন যে বোঝা বেড়েছে নিজেরই ভালবাসা যুক্ত হয়ে। তিনি আর্তনাদ করেছেন, যন্ত্রণাভোগ করেছেন এবং তাঁরই মত নিরপরাধ ভগবানকে অভিশাপ দিয়েছেন, কিন্তু এই দায়িত্ব অস্বীকার করতে তিনি পারেন নি।

এবং এই জন্যই তাঁর ক্ষমতা আরও বেশী পবিত্র এবং আরও বেশী স্বৈরাচারী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু তাদের পাপাচারের জবাবদিহির

জন্য জীবনের নিয়ন্তারা সর্বদাই এই ঘৃণার্হ মানুষটি—ক্ষমা ও কর্তব্যের ভারে অবনত পিতারূপ মানুষটি তাদের সেবায় নিয়োজিত থাক এইটি চাইতেন।

পরিবারের পুরাতন অর্থনৈতিক চালকশক্তির অবসান ঘটেছে, কাজেই সোবিয়েত পরিবার পিতৃ-প্রধান রাজতন্ত্র হতে পারে না। বৈষয়িক বিবেচনার উপর নির্ভর করে আমাদের বিবাহ ব্যাপার সম্পন্ন হয় না, এবং আমাদের সন্তানসন্ততিরা পরিবারেব গণ্ডীর মধ্যে মূলগত বৈষয়িক গুরুত্ব সম্পন্ন কোন জিনিসের উত্তরাধিকার লাভ করে না।

আমাদের পরিবার আর পৈত্রিক সম্পত্তির বিচ্ছিন্ন কোন সত্তা নয়। আমাদের পরিবারের লোকেরা, বাবার থেকে আরম্ভ করে গতকাল যে শিশু জন্মগ্রহণ করেছে সে পর্যন্ত একটি সমাজবাদী সমাজের সদস্য। তাদের প্রত্যেককেই এই গৌরবময় অভিধার সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করতে হয়।

এবং সর্বোপরি পরিবারের প্রত্যেক লোক পথ ও সুযোগ বেছে নেবার সুনিশ্চিত আশ্বাস পায়—সমগ্র জাতিব্যাপী এই পথ ও সুযোগের বিস্ময়কর অজস্র বৈচিত্র্য। বর্তমানে প্রত্যেক ব্যক্তির জয়যুক্ত অগ্রগতি পরিবারের শক্তি অপেক্ষা তার নিজের উপরেই নির্ভর করে বেশী।

কিন্তু আমাদের পবিবার সমাজেব সদস্যদের একটা দৈব সম্মিলন নয়। পরিবার হল একটা স্বাভাবিক যৌথ প্রতিষ্ঠান। এবং প্রত্যেকে সহজ, সুস্থ ও স্বাভাবিক জিনিসের মত পরিবাব ও সমগ্র মানবজাতি ও ব্যক্তি উভয়েই যে অভিশাপ থেকে তাদের প্রকৃতই মুক্ত করে নিচ্ছে সেই অভিশাপমুক্ত হয়েই কেবলমাত্র সমাজবাদী সমাজ বিকশিত হয়ে উঠতে পারে।

পরিবার সমাজের স্বাভাবিক প্রাথমিক বোধে পরিণত হয়। সমাজের এই স্থানেই মানুষের জীবনের আনন্দকে উপলব্ধি করা যায়। মানুষের বিজয়ী শক্তিগুলি চাঙ্গা হয়ে উঠে নতুন বল লাভ করে, সন্তানসন্ততি—জীবনের প্রধান আনন্দ—বাঁচে এবং বেড়ে ওঠে।

আমাদের বাপ-মারা যে কর্তৃত্বহীন তা নয়, কিন্তু তাদের কর্তৃত্ব সামাজিক কর্তৃত্বের প্রতিফলনমাত্র। আমাদের দেশে সন্তানের প্রতি পিতার কর্তব্য সমাজের প্রতি তাঁর কতব্যেরই এক বিশেষ রূপ। সমাজ যেন আমাদের বাপ-মাদেব বলে : শুভেচ্ছা ও প্রেমের বন্ধনে তোমরা আবদ্ধ হয়েছ। তোমরা সন্তানসুখ ভোগ কর এবং এই সুখ ভোগ কবতে থাকবে এই আশা রাখ। এটা তোমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপাব এবং তোমাদের ব্যক্তিগত সুখেব সঙ্গেই এব সম্পর্ক। কিন্তু এই আনন্দময় প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে তোমরা নতুন মানুযের জন্ম দিয়েছ। দিন আসবে যখন এরা শুধু তোমাদের আনন্দবধন করবে না, তখন এবা সমাজেব স্বাধীন সদস্যরূপে গণ্য হবে। কি ধরনেব মানুষ তারা হবে এটা সমাজেব কাছে উপেক্ষাব বিষয় হতে পারে না। তোমার হাতে সামাজিক কতৃত্বের কিছুটা অংশ অর্পণ করার সময় সোবিয়েত রাষ্ট্র তোমাদের কাছে এই দাবী করে যে তোমরা সঠিকভাবে ভবিষ্যৎ নাগরিকদের মানুষ করে তুলবে। তোমাদেব মিলন থেকে স্বাভাবিকভাবে যে বিশেষ অবস্থাব উদ্ভব হয়েছে তাব উপর—তোমাদের পিতৃমাতৃ-স্নেহের উপব—বিশেষভাবে রাষ্ট্র নিভর করে।

যদি তোমবা একজন নাগরিককে জন্ম দিতে চাও কিন্তু পিতৃমাতৃ-স্নেহের ধার ধারতে না চাও তাহলে দযা করে তোমরা যে এ রকম অপকৌশল অবলম্বন করতে ইচ্ছুক এ বিষয়ে সমাজকে হুঁসিয়ার করে দিও। পিতৃমাতৃস্নেহবঞ্চিত মানুষেরা প্রায়ই বিকৃত হয়। যেহেতু সোবিয়েত সমাজের প্রত্যেকটি মানুষের জন্য, তা সে যত ছোটই হোক না কেন, সোবিয়েত সমাজের সত্যিকারেব পিতৃমাতৃ-স্নেহ আছে বলেই তোমাদের সন্তানদের জন্য তোমাদের দায়িত্ব সর্বদাই বাস্তব রূপ লাভ করতে পারে।

সোবিয়েত সমাজে পিতামাতার কর্তৃত্বের ভিত্তি শুধু সমাজের দেওয়া ক্ষমতার উপর নির্ভর করে না, তার ভিত্তি হল জনসাধারণের নীতিবোধের সমগ্র শক্তি। এই শক্তি দাবী করে যে, অন্ততঃ পক্ষে বাপ-মায়েরা নৈতিক দিক থেকে ভ্রষ্ট হবে না।

এই রকম কর্তৃত্বে ও এই রকম স্নেহ নিয়েই বাপ-মাবা পরিবারের যৌথ প্রতিষ্ঠানের বিশেষ উপাদান গঠন করবেন। এই খানেই পরিবারের অন্য উপাদান শিশুদের সঙ্গে তাঁদের পার্থক্য থাকবে।

আমাদের সোবিয়েত পরিবার, তার পূর্ববর্তীর মত একটা আর্থিক একক (ইউনিট)। কিন্তু সোবিয়েত পারিবারিক অর্থনীতি হল শ্রমের দ্বারা অর্জিত মজুরীর মোট সমষ্টি। যদি তা খুব বেশীও হয়। যদি তা পরিবারের স্বাভাবিক প্রয়োজনেব তুলনায় অতিরিক্ত হয়, যদি তারা টাকা জমায় তাহলেও সে জমানো হবে ধনবাদী সমাজের একটা পরিবারের টাকা জমানো থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্রের।

ঠকের দল নানা লোকের সঙ্গে পরিচয়, দোতলা বাড়ি এবং মুদীর ব্যবসা— এই সব স্বাভাবিক ও কার্যক্ষেত্রে প্রযোগের মতো শক্তিগুলি সিনিয়র কন্‌ডাকটর নোভাক যখন তার আকাঙ্ক্ষিত অনুপাতে সমাবেশ করতে পারল তখন সে সিনিযব কন্‌ডাকটারের জীবনযাত্রা ত্যাগ করে আমাদের সহর থেকে অল্প দূরে পঞ্চাশ দেসিয়াতিনের[১] একটা ছোট সম্পত্তি কিনে ফেলল। পাচলিন্‌স্তেভ নামক এক গরীব-হয়ে-পড়া ভদ্রলোকের এই সম্পত্তি নোভাক কিনেছিল। যে পরিবহন সংগঠনের দৌলতে এই সেদিন নোভাক নতুন জমিদার বনে গিয়েছিল, সেই সংগঠনেই ঐ ভদ্রলোক পরে চাকরি করতে গিয়েছিলেন। আমাদের পরিমণ্ডল থেকে নোভাকের অন্তর্ধানের ক্ষতি এইভাবে যথারীতি পূরণ হয়েছিল। একজন বিশুদ্ধ বংশোদ্ভূত মানুষের দ্বারা তখন আমাদের শ্রেণীর শক্তি বৃদ্ধি পাওয়ায় হয়ত এই ক্ষতিপূরণ অতিরিক্ত মাত্রাতেই হয়েছিল।

এতে নোভাকের ছেলে ছাড়া প্রত্যেকেই খুসী হয়েছিল। নোভাকের ছেলেটা ছিল কমার্সিয়াল ইনষ্টিটিউটের একটা ভোঁতা ও কাঁদুনী-গাওয়া ছাত্র।

---

১ দেসিয়াতিন আগের যুগের রুশীয় মাপ ২·৭০ একরের সমান।—অনুবাদক।

সে বলত, "বাবা দুঃসাহসিক অভিযানে বেরিয়েছে! ভাল ভাবে জীবন কাটানোর কোন অর্থ তার কাছে নেই, তাকে একদল চাষা নিয়ে মাথা ঘামাতেই হবে।"

কিন্তু এ হল "চিন্তাহীন যুবকের" রায়। বুড়ো নোভাক ভিন্ন মত পোষণ করত।

"বোকাটা এ সবের কি জানে? কাঁধে সোনার ব্যাজ আর ঐ ধরনের সব জিনিস লাগানো পোষাক পরে সে ভাবে সে বেশ আছে! কিন্তু ইনষ্টিটিউট থেকে বেরিয়ে সে কি করবে? ফোলানো-ফাঁপানো সব লোকেরই যথেষ্ট সেবা আমি করেছি এবং সেলাম ঠুকেছি। যখন সে হাজার দুই দেসিয়াতিন জমি এবং তার সঙ্গে একটা স্টার্চের কারখানা আমার কাছ থেকে পাবে তখন সে বুঝতে শুরু করবে যে, তার ঐ সব সোনার ব্যাজের চাইতে এ সবের দাম কিছুটা বেশী অবশ্য, কিছুকাল আমাদের কষ্ট সহ্য করতে হবে—অনেক টাকার দরকার। কিন্তু ও শুধু জুড়িগাড়ি হাঁকিয়ে বেড়ানোর কথাই ভাবে।"

সামাজিক অর্থনীতির সম্পূর্ণ নতুন অবস্থার মধ্যে এবং এই কারণেই সামাজিক নীতিবোধের সম্পূর্ণ নতুন অবস্থার মধ্যে আমাদের পরিবারের অর্থ-নীতি গড়ে উঠেছে। আমাদের পরিবারের সম্মুখে যে ভবিষ্যৎ তাতে হতাশাময় দারিদ্র্যের কোন স্থান নেই। পক্ষান্তরে, সেখানে কোন স্টার্চের কারখানা ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নেই। ফলে, সোবিয়েত রাষ্ট্রে পরিবারের অর্থনৈতিক কর্ম-নীতির সমস্যা দেখা দেয় সম্পূর্ণ নতুন আকারে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হল এই যে, পরিবারের হিতাহিতের জন্য শুধু বাবা দায়ী থাকবেন এ আর হতে পারে না। এই হিতাহিতের জন্য পরিবারকে কৈফিয়ৎ দিতে হয় সোবিয়েত সমাজকে।

আমাদের দেশেও এমন পরিবারের কথা কল্পনা করা যায় যে পরিবারকে কিছুটা চেষ্টা করে, এমন কি কখনও কখনও প্রবল প্রচেষ্টা করে নিজেদের প্রয়োজন মিটাতে হয়। আমরা এই ধরনের কয়েকটি পরিবারের সংস্পর্শে এসেছি। এদের দৃষ্টান্ত অনেকের কাছে খুব শিক্ষাপ্রদ হবে। পরের অধ্যায়ে

আমরা বিশেষ করে একটি চমৎকার পরিবারের বিষয় আলোচনা করব। অত্যন্ত কঠিন অবস্থা সত্ত্বেও এই পরিবারটির জীবন সংগ্রামে আশাহীন দুস্থতার কোন লক্ষণ কখনও প্রকাশ পায় নি। এই পরিবারের জীবন সংগ্রাম উন্নততর জীবনের জন্য একটি সোবিয়েত যৌথসংস্থার সংগ্রাম ছাড়া কিছুই না।

সঞ্চয়ের যে সহজাতপ্রবৃত্তি পুরাতন জীবনকে পরিচালিত করত আমাদের জীবন থেকে তা প্রায় সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। "আহা, আমি একটা ছোট দোকানও খাড়া করতে পারলাম না!" এই পুরাতন অনুশোচনার সাড়া আমাদের কোন নাগরিক তাঁর অন্তরের গোপন গভীরেও অনুভব করছেন একথা কল্পনা করাও কঠিন।

পুরাতন সমাজে সঞ্চয়প্রবৃত্তি ছিল পণ্যভোগের স্থায়ী নিয়ামক। সঞ্চয়ের লোভ কখনও কখনও এমন স্তরে গিয়ে পৌঁছাত যে, তা নিজেকেই নিঃশেষ করে দিত। পরস্বাপহরণকারী হাতগুলি এত দীর্ঘ হয়ে পড়ত যে, তাদের আর প্রভুর গলার নলীতে যোগান দেবার সামর্থ্য থাকত না, শুধু পরস্বাপ-হরণের যোগ্যতাই তাদের থাকত।

আমাদের দেশে উন্মাদ ছাড়া আর কেউ কিছু পুঁজি জমানোর এবং তা চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের অজুহাতে কোন কিছু থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতে পারে না।

এই অবস্থার বড়রকমের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিক গুরুত্ব আছে। যে সংগঠিত লোভ সমস্ত ধনবাদী সমাজের মূল চালিকা-শক্তি, তা আমাদের নীতিনিয়মের তালিকা থেকে চিরকালের জন্য মুছে গেছে। ভোক্তার লোভ যুক্তির দিক থেকে আমাদের কাছেও স্বীকারের যোগ্য। ভোক্তার লোভ থেকে এ লোভ স্বতন্ত্র। এতে আছে ক্ষমতালিপ্সা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, ঔদ্ধত্য, দাসত্বপ্রিয়তা; আছে বহু মানুষ ও বহু পণ্যের উপর বিপুল ক্ষমতার অপরিহার্য অঙ্গরূপে পরস্পর-নির্ভরতার এক জটিল শৃংখল। এর ফলে মনস্তত্ত্ব ও সময়ের ব্যাপার মিলে অতি জটিল যে ধাঁচা রচিত হয়, তারই মধ্যে নিহিত থাকে সংগঠিত লোভ ও ভোক্তার লোভের মধ্যে পার্থক্য।

নভেম্বর বিপ্লবই এই প্রথম দুনিয়ার ইতিহাস থেকে এই সংগঠিত লোভকে মুছে দিয়েছে। স্তালিন-সংবিধানের ৬ নং ধারায় এই তথ্যটি সংক্ষেপে বিধৃত আছে :—

"দেশের জমি, তার খনিজ-সম্পদ, জলকর, অরণ্য, কলকারখানা, খনি, রেল, জল ও বিমান-পথের যানবাহন, ব্যাঙ্ক, সংবাদ-আদানপ্রদান ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, রাষ্ট্রকর্তৃক সংগঠিত বড় বড় কৃষি-প্রতিষ্ঠান (রাষ্ট্রীয় কৃষিক্ষেত্র, মেশিন ও ট্রাক্টর স্টেশন প্রভৃতি), এবং পৌর-প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং শহর ও শিল্পকেন্দ্র-সমূহের অধিকাংশ বাসগৃহ—এইগুলি রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি অর্থাৎ সমগ্র জনগণের সম্পত্তি।"

নম্র সরলতা সত্ত্বেও এই ধারাটি মানবজাতির নতুন নীতিবোধের ভিত্তি।

কিন্তু আমাদের সংবিধানের একটি দশম ধারাও আছে যাতে বলা হয়েছে :—

"নাগরিকদের নিজেদের কাজ থেকে উপার্জিত আয় ও সঞ্চয়, তাদের বসতবাটি ও গৃহনিবদ্ধ বাড়তি কৃষিশিল্পাদি, তাদের গৃহস্থালী ও গৃহকর্মে ব্যবহার্য জিনিসপত্র এবং নিজ নিজ ব্যবহার ও প্রয়োজনের জিনিসপত্রের উপর তাহাদের ব্যক্তিগত অধিকার এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির উত্তরাধিকার, আইনের দ্বারা সুরক্ষিত।"

এই ধারাটি ভোগ-পণ্যে নাগরিকদের অধিকারকে সুনিশ্চিত করেছে। এই অধিকারগুলিই হল মানবসমাজের মহৎ সংগ্রামের প্রকৃত লক্ষ্য এবং মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণের ফলে সর্বদাই এই অধিকারগুলি ক্ষুণ্ণ হয়ে এসেছে।

আমাদের দেশে আইনের দ্বারা এই অধিকারগুলিকে সীমাবদ্ধ করা হয়নি। আমাদের জাতীয় সম্পদের প্রকৃত পরিমাণের দ্বারাই এইগুলি সীমাবদ্ধ। প্রতিদিন এই সম্পদ-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির পণ্যভোগের সুযোগও প্রতিদিন বেড়ে যাচ্ছে। আমাদের রাষ্ট্র সার্বজনীন সম্পদ লাভের স্পষ্ট ও স্বীকৃত লক্ষ্যকেই সম্মুখে রেখে অগ্রসর হচ্ছে। এই কারণেই প্রত্যেক পরিবারের সামনে রয়েছে বৈষয়িক সুযোগ-সুবিধার প্রশস্ত ক্ষেত্র।

সংবিধানের ১০ নং ধারার ভিত্তিতে সোবিয়েত পরিবারের যৌথ-সংস্থা তার পারিবারিক সম্পত্তির পুরো মালিক। এই সম্পত্তির উদ্ভব হয়েছে শুধু মাত্র শ্রম থেকে। পরিবারের যৌথ-সংস্থার এই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রটি বহুল পরিমাণে শিক্ষারও ক্ষেত্র বটে।

আমাদের সমাজ প্রকাশ্যে ও সচেতনভাবে সাম্যবাদী সমাজের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

মানুষের আচরণে সাধারণতঃ যা দেখা যায়, আমাদের সমাজে ব্যক্তির কাছে নৈতিক দাবী তার চাইতে বেশী হবেই। অতি নিখুঁত আচরণের জন্য সাধারণ প্রতিযোগিতাই নীতিবোধ চায়। আমাদের নীতিবোধকে ইতিমধ্যেই সাম্য-বাদী সমাজের নীতিবোধ হয়ে উঠতে হবে। আমাদের সংবিধানে প্রতিফলিত আমাদের অর্থনৈতিক কাঠামো এবং আমাদের আইন সমূহ উভয়েরই পুরোভাগে আমাদের নৈতিকবিধির অগ্রসর হওয়া উচিত। এর উচিত আরও উচ্চস্তরের সমাজ কল্পনা করা। সাম্যবাদের জন্য সংগ্রামে আমাদের এখন থেকেই সাম্যবাদী সমাজের সভ্যের গুণাবলীকে লালন করতে হবে। এই যদি আমরা করি তবেই কেবল আমরা উচ্চস্তরের নীতিজ্ঞান বজায় রাখতে পারব। এই উচ্চস্তরের নীতিজ্ঞানই বর্তমানে অন্য যে কোন সমাজ ও আমাদের সমাজের মধ্যে গভীর পার্থক্য সৃষ্টি করেছে।

"প্রত্যেকে তার কর্মক্ষমতা অনুসারে করবে এবং প্রত্যেকে তার প্রয়োজন অনুসারে পাবে"—সাম্যবাদের এই মহৎ নিয়ম সম্পর্কে অনেকেই কর্মক্ষেত্রে এখনও কোন ধারণাই করতে পারে না। বণ্টনের যে-নীতি, মানুষের নৈতিকচরিত্রে অভূতপূর্ব রকমের সততা, ন্যায়, যথার্থতা, যুক্তি, বিশ্বাস ও বিশুদ্ধতা ধরে নেয়, সেই নীতির মত উঁচুদরের নীতি এখনও অনেকে কল্পনা করতেই সমর্থ নয়।

একমাত্র শ্রেণীহীন সমাজে যে উচ্চস্তরের নীতিজ্ঞান সম্ভব এবং একমাত্র যে-নীতিজ্ঞান আরও পূর্ণতালাভের সংগ্রামে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে সেই নীতিজ্ঞানের স্তরে মানুষকে নিয়ে যাওয়ার জন্য মানুষের প্রয়োজনগুলি

বাছাই করা এবং সেগুলি সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়ার মধ্যেই শিক্ষাদান কার্য, বিশেষ করে পরিবারেব যৌথসংস্থার কাযের গভীর অর্থ নিহিত।

নীতির দিক থেকে ন্যায্য বিবেচিত প্রয়োজন, প্রকৃতপক্ষে, যৌথ সংস্থাবাদী ব্যক্তির প্রয়োজন। অর্থাৎ সমলক্ষ্য ও সম-সংগ্রামের বোধ এবং সমাজেব প্রতি তাব কর্তব্য সম্পর্কে জীবন্ত ও সুনিশ্চিত চেতনার বন্ধনে তাব যৌথসংস্থাব সঙ্গে বাঁধা ব্যক্তিকেই যৌথ সংস্থাবাদী বলা হয।

আমাদের সমাজে প্রয়োজন হল কর্তব্য, দায়িত্ব ও কর্মক্ষমতার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য প্রয়োজন সামাজিক সুখ সুবিধা ভোগকারীর স্বার্থের অভিব্যক্তি নয়, প্রয়োজন হল সমাজবাদী সমাজের সক্রিয় সদস্যের, ঐ সমস্ত সুখ সুবিধা সৃষ্টিকারীর স্বার্থের অভিব্যক্তি।

একটি ছোট ছেলে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। বয়স বোধ হয় হবে বছর বারো, তবে আবও কমও হতে পাবে। আমার সামনে হাতল-লাগানো চেয়াবটায় বসে সে হাত দিয়ে টেবিলের ধাবটা ঘষল এবং যেন কথা বলাব ভাণ করল, কিন্তু খুব বেশী ঘাবড়ে গিয়েছিল। তাব মাথাটা গোল এবং কামানো, গালদুটো ফোলা-ফোলা আব তাব চোখ দুটো সেই পরিচিত ধবনের জলে ভরা। আমি তার ভেতরের জামার ধবধবে শাদা কলারটা লক্ষ্য করলাম।

এই ছোট ছেলেটি একজন অভিনেতা। আমি তার মত অনেককে দেখেছি। তার মুখের যে ভাবটি ফুটে উঠেছিল সম্ভবতঃ, তা সিনেমা থেকে ধার করা, তার কপালের কোমল মাংসপেশীগুলিকে সংকুচিত কবে সে বিবক্তির ভ্রূভঙ্গী যখন করছিল তখন মনে হচ্ছিল সে একজন বুড়ো মানুষেব নকল করছে।

"আচ্ছা, কি চাও বল। তোমার নাম কি?" জিজ্ঞাসা করলাম তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে।

ছেলেটি একটি চমৎকার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল, টেবিলের ধাব দিয়ে তার হাতটা আর একবার টেনে নিয়ে গেল, এবং ইচ্ছে করে তার মাথাটা একপাশে ঘুরিয়ে নিয়ে এক ইচ্ছাকৃত শোকগম্ভীর কণ্ঠে বলল :

"কোলিয়া। তা বলবারই বা কি আছে? আমার বাঁচবার মত কিছু নেই। খাবার কিছু নেই।"

"বাবা নেই?"

আঙ্গুল দিয়ে শব্দ করাটায় আর একটু জোর দিয়ে কোলিয়া নীরবে মাথা নাড়ল।

"আর মা?"

সে হাত দুটো হাঁটুর মাঝখানে রেখে সামনে একটু ঝুঁকে পড়ল এবং জানালার দিকে চোখদুটো তুলে চমৎকার অভিনয় করল।

"মা! তাঁকে দিয়ে কি হবে? যদি তিনি শুধু কাজ করেন····· পোষাক-ঘরে····· একটা ক্লাবে, তাহলে আপনি কি আশা করতে পারেন!"

ছেলেটি নিজেকে এমন বিচলিত করে ফেলল যে, ভঙ্গী পরিবর্তন নিয়ে আর সে মাথা ঘামালো না এবং জানালা দিয়ে বাইরের দিকেই তাকিয়ে রইল। তখনও তার চোখে জল।

আমি বললাম: "বুঝলাম বেশ, তুমি আমার কাছে কি চাও?"

আমার দিকে কটাক্ষ করে সে তার কাঁধ ঝাঁকালো।

"একটা কিছু করতে হবে। আমাকে কলোনীতে পাঠিয়ে দিন।"

"কলোনীতে? না, কলোনীতে যাবার যোগ্য তুমি নও। তোমার সেখানে থাকা কঠিন হবে।"

বিষণ্ণভাবে হাতের উপর মাথাটা রেখে সে চিন্তাশীলভাবে বলল:

"কি করে আমি বাঁচব? আমি কি খেয়ে থাকব?"

"কিন্তু তুমি তো তোমার মার সঙ্গে রয়েছে, তাই না!"

"পাঁচ রুবলের উপর নির্ভর করে কেউ বাঁচতে পারে? আর আপনাকে তো কিছু পরতেও হবে।"

আমি স্থির করলাম, এইবার পাল্টা-আক্রমণ সুরু করার সময় হয়েছে।

"এখন আমাকে সত্য একটা কথা বল দেখি—তুমি ইস্কুল ছেড়েছ কেন?"

কোলিয়া আমার আকস্মিক আক্রমণ সহ্য করতে পারবে এ কথা আমি মনে করি নি। আমি ভেবেছিলাম ও ভেঙ্গে পডবে এবং কান্না স্থরু করবে। তেমন কিছুই ঘটল না। কোলিয়া আমার দিকে তার মুখ ফিরিয়ে স্থনিপুণ ভাবে বিস্ময় প্রকাশ করল।

"খাওয়াবই যদি কিছু না থাকে তো ইস্কুলে যাব কি করে?"

"আজ সকালে কিছু খাও নি?"

কোলিয়া চেয়াব থেকে উঠে তাব তরবারি কোষমুক্ত করল। এতক্ষণে সে বুঝেছে যে, বুক-ভেঙ্গে-যাওয়া ভঙ্গী এবং জলভবা চোখ আমার উপর সঠিক প্রভাব বিস্তার করবে না। আমার মত সন্দেহবাদীদের বিরুদ্ধে দৃঢভাব সঙ্গে লডা দবকাব। কোলিযা সোজা হযে দাঁড়িয়ে বলল:

"আমাকে জেরা করছেন কেন? আপনি যদি সাহায্য করতে না চান আমি অন্য জায়গায় যাব। সকালেব খাওয়া! আমাব সকালের খাওয়া নিয়ে আপনাব মাথা ঘামানোর দরকার নেই।"

"ও, এই ধরনেব ছেলে তুমি", আমি বললাম: "তুমি তো লড়য়ে ছেলে হে!"

"বটেই তো", ফিসফিসিয়ে বলল কোলিয়া, কিন্তু চোখ নামালো।

"তুমি একটি নির্লজ্জ ছোকরা," আমি বললাম আস্তে আস্তে, "তুমি একেবাবে নির্লজ্জ!"

কোলিয়া চাঙ্গা হয়ে উঠল। অবশেষে তার গলায় বেশ ছেলেমানুষী স্বর ফিরে এল। আব চোখের জল একেবারে অন্তর্ধান হল।

"আপনি আমাকে বিশ্বাস করছেন না? আপনি আমাকে বিশ্বাস করছেন না? তাই কি? বেশ, তাহলে তাই বলুন!"

"তাই তো বলব। আমি তোমাকে বিশ্বাস করি না, যা তুমি বলেছ সব মিথ্যে। খাবার কিছু নেই, পববার কিছু নেই! হতভাগা ছেলে, না খেয়ে এখনও মরে যাও নি তুমি, সঠিক জান কি!"

"বেশ, আপনি যদি আমাকে বিশ্বাস না করতে চান করবেন না", কোলিয়া বলল প্রফুল্লভাবে দরজার দিকে এগিয়ে।

"না, দাঁড়াও," আমি তাকে থামালাম, "তুমি এখানে বসে বসে মিথ্যে কথা বলে অনেক সময় নষ্ট করেছ! এখন আমরা যাব।"

"কোথায় যাব?" কোলিয়া বলল ভীতভাবে।

"বাড়িতে তোমার মার সঙ্গে দেখা করতে।"

"শোন কথা! আমি কোথাও যাচ্ছি না, কেন যাব?"

"কেন আবার কি? তুমি বাড়ি যাবে।"

"আমার বাড়ি যাবার কোন দরকার নেই। আপনি যা চান তা আমি গ্রাহ্য করি না।"

আমি রেগে উঠলাম ছেলেটার উপর।

"যথেষ্ট কথা হয়েছে! তোমার ঠিকানাটা বল! বলবে না? বেশ, এখানে বসে অপেক্ষা কর।"

কোলিয়া আমাকে ঠিকানা বলল না, কিন্তু চেয়ারে বসে থাকল এবং চুপ মেরে গেল। পাঁচ মিনিট পরে গাড়িতে উঠে নম্রভাবে আমাকে বলল সে কোথায় থাকে।

পরাজিত ও দীন মানুষের মত সে আমাকে একটা নতুন শ্রমিকদের ক্লাবের প্রশস্ত প্রাঙ্গনের মধ্য দিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। এখন তার দুঃখটা হচ্ছে ছোট্ট ছেলের দুঃখ, কাজেই তার নাক, তার গাল দুটো, তার কালো জ্যাকেটের আস্তিন এবং দুঃখ প্রশমনের অন্যান্য উপায়গুলি এতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করল।

ছোট একটি পরিচ্ছন্ন ঘর। পর্দা-টাঙানো এবং ফুল দিয়ে সাজানো। খাটের পাশে মেঝেতে ঝকঝকে একটি উক্রাইনের গালিচা পাতা। কোলিয়া সোজা গিয়ে একটা চেয়ারে বসে পড়ে খাটে মাথা রেখে কাঁদতে লাগল। বিড়বিড় করে শোনা-যায়-না এমন ভাবে কি সব বলল, কারুর বিরুদ্ধে নালিশ করল, কিন্তু সব সময়েই টুপীটা তার হাতে ধরে রাখল দৃঢ়ভাবে। তার মার অল্প বয়স। ছেলের মতই বড় বড় চোখ ও ফোলা-ফোলা গাল। ছেলের হাত থেকে টুপীটা নিয়ে একটা পেরেকে ঝুলিয়ে রাখল তারপর আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল।

"কি করছিল ওখানে? আপনি কি ওকে ফিরিয়ে আনলেন?"

পাছে আমি তার উপর কোন কৌশল খাটাই তাই সেটা আগেই বন্ধ করার উদ্দেশ্যে কোলিয়া এক মুহূর্তের জন্য ফোঁপানি বন্ধ করল।

"কেউ আমাকে আনে নি! আমিই ওঁকে এনেছি! উনি কেবলই আসব, আসব করছিলেন! বেশ, বলে যাও, বল আমার সম্বন্ধে···"

নরম বিছানায় সে আবার মুখ গুঁজল, কিন্তু এবার কাঁদছে যেমন করেই হোক এক পাশ দিয়ে, আর এক পাশে কাণ রেখেছে তার মা আর আমি কি বলি তা শোনার জন্যে। তার মা বেশ শান্ত ভাবেই বল্‌লেন:

"ওকে নিয়ে আমি কি করব জানি না। ও আগে এরকম ছিল না। আমার ভাই হল চেণিগোভ এলাকায় রাষ্ট্রীয় খামারের ডিরেক্টর। পরে ও তার কাছে ছিল এবং এই তার ফল হয়েছে। ও যা বলে তা সব সত্যি তা ভাববেন না। ও কি চায় তা ওই জানে না। ও চেয়ে যাওয়াটা শিখেছে। সর্বত্র ওব গতাযত। ইস্কল ছেড়ে দিয়েছে। চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ত। জানেন? পড়াশুনো যদি করত, কিন্তু তা নয়, বড় কর্তাদের কাছে ঘোরাঘুরি করছে, তাঁদের বিব্রত করছে। আব জিজ্ঞাসা করুন, কি তার নেই। তার পরবার কাপড় চোপড়, পায়ের জুতো এবং ভাল বিছানা রয়েছে। আমরা ভাল ভাল জিনিস বেঁধে খাই এমন কথা বলব না, কিন্তু ও কখনও না খেয়ে থাকেনি। ক্লাবের খাবার ঘর থেকে আমরা খাবাব পাই, আর বাড়িতেও আমি স্টোভে রাঁধি। অবিশ্যি, ডিরেক্টরের ওখানে তো আরও ভাল হবেই। শত হলেও মফঃস্বল, তায় আবার রাষ্ট্রীয় খামার—পাঁঠা-ভেড়া তারা অনেক পায়।"

কোলিয়া কান্না থামালো। কিন্তু মাথাটা বিছানার উপরেই রাখল এবং পা দিয়ে চেয়ারের নীচে খোঁচা দিতে থাকল। স্পষ্টতঃই, নিজের মনে মনে ভাবছে এবং ভিতরে ভিতরে তার মার সামান্য আবেগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছে।

তার মায়ের আশ্চর্য আশাবাদ আমাকে বিস্মিত করল। তার কাহিনী থেকে পরিষ্কার বোঝা গেল যে, তার ছেলেকে নিয়ে সে মুস্কিলে পড়েছে, কিন্তু সব ঠিক হয়ে যাবে। সে সবেতেই সন্তুষ্ট।

"আগে আরও খারাপ অবস্থা ছিল। মোটে নব্বুই রুবল, ভাবুন তো কিন্তু এখন আমি একশ কুড়ি পাচ্ছি। সকালে কিছু করতে হয় না। এটা ওটা করে আমি আরও কিছু বাড়তি আয় করি। আর আমি পড়াশুনো করছি। তিন মাসের মধ্যে আমি লাইব্রেরীতে বদলী হব এবং একশ আশী রুবল করে পাব।"

চোখে শান্ত সুনিশ্চয়তা নিয়ে সে হাসল। তার ব্যবহারে কোন আয়াসের চিহ্ন, প্রবল উত্তেজনার অথবা নিজের উপর আস্থার অভাবের কোন লক্ষণ দেখা গেল না। তার অস্থিমজ্জায় সে আশাবাদী। তার উজ্জ্বল চরিত্রের তুলনায় তার ছেলের কাণ্ডজ্ঞানহীন ও কপট বিদ্রোহ আমার কাছে অত্যন্ত অন্যায় ঠেকল। কিন্তু তার মা এ ব্যাপারে অ-সাধারণ কিছু দেখতে পেল না।

"দিন না ওকে খানিকটা রাগারাগি করতে। ওতে ওর ভালই হবে। ওকে আমি এই কথাই বলেছি—আমার সঙ্গে থাকতে তোমার ভাল না লাগে তো যেখানে ভাল লাগে যাও। ইস্কুল যদি তুমি ছাড়তে চাও তো ছেড়ে খুসী হও তবে একটা কথা মনে রেখো, আমি এখানে, এই ঘরে কোন ঘ্যানঘ্যানানি সহ্য করব না। তোমার মত খুদে বোকার কথা যদি কেউ শুনতে চায় তো তেমন লোক দেখ। ওর মামার বাড়ির লোকেরাই ওর মাথা খেয়েছে। সেখানে রোজ বিনে পয়সায় সিনেমা! কিন্তু আমি কোথায় সিনেমার পয়সা পাব? বসে বই পড়ুক! কিচ্ছু হবে না, ওর এ ভাব কেটে যাবে। এখন ও কলোনীতে যেতে চায়। সেখানে ওর বন্ধু বান্ধব আছে, কাজেই……!"

কোলিয়া এতক্ষণে শান্তভাবে চেয়ারে বসেছে। উজ্জ্বলদৃষ্টি মেলে মনোযোগের সঙ্গে তার মার হাসি ও প্রফুল্ল অঙ্গভঙ্গী লক্ষ্য করছে। মা তার মনোযোগ লক্ষ্য করলেন এবং মাথা নেড়ে চেষ্টাকৃত স্নেহের সুরে তিরস্কার করে বললেন :

"ই, বসে আছেন যেন খুদে নবাব! মার সঙ্গে থাকাটা তাঁর পক্ষে যথেষ্ট নয়! না, আমি তোমার সঙ্গে কথা কইব না। আরও ভাল কিছু পাও তো খুঁজে দেখ, অন্য কোথাও যাও। সেখানে ভিক্ষে করা সুরু কর……।"

কোলিয়া মাথাটা পিছনে হেলিয়ে দিয়ে ধূর্তভাবে চোখ ফিরিয়ে নিল।

"কিন্তু এমন ভাবে কথা বলছ কেন মা? আমি আদৌ ভিক্ষে করছি না। সোবিয়েত শাসনে আমার চাইবার অধিকার আছে।"

"কি চাইবার?" মা হেসে জিজ্ঞাসা করলেন।

"আমি যা চাই তাই", সে আরও ধূর্তভাবে জবাব দিল।

এই বিরোধের জন্য কে দোষী তার বিচার করবার দরকার আমাদের নেই। সমস্ত তথ্য না জেনে বিচার করা কঠিন। ছেলে ও মা উভয়কেই আমার ভাল লেগেছিল। আমি আশাবাদের খুব ভক্ত এবং যে সব ছোট ছেলের সোবিয়েত শাসনে এত বিশ্বাস যে তারা সেই বিশ্বাসের আবেগে নিজেদের মাদের পর্যন্ত বিশ্বাস করতে চায় না, সে সব ছেলেদের আমি খুব ভালবাসি। এই ধরনের ছেলেরা অনেক বোকামী করে এবং আমাদের মত বুড়োদের মনে যথেষ্ট নৈরাশ্য সৃষ্টি করে, কিন্তু তারা সব সময়েই আনন্দদায়ক। তারা তাদের মায়েদের দিকে তাকিয়ে মধুর হাসি হাসে, তারপর আমাদের মত আমলা-তান্ত্রিকদের সামনে একগাদা দাবী পেশ করে এবং হঠাৎ বলে ওঠে:

"আমাকে কলোনীতে পাঠিয়ে দিন।"

"আমাকে বিমান বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে দিন, আমি পাইলট হতে চাই।"

"আমি খাটব, পড়াশুনো করব, সত্যি বলছি।"

তবু……তবু কোলিয়া এবং তার মার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা খুব ভাল দাঁড়ায় নি। যে কারণেই হোক ছেলের প্রয়োজন এমন একটা বিশেষ ধারা নিয়েছে যার সঙ্গে তার মায়ের সংগ্রাম অথবা তার সাফল্য ও আশার কোন মিল নেই। এর জন্য কে দায়ী? অবশ্যই তার ডিরেক্টর মামা নন। তাঁর ওখানে যাবার ফলে কোলিয়ার অনিশ্চিত কুপরিচালিত স্থলগুলিতে ঘৃতাহুতি পড়েছিল।

বিমান-বিদ্যালয় ও কলোনী উভয়ই, এমন কি সিনেমা ও ভাল খাদ্যও চমৎকার জিনিস। এসবের জন্য সব ছেলেরই চেষ্টা করা স্বাভাবিক।

কিন্তু এও বেশ বোঝা যায় যে, খুসীমত গড়ে-ওঠা আকাঙ্ক্ষার প্রত্যেকটি দঙ্গলকেই প্রয়োজন বলে মনে করার কোন অধিকার আমাদের নেই! এর অর্থ প্রতিটি ব্যক্তিগত কামনাকে পূর্ণ আত্মপ্রকাশের সুযোগ দেওয়া এবং এই রকম পূর্ণ আত্মপ্রকাশের একমাত্র ফল দাঁড়ায় ব্যক্তিগত বিরোধ যার সঙ্গে যুক্ত থাকে দুঃখময় সমস্ত পরিণাম। এই সমস্ত পরিণামের মধ্যে প্রধান হল ব্যক্তিত্বের অঙ্গহানি এবং তার সমস্ত আশার সমাধি। এ হল দুনিয়ার পুরোনো কাহিনী, কারণ খেয়ালী প্রয়োজন হল শোষকদের খামখেয়ালী।

প্রথম দৃষ্টিতে কোলিয়ার আচরণ মনে হবে এমন একটি সোবিয়েত ছেলের আচরণ যে ইতিহাসের গতিতে মুগ্ধ হয়ে ইতিমধ্যেই পরিবারের রথের মন্দগতিতে বিরক্ত হয়ে উঠেছে। এই রকম ব্যাপারের সাধারণ আবহাওয়াটি এমন প্রীতিকর যে কোলিয়াকে সাহায্য এবং তার অস্পষ্ট আকাঙ্ক্ষাগুলিতে পূরণ করার চেষ্টা না করে কেউ পারে না। অনেক লোকেই এ রকম করেও থাকেন। আমি এই রকম অনেক আদুরে ছেলে দেখেছি। এরা কদাচিৎ খুব ভাল হয়ে ওঠে। কোলিয়ার মত যারা তারা আর যাই না হোক, খুদে স্বেচ্ছাচারী হয়, তা সে যত অল্প মাত্রাতেই হোক না কেন। প্রথমে তারা তাদের দাবীর দ্বারা বাপ-মাদের বিহ্বল করে ফেলে এবং পরে সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিনিধিদের এই দাবী ছাড়া আর কোন বিষয়ে কোন কথা বলতে না দিয়ে তারা ক্রমাগত তাদের যুক্তি অনুসরণ করতে থাকে আর তার সমর্থনে বিলাপ, চোখের জল, অভিনয় ও ঔদ্ধত্য যা কিছু হাতের কাছে পায় তাই হাজির করে।

কোলিয়ার সোবিয়েত চেহারার এবং তার ছেলেমানুষী ছল করার পিছনে রয়েছে এক নৈতিক শূন্যতা—কোনরকম যৌথজীবনের অভিজ্ঞতার অভাব—যে অভিজ্ঞতা বারো বছর বয়সের প্রত্যেক ছেলের থাকা উচিত। ছোটদের শৈশবকালে পারিবারিক জীবনে যদি কোন ঐক্য না থাকে, কোন দৈনন্দিন অভ্যাস না থাকে, প্রচেষ্টার যদি কোন বাঁধাবাধি না থাকে, যৌথভাবে দেওয়া-নেওয়ার অভ্যাস না থাকে তাহলে এই রকম শূন্যতা দেখা দেবে। এই রকম

ক্ষেত্রে একটি শিশুর প্রয়োজন তার কল্পনার বিচ্ছিন্ন বিলাসে প্রসার লাভ করবে, অন্য লোকের প্রয়োজনের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক থাকবে না। নৈতিক দিক থেকে মূল্যবান প্রয়োজন শুধু যৌথজীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই গড়ে উঠতে পারে। অবশ্য, বারো বছর বয়সে এই প্রয়োজন একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষার আকারে কখনই দেখা দিতে পারে না। কারণ, তখন এর মূল নিছক কল্পনার জলজলে ভাবমধ্যে নিহিত থাকে না, এর মূল থাকে তখনও পর্যন্ত অনির্দিষ্ট যৌথ অভিজ্ঞতার জটিল ভূমির মধ্যে, শিশুর সঙ্গে কম-বেশী পরিমাণ ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত বহু মানুষের চরিত্রের মিশ্রণের মধ্যে; মানুষের সাহায্য ও মানুষের প্রয়োজনের চেতনায়; নির্ভরতা, বাধ্যবাধকতা ও দায়িত্ব এবং আরও অনেক কিছু বোধের মধ্যে।

এই কারণেই বাল্যাবস্থার গোড়ার দিকে সঠিকভাবে সংগঠিত যৌথজীবনের গুরুত্ব এত বেশী। কোলিয়া এইরকম কোন যৌথসংস্থার মধ্যে বাস করেনি—সে শুধু তার মার সঙ্গ পেয়েছে। তার মা যত ভাল লোকই হোক না কেন, শুধু তার সঙ্গ কোন সদর্থক ফল দিতে পারে না। বরং উল্টোটাই ঘটে; ভাল লোকের নিষ্ক্রিয় সঙ্গ অপেক্ষা বিপজ্জনক আর কিছু নেই, কারণ এই হল অহংকার বিকাশের সর্বাপেক্ষা অনুকূল পরিবেশ। এটা হল সেইসব ঘটনার একটি, যে-ক্ষেত্রে অনেক ভাল মানুষ হতাশ হয়ে বলে ওঠেন: "ও কার কাছ থেকে এ সব শিখল?"

আলিওশাব বয়স হল চৌদ্দ। লজ্জায় তার মুখ লাল হয়ে গেছে, তাকে অপ্রসন্ন দেখাচ্ছে।

"কি তোমার ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট পেয়েছ? আমি ফার্স্ট ক্লাসে যাব না।"

তার মা তার দিকে তীব্র বিস্ময়ের সঙ্গে তাকালেন: "কেন যাবে না?"

"গত বছর তোমরা কেন ডিলুক্স[১] গাড়িতে গিয়েছিলে? আর এবার ফার্স্ট ক্লাস কেন?"

---

১ বিলাস-ভ্রমণের জন্য নির্মিত গাড়ি—অনুবাদক।

"গত বছর আমাদের বেশী টাকা ছিল……"

"টাকার সঙ্গে এর কি সম্পর্ক?" আলিওশা বলল অবজ্ঞার সঙ্গে। "টাকা? হুঁ, আমি জানি কারণটা কি। আমি যাচ্ছি যে, কাজেই। যে কোন পুরোনো জিনিসই আমার পক্ষে যথেষ্ট।"

"তোমার যা খুসী ভাবতে পার," মা জবাব দিলেন নীরসভাবে, "তোমার যদি ইচ্ছে না হয় তো তোমার যাওয়ারই দরকার নেই।"

"তাই বল, তাই বল!" কর্কশ স্বরে বলে উঠল আলিওশা। "আমার যাওয়ারই দরকার নেই! তোমরা সব খুসী হবে! তা হবেই তো! তোমরা টিকিটটা বিক্রি করেও দিতে পারবে। টাকাই তো সব, তাই না!"

তার মা কাঁধ ঝাঁকিয়ে চলে গেলেন। এই সব ভয়ানক প্রশ্নের জবাব কি ভাবে দিতে হবে তা ভাববাব জন্যে তো তাঁর সময় চাই।

আলিওশার বড় বোন নাদিয়া, কিন্তু এত সহজ পাত্তর নয়। কোন জিনিস পরে করব বলে কখনও সে ফেলে রাখে না। তার মনে আছে গৃহযুদ্ধের সংকেত-ধ্বনি, অপসারণ-কালে মালের লরীগুলি, রণাঙ্গনের পার্শ্ববর্তী শহরগুলিতে দৈবাৎ আশ্রয় লাভের কথা; দাঁতে দাঁত চেপে সংগ্রামের জ্বালাময় উন্মাদনা, আগামীকালের কঠোর অনিশ্চয়তা এবং জয়লাভে প্রেরণাময় আস্থা তার স্মরণ আছে।

বিদ্রূপের দৃষ্টি মেলে সে তাকাল তার ভাইয়ের দিকে। যে-ভাবে সে ঠোঁট কামড়াচ্ছে তাতে আলিওশা বুঝতে পারল যে সে-ও তাকে ধিক্কার দিচ্ছে। সে জানে এখন যে কোন মুহূর্তে তার বোন অসহ্য বালিকাসুলভ অবজ্ঞা পরিপূর্ণ ভাবে প্রকাশ করে তার উপর চড়াও হবে। আলিওশা চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল, এমন কি গুণগুণ করে একটা সুর ভাঁজাও শুরু করল—সে যে কত শান্ত রয়েছে শুধু এইটুকু দেখানোর জন্য। কিন্তু সবই বৃথা হল, সংক্ষিপ্ত ও কান ফাটা 'বাক্য বর্ষণে' সুর বাধা পেল।

"সে হবে না, পুঁচকে ছোঁড়া, বলি কবে থেকে তোমার ডিলুক্সে চড়া অভ্যাস হল?"

আলিওশা চারদিকে তাকিয়ে নিয়ে বালকসুলভ এড়িয়ে-যাওয়া জবাব খুঁজে বের করল :

"আমি কি বলেছি আমার অভ্যেস হয়েছে ? আমার শুধু চড়তে ইচ্ছে করে, প্রত্যেকেরই ইচ্ছে হতে পারে, পারে না……?"

"কখনও কি তোমার থার্ড ক্লাসে চড়তে ইচ্ছে করে না ?"

"হ্যাঁ, আমি শুধু……সে পরে হবে……পরের বার। যাই হোক, তাতে তোমার কি দরকার ?"

"আমার দরকার আছে," তার বোন বলল গম্ভীরভাবে, "প্রথমতঃ, তোমার সমুদ্রের ধারে কোন জায়গায় যাবার অধিকার নেই। আদৌ কোন অধিকার নেই ! তুমি বেশ স্বাস্থ্যবান, আর তুমি ছুটি পাওয়ার মত কিছুই করনি। একেবারে কিছুই না, বুঝেছ ! তোমার মত লোককে আমরা মাথায় তুলে রাখতে যাব কেন ? কেন ? বল দেখি !"

"তুমি কথাটা তাহলে এই দিয়ে ঘোরাতে চাও, তাই তো ?" আলিওশা বলল সংশয়ের সুরে : "তোমার মতে আমার তাহলে যাবার কোন অধিকার নেই, ওটাও পাওয়ার মত কিছু আমি করি নি……"

কিন্তু মান বজায় রেখে পশ্চাদাপসরণের প্রয়োজন সে উপলব্ধি করেছে। সন্ধ্যেবেলায় আবার কি ঘটবে কেউ বলতে পারে না। নাদিয়া যে কোনও রকম নোংরা খেল দেখাতে পারে এবং সমুদ্রের ধারে যাওয়ার সম্ভাবনাটা "বড়দের যুগ" বলে পরিচিত এক সুদূর যুগে পিছিয়ে যেতে পারে। এ সবের পরিণতি কি দাঁড়াবে ? স্থানীয় পায়োনীয়ার ক্যাম্প পর্যন্ত পৌঁছোতে পারলেই তার কপাল ভাল বলতে হবে ! পনেরো মিনিটের মধ্যে আলিওশা তার হাত তুলল ঠাট্টার ছলে।

"আমি হার মানছি ! তা তোমরা যদি চাও তো আমি মালগাড়িতে যাব !"

আলিওশার ডিল্যুক্স গাড়ির প্রয়োজন তার কল্পনা সৃষ্ট নয়—এ প্রয়োজন গড়ে উঠেছে তার অভিজ্ঞতা থেকেই, কিন্তু তাহলেও প্রত্যেকেই উপলব্ধি

করেছে যে, এই প্রয়োজনটা কিছুটা পরিমাণে নীতিবিগর্হিত। তার মাও এটা উপলব্ধি করেছেন, কিন্তু তিনি অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে অক্ষম।

আমাদের দেশের সব অভিজ্ঞতাই নৈতিক অভিজ্ঞতা নয়। আমাদের পরিবার বুর্জোয়া পরিবারের মত চার-পাশ-আঁটা যৌথসংস্থা নয়। আমাদের পরিবার সোবিয়েত সমাজের অচ্ছেদ্য অঙ্গ। সমাজের নৈতিক দাবী এড়িয়ে স্বতন্ত্রভাবে যদি আমাদের পরিবার নিজস্ব অভিজ্ঞতা গড়ে তোলার চেষ্টা করে, তাহলে তার প্রত্যেক চেষ্টারই ফল হবে অনিবার্যভাবে অসামঞ্জস্য ও বিপদ-জ্ঞাপক ঘণ্টার মত বেসুরো।

বাবা ও মার প্রয়োজন যন্ত্রবৎ তাঁদের ছেলেমেয়েদেরও প্রয়োজনে পরিণত হওয়ার ফলেই আলিওশাদের পরিবারে অসামঞ্জস্যের উদ্ভব হয়েছে। সোবিয়েত সমাজে বাবা যে মহৎ, দায়িত্বপূর্ণ ও কঠোরশ্রমসাধ্য কাজ করেন বাবার প্রয়োজন তারই ফল, সেই শ্রমসাধ্য কাজের গুরুত্ব থেকেই তার উৎপত্তি। আলিওশার প্রয়োজন কোন যৌথশ্রমের অভিজ্ঞতা প্রসূত নয়, তার প্রয়োজন হল তার বাপের উদারতার ফল, তার বাপ-মায়ের দান। মূলতঃ, এই রকম পরিবার হল প্রাচীনতম পিতৃ-প্রধান পরিবারের মত অনেকটা উদার স্বৈরতন্ত্রের মত।

আমাদের দেশে এই ধরনের পরিবারগুলি ব্যতিক্রম বলে গণ্য হয়। এইসব পরিবারে সেকেলে ধরনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মৌখিক সোবিয়েত আদর্শবাদ মিশিয়ে দেওয়া হয়। এই রকম পরিবারে ছেলেমেয়েরা নিয়মিতভাবে অন্যান্য সুখ সুবিধা ভোগে অংশগ্রহণ করে। এইসব ছেলেমেয়ের শোচনীয় ভবিষ্যৎ স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। তাদের সামনে থাকে এক কঠিন সমস্যা: হয় যখন তারা বড় হয়ে যায় তখন আবার গোড়া থেকে তাদের প্রয়োজনগুলির স্বাভাবিক বিকাশের স্তর অতিক্রম করতে হবে, আর না হয়, তাদের এমন বড় ও উঁচুদরের কাজ করে সমাজকে দেখাতে হবে যাতে সমাজ তাদের বিরাট ও জটিল প্রয়োজনগুলি মেটানো মঞ্জুর করে। কেবলমাত্র ব্যতিক্রমের ক্ষেত্রেই শেষোক্ত পন্থা সম্ভব।

আমি এই বিষয়টি নিয়ে নানা কমরেডের সঙ্গে আলোচনা করেছি। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ভয় পেয়ে গেছেন।

"এ ব্যাপারে কি করতে পারেন আপনি? আমি যদি ছুটিতে আমার পরিবার নিয়ে কোথাও যাই, তাহলে আপনি কি মনে করেন আমার এবং আমাব পরিবারেব আলাদা আলাদা গাড়িতে যাওয়া উচিত?"

এই রকম আতঙ্ক একটা জিনিসই প্রমাণ করে: সমস্যার মূলে যেতে এবং একটা নতুন মনোভাব সৃষ্টির জন্য সক্রিয় চিন্তা করতে অনিচ্ছা। ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ অপেক্ষা একটা ডিলুক্স গাড়ি অধিকতর মূল্যবান নয়, কিন্তু একটা শুধু গাড়ির ব্যাপার নয়। পরিবারে যদি সঠিক সুরটি না থাকে, স্থির ও উপযুক্ত পরিবেশ না থাকে তাহলে কোন কৌশলে অবস্থা আয়ত্তে আনা যাবে না।

কোন উপলক্ষে বাপের সঙ্গে যে কোনও ক্লাসেব গাড়িতে বেডাতে যাওয়া আদৌ ক্ষতিকর নয়, যদি কিনা স্পষ্টই দেখা যায় যে, ছেলেমেয়েদের অতিরিক্ত আরাম ভোগের অধিকার থেকে এই প্রীতিপূর্ণ উপলক্ষ সৃষ্টি হয়নি, সৃষ্টি হয়েছে তাদের বাপের সঙ্গে একসঙ্গে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থেকে। অনেক সোবিয়েত পরিবার আছে যে সমস্ত পরিবারে বাপের কাজের সঙ্গে ছেলেমেয়েদের প্রয়োজনের কোন সম্পর্ক নেই, এই রকম পরিবারে আলিওশা স্বতন্ত্র যুক্তির দ্বারা পরিচালিত হত।

এসবের অর্থ নিশ্চয়ই এ নয় যে, এরকম ক্ষেত্রে ছেলেমেয়েদের জন্য একটা বিশেষ ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। সমগ্র পরিবারের সাধারণ রীতি অনুসারেই সমস্যার সমাধান হয়। আর বাবার যদি নাগরিক হিসাবে অতিরিক্ত আরামভোগের অধিকার থাকে, তেমনি পরিবারের সদস্য হিসাবে তাঁর উচিত হবে আরামভোগ থেকে নিজেকে সংযত রাখা। তাঁর ক্ষেত্রেও সংযমের কোন না কোন রকম মান বাধ্যতামূলক। বিশেষ করে যখন আমাদের মহাপুরুষদেব জীবনীতেও সর্বদা সংযমের পরিচয় পাওয়া যায়:

"আমরা সিঁড়ি বেয়ে উঠলাম। জানালাগুলিতে ঝুলছে শাদা কাপড়ের পর্দা। এই তিনটি জানালা হল স্তালিনের ফ্লাটের। ঘরে ঢোকার ছোট্ট পথটায় প্রথম যে জিনিসটি চোখে পড়ে তা হল সৈনিকের লম্বা একটা গ্রেটকোট, তার উপর ঝুলছে এক সৈনিকের টুপী। তিনটে ঘর আর একটা খাবার ঘর। ভদ্র, কিন্তু ছোটখাট হোটেলের মত সামান্য আসবাবপত্র। খাবার ঘরটা ডিম্বাকৃতি; এখানে ডিনার পরিবেশন করা হয়—রান্না হয় ক্রেমলিনের রান্নাঘরে অথবা বাড়িতে রাঁধুনীর দ্বারা। কোন ধনবাদী দেশে এই ফ্লাট বা ভোজ্য তালিকায় একজন সাধারণ সরকারী কর্মচারীও সন্তুষ্ট হবে না। এখানে একটা ছোট্ট ছেলে খেলাও করছে। বড় ছেলে ইয়াশা খাবার ঘরে শোয়—ডিভানের উপর তার বিছানা হয়; ছোটটি শোয় সিঁড়ির ঘরের মত একটি ছোট্ট ঘরে।"

আঁরি বারবুস

নৈতিক গভীরতা ও পরিবারের যৌথঅভিজ্ঞতার ঐক্য সোবিয়েতে ছেলেমেয়ে মানুষ করার সম্পূর্ণ প্রয়োজনীয় একটি শর্ত। যাদের যথেষ্ট আছে আর যাদের যথেষ্ট অপেক্ষা কম আছে, উভয় রকম পরিবারের ক্ষেত্রেই এটি সমভাবে প্রযোজ্য।

আমাদের দেশে সেই শুধু মানুষের মত মানুষ বলে গণ্য হয় যার প্রয়োজন ও কামনা হল যৌথজীবনবাদীর প্রয়োজন ও কামনা। আমাদের পরিবার এইরকম যৌথজীবনবাদ গড়ে তোলাব উর্বর ক্ষেত্র।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

স্তেপান দেনিসোভিচ ভেংকিনের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল ১৯২৬ সালের গ্রীষ্মকালের গোড়ার দিকে। তাঁর উপস্থিতির কথা মনে পড়লে এখনও আমি কিছুটা বিব্রত বোধ করি। যুদ্ধ ঘোষণা না করে শত্রু সেনাবাহিনীর আকস্মিক আক্রমণের মতই তিনি উপস্থিত হয়েছিলেন।

ঘটনাটিতে, কিন্তু, যুদ্ধের মত কিছু ছিল বলে মনে হয়নি। স্তেপান দেনি-সোভিচ শান্তভাবে ভয়ে ভয়ে আমার ছোট্ট পড়ার ঘরটিতে ঢুকে অত্যন্ত ভদ্রভাবে তাঁর টুপীটা দুই হাতে সামনে ধরে নমস্কার করে বললেন :

"আপনি যদি খুব ব্যস্ত থাকেন তাহলে আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে আমাকে মাফ করবেন—আমার অতি সামান্য অনুরোধ জানাবার আছে।"

"অতি সামান্য" কথাটি ব্যবহার করার সময়েও স্তেপান দেনিসোভিচ হাসেন নি; তাঁর মুখে প্রকাশ পেয়েছিল সংযত গম্ভীর ভাব এবং বিষণ্ণতা অপেক্ষা উদ্বেগই ছিল বেশী।

আমার সামনের একটি চেয়ারে তিনি বসলেন এবং আমি তাঁর মুখটা আরও ভাল ভাবে লক্ষ্য করতে পারলাম। তাঁর মুখ আবৃত করে রয়েছে বেশ বড় গোঁফ এবং সেই গোঁফের নীচে কেমন করে যেন প্রীতিপ্রদভাবে ঠোঁট চাটছেন। মনে হয় যেন তিনি কিছু চুষছেন যদিও আসলে তাঁর মুখের মধ্যে কিছুই নেই। এই ভঙ্গীটাও উদ্বেগ প্রকাশ করে। স্তেপান দেনিসোভিচের লাল দাড়ি ডানদিকে একটু মোচড়ানো, বোধহয়, তিনি প্রায়ই তাঁর ডান হাত দিয়ে দাড়ি মোচড়ান বলে এমন হয়েছে। স্তেপান দেনিসোভিচ বললেন :

"দেখুন, আমিও একজন শিক্ষক, মোতোভিলোকায়, এখান থেকে বেশী দূর নয়..."

"শুনে খুসী হলাম, তাহলে আমরা সহকর্মী..."

কিন্তু স্তেপান দেনিসোভিচ আমার উৎসাহে সায় দিলেন না। তাঁর লাল দাড়ির বড় একটা অংশ মুঠো করে ধরে একটু পাশের দিকে তাকিয়ে তিনি নীরসভাবেই বললেন :

"নিশ্চয়ই শুনে খুসী হবার কথা। অবশ্য আমি কাজটা পছন্দ করি, কিন্তু সত্যি কথা বলতে গেলে এটা কানে লাগে না। অর্থাৎ, শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপার পর্যন্ত এটা ঠিক, কিন্তু সংগঠনের দিক থেকে এটা কাজে লাগে না।"

"গোলমালটা কোথায় ?"

"ঠিক সংগঠনের দিক থেকে নয়, অর্থাৎ যাকে বলে দৈনন্দিন জীবনের দিক থেকে নয়। আমি চাই আপনি আমাকে একটা কাজ দিন···কামারের কাজ।"

আমি বিস্ময় প্রকাশ করলাম না। তিনি আমার দিকে কটাক্ষপাত করে তাঁর কথায় গভীর বিশ্বাস জাগায় এমন বিশেষ আকর্ষণীয় গাম্ভীর্যের সঙ্গে আরও নীরসভাবে বলে চললেন :

"আমি ভাল কর্মকার। সত্যিকারের কর্মকার। আমার বাবাও কর্মকার ছিলেন, একটা কারিগরী শেখানোর স্কুলে। এই ভাবেই আমি শিক্ষক হতে পেরেছি। দেখুন, আপনাদের একটা ছোট কারখানা রয়েছে এখানে, আর আপনাদের একজন ভাল কর্মকারের দরকার তো আছেই। আমি শিক্ষকও বটে।"

"বেশ," আমি আমি মেনে নিলাম। "আপনার কি একটা ফ্লাটের দরকার ?"

"কি ভাবে বলি বলুন তো ? একটা ঘর তো বটেই অথবা দুটো ঘর। আমার পরিবারটি আকারে বড় ·····বেশ বড়।"

স্তেপান দেনিসোভিচ ঠোঁট দুটো চেটে চেয়ারে নড়ে বসলেন।

"শিক্ষকতার কাজটা ভাল, কিন্তু আমার পরিবারের মত পরিবারের এতে চলে না। এ ছাড়া আমরা গ্রামে থাকি। ছেলেপিলেগুলো কোথায় যায় ?"

"কটি ছেলেমেয়ে আপনার ?"

আমার দিকে তাকিয়ে তিনি এই প্রথম হাসলেন। অবশেষে এই হাসির মধ্যে আমি আসল স্তেপান দেনিসোভিচকে দেখতে পেলাম। তাঁর উদ্বিগ্ন মুখের সঙ্গে তাঁর হাসির কোন মিল নেই। হাসলে তাঁর খুসীভরা শাদা ঝকঝকে দাঁতগুলো দেখা যায়। হাসিটা যোগ করলে স্তেপান দেনিসোভিচকে আরও সদয় এবং আরও অকপট মনে হয়।

"আমার পক্ষে এটা কঠিনতম প্রশ্ন। এর জবাব দিতে আমার সত্যিই লজ্জা হয় তবে প্রায়ই দিতে হয় আমাকে বুঝলেন।"

তাঁর হাসিটা আবার একটা ঝলক দিয়ে তাঁর গোফের পিছনে মিলিয়ে গেল। উদ্বিগ্নভাবে আবার তিনি ঠোঁট চাটলেন এবং আবার তিনি আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

"তেরোটি। তেরোটি ছেলেমেয়ে!"

"তেরোটি ?!" চরম বিস্ময়ে আমি ফেটে পড়লাম! "সত্যি বলছেন ?"

স্তেপান দেনিসোভিচ উত্তর দিলেন না, শুধু তাঁর চেয়ারে আরও উদ্বিগ্নভাবে, উসখুস করতে লাগলেন। এই মধুর প্রকৃতির মানুষটির জন্য আমি ভীষণ কষ্ট বোধ করলাম এবং তাঁকে সাহায্য করার প্রবল আকাঙ্ক্ষা আমাকে পেয়ে বসল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমি বিদ্বেষও বোধ করলাম—স্পষ্টতঃই যা অবিবেচকের কাজ বলে মনে হয় কেউ যদি সেরকম কাজ করে তাহলে যে ধরনের বিদ্বেষ সর্বদাই জাগ্রত হয় সেই ধবনের বিদ্বেষ। আমার মনের এই সমস্ত ভাব এমন এক চীৎকারে প্রকট পরিণতি লাভ করল যা আমাকেই বিস্মিত করে দিল :

"সর্বনাশ! কিন্তু কেমন করে··· কেমন করে পারলেন আপনি ?"

আমার এই অভদ্র উচ্ছ্বাস তিনি শুনলেন তাঁর সেই আগের ক্লান্তি ও উদ্বেগের ভাব নিয়ে। তাঁর গোঁফের আগায় শুধু হাসি দেখা গেল।

"একটা পরিবারে একটি থেকে আঠারোটি ছেলেমেয়ে হতে পারে। আমি পড়েছি কোন কোন পরিবারে আঠারোটি ছেলেমেয়ে হয়েছে। আর··· আমার হয়েছে তেরোটি।"

"হয়েছে বলতে কি বোঝাতে চান ?"

"তাছাড়া কি ভাবে হল ? যদি কোন কোন লোকের আঠারোটি হয়ে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই কোথাও তেরোটি হয়েছে। আর আমার সেই তেরোটি হযেছে।"

স্তেপান দেনিসোভিচের সঙ্গে শীঘ্রই আমার একটা চুক্তি হয়ে গেল। সত্যিই আমাদের একজন ভাল কর্মকারের প্রয়োজন ছিল। স্তেপান দেনিসোভিচ হিসেব করে দেখেছিলেন যে, শিক্ষা অপেক্ষা কর্মকাররূপেই তিনি বেশী উপার্জন করতে পারবেন এবং এ ব্যাপারে আমাদের সংগঠন তাঁর সঙ্গে রফা করতে সমর্থ হল।

ফ্লাটের প্রশ্নটি ছিল আরও কঠিন। অনেক চেষ্টা করে আমি তাঁর জন্য একটি ঘর যোগাড় করতে পেরেছিলাম এবং এর অর্থ হল লোক ও মাল সরানোর পালা। একথা সত্যি যে, এই রকম একটি বিশিষ্ট পরিবারে আমাদের শ্রমিকরা এত আগ্রহান্বিত হয়েছিল যে, কেউ প্রতিবাদের কথা ভাবেও নি। আমাদের ষ্টোররক্ষক পিলিজেংকোর এই বিষয় সম্পর্কে কিছু বক্তব্য ছিল।

"কিন্তু আমি মনে করি এ তো শূয়োর ছানা জন্ম দেবার মত। কিছু বেশী হওয়াটা মেনে নিতে মনে করার কিছু নেই, অবিশ্যি, কিন্তু তাহলেও একটা লোকের একটু বুদ্ধিশুদ্ধি ও কাণ্ডজ্ঞান থাকা তো উচিত! যা খুসী কর, কিন্তু নজর রাখ এই হল আমার কথা। ধর যেমন তোমার তিনটি ছেলেমেয়ে। তিনটি, চারটি, এবার নজর দাও। দেখ পাঁচ নম্বরটি এল। বেশ, আমি বলি নজর রাখ পাঁচ মানে তোমাকে হিসাব রাখতে হবে—পরেরটি এলে হবে ছয়টি। মাথাটি ঠাণ্ডা রেখে তোমাকে হিসেব রাখতে হবে।"

বুড়ো যন্ত্রনির্মাতা কমরেড চাবের ছয়টি ছেলে মেয়ে। তিনি, কিন্তু, বুঝিয়ে বললেন যে, সরল পাটিগণিতের দ্বারা এ সমস্যার সমাধান হবে না।

"তাহলে তোমার কথা হল, গোন! এই তো! তুমি কি ভাব যে আমি গুনিনি? বাপু হে! তুমি এ ব্যাপারে কি করতে পার—এ হল দারিদ্র্য।

দারিদ্র্যই তোমাকে চেপে রেখেছে! বড় লোকের দুটো বিছানা থাকে, সে একা এক বিছানায় শোয়, এই তো আসল ব্যাপার। কিন্তু গরীব লোককে এক বিছানাতেই চালাতে হয়। যত ইচ্ছে হিসেব রাখ, এর পরিণতি যা ঘটবার তা ঘটবেই এবং এমন কি তুমি তা লক্ষ্যও করবে না·····”

“এমন জিনিস যা আপনি ঠিক হিসাবের মধ্যে ধরেননি,” ব্যঙ্গের চাপা হাসি হেসে বলল ষ্টোরম্যান।

“মাঝে মাঝে ভুল হিসেবও হয় অবিশ্যি!” হেসে জবাব দিলেন চাব। লোকটি ঠাট্টাতামাসা কবতে সর্বদাই তৈরী হয়ে আছেন।

মোটা ও গোলাকার একাউণ্ট্যাণ্ট পিঝভ মুরুব্বীর মত কথাবার্তা শুনছিলেন। সমস্যা সমাধানে তাঁর অবদান তিনি এইবার দিলেন।

“এই সব ক্ষেত্রে ভুল হিসেব হওয়া খুবই সম্ভব। এখানে আসল ব্যাপার হল অতিরিক্ত গুণক। যদি তোমাব একটি সন্তান থাকে এবং ধব, দ্বিতীয়টি আসছে, তাহলে তুমি শতকরা একশ ভাগ বাড়বে বলে ধরবে। একজন বিবেচক লোক এক মুহূর্তে ভাববে : শতকরা একশ ভাগ। সে তো বেশ বড় গুণক! কিন্তু তোমার যদি ইতিমধ্যেই পাঁচটি হযে থাকে, তাহলে তো ষষ্ঠটি হল মাত্র শতকরা কুড়ি ভাগ—একে তো একটা গুণকই বলা যায় না। লোকে তখন গ্রাহ্যই করে না, বলে : আসুক গে। কুড়ি শতাংশের ঝুঁকি নিয়ে আমি পরোয়া করি না।”

সবাই হো হো করে হেসে উঠল। চাব গুণকের আজগুবী খেলায় মুগ্ধ হয়ে তাঁর নিজের ক্ষেত্রে এই তত্ত্বকে অবিলম্বে প্রযোগের দাবী জানালেন।

“আমি তো গেছি তাহলে! এর অর্থ যদি আমার সাতের নম্বরটি আসে—তাহলে হিসেবটা কিরকম দাঁড়াবে, এই···

“সাত নম্বর?” বলে পিঝভ নিছক আকাশের দিকে তাকিয়েই সঠিক জবাব দিলেন :

“সে ক্ষেত্রে গুণক হবে শতকরা ষোল পয়েন্ট ছয়।”

"কিছুই না বলতে গেলে!" দম নিয়ে উৎফুল্লভাবে বললেন চাব। "আদৌ উদ্বিগ্ন হবার মত কিছুই না!"

"এই ভাবেই দেখছি লোকটা তেরোটার জন্ম দিয়েছে।" ঘড়ঘড়ে গলায় বলল স্টোরম্যান।

"ঠিক তাই", সমর্থন করলেন একাউন্ট্যান্ট পিঝভ। "তেরোটির গুণক হল আট পয়েন্ট তিন শতাংশ।"

"আরে, এ তো মনোযোগ দেবার মত একটি ব্যাপারই নয়।" এই বিষয়ে সর্বশেষ আবিষ্কারে চাব একেবারে ঘায়েল হয়ে গেছেন।

স্তেপান দেনিসোভিচ তাঁর ফ্লাট দেখার জন্য ফিরে এলে এই স্ফূর্তির ভাব নিয়েই প্রত্যেকে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছিল। স্তেপান দেনিসোভিচ কিছু মনে করেন নি, তিনি বুঝেছিলেন যে, অঙ্কের নিয়ম অলঙ্ঘ্য।

আমরা সবাই মিলে ফ্লাটটি দেখলাম। ঘরটা গড়পড়তা আকারের, প্রায় পনেরো বর্গ মিটার। পুরানো আমল থেকে আমাদের কারখানা উত্তরাধিকার সূত্রে শ্রমিকদের থাকার যে ছোট বাড়িগুলি পেয়েছিল ঘরটি সেগুলিরই একটি। ঘরটা দেখতে দেখতে স্তেপান দেনিসোভিচ উদ্বিগ্নভাবে কেবলই ঠোঁট চেপে চিবোচ্ছিলেন আর জিব চুষছিলেন।

"কিন্তু আমার তো ওখানে দুটো ঘর"·· স্বগতোক্তির মত তিনি বিষণ্ণভাবে বললেন। "তা, কিছু করবার নেই, আমাদের চালিয়ে নিতে হবে যেমন করেই হোক···"

আমি কি করতে পারি? একেবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে আমি স্তেপান দেনিসোভিচকে বোকার মত একটা প্রশ্ন করলাম:

"আপনার কি অনেক আসবাবপত্র?"

ভেৎকিন আমার দিকে তাকালো চোখে পড়ে কি পড়ে না এইরকম তিরস্কারের দৃষ্টিতে।

"আসবাবপত্র? আপনি মনে করেন আমি আসবাবপত্র নিয়ে মাথা ঘামাই? ও সব রাখবার জায়গাই নেই।"

আমার বিব্রত অবস্থা থেকে আমাকে পরিত্রাণ করার জন্যই যেন তিনি হঠাৎ চমৎকার হাসি ফুটিয়ে তুললেন।

"আসলে জড় বস্তুর জন্যে বিশেষ জায়গা নেই।"

চাব তার না-কামানো চিবুক ধূর্তের মত চুলকে তার এক চোখ কুঁচকে বলল :

"এই রকম বাস্তব অবস্থায় আমাদের কমরেডদের আসবাবপত্রের প্রয়োজন নয়, প্রয়োজন তাকের—যেরকম তাক আমার যন্তরঘরে আছে। বড়কর্তার যদি আপত্তি না থাকে, তাহলে আমরা কয়েকটা তাক লাগিয়ে দিতে পারি।"

ঘরের উচ্চতা তিনি চোখ দিয়ে মেপে নিলেন।

"পর পর তিনসারি। মেঝের উপর অতিরিক্ত চতুর্থ সারির জায়গা থাকবে।"

ষ্টোররক্ষক পিলিজেংকো বিষণ্ণভাবে বললেন, "তেরোজনকে এখানে ঢোকাতে পারবে না। শ্বাসপ্রশ্বাস নেওয়ায় হাওয়া কতটুকু তাহলে থাকবে? একটুও না। এ ছাড়াও আপনারা দু'জন আছেন।"

ভেংকিন একবার একজন পরামর্শদাতার দিকে, আর একবার অপর পরামর্শদাতার দিকে তাকাতে লাগলেন, কিন্তু তাঁকে ঘাবড়াতে দেখা গেল না। সম্ভবতঃ, অনেক আগেই তিনি এসব কথা ভেবে তাঁর কার্যকলাপের সাধারণ পরিকল্পনার সঙ্গে এগুলিকে খাপ খাইয়ে নিয়েছেন। তিনি পূর্বের সিদ্ধান্তের পুনরুক্তি করলেন :

"বেশ আমি দশ তারিখে আমার পরিবারকে আনছি। আপনারা আমাদের একটা ঘোড়া টোড়া দিতে পারেন? এটা ওটা বয়ে আনতে হবে, আর ছোট বাচ্চারা তো হেঁটে স্টেশন থেকে এতদূর আসতে পারবে না।"

"একটা ঘোড়া? নিশ্চয়ই! যদি চান তো দুটো!"

"ধন্যবাদ, দুটো হলে তো আরও ভাল হয়, কারণ হাজার হলেও···একটা পরিবার বাসা বদলাচ্ছে তো।"

১০ই মে, রবিবার আমাদের কারখানা অঞ্চলে ভেৎকিন পরিবারের আবির্ভাব হল। কারখানা সহর থেকে বেশী দূরে নয়, পাথরের খোয়া দিয়ে বাঁধানো একটা বিশেষ রাস্তা কারখানাটিকে সহরের সঙ্গে যুক্ত করেছে। ভোরে কারখানার দুটি ঘোড়া দুটো গাড়ি টেনে সহরে ঢুকলো। গাড়ি দুটো যাত্রীবাহী যান বলেও গণ্য হতে পারে, আবার মালবাহী শকট বলেও গণ্য হতে পারে। দুপুরের মধ্যেই রাস্তায় এত লোক জমে গেল যে, এর আগে আর কখনও তেমন দেখা যায় নি। মনে হল পরিবারের দম্পতিরা রবিবারের দিন বিশুদ্ধ বায়ু সেবন এবং স্থানীয় নৈসর্গিক দৃশ্য দেখবার ভান করে চলে যাচ্ছেন বাইরে কোথাও।

বেলা দুটোর সময় একটি মিছিলের আবির্ভাব হল—তাকে বর্ণনা করার মত কোন ভাষা নেই। প্রথম গাড়িটাতে তিন বছরের একটি ছেলে ছোট্ট একটি খেলার নিশান হাতে ধরে বসে আছে। নিশানটি মিছিলের বিজয় অভিযানের রূপটিকে আরও স্পষ্ট করে তুলেছে।

সামনে দুটো গাড়ি। গাড়ি দুটো প্রধানতঃ এটা ওটা নানা জিনিসে ভর্তি। কিন্তু প্রথমটিতে বসে আছেন ধ্বজাবাহক এবং দ্বিতীয়টিতে বসে আছে দুটি আরও ছোট শিশু। প্রথম গাড়িটির ঠিক মাঝখানে বসানো কাবার্ড ছাড়া অন্য সব জিনিসপত্রই আয়তনে ছোট। কাবার্ডটি গাড়িটাকে একটা স্থায়ী গাম্ভীর্যের রূপ দিয়েছে। কাবার্ডটি রান্নাঘরের কাবার্ড—মানবজাতির অন্যতম অতি আনন্দ-দায়ক আবিষ্কার—যুগপৎ কাবার্ড ও খানা খাওয়ার টেবিল। এই ধরনের জিনিসপত্রে সর্বদাই একটা চমৎকার উষ্ণতা লেগে থাকে—টাটকা সেঁকা রুটি ও ছেলেমেয়েদের সুখের উষ্ণতা। কাবার্ড ছাড়া আমি লক্ষ্য করলাম একটি বড় সামোভার, দুই বাণ্ডিল বই এবং এক গাদা বালিস। বাকী সবগুলিই গৃহস্থের টুকিটাকি জিনিস : সাঁড়াশী, ঝাঁটা, একটা বালতি, লোহার কড়াই ইত্যাদি।

দ্বিতীয় গাড়িটার পাশে পাশে চলেছে পুরানো বিবর্ণ সূতীর ফ্রক পরা, খালি পা ও খালি মাথা একটি প্রায় সতেরো বছরের মেয়ে। দেখলেই বুঝবেন

যে মেয়েটি সব সময়েই এইভাবে চলা-ফেরা করে, কারণ গ্রীষ্ম কেবল শুরু হলেও মেয়েটির চুলগুলি বেশ বিবর্ণ হয়ে গেছে এবং তার মুখটা রোদে-পোড়া ঘোর লাল চামড়ায় ঢাকা। এই চামড়া ইতিমধ্যেই তার গাল থেকে উঠে যাচ্ছে। কিন্তু এ-সব সত্ত্বেও মেয়েটির মুখখানি বড় প্রীতিকর : দেখতে গম্ভীর, ওষ্ঠপুট সুগঠিত। টানা চটুল ভ্রূযুগলের নীচে তার স্বচ্ছ ও শান্ত ফিকে-নীল চোখ চকচক করছে।

গাড়ি দুটোর পিছনে চলেছে প্রায় একই বয়সের এবং একই রকম লম্বা দুটি ছেলে ডোরা-কাটা কাপড়ের টুকরোয় ঢাকা একটি বয়লার বহন করে। ছেলে দুটির বয়স হবে নিশ্চয়ই তেরো। তাদের পিছনে চলেছে পাঁচ থেকে বারো বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের প্রধান দলটি। তাদের মধ্যে সব চেয়ে ছোট দুটি মেয়ে গোলগাল চেহারা, ফুলো ফুলো গাল মেয়ে দুটি হাত ধরাধরি করে চলেছে সামনে পরিষ্কার উষ্ণ পাথর-বাঁধানো রাস্তায় খালি পায়ে ছোট ছোট পা ফেলে। তাদের খুব উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে। রাস্তা দিয়ে গাড়ি দুটো যদিও আস্তে আস্তে চলেছে তবু এই খুদে হাঁটিয়েদের পক্ষে তাল রেখে চলা কঠিন হচ্ছে। দলের বাকী অংশটুকু বড় বড় ছেলেদের নিয়ে গঠিত। তারা কাজে ব্যস্ত। প্রত্যেকেই কিছু না কিছু তার হাতে অথবা ঘাড়ে নিয়ে চলেছে, কেউ আয়না, কেউ এক বাণ্ডিল ফ্রেম এবং সবচেয়ে বড়টি গ্রামোফোনের একটি চোঙা নিয়ে চলেছে।

সমগ্র দলটি আমার মনে একটা অপ্রত্যাশিত অনুকূল ছাপ এঁকে দিল : প্রত্যেকের চুল ছোট করে ছাঁটা, তাদের রোদে-পোড়া মুখগুলি নির্মল, এমন কি মনে হয় তাদের খালি পা গুলিও শুধু আজকের ধুলোতেই ভরা। কারুর একটা বেল্ট নেই, কিন্তু তাদের সূতীর সার্টের কলারগুলি সুন্দর ভাবে বোতাম-আঁটা ; কোথাও কোন ছেঁড়া নেই, শুধু যে ছেলেটি চোঙা নিয়ে যাচ্ছে তার হাঁটুর উপর উজ্জ্বল-রঙের একটা তালি লাগানো। বিশেষ করে যাতে আমি খুশী হলাম সেটা হল এই যে, মিছিলের একটি লোকেরও মুখে বিশ্রী বা অপ্রীতিকর ভাব নেই। ঘা-পাঁচড়া নেই, গলগণ্ড নেই, মানসিক পশ্চাদ্বর্তিতার

কোন লক্ষণ নেই। তারা আমাদের দিকে তাকালো শান্তভাবে বিব্রত না হয়ে, কিন্তু ঔদাসীন্যের ভঙ্গীতে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল না। মাঝে মাঝে এ ওর সঙ্গে কথা বলতে লাগল গলার স্বর না থামিয়ে, কিন্তু বেশী বাড়াবাড়িও করল না।

এই ধরনের আলাপের কয়েকটা কথা আমার কানে গেল।

"...... এ জায়গাটা শুক্‌নো...ওটা উইলো গাছ।"

"ও থেকে ঝুড়ি বোনা যায়।"

"বাবা নিশ্চয়ই ঝুড়ি বুনবেন।"

সমগ্র বাহিনীর স্রষ্টা এবং নেতা বাবা চলেছেন পিছনে পিছনে সযত্নে গ্রামোফোনের বাক্সটা হাতে করে। তাঁর পাশে একজন সুন্দরী মহিলা মাথায় কালো চুলের উপর উল্টে বাঁধা উজ্জ্বল হলদে রঙের রুমাল। তাঁর গাল দুটিতে গোলাপী আভা। হাঁটতে হাঁটতে তিনি বড় বড় তরল চোখে মৃদু হাসি মেলে আমাদের দিকে তাকিয়ে দেখছেন। আমাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় স্তেপান দেনিসোভিচ তাঁর চমৎকার হাসিতে বিচলিত হয়ে উঠে তাঁর টুপীটা তুলে বললেন: "এসে গেছি আমরা! এ সম্পর্কে আপনাদের যা ইচ্ছে করুন, কিন্তু আমরা পৌছে গেছি! আপনাদের লোকেরা একটু অবাক হয়ে গেছে, তাই না! ইনি আমার স্ত্রী, আন্না সেমিওনোভনা।"

আন্না সেমিওনোভনা আনুষ্ঠানিকভাবে মাথা নত করে হাত বাড়িয়ে দিলেন, তারপর তাঁর কালো চোখে চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন।

"ওঁর একটা কিছু নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার, তাই অবাক হয়ে যাওয়ার কথা বলছেন!" জুড়িদার গায়িকার অবিচলিত স্বরে তিনি বললেন। "ওঁরা এতে অভ্যস্ত হয়ে যাবেন। লোক ভাল হলে, হিংসুটে না হলে আমি কিছুই মনে করি না।" সেই মুহূর্তে উপস্থিত জনতার মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা গেল। যন্ত্রনির্মাতা চাবের স্ত্রী একজন বলিষ্ঠা গিন্নী, তিনি এতক্ষণ মিছিল দেখছিলেন। ব্যাপারটা তিনি পছন্দ করছিলেন না। তিনি হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠলেন: "কী লজ্জার কথা। ইস্ দেখ দেখ!

এইটুকু সব বাচ্চা স্টেশন থেকে সারাপথ পায়ে হেঁটে এল! কি করে পারল।”

তিনি ছোট মেয়েদের একটির দিকে ছুটে গিয়ে তাকে এক ঝটকায় কোলে তুলে নিলেন। তাঁর কাঁধের উপর দিকে ছোট মেয়েটির ছোট্ট এবং তখনও পর্যন্ত উদ্বিগ্ন মুখটি দেখা গেল, আর হাল্কা নীল চোখ মেলে সে একদৃষ্টিতে দুনিয়াটাকে দেখতে লাগল। মুহূর্তের মধ্যে আর একটি বাচ্চা আর একজনের কাঁধে উত্তোলিত হল। আমাদের লোকেরা মিশে গেল মিছিলের সঙ্গে। ভেৎকিনের কাছে গিয়ে একাউন্ট্যাণ্ট পিঝভ হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন: “স্বগৃহে স্বাগত! ঘাবড়াবেন না, এটাই হল আসল জিনিস। ঠিক করছেন আপনি জানেন। কর্মকর্তারা!”

গ্রীষ্মকালের সুযোগ নিয়ে স্তেপান দেনিসোভিচ তাঁর বাহিনীর প্রধান অংশটিকে খোলা জায়গাতেই রাখবার সিদ্ধান্ত করলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর ঘরের পাশে বারান্দার মত একটা জায়গা তৈরী করলেন। আমাদের উঠোনের বিভিন্ন কোণায় প্রচুর বাজে মাল পড়েছিল। আমার অনুমতি নিয়ে স্তেপান দেনিসোভিচ সেগুলি কাজে লাগালেন। তাঁর রিজার্ভ বাহিনী মাল বয়ে নিয়ে গেল এবং তাঁর প্রধান বাহিনী নির্মাণের কাজে মন দিল।

ভেৎকিন পরিবার আসার আগেই আমার মনে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা-সংক্রান্ত সমস্যা সম্পর্কে আগ্রহ জেগেছিল: এই পরিবারটির কোন রকম সাংগঠনিক কাঠামো আছে, না, পরিবারটি তালগোল পাকানো পিণ্ডের মত একটা কিছু? কোন একটা বিষয় নিয়ে স্তেপান দেনিসোভিচ আমার সঙ্গে দেখা করতে এলে আমি সরাসরি তাঁর কাছে প্রশ্নটি তুললাম।

ভেৎকিন আমার প্রশ্নে বিস্মিত না হয়ে অনুমোদনের হাসি হাসলেন।

“ঠিক কথা, এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, যাকে আপনি কাঠামোর প্রশ্ন বলছেন। অবশ্যই একটা কাঠামো আছে, যদিও সেও বেশ একটা সমস্যা। ভুল পথে চলতে শুরু করা খুবই সোজা……”

"যথা ?"

"বেশ, আমি বুঝিয়ে বলব। আপনি বয়স অনুসারে এটি করতে পারেন। তাহলে কাজের দিক থেকে সেটা ঠিকই হবে, কিন্তু শিক্ষার দিক থেকে ভুল হবে, কারণ ছোটগুলি উচ্ছৃঙ্খল হয়ে যেতে পারে। ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই যে, আপনাকে পৃথক দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্যাটির সম্মুখীন হতে হবে। গৃহস্থালীর কাজের জন্যে ভানিয়া, ভিতিয়া, সেমিয়ন এবং আর ছোট ভানিয়া এই চারটিকে নিয়ে হল আমার প্রধান দল। ভানিয়ার বয়স পনেরো এবং ছোট ভানিয়ার বয়স দশ, কিন্তু ছোটটি বেশ চটপটে এবং অনেক কাজ করতে পারে।"

"দুটো ভানিয়া কি করে হল আপনার ?"

"হট্টগোলের মধ্যে হয়ে গেছে আর কি। বড ভানিয়া নামটা ঠিকই আছে, আমি এই নামটা পছন্দ করি যদিও ইগর ও ওলেগ নাম রাখা আজকালকার ফ্যাশন। আর একটি জন্মেছিল '১৬ সালে—যুদ্ধ ও যুদ্ধের সব কিছুর মধ্যে। শিক্ষক হিসাবে আমাকে বাদ দেওয়ার কথা, কিন্তু ওদের সম্পর্কে আপনি নিশ্চয় করে কিছুই বলতে পারেন না। ওরা আমাকে ধরে নিয়ে মিলিটারির সামনে খাড়া করে দিল এবং পক্ষকাল আটকে রাখল। স্ত্রীর ঠিক সেই সময়েই একটি বাচ্চা হয়েছে। একদিকে দুশ্চিন্তা, অভাব এবং উত্তেজনা এবং অপরদিকে ধর্মবাপরা তাদের কাজ কি তা জানে না, আপনি তো জানেন দেশের কি অবস্থা তখন। পাদ্রী নিশ্চয়ই খুব ব্যস্ত ছিলেন, দেওয়ালপঞ্জীর দিকে একবার তাকিয়েই দেখে নিলেন সেদিন কোন সাধুসন্তের দিন—সেদিনটা শহীদ ইভানের আবির্ভাবের দিন। অতএব ইভানের নাম করে স্নান করিয়ে দেওয়া হল এই আর কি। অবশ্য এতে অন্যায় কিছু নেই। পরে হয়ত গুলিয়ে গেছে ওদের নাম দুটো, তা এখন ওতে কিছু যায় আসে না: একজন ভানিয়া, এবং অন্যজন ছোট ভানিয়া, ওরা এর মধ্যেই এতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। ভানিয়া ফর্সা, কিন্তু ছোট ভানিয়া তার মার মত কালো।"

"তাহলে এই হল আপনার গৃহস্থালী চালানোর দল, তাইত ?"

"হ্যাঁ, এই হল গৃহস্থালী চালানোর দল। ওরা একত্রে ইস্কুলে যায় এবং বাড়িতে কোন কাজ করার থাকলে ওরা সব সময়েই একত্রে সেটা করে। ওরা ভাল শ্রমিক হবে, আর ওরা সকলে ভাল ছেলেও বটে। এই হল আপনার কাঠামো। আর একটা দলও আছে। ভাসিয়ার বয়স আট বছর। সে শরৎকাল থেকে ইস্কুলে যাবে। সে বড় ছেলেদের দলে যোগ দেবার প্রায় যোগ্য, কিন্তু আপাততঃ সে কোন দলে নেই। সে ছাড়া রয়েছে লুবা ও কোলিয়া। লুবার বয়স সাত, কোলিয়ার ছয়। এখনও বাড়িতে তেমন কাজে লাগে না, কিন্তু ওরা জিনিস আনা-নেওয়া করতে শিখছে, অথবা, হয়ত ওদের কেউ কোন সময় সমবায় ভাণ্ডার চালাবে। ওরা পড়তে পারে এবং কুড়ি পর্যন্ত বেশ গুণতে পারে।"

"এরাই মালপত্র বয়ে নিয়ে আসছে, তাই না ?"

"ওরাই আনছে—ভাসিয়া, লুবা ও কোলিয়া, এসব ওদের কাজ। ওদের পর আছে বাচ্চারা : মারুদিয়ার বয়স হল মাত্র পাঁচ, আর ভেরা ও গ্রিশা আরও ছোট। আর কাতিয়া ও পেতিয়া সবার ছোট—ওরা যমজ, মাত্র গত বছর হয়েছে।"

"সবার বড় কি মেয়ে ?"

"হ্যাঁ, ওকসানা! ওকসানা সবার সেরা। প্রথমতঃ, সে সাবালিকা হয়েছে, দ্বিতীয়তঃ, সে সব কাজ করতে পারে। গৃহস্থালীর ব্যাপারে সে তার মার থেকে বিশেষ কম যায় না এ আমি সাহস করে বলতে পারি। তার সম্বন্ধে বিশেষ করে ভাবা দরকার। ও ভাল নাগরিক হবে। ওকসানা রাবফাকে[১] যেতে চায়। শরৎকালে ও কথাটা আমি বিবেচনা করে দেখব।"

---

১ শ্রমিকদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত নাম। সোবিয়েত শাসনের প্রথম যুগে যত দ্রুত সম্ভব মেহনতী জনগণের নূতন বুদ্ধিজীবীদের জন্য ভিত্তিস্থাপনের উদ্দেশ্যে সোবিয়েত সরকার সাধারণ স্কুলগুলির সংখ্যা বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে যুক্ত ওয়ার্কার্স ফ্যাকাল্টি বা শ্রমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করেছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানগুলি

বড় ভানিয়ার প্রথম দলটি বারান্দা তৈরী করছিল। স্তেপান দেনিসোভিচ নিজে তাদের কোন সাহায্য করতে পারেননি, কারণ ইতিমধ্যেই তিনি আমাদের কামারশালায় কাজ শুরু করেছিলেন। বিকেল চারটের পর তিনি এলোমেলো চুল নিয়ে বারান্দার তৈরী কাঠামোর ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতেন। প্রধানতঃ ছাদ তৈরীর প্রশ্নই তাঁর চিন্তার বিষয় ছিল। কিন্তু সন্ধ্যা বেলাতেও বড় ভানিয়াই কাজ চালাত।

শুনলাম সে তার বাবাকে একবার বলল: "ওখানে উঠবেন না। ওটা আমরাই সকালে করব। আপনি যদি কিছু পেরেক যোগাড় করতে পারেন তাহলে ভাল হয়। আমাদের পেরেক কম পড়েছে।"

ছোট ভানিয়া পুরানো বোর্ডগুলো থেকে যে পেরেকগুলি টেনে বের করেছে সেইগুলিই দলটির সম্বল। ছোট ভানিয়া সারাদিন বসে বসে এই কাজ করছে, সাঁড়াশী আর হাতুড়ী দিয়ে। ছোট ভানিয়ার উৎপাদন নির্মাণকার্যে বিঘ্নসৃষ্টি করেছে। যে রিজার্ভ দলটি মালমশলা আনছে তাদের উপর বড় ভানিয়া হুকুম জারি করেছে: "শুধু শুধু কোন জিনিস ছুঁড়ে ফেলে দিও না। যদি কিছুতে পেরেক থাকে ত সেটা ছোট ভানিয়ার কাছে নিয়ে যেও, আর যদি না পাও ত সে জিনিস আমাকে দিও।"

রিজার্ভ দলের নেতা আট বছরের ভাসিয়া। ধীর গম্ভীর, গাট্টাগোট্টা ছেলে, মস্ত কপাল। ভাসিয়া তার দলের কাজে ঢিল দিতে দিল না। সে "ছোটদের" মধ্যে গিয়ে কাজে লাগালো পাঁচ বছরের মারুসিয়াকে। চমৎকার হাসিখুসী-ভরা ছোট্ট মেয়ে, গাল দুটো গোলাপী। মারুসিয়া অনুসন্ধিৎসুভাবে প্রত্যেকটি তক্তা লক্ষ্য করছে, সন্দেহজনক কোন কিছু পেলেই খুঁত ধরছে, তারপর তার ফুলো গাল আরও ফুলিয়ে একটা তক্তাকে একবার এপিঠ, একবার ওপিঠ করে রাখছে। কাজ করতে করতে সে মৃদু স্বরে বলে চলেছে,

---

বিশেষ করে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য শ্রমিক ও কৃষকদের তৈরী করতে। —ইংরেজী সংস্করণের পাদটীকা।

"পেরেক আছে···পেরেক নেই···পেরেক আছে···তিনটে পেরেক···আর এটার ···পেরেক নেই···আর এটার···পেরেক আছে।"

কেবল মাঝে মাঝে তক্তাব সঙ্গে লাগানো সন্দেহজনক তারের টুকরোর দিকে ভীতভাবে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে উদ্বিগ্নভাবে ভানিয়া বা ভিতিয়ার কাছে চলে যাচ্ছে।

নাটকীয়ভাবে সে জিজ্ঞাসা করছে: "এটাও পেরেক নাকি? না আর কিছু?···তার? তার কি? পেরেক সুদ্ধু এটা তোমরা চাও না?"

ভেৎকিন পরিবারের ছোটদের আশ্চর্যরকম শান্ত স্বভাব আশে-পাশের লোকেদের মনে বিস্ময় জাগিয়েছিল। এত লোকের পরিবাবে কান্নার শব্দ শোনা যেত না বললেই হয়। সবচেযে ছোট যমজ কাতিয়া ও পেতিষা পর্যন্ত চাব পরিবার থেকে মাঝে মাঝে যে কর্ণপটহবিদারী মিলিতধ্বনি উঠত তেমন ধ্বনি করত না। চাবের ছেলেমেয়েগুলি যেমন চটপটে ও উদ্যোগী ছিল তেমনি ছিল কষ্টসহিষ্ণু আর হাসিখুসী। তাবা খুব খেলা কবত। আমাদেব উঠোনের সমস্ত ছেলেমেয়েদের দল গড়ে তাবা নানারকম খেলা ও মজা করত। তাদের গলা শোনা যেত এখানে ওখানে সর্বত্র। প্রায়ই এই গলার স্বরে বেজে ওঠে স্পষ্টভাবে সরু সুর এবং কখনও কখনও তা ক্রমে তিরস্কার ও ক্ষোভে পূর্ণ মারাত্মক আর্তনাদে পরিণত হয়ে অকস্মাৎ হত্যার আতঙ্কগ্রস্ত তীব্র চীৎকারের চডা সুবে পরিণতি লাভ কবত। চাব দম্পতি এই ধরনের বাড়াবাড়ির বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে লডেন। তাঁবা চীৎকাব করেন, গালাগালি দেন, এমন কি ছেলেমেয়েদের শাপমন্যিও দেন এবং চরমক্ষেত্রে ঘুষি চড়-চাপড় চালান অথবা নির্যাতনের অন্যান্য প্রত্যক্ষ পদ্ধতিও অবলম্বন করেন। এই রকম সব দৃশ্য চাব পরিবারে চিরায়ত বিয়োগাত্মক নাটক 'তৃতীয় রিচার্ড'-এর চরিত্র আরোপ করত। সকলেরই জানা আছে যে, এই (সেক্সপীয়রের) নাটকে পাইকারীভাবে শিশু হত্যা করা হয়েছে। বাস্তবে, অবশ্য এতে বিয়োগাত্মক কিছুই নেই।

ছোট চাবেরা চেঁচিয়ে গলা ভেঙ্গে এবং শৃংখলা রক্ষার রীতি অনুযায়ী যথাযোগ্য শাস্তিলাভের পর নিজেদের চোখের জল মুছে ফেলে এবং তাদের যে সব নালিশ বিরোধের আপাতঃ উৎসরূপে ক্রিয়া করেছে সেগুলি সহ তাদের আঘাত ও কষ্টের কথা অল্পক্ষণের মধ্যেই ভুলে যায়। চত্বরের আর এক প্রান্তে উৎফুল্লমুখে আবার তারা তাদের সুখী শিশুজীবন শুরু করে। বড় চাবেরাও মনে কোন দুঃখ পুষে রাখেন না। বরং বাপ-মায়ের কর্তব্য পালন করেছেন এই চেতনা তাঁদের অন্যান্য গার্হস্থ্য কর্ম সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যমকে বাড়িয়ে তোলে।"

ভেৎকিন পরিবারে এ রকম কিছুই ঘটে না। এমনকি কাতিয়া ও পেতিয়া সবচেয়ে নৈরাশ্যজনক মানসিক অবস্থাতেও কেবল একটুখানি ঘ্যানঘ্যান ছাড়া আর কিছুই করে না, এবং এই ঘ্যানঘ্যানানি প্রধানতঃ প্রতীকস্বরূপই। এই পরিবারের বিবোধ সামাজিক জীবনের ক্ষেত্রে প্রকাশ পায় না, এবং হয়ত কোন বিরোধই হয় না।

ভেৎকিন পরিবারের এই বৈশিষ্ট্য কারখানায় আমাদের লোকজনেরা চট করে ধরে ফেলেছিল। প্রত্যেকেই কোন না কোন ভাবে এই বৈশিষ্ট্যকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তা করতে গিয়ে কেউই বাপ-মায়ের শিক্ষাদানের ক্ষমতার কথা উল্লেখ করে নি।

চাব বললেন: "এটা ওদের চরিত্রের মধ্যেই রয়েছে। প্রকৃতি ওদের এই ভাবে গড়েছে। ব্যাপকদৃষ্টিতে দেখতে গেলে এতে ভাল কিছু নেই। লোকের সব কিছু করতে পারা উচিত। কোনটা দই আর কোনটা যে চুণ তা যে জানে না তাকে দিয়ে কি হবে! যদি কোথাও কোন অন্যায় হয় তো লোকের উচিত চীৎকার করে বলা—তার হৃদয় থাকা উচিত। একটা শিশুর পক্ষে চেঁচিয়ে কাঁদা স্বাভাবিক; সে তো জ্যান্ত মানুষ, পুতুল নয়। আমি যখন ছোট ছিলাম তখন দুষ্টুমীতে আমিই ছিলাম দলের প্রধান পাণ্ডা, আর তার জন্যে আমাকে জোর শাস্তি পেতে হত, এও ঠিক। এখন আমি গোলমাল পাকাই না, কিন্তু যদি কেউ গোলমাল পাকাতে চায়

তাহলে কুছপরোয়া নেই, আমিও জানি কি করে চেঁচাতে হয়। এ তো স্বাভাবিক!"

একাউণ্টট্যাণ্ট পিঝভ ভিন্ন মত পোষণ করেন।

"ব্যাপারটা এ নয়, কমরেড চাব, এটা চরিত্রের ব্যাপার নয়। এটা হল অর্থনৈতিক ভিত্তির ব্যাপার। আপনার যখন একটি কি দুটি সন্তান তখন তারা কিছু দেখলেই বলে 'দাও!' 'বেশ ত, নাও!' 'এটা আমাকে দাও!' 'এই নাও!' 'ওটা আমাকে দাও!' অবশ্যই আপনি তিতিবিরক্ত হয়ে যাবেন, সব সময় আপনি এভাবে চালাতে পারেন না! তখন আরম্ভ হয় চীৎকার, কারণ আপনি একবার দিয়েছেন এবং এখন দিতে অস্বীকার করছেন। কিন্তু ভেৎক্লিন—তাঁর তেরোটি ছেলেমেয়ে। যাই করুন না আপনি, কোথাও না কোথাও কমতি বা ঘাটতি সর্বদাই পড়বে। এরকম ক্ষেত্রে 'দাও' বলে চীৎকার করার কথা কেউ ভাবেই না! 'দাও' কথার অর্থ কি? কোথায় আমি পাব? হিসেব-রাখার একটা লোক ছাড়া স্তেপান দেনিসোভিচ যে কি করে চালান এ ভেবে আমি আশ্চর্য হয়ে যাই। তাঁর মত একটা পরিবারের সাধারণ তহবিলে যা কিছু সঞ্চিত হচ্ছে, তার প্রত্যেকটির সম্পর্কে, প্রত্যেক লোকের ভাগে কতটুকু পড়বে তার সম্পর্কে আপনাকে ভাবতে হবে। আর এ শুধু ভাগ করার ব্যাপার নয়—আপনাকে বিশেষক-পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে, বড়দের জন্য এক জিনিস, ছোটদের জন্য আর এক জিনিস। এইজন্যই ওদের স্বভাব অত শান্ত, প্রত্যেকেই তার নিজের অংশের জন্য অপেক্ষা করে, চেঁচিয়ে কোন লাভ হয় না।"

"আপনি বিষয়টিকে বুদ্ধিগ্রাহ্য রূপ দিয়ে উপস্থিত করেছেন, কমরেড পিঝভ, কিন্তু বিষয়টি এরকম নয়", পাল্টা জবাবে বললেন চাব। "আমারও ছটি ছেলেমেয়ে। যে পদ্ধতিতেই আপনি চেষ্টা করুন না কেন কোন পদ্ধতিতেই আপনি যে যা চায় তা দিতে পারবেন না। কিন্তু আপনি জানেন যে, প্রত্যেকেই চেঁচাবে 'দাও, দাও, দাও' এবং তাদের থামানো যাবে না: ফল হয়

এই যে, যে সবচেয়ে বেশী চেঁচাতে পারে সেই সবচেয়ে বেশী পায়। আর যদি সে চেঁচিয়ে না পায় তখন সে গায়ের জোর খাটায়। আমার ভোলোদিয়াটা ওই রকম—দুর্দান্ত গোছের।"

ভেৎকিন এইসব দার্শনিক গবেষণা মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন, মুখে তাঁর আরও উঁচুদরের মানুষের সংযত মৃদু হাসি। জবাবে তিনি বললেন: "যদি কোন লোক দুর্দান্ত হয় তাহলে প্রশ্ন এই যে, তার দুর্দান্ত হওয়া উচিত কি উচিত নয়। একজন দুর্দান্ত মানুষের সঙ্গে আর একজন দুর্দান্ত মানুষের ঝগড়া বাধবেই এবং দেখতে না দেখতে ছোরাছুরি চলবে। দরকার হচ্ছে ভাল পরিবেশের, তাহলে সবকিছুই করা যাবে। কিন্তু আপনারা যদি অমুক দুর্দান্ত বলে কথা শুরু করেন তাহলে আপনারা কিছুই করতে পারবেন না। আর ছোটদের কান্না ও চীৎকার—এ হল একেবারে মেজাজের ব্যাপার। আপনারা কি ভাবেন যে শুধু আপনাদেরই মেজাজ আছে? ওদেরও মেজাজ আছে। বাইরের থেকে একটি ছেলেকে বেশ হাসিখুসী, ভালই দেখাতে পারে, কিন্তু আসলে তার মেজাজটা আপনার গিন্নীর মেজাজের মতই খারাপ। এই কারণেই সে চেঁচায়। জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গেই যদি আপনি তার মেজাজের দফা নিকেশ না করে থাকেন তাহলে সে চেঁচাবে কেন?"

"আমার বাচ্চাগুলো মেজাজী?" বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠলেন চাব, "ও হো, বলেন কি মশাই!"

"ও হো করছেন কি মশাই?" জবাবে বললেন ভেৎকিন এবং হাত দিয়ে হাসি ঢেকে গোঁফে তা দিতে লাগলেন। "আপনার নিজের মেজাজ একেবারে অচল, যাই বলুন না কেন।"

পরিবারের জন্য যথেষ্ট খাদ্য যোগাড় করা ভেৎকিনের পক্ষে কঠিন ছিল। এ কথা ঠিক যে, আমরা তাঁর প্রয়োজন মেটানোর জন্য বেশ বড় এক খণ্ড জমি তাঁর ভাগে দিয়াছিলাম। আনা সেমিওনোভনা এবং ওকসানা অল্পদিনের মধ্যেই জমিটায় কাজে লেগে গিয়েছিল। আমরা ভেৎকিনকে আরও দু'একটা ব্যাপারে সাহায্য করেছিলাম। একটা ঘোড়া ও লাঙল, বীজ এবং একটা সব

চেয়ে বেশী দবকারী জিনিস—আলু দিয়েছিলাম। কিন্তু আপাততঃ জমি পাওয়াব অর্থ কাজ ও ব্যয।

স্তেপান দেনিসোভিচ নালিশ কবতেন না, কিন্তু তাঁর অসুবিধাব কথা গোপনও কবতেন না।

"আমি নিরাশ হচ্ছি না। এখনকাব মত আসল জিনিস হল রুটি। শুরু কবাব জন্য, চলে যাওযার মত যথেষ্ট পবিমাণ রুটি যদি থাকে তাহলে সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু যাই হোক না কেন, একেবাবে ন্যূনতম প্রযোজন হচ্ছে আধ পুড[1] রুটি, প্রত্যেকেব জন্যে ৫০০ গ্রাম। প্রকৃত পক্ষে এও পরিমাণেব দিক থেকে অল্প। দৈনিক আধ পুড।"

আমরা সকলেই উপলব্ধি কবেছিলাম যে, ভেংকিন পবিবাবের প্রত্যেকটি লোকের সাপেব মত বিজ্ঞতা থাকা চাই। ভেংকিন নিজে এই বিজ্ঞতা কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ কবতেন। তিনি, সত্যিই, ভাল কর্মকাব ছিলেন এবং তিনি যে শিক্ষক শিক্ষণ লাভ কবেছিলেন তাও তাঁব যথেষ্ট কাজে লেগেছিল। এই জন্য আমাদের কর্মীদেব গড মজুরী অপেক্ষা তাঁর মজুবী অনেক বেশী ছিল।

কিন্তু আমি যখন তাঁকে সন্ধ্যাবেলা ওভাব টাইম খাটার প্রস্তাব দিলাম তখন তাঁর জবাবে আমি অত্যন্ত বিস্মিত হলাম। ভেংকিন বললেন, "কারখানার জন্যে যদি দবকাব হয তো আমি না বলব না—সেটা অন্য ব্যাপার। কিন্তু যদি শুধু আমাকে সাহায্য কবাব উদ্দেশ্যে এই প্রস্তাব করে থাকেন তাহলে এটা কোন কাজেব কথা নয়, কারণ এ পথে চললে আপনি সত্যি সত্যিই গোলমালে পডে যাবেন

অদ্ভুতভাবে তিনি হাসলেন এবং পরে তাঁর গোঁফের মোটা পর্দাব আডালে হাসিকে গুঁজে দেওযাব, যথাসাধ্য চেষ্টা কবেও তিনি হাসি লুকাতে পারলেন না। এর অর্থ হল যে, তিনি বিব্রতই বোধ করছেন।

---

১ প্রায় ৯ সের—অনুবাদক।

"একটা লোকের দিনে সাত ঘণ্টা কাজ করা উচিত, কিন্তু সে যদি আরও বেশীক্ষণ কাজ করে তাহলে সে খুব তাড়াতাড়ি নিজেকে ক্ষয় করে ফেলে। সন্তান জন্ম দিয়ে মর-জীবন সম্পর্কে এ ধারণা আমি পোষণ করি না। এ তো হল, ঐ যে কি পোকা বলে···প্রজাপতি একদিন বাঁচে। ডিম পেড়েই বিদায় নেয়: আর কিছু করার নেই। হয়ত, প্রজাপতির ক্ষেত্রে এটা ঠিক, কারণ তার সত্যিই তো আর কিছুই করার নেই। কিন্তু একটা মানুষের অনেক কিছু করার আছে। আমি দেখতে চাই সোবিয়েত শাসন কি ভাবে এগিয়ে চলেছে এবং কি ভাবে আমরা ওদের···ফোর্ড এবং ঐ ধরনের যারা···তাদের ধরে ফেলছি। একদিকে জাপানীরা, আর একদিকে নীপার বাঁধের কাজ। আপনার চোখ খোলা রাখার জন্য এত সব কাজ রয়েছে। কামারশালায় সাত ঘণ্টা কাজ আমার পক্ষে যথেষ্ট।"

আপত্তি জানিয়ে বললাম, "কিন্তু আপনি তো এই মাত্র বললেন যে যদি কারখানার জন্য দরকার হয়···"

"সে তো স্বতন্ত্র ব্যাপার। যদি কারখানার জন্য দরকার হয় তো তা হবে। কিন্তু আমাকে আমার ছেলেমেয়েদের দরকার নেই? তাদের দেখাশোনার জন্যে তাদের একজন বাপের দরকার। আমি যে রকম মাঝে মাঝে দেখেছি সেই রকম ঘোড়া নয়, বাপই তারা চায়। ভাবলেশহীন চোখ, কুঁজো পিঠ, কোন কাজেই লাগে না এমন মেজাজ আর প্রাণ তো মরা হাঁসের মত! এমন বাপ দিয়ে কি হবে, আমি জানতে চাই? শুধু রোজকার খাবারটুকু উপার্জন করার জন্য? কেন, তার চেয়ে সরাসরি তাকে কবর দিয়ে রাষ্ট্র তার ছেলেমেয়েদের খাওয়ানোর ভার নিক না—রাষ্ট্র এতে আপত্তি করবে না। আমি এরকম দুটো একটা বাপ দেখেছি: খেটে খেটে জান নিকলে দেয়। কিছুই বোঝে না—পরের দিন মেঝেতে মরে পড়ে থাকে, আর ছেলেমেয়েগুলো অনাথ হয়; আর যদি বা অনাথ না হয় তো তারা হাঁদা হয়; কারণ পরিবারে শুধু সারাক্ষণ দুঃখ নয়, আনন্দ থাকাও উচিত। লোকে অহঙ্কার করে বলে, 'আমি ছেলে-মেয়েদের জন্যে সব ছেড়েছি!' এ রকম করে আপনি বোকামীই করেছেন

আমি এইটুকু বলতে পারি—আপনি সবকিছু ছেড়েছেন এবং বাচ্চারাও স্রেফ কিছুই পায় নি। আমাদের খাদ্য খুব ভাল খাদ্য না হতে পারে, কিন্তু আমাদের পরিবারে একটু জীবন ও সঙ্গ আছে। আমি ভালই আছি। গিন্নীও হাসিখুসী মানুষ, আর ওদের সকলের দেহেই প্রাণ আছে।"

আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে, সে সময় স্তেপান দেনিসোভিচের এই ধরনের যুক্তি আমার কাছে প্রকৃতপক্ষে যদি অপ্রীতিকর না ঠেকেও থাকে তাহলেও গ্রহণ যোগ্য বলে মনে হয় নি। তর্কশাস্ত্রের দিক থেকে তাঁর সঙ্গে দ্বিমত হওয়া কঠিন ছিল, কিন্তু এই রকম দর্শন ও অহংবোধ বা সেরেফ আলসেমীর মধ্যে কোথায় সীমারেখা টানা যায় তা ভাবাও কঠিন। পাটিগণিত অথবা ওষুধের দোকানের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত না থাকলেই কর্তব্যজ্ঞান কার্যকর এবং নীতির দিক থেকে উচ্চ স্তরের হতে পারে এই রকম ধারণাতেই আমি অভ্যস্ত হয়েছি।

স্তেপান দেনিসোভিচ তাঁর সমস্ত তত্ত্বকে কি রকম ব্যবহারিক রূপ দেন সেটা আমি দেখতে চাই। কিন্তু ভেৎকিন পরিবারের সঙ্গে দেখা করার সময়ই আমি করে উঠতে পারলাম না—বিশেষ করে যখন তাদের অবস্থার ক্রমে ক্রমে উন্নতি হচ্ছে। ভেৎকিনদের বাড়িটার অর্ধেক অংশে দু'জন মেয়ে তাঁতী থাকত। তারা নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে তাদের ঘরটা ভেৎকিন পরিবারকে দিয়ে আর একটা বাড়িতে তাদের এক বন্ধুর সঙ্গে থাকার জন্য চলে গেল। স্তেপান দেনিসোভিচ তাঁদের বসতবাড়ি নতুন করে গুছিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে ব্যস্ত হলেন।

একদিন যন্ত্রনির্মাতা চাব আর আমি সহরে চলেছি। তখন আগস্ট মাস পড়ে গেছে। আমরা চলেছি কচি কচি ওক গাছের বনের সরু, আকাবাঁকা পথ দিয়ে। চাব যথারীতি লোকের সম্বন্ধে বকে চলেছেন।

"ভেৎকিন তার ছেলেটাকে পরীক্ষা দিতে পাঠিয়েছে—বড় ছেলেটাকে আর কি। ছেলেটা তার কাকার সঙ্গে সহরে থাকবে। কাকার ওখানেই সে

আছে এখন। অমন কাকা থাকলে আমি তেরোটা কেন ত্রিশটা ছেলেমেয়ে মানুষ করতে পারতাম। প্রত্যেকেই বিভিন্ন দিক থেকে ভাগ্যবান : কারো ভাল মাথা আছে, কারো দাড়িটা চমৎকার, আবার আর একজনের কাকা আছে।"

"কি রকম কাকা শুনি?"

"ওহো, তিনি বেশ সুখে স্বচ্ছন্দেই থাকেন। সহর সমবায়ের সভাপতি! চারটে ঘর, একটা পিয়ানো, সোফা, এত এত কাপড়, খাবার—জারের মত আর কি!"

"সে কী, চুরি করে নাকি লোকটা?"

"চুরি? আহা, না, তিনি কেনেন এ সব। নিজের দোকান থাকলে আপনি সব সময়েই প্রচুর জিনিস কিনতে পারেন এত জানা কথা। আমার যদি নিজের দোকান থাকত তাহলে আমিও কিনতাম না কি? আমি আধাআধি কিনতাম না। ওরা একে বলে নতুন অর্থনৈতিক কর্মনীতি।[১] নেপ আছে, ন্যাপ আছে আবার 'ন্যাপও' আছে। ন্যাপ-এর ব্যবস্থায় আমার ভাইপো, ভাইঝি সুদ্ধ সকলেরই যথেষ্ট জিনিস পাওয়া যাবে। আপনি শুধু স্তেপান দেনিসোভিচকে জিজ্ঞাসা করুন যে, তিনি তাঁর কাকার সঙ্গে ব্যবস্থা করলেন কেন। তিনি কি তাঁর ভানিয়াকে আমাদের কারখানার ট্রেনিংস্কুলে ভর্তি করতে পারতেন না? আহা, তা হবে না। তবে তার কাকার ওখানে যেতেই হবে, কেন না সেখানে নেপ রয়েছে!"

এই সময় একই আঁকা-বাঁকা পথে ওকগাছগুলির পিছন থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল স্তেপান দেনিসোভিচ ও ভানিয়াকে। ভানিয়া পিছন পিছন চলেছে একটা গাছের ডাল দিয়ে ছোট ছোট গাছগুলোকে পেটাতে পেটাতে। ছেলেরা যখন শ্রদ্ধা ও ভালবাসাবশতঃ বড়দের সিদ্ধান্ত মেনে নেয়,

---

১ নিউ ইকনমিক পলিসি (নেপ)—গৃহযুদ্ধের পর সোবিয়েত সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত। শ্রমিক রাষ্ট্র কর্তৃক গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি দখলে রেখে সাময়িকভাবে ধনবাদের অবস্থানে অনুমতি দেওয়া। ক্রমে ক্রমে সমাজবাদী অর্থনীতির জয়লাভ ও শ্রেণীহীন সমাজ গঠনের উদ্দেশ্যে এই কর্মনীতি পরিকল্পিত হয়। —অনুবাদক।

কিন্তু তাদের অন্তবের অন্তস্থলে পোষণ করে তাদের নিজেদের কোন নীতি তখন তাদের মুখে যে ধরনের ভাব দেখা যায় ভানিয়ার মুখে সেই জটিল ভাবের অভিব্যক্তি। ছেলেদের মুখে ব্যঙ্গহাসি ও তাদের বিষণ্ণ চোখে অনুরূপ ব্যঙ্গের হালকা আভাস থেকে এই ভাবটি স্পষ্টই লক্ষ্য করা যায়; ব্যঙ্গহাসিটি তাদের মুখে দেখা যায় কি যায় না গোছের হলেও অবিরাম লেগেই আছে।

ওরা দূরে থাকতে থাকতেই চাব চেঁচিয়ে উঠল: "ও পাস করেছে?"

স্তেপান দেনিসোভিচ হাসলেন না পর্যন্ত।

তাঁর ছেলের দিকে পিছন ফিবে বাগতভাবে তাকিয়ে আমাদের ছাড়িয়ে চলে যেতে যেতে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে তিনি বললেন, "করেছে।"

কিন্তু হঠাৎ থেমে তিনি মাটিব দিকে তাকিয়ে বললেন:

"অভিজাতদের অহঙ্কারের কথা শুনেছেন কখনও? যদি না শুনে থাকেন তো এখানে আপনাদের সামনেই একটি দৃষ্টান্ত রয়েছে!"

কিছুটা অভিনযের ভঙ্গীতে ভেৎকিন ভানিয়াকে দেখিয়ে দিলেন। অভিজাতদের এই প্রতিনিধিটিব এক হাতে তাব বুট জোড়া এবং আর এক হাতে গাছের ডাল। ডালটা দিয়ে সে তখন তার খালি পা থেকে মাটি চেঁছে ফেলছে এবং সেই একই রকম জটিলদৃষ্টি মেলে চাঁছাটা কিরকম হল পরীক্ষা করছে। সে দৃষ্টিতে দুটি ভাবের মিশ্রণ ঘটেছে: একটি বিষণ্ণ ও বিপর্যস্ত, অপবটি চতুর ও দুবভিসন্ধিপূর্ণ। শেষোক্ত ভাবটিতে, বোধহয়, সত্যিই স্পষ্ট অভিজাতভাবই প্রতিফলিত হচ্ছে।

স্তেপান দেনিসোভিচ ক্রুদ্ধ দৃষ্টির আগুনে ভানিয়াকে ভস্ম করবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু সফলকাম হলেন না: দেখা গেল ভানিয়া শক্ত কাঠের মতই শক্তপোক্ত। এরপর স্তেপান দেনিসোভিচ আমাদের কাছে আবেদন জানালেন:

"আপেল! সরকারী খামারের ফলের বাগিচা থেকে যদি হাতিয়ে আনতে পারে তাহলে ওর যথেষ্ট আপেল খেতে ভাল লাগে। কিন্তু সেই আপেল যদি কারুর খাওয়ার টেবিলে থাকে তাহলে ওর আর রুচবে না।"

আপেলের প্রতি এরকম বিরক্তিকর মনোভাব, অবশ্য, ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, তাই স্তেপান দেনিসোভিচ আবার ভানিয়ার দিকে অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন।

বিভিন্ন দিকে ঘুরিয়ে ভানিয়া অবোধ্যভাবে তার মস্তক সঞ্চালন করে বলল :

"এটা কি শুধু আপেলের ব্যাপার ? শুধু আপেলের জন্য নয়, যাই হোক না কেন · আমি সেখানে থাকব না !"

ভানিয়া যা বলছে তার খারাপ দিকটার উপর জোর দেবার জন্য স্তেপাম দেনিসোভিচ আবার আমাদের দিকে ফিরলেন কিন্তু ভানিয়া বলেই চলল : "তাদের আপেলে আমার কি দরকার, কিম্বা তাদের মিষ্টান্নে ? কিম্বা ঐ··· ষ্টারজিয়নে ?"

ভানিয়া হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠল এবং লজ্জায় লাল মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে অদ্ভুতভাবে ফিসফিস করে বলল : "ষ্টারজিয়ন···"

এই সুখাদ্যের কথা মনে করে ভানিয়া বেশীক্ষণ আমোদ বোধ করল না, তার হাসিটাও যেন কেমন ব্যঙ্গের মত শোনালো। পব মুহূর্তেই ভানিয়া এই ব্যঙ্গের গুরুতর দিকটা আমাদের দেখিয়ে দিয়ে প্রকৃত নিন্দার স্বরে বলল, "বাড়িতে আমরা এরকম কিছুই পাই না আর আমি চাই না ও জিনিস। আমি চাই না এই হল সাফ কথা !"

স্পষ্টতঃই এই কথাগুলির মধ্যে নিহিত ছিল ভানিয়ার চূড়ান্ত মত, কারণ কথা বলার সময় ভানিয়া সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং গাছের ডালটা যেন ঘোড়সওয়ারের চাবুক এমনভাবে সজোরে ডালটা পায়ের উপর মারতে মারতে বাপের দিকে তাকিয়েছিল। সেই মুহূর্তে ভানিয়ার চেহারায় সত্যিই একটা আভিজাত্যের ভাব ফুটে উঠেছিল।

স্তেপান দেনিসোভিচ তাঁর গোঁফের ডান কোণায় কিছু একটা করলেন যাতে মনে হল তিনি হাসতে শুরু কবেছেন, কিন্তু এ ভাবটা ত্যাগ করে তিনি অবজ্ঞাভরে বললেন : "কী অহঙ্কারী লোক ! দেখুন, আপনারা দেখুন !"

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে তিনি সগর্ব পদক্ষেপে কারখানার দিকে চললেন। ভানিয়া আমাদের দিকে দ্রুত কটাক্ষ নিক্ষেপ করল, যেন আমরা একটা কিছু অপরাধের কাজ করছি এমন অবস্থায় সে আমাদের ধরতে চায়। তারপর শান্তভাবে বাবার পিছনে পিছনে যেতে লাগল।

চাব আগ্রহদীপ্ত দৃষ্টিতে ছেলেটির মিলিয়ে-যাওয়া দেহের দিকে তাকালেন এবং কেশে পকেটের মধ্যে তামাক হাতড়াতে লাগলেন। কিছুক্ষণ ধরে এক টুকরো মোচড়ানো সিগারেট পেপার টেনে টেনে সমান করে তিনি ধীরে ধীরে তার উপর তামাক ছড়িয়ে দিলেন। এতক্ষণ তিনি ভানিয়া যেদিকে মিলিয়ে গেছে সেই দিকেই চিন্তামগ্নভাবে তাকিয়েছিলেন। জিব দিয়ে কাগজটা ভিজিয়ে সিগারেট পাকিয়ে যখন তিনি ঠোঁটে চেপে ধরলেন মাত্র তখনই তিনি তাঁর ময়লা জ্যাকেটটার প্রকাণ্ড পকেটে কি খুঁজতে খুঁজতে কর্কশভাবে বললেন :

"হ্যাঁ, ছেলে বটে···কিন্তু আপনি কি বলেন, ও ঠিক করেছে না ভুল করেছে ?"

"আমার মনে হয়, ও ঠিকই কবেছে।"

"ঠিক করেছে ?"

চাব তাঁর আর একটা পকেটে দেশলাই খুঁজলেন, তাবপব খুঁজলেন তাঁর পাজামায়। তারপর লাইনিং-এর নীচে খুঁজে হাসলেন।

"দুনিয়ার সব কিছু সম্পর্কেই সহজেই সিদ্ধান্ত করে ফেলে, আপনার কথাই ধরুন। আপনি সঙ্গে সঙ্গে বলে দিলেন : ও ঠিক করেছে। কিন্তু ও ভুলও করতে পারে···এই যে আমার দেশলাইটা পাওয়া গেছে, কখনও কখনও এই দেশলাইটার জন্যে সারা শরীর হাতড়ে বেড়াতে হয়··আর এক্ষেত্রে এটা হল জীবন, জীবনের সত্য সন্ধান করে বেড়াচ্ছেন আপনি! ও ঠিক করেছে বলতে আপনি কি বোঝাতে চান? আপনার পক্ষে বলে দেওয়াটা খুবই সোজা, কিন্তু ভেংকিনের তেরোটি ছেলেমেয়ে। এই ইতর ছোঁড়াটার মেজাজ দেখাবার কোন অধিকার আছে কি? আপেল, ষ্টারজিয়ন—ওঃ! আর যদি তার বাপের আলুই ফুরিয়ে যায় ?"

"থামুন চাব, আপনি তো ভেৎকিনেরই নিন্দে করছেন "

"করেছি তো, কেন করব না? এতে ভাল বলার কি আছে? তাদের ঐ কাকাটা একটা কুত্তার বাচ্চা, আর ভেৎকিনও তার ভাগে ভাগ বসাতে চায়।"

"তাহলে?"

"কিন্তু ওটা হল স্বতন্ত্র প্রশ্ন। ওটা বুড়ো লোকটির বিরুদ্ধেই যায়। কিন্তু ছেলেটার তাতে কি আসে যায়? তার বোঝা উচিত যে তার বাপ পেরে উঠলেন না এবং তার বাপ মনে করেন যে পরিত্রাণের এই হল সবচেয়ে ভাল পথ···ওহো, আমি আমার দেশলাই পেয়েছি, দেখুন, কোথায় ছিল এটা। ···আজকাল ছেলেরা এই রকম হয়েছে—সব কিছু নিজেরাই করতে যায়, আর সব কিছু নিজেরাই বোঝে, কিন্তু তাদের জন্য জবাবদিহি করতে হবে আপনাকে।"

১

ভানিয়ার কথাই থাকল। সে আমাদের কারখানাব ট্রেনিং স্কুলে ভর্তি হল। সহরে কাকা থাকলেন ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চিত শক্তি হিসাবে।

যে ঘটনাটি আমি বর্ণনা করলাম নানা দিক থেকে সে ঘটনাটি আমার মনে আগ্রহ জাগিয়েছিল। ভানিয়ার চরিত্রকে সমগ্রভাবে আমি আরও গভীরভাবে লক্ষ্য করতে চেয়েছিলাম। আর একটা জিনিস বুঝিয়ে বলা দরকার: কি করে এই ধরনের চরিত্রগুলি গড়ে ওঠে? আমাদের মত শিক্ষাব্রতীদের কাছে দ্বিতীয় প্রশ্নটির গুরুত্ব এত বেশী যে, ভেৎকিন পরিবারের মত সখের শিক্ষাসংস্থা থেকেও কিছু কিছু জিনিস শিখতে আমি লজ্জিত হইনি। এ ছাড়া আমার এ কথাও মনে হয় নি যে, ভানিয়ার চরিত্র প্রকৃতির দান, ভাল শিক্ষার ফল নয়।

আমাদের তথাকথিত 'ব্যাপক জনসাধারণের' ব্যাপকভাবেই জানা আছে যে, লম্ব্রোজোর তত্ত্ব ভুল এবং ভালভাবে লালিতপালিত হলে যে কোন কাঁচা মাল থেকে চিত্তাকর্ষক ও স্বাস্থ্যবান চরিত্র গড়ে তোলা যেতে পারে।

এটি একটি নির্ভুল ও প্রীতিকর বিশ্বাস, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, আমাদের দেশে এই বিশ্বাসের কার্যকর ফল হয় না। এরূপ ঘটার কারণ হল এই যে,

আমাদের বহু সংখ্যক শিক্ষাব্রতী কেবলমাত্র তত্ত্বগত আলোচনা, রিপোর্ট ও বক্তৃতায়, বিতর্ক ও সম্মেলনসমূহে লম্ব্রোজোর প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে থাকেন। এই সব উপলক্ষে তাঁরা লম্ব্রোজোর বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে বলেন, কিন্তু কাজের বেলায়, দৈনন্দিন কাজের ক্ষেত্রে লম্ব্রোজোর এই বিরোধীরা জানেন না যে, চরিত্র গঠনের ব্যাপারে কি রকম সঠিকভাবে এবং বুঝে শুনে কাজ কবতে হয়। কঠিন বিষয়গুলির ক্ষেত্রে তাঁদের মধ্যে সব সময় নিঃশব্দে সরে পড়ার এবং স্বাভাবিক কাঁচামালকে মূল আকারে ফেলে রেখে যাওযার প্রবণতা দেখা যায়।

বহু অতিরঞ্জিত রচনা ও তত্ত্বের মূলে রয়েছে এই অভ্যাস। এই থেকেই শিশুপর্যবেক্ষণবিদ্যার উৎপত্তি, আবাব এই থেকেই সূক্ষ্ম নিষ্ক্রিয় প্রতিবোধের আকাবে আসে ঘরোয়া শিক্ষার তত্ত্ব এবং এই থেকেই আবও স্বাভাবিক ভাবে দেখা দেয় থারাপ কাজ বলে কাজ ছাড়বার সুবুদ্ধিপ্রসূত চিরাচরিত অভ্যাস। এই অভ্যাসের সঙ্গে সর্বদাই থাকে যথারীতি ভাবভঙ্গী ও বাক্য প্রণালী :

"ভয়ঙ্কর ছেলে!"

"ওর কোন আশা নেই!"

"আমরা একেবারে অসহায়!"

"ও সংশোধনের অযোগ্য!"

"ওকে নিয়ে আমরা পারব না!"

"একটা বিশেষ ব্যবস্থার দরকার!"

আমাদের চোখের সামনেই শিশুপর্যবেক্ষণবিদ্যায় লোপ পাচ্ছে এবং সারা দেশজুড়ে 'ঘরোয়া শিক্ষা' ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে। কিন্তু এই কারণেই অকৃতী শিক্ষকদের আরও মুস্কিল হয়েছে। তাঁদের তো কাযক্ষেত্রে তাঁদের অসহায়তা অথবা আরও অকপটভাবে বলতে গেলে, তাঁদের অনড় অলসতা গোপন করার জন্য কোন তত্ত্ব নেই।

মাত্র একটি উপায়েই লম্ব্রোজোকে ভূমিশায়ী করা যায়—সেটা হল শিক্ষার মাধ্যমে চরিত্র গড়ে তোলার বৃহৎ কাজ হাতেনাতে করা। এবং এই কাজটা

আদৌ সোজা নয়; এর জন্য দরকার চেষ্টা, ধৈর্য এবং লেগে পড়ে থাকা। আমাদের শিক্ষাব্রতীদের অনেকেই বেশ অকপটভাবেই মনে করেন যে, বাতিল লম্ব্রোজোর বিরুদ্ধে কয়েকটি অভিসম্পাতবাক্য উচ্চারণ করে তাঁকে নিয়ে একটু হৈ চৈ করাই যথেষ্ট। এতেই তাঁদের কর্তব্য পালন করা হল।

শুধু মাত্র অলসতা থেকে "কার্যক্ষেত্রে" এই সব গোলযোগের সৃষ্টি হয় না। আসলে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বর্তমান থাকে এই প্রকৃত, অকপট এবং গোপন বিশ্বাস যে, যদি একটা মানুষ একবার ডাকাত হয়ে জন্মায় তাহলে মৃত্যু পর্যন্ত সে ডাকাতই থাকবে, মরণ ছাড়া কুঁজ সারার আর উপায় নেই এবং আপেলগাছ থেকে বেশী দূরে কোন আপেল পডতে পারে না।

শিক্ষামূলক কার্যের সীমাহীন ক্ষমতায়, বিশেষ করে সোবিয়েত ইউনিয়নে বর্তমান সামাজিক অবস্থায় আমি অন্তহীন, উদ্দাম ও দ্বিধাহীন বিশ্বাস রাখি। এমন একটি ঘটনাও আমার জানা নেই যেখানে স্বাস্থ্যকর শিক্ষার পটভূমিকা ব্যতীত সত্যিকারের একটি মূল্যবান চরিত্র গঠিত হয়েছে অথবা পক্ষান্তরে নির্ভুল শিক্ষা সত্ত্বেও একটি বিকৃত চরিত্র সৃষ্টি হয়েছে, আর তাই ভানিয়ার প্রকৃতির মহত্বের স্বাভাবিক উৎস কোথায়, ও সে-সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ ছিল না—সে-উৎস হল বিচক্ষণভাবে ও বুঝে শুনে পরিবার প্রতিপালন।

প্রথম সুবিধাজনক সুযোগেই বড ভানিয়ার সঙ্গে আমি আলাপ করেছিলাম। সেই ওক বনেই, তবে বনেব একেবাবে অভ্যন্তরে, আঁকাবাঁকা যে পথগুলি সহরের মধ্যে গিয়েছে সে পথগুলি থেকে বেশ দূরে এই আলাপ হয়েছিল। সেদিন ছুটি ছিল। আমি একা থাকবার এবং জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে ভাববার সুযোগে প্রলুব্ধ হয়ে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। ভানিয়া ব্যাঙের ছাতা সংগ্রহ করছিল। কিছুকাল আগে স্তেপান দেনিসোভিচ আমাকে বলেছিলেন :

"ব্যাঙের ছাতা চমৎকার জিনিস। পয়সার অভাব হলে লোকে কিছু ব্যাঙের ছাতা যোগাড় করতে বেরিয়ে পড়তে পারে। খেতে বেশ লাগে আবার

বিনা পয়সাতেই পাওয়া যায় ! বেরীও তাই। কাঁটানটেও পাওয়া যায়, তবে কচি হওয়া চাই।"

ভানিয়া মস্ত একটা থলে নিয়ে বনের মধ্যে ঘুরে ঘুরে ব্যাঙের ছাতা সংগ্রহ করছিল। ভিজে ভিজে ক্ষুধা উদ্রেককারী একগাদা ব্যাঙের ছাতা থলের মধ্য থেকে উঁকি মারছিল। শার্টের ঝুলটাকে অতিরিক্ত আর একটা থলে বানিয়ে ভানিয়া তার সর্বশেষ সংগ্রহগুলি তার মধ্যে রাখছিল। আমাকে নমস্কার জানিয়ে সে বলল :

"বাবা ব্যাঙের ছাতা ভীষণ ভালবাসেন। নুন দিয়ে ভাজা। এখানে সাদাগুলো নেই, বাবা সাদাগুলোই সবচেয়ে বেশী ভালবাসেন।"

আমি একটা গাছের গুঁড়ির উপর বসে সিগারেট ধরালাম। ভানিয়া থলেটা একটা গাছের গায়ে ঠেস দিয়ে রেখে আমার সামনে ঘাসের ওপর বসল আমি সরাসরি তাকে প্রশ্ন করলাম :

"ভানিয়া, কয়েকটা প্রশ্নের জবাব আমি জানতে চাই। আত্মাভিমানবশতঃই তো তুমি তোমার কাকার সঙ্গে থাকতে অস্বীকার করেছিলে..... তোমার বাবা কি সে সম্পর্কে ঠিক কাজ করেছিলেন ?"

আমার দিকে স্থিরভাবে তার স্বচ্ছনীল চোখ মেলে তাকিয়ে ভানিয়া জবাব দিল : "আত্মাভিমানের জন্য কেন ? সোজা কথা আমি থাকতে চাই না। সে কাকার আমায় কি দরকার ?"

"কিন্তু যাই হোক না কেন, তোমার কাকার ওখানে থাকাই তো ভাল ছিল। আর এতে তোমার পরিবারেরও সাহায্য হত।"

কথাটা বলেই আমি বিবেকের যন্ত্রণা বোধ করলাম। এমন কি আমি হাসলামও অপরাধীর মত, কিন্তু ভানিয়ার চোখের নীল যেমন শুদ্ধ ছিল তেমনই শুদ্ধ রইল।

"বাবার পক্ষে কঠিন হয় ঠিকই, তবু.. কেন আমরা একে অন্যকে ছেড়ে চলে যাব ? তখন তো ব্যাপারটা আরও কষ্টকর হবে।"

আমার মুখে এই সময় যে, বিশেষভাবে বোকার ভাব ফুটে উঠেছিল এটা

খুবই সম্ভব, কারণ ভানিয়া সে সময় ফূর্তিতে হো হো করে হেসে উঠল, এমন কি তার খালি পা দুটো ঘাসের উপর বিদ্রূপভরে ওঠা-নামা করে নাচন শুরু করল।

"আপনি কি মনে করেন? বাবা আমাকে কাকার কাছে পাঠাতে চেয়েছিলেন কেন, সে-সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা? এখানে আমাদের লোক কিছু কমানোর জন্যে তিনি পাঠাতে চেয়েছিলেন বলে আপনি মনে করেন? ও ভয় নেই! আমার বাবা চালাক লোক···আসলে···আসলে বুড়ো খেঁকশেয়াল লোকটা। আমাকে আরও ভাল ভাবে রাখবার জন্যে তিনি আমাকে পাঠাতে চেয়েছিলেন। কি ধরনের লোক উনি তা বুঝতে পেরেছেন!"

আমি তবু বললাম: "এতে তোমারও সুবিধে হত, তাঁরও সুবিধে হত।"

"না, তা হত না," ভানিয়া আগের মতই উৎফুল্লভাবে বলে চলল, "একটা লোক কম-বেশীতে তাঁর কি আসে যায়? তিনি ভালই আছেন। আমি এখন কারখানার ট্রেনিং স্কুল থেকে আটাশ রুবল করে পাচ্ছি। তিনি তো আমাকে সাহায্য করতেই চেয়েছিলেন।"

"কিন্তু তুমি আরও ভাল প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেছ।"

"কেন. আরও ভালটা কি আছে ওতে! এবার ভানিয়া বলল গম্ভীরভাবে।

"বাবাকে বিপদে ফেলে চলে যাওয়াটা কি আপনি ভাল বলেন? এটা ভাল? আর কাকার ওখানেও ভাল কিছুই নেই, বরং সবই আরও খারাপ। তারা ভাল খায়দায়, এই হল একমাত্র জিনিস। কিন্তু বাড়িতে থাকা অনেক ভাল। টেবিলে খেতে বসে যান আপনি, সত্যিকারের মজা পাবেন। আমার বাবা চমৎকার লোক, মা-ও তাই। অবিশ্যি, আমরা ষ্টারজিয়ন খাই না। কিন্তু আপনি কি মনে করেন ষ্টারজিয়ন খেতে ভাল?"

"আমি তো তাই মনে করি।"

"ধ্যেৎ, আমি ওটা একেবারেই পছন্দ করি না। বাজে জিনিস! কিন্তু আলু আর ব্যাঙের ছাতা কি রকম বলুন তো? এক সসপ্যান ভর্তি! আর,

বাবা হাসির কথা ছাড়ছেন মাঝে মাঝে। আমার ভাই-বোনেরাও ভাল। ওখানে না গিয়ে আমার বিশেষ কোন ক্ষতি হয়নি।”

অতএব, আলাপের কোন ফল হল না। ভানিয়া আত্মাভিমানের কথা স্বীকার করল না এবং বাড়িতে থাকা আরও ভাল এই কথাই আমাকে বোঝাল। বিদায় নেবার সময় ভানিয়া আদরের সঙ্গে, কিন্তু চ্যালেঞ্জের সুরে বলল :

“আজ আপনি আমাদের সঙ্গে খাবেন। আলু আর ব্যাঙের ছাতা। ভাবছেন সকলের কুলোবে না ? আহা, আপনি এসে দেখুন না কেন !”

“আচ্ছা আমি যাব তাহলে !”

“সত্যি বলছি, সান্ধ্য-ভোজনে আসবেন ! সাতটার সময়, বুঝলেন ?”

সাতটার সময় আমি ভেংকিনদের বাড়ি রওনা হলাম। বারান্দায় একটা টেবিলের ধারে বসে স্তেপান দেনিসোভিচ কাগজ পডছেন। কাছেই খোলা রান্নাঘরে আনা সেমিওনোভনা আর ওকসানা কর্মব্যস্ত। কড়াই থেকে হাত-না-তুলে ওকসানা আমার দিকে তাকিয়ে সাদর হাসি হাসল এবং মাকে কি যেন বলল : আন্না সেমিওনোভনা চারদিকে তাকিয়ে তার কাপড়টা গুটিয়ে নিলেন এবং হাত ধুয়ে আমাকে সম্বর্ধনা জানাবার জন্য সামনে এগিয়ে এলেন।

“আপনি আসায় খুব খুশী হয়েছি ! ভানিয়া বলেছিল আপনি আসবেন। স্তেপান, এসো না, অতিথিকে দেখা শোনা কর, রাজনীতি চর্চার ঢের সময় আছে তোমাব।”

স্তেপান দেনিসোভিচ চশমাটা খুলে খবরের কাগজের উপর রাখলেন। তারপর তিনি দাড়িটা মুঠোর মধ্যে ধবে জিব দিয়ে ঠোঁট চাটতে শুরু করলেন। কিন্তু এটা হল একটু ব্যঙ্গমিশ্রিত আতিথেয়তাসুলভ উদ্বেগের পরিচয়। বাড়ির দরজায় বড় ভানিয়া দাঁড়িয়ে, দুই হাতে দরজার উপরের চৌকাঠ ধরে হাসছে। ভাসিয়া তার এক হাতের তলা দিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ে আর এক হাতের তলা দিয়ে উঁকি মারছে। মারুসিয়া তার গোলাপী গাল নিয়ে হাত দুটো হাঁটুর উপর রেখে গুঁড়ি মেরে চোখ কুঁচকে আমাকে দেখছে।

পাঁচ মিনিট পরে আমরা বড় টেবিলটার চারদিকে বেঞ্চিতে বসলাম। টেবিল-ক্লথ নেই, কিন্তু টেবিলের কাঠের তক্তাটি পরিষ্কার ও চকচকে। বসার পর আমি টেবিলের প্রীতিপ্রদ শাদা উপরিভাগটুকুতে সাদরে হাত না বুলিয়ে থাকতে পারলাম না। স্তেপান দেনিসোভিচ এই ভঙ্গীটি লক্ষ্য করলেন।

"আপনি এই রকম পছন্দ করেন? আমিও শাদা-মাটা টেবিলই পছন্দ করি। এই হল আসল জিনিস, কোন ভাণ নেই এতে। আর টেবিল-ক্লথ, বুঝলেন, কিছু লোক আছে যারা ময়লা না দেখাবার জন্য ইচ্ছে করে কালো কাপড় কেনে। এ টেবিলে আপনি দেখবেন সত্যিকারের পরিচ্ছন্নতা, বাজে আগড়ুম বাগড়ুম নয়।"

বাড়িতে স্তেপান দেনিসোভিচ এক নতুন মানুষ, আরও আস্থাশীল ও হাসিখুসী। তাঁর মুখের মাংসপেশীগুলি আরও স্বচ্ছন্দে ওঠা-নামা করছে; তাঁর মুখের মধ্যে যে রহস্যময় লজেন্স তিনি লুকিয়ে রাখেন বলে মনে হয় তা বাড়িতে তিনি চোষেন না বললেই হয়। সাদা পর্দায় ঢাকা চুল্লীর কাছে দাঁড়িয়ে বড় ভানিয়া, ভিতিয়া, সেমিয়ন আর ছোট ভানিয়া—সমগ্র প্রধান দলটি—হাসছে আর বাপের কথা শুনছে।

হঠাৎ ঘরের মধ্যে ছুটে এল সাত বছরের লুবা। ভেৎকিন পরিবারের মধ্যে সবচেয়ে কালো,—তার মুখটার রঙ প্রায় জলপাই-এর রঙের মত। গলায় তার লাল বৈঁচীর হার, আমাদের এ অঞ্চলে যে বৈঁচীকে বলা হয় 'মন্দি'। অন্যদের গলায় এমন হার নেই।

লুবা চেঁচিয়ে উঠল, "ওবে, আমার দেরী হয়ে গেছে! আমার দেরী হয়ে গেছে! ভানিয়া আয়!"

ছোট ভানিয়া কঠোর প্রকৃতির, চোখ দুটি তার কটা। নীচু হয়ে কাবার্ডের একেবারে তলার সেল্ফ থেকে প্রণালীসঙ্গতভাবে লুবাকে দিতে শুরু করল—প্রথমে কাটা পাঁউরুটির একটা ঝুড়ি, তারপর কয়েকটা সুপ-প্লেট, তারপর কয়েকটা ছুরি, দুটো লবণের পাত্র এবং কয়েকটা এলুমিনিয়মের চামচ। ছোট ভানিয়ার সগর্ব শান্ত ভাবে সাড়া দিয়ে তার বোনটি টেবিলের চারধারে

যে প্রবল কর্মতৎপরতা দেখাতে লাগল তাতে ঘরখানার মধ্য দিয়ে যেন বয়ে গেল এক উষ্ণ, সৌহার্দ্যপূর্ণ মৃদু হাওয়া।

যখন লুবা এবং ছোট ভানিয়া পরিবেশনের জন্য টেবিলে প্লেট প্রভৃতি সাজিয়ে রাখছে, তখন বড় ভানিয়া ও ভিতিয়া একটা বাক্সের তলা থেকে দুটো ছোট্ট টুল বের করে টেবিলটার মতই পরিষ্কার একটা চওড়া তক্তা সেই দুটো টুলের উপর রাখল। এইভাবে বাক্সের পাশেই একটা লম্বা ক্যাম্প-টেবিল রেখে তখুনি তার উপর প্লেটগুলি সাজিয়ে দেওয়া হল, লুবা, গায়েব রঙ যার জলপাই-এব মত, ঘূর্ণির মত পাক খেতে খেতে সে-ই প্লেটগুলি নিয়ে এল। আমি চারদিকে তাকিয়ে দেখতে না দেখতেই টেবিলের ধারে বসে গেল পরিবারের সমস্ত ক্ষুদের দল: মাকসিয়া, ভেরা, গ্রিসা, কাতিয়া এবং পেতিয়া। তাদের প্রত্যেকেই নিজের সঙ্গে এনেছে একটি করে আসবাব। মারুসিয়া তাকের তলা থেকে গড়িয়ে বের করল গোলাকার এক খণ্ড কাঠ। কাতিয়া ও পেতিয়া যমজ দুটিতে নিশ্চয়ই অন্য ঘর থেকে এল। নিজেদের বসার ছোট্ট দুটি কাঠের টুল চেপে ধবে তারা এল গম্ভীর এবং এমন কি একটু উদ্বিগ্নভাবেই। তারা পুরোদস্তুর তৈবী। তখনও শক্ত করে টুল দুটি ধরে তারা ঠেলেঠুলে পথ করে আপাততঃ খাড়া করা টেবিলের পাশে পৌছোল, এবং বসেই সঙ্গে সঙ্গে চুপ করে গেল—একটা কিছু ঘটবে তার ব্যগ্র প্রত্যাশায়।

পক্ষান্তরে, চার বছরের ভেরা অস্বাভাবিক রকমের স্ফূর্তিবাজ। সে দেখতে অনেকটা মাকসিয়ারই মত, মারুসিয়ারই মত তার গালদুটি লাল, মাকসিয়ার মতই সে প্রাণোচ্ছল। তফাতের মধ্যে মাকসিয়া এর মধ্যেই বেণী ঝুলিয়েছে আর ভেরার চুল ছোট করে ছাঁটা। টেবিলে বসেই সে এলুমিনিয়ামের চামচটা আঁকড়ে ধরে বিশেষভাবে কারুর দিকে তাকিয়ে নয়, শুধু উজ্জ্বল সূর্যালোকিত জানালার দিকে তাকিয়ে মুখ ভেংচাতে শুরু করল আর তার চামচ দিয়ে টেবিল বাজাতে লাগল। ছোট ভানিয়া কাবার্ড থেকে তার দিকে কটাক্ষ করে তার চামচটার দিকে রাগতভাবে চোখ পাকালো। তখন ভেরা তাকে মুখ ভেংচাতে শুরু করল। দুষ্টুমী করে নিজের গাল দুটো চুপসে নিয়ে এবং তার চামচটা

তুলে প্লেটের উপব জোরে ফেলার ভয় দেখাতে লাগল। ভেরা জোরে হো হো করে হেসে উঠতে যাবে ঠিক এমনি সময় বড ভানিয়া তার চামচসুদ্ধ হাতটা চেপে ধরল। ভেরা তাব বড বড সুন্দব চোখদুটি তুলে কোমল হাসি হেসে আবেদনের ভঙ্গীতে তাকাল। ভানিযা তাব হাত না ছেড়ে নীচু হয়ে ফিস-ফিস কবে কি যেন বলল। ভেবা মনোযোগ দিযে শুনল পাশের দিকে তাকিয়ে। একমাত্র চাব বছবের ছোট মেয়েবাই যে-রকম পারে সেই রকম জোবে চেঁচিয়ে ও সশব্দে ফিসফিস কবে ভেবা বলল: "আহা · আহা আমি করব না আমি করব না।"

আমি এই অভিনযে মুগ্ধ হযে গিযে সব চেয়ে বিজযদীপ্ত মুহূর্তটিকে হাবালাম · আমাদেব টেবিলে এব° 'বাচ্চাদের' ক্যাম্প-টেবিলে আলুভর্তি লোহার পাত্র হাজিব হযেছে, বডগুলি আমাদেব জন্য আব ছোটগুলি "বাচ্চাদের" জন্য। আনা সেমিওনোভনা ইতিমধ্যেই তাঁব রান্নাব কালো এপ্রণটা বদলে সদ্যকাচা গোলাপী বঙেব এপ্রণ পরেছেন। ওকসানা ও সেমিয়ন দুটো গভীব পাত্র বোঝাই ভাজা ব্যাঙেব ছাতা এনে টেবিলেব উপর রাখল। পবিবারটি শান্ত ভাবে যে যাব জায়গায বসল। আমাকে বিস্মিত কবে বড ভানিয়া আমাদেব টেবিলে না বসে বসল ক্যাম্প-টেবিলেব সরু কোণটার দিকে মারুসিয়ার পাশে। উৎফুল্লভাবে ভ্রূ কুঁচকিয়ে সে পাত্রের ঢাকনাটা তুলল আব বেরিয়ে এল বাষ্পেব ঘন সুগন্ধি মেঘ। মারুসিয়া তার গাল দুটো ফুলিয়ে পাত্রের মধ্যে উঁকি মেরে দেখে নিল, গরম হল্‌কার তাপে খুসী হয়ে। সমবেত সকলের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ সে চেঁচিয়ে ও হাততালি দিয়ে গান গেয়ে উঠল:

"আলুগুলোর খোসা রয়েছে! আলুগুলোর খোসা রযেছে!"

আমাদের টেবিলের সকলে ছোটদেব দিকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে তাকালেন, কিন্তু তারা আমাদেব আমলেই আনল না। ভেরা আলুগুলো দেখেইনি, তবু সে-ও তালি দিয়ে গান ধরল। কাতিয়া ও পেতিয়া বসে রইল গম্ভীরভাবে, বরাবরের মত ঐহিক সমস্ত প্রলোভন থেকে নিজেদের দূবে সরিয়ে রেখে তাবা লোহার পাত্রের দিকে ফিরেও তাকালো না।

স্তেপান দেনিসোভিচ বললেন "ভেরা গানের জুড়িদার হবে। শুনছেন কি রকম জুড়ি ধরেছে ? একটু বেশী চড়া, একটু বেশী।"

বড় ভানিয়া ইতিমধ্যেই ভেরার প্লেটে আলু পরিবেশন করছিল আর ঠাট্টা করে তাকে ভয় দেখাচ্ছিল।

"ভেরা, তুমি চড়া গলায় গান কর কেন ?"

ভেরা গান বন্ধ করল। প্লেটের আলু আর দাদার প্রশ্নের মধ্যে সে তালগোল পাকিয়ে ফেলেছে।

"কি ?"

"কেন চড়া গলায় গাও ?"

"চড়া ?" ভেরা আবার জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু এর মধ্যে আলুগুলো তার মনোযোগ পুরোপুরি জয় করে নিয়েছে। দাদার কথা সে ভুলেই গেল।

আনা সেমিওনোভনা আমার, তাঁর স্বামীর এবং তাঁর নিজের প্লেটে পরিবেশন করে ওকসানার হাতে পরিবেশনের ভার ছেড়ে দিলেন। প্রত্যেকেই তার আলুগুলির খোসা ছাড়াতে লেগে গেল। হঠাৎ বড় ভানিয়া আতঙ্কের স্বরে চেঁচিয়ে লাফিয়ে উঠল ক্যাম্প-টেবিল থেকে।

"আমরা হেরিংমাছটা ভুলেই গেছি !"

সকলেই সশব্দে হেসে উঠল। শুধু স্তেপান দেনিসোভিচ ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে ভানিয়ার দিকে তাকিয়ে বললেন :

"তুমি বাহাদুর ছেলে! হেরিং বাদ দিয়েই তুমি আমাদের খাওয়াতে দেখছি।"

ভানিয়া ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে এবং ফিরে এল হাঁপাতে হাঁপাতে উত্তেজিতভাবে রশুন-মেশানো নোনা হেরিং-এর টুকরোয় ভর্তি স্যুপ-প্লেটগুলি দুই হাতে নিয়ে।

"হেরিং খাওয়ার কথাটা এসেছিল ওর মাথায়", বললেন স্তেপান দেনিসোভিচ। "অঃ, মজার লোক তুমি, প্রায় ভুলেই গিয়েছিলে এর কথা !"

ভানিয়ার বিস্মরণে আমিও হাসলাম। এই প্রীতিপ্রদ সঙ্গের মধ্যে আমার সব সময়েই হাসতে ইচ্ছে করছিল। নানা উপলক্ষে আমি বেড়াতে

গেছি অনেক বাড়ি, কিন্তু এমন একটি ঐক্যবদ্ধ পরিবার কখনও আমাকে অভ্যার্থনা জানিয়েছে বলে আমার মনে পড়ে না। সাধারণতঃ, ছোটদের সরিয়ে দেওয়া হয় পরিবারের কোন কোণার দিকে আব ভোজনের উৎসব সংরক্ষিত থাকে শুধু বড়দের জন্য। সান্ধ্য ভোজনের আরও অনেক খুঁটিনাটি আমার নজরে পড়েছিল। যেমন ধরুন, ছেলেমেয়েরা যেভাবে একটা কোন মুহূর্তে অতিথিরূপে আমার সম্পর্কে আগ্রহ দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে তাদের খাদ্যেও আগ্রহ দেখাতে পারল এবং নিজেদের ছোটখাট ব্যাপারগুলি না ভুলে গিয়ে তাদের কর্তব্যগুলিও মনে রাখতে পারল সেটা আমার খুব পছন্দ হয়েছিল। খাওয়ার ব্যাপারে ব্যস্ত থাকার সময় তাদের চোখগুলি আনন্দে জ্বল জ্বল করছিল, কিন্তু বিরতির সময় তারা 'বাইরের' বিষয় স্মরণ করার সময় করে নিতে পারছিল। এটা আমার কাছে একটা রহস্যের মত ঠেকছিল, কারণ তাদের আলাপের দু'এক টুকরো আমার কানে আসছিল। "কোথায়? নদীতে?" অথবা, "ডাইনামো নয়, ধাতুবিদ ··" অথবা "ভলোদিয়া গুল মারছে, ও দেখে নি · "

যে ভলোদিয়াব কথা উঠল সে হল চাব পরিবারের। প্রতিবেশী ছেলে-মেয়েদের কাছে গুল-গাল মারার অভ্যাস ছিল ভলোদিয়ার।

এই সব ব্যাপার আমার কৌতূহল জাগালো এবং আমাকে খুশীও করল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমি অত্যন্ত সত্যিকারের এবং রাক্ষসের মত ক্ষুধাও অনুভব করলাম। হঠাৎ আমার আলু আর ব্যাঙের ছাতার জন্য লোভ হল, আর তার উপর এখানে নোনা হেরিংমাছও রয়েছে। বিশেষ ধরনের সরু পাত্রে হেরিংমাছ কুচকাওয়াজের কায়দায় সাজানো নেই, মর্যাদার পরিচয়স্বরূপ তার চারপাশে ভদ্র রক্ষীর মত চাকা চাকা রসুন সাজানো নেই, তাব আদৌ কোন ভাগের বালাই নেই। সুস্বাদু হেরিংগুলি এখানে বিশৃঙ্খলভাবে প্রচুর পরিমাণে গাদা করা রয়েছে গভীর খোলওয়ালা লাল ও সাদা প্লেটগুলির কাণায় কাণায় ভর্তি অবস্থায়। সূর্যমুখীফুলের বীজের তেলে ডোবানো রসুনের শাদা টুকরোগুলি মাছের সঙ্গে মিশে রয়েছে বন্ধুত্বময় ঐক্যের সঙ্গে।

নৈশভোজনকালে আলোচনা চলছিল নতুন ও পুরাতন জীবন সম্পর্কে।

স্তেপান দেনিসোভিচ বললেন: "আগেকার কালেও আমার স্ত্রী ও আমি কোন কিছুতেই ভয় পাই নি। আসলে কিন্তু, ভয় পাওয়ার মত অনেক কিছু ছিল সে সময়: প্রথমতঃ, দারিদ্র্য, দ্বিতীয়তঃ, পুলিস, এবং তৃতীয়তঃ, জীবনটা ছিল একঘেয়ে। যে কোন জিনিসের চাইতে আমি একঘেয়ে জীবনকে সবচেয়ে বেশী ঘৃণা করি।"

"আজকাল কি আগের চেয়ে বেশী মজা উপভোগ করেন?" জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

আলুর পাত্রের দিকে কটাক্ষ করে স্তেপান দেনিসোভিচ হেসে বললেন: "মজা বলতে কি বোঝেন তার উপর সেটা নির্ভর করে। এই তো ওকসানা, ও কেবল রাবফাকে কাজ শুরু করেছে। এ ব্যাপারটাকে আপনি যে ভাবেই দেখুন না কেন, আট বছরের মধ্যে ও নির্ঘাৎ কন্‌স্ট্রাকশনাল এঞ্জিনিয়ার হয়ে যাবে। হিসেব যদি করেন তো দেখবেন যে আমার বাবা ষাট বছরে নিশ্চয়ই কুড়ি হাজার স্বপ্ন দেখেছিলেন। কি স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি, বলুন? যত সব আজগুবি স্বপ্ন হলফ করে বলতে পারি। কিন্তু আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি যে, তিনি কখনও তাঁর মেয়ের কন্‌স্ট্রাকশনাল এঞ্জিনিয়ার হবার স্বপ্ন দেখেননি। মাতাল হয়েও তিনি এমন স্বপ্ন দেখতে পারতেন না।"

"আর তুমি এ বুঝি স্বপ্নে দেখেছিলে?" স্বামীর দিকে কটাক্ষবর্ষণ করে আনা সেমিওনোভনা প্রশ্ন করলেন।

"তবে কি ভাবছ তুমি? কেন, গতকাল রাত্রে আমি স্বপ্ন দেখলাম ওকসানা বাড়ি এসেছে আর আমাকে ফার-কোট উপহার দিচ্ছে। স্বপ্নে আমি ফার-কোট কি তা ঠিক করতে পারলাম না। আমি তাকে বললাম: 'এ-রকম ফার-কোটে আমার কি দরকার, কামারশালায় এ রকম ফার-কোট পরে আমি অস্বস্তিবোধ করব।' সে বলল, 'এটা কামারশালার জন্যে নয়, চল আমরা গড়ার কাজে লেগে যাই। আমি সেভেরনায়া জেমলিয়াতে

একটা বেতার স্টেশন তৈরী করছি!' ওকসানাও পরে রয়েছে বয়ারের[১] মত মস্ত বড় একটা ফার-কোট।"

ওকসানা আমার পাশে বসেছিল। বাবা যা বললেন তার জন্য ততটা নয়, কিন্তু সকলের দৃষ্টি তার উপর পড়াতে সে তার নিটোল চমৎকার ভ্রূ-দুটো কুঁচকে লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। সেভেরনায়া জেমলিয়ার বেতার স্টেশনের ভবিষ্যৎ নির্মাতার দিকে প্রত্যেকেরই তাকিয়ে দেখতে ভাল লাগছিল।

ভাসিল বলল, "ওকসানা! বাবার সঙ্গে আমিও তোমার সঙ্গে দেখা করতে যাব। আমার জন্যে এক জোড়া ফেল্ট-বুট এনো।"

টেবিলে হাসির হর্‌রা উঠল এবং অনুরূপ অনেক রকম কাজের প্রস্তাব পেশ করা হল।

"তুমি কখনও আমাকে স্বপ্নে দেখেছ বাবা?" হাসি না লুকিয়েই প্রশ্ন করল বড় ভানিয়া। "আমার কাছে কিন্তু ওর অনেক অর্থ আছে।"

"হ্যাঁ, দেখেছি,"। পরিহাস-মিশ্রিত প্রত্যয়ের সঙ্গে দাড়িটা প্লেটের উপর দুলিয়ে মাথা নেড়ে স্তেপান দেনিসোভিচ বললেন—"অবশ্যই দেখেছি, তবে সেটা ভাল স্বপ্ন নয়। মনে হল তুমি তোমার কাকার সঙ্গে দেখা করতে গেছ আর কিছু লোক আমার দিকে ছুটে আসতে আসতে চীৎকার করছে: শিগগীর আসুন, শিগগীর আসুন, আপনার ভানিয়ার পেট কামড়াচ্ছে, সে তার কাকার একটা আপেল খেয়েছে। আপেল থেকে বিষক্রিয়া হয়েছে।"

সবাই হো হো করে হেসে উঠল। ভিতিয়া তো টেবিলের ওধার থেকে চীৎকার করে উঠল: "আর ষ্টারজিয়ন মাছ! ষ্টারজিয়ন মাছ থেকেই তো এরকম হল।"

এবার সবাই হাসি-খুসীভরা চোখে ভানিয়ার দিকে তাকালো। সে ক্যাম্প-টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে বিব্রতবোধ না করে বাপের দিকে তাকিয়ে হাসছিল। তারপর সে জোরে ও উৎফুল্লভাবে জিজ্ঞাসা করল: "আচ্ছা আমি কি মরে গেলাম……বিষক্রিয়ার ফলে?"

---

১ জারের আমলের রুশিয়ার খুব উঁচুদরের অভিজাত সামন্ত। —অনুবাদক।

ভেৎকিন জবাব দিলেন, "না, তুমি মর নি। ওরা দৌড়ে এ্যাম্বুলান্স ডেকে এনে তোমাকে বাঁচালো।"

আলুর গাদা খাওয়া হয়ে গেলে স্তেপান দেনিসোভিচ নিজে মস্ত বড় চকচকে সামোভারটা নিয়ে এলেন এবং আমরা চা খাওয়া শুরু করলাম। চা-খাওয়াটা অনাড়ম্বর ও মৌলিক। দুটো উক্রাইন কেক, কোনটাই ব্যাসে আধ মিটারের[1] কম নয়, মস্ত একটা কঞ্চির তৈরী বড় পাত্রে করে আনা হল। এই কেক আমি আগেও দেখেছি এবং এই কেকগুলির বিশালতা আমাকে অভিভূত করেছে: খুব সম্ভব এই কেকগুলি আমার উক্রাইন চিত্তের কোমল জাতীয় তন্ত্রীতে ঝঙ্কার তোলে। এগুলি হল বিখ্যাত "কোরঝি ঝ সালোম"[2] যার সম্বন্ধে পুরানো প্রবাদ আছে, বিপদই তোমাকে মোটা কেক খেতে বাধ্য করে।"

কোরঝের ভিতরে পাৎলা করে ছড়ানো থাকে ছোট ছোট শূয়োরের চর্বির দলা। এই দলাগুলির প্রত্যেকটির চারপাশের অংশটুকু খুব স্বাদু, নরম নরম একটু নোনতামত হয়। এই জায়গাটি বেছে নিয়ে কামড় দেওয়াতেই হল ভোজনানন্দের যথার্থ মর্মরস।

কোরঝের উপরিভাগটা সীমাহীন সমতলভূমির মত, কোথাও সাদা, কোথাও গোলাপী, এখানে ওখানে পাতলা শুকনো আবরণের নরম ছোট ছোট ঢিবি সমতলভূমিকে তরঙ্গায়িত করেছে। যে কোন কারণেই হোক 'কোরঝি ঝ সালোম'কে ছুরি দিয়ে কাটা চলে না, ভেঙ্গে নিতে হয়, আর এর গরম থাক-থাক পিণ্ড এমন একটা জিনিস যা কেউ কখনও ভুলতে পারে না।

ভেৎকিন পরিবার আনন্দধ্বনি করে কোরঝকে অভিনন্দন জানালো। 'ক্ষুদেদের' টেবিলেই উঠল সত্যিকারের জয়োল্লাস, এমন কি, কাতিয়া ও পেতিয়া

---

১ এক মিটার: এক গজের কিছু বেশী। —অনুবাদক।

২ 'শূয়োরের চর্বি দিয়ে তৈরী কেক'-এর উক্রানীয় নাম। —ইংরেজী সংস্করণের পাদটীকা।

যমজ দুটি তাদের অনাসক্ত শান্তভাব ত্যাগ করে সলজ্জ, আনন্দিত হাসির মৃদু স্রোত বইয়ে দিল।

আমাদের টেবিলে বসা সেমিয়ন ও ভিতিয়াকে কোরঝের আবির্ভাব সম্পর্কে আগে থেকে স্পষ্টতঃই কিছুই জানিয়ে রাখা হয়নি। তারা বিস্মিতভাবে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কোরঝের দিকে, তারপর একযোগে চীৎকার করে উঠল ' ও-ও ! কো-ওরঝ !"

স্তেপান দেনিসোভিচের লালমুখ কোরঝকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

হাতদুটো ঘষতে ঘষতে তিনি বললেন "এটা একটা সত্যিকারের কীর্তি একথা আমি বলবই। আসলে এটা সত্যিকারের কুলাক সংস্কৃতি, তবে এক্ষেত্রে এটা শুধু অনুমোদনীয় নয়, এটা তোমাদের পক্ষে ভালও বটে।"

এই নৈশ ভোজনই আমার সঙ্গে ভেৎকিন পরিবারের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সূত্রপাত করল। আজ পর্যন্ত আমি এই পরিবারের একজন বন্ধু বলেই গণ্য, যদিও আমাকে স্বীকার করতেই হবে আমার বন্ধুত্বটা ব্যবহারিক দিক বাদ দিয়ে নয়। ভেৎকিন পরিবারের কাছ থেকে অনেক কিছু শেখার ছিল এবং সর্বোপরি তাদের অনেক কিছুই আপনাকে ভাববার খোরাক যোগাবে।

স্তেপান দেনিসোভিচের পরিবার প্রতিপালনের পন্থাটা ব্যবহারিক দিক থেকে নিখুঁত বলে বোধ হয় উল্লেখযোগ্য নয়, কিন্তু এই পন্থা সোবিয়েত শিক্ষা সংক্রান্ত চিন্তার অতি স্পর্শকাতর পর্দা স্পর্শ করে। এতে আছে সৎ ও স্বাস্থ্যকর যৌথজীবনের প্রেরণা এবং প্রচুর পরিমাণে ভাল সৃজনশীল আশাবাদ। এ ছাড়া আছে খুঁটিনাটি ও তুচ্ছ বিষয় নিয়েও অনুভূতিশীল বিবেচনা যা বাদ দিয়ে প্রকৃত শিক্ষাদানকার্য একেবারেই অসম্ভব। খুঁটিনাটি নিয়ে এই বিবেচনা সহজ ব্যাপার নয়। এর জন্য প্রয়োজন শুধু মনোযোগ নয়, এর জন্য প্রয়োজন অবিরাম এবং ধীর চিন্তারও। তুচ্ছ বিষয়গুলি কানে পৌছোতে পারে না আর এমন তুচ্ছ বিষয় আছে অনেক। এই অনেক তুচ্ছ বিষয়ের সুর একত্র হয়ে

এক হট্টগোলের আওয়াজে পরিণত হয়। এই হট্টগোলের সব কিছু শুধু বুঝলে চলবে না, এর মধ্য থেকেই যে ঘটনাবলী পরিবারের সীমানা ছাড়িয়ে বহুদূরে প্রসারিত হবে সেই গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর পরিকল্পনা করতে হবে।

হ্যাঁ, ঘরে তৈরী হাতিয়ার নিয়েই স্তেপান দেনিসোভিচ তাঁর পরিবারকে একটি যৌথসংস্থায় পরিণত করেছেন, কিন্তু তা করেছেন লেগে পড়ে থেকে এবং ধৈর্যের সঙ্গে। অবশ্য, তাঁর পরিবারের ত্রুটি আছে এবং তিনিও ভুল করেছেন। তাঁর ছোট ছেলেমেয়েরা বোধহয়, বড় বেশী সুশৃঙ্খল এবং শান্ত—এমন কি ক্ষুদেগুলিরও এক ধরনের ধীরভাব আছে। আমাদের চত্বরের শিশু সমাজে ভেংকিন পরিবারের ছেলেমেয়েরাই সব সময় শান্তির সমর্থক। তারা হাসিখুসী, প্রাণবন্ত, সক্রিয় এবং মাথা খাটিয়ে কিছু বের করতেও তারা পারে, কিন্তু তারা সর্বদাই ঝগড়া ও বিরোধ এড়িয়ে চলে।

একদিন ভলিবল খেলার সময় প্রায় চৌদ্দ বছরের মাথা গরম, জোয়ান ছেলে ভলোদিয়া চাব যথাসময়ে বল সার্ভ বন্ধ করতে অস্বীকার করল। তার দল কোন প্রতিবাদ করল না, কারণ ভলোদিয়া সত্যিই ভাল সার্ভ করতে পারত। বিরুদ্ধ দলের ক্যাপ্টেন ছিল সেমিয়ন ভেংকিন। খেলাটা ছিল পরীক্ষামূলক, কোন রেফারী ছিল না। সেমিয়ন তার হাতে বলটা রেখেছিল।

"এটা ঠিক নয়," সে বলল।

চেঁচিয়ে উঠল ভলোদিয়া, "তোমাকে তা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। তোমার টিমেও সব সময় বল সার্ভ করার জন্যে একটা লোক রাখ।"

এই অবস্থায় অন্য যে কোনও ছেলে নিঃসন্দেহে একটা দৃশ্যের অবতারণা করত অথবা খেলা ছেড়ে দিত, কারণ ছোট ছেলেদের মত অত সূক্ষ্মবিচার করা থেমিসেরও[১] সাধ্যাতীত। কিন্তু সেমিয়ন শুধু হেসে বলটা নিয়ে খেলা শুরু করে দিল।

---

১ গ্রীক পুরাণ মতে 'থেমিস' হলেন ন্যায়বিচারের দেবী। —অনুবাদক।

"বেশ তাই হোক! এটা ওদেরই দুর্বলতা! যেমন করেই হোক ওদের জেতা দরকার।"

তবু ভলোদিয়ার টিম হেরে গেল। তখন উত্তেজিত ও ক্রোধপ্রবণ ভলোদিয়া চড়াও হল সেমিয়নের উপর সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দাবী করে।

"ফিরিয়ে নাও তোমার কথা! আমরা দুর্বল মানে কি!"

ভলোদিয়ার হাত দুটো তার পকেটে এবং একটা কাঁধ সামনের দিকে ঝোঁকা—আক্রমণের নিশ্চিত লক্ষণ। আর সেমিয়ন তখনও হাসতে হাসতে ভলোদিয়ার দাবী সম্পূর্ণ মেনে নিয়ে জবাব দিল।

"আমি আমার কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি! তোমার টিম খুব জোরালো টিম! এই রকম আর কি!"

তার কথার অর্থ বুঝিয়ে দেবার জন্য সেমিয়ন আকাশের দিকে তার হাতও তুলল পর্যন্ত। তার নৈতিক জয়ে গর্বিত ভলোদিয়া বলল, "আমি তো তাই মনে করি। আর একবার খেলা যাক, তা হলেই দেখতে পাবে।"

সেমিয়ন রাজী হল এবং এবার হারল, কিন্তু আগের মতই শান্ত হাসিমাখা মুখেই সে চত্বর ত্যাগ করল। যখন সে চত্বর থেকে চলে যাচ্ছে মাত্র তখনই সে ভলোদিয়াকে বলল: "কিন্তু আমি বলতে চাই যে তোমার সব সময় এরকম করা উচিত নয়। আমাদের বন্ধুদের মধ্যে খেলা, এর কথা আলাদা। কিন্তু একটা সত্যিকারের খেলায় রেফারী তো তোমাকে খেলার জায়গা থেকে বের করে দেবে।"

কিন্তু ভলোদিয়া তখন জয়োল্লাসে বিভোর। সেমিয়নের কথায় সে রাগ করল না।

"বেশ, দিক বের করে, যেমন করেই হোক জিতেছি তো আমরা!"

অন্যান্য অনেক ঘটনার মত এই ঘটনাকালেও শিক্ষা সংক্রান্ত নীতিগুলির একটা বেশ জটিল বিরোধ আত্মপ্রকাশ করে। আমি, এমন কি ভলোদিয়ার উত্তেজনাপূর্ণ "অন্যায়" গা-জোয়ারি দেখানোতে এবং তার জয়লাভের

আকাঙ্ক্ষায় কিছুটা খুসীই হয়েছিলাম। পক্ষান্তরে সেমিয়নের হাসিমুখে কিছু মেনে নেওয়াটা সন্দেহজনক বলে ঠেকতে পারে। আমি স্তেপান দেনিসোভিচের কাছে সোজাসুজি ঘটনাটির উল্লেখ করেছিলাম। তাঁর সুনির্দিষ্ট, স্পষ্ট জবাবে আমি বিস্মিত হয়েছিলাম। এতে প্রমাণ হল যে, এই সমস্যাটিতেও তিনি শুধু আগ্রহান্বিত নন, এর একটা পূর্ণ সমাধানও তিনি করেছেন।

স্তেপান দেনিসোভিচ বললেন: "আমি মনে করি এটা ঠিকই হয়েছে। আমার সেমিয়ন চালাক ছেলে—সে ঠিক মতই কাজ করেছে।"

"কেমন করে ঠিক হল এটা? ভলোদিয়া ঔদ্ধত্য দেখিয়ে যা চেয়েছে তাই পেয়েছে। একটা দ্বন্দ্বের পরিণতি এ রকমটি হওয়া উচিত নয়।"

"ও কিছুই পায় নি। একটা বল সার্ভ করতে পারার কোনই অর্থ নেই। প্রকৃত পক্ষে, ভলোদিয়া দুর্বলতার পরিচয় দিয়েছে এবং শক্তির পরিচয় দিয়েছে সেমিয়ন। এবং এই শক্তিটা বড় রকম শক্তি; আপনি কি তাই মনে করেন না? বিরোধটা কি নিয়ে তার উপরেই সব নির্ভর করে। এক্ষেত্রে দুটি বিরোধ দেখা গেছে। একটি নয়। একটি হল বল নিয়ে অপরটি আরও গুরুত্বপূর্ণ—সেটি হল লোকের মতৈক্যের ব্যাপার নিয়ে। কেন, আপনি তো নিজেই বললেন—তারা মারামারি করেনি, ঝগড়া করেনি, এমন কি অতিরিক্ত একটি খেলা খেলেছে। এত খুব ভাল।"

"কিন্তু আমার এতে সন্দেহ আছে, স্তেপান দেনিসোভিচ, এই রকম আপস আপনি জানেন ..."

"কখন তার উপর নির্ভর করে", চিন্তামগ্নভাবে বললেন ভেৎকিন, "আমি মনে করি বিভিন্ন জিনিস নিয়ে ঝগডাঝাটি করার অভ্যাসটা ত্যাগ করার সময় উপস্থিত হয়েছে। আগে লোকে সত্যিই পশুর মত জীবন যাপন করত। একটা লোকের গলা চেপে ধরতে পারেন তো আপনি ভালই করলেন, কিন্তু ছেড়ে দেবেন না, দিলেই সে আপনাকে কামড়ে ধরবে। আমাদের ক্ষেত্রে এসব চলবে না। আমাদের সাথী হতে হবে। যাই হোক না কেন, কমরেড যদি নিজের জোর দেখাতে চায় তাহলে তাকে হুঁশিয়ার করে দেওয়া যেতে পারে,

সে রকম সংগঠন আমাদের আছে। এক্ষেত্রে রেফারী ছিল না—খারাপ সংগঠন। কিন্তু তাতে কি হল? পরস্পরকে আক্রমণ করতে যাওয়ার তো কিছু নেই।"

"আর যদি সেমিয়ন সত্যিকারের কোন শত্রুর সম্মুখীন হয়?"

"সে অন্য কথা। এমন যদি ঘটে আর সত্যিকারের শত্রুই হয় তাহলে সেমিয়নের সম্বন্ধে আপনি উদ্বিগ্ন হবেন না। যদি দরকার হয় এবং আমি মনে করি পরিণতি এ রকম দাঁড়াবেই, ভাববেন না আপনি: সে তার টুঁটি চেপে ধরবে · এবং আর ছাড়বে না!"

স্তেপান দেনিসোভিচ যা বললেন তা আমি ভেবে দেখলাম, সেমিয়নের মুখটা স্মরণ করলাম এবং পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করলাম যে, এ সম্পর্কে স্তেপান দেনিসোভিচই ঠিক কথা বলেছেন: সেমিয়ন সত্যিকারের শত্রুকে নিশ্চয়ই ছেড়ে দেবে না।

এরপর অনেক বছর কেটে গেছে। আমি ভেৎকিন পরিবারকে বসবাস করতে, বাড়তে এবং সমৃদ্ধতর হতে দেখলাম। তাদের মধ্যে যে দৃঢ় বন্ধন ছিল তা কখনও নষ্ট হয় নি এবং সর্বদা অভাব লেগে থাকলেও কখনও তাদের মুখে বিব্রতভাব অথবা অভাবের লক্ষণ দেখা যায় নি।

কিন্তু অভাবও ক্রমে কমে গেল। ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে উঠে বাপ-মাকে সাহায্য করতে লাগল। প্রথমে তারা তাদের রাবফাক ও কারখানার ট্রেনিং স্কুলের ভাতা পরিবারের তহবিলে দিল, তারপর তাদের মজুরী দিতে লাগল। ওকসানা সত্যিই কন্‌স্ট্রাকশনাল এঞ্জিনিয়ার হয়েছিল এবং অন্য ছেলেমেয়ে-গুলিও সৎ সোবিয়েত নাগরিক হয়েছিল।

আমরা, কারখানার লোকেরা ভেৎকিন পরিবারকে পছন্দ করতাম এবং তাদের জন্য আমাদের গর্বও ছিল। স্তেপান দেনিসোভিচের স্বভাবটি ছিল অত্যন্ত সামাজিক ধরনের। প্রত্যেকটি কাজ, প্রত্যেকটি সমস্যা তিনি সাড়া দিতে পারতেন এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তিনি তাঁর চিন্তাশীলতা এবং শান্ত,

হাস্যময় অবস্থার পরিচয় দিতেন। ১৯৩০ সালে সত্যিকারের উৎসবানুষ্ঠানের সঙ্গে আমাদের পার্টি সংগঠন তাঁকে পার্টির সভ্যশ্রেণীভুক্ত করেছিল।

ভেংকিন পরিবারের সন্তান পালনের রীতি আজ পর্যন্ত আমার গভীর মনোনিবেশ ও অধ্যয়নের বিষয় হয়ে রয়েছে কিন্তু অন্যেরাও তাদের কাছ থেকে শিক্ষালাভ করেছেন। অনেক পরিমাণে ভেংকিন পরিবারের প্রভাবেই চাবের পরিবারেরও উন্নতি হয়েছিল। চাবের পরিবারও কিছু খারাপ পরিবার ছিল না। চাব পরিবারে ছিল আরও বিশৃঙ্খলা, দুর্ঘটনা ঘটত আবও বেশী। ইচ্ছেমত কাজ করাটা ছিল আরও বেশী এবং অনেক কিছুই অসম্পূর্ণ অবস্থায় ফেলে রাখা হত। কিন্তু তাদের যথেষ্ট পরিমাণে ভাল সোবিয়েত আবেগ এবং এক ধরনের শিল্পীজনোচিত সৃজনশীলতা ছিল। স্বেচ্ছাচারী বাপ হিসাবে চাব নিজে তাঁর পরিবারে কদাচিৎ কাজ করতেন। তাঁর ছিল সৎ ও সহৃদয় নাগরিকের চরিত্র এবং এই জন্যই তাঁর পরিবার গড়ে উঠেছিল সমধিক স্বাস্থ্যবান যৌথসংস্থারূপে।

ভেংকিন পরিবারের সম্ভ্রমউদ্রেককারী সংখ্যাগত শ্রেষ্ঠত্বে চাবদের একটু হিংসা হত! চাব পরিবারে যখন সপ্তম সন্তান—একটি পুত্র জন্মালো তখন চাব নিজে আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন এবং সকলের জন্য একটি বিরাট অনুষ্ঠানের আয়োজন করে তিনি সেই অনুষ্ঠানে তাঁর অতিথিদেব এবং তাঁর নবজাত সন্তানের সামনে তিনি এই ধরনের বক্তৃতা দিলেন :

"সপ্তম পুত্র লাভ একটি বিশেষ ঘটনা। আমিও আমার বাবার সপ্তম সন্তান। আর মেয়েরা আমাকে বলেছিল : সপ্তম পুত্র সৌভাগ্যের পরিচয়। সপ্তম পুত্র যদি একটা মুরগীর শেষ ডিমটি তার বগলের মধ্যে চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত্রি রাখে তাহলে সেই তা থেকে নির্ঘাৎ একটা জিন ফোটানো যাবেই, এই আপনার বাড়ির কাজকর্ম করার মত ছোট্ট জিন। তাকে যা বলা যাবে সে তাই করবে। আমি কত যে ডিম নষ্ট করেছি! আমার বাবা এইজন্য আমার প্যাণ্ট পর্যন্ত গরম করে দিয়েছেন, কিন্তু আমি ডিম থেকে কখনও একটা জিনও ফোটাতে পারিনি। সন্ধ্যে পর্যন্ত ডিমটা নিয়ে

চলা যায়, কিন্তু সন্ধ্যেবেলা ডিমটা ভাঙ্গবেই অথবা পড়ে যাবেই। এ এক কঠিন কারবার, অর্থাৎ কিনা আপনার নিজের জিনকে তা দিয়ে ফোটানো।"

"কত হাজার বছর ধরে লোকে এই সব জিন নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে," একাউন্ট্যাণ্ট পিঝভ বললেন, "তারা বলত যে, প্রত্যেকেরই সঙ্গে একটা করে জিন আছে, কিন্তু সব ধরেও দেখা যায় যে, জীবনের দাঁড়িপাল্লায় তাদের প্রভাব অতি সামান্যই পড়েছে আর এই জিনগুলোর উৎপাদন ক্ষমতা সত্যিই কম।"

স্তেপান দেনিসোভিচ তাঁর গোঁফে তা দিয়ে হেসে বললেন,

"আপনার বাড়িতে এখনও কিছু ক্ষুদে জিন জন্মাচ্ছে, বুঝলেন চাব। খাটের তলায় যদি তাকিয়ে দেখেন তো সম্ভবতঃ সেখানে একটাকে বসে থাকতে দেখতে পাবেন।"

"না, মশাই", উচ্চহাসি হেসে বললেন চাব, "না, ওখানে নেই। সোবিয়েত শাসনে ওসবের দরকার নেই আমাদের। আচ্ছা, এইবার পান করুন সব! ভেৎকিনদের ধরে ফেলার এবং তাদের পিছনে ফেলে যাওয়ার জন্য খাওয়া যাক এক গেলাস।"

আমরা খুসীমনে পরস্পরের গেলাসে গেলাস ঠেকিয়ে শুরু করলাম, কারণ এই প্রীতি-পান অনুষ্ঠানটি সত্যিই তো তেমন খারাপ কিছু নয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

টাকা। মানুষেব সমস্ত আবিষ্কারের মধ্যে এই আবিষ্কারটিই শয়তানের সবচেয়ে কাছাকাছি। আব কিছুতেই নীচতা ও প্রবঞ্চনার এত সুযোগ নেই এবং কাজেই আব কোথাও ভণ্ডামীসৃষ্টির এমন অনুকূল ক্ষেত্র পাওয়া যায় নাই।

সোবিয়েত জীবনে ভণ্ডামীর কোন স্থান নেই বলেই মনে হয়। তবু এর বীজাণু এখানে ওখানে গজিয়ে ওঠে এবং ঠিক যেমন আমাদের ইনফ্লুয়েঞ্জা, ম্যালেরিয়া, টাইফাস এবং অনুরূপ অন্যান্য বোগের বীজাণুর কথা কখনও ভোলা উচিত নয় তেমনই এই বীজাণুর কথাও ভোলাব অধিকার আমাদেব নেই।

ভণ্ডামীর ফবমুলাটা কি? অহংবোধ যোগ মানববিবোধিতা যোগ ভাববাদী মূর্খতাব আবছা পটভূমিকা যোগ লোক-দেখানো বিনয়ের ঘৃণাকারজনক চারুকলা। এব কোনটিই সোবিয়েত জীবনে টিকতে পারে না। যেখানে ভগবান এবং শয়তান উভযেই মানুষেব ব্যাপাবে হস্তক্ষেপ করে ও নেতৃত্বেব অধিকাব দাবী করে সেখানে অবশ্য স্বতন্ত্র ব্যাপার। সেখানে ভণ্ডের এক পকেটে থাকে টাকা, আব এক পকেটে থাকে প্রার্থনা গ্রন্থ, সে ভগবান ও শয়তান উভয়েবই মন যুগিযে চলে এবং উভয়কেই বোকা বানায়।

পুরাতন দুনিযায যে টাকা জমাতো সে কম বেশী পরিমাণে ভণ্ড না হযে পারত না। এব জন্য সর্বদা টাবটুফেব (ভণ্ড ধার্মিক) অংশ অভিনয়েব আদৌ কোন প্রযোজন হত না। শেষ পযন্ত, ভণ্ডামীরও ভদ্ররূপ আবিষ্কৃত হয়েছিল—সেকেলে কায়দা এবং হাস্যকর সরলতাবর্জিত রূপ। অতি ঝানু শোযক শিখল—কেমন করে শ্রমিকদের সঙ্গে কবমর্দন করতে হয়, কেমন করে শ্রমিকদের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাপ করতে হয়, পিঠ চাপড়াতে

ও ঠাট্টা তামাসা করতে হয়, এবং কেমন করে পৃষ্ঠপোষকতা ও দাক্ষিণ্যের সঙ্গে উপযুক্ত বিনয় দেখাতে ও মুখে একটু লজ্জার রক্তাভা জাগিয়ে তুলতে হয়। ফলে একটি অতিশয় মনোজ্ঞ ও আকর্ষণীয় দৃশ্যের সৃষ্টি হয়। তারা যে শুধু ঈশ্বরের গৌরব গানের জন্য ব্যস্ত হয় না তা নয়, ঈশ্বরের কোন প্রয়োজন তাদের নেই এমন ভাণও তারা দেখায় এবং মোটের উপর তারা ভাণ করে যে, মরজগতে বা পরলোকে কৃতজ্ঞতার কোন প্রয়োজন নেই। এটা চমৎকার রকমের বিচক্ষণনীতি। টারটুফের মত কেউ ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার জন্য সাষ্টাঙ্গ হয়ে পড়ে থাকবে; তার তোষামোদ সক্রিয়, সংকল্পবদ্ধ ও দুর্দমনীয় এবং ঠিক এই কারণেই এরকম টারটুফের গন্ধ শয়তানের কাছ থেকে দশমাইল বেশী দূরে থাকলেও পাওয়া যাবে। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে, শয়তান আত্মগোপন করার ব্যাপার নিয়ে মাথাই ঘামায় না, বরং সোজাসুজি নিজের পুরানো আরাম-কেদারায় জেঁকে বসে সে সিগারেট টানে এবং জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত হবার জন্য ধীরে সুস্থে তার পালার জন্য অপেক্ষা করে।

এ হল অতি স্থূল রকমের ভণ্ডামী, এ রকম ভণ্ডামী যন্ত্রগত দিক থেকে ষ্টিফেনসনের ইঞ্জিনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আধুনিক পাশ্চাত্য ভণ্ডরা হিংসা করার মত সম্পূর্ণতার সঙ্গে সব কিছুর ব্যবস্থা করে—ঈশ্বর বাদ, সাধুরা বাদ, কিন্তু এমন ব্যবস্থা যাতে অন্তত শয়তানের গন্ধ পাওয়া যাবে না, প্রকৃত-পক্ষে সুগন্ধ ছাড়া আর কোন গন্ধই পাওয়া যাবে না। এই বিষয়ে আগ্রহান্বিত ব্যক্তিদের ভণ্ডামীর চিরায়ত দৃষ্টান্তের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য আঁদ্রে জিদের 'ভোয়াইয়াজ ও কঁগো' পড়ার সুপারিশ করছি।

কিন্তু নিজেকে খাঁটি দেখানোর এইসব কায়দা হল শুধু চারুকলাগত আদি, তার বেশী কিছু নয়। যে মুহূর্তে জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে, যে মুহূর্তে ঘনিষ্ঠ পরিবারের লোকজন ছাড়া মা ও বাপের কাছে আর কেউ থাকবে না, যে মুহূর্তে তাঁরা তাঁদের সন্তানদের শিক্ষাদান সংক্রান্ত সমস্যার সম্মুখীন হবেন সেই মুহূর্তেই আমাদের দুটি বন্ধু রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হবেন: উভয়েই ফিটফাট,

উভয়েরই দাঁড়ি-গোঁফ পরিষ্কারভাবে কামানো। একজন অমায়িক হাসিতে উদ্ভাসিত ঈশ্বর এবং অপর জন কুখ্যাত, বিশ্রী দাঁত বের করা, দুর্বিনীত দেঁতো-হাসি-মুখে শয়তান। আগের জন যোগান দেয় "আদর্শ", পরের জনের পকেটে ঝনঝন করে টাকা—"আদর্শে"র চাইতে কম প্রীতিপ্রদ পণ্য নয়।

এই রকম যে পরিবারে কোন "সামাজিক" কৌশলের প্রয়োজন নেই, যেখানে সর্বশক্তিমান পশুপ্রবৃত্তি এবং অশান্তিরই প্রাধান্য, যেখানে জীবন্ত ও অনস্বীকার্য বংশধরেরা প্রকাশ্যেই গিজগিজ করছে, সেই পরিবারেই অন্যায়, রক্তপিপাসু ও নির্লজ্জ জীবনযাত্রাপদ্ধতি প্রায় গুণ্ডামীর মতই আদবকায়দার পরোয়া না করেই আত্মপ্রকাশ করে। কোন রকম সাজগোজ করে এই জীবনযাত্রাপদ্ধতির ঘৃণ্য চেহারাকে গোপন করা অসম্ভব। আর এর নৈতিক স্ববিরোধিতা, এর ব্যবহারিক ও ব্যবসায়সুলভ সন্দেহপরায়ণতা শিশুর অপরিহার্য বিশুদ্ধতার পক্ষে অপমানজনক বলে মনে হয়।

কাজেই এই রকম ক্ষেত্রে, এই রকম বুর্জোয়া পরিবারেই শয়তানকে টাকা এবং তার অবশিষ্ট শয়তানী কৌশলসহ দূরে কোন কোণায় ঠেলে দেওয়ার জন্য অবিরাম চেষ্টা চলে।

এই কারণেই বুর্জোয়া পরিবার, পারিবারিক ঐশ্বর্যের উৎসগুলিকে গোপন রাখার চেষ্টা করে। বুর্জোয়া সমাজই শৈশবকে টাকা থেকে পৃথক করে রাখার ব্যর্থ চেষ্টা শুরু করেছিল। এই সমাজেই শোষককে "মহান নৈতিক চরিত্র" সম্পন্ন মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার নির্বোধ ও ব্যর্থ চেষ্টা চলে। আদর্শবাদী নিঃস্বার্থ পরোপকার, কাল্পনিক "দয়া" ও সঞ্চয়-লিপ্সাহীনতার পরিকল্পনাসহ এই সমস্ত প্রচেষ্টা সেই একই বিদগ্ধ ভণ্ডামীর একটি ধারা ছাড়া আর কিছুই নয়।

নিকোলাই নিকোলায়েভিচ বাবিচকে হাসিখুসী মানুষ বলেই মনে হয়। তাঁর প্রাণবন্ত ও প্রফুল্ল চরিত্রকে দেখানোর উদ্দেশ্যে প্রায়ই তিনি ব্যবসায়সংক্রান্ত আলোচনার মধ্যে অদ্ভুত রকমের অপ্রয়োজনীয় শব্দ হঠাৎ উচ্চারণ করে বসেন,

যেমন : "ও, বাঁচান আমাকে !" "দেবমাতার দোহাই !" সুযোগ পেলে তিনি একটা গল্প মনে করতে চান, গল্পটা তিনি বলেন খুব চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বিস্তারিতভাবে। তাঁর মুখটা গোল, কিন্তু এই গোলত্বের মধ্যে কোন সৎ প্রকৃতি ও চেহারায় কোন নম্রতার পরিচয় নেই। মুখের রেখাগুলির নমনীয়তা নেই বললেই চলে। সেগুলি জমাট বেঁধে ভাবলেশহীন মুখোসে পরিণত হয়েছে। তাঁর বড় ও উঁচু কপালে ভাঁজে ভাঁজে বলিরেখা পড়েছে, একটু উপরে ভাঁজগুলি পরপর খুব নিয়মমত। এই বলিরেখাগুলি যখন নড়ে তখন সবগুলিই একসঙ্গে নড়ে, যেন হুকুমমত নড়ছে।

আমাদের কারখানায় নিকোলাই নিকোলায়েভিচ ছিলেন অফিসের বড়কর্তা।

আমরা এক বাংলোতেই বাস করতাম। বাংলো যে যুগে আমাদের ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সেই যুগেই এই বাংলোটি শহরের ধারে নির্মিত হয়েছিল। আমাদের বাংলোতে ছিল চারটি ফ্লাট; সবই আমাদের কারখানার। অন্যান্য ফ্লাটে বাস করতেন চীফ-এঞ্জিনিয়ার নিকিতা কন্স্তান্তিনোভিচ লাইসেংকো, এবং চীফ-একাউণ্ট্যাণ্ট ইভান প্রোকোফিয়েভিচ পিঝভ—উভয়েই আমার পুরাতন সহকর্মী, ভেংকিনের সঙ্গে যে সময় আমাদের পরিচয় হয় সেই সময় থেকেই এঁরা আমার সঙ্গে আছেন।

আমাদের পারিবারিক ব্যাপার নিয়ে যে ঘটনার কথা সকলেরই জানা আছে সে ঘটনা এই বাংলোতেই ঘটেছিল। পরিবারের যৌথসংস্থায় টাকার সমস্যাটা এখানেই আমি আমার দিক থেকে চূড়ান্তভাবে সমাধান করেছিলাম। এই সমস্যা সম্পর্কে আমার প্রতিবেশীদের পরস্পরের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে প্রবল পার্থক্য ছিল।

পরিচয়ের প্রথম দিন থেকেই নিকোলাই নিকোলায়েভিচের পরিবারের নিরেট বিষন্নতা আমাকে বিস্মিত করেছিল। তাঁর ফ্লাটে সব কিছুই মোটা, বিশ্রী পায়ার উপর দাঁড়িয়ে; টেবিল, চেয়ার, এমনকি খাটগুলোও—সব কিছুই গাম্ভীর্য এবং আতিথ্যবিমুখতার আবরণে আচ্ছাদিত। এমনকি যখন

গৃহকর্তার মুখে মৃদু হাসি ফুটে ওঠে তখন মনে হয় তাঁর ফ্ল্যাটের দেওয়াল ও আসবাবপত্রগুলি যেন আরও বেশী চোখ পাকাচ্ছে এবং বাড়ির কর্তার আচরণকেও অনুমোদন করছে না। তাই নিকোলাই নিকোলায়েভিচের হাসি কখনও অতিথিদের মধ্যে কোন সাড়া জাগাত না; কিন্তু তাতে তাঁর কোন ভাবনা ছিল না।

যখনই তিনি তাঁর ছেলে অথবা মেয়েকে সম্বোধন করতেন তখনই অসাধারণ আকস্মিকতার সঙ্গে তাঁর মুখের হাসি মিলিয়ে যেত, যেন কখনও সে হাসির অস্তিত্বই ছিল না এমনভাবে। তার জায়গায় দেখা দিত একটা অদ্ভুত অভিব্যক্তি, অভ্যস্ত দাতার ক্লিষ্টভাব।

তাঁর ছেলেমেয়েরা ছিল সব প্রায় এক বয়সী, তেরো থেকে পনেরো বছর বয়সের। তাদের মুখেও প্রকাশ পেতে শুরু করেছিল তাদের বাপের মুখের মতই গোলাকার ও অনড় কাঠিন্য।

বাবিচ পরিবারের কাছে আমি বড় একটা যেতাম না, তবে যখনই যেতাম তখনই আমি প্রায় এই ধরনের কথাবার্তাই শুনতে পেতাম:

"বাবা, আমাকে কুড়ি কোপেক দিন।"

"কি জন্যে?"

"আমাকে একটা নোট বই কিনতে হবে।"

"কি রকম নোট বই?"

"পাটিগণিতের অঙ্ক করার।".

"কেন, তোমার আগেরটা এর মধ্যে ভর্তি হয়ে গেছে?"

"আর একটা অঙ্ক করার মত জায়গা আছে।"

"আমি কাল তোমাকে দুটো নোট বই কিনে দেব।"

অথবা এই ধরনের আলাপ:

"বাবা, আমি আর নাদিয়া সিনেমায় যাচ্ছি।"

"বেশ তো।"

"কিন্তু টাকার কি হবে?"

"টিকিটের দাম কত লাগবে?"

"প্রত্যেক টিকিটের জন্য পঁচাশী কোপেক।"

"আমার মনে হয় আশী।"

"না, পঁচাশী।"

নিকোলাই নিকোলায়েভিচ কাবার্ডের কাছে গিয়ে তাঁর পকেট থেকে কতকগুলি চাবি বের করলেন, ড্রয়ারটা খুললেন, কি যেন বাছলেন, তারপর ড্রয়ারটা বন্ধ করে টেবিলের উপর ঠিক এক রুবল সত্তর কোপেক রাখলেন।

তাঁর ছেলে টাকাগুলি গুণে নিয়ে তার মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে বলল, "ধন্যবাদ আপনাকে", তারপর বেরিয়ে গেল। এই সমগ্র ব্যাপারটি ঘটতে প্রায় তিন মিনিট লাগল এবং এর মধ্যে ছেলেটির মুখ ক্রমেই আরও লাল হয়ে উঠতে লাগল। ব্যাপারটি যখন শেষ হল তখন তার কানের ডগাটি পর্যন্ত টকটক করছে। আমি লক্ষ্য করেছি প্রয়োজনীয় টাকার বিপরীত অনুপাতে লাল হওয়ার মাত্রাটা বাড়ত এবং সবচেয়ে বেশী লাল হত যখন ছেলেটি বলত:

"বাবা, আমাকে দশ কোপেক দিন।"

"ট্রামের ভাড়া?"

"হ্যাঁ।"

কাবার্ডের ড্রয়ারে সেই একই ক্রিয়াপদ্ধতির অনুষ্ঠান হত এবং টেবিলের উপর রাখা হোত দুটি পাঁচ-কোপেকের মুদ্রা। লজ্জায় লাল হয়ে ছেলে মুদ্রাদুটি মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে "ধন্যবাদ আপনাকে", বলে চলে যেত।

একবার ছেলে দশ কোপেক না চেয়ে চাইল কুড়ি কোপেক। এবং বুঝিয়ে বলল যে নাদিয়ার ট্রাম ভাড়ার জন্য আর দশ কোপেকের দরকার।

নিকোলাই নিকোলায়েভিচ কাবার্ডের কাছে গিয়ে চাবির জন্য পকেটে হাত দিলেন, কিন্তু হঠাৎ থেমে তিনি ছেলের দিকে ফিরে বললেন:

"তোমার বোনের জন্য তোমার টাকা-পয়সা চাওয়াটা আমি পছন্দ করি না। তার মুখ আছে, নেই কি?"

এইবার ব্যাপার ঢুকবার আগেই তোলিয়ার মুখ লাল হয়ে যাওয়াটা চরমে উঠল।

"সে বাড়ির পড়া পড়ছে।"

"না, তোলিয়া, সে হবে না। তার যদি টাকার দরকার হয় তো সে চাইতে পাবে। না হলে, এতে তোমাকে এক রকম ক্যাশিয়ার করে দেওয়া হয। এটা কি ঠিক? তোমার টাকা রাখার জন্য হয়ত, তোমাকে আমাদেব একটা থলে কিনে দেওয়া উচিত। এ মোটেই চলবে না। নিজে যখন তুমি রোজগার করবে তখন অন্য কথা। এই দশ কোপেক রইল, আর নাদিয়া নিজেই এসে তার টাকা চাইতে পারে।"

পাঁচ মিনিটের মধ্যে নাদিয়া দরজায় হাজির হল। তার কানদুটো এর মধ্যেই আগুনের মত টকটক করছে। সে তখনই তার আবেদন পেশ করল না, বরং প্রথমে হাসবার একটা ব্যর্থ চেষ্টা করল। নিকোলাই নিকোলায়েভিচ তিরস্কারের দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন এবং তৎক্ষণাৎ হাসি মিলিয়ে গিয়ে তাব জায়গায় দেখা দিল আরও বিব্রতভাব: এমনকি নাদিয়ার চোখের পাতা দুটোও লাল হয়ে গেল।

"বাবা, ট্রামের ভাড়ার জন্যে আমাকে কিছু পয়সা দিন।"

নিকোলাই নিকোলায়েভিচ কোন প্রশ্ন করলেন না। আমি মনে করেছিলাম তিনি এবার তাঁর পকেটে যে দশ কোপেক রয়েছে তাই নাদিয়াকে দিয়ে দেবেন। কিন্তু তা হল না, তিনি আবার কাবার্ডের দিকে এগিয়ে গেলেন, আবার তাঁর চাবি বের করলেন এবং ইত্যাদি ইত্যাদি। নাদিয়া টেবিল থেকে দশ কোপেক তুলে নিয়ে ফিসফিস করে "ধন্যবাদ আপনাকে", বলে ঘর থেকে চলে গেল।

নিকোলাই নিকোলায়েভিচ নিস্তেজ সাধুভাবাপন্ন দৃষ্টি মেলে তাকে অনুসরণ করলেন, দরজাটা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন, তারপর চাঙ্গা হয়ে উঠলেন।

"তোলিয়াটা এর মধ্যেই গোল্লায় গেছে, চুলোয় যাক ছোকরা! তার এই সমস্ত কমরেডদের পাল্লায় পড়ে এই রকমটা হবে, তা অবিশ্যি, জানাই

ছিল। আর প্রতিবেশীরা! আপনি জানেন লাইসেংকোর পরিবার কি রকম জীবন যাপন করে। ঈশ্বরের মায়ের দিব্যি! ওদের ছেলেমেয়েগুলো এত বখে গেছে কী বলব! আর পিঝভকে দেখলে তো আপনার হতাশ হয়ে পড়া ছাড়া আর কিছুই করার থাকবে না! ও ভাবে যে ও চালাক, ইভান প্রোকোফিয়েভিচ তাই ভাবে! আবে মশাই, ছেলেমেযে মানুষ করা অসম্ভব—এখানে যা সব দৃষ্টান্ত তারা দেখে সে কি বলব! কিন্তু আমার মেয়ে, ও একেবারে বিনয়ের প্রতিমা, দেখলেন তো আপনি? আপনার জীবন বাজি ধরে বলতে পারেন যে ও সত্যিই তাই। হ্যাঁ, নিষ্পাপ বলতে যা বোঝায় ও তাই! অবশ্য, ও বড় হবে, সে তো আপনি ঠেকাতে পারেন না, কিন্তু ছেলেবেলা থেকে পবিত্রতা মনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হবে। আর তা না হলে এখানে চারপাশে যা চলছে তাতে কী যে হবে বলা যায় না: প্রত্যেক রাস্তায় ছেলেরা ঘোরাফেরা করছে, পকেটে তাদের ঝনঝন করছে টাকা। ওদের বাপ-মায়েরা কি যে ভাবছে আমি জানি না!"

চীফ এঞ্জিনিয়ার নিকিতা কন্‌স্তান্তিনোভিচ লাইসেংকোকে দেখতে ভাল-মানুষের মত। ঢ্যাঙা হাড্ডিসার চেহারা, কিন্তু তাঁর চেহারায় সৎ প্রকৃতির সংগঠিত একনায়কত্বেব একাধিপত্য। এই সৎ প্রকৃতি তাঁর মুখের উপর আধিপত্য করতে এত অভ্যস্ত হয়েছে যে, আমাদের কারখানায় দুর্বিপাকের কাছাকাছি কিছু ঘটার মুহূর্তেও তা নিজের আরামের আসনটি ত্যাগ করে না; এবং বিপজ্জনক অগ্নিকাণ্ড অথবা অন্য কোন বিপর্যয়ের আশঙ্কা দেখা দিলে নিকোলাই নিকোলায়েভিচের মনের অবশিষ্ট শক্তিগুলি কিভাবে তার সম্মুখীন হয়, এই সৎপ্রকৃতি তাই শুধু লক্ষ্য করতে থাকে।

নিকিতা কন্‌স্তান্তিনোভিচের পদ্ধতি হল বাবিচের পদ্ধতির সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রথমে আমি মনে করতাম যে, তাঁর ব্যক্তিগত ভাল স্বভাবের দ্বারাই এই পদ্ধতি গড়ে উঠেছে। তাঁর ইচ্ছার কোন অংশগ্রহণ এবং তত্ত্বের ভিত্তিতে কোন সৃজনশীল কর্মের প্রচেষ্টা ব্যতিরেকেই এই পদ্ধতি

গড়ে উঠেছে। কিন্তু পরে আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছিলাম। এ কথা সত্যি যে, প্রসঙ্গতঃ, ভাল স্বভাবও এতে কিছুটা অংশ গ্রহণ করেছিল, কিন্তু নিষ্ক্রিয় ভাবে যতটা, সক্রিয় ভাবে ততটা নয়—একরকম নীরব অনুমোদন এবং সম্ভবতঃ মৃদু আনন্দের আকারে।

কিন্তু লাইসেংকো পরিবারে ছেলেমেয়ে মানুষ করার ব্যাপারে প্রধান কর্তৃত্ব ছিল মায়ের। ইয়েভদোকিয়া ইভানোভনা দৃঢ়সঙ্কল্প এবং বেশ লেখা-পড়া-জানা মহিলা। বই হাতে ছাড়া কদাচিৎ ইয়েভদোকিয়া ইভানো-ভনাকে দেখা যেত এবং যদিও পড়াতেই তিনি তাঁর সমগ্র জীবন সমর্পণ করেছিলেন তবুও কোনক্রমেই এই পড়াকে নিষ্ফল নেশা বলা যায় না। দুর্ভাগ্যক্রমে, তিনি সর্বদাই পুরানো বই পড়তেন। এই বইগুলির পাতা হলদে হয়ে গেছে, অপরিচ্ছন্ন দাগ-ধরা মলাটে বইগুলি বাঁধা। তাঁর প্রিয় লেখক ছিলেন শেলার-মিখাইলভ। নতুন বই পড়লে তিনি ভাল সোবিয়েত নারী হতে পারতেন। কিন্তু রয়ে গেলেন “চিন্তাশীলা মহিলা” মাত্র; আলুথালু গোছের এই মহিলাটি একান্তভাবে বিভিন্ন ধরনের ‘ভাল’ থেকে উদ্ভূত ও ভাগে ভাগে সাজানো এক গাদা আদর্শ নিয়েই আছেন।

এটা স্বীকার করতেই হবে যে, সোবিয়েত নাগরিকরা এ রকম জিনিসে বরং অনভ্যস্তই হয়ে উঠেছে এবং আমাদের তরুণ-তরুণীরা, সম্ভবতঃ, কখনও এমন জিনিসের কথা শোনেইনি।

আমাদের যৌবনকালে পাদ্রীরা আমাদের সৎকাজ করার জন্য আহ্বান জানাতেন, দার্শনিকরা এ সম্পর্কে লিখতেন। ভ্লাদিমির সোলোভিয়ভ ধর্ম সম্পর্কে তো মোটা এক বই-ই লিখে ফেলেছিলেন। এই বিষয়ের উপর এত মনোযোগ দেওয়া সত্ত্বেও ধর্ম কখনও সাধারণ, দৈনন্দিন লক্ষ্যে পরিণত হতে পারেনি, এবং প্রকৃতপক্ষে এটা ভাল কাজ ও ভাল মেজাজের পক্ষে বাধাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যেখানে ধর্ম তার কোমল পাখনায় ভর করে উড়ে উড়ে বেড়াত সেখানেই হাসি যেত মিলিয়ে, শক্তি যেত ফুরিয়ে, সংগ্রাম যেত বন্ধ হয়ে। প্রত্যেকেই তার পাকস্থলীর গহ্বরে একটা অদ্ভুত

ভার বোধ করত এবং তাদের মুখে ফুটে উঠত রুক্ষ বিরক্তির ভাব। জগতে দেখা দিত বিশৃঙ্খলা।

এই একই বিশৃঙ্খলা দেখা যেত লাইসেংকোর পরিবারে। ইয়েভদোকিয়া ইভানোভনা এটা লক্ষ্যই করতেন না। কারণ একটা অদ্ভুত ভুল বোঝাবুঝির ফলে ধর্ম অবথা অধর্মের সংজ্ঞায় শৃঙ্খলা অথবা বিশৃঙ্খলা কোনটারই সন্ধান পাওয়া যেত না।

ইয়েভদোকিয়া ইভানোভনা ধর্মের সরকারী তালিকা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতেন এবং অন্যান্য প্রশ্নেও আগ্রহ দেখাতেন।

"মিতিয়া, মিথ্যেকথা বলা ভাল নয়। সব সময় তোমার সত্যিকথা বলা উচিত। যে মিথ্যেকথা বলে তার আত্মায় পবিত্র বলে কিছু থাকে না। পৃথিবীতে যে কোন জিনিসের চাইতে সত্যই প্রিয়তর আর তুমি কিনা পিঝভদের বলেছ যে আমাদের টি-পট-টা রূপোর। ওটা আদৌ রূপোর নয়, নিকেলের পাত দিয়ে মোড়া।"

মিতিয়া ছেলেটার গালে ব্রণের দাগ, ভুরু নেই, কান দুটো মস্ত ও গোলাপী রঙের। মিতিয়া প্লেটে তার চায়ে ফুঁ দিতে লাগল এবং মার ভর্ৎসনার জবাব দেবার জন্য ব্যস্ততা প্রকাশ করল না। প্লেটের চা শেষ হলে তবে সে বলল, "মা, তুমি সব সময় বাড়িয়ে বল। আসলে এটা রূপোর এ কথা আমি বলিনি, আমি বলেছি এটার রঙ রূপোর মত। আর পাভলুশা পিঝভ বলল রূপোর রঙের কোন টি-পটই নেই। তাই আমি বলেছিলাম: তাহলে ওটা কি রঙের? সে বলল ওটা নিকেলের পাতের রঙ। ও কিছু জানে না। নিকেলের পাতের রঙ কি আবার! টি-পট-টা নিকেলের পাত দিয়ে মোড়া। কিন্তু ওর রঙটা হল রূপোর।"

মিতিয়ার মা ক্লান্ত ভাবে মিতিয়ার কথা শুনলেন। রূপো আর নিকেলের পাতের রঙ নিয়ে ঝগড়ার মধ্যে তিনি নৈতিক সমস্যার কোন লক্ষণ খুঁজে পেলেন না। যাই হোক না কেন, মিতিয়া একটি অদ্ভুত ছেলে: তার মধ্যে ধর্মের নীতি আর অধর্মের নীতির সীমারেখা কোথায় তা আপনি বলতে

পারবেন না। এই তো গতকাল সন্ধ্যা বেলায় মিতিয়ার মা তাঁর স্বামীকে বলেছিলেন: "আজকাল ছেলেমেয়েরা কেমন যেন নীতির ধার না ধেরেই বড় হয়ে উঠছে!"

এখন তিনি ছেলে মেয়েদের পরীক্ষা করে দেখছেন। সবচেয়ে বড় কন্স্তান্তিন দশম শ্রেণীতে পড়ে এবং দেখতে খুব ভদ্র। তার পরনে ধূসর রঙের জ্যাকেট ও টাই। সে ফিটফাট, গম্ভীর, এবং দেখতে সম্ভ্রান্ত গোছের। কন্স্তান্তিন কখনও তার পরিবারেব আলাপ-আলোচনায় অংশগ্রহণ করে না। তার নিজের ব্যাপার আছে, নিজস্ব মত আছে, কিন্তু অন্য লোককে সে সব কথা বলে বেড়ানোর কোন দরকার মনে করে না।

মিতিয়ার বয়স হল বারো। লাইসেংকো পরিবারেব সমস্ত লোকের মধ্যে তাকেই সব চাইতে নীতিহীন বলে মনে হয়, কারণ বোধহয়, সে বাচাল এবং বকবক করার সময় সে সত্যিই অ-নৈতিক স্বাধীনতার পবিচয় দেয়। কিছু-দিন আগেও ইয়েভদোকিয়া ইভানোভনা ভেবেছিলেন যে তিনি ছেলেকে ভাল কাজ কবতে অনুপ্রাণিত করবেন: তাঁব ভাই, মিতিয়ার পীড়িত মামাকে দেখতে মিতিয়াকে পাঠাবেন। কিন্তু মিতিয়া হেসে বলল, "মা, ভেবে দেখ তুমি, এর কি অর্থ হয়? মামার বয়স হল পঞ্চাশ। তাঁর ক্যান্সার হয়েছে। এমন রোগে ডাক্তারেই কিছু করতে পারে না আব আমি তো ডাক্তার নই। যে ভাবেই হোক তিনি মারা যাবেন। এতে মাথা গলাবার কোন দরকার নেই।"

লেনা এখনও ছোট, আর এক বছব পবে সে ইস্কুলে যাবে। অলস ঔদাসীন্যেব প্রাচুর্য তার মুখে যথেষ্ট স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। এ বিষয়ে বাপের সঙ্গে তাব মিল আছে। এতে মায়ের আশা হয়েছে যে, ভবিষ্যৎ লেনা ছেলেদের চাইতে ধর্মাদর্শের আবও সক্রিয় প্রতিনিধি হবে।

লেনা টেবিল ছেড়ে ঘরের চারদিকে ঘুরে বেড়ায়। তাব মা সস্নেহদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আবার বই নিয়ে বসেন।

লাইসেংকোর ঘরটি ধূলো-ভরা আসবাবপত্রে ভর্তি এবং সারা ঘরে ছড়িয়ে আছে পুরানো খবরের কাগজ, বই, শুকনো ফুল, অকেজো, ভাঙ্গা, ধূলো-ভরা

টুকিটাকি জিনিস : বড় জগ, ছোট জগ, শ্বেতপাথর ও চীনামাটির কুকুর, বানর, রাখাল, ছাই-দানী এবং প্লেট।

লেনা সাইডবোর্ডের ধারে দাঁড়াল এবং পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে খোলা ড্রয়ারটার মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখল।

চাঙ্গা হয়ে উঠে মার দিকে ফিরে আদুরে গলায় সে বলল, "টাকা কোথায় গেল ?"

মিতিয়া সশব্দে চেয়ারটা পিছনে ঠেলে দিয়ে দৌড়ে গেল ড্রয়ারের দিকে। সে এক হাতে ড্রয়ারের ভিতরের জিনিসপত্রের গাদা হাতড়াতে লাগল, তারপর আর এক হাতও ঢুকিয়ে দিয়ে ক্রুদ্ধভাবে লেনার দিকে তাকাল, মার দিকেও ফিরল।

"এর মধ্যে সব টাকা তুমি খরচ করে ফেলেছ ? করেছ, না ? আর এখন যদি বাইরে বেড়াতে যাওয়ার জন্যে কিছু টাকার আমার দরকার হয় ?"

তার মা তখন আস্তন-গোরেমিকার দুঃসাহিক অভিযানে গভীরভাবে মগ্ন। ওরা যে তাঁর কাছে কি চাচ্ছে তা তখনই তিনি বুঝে উঠতে পারলেন না।

"বেড়াতে যাওয়ার জন্যে ? তা নাও না কিছু টাকা, চেঁচাচ্ছ কেন ?"

"কিন্তু নেই যে কিছুই !" গর্জে উঠল মিতিয়া ড্রয়ারের দিকে দেখিয়ে।

"মিতিয়া, এ রকম ভাবে চীৎকার করা ভাল নয়......"

"কিন্তু বেড়াতে যাওয়ার কি হবে ?"

ইয়েভদোকিয়া ইভানোভনা নিস্তেজভাবে মিতিয়ার উত্তেজিত মুখের দিকে তাকালেন এবং অবশেষে ব্যাপারটা বুঝলেন।

"টাকা নেই ? অসম্ভব ! নিশ্চয়ই আন্নুশকা সব টাকা খরচ করে ফেলে নি ! যাও, আন্নুশকাকে জিজ্ঞাসা কর।"

মিতিয়া ছুটে গেল রান্নাঘরে। লেনা খোলা ড্রয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে কিছু একটা স্বপ্ন দেখতে লাগল। তার মা বইয়ের পাতা ওল্টালেন। রান্নাঘর থেকে দৌড়ে এসে মিতিয়া আতঙ্কে আর্তনাদ করে উঠল "ও বলল ত্রিশ রুবল ছিল ! কিন্তু কিছু তো নেই !"

পরিষ্কার-না-করা প্রাতরাশের টেবিলের পাশে বসে ইয়েভদোকিয়া ইভানোভনা তখনও উনিশ শতকের শেষার্ধে বাস করছেন। দুঃখ দুর্দশার মনোরম কাহিনীতে বাধা দিয়ে তিনি অর্ধ শতাব্দী লাফ দিয়ে পার হয়ে আসতে চান না, ত্রিশ রুবলের প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামাতে তিনি চান না। আজ তিনি ভাগ্যবতী। রাশভারী দুরধিগম্য কন্স্তান্তিন নিস্পৃহকণ্ঠে বলল :

"তুমি এত চেঁচামেচি লাগিয়েছ কেন? আমি ত্রিশ রুবল নিয়েছি। আমার দরকার আছে।"

"তুমি কিচ্ছু রাখ নি। তুমি কি মনে কর এটা ঠিক হয়েছে?" মিতিয়া তার উত্তেজিত মুখ ঠেলে দিল কন্স্তান্তিনের দিকে।

কন্স্তান্তিন কোন জবাব দিল না। সে তার নিজের টেবিলের ধারে বসে নিজের কাজে মন দিল। মিতিয়া যতই চটুক না কেন, দাদার প্রত্যয়পূর্ণ ভারিক্কিচালের সে প্রশংসা না করে পারল না। মিতিয়া জানে তার দাদার বাদামী রঙের চামড়ার একটা বড় ব্যাগ আছে। সেই ব্যাগটার মধ্যে যে সব ব্যাপার ঘটে সেগুলি মিতিয়ার কাছে রহস্য বলে ঠেকে, তার আগ্রহ সৃষ্টি করে। ব্যাগটার মধ্যে টাকা এবং ছোট ছোট লেখা কাগজের টুকরো আর থিয়েটারের টিকিট থাকে। এই ব্যাগটির বেড়ে-ওঠা গোপন ব্যাপার-গুলির কথা কন্স্তান্তিন কখনও বলে না, কিন্তু মিতিয়া মাঝে মাঝে দাদাকে ব্যাগটা সাজাতে গোছাতে দেখে।

এই সব লোভনীয় চিন্তা থেকে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে মিতিয়া বিষণ্ণভাবে স্মরণ করল : "কিন্তু আমার বাইরে বেড়াতে যাবার কি হবে?"

কেউ তার প্রশ্নের জবাব দিল না। লেনা খাটের এককোণায় তার মার হাত-ব্যাগটা খুলে বসেছে। হাত-ব্যাগের তলায় রয়েছে দুই রুবল আর কিছু খুচরো ভাঙানী। লেনার বেশী কিছু দরকার নেই : কিণ্ডারগার্টেনে কিছুই কিনবার নেই, তবে রাস্তার কোণায় আইসক্রীম বিক্রি হয়; এর দাম ঠিক পঞ্চাশ কোপেক। নীচের ঠোঁটটা কামড়ে লেনা ভাঙানী তুলে নিল। তার আর্থিক সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান হয়ে গেল, কাজেই বড়দের তার আর কিছুই

বলার নেই এবং সাম্প্রতিক গোলমালের কথা সে এর মধ্যেই ভুলে গেছে। তার হাতের তালুতে রয়েছে তিনটি কুড়ি কোপেক মুদ্রা। কিন্তু হঠাৎ এই সামান্য ঐশ্বর্যও উড়ে গেল। মিতিয়ায় নির্লজ্জ হাত লেনার কাছ থেকে রৌপ্য মুদ্রাগুলি ছিনিয়ে নিল। লেনা চোখ তুলে তাকিয়ে দেখল, তারপর মিতিয়ার দিকে তার শূন্য হাত বাড়িয়ে শান্তভাবে বলল: "ওতে আরও কিছু আছে। ও পয়সাটা হল আইসক্রীমের জন্যে।"

মিতিয়া ব্যাগের ভিতর তাকিয়ে খাটের উপর ভাঙানীগুলো ঢেলে ফেলল। লেনা ধীরেসুস্থে কমলারঙের চাদরের উপর থেকে পয়সাগুলি কুড়িয়ে মার পাশ দিয়ে চলে গেল হলে ঢোকার পথে। মিতিয়াও তার সাফল্যের কথা মাকে জানালো না এবং এমন কি ব্যাগটা বন্ধ করাও দরকার মনে করল না। আবার সব ঠিক হয়ে গেল এবং ধূলো-ভরা বিশৃঙ্খলার মধ্যে ঘরটা আবার শান্ত হয়ে গেল। পরিষ্কার-না-করা টেবিলের উপর মাছিরা তাদের প্রাতরাশ সারতে লাগল। সযত্নে তার ড্রয়ারের তালাটি লাগিয়ে কন্‌স্তান্তিন সবার শেষে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ইয়েভদোকিয়া ইভানোভনা পাতা থেকে চোখ না তুলেই নিজেকে গদী-লাগানো সোফায় স্থানান্তরিত করলেন।

পরে সন্ধ্যাবেলায় নিকিতা কন্‌স্তান্তিনোভিচও সাইডবোর্ডের ড্রয়ারের ভিতর নজর দিয়ে এক মুহূর্ত চিন্তামগ্ন থাকার পর চারদিকে তাকিয়ে দেখে বললেন: "ইয়েভদোকিয়া, সব টাকা ফুরিয়ে গেছে? কিন্তু মাইনে পেতে তো এখনও পাঁচ দিন বাকি! এ কেমন কথা?"...

"ছেলেমেয়েরা টাকা নিয়েছে!...তাদের দরকার।"

নিকিতা কন্‌স্তান্তিনোভিচ আবার ড্রয়ারের সম্পর্কে ধ্যান করলেন, পরে নিজের জামার পাশের পকেট হাতড়ে একটা ময়লা থলে বের করে তার ভিতর লক্ষ্য করে আবার তাঁর পাঠরতা স্ত্রীর দিকে ফিরলেন।

"যাই হোক, ইয়েভদোকিয়া, আমাদের একটা ব্যবস্থা করতেই হবে··· একটা হিসেব রাখার বা ঐরকম একটা কিছু ব্যবস্থা···জান, এখনও পাঁচ দিন ···মাইনে পেতে।"

তাঁর সেকেলে সোনার প্যাশ্‌নের মধ্য দিয়ে ইয়েভদোকিয়া ইভানোভনা তাঁর স্বামীর দিকে তাকালেন।

"আমি বুঝলাম না কি হিসেব ?"

"এই মানে · একটা হিসেব রাখা·· হাজার হলেও টাকা···"

"আঃ নিকিতা, তুমি 'টাকা' কথাটা এমন সুরে বল যেন মনে হয় ওটাই আসল নীতি। ধর কোন টাকা নেই। এর মানে এ নয় যে আমরা আমাদের নীতি সংশোধন করব।"

নিকিতা কন্‌স্তান্তিনোভিচ তাঁর জামাটা খুলে যে ঘরে ছেলেমেয়েরা শোয় সে ঘরটির দরজা বন্ধ করলেন। যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যুদ্ধং দেহি দৃষ্টিতে তাঁর স্ত্রী তাঁকে লক্ষ্য করতে লাগলেন। কিন্তু নিকিতা কন্‌স্তান্তি-নোভিচের তর্ক করার অভিপ্রায় ছিল না। তিনি দীর্ঘকাল যাবৎ স্ত্রীর নীতিতে বিশ্বাস স্থাপন করে এসেছেন এবং বর্তমানে নীতি তাঁর উদ্বেগের কারণ হয় নি। মাইনে পাওয়ার তারিখের আগে কোথায় টাকা পাওয়া যাবে এই সমস্যা নিয়েই তাঁর ভাবনা।

তবুও ইয়েভদোকিয়া ইভানোভনা তাঁর স্বামীর নৈতিক চরিত্রকে আরও শক্তিশালী করা প্রয়োজন বিবেচনা করলেন।

"এই অল্প বয়সে ছেলেমেয়েদের টাকার সব রকম সমস্যা সম্পর্কে শিক্ষা দেবার কোন প্রয়োজন নেই। বড়দের পক্ষেই সব সময় টাকা, টাকা, টাকা করা খারাপ! এই সব নীতি থেকে বেশ দূবে রেখেই আমাদের ছেলেমেয়ে মানুষ করা উচিত। টাকা! আমাদের ছেলেমেয়েদের টাকার লোভ নেই এটা খুবই ভাল। ওরা খুব সৎ এবং যখন দরকার হয় তখনই মাত্র টাকা নেয়। বারো বছর বয়সে সব সময় টাকার হিসেব করা আর গোনা কী ভয়ানক জিনিস তুমি জান! এই অর্থলোলুপতা এর মধ্যেই আমাদের সভ্যতাকে যথেষ্ট পরিমাণে বিষাক্ত করেছে। তুমি কি তা মনে কর না ?"

সভ্যতার অদৃষ্টে কি ঘটবে তাতে নিকিতা কন্‌স্তান্তিনোভিচের খুব আগ্রহ নেই। তাঁর ধারণা তাঁর কর্তব্য হল একটি সোবিয়েত কারখানা ভালভাবে

পরিচালনা করা। অর্থলোলুপতার দ্বারা বিষাক্ত হয়ে সভ্যতার অকাল ধ্বংস হওয়া সম্পর্কে বেশ উদাসীন থাকতে নিকিতা কন্‌স্তান্তিনোভিচ প্রস্তুত আছেন। কিন্তু ছেলেমেয়েদের তিনি খুব ভালবাসেন, আর তাঁর স্ত্রীর কথা-গুলির মধ্যে একটা স্বস্তিকর ও মধুর ভাব আছে। আসলে, তাঁর স্ত্রীই ঠিক কথা বলেছেন: ছেলেমেয়েরা কেন অর্থলোলুপ হবে? তাই, তাঁর স্ত্রীর কথার দ্বারা সৃষ্ট পুণ্যের আবহাওয়ার মধ্যে নিকিতা কন্‌স্তান্তিনোভিচ শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুমে ঢুলে পড়তে পড়তে তিনি আগামীকাল চীফ একাউণ্ট্যাণ্ট পিঝভের কাছ থেকে পঞ্চাশ রুবল ধার চাইবেন বলে স্থির করলেন।

ঘুমের ছোঁয়ায় ঢলে পড়েছেন নিকিতা কন্‌স্তান্তিনোভিচ। ঘরের মধ্যে শেষবারের মত মুহূর্তের জন্য দেখা পিঝভের হাসিখুসী চেহারা তাঁর চেতনাকে নাড়া দিল এবং দূরে কোথাও বাস্তবতার শেষ ছিন্নটুকরোগুলির মধ্যে এই চিন্তা ঝলক দিয়ে উঠল: পিঝভ একজন অর্থলোলুপ লোক এবং সবকিছুই তার হিসেব করার ও গোণার ব্যাপার: টাকা, ছেলেমেয়ে…এবং জীবনের আনন্দ পর্যন্ত · হাসিটুকুও·· হাসির লাভ ও লোকসান।…

কিন্তু ও হল স্বপ্নের সূচনা।

সকালে, যথারীতি, প্রাতরাশ না সেরেই নিকিতা কন্‌স্তান্তিনোভিচ কাজে বেরিয়ে গেলেন। এবং একঘণ্টা পরে ইয়েভদোকিয়া ইভানোভনা ছেলে-মেয়েদের ঘরে ঢুকে বললেন:

"কস্তিয়া, তোমার কাছে টাকা আছে?"

কস্তিয়া তার ফোলাফোলা মুখ তাঁর দিকে ফিরিয়ে কাজের লোকের কায়দায় জিজ্ঞাসা করল:

"তোমার কি বেশী টাকার দরকার?"

"না, এই কুড়ি রুবলের মত ··"

"কবে ফেরৎ দেবে?"

"মাইনে যে তারিখে পাওয়া যাবে···পাঁচ দিনের মধ্যে···"

কস্তিয়া কনুইতে ভর দিয়ে উঠে ট্রাউজার থেকে তার নতুন বাদামী রঙের চামড়ার থলেটা বের করল এবং নীরবে তার মার হাতে দশ রুবলের দুটো নোট দিল।

তার মা টাকাটা নিলেন এবং দরজায় পৌঁছানোর পর তবে তিনি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লেন: তাঁর মনে হল তাঁর ছেলে অর্থলোলুপতার লক্ষণ প্রকাশ করতে শুরু করেছে।

ইভান প্রোকোফিয়েভিচ পিঝভ সত্যিই বিশেষরকম মোটা ছিলেন। বাস্তবিক, আমি আমার জীবনে তাঁর চেয়ে মোটা লোক কখনও দেখি নি। সম্ভবতঃ তিনি স্থায়ী মেদবাহুল্যের রোগে ভুগতেন, কিন্তু তিনি কখনও সে কথা বলতেন না। তাঁকে স্বাস্থ্যের প্রতিমূর্তি বলে মনে হত এবং তিনি একজন যুবকের মতই কর্মরত ও ক্লান্তিহীন ছিলেন। তিনি কদাচিৎ জোরে হাসতেন, কিন্তু তাঁর কোমল চেহারায় এমন আনন্দ আর ভদ্র ও সংযত হাসিখুসীর ভাব প্রকাশ পেত যে তাঁর হাসবার দরকার হত না। উচ্চ হাস্যের পরিবর্তে তাঁর মুখের উপর দিয়ে খেলে যেত আনন্দের শিহরণ; ইভান প্রোকোফিয়েভিচের বচনের চাইতে এই শিহরণের অর্থ ছিল লোকের কাছে অনেক বেশী, যদিও তাঁর বচনও ছিল বেশ অর্থপূর্ণ।

পিঝভের পরিবারটি ছিল জটিল রকমের। তাঁর পরিবারে তিনি ও তাঁর তন্বী আয়তনয়না স্ত্রী ছাড়া ছিল নয় ও চৌদ্দ বছরের দুই ছেলে, একটি ভাইঝি এবং একটি পালিতা কন্যা। ভাইঝিটি ছিল দীর্ঘাকৃতি চটপটে, বেশ সুন্দর দেখতে। ষোলো বছরের চেয়ে তাকে বড় দেখাত। দশ বছরের পালিতা কন্যা ভারুশাকে ইভান প্রোকোফিয়েভিচ পেয়েছিলেন তাঁর এক 'বন্ধু'র কাছ থেকে "উত্তরাধিকারসূত্রে"।

একজন ঠাকুমাও ছিলেন, খুনখুনে বুড়ী, কিন্তু চমৎকার হাসিখুসী মানুষ আর তিনি কথা বলতেন মজার মজার।

পিঝভ পরিবারে সর্বদাই হাসিঠাট্টার হুল্লোড় চলত। তাদের সঙ্গে আমার বারো বছরের পরিচয়। এর মধ্যে এমন একটি দিনও আমার মনে পড়ে না যে দিন এই পরিবারটিতে একবার উচ্চহাসি না উঠেছে অথবা একটা ঠাট্টা তামাসা না হযেছে। ওদের সকলেই পরস্পরকে নিয়ে তামাসা করতে ভালবাসত, ওরা কি করে তামাসা কবতে হয় তা জানত এবং তামাসার সন্ধানেই থাকত। অনেক সময় মনে হত যেন ওরা ওৎ পেতে আছে, পাশের লোক কখন কোন মুস্কিলে পড়বে এবং তা কাজে লাগিয়ে কি করে একচোট হাসি হেসে নেওয়া যাবে আর এরই জন্য প্রত্যেকে ধূর্তভাবে অপেক্ষা করছে। এই ধরনের অভ্যাস স্বভাবতঃই সকলের মধ্যে বদমেজাজ ও বিরক্তির সৃষ্টি করে, কিন্তু এইরকম কোন জিনিসের কোন চিহ্নও সেখানে দেখা যেত না। বরঞ্চ, জীবনের নানারকম অপ্রীতিকর ব্যাপার ও দুঃখকষ্টকে অঙ্কুরেই বিনাশ করার উদ্দেশ্যেই এই "বিশ্বাসঘাতকতা" আবিষ্কার করা হত বলে মনে হয়। হয়ত, এই জন্যই পরিবারটিতে কখনও দুঃখকষ্ট, বিবাদ-বিসম্বাদ, বদমেজাজ ও নৈরাশ্য দেখা দিত না। এ ক্ষেত্রে ভেৎকিন পরিবারের সঙ্গে তাদের খুব মিল ছিল; কিন্তু আনন্দ ও উচ্চহাস্য এবং হাতে-নাতে যে ঠাট্টাতামাসা সে সব ভেৎকিন পরিবারের বাইরে কমই প্রকাশ পেত।

পিঝভ পরিবারের কারোর অসুখ হত না বললেই হয়। আমার মনে পড়ে মাত্র একবার ইভান প্রোকোফিয়েভিচ সর্দিজ্বরে শয্যা নিয়েছিলেন। তাঁর বড ছেলে পাভলুশা আমাকে এই খবর দিয়েছিল। হঠাৎ আমার আফিসে সে উত্তেজিত এবং উৎফুল্লভাবে ঢুকে পডে আমার দিকে তাকিয়ে ব্যঙ্গের হাসি হাসল এবং আমার টেবিলের উপর যন্ত্রের কতকগুলি অংশের দিকে ওয়াকিবহাল ধরনের দৃষ্টি নিক্ষেপ করল।

"আমাদের বাবা আজ বিছানা নিয়েছেন। সর্দিজ্বর! ওরা ডাক্তার ডেকেছিল! তিনি শুয়ে শুয়ে ব্রাণ্ডি খাচ্ছেন! বাবা কাজে আসতে পারবেন না। আমি এসেছি আপনাকে এই কথা বলতে···দেখলেন তো কি হল?

আর বাবা বলতেন : আমার কখনও অসুখ হয়নি। এবার তিনি একটু বেশী বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন।”

“ডাক্তার কি বলেছে তাঁর সর্দিজ্বর হয়েছে ?”

“হ্যাঁ, ডাক্তার তো তাই বলেছেন। সর্দিজ্বর বিপজ্জনক নয়, তাই না? হ্যাঁ, এবার বাবা কাৎ হয়েছেন ঠিকই ! আপনি আসবেন একবার ?”

ইভান প্রোকোফিয়েভিচ বিছানায় শুয়ে, তাঁর পাশে ছোট একটি টেবিলের উপর এক বোতল ব্রাণ্ডি আর কয়েকটা গ্লাস। দরজার চৌকাঠে গুঁড়িসুঁড়ি মেরে দাঁড়িয়ে পরিবারের সব চেয়ে ছোট সেভা আর ভারিউশা তাদের বাপের দিকে দুষ্টুমির দৃষ্টি হানছে। স্পষ্টই বোঝা গেল ইভান প্রোকোফিয়েভিচ এইমাত্র এই যুগলের আক্রমণ প্রতিহত করেছেন, কারণ তাঁর মুখে বিজয়ের অল্প অল্প কম্পনের খেলা চলেছে থেকে থেকে এবং তাঁর ঠোঁট-দুটো চাপা রয়েছে সন্তুষ্ট স্মিতমুখে।

আমাকে দেখে সেভা লাফাতে এবং জোরে হাসতে শুরু করল।

“বাবা বলেন ব্রাণ্ডিই হল ওষুধ। খাচ্ছেন তো খাচ্ছেনই আর ডাক্তারকে বলছেন : ‘আপনি মাতাল করে দিলেন আমাকে, দুত্তোর !’ এটা কি ওষুধ, বলুন তো ?”

শাদা দরজাটার অর্ধাংশ দোলাতে দোলাতে ভারিউশা নিরীহ শয়তানীর সঙ্গে যোগ করল :

“উনি বলেছেন যে, প্রথম যার অসুখ হবে সে ছিঁচকাঁদুনে। এখন তো নিজেরই অসুখ হয়েছে।”

ইভান প্রোকোফিয়েভিচ অবজ্ঞার সঙ্গে ভারিউশার দিকে চোখ পাকালেন।

“নির্লজ্জ মেয়ে ! কার প্রথম অসুখ করেছে ? আমার ?”

“তবে কার ?”

“ছিঁচকাদুনেটা হল ভারিউশা পিঝভা……”

পিঝভ কান্নার মত মুখ করে “প্রিন্স ইগর” থেকে একটা গানের সুর ভাঁজতে শুরু করলেন : “ও, বাবা, ও, মা গো !”

ভারিউশা বিস্মিতদৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকাল।

"কখন? কখন? কখন আমি ঐ রকম গেয়েছি?"

"কেন যখন তোমার পেটে ব্যথা ধরেছিল তখন কি হয়েছিল?"

পিঝভ তাঁর পাকস্থলী চেপে ধরে মাথাটা এদিক ওদিক নাড়তে লাগলেন। ভারিউশা হি হি করে হেসে উঠে সোফার উপর শুয়ে পড়ল। জয়লাভে সন্তুষ্ট হয়ে পিঝভ হাসলেন, এবং বোতলটা তুলে নিয়ে আমার কাছে আবেদন জানালেন:

"এই হতভাগা ছেলেটাকে নিয়ে যান তো, নেবেন? ওর ক্যাস্টর অয়েল খাওয়া অভ্যাস আর আমাকেও তাই খাওয়ানোর চেষ্টা করছে।"

আঘাতের অপ্রত্যাশিততায় সেভা হাঁ হয়ে গেল পর্যন্ত, সে মুখ খুলল কিন্তু কিছুই বলবার মত খুঁজে পেল না। পিঝভের মুখটা হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল: "আ-হা!"

"খাবেন?" তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন।

আমি বিস্মিত হলাম।

"অসুখ করেছে আপনার! না, কি এটা ঠাট্টা? মদ খাওয়া কেন?"

"কিন্তু কেন নয়? ভেবে দেখুন একবার! আট বচ্ছর কোন অসুখ হয়নি। বছরের হিসেবনিকেশ চুকিয়ে ফেলার মতই এটা ভাল। আপনি ব্রাণ্ডি খেতে পারেন, বই পড়তে পারেন। আপনি বিছানায় শুয়ে, সব কিছু আপনার কাছে আনা হচ্ছে, লোকে আপনাকে দেখতে আসছে। এ তো ছুটির দিন! এক গেলাস হবে?"

ঠাকুমা কোথা থেকে ছোট্ট শিশুর মত ঠুক ঠুক করতে করতে এসে রোগীর চারদিকে ব্যস্তভাবে ঘোরাফেরা করতে লাগলেন।

"গরমকালে অসুখ, এমন কথা কে কবে শুনেছে বাপু!" তিনি চেঁচামেচি লাগিয়ে দিলেন। "গরমকালের সূর্য ভিখিরির জন্যেও ছুটবে, কিন্তু শীতের রাত্তির আলো করা জারেরও কম্ম নয়। ওরা বলে একে সর্দিজ্বর। আমাদের সময় এরকম কোন অসুখ ছিল না কেন? শরৎকালে

আমাদের সর্দিকাসি হত, জ্বর আর বাত হত। আমরা ভদকা দিয়েই সব সারাতাম। আমার বাবা কখনও কোন ওষুধ চোখেই দেখেন নি। ভদকা নামবে নীচে, গরম করবে পায়ের বুড়ো আঙুল, যেমনই তুমি বোধ কর না, করাবে তোমাকে টলমল।"

সেভা আর ভারিউশা, দুজনে এখন সোফায় বসে এক অদ্ভুত কৌতুকের সঙ্গে তাদের প্রসন্নময়ী ঠাকুমাকে লক্ষ্য করছে। ভাইঝি, সুন্দরী ফেনিয়া রান্নাঘর থেকে এল। হাতদুটো পিছনে রেখে সে তার সুন্দর মাথাটা ঝাঁকালো এবং স্বচ্ছ ধূসর চোখে মৃদু হাসি ফুটিয়ে তুলে বলল :

"এই ওষুধটা সুস্থ লোকদের পক্ষেও ভাল ?"

আমাদের হাতে সোনা জ্বলজ্বল গেলাসগুলি তুলে ধবা হল তার জবাবে নীরব সম্মতি জানিয়ে। ইভান প্রোকোফিয়েভিচ তাঁর মাথাটা এক পাশে ফিরিয়ে বললেন :

"ফেনিয়া তুমি বেশ চালাক মেয়ে, ওই রকম একটা মজার অন্য কথা বল দেখি।"

ফেনিয়া লজ্জায় লাল হয়ে গেল। মুখে হাসি টেনে রাখার চেষ্টা করেও সে পারল না এবং রান্নাঘরে সরে পডতে বাধ্য হল। সোফায়-বসা দর্শকরা চেঁচাতে এবং হাত নাড়তে লাগল।

তাদের বিজয়োল্লাস শেষ হলে সেভা উত্তেজিতভাবে আমাকে বলল :

"আজ বাবা সবাইকে হারিয়ে দিচ্ছেন, অসুখ হয়েছে কিনা! কিন্তু যখন ভাল থাকেন—উঁহু, তখন এমন হয় না, তখন কেউ ওঁকে ছাড়ে না!"

সেভা তার হাসি মাঝপথে থামিয়ে তার বাবাকে দাঁত দেখালো। বাবার উপর তার বক্তব্যের ফলটা কি রকম ক্রিয়া করল সেটা জানতেই তার আগ্রহ।

তার বাবা তাঁর এক চোখ কুঁচকে ঘাড়টা চুলকে বললেন :

"বলে যাও! এ সম্পর্কে এখন আপনার কি ধারণা বলুন তো? ওর মতে এই হল একটা রুগ্ন মানুষকে ছেড়ে দেওয়া। অবিশ্যি, আমি অসুস্থ নইলে আমি ওর ঠ্যাং ধরে দেখিয়ে দিতাম।"

হাসিখুসী এই পরিবারটিতে কিন্তু, শৃঙ্খলা ছিল কঠোর। শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বকে কিছুমাত্র কম গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ না করেও শৃঙ্খলাকে মনোরম এবং আনন্দময় ব্যাপারে পরিণত করার দুর্লভ কলাটি পিঝভ আয়ত্ত করেছিলেন। ছেলেমেয়েদের প্রাণচঞ্চল মুখগুলিতে আমি সব সময় আগে থেকেই কাজে লেগে যাবার তীব্র ইচ্ছা এবং নিজেদের পরিবেশ সম্পর্কে প্রবল চেতনার পরিচয় পেতাম। এগুলি বাদ দিয়ে কোন শৃঙ্খলা সম্ভব নয়।

পিঝভ পরিবারের অর্থসংক্রান্ত সংগঠনই আমাকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল। দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার দ্বারা পরীক্ষিত এবং পুরাতন ও পরিচিত ঐতিহ্যমণ্ডিত এই ব্যবস্থা নিখুঁত বলে মনে হত।

এই ব্যবস্থার আবিষ্কর্তার সম্মান গ্রহণ করতে ইভান প্রোকোফিয়েভিচ রাজী ছিলেন না।

তিনি বলতেন, "আমি কিছু আবিষ্কার করি নি! একটা পরিবার অবশ্যই, একটা অর্থনৈতিক একক। টাকা পাওয়া যায় এবং তা ব্যয় করা হয়, আমি এটা তো আবিষ্কার করি নি। আর টাকার ব্যাপারে শৃঙ্খলা থাকতেই হবে। চুরি করা টাকা যদি হয় তাহলেই বিশৃঙ্খলভাবে তা ব্যয় করা যায়, কিন্তু যেখানে দেনা ও পাওনা আছে সেখানে শৃঙ্খলা থাকা চাই-ই। আবিষ্কার করার কি আছে! আর এ ছাড়া ছেলেমেয়েদের কথা ভাবতে হবে। কখন তাদের লেখাপড়া শেখাবেন? এই তো তার ঠিক সময়।"

ইভান প্রোকোফিয়েভিচ বাড়িতে কোন হিসেব রাখতেন না। এতে আমি সব চেয়ে বেশী আশ্চর্য হয়েছিলাম। কোন জিনিস কখনও তিনি লিখে রাখতেন না এবং ছেলেমেয়েদেরও এরকম করতে শেখাতেন না। তাঁর মতে পরিবারে এটার কোন দরকার নেই।

"নিয়ন্ত্রণের জন্য হিসেবের দরকার। কিন্তু আমরা সাতজন রয়েছি, নিয়ন্ত্রণের জন্য আমরা সাতজনই যথেষ্ট। আপনি যদি একবার ওদের সব জিনিস লিখে রাখা শেখাতে শুরু করেন, তাহলে ওরা আমলারূপে গড়ে উঠবে—সেটাও একটা বিপদ। আপনি জানেন, আমরা হিসাবরক্ষকরা,

যে কোনও লোকের চাইতে দুনিয়ায় বেশী আমলা পয়দা করেছি। এই কাজের থেকেই এ রকমটি হয়।"

কোন হিসাবপত্র না রেখেই ইভান প্রোকোফিয়েভিচের উৎফুল্ল চোখ তাঁর পরিবারের অর্থসংক্রান্ত কার্যকলাপের খুঁটিনাটি সব কিছু লক্ষ্য করতে পারে।

সপ্তাহান্তিকে বেশ অনুষ্ঠানের কায়দায় তিনি হাতখরচের টাকা বণ্টন করে থাকেন। খাওয়াদাওয়ার পর সেদিন সন্ধ্যাবেলার কেউ টেবিল ছেড়ে ওঠে না। ফেনিয়া প্লেটগুলি সরিয়ে ইভান প্রোকোফিয়েভিচের পাশে বসে। তিনি টাকার থলেটা টেবিলের উপর রেখে জিজ্ঞাসা করেন: "আচ্ছা, সেভা সপ্তাহ চালানোর মত যথেষ্ট পয়সা তোমার ছিল?"

সেভা দুই হাতে একটা ময়লা কাগজের তৈরী থলে ধরে। থলেটায় বহু-সংখ্যক খোপ। উল্টে ফেললে থলেটাকে দেখায় একটা খননযন্ত্রের একসার হাতার মত। সেভা এই হাতাগুলি টেবিলের উপর ঝাঁকালো আর সেগুলোর মধ্যে থেকে পড়ল একটা কুড়ি কোপেক ও একটা পাঁচ কোপেক।

সেভা বলল: "দেখুন কিছু রয়েও গেছে, পঁচিশ কোপেক।"

ভারিউশা তার টাকা পয়সা রাখে একটা লজেন্সের কৌটায়। সেটাও সেভার থলের মত কৌশলে তৈরী। তার কৌটাটি পরিষ্কার, ঝকঝকে। কৌটার সন্দেহজনক পূর্ণতা সেভার ব্যঙ্গদৃষ্টি আকর্ষণ করল।

"ভারিউশা আবার টাকা জমাচ্ছে।"

"আবার জমাচ্ছে?" ইভান প্রোকোফিয়েভিচের চোখদুটো বড় হয়ে উঠল। "ভয়ানক! এর পরিণতি কি হবে?" তোমার কত টাকা আছে?"

"টাকা?" ভারিউশা গম্ভীরভাবে তার কৌটার ভিতরটা পরীক্ষা করল। "এই এক রুবল, এই আর এক রুবল······আর এই আর একটা।"

ভালমানুষের মত ইভান প্রোকোফিয়েভিচের দিকে তাকিয়ে সে তার কৌটার পাশে কয়েকটা ভাঙানী আর দুটো নতুন রুবল রাখল।

"উ-উ-ও," সেভা সোজা হয়ে বসল চেয়ারে।

তাদের বড়রা বন্ধুত্বপূর্ণ সহানুভূতির সঙ্গে হিসাব রাখার ব্যাপারটা লক্ষ্য করতে লাগল। তারা তাদের থলে বের করল না, টাকাও দেখাল না।

"ভারিউশা সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যাবার জন্যে টাকা বাঁচাচ্ছে।" হেসে বলল পাভলুশা।

"সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যাবার জন্যে নয়, অন্য কিছুর জন্যে। পুতুলের একটা চায়ের সেট, একটা ছোট টেবিল আর একটা আলোর জন্যে!"

"বেশ ভাল, বেশ ভাল," বললেন ইভান প্রোকোফিয়েভিচ।

আমি সব সময় আশ্চর্য হতাম এই দেখে যে, ইভান প্রোকোফিয়েভিচ তাঁর ছেলেমেয়েদের কি ভাবে তারা টাকা খরচ করে অথবা কি জন্য তারা টাকা খরচ করবে তা কখনও জিজ্ঞাসা করতেন না। পরে আমি বুঝেছিলাম যে জিজ্ঞাসা করবার কোন দরকার নেই, কারণ এই পরিবারে গোপন কিছু নেই।

ইভান প্রোকোফিয়েভিচ তাঁর থলে থেকে টাকা বের করে ছেলেমেয়েদের দিলেন।

"তোমার এক রুবল, আর এই এক রুবল তোমার। হারাও যদি আমি জানি না। কাউণ্টার থেকে যাবার আগে টাকা দেখে নাও।"

সেভা ও ভারিউশা সতর্কভাবে টাকা দেখে নিল। ভারিউশা দশ কোপেক মুদ্রাগুলি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নেড়েচেড়ে ধূর্তভাবে মিটমিটিয়ে ইভান প্রোকো-ফিয়েভিচের দিকে তাকিয়ে জোরে হেসে বলল:

"আর একটা দিন আমাকে!"

"কখ্খনোও না, দশটা তো দিয়েছি।"

"দেখুন: এক, দুই, তিন……"

কিন্তু ইভান প্রোকোফিয়েভিচ টাকাগুলি তাঁর দিকে টেনে নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি গুণতে সুরু করলেন।

"এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, সাত, আট, নয়, দশ। কেমন?"

হতবুদ্ধি ভারিউশা চেয়ারের আরও উপরে উঠে আবার তার একটা আঙুল দিয়ে টাকা সরাতে শুরু করল। কিন্তু সেভা হেসে উঠল সশব্দে।

"আহা! বাবা কেমন গুনলেন। উনি ঠিকমত গোনেন নি। পাঁচের পরই সাত, ছয়ের কি হল?"

"বেশ, তোমরা গোন আমরা দেখি", ইভান প্রোকোফিয়েভিচ বললেন গম্ভীরভাবে।

সকলে তাদেব মাথা একজায়গায় এনে আবার টাকা গুনতে শুরু করল। দেখা গেল সত্যি সত্যিই দশটাই রয়েছে। ইভান প্রোকোফিয়েভিচের বিশাল দেহ হাসিতে কাঁপতে লাগল। শুধু ফেনিয়া হাত দিয়ে তার মুখ ঢাকল তার চকচকে চোখ দুটো কাকার দিকে মেলে। তার কাকাকে তাঁর থলে থেকে আর একটা দশ কোপেক গোপনে বেব করতে সে দেখে ফেলেছে।

ছোট ছেলেমেয়েরা তাদের জটিল থলেগুলির মধ্যে তাদের টাকা পয়সা রাখতে শুরু করল।

বড়দের পালা এল। পাভলুশা পায় প্রতি ছয় দিনের জন্য তিন রুবল, ফেনিয়া পায় পাঁচ রুবল করে।

ওদের টাকা দিতে দিতে ইভান প্রোকোফিয়েভিচ জিজ্ঞাসা করলেন, "এতে হবে তো।"

তারা মাথা নেড়ে জানাল: "হ্যাঁ যথেষ্ট।"

"এতেই চালিয়ে নাও। জানুয়ারির পয়লা তারিখ পযন্ত মাইনের কোন পরিবর্তন হবে বলে আমরা আশা করছি না। যদি ওরা মাইনে বাড়ায়, তা হলে দেখা যাবে, কি বল?"

শুধু ইভান প্রোকোফিয়েভিচ নয়, ফেনিয়া এবং পাভলুশাও মাইনে বাড়বে বলে আশা করছে। পাভলুশা পড়ছে কারখানার ট্রেনিং স্কুলে, ফেনিয়া পড়ছে একটা টেকনিক্যাল স্কুলে। তারা যে টাকা পায় তার সবই তারা পরিবারের তহবিলে দেয়; এটা হল অলঙ্ঘনীয় বিধি এবং এটা যে ঠিক সে বিষয়ে কারোর সন্দেহ নেই। টাকা দেওয়ার পর ইভান প্রোকোফিয়েভিচ কখনও কখনও পরিবার-পরিষদে বলেন: "আঃ আমার মাইনে ৪৭৫, পাভলুশার ৪০, ফেনিয়ার ৬৫, মোট হল ৫৮০। এখন দেখা যাক খরচটা: সংসার খরচ চালানোর জন্য

গৃহিণী পাবেন ২৭০, তোমাদের হাত খরচ ৫০, ঠিক আছে? মোট হল ৩২০, আর থাকল ২৬০। কেমন?"

কোণ থেকে ঠাকুমার গলার সাঁ সাঁ আওয়াজ শোনা গেল, "আমি জানি ওরা কি চায়, একটা রেডিও চায় ওরা—চার ভালভের বা কোন রেডিও অন্য ধরনের। গত মাসে তো এই নিয়ে এদের কথা থামতেই চায় না। ওরা বলে দুশো টাকা লাগবে। দুনিয়ায় এমন জিনিস যেন আর হয় না।"

"বটেই তো", হেসে বলল পাভলুশা। "একটা রেডিও, তবে হল তোমার সংস্কৃতি, তাই না?"

"আমি ওকে সংস্কৃতি বলি না—খানিকটা চেঁচানো আব শিষ দেওয়ার জন্যে টাকা খরচ করা! কোনটা তোমাদের পক্ষে ভাল তা যদি বোঝ তা হলে তোমরা একজোড়া করে জুতো কেনো, ছবির মত দেখতে হবে তোমাদের। এটাও সংস্কৃতি। আর ফেনিয়ার জুতোর কি হবে?"

"আমার পরে হলে চলবে।" ফেনিয়া বলল, "একটা রেডিও কেনা যাক।"

ইভান প্রোকোফিয়েভিচ বললেন: "জুতো কেনার মতও তো যথেষ্ট টাকা রয়েছে।"

সেভা চেঁচিয়ে উঠল: "ঠিক কথা। একটা রেডিও আর জুতো, বুঝলে ঠাকুমা? তাহলেই তোমার সত্যিকারের ছবি হবে।"

এমন বাজেট-আলোচনা পিঝভ পরিবারে বেশী চলে না। অনুরূপ সমস্যাগুলি যেমন যেমন দেখা দেয় তেমন তেমন সেগুলির সমাধান করা হয়, প্রায় কারুর নজরেই তা পড়ে না। ইভান প্রোকোফিয়েভিচ সাধারণ আলোচনাকেই সর্বোৎকৃষ্ট উপায় বলে মনে করেন।

"একজন এক কথা বলে, আর একজন আর এক কথা, একজন না একজন ঠিক কথা বলবেই। ওরা, এই একাউন্ট্যান্টের ছেলেমেয়েগুলো সব কিছু বোঝে।"

পিঝভ পরিবারের একটা ভাল গুণ হল যে ওরা এমনকি দূরতম আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নকে প্রকাশ করতেও দ্বিধা করে না, যে সব আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন বর্তমানে

বাস্তবে পরিণত হওয়া মোটেই সম্ভব নয়। এই আকারে যে জিনিসটি প্রথম দেখা দিল সেটি হল চার ভালভের রিসিভার। একই ভাবে সেভার জন্য একটা স্লেজ এবং অন্যান্য জিনিস কেনার প্রস্তাব করা হয়েছিল। আরও স্থূল জিনিসগুলি সম্পর্কে স্বপ্নের কোন প্রয়োজন নেই। একদিন টেকনিক্যাল স্কুল থেকে এসে ফেনিয়া শুধু পাভলুশাকে বলল :

"এইগুলো হল আমার শেষ মোজা। আমি সেলাই করে করে চালিয়েছি, আর চলবে না। আমার নতুন এক জোড়া চাই-ই, বুঝলে ?"

সন্ধ্যাবেলায় সে অমন সহজভাবেই ইভান প্রোকোফিয়েভিচকে বলল :

"মোজা কেনার জন্যে কিছু টাকা দিন।"

"মাইনের তারিখ পযন্ত সবুর করতে পারবে ?"

"না।"

"বেশ তবে নাও।"

পকেট খরচা থেকে মোজা কেনা হয় না। ও টাকা হল সাবান, টুথপেষ্ট এবং অন্যান্য প্রসাধন দ্রব্য কেনাব জন্য, সিনেমা, মিষ্টি, আইসক্রীম এবং কলম, নোটবই এবং পেন্সিলের জন্য।

হাসিখুসী এই পরিবারটির টাকাকড়ি সম্পর্কে ছিল কড়া নিয়মকানুন। আমি সব সময়েই এই পরিবারটিকে দেখলে খুসী হতাম। এখানে টাকায় অমায়িক ঈশ্বরের অথবা ধূর্ত শয়তানেব গন্ধ পাওয়া যেত না। টাকা ছিল এ পরিবারে শুধু জীবনের স্বাভাবিক সুবিধাগুলির অন্যতম, তার জন্য কোন নৈতিক জোরাজুরির দরকার হত না। পিঝভরা টাকাকে দেখত প্রয়োজনীয় দৈনন্দিন একটি আনুষঙ্গিক বিষয়রূপে। এই জন্যই তাদের টাকা ড্রয়ারে পড়ে থাকত না অথবা কৃপণের মত ভয়ে ভয়ে জমানো হত না। যে কোনও প্রয়োজনীয় জিনিসের মত ইভান প্রোকোফিয়েভিচ সহজভাবে এবং সত্যিকারের গুরুত্ব দিয়ে টাকার তদারক করতেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পরীর গল্প আর পৌরাণিক কাহিনীতে, চমৎকার গাথা ও কবিতাসমূহে প্রায়ই সুখী রাজা ও রাণীদের গল্প বলা হয়। ভগবান এই রাজারাণীদের মাত্র একটি ছেলে অথবা মাত্র একটি মেয়ে দেন। এই সব রাজপুত্র ও রাজকন্যা, জারপুত্র ও জারপুত্রীরা সব সময়েই হয় মনোহর সৌন্দর্য ও সুখের অধিকারী। এই সব গল্পে অতি বিপজ্জনক দুঃসাহসিক কাণ্ডকারখানা ঘটে এবং তার মাঝখানে আবার দৈত্যদানোরাও এসে হাজির হয়; কিন্তু এসবই ঘটে নায়কের অনিবার্য সাফল্যকে জোর দিয়ে তুলে ধরবার জন্যই, এবং কোন দুষ্ট পরী আগে থেকেই এই সমস্ত ব্যাপারের ভবিষ্যদ্বাণী করে রাখে। যাকে দেখলে নিরতিশয় বিষন্নতা ও সম্পূর্ণ অপরাজেয়তার মূর্তি বলে মনে হয়, সেই মৃত্যুও এমন একজন রাজপুত্রের সঙ্গে লড়াইয়ে হেরে যায়। এমন রাজপুত্র দয়ালু যাদুকর এবং সঞ্জীবনী অমৃত ও মারণবিষের অনুগ্রাহী সরবরাহকারীদের সাহায্যপ্রাপ্তি সম্পর্কে সব সময়েই নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, গীতি-নাট্য ও নৃত্যনাট্যের রচয়িতাদের সম্পর্কেও তিনি কম নিশ্চিন্ত থাকেন না, এবং এরাও ঐ একই রকম দয়ালু ও অনুগ্রাহী।

পাঠক ও শ্রোতাদের এই সব সৌভাগ্যবান নায়কদের সম্বন্ধে এক ধরনের আশাবাদী মোহ থাকে। এই মোহটা কি? এই মোহের কারণ কাজ নয়, বুদ্ধি নয়, প্রতিভা নয়, এমন কি ধূর্ততাও নয়। বিষয়টির মধ্যেই এটা পূর্ব নির্ধারিত থাকে: রাজপুত্র হলেন রাজার একমাত্র পুত্র। এই বিষয়ের পক্ষে একমাত্র যুক্তি হল এই যে রাজার একমাত্র পুত্রটি ভাগ্যবন্ত ও যুবক-এর পক্ষে আর কোন যুক্তির প্রয়োজন হয় না। রাজপুত্র সর্বদাই মহত্ত্ব, ঐশ্বর্য, জাঁকজমক, সৌন্দর্য এবং সকলের ভালবাসার অধিকারী হবেন এ তো জানা কথা। তাঁর সম্মুখে থাকবে ভবিষ্যতের অখণ্ডনীয় নিশ্চয়তা এবং সুখী হবার অধিকার যে অধিকার সম্পর্কে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী কোন প্রশ্ন তুলবে না বা কোন বাধার সৃষ্টি হবে না।

প্রথমে যেমন অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হয়, রাজপুত্রের এই কল্পনা-উজ্জ্বল বিষয়বস্তুটি আদৌ তেমন অকিঞ্চিৎকর নয়। আমাদের জীবন থেকে বিষয়টি যত দূরবর্তী বলে মনে হয় আদৌ তত দূরবর্তী নয়। এই রাজপুত্রেরা শুধু মাত্র কল্পনার ফল নয়। পাঠক ও শ্রোতাদের মধ্যে অনেক বাপ-মায়ের বাড়িতে তাঁদের ছোটখাট পরিবারগুলিতে ঠিক এমনি সব রাজপুত্র এবং রাজকন্যা আছে, ঠিক এমনি সব সৌভাগ্যবান সাফল্যলাভের একমাত্র মিথ্যা দাবীদার আছে। এই রকম সাফল্য ভোগ করার জন্য তারা বিশেষভাবে জন্মগ্রহণ করেছে ঠিক এমনি পরম বিশ্বাস তাদের থাকে।

একটা সোবিয়েত পরিবারের একটি যৌথসংস্থা ছাড়া কখনও আর কিছু হওয়া উচিত নয়। যৌথসংস্থার চরিত্র হারালে শিক্ষা ও সুখের সংগঠন হিসাবে পরিবার তার অনেকখানি তাৎপর্য হারাবে। যৌথসংস্থার চরিত্র হারানোর বিভিন্ন পন্থা আছে। সর্বাধিক ব্যাপক পন্থাগুলির একটি হল তথা-কথিত "একমাত্র সন্তান পদ্ধতি"।

যে সব ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভাল সুযোগসুবিধা আছে, সে সব ক্ষেত্রেও প্রতিভাবান ও মনোযোগী বাপ-মায়ের পক্ষেও একমাত্র সন্তান মানুষ করে তোলা অত্যন্ত কঠিন কাজ।

পিয়তর আলেক্সান্দ্রোভিচ কেতভ কৃষিদপ্তরের অন্যতম একটি কেন্দ্রীয় বিভাগে কাজ করেন। অদৃষ্ট তাঁকে সুখী করেছে এবং একে কোনক্রমেই অনুগ্রহ বলা চলে না। পিয়তর আলেক্সান্দ্রোভিচ শক্তিশালী মানুষ, ভাগ্য তাঁর মুঠোর মধ্যে পড়লে তিনি ভাগ্যের জন্য অনেক কিছু করতে পারেন।

পিয়তর আলেক্সান্দ্রোভিচের ভাল মাথা আছে; বিশ্লেষণে তিনি বড়দরের ওস্তাদ, কিন্তু তার মধ্যে তিনি কখনও হাবুডুবু খান না, বা গড়াগড়ি দেন না। তিনি সব সময় ভবিষ্যতের কথা মনে রাখেন। ভবিষ্যতের চমৎকার দৃশ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সব সময় ছোট ছেলের মত উল্লাস প্রকাশ করতে পারেন, হাসতে ও স্বপ্ন দেখতে পারেন।

নিজেকে চাঙ্গা রাখতে এবং তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত চোখে শান্ত সতর্কতা ও তাঁর চিন্তাশীল, প্রত্যয়সিদ্ধ কথা বলার ভঙ্গী বজায় রাখতে পারেন। অনেক লোকের সঙ্গে তিনি দেখাশোনা করেন, এবং যাঁদের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয় তাঁদের প্রত্যেককেই বুঝবার একটা ক্ষমতা তাঁর আছে। দুনিয়ার লোকের সঙ্গে মেশার সময় তিনি সেই একই সঠিক বিশ্লেষণের আশ্রয় গ্রহণ করেন, কোন লোককে পথ ছেড়ে দেন, সানন্দে অন্যের সঙ্গে থাকেন, তৃতীয় ব্যক্তির পাশে তিনি কঠোরভাবে সামনে এগিয়ে চলেন এবং চতুর্থ ব্যক্তির জামার কলাব দৃঢ়ভাবে চেপে ধরে তিনি কৈফিয়ৎ তলব করেন।

তাঁর বাড়ির আকর্ষণ হল স্বাস্থ্যকর ও সুশৃংখল আরাম, অনেকবার পাতা-ওল্টানো বইগুলির কয়েকটা সারি, পরিষ্কার ও সামান্য ক্ষয়ে-যাওয়া গালিচা, পিয়ানোর উপর বিথোফেনের আবক্ষমূর্তি।

আর পিয়তর আলেক্সান্দ্রোভিচ তাঁর পারিবারিক জীবনকে যুক্তিসঙ্গত ও আনন্দময় ভাবে সাজিয়েছেন। তার যৌবনকালে উৎসাহী ও বোধক্ষম দৃষ্টিতে তিনি সুন্দরী নারীদের রমণীয়তার মূল্য নিরূপণ করেছেন, তার নির্ভুল ও সোৎসাহ বিশ্লেষণের দ্বারা তাদের যাচাই করে বেছে নিয়েছিলেন নীনা ভাসিলিয়েভনাকে। পিঙ্গলাক্ষী এই মেয়েটি ছিল শান্ত, লোককে কিছুটা অবজ্ঞা করে চলা ছিল তার স্বভাব। সচেতনভাবে নিজের ভাবাবেগকে অনুমতি দিয়েই তিনি গভীব ও স্থায়ীভাবে প্রেমে পড়েছিলেন। বন্ধুত্ব এবং পুরুষমানুষের সুক্ষ্ম বীবোচিত শ্রেষ্ঠত্বের দ্বারা তিনি অলঙ্কত কবে ছিলেন তাঁর প্রেমকে। নীনা ভাসিলিয়েভনা একই রকম মধুর অবজ্ঞার সঙ্গে এই শ্রেষ্ঠত্বকে মেনে নিয়ে পিয়তর আলেক্সান্দ্রোভিচের নির্ভীক শক্তি ও তাঁব প্রসন্ন বিচক্ষণতার প্রেমে পড়েছিলেন।

ভিক্তর জন্মগ্রহণ করার পর পিয়তর আলেকজান্দ্রোভিচ তাঁর স্ত্রীকে বলেছিলেন: "ধন্যবাদ। ও এখনও কাঁচা মাল মাত্র, কিন্তু ওকে আমরা মহৎ নাগরিকরূপে গড়ে তুলব।"

খুসীভরা সস্নেহ হাসি হেসে নীনা ভাসিলিয়েভনা জবাব দিয়েছিলেন: "তোমার ছেলে আর কি হতে পারে বল?"

কিন্তু পিয়তর আলেক্সান্দ্রোভিচ তাঁর পূর্বপুরুষের গুণাবলী এবং বংশানুক্রমিতার নিশ্চয়তাকে অতিরঞ্জিত করার পক্ষপাতী ছিলেন না। শিক্ষার শক্তিতে তাঁর একান্ত বিশ্বাস ছিল। মোটের উপর লোকেরা অযত্নে মানুষ হয়; গভীরভাবে, যুক্তিসঙ্গতভাবে এবং লেগে-পড়ে থেকে, এক কথায় অধিক ভাবে লোকে শিক্ষাদানের কাজ কি করে চালাতে হয় তা জানে না এই দৃঢ়বিশ্বাস তাঁর ছিল। পিতামাতার মহৎ সৃজনশীল কাজ তাঁর সামনে পড়ে রয়েছে এই কল্পনাই তিনি করেছিলেন।

ভিক্তর যখন দুই বছরের তখন নীনা ভাসিলিয়েভনা সস্নেহে জিজ্ঞাসা করলেন: "আচ্ছা, তোমার নাগরিক তো এর মধ্যেই হাঁটছে আর কথা বলছে। তোমার ছেলের উপরে তুমি খুসী?'

ভিক্তরকে মাঝে মাঝে বিস্ময়মিশ্রিত প্রশংসা করার আনন্দ থেকে পিয়তর আলেক্সান্দ্রোভিচ নিজেকে বঞ্চিত করতেন না।—ভিক্তর বেশ বড়সড়, টুকটুকে হাসিখুসী ছেলে হয়ে উঠেছে। তিনি জবাব দিতেন: "আমার ছেলের উপর আমি খুব খুসী। তুমি ওকে চমৎকার ভাবে পালন করেছ। আমাদের কাজের প্রথম স্তর সম্পূর্ণ হয়েছে বলে আমরা ধরতে পারি। এইবার তোমাকে নিয়ে পড়ব।"

তিনি ভিক্তরকে তাঁর দিকে টেনে নিয়ে হাঁটু দুটোর মাঝখানে দাঁড় করিয়ে আর একবার পিতৃসুলভ স্নেহে ভয় দেখালেন: "তোমাকে নিয়ে পড়ব, পড়ব কি না!"

"আমরা পলব," ভিক্তর বলল, "কেমন কলে ছুরু কলবে?" নিরুদ্বেগ ও নির্মেঘ জীবনের সুখ ও শান্তির আবহাওয়াতেই ভিক্তর মানুষ হয়েছে। এই ভবিষ্যৎ নাগরিকের সব কিছুই এমন স্বাস্থ্যকর ও পবিত্র, এমন তার শান্ত, স্বচ্ছ দৃষ্টি, বাপের মতই এমন তার আশাপ্রদ ললাট, তার কটা চোখ দুটিতে তার মায়ের মতই এমন কিঞ্চিৎ অবজ্ঞার ভাব; যে, তার বাপ-মা গর্ববোধ করতে এবং তার চমৎকার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশা করতে পারেন।

নীনা ভাসিলিয়েভনা প্রতিদিনই তাঁর চোখের সামনে এক বিরাট সাফল্যকে ক্রমে পূর্ণতালাভ করতে দেখেন: তাঁর ছেলে আরও বেশী সুন্দর, স্নেহময়

ও মনোহর হয়ে উঠছে। সে তাড়াতাড়ি সুষ্ঠুভাবে কথা বলতে শিখেছে, সে আস্থা সহকারে শিশুসুলভ লাবণ্যের সঙ্গে হাঁটছে ও দৌড়চ্ছে। তার রঙ্গ, হাসি আর প্রশ্ন যে কোনও লোকের হৃদয় জয় করতে পারে। এই ছেলে তাঁর কাছে এমন বাস্তব ও জীবন্ত আনন্দ হয়ে ওঠে যে, ভবিষ্যৎ নাগরিকও পশ্চাদপটে কিছুটা মিলিয়ে যায়।

বর্তমান এত চমৎকার লাগে নীনা ভাসেলিয়েভনার কাছে যে তিনি ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করতে চান না। যে জীবনকে তিনি সৃষ্টি করেছেন তাকে বিস্ময়মুগ্ধ প্রশংসা করে ও নিজের মাতৃত্বের বিরাট সাফল্যে গর্বিত হয়ে তিনি শুধু সেই জীবনের পাশে পাশে থাকতে চান। অপরিচিত বহু শিশুকে তিনি দেখেন এবং খুঁটিয়ে পরীক্ষা করেন এবং মানুষের এক দুর্লভ মুক্তির আস্বাদ পেয়ে তিনি খুসী হয়ে ওঠেন : কারোর জন্য তাঁর হিংসা নেই।

এবং অকস্মাৎ তাঁর মনে আরও একটি সমান আশ্চর্য শিশুজীবন সৃষ্টি করার প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগে। তিনি কল্পনা করেন ভিক্তরের পাশে একটি ছোট্ট মেয়ে, মাথায় তার সুন্দর চুল, ললাট তার বুদ্ধিদীপ্ত এবং তার কটা চোখদুটি হাসি ভরা। মেয়েটাকে তিনি ডাকবেন···লিদা বলে। ভিক্তরের সঙ্গে তার আশ্চর্য মিল থাকবে আবার সঙ্গে সঙ্গে তার নিজস্ব কিছু, এমন কিছু যা দুনিয়ায় কখনও ছিল না, কখনও এমনটি ছিল না বলে সেই এমন কিছুকে কল্পনা করা এত কঠিন; সেই এমন কিছু শুধু নীনা ভাসিলিয়েভনার মাতৃসুলভ সুখের দ্বারাই সৃষ্টি হতে পারে।

"পিয়তর, আমি একটি মেয়ে চাই।"

"কার মেয়ে?" বিস্মিত পিয়তর আলেক্সান্দ্রোভিচ প্রশ্ন করলেন।

"আমি একটা কন্যা সন্তান চাই।"

"অর্থাৎ তোমার আর একটি সন্তান জন্মদানের কামনা জেগেছে?"

"না, আমি তাকে বড় হয়ে উঠতে দেখতে চাই। একটা মেয়ে, বুঝেছ? আমার ভবিষ্যৎ মেয়ে।"

"কিন্তু, নীনা, কি করে জানলে যে তোমার মেয়েই হবে? ধর যদি ছেলে হয়?"

নীনা এক মুহূর্ত ভাবল। দ্বিতীয় ছেলে? কিন্তু সে নিশ্চয়ই একটা মেয়ের চাইতে কম চমৎকার হবে না। আর যেমন করে হোক...তার একটা তৃতীয় সন্তান, একটা মেয়েও হতে পারে। কী চমৎকার একটা দল হবে তা হলে!

আনন্দ ও সলজ্জ মেয়েলী আবেগের বন্যায় স্বামীকে সে অভিভূত করে ফেলল।

"শোন, পিয়তর, কী নীরস তুমি, ভয়ংকর নীরস! ভিক্তরের মত একটা ছেলে, বুঝলে? অথচ ঠিক তার মত নয়, অন্য রকম, বুঝলে...তোমার আদুরে বিশেষ রকমের! আর একটা মেয়ে পরে হতে পারে! কী একটা পরিবার হবে তাহলে! ভেবে দেখ একবার কী রকম একটা পরিবার!"

পিয়তর আলেক্সান্দ্রোভিচ তাঁর স্ত্রীর হাতে চুমু খেয়ে একেবারে শুরুতেই যে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকার তাঁকে দেওয়া হয়েছিল সেই শ্রেষ্ঠত্বের ভঙ্গীসহকারে মৃদু হাসলেন।

"নীনা, এটা গুরুতর প্রশ্ন, এটা আলোচনা করা যাক।"

"বেশ, তাই করা যাক তাহলে।"

যে সুন্দর পরিবারের ছবি তাঁর নিজের কল্পনায় এত উজ্জ্বলতা পিয়তরকেও প্রলুব্ধ করবে এবং পিয়তর তার শ্রেষ্ঠত্বের উদাসীনভাব ত্যাগ করবে বলে নীনা ভাসিলিয়েভনা সুনিশ্চয় ছিলেন। কিন্তু কথা বলতে শুরু করে তিনি অনুভব করলেন যে, একটা জীবন্ত ও চমৎকার কিছু বলার পরিবর্তে তিনি সাধারণ কথার মালাগাঁথা উচ্ছ্বাস, অসহায়ভাবে হাত-নাড়া ও প্রাণহীন মেয়েলী বকবকানি ছাড়া কিছুই বলতে পারলেন না। তাঁর স্বামী সস্নেহ দাক্ষিণ্যের সঙ্গে তাঁর দিকে তাকালেন এবং প্রায় একটা আর্তনাদ করেই নীনা নীরব হলেন।

"নীনা, এরকম আদিম প্রবৃত্তির রাস তো ছেড়ে দেওয়া যায় না!"

"প্রবৃত্তি আবার কি? আমি বলছি তোমাকে লোকের কথা, ভবিষ্যৎ লোকেদের কথা

"তোমার কাছে তাই মনে হচ্ছে, কিন্তু আসলে এটা হল প্রবৃত্তি…"

"পিয়তর!"

"সবুর, প্রিয়ে, সবুর কর! এতে লজ্জার কিছুই নেই। এটা চমৎকার প্রবৃত্তি। আমি তোমার কথা বুঝতে পারি, আমি নিজেও এই প্রবৃত্তি অনুভব করি। যে সুন্দর পরিবারের কথা তুমি বলছ তা আমাকেও আকর্ষণ করতে পারে, কিন্তু এর চাইতেও মহৎ, আরও বেশী সুন্দর লক্ষ্য আছে। শোন!"

শিক্ষাগ্রহণ করার মনোভাব নিয়ে নীনা তাঁর মাথা তার স্বামীর কাঁধে রাখলেন। তিনি তাঁর হাতে টোকা দিতে দিতে বইয়ের আলমারীর কাঁচের পাল্লাটার দিকে তাকিয়ে কথা বলতে লাগলেন, যেন পাল্লাটার উজ্জ্বল স্বচ্ছতার পশ্চাতে তিনি যে মহৎ লক্ষ্যগুলির কথা বলছেন সেগুলি তিনি সত্যি সত্যিই প্রত্যক্ষ করছেন।

একটা বড পরিবারে কি করে শুধু একটা গড মানুষই গডে তোলা সম্ভব সে কথাই তিনি বললেন। তিনি বললেন যে, এইভাবে অধিকাংশ সাধারণ মানুষ গড়ে ওঠে, এবং এই কারণেই কদাচিৎ মহৎ মানুষের দেখা মেলে, যে মহৎ মানুষেরা ধূসর ও বর্ণহীন জনতার মধ্যে ভাগ্যবান ব্যতিক্রম। গড় ধরনের মানুষ আরও অনেক বড় হতে পারে এই দৃঢবিশ্বাস তাঁর আছে। কিন্তু একজন বাবা ও একজন মায়ের সমস্ত ভালবাসা, সমস্ত যুক্তিশক্তি, সমস্ত ক্ষমতা যদি উজাড় করে দেওয়া যায় তবেই শুধু একজন মহৎ মানুষকে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হয়। পরিবার শুধু ছেলেমেয়েদের একটা পালমাত্র এবং এই ছেলেমেয়েদের অনিয়মিত যত্ন ও খাওয়ানো, পরানো আর কোনরকম শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করাই হল পরিবার সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা। এই ধারণা ত্যাগ করতে হবে। না, যা দরকার তা হল তোমার ছেলের জন্য গভীর কিছু করা, শিক্ষার সূক্ষ্ম কারুকার্য করা। অনেক ছেলেমেয়ের জন্য এই

ধরনের কাজ করা যায় না। উৎকর্ষের জন্য দায়িত্ব নিতেই হবে। যদি একজনের সৃজনশীল শক্তি কেন্দ্রীভূত করা যায় তবেই উৎকর্ষ সম্ভব।

"কল্পনা কর, নীনা, আমরা একটি মাত্র মানুষই গড়ব, কিন্তু সে প্রচলিত ধরনের হবে না, সে হবে সত্যিকারের প্রতিভাবান মানুষ। জীবনের অলঙ্কার······"

চোখ বুজে নীনা ভাসিলিয়েভনা তাঁর স্বামীর কথা মন দিয়ে শুনছিলেন, স্বামী যখন তাঁর হাত তুলছিলেন তখন তাঁর কাঁধের সামান্য নড়াচড়া অনুভব করছিলেন, দেখছিলেন তাঁর স্বামীর কোমল গোঁফের অগ্রভাগ। শিশুদের সুন্দর দলটির ছবি মিলিয়ে গেল কুয়াসার মধ্যে, তার জায়গায় দেখা দিল প্রতিভাবান, সাহসী, চমৎকার ও সুশিক্ষিত এক তরুণের ছবি—এক বিরাট জননেতা এবং ভবিষ্যতের এক মহামানবের ছবি। অতীতের এক পরীর গল্পের মূর্তির মতই, ছায়াছবির পর্দায় আঁকা ছবির মতই এই মূর্তি, কেমন যেন রক্তমাংসহীন। তাঁর গতকালের স্বপ্ন এর চাইতে আরও জীবন্ত ও মনোরম ছিল, কিন্তু তাঁর স্বামীর কল্পকথা এবং তাঁর কণ্ঠস্বর ও চিন্তার ধারা—যার শক্তি ও সাহসিকতা নীনার কাছে এখনও নতুন বলে ঠেকে—এবং পুরুষের শক্তিতে বিশ্বাস রাখার বহু যুগের মেয়েলী অভ্যাস—সব কিছু মিলে এমন একটা সুসমঞ্জস সমগ্রতার সৃষ্টি করল যাকে নীনা ভাসিলিয়েভনা প্রতিরোধ করতে চাইলেন না। গভীরভাবে গোপন-করা দুঃখের সঙ্গে তিনি তাঁর মাতৃসুলভ স্বপ্নকে বিদায় দিলেন।

"আচ্ছা, প্রিয়, আচ্ছা। তোমার দৃষ্টি আরও দূরে যায়। তুমি যেমন ভাবছ তাই হবে। কিন্তু···এর অর্থ···আমাদের আর ছেলেপিলে হবে না?"

"নীনা! আর হবে না। কখনও না।"

সেদিন থেকে নীনা ভাসিলিয়েভনার জীবনে একটা পরিবর্তন এল। তাঁর চারপাশের সব কিছুই আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল, জীবনটা আরও বুদ্ধিচালিত ও দায়িত্বশীল হয়ে উঠল, যেন এই তিনি অবশেষে তাঁর পুতুলগুলি একপাশে সরিয়ে রেখে চিরকালের জন্য তাঁর শান্ত কুমারীজীবনের কাছ থেকে

বিদায় নিয়ে এলেন। আশ্চর্য বলে মনে হতে পারে, কিন্তু মায়ের সৃজনশীল কর্তব্য পরিহার করেই তিনি এখন মায়ের পরিশ্রমের গুরুভার অনুভব করতে লাগলেন।

এখন ভিক্তর তাঁকে স্বতন্ত্র ধরনের আনন্দ দেবে। আগেও সে ছিল তাঁর নয়নের মণি এবং তাকে হারানোর কথা তিনি ভাবতেই পারতেন না, কিন্তু আগে তার জীবন্ত আনন্দ, জীবনের সকল আনন্দ সৃষ্টি করত, যেন তার সত্তায় ছিল কোন আশ্চর্য এক সঞ্জীবনী রশ্মি। এখন একমাত্র সে-ই থাকল, আগের মতই প্রিয় ও সুন্দর, কিন্তু সে ছাড়া কিছুই রইল না, কোন স্বপ্ন নয়, কোন জীবন নয়। এতে ভিক্তর আরও প্রিয়তব, আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠল, কিন্তু ভালবাসার সঙ্গে সঙ্গে মনে ঢুকল ভয় আর সেই ভয় তাঁর মনকে আচ্ছন্ন করে দিল। প্রথমে এটা কি ধরনের ভয় অথবা এটা যুক্তিসঙ্গত ও প্রয়োজনীয় কিনা নীনা ভাসিলিয়েভনা তা চিন্তা করারও চেষ্টা করলেন না। শুধু যখনই তিনি তাঁর ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেন তখনই তিনি কখনও আবিষ্কার করেন—একটা সন্দেহজনক পাণ্ডুরতা, কখনও একটা শিথিলতা, কখনও বা তার চোখে দেখেন নির্জীবতা। তিনি সন্দিগ্ধ সতর্কতার সঙ্গে ছেলের মেজাজ, তার ক্ষুধা লক্ষ্য করতে লাগলেন এবং প্রত্যেকটি তুচ্ছ বিষয়ে তিনি সর্বনাশের পূর্বলক্ষণ কল্পনা করতে শুরু করলেন।

প্রথমে অনুভূতিটা হল তীব্র। তারপর সেটা কেটে গেল। ভিক্তর বড় হয়ে উঠল এবং তাঁর ভয়েরও পরিবর্তন ঘটল। এই অনুভূতিগুলো অকস্মাৎ জাগে না; এবং জাগতেই তার হৃদয় হিমশীতল হয়ে পড়ে না, মূর্ছা যাওয়ার মত অবস্থার সৃষ্টি হয় না। এই অনুভূতি পরিণত হল ভয়ে, এবং ভয় একটা অভ্যাসের মত তাঁর দৈনন্দিনজীবনের এক অঙ্গ হয়ে দাঁড়াল।

স্ত্রীর জীবনে খারাপ কিছু ঘটছে এটা পিয়তর আলেক্সান্দ্রোভিচের নজরেই পড়ল না। তাঁর মধুর অবজ্ঞার ভাব অন্তর্হিত হয়েছে, মুখের শান্ত কোমল রেখাগুলি রূপান্তরিত হয়েছে কঠিন সুন্দর কাঠামোতে, তাঁর পিঙ্গল

চোখছুটি তরল দীপ্তি হারিয়ে আরও পরিষ্কার ও স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে। এ সম্বন্ধে ভেবে পিয়তর একটা ব্যাখ্যায় উপনীত হয়েছিলেন: জীবন এগিয়ে চলেছে এবং যৌবন ফুরিয়ে আসছে, আর একই সঙ্গে মিলিয়ে যাচ্ছে সৌন্দয ও মুখের কোমলতা। কিন্তু সব কিছুই চমৎকার চলেছে। জীবনের ভাণ্ডারে আছে নতুন নতুন ঐশ্বর্য, কে জানে, হয়তো তা যৌবনের ঐশ্বর্যের চাইতে আরও নিখুঁত। স্ত্রীর মনে যে নতুন উদ্বেগ জেগেছে তা তিনি লক্ষ্য করেছেন, কিন্তু তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, এও আশীর্বাদ স্বরূপ—হয়ত উদ্বেগ মায়ের সুখের সারবস্তু।

নিজের মনে তাঁর ভয়ের লেশমাত্র তিনি অনুভব করেননি। তাঁর কাজ আর তাঁর ছেলের মধ্যে তিনি তাঁর সময়টুকু ভাগ করে নিয়েছেন কঠোরভাবে। উভয় বিভাগেই সত্যিকারের মানুষের প্রচেষ্টা অনেক পরিমাণে ব্যয়িত হয়েছে। প্রতিদিনই ভিক্তর নতুন নতুন উজ্জ্বল সম্ভাবনাকে প্রকাশ করেছে। পিয়তর আলেক্সান্দ্রোভিচের মনে হয়েছে তিনি যেন প্রাকৃতিক সম্পদ ও অপ্রত্যাশিত সৌন্দযে পূর্ণ এক নতুন দেশ আবিষ্কার কবে চলেছেন। এই সমস্ত প্রাচুর্য তিনি স্ত্রীকে দেখাতেন, আর স্ত্রীও তাঁর সঙ্গে একমত হতেন।

তিনি তাঁর স্ত্রীকে বলতেন: "দেখ, আমরা ছেলেটাকে নিয়ে কত করছি।"

তাঁর স্ত্রী তাঁর দিকে তাকিয়ে হাসতেন, আব তিনি স্ত্রীর কঠিন স্বচ্ছ চোখে দেখতে পেতেন আনন্দেব হাসি, কদাচিৎ দেখা যেত বলেই এ হাসি আরও সুন্দর মনে হত। ভিক্তর দ্রুত উন্নতি করতে লাগল। পাঁচবছব বয়সে সে নির্ভুলভাবে রুশ ও জার্মাণ বলত, দশবছর বয়সে চিরায়ত সাহিত্যের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটল, বারোবছর বয়সে শীলারের মূল রচনা পড়তে পডতে সে মুগ্ধ হয়ে যেত। পিযতর আলেক্সান্দ্রোভিচ চলেছেন তাঁর ছেলের পাশে পাশে এবং বিস্মিত হয়েছেন ছেলের দ্রুতগতিতে। তার মানসিক শক্তির ক্লান্তিহীন ঔজ্জ্বল্যে, তার প্রতিভার গভীরতায় এবং চিন্তা ও শব্দ সমাবেশের অতি কঠিন ও অতি সূক্ষ্ম পরিবর্তনকে সহজে আয়ত্ত করার ক্ষমতায় তাঁর পুত্র তাঁর চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিল।

ভিক্তর যতই বড হয়ে উঠতে লাগল ততই তার চরিত্র সুনির্দিষ্ট হয়ে উঠল। তার চোখে যৌবনের স্বতঃস্ফূর্ততার দীপ্তি দ্রুত মিলিয়ে গেল; প্রায়ই তার চোখে বেশী বেশী করে প্রকাশ পেতে লাগল যুক্তি-নিয়ন্ত্রিত সংযম এবং গুণ-গ্রাহিতা। এর মধ্যে পিয়তর আলেক্সান্দ্রোভিচ সানন্দে লক্ষ্য করলেন তাঁর নিজের বিশ্লেষণের বিরাট ক্ষমতার নিদর্শন। ভিক্তর কখনও দুর্ব্যবহার করত না, লোকের সঙ্গে তার ব্যবহার ছিল সহৃদয় ও ভদ্রতাপূর্ণ। কিন্তু তার মুখের ভাবভঙ্গীতে শীঘ্রই ফুটে উঠল তার "একান্তই নিজের" সবজান্তা অবজ্ঞার ভাব, অনেকটা তার মায়ের যৌবনকালের হাসির মত, কিন্তু আরও কঠিন এবং আরও অনাসক্ত।

এই সবজান্তা অবজ্ঞা প্রকাশ পেত শুধু বাইরের দুনিয়ার প্রতি নয়, তার মা-বাপের প্রতিও। বাপ-মায়ের কষ্টসাধ্য আত্মত্যাগ, পিতৃমাতৃসুলভ আনন্দ ও সাফল্যের সঠিক মূল্য ভিক্তর পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করত। সে ভালভাবেই জানত যে, তার বাপ-মা তার জন্য এক অ-সাধারণ কর্মজীবনের পথ প্রস্তুত করেছেন, এবং সে বোধ করত যে তার অ-সাধারণ হবার সামর্থ্য আছে। তার জন্য তার মায়ের ভয় সে লক্ষ্য কবেছিল এবং বুঝেছিল; সে দেখেছিল যে এই ভয় কত শোচনীয়ভাবে ভিত্তিহীন, তাই সে বুঝদারের হাসি হাসত। তার বাপ-মায়ের স্নেহ, যত্ন ও বিশ্বাসের একমাত্র পাত্র ভিক্তরের ভুল হয় নি: সে হল পরিবারের কেন্দ্র, তার একমাত্র নীতি, তার ধর্ম। অল্প বয়সে জাগ্রত সেই একই বিশ্লেষণ-শক্তি এবং ইতিমধ্যেই বয়স্কের অনুশীলিত যুক্তির দ্বারা সে ঘটনাবলীর কার্যকারণ-সম্বন্ধ স্বীকার করে নিয়েছিল: তার বাপ-মা তার চারপাশে অসহায় উপগ্রহের মতই আবর্তিত হচ্ছেন। এটা একটা সুবিধা-জনক অভ্যাস এবং মনমত রুচিতে পরিণত হল। এতে বাপ-মা খুসী হতে পারলেন; ভদ্র সংযমে অভ্যস্ত ছেলেও তাঁদের বিরোধিতা না করার জন্য প্রস্তুত ছিল।

ইস্কুলে সে চমৎকার উন্নতি করল এবং সকলকে পিছনে ফেলে গেল। শুধু সামর্থ্যের দিক থেকে নয়, জীবনের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকেও তার

সাথীরা তার চেয়ে দুর্বল ছিল। তারা সাধারণ ছেলে, বেশী কথা বলে, খেলার মাঠে সেকেলে খেলা এবং নকল লড়াইয়ে আনন্দ পেয়ে তারা সহজেই উত্তেজিত হয়ে ওঠে। ভিক্তর সহজেই স্কুল-জীবন অতিক্রম করে গেল। ছোটখাট লড়াইয়ে সে শক্তির অপব্যয় করল না এবং আকস্মিক কোন উৎসাহে সে শক্তি ক্ষয় করল না।

সুখেই বয়ে চলল কেতভের পারিবারিক জীবন। নীনা ভাসিলিয়েভনা তাঁর স্বামীর বিচারবুদ্ধির যাথার্থ্য স্বীকার করলেন : চমৎকার মানুষ হিসেবেই তাঁদের ছেলে বড় হয়ে উঠছে। অতীতের স্বপ্নগুলির জন্য তাঁর অনুশোচনা ছিল না। যে গভীর স্নেহ তাঁর কল্পনায় একটি বৃহৎ সুখী পরিবারের ছবি একদা এঁকে দিয়েছিল তা এখন ভিক্তরের জন্য ভাবনায় পরিণত হয়েছে। এই ভাবনায় অন্ধ হয়ে তিনি তাঁর ছেলের শান্ত সংযমের সূচনা প্রত্যক্ষ করলেন না, তিনি তাকে ধরে নিলেন শক্তির একটা লক্ষণ হিসেবে। তিনি লক্ষ্য করলেন না যে, তাঁদের পরিবারে সুশৃঙ্খল যুক্তিনিষ্ঠ জীবন ও প্রাণহীন কথা স্নেহ ভালবাসাকে আসনচ্যুত করেছে। তিনি অথবা তাঁর স্বামী কেউ-ই দেখতে পেলেন না যে একটা বিপরীত প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে : ছেলের মধ্যে গড়ে উঠতে শুরু করেছে বাপ-মায়ের ব্যক্তিত্ব। কোন তত্ত্ব বা লক্ষ্য ছাড়াই চলতি দৈনন্দিন বাসনার দ্বারা পরিচালিত হয়ে সে অচেতনভাবে এই ব্যক্তিত্বকে গড়ে তুলেছে।

তার শিক্ষকদের ইঙ্গিতেই ভিক্তর নবম শ্রেণী "টপ্‌কে পার" হয়ে বিজয়োল্লাসে অগ্রসর হল বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে। তার বাপ-মা রুদ্ধশ্বাসে জয়পূর্ণ সমাপ্তি দেখবার জন্য গলা বাড়িয়ে দিলেন। এই সময় নীনা ভাসিলিয়েভনা ক্রীতদাসীর মত তাঁর ছেলের সেবাযত্ন করতে লাগলেন। এই সময় কেতভ পরিবারে বিস্ময়করগতিতে শক্তিসমূহের পুনর্বিন্যাস সম্পূর্ণ হল, এবং আর দেরী না করেই ছেলেকে শিক্ষা দেবার সূক্ষ্ম কারুকর্ম আপনা থেকেই থেমে গেল। বাবা, তখনও নিজেকে বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে ছেলের সঙ্গে আলোচনা করতে দেন বটে, কিন্তু তাঁর সেই আগের আস্থাপূর্ণ শ্রেষ্ঠত্ববোধ আর নেই; এ

ছাড়া তিনি এমন একজনের সঙ্গে আলোচনা করছেন না যার শিক্ষালাভের প্রয়োজন আছে।

ভিক্তরের কোমসোমোলের[১] সভ্যপদ আপনাআপনিই খারিজ হয়ে গেল। ঘটনাক্রমে কথাবার্তার মধ্যে পিয়তব আলেক্সান্দ্রোভিচ এ খবর জানতে পারলেন এবং নিজেকে বিস্মিত হতে দিলেন।

"তুমি কি কোমসোমোল ছেড়েছ? আমি বুঝতে পারছি না, ভিক্তর···"

ভিক্তর তাকাল, দৃষ্টি তার বাবার উপর পড়েনি, বাবাকে ছাড়িয়ে অন্য দিকে পড়েছে। তার অল্প ফোলা মুখে ফুটে উঠল মৃদু হাসি যা এখন সব সময় তার মুখে লেগে থাকে, ইউনিফর্মের মত যার পরিবর্তন হয় না—যে হাসি প্রকাশ করে ভদ্র উত্তেজনা ও ঔদাসীন্য।

শান্তভাবে সে বলল: "আমি ছাড়িনি, আপনা থেকেই আমার সভ্যপদ খারিজ হয়ে গেছে। এও স্বাভাবিক ব্যবস্থা।"

"কিন্তু তুমি কোমসোমোলে নেই এখন?"

"এটা অসাধারণ রকমের নির্ভুল সিদ্ধান্ত, বাবা। যদি আপনা থেকেই আপনার সভ্যপদ খারিজ হযে যায় তাহলে আপনি আর কোমসোমোলে থাকতে পারেন না।"

"কিন্তু কেন?"

"কি জানেন, বাবা? আমি বুঝি যে, এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনায় আপনি স্তম্ভিত হয়ে যেতে পারেন। আপনাদের কালে এ সব ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ···"

"তোমাদের সময় তা কি নেই?"

"আমরা আমাদের মত চলি।"

তখনও হাসতে হাসতে ভিক্তর অন্যকিছু ভাবতে শুরু করল এবং মনে হল তার বাবার কথা ভুলেই গেল। পিয়তর আলেক্সান্দ্রোভিচ কেসে তাঁর

১ সোবিয়েত দেশের কমিউনিস্ট যুব-সংগঠন—অনুবাদক

সামনে পড়ে-থাকা আফিসের ফাইলের পাতা ওল্টাতে শুরু করলেন। এটা করার সময় তিনি নিজের মনোভাবটা পরীক্ষা করে দেখলেন এবং আতঙ্ক, ভয় বা অতি-বিস্ময় কোনটিই আবিষ্কার করতে পারলেন না। মুহূর্তের জন্য তিনি আফিসের কথা ভাবলেন, তাঁর সহকারীর যে ছেলেটি কখনও কোমসোমোলে যোগ দেয়নি তার কথা ভাবলেন, তারপর দ্বন্দ্ববাদ সম্পর্কে তাঁর মনে অনুরূপ চিন্তার উদয় হল। প্রত্যেক নতুন পুরুষ তাদের পূর্বপুরুষ থেকে স্বতন্ত্র হয়। এটা খুবই সম্ভব যে কোমসোমোল ভিক্তরের চাহিদা মেটাতে পারেনি। ঠিক এই সময় সে অঙ্কে যে রকম উল্লেখযোগ্য ব্যুৎপত্তি দেখাচ্ছে তা হিসাবের মধ্যে ধরলে এটা বিশেষভাবেই মনে হয়।

সতেরো বছর বয়সে, বিশেষ অনুরোধে, ভিক্তরকে গণিত বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি করে নেওয়া হল। অচিরেই তার পাণ্ডিত্য, তার প্রতিভা এবং গণিত-বিজ্ঞানের গভীর তত্ত্বে তার সম্যক অধিকার অধ্যাপকদের স্তম্ভিত করে দিতে থাকে। প্রায় এই ব্যাপার লক্ষ্য না করেই পিয়তর আলেক্সান্দ্রোভিচ তাঁর পাঠকক্ষটি ছেলেকে ছেড়ে দিলেন। এর পর পাঠকক্ষটি রূপান্তরিত হল এক পবিত্র বেদীতে, যেখানে উচ্চস্তরের এক মানুষের আবির্ভাব হতে লাগল। এই মানুষটি হলেন ভিক্তর কেতভ—গণিত-বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল জোতিষ্ক, নতুন এক পুরুষের প্রতিনিধি যে পুরুষ মানবজাতির ইতিহাসে নিঃসন্দেহে বিদ্যুৎগতিতে অগ্রগমন ঘটাবে। গোপন ধ্যানে পিয়তর আলেক্সান্দ্রোভিচ পূর্বাহ্নেই দেখতে পেলেন যে নতুন পুরুষের কার্যাবলী এবং অগ্রগতি সত্যই বিস্ময়কর হবে; তিনি এবং তাঁর মত আর যাঁরা আছেন তাঁরা এর জন্য পথ পরিষ্কার করে ভালই করেছেন এবং বিশেষ করে তিনি গুণের কেন্দ্রের উপর সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করার সম্পর্কে বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের দ্বারা ভিক্তরের মত এমন এমন একটি প্রতিভার পথ নির্ধারিত করে দিয়েছেন। পিয়তর আলেক্সান্দ্রোভিচের মনে নতুন পিতৃসুলভ গর্ব জেগে উঠল, কিন্তু তাঁর বাহ্য আচরণ পরনির্ভরতার লক্ষণগুলির দ্বারা কিছুটা পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হয়ে গেল। তিনি প্রায় শ্রদ্ধার অতীন্দ্রিয় স্বরে "ভিক্তর" কথাটি উচ্চারণ করতে শুরু

করলেন। আজকাল যখন তিনি কাজ সেরে বাড়ি ফেরেন তখন আর চারদিকে হর্ষোৎফুল্ল দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন না, আর ঠাট্টা তামাসা করেন না, হাসেন না। তাঁর স্ত্রীকে লক্ষ্য করে তিনি নীরবে মাথা নাড়েন এবং ছেলের ঘরের বন্ধ-করা দরজার দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করেন :

"ভিক্তর কি বাড়িতে আছে?"

"ও পড়াশোনা করছে" নীনা ভাসিলিয়েভনা জবাব দেন শান্তভাবে।

পিয়তর আলেক্সান্দ্রোভিচ কোথাও পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের উপর ভর দিয়ে চলতে শিখেছেন। হাত দুটো দিয়ে সমতা বজায় রেখে তিনি আস্তে আস্তে দরজার কাছে পৌঁছে সাবধানে ঠেলে দরজাটা ফাঁক করেন।

"আসতে পারি?" ঘরের মধ্যে শুধু মাথাটা ঢুকিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করেন।

গর্বিত ও বিজয়ীর মনোভাব নিয়ে ছেলের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তিনি চাপা গলায় বলেন : "ভিক্তর ভালই পড়াশোনা করছে। চমৎকার ভাবেই করছে। ওকে ওরা অধ্যাপক পদের জন্য তৈরী করার জন্য বেছে নিয়েছে।"

নীনা ভাসিলিয়েভনা সবিনয়ে হাসলেন।

"কী চমৎকার। কিন্তু আমার ভাবনা হচ্ছে, বুঝলে। মনে হয় ও একটু বেশী মোটা হয়ে পড়েছে। বড় বেশী খাটছে। ওর বুকটার জন্য আমার ভয় হয়।"

পিয়তর আলেক্সান্দ্রোভিচ ভীতভাবে স্ত্রীর দিকে তাকালেন।

"ওটা কি একটা রোগ বলে তোমার মনে হয়?"

"আমি জানি না, তবে আমার ভয় হচ্ছে......"

এই হল নতুন ভাবনা এবং নতুন আশঙ্কার সূচনা। কয়েক দিন ধরে বাপ-মা তাঁদের ছেলের মুখ লক্ষ্য করেন এবং আনন্দ, ভক্তি ও ভয়ের এক মিশ্রিত ভাব তাঁরা অনুভব করেন। তারপর দেখা দেয় নতুন উল্লাস এবং নতুন আশঙ্কা; তারা জীবনকে পূর্ণ করে দেয়, জোয়ারের তরঙ্গের মত উপচে উঠে জীবনের দুই কূল তারা ভাসিয়ে দেয়, জীবনের ছোটখাট ঘটনাগুলিকে

দৃষ্টি থেকে আড়াল করে রাখে। এই তথ্য গোপন থেকে যায় যে, তাঁদের ছেলে অনেকদিন আগেই স্নেহ-মমতা হারিয়েছে, সে কখনও স্বাগত সম্ভাষণ করে না, তার বাবার যেখানে একটি মাত্র ব্যবহার-জীর্ণ স্যুট আছে সেখানে তার আছে দুটি নতুন স্যুট, তার মা তার স্নানের ব্যবস্থা করে দেন এবং স্নান হয়ে গেলে সব পরিষ্কার করেন কিন্তু ছেলে কখনও তাঁকে 'ধন্যবাদ' জানায় না। বাপ-মা বুড়ো হয়ে আসছেন এবং গুরুতর পীড়ার আশঙ্কাজনক লক্ষণ সত্যি-সত্যিই দেখা যাচ্ছে এও গোপন থাকছে।

ভিক্তর তার এক সতীর্থের শেষকৃত্যে যোগ না দিয়ে বাড়ি বসে বই পড়ছে। পিয়তর আলেক্সান্দ্রোভিচ বিস্ময়ের সঙ্গে এটা লক্ষ্য করলেন।

"তুমি শেষকৃত্যের সময় ছিলে না?"

"না, আমি ছিলাম না," বই থেকে চোখ না তুলেই ভিক্তর জবাব দিল।

পিয়তর আলেক্সান্দ্রোভিচ তীব্রদৃষ্টিতে ছেলের দিকে তাকালেন এবং এমন কি মাথাও নাড়লেন—তিনি এত বিরক্তি ও অস্বস্তি বোধ করছিলেন। কিন্তু এই ভাবটাও কেটে গেল এবং গ্রীষ্মের সমৃদ্ধ দিনগুলিতে যেমন খারাপ সময়ের কথা লোকে ভুলে যায় তেমনি ভাবেই এই ভাব বিস্মৃত হয়ে গেল।

একটা নতুন জিনিসের চাঞ্চল্যকর আবির্ভাব ও বাপ-মায়ের চোখে পড়ল না। পড়াশোনা ভিক্তর যত চমৎকার ভাবেই করুক না কেন আনন্দ উপভোগ থেকেও সে নিজেকে বঞ্চিত করেনি। সে প্রায়ই বেরিয়ে যেত এবং কখনও কখনও সে ফিরত মদের গন্ধ ও নারীর সুগন্ধ বহন করে। তার অবিরাম হাসিতে ভেসে বেড়াত স্মৃতি, কিন্তু বাপ-মাকে তার এই নতুন জীবন সম্পর্কে একটি কথাও কখনও সে বলত না।

ছেলে যখন চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে উঠল তখন পিয়তর আলেক্সান্দ্রোভিচ পাকস্থলীর ক্ষতরোগে আক্রান্ত হলেন। পাণ্ডুর হয়ে গেলেন তিনি, ওজন কমে গেল। ডাক্তাররা অস্ত্রোপচার করতে বললেন এবং তাঁকে আশ্বাস দিলেন যে এতে রোগ সম্পূর্ণ নিরাময় হবে। কিন্তু তাঁর স্বামীর পাকস্থলী থেকে একটা টুকরো কেটে নেওয়া হবে এই কথা ভেবেই নীনা ভাসিলিয়েভনা মূর্ছা

গেলেন। ভিক্তর যথারীতি তার নিজের দূরবিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করতে লাগল। হয় সে তার ঘরে থাকত আর না হয় একেবারে বাড়ি ছেড়ে চলে যেত।

অস্ত্রোপচার সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্তে পৌছানো গেল না। পিয়তর আলেক্সান্দ্রোভিচের একজন পুরাতন বন্ধু, সুপরিচিত একজন সার্জেন, রোগীর পাশে আরামকেদারায় বসে থেকে থেকে চটে গেলেন। এই দুর্ভাগ্যের সময় তিনি যে কি করবেন নীনা ভাসিলিয়েভনা তা বুঝতে পাবলেন না।

ভিক্তর এল দুরন্তভাবে সেজেগুজে, সেন্টের গন্ধ ছড়িয়ে। তার হাসির অথবা তার ভাবভঙ্গীর কোন রকম পরিবর্তন না করে সে সার্জেনেব করমর্দন করে বলল: "এখনও রোগীর চেয়ারে বসে? কি খবর?"

পিয়তর আলেক্সান্দ্রোভিচ উৎফুল্লভাবে ছেলের দিকে চাইলেন।

"আমরা অপারেশনের কথা ভাবছি। উনি আমাকে বোঝানোর চেষ্টা করে চলেছেন · · "

ভিক্তর তার অভ্যস্ত হাসি হেসে বাবাকে বাধা দিল।

"বাবা, পাঁচ রুবল হবে তোমার কাছে? "সুপ্ত সুন্দরী" দেখার জন্যে একটা টিকিট কিনেছি · যদি দরকার হয। আমি তো দেউলে।"

পিয়তর আলেক্সান্দ্রোভিচ জবাবে বললেন: "বেশ, তোমার কাছে আছে কিছু, আছে না, নীনা? ও কেবলই বলছে যে এটা করা উচিত, কিন্তু নীনা ভয় পাচ্ছে আর আমি যে কি করব তা বুঝতে পারছি না · ·· "

"ভয় পাওয়াব কি আছে? টাকা পেয়েছ," ভিক্তর তার মায়ের কাছ থেকে পাঁচ রুবল নিতে নিতে বলল, "টাকা না থাকলে থিয়েটারে একটু বিশ্রী ঠেকে, বুঝলে ....."

"কার সঙ্গে যাচ্ছ?" নিজের আলসারের কথা ভুলে গিয়ে পিয়তর আলেক্সান্দ্রোভিচ জিজ্ঞাসা করলেন।

"এই একজনের সঙ্গে," ছেলেও জবাব দিল বাবার আলসারের কথা ভুলে গিয়ে এড়িয়ে যাবার মত ভাবে "আমি চাবিটা নিয়ে যাব, মা, আমার দেরী হতে পারে।"

মনোযোগ সহকারে সার্জেনকে নমস্কার জানিয়ে এবং তার স্বাভাবিক হাসি হেসে সে বিদায় নিল।

আর বাপ-মাকে দেখে মনে হল যেন অসাধারণ কিছুই ঘটে নি।

কয়েকদিন পরে পিয়তর আলেক্সান্দ্রোভিচের অসুখ সাংঘাতিকরকম বাড়ল। শয্যাগত অবস্থায় তাঁকে দেখে তাঁর সার্জেনবন্ধু চেঁচামেচি লাগিয়ে দিলেন।

"তোমরা কি ? লেখাপড়া জানা লোক, না অসভ্য ?"

আস্তিন গুটিয়ে তিনি দেখলেন, শুনলেন, কাশলেন এবং গালমন্দ করলেন। নীনা ভাসিলিয়েভনা দৌড়ে ডাক্তারখানায় গিয়ে কিছু ওষুধ চাইলেন। ফিরে যখন এলেন তখন ভয়ে তিনি বিবর্ণ হয়ে গেছেন।

"কেমন আছেন উনি ?" কেবলই জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন তিনি। আর তাকাতে লাগলেন কেবলই ঘড়ির দিকে কখন আটটা বাজবে তারই প্রতীক্ষায়—আটটার সময় ওষুধ পাওয়া যাবে। মাঝে মাঝে ছুটে যেতে লাগলেন রান্নাঘর থেকে বরফ আনবার জন্য।

ভিক্তর তার ঘর থেকে বেরিয়ে সামনের দরজার দিকে এগোচ্ছিল। রান্নাঘর থেকে আসার সময় তার মা পড়লেন তার সামনা সামনি। ক্লান্ত কম্পিতকণ্ঠে তিনি শুরু করলেন : "ভিক্তর তুমি বোধহয় ডাক্তারখানায় যাবে। ওষুধটা তৈরী হয়ে গেছে এতক্ষণ আর…দামও দেওয়া আছে। ওঁকে ওষুধটা খাওয়াতেই হবে।"

উস্কোখুস্কো চুলওয়ালা মাথাটা বালিসের উপর ঘুরিয়ে পিয়তর আলেক্সান্দ্রোভিচ ছেলের দিকে তাকালেন এবং জোর করে হাসলেন। পাকস্থলীতে ক্ষত হলেও বড়-হয়ে-ওঠা প্রতিভাবান ছেলের দিকে তাকিয়ে দেখা সুখকর বৈ কি। ভিক্তরও তার মায়ের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল : "না, আমি পারব না। আমি ব্যস্ত। আমি চাবিটা নেব।"

সার্জেন লাফ দিয়ে ছুটে গেলেন তাদের দিকে। কি যে তিনি করতে যাচ্ছেন তা পরিষ্কার বোঝা গেল না, তবে মুখ তার বিবর্ণ হয়ে গেছে। যা হোক তিনি

শুধু অত্যন্ত সহৃদয় ও সহজভাবে বললেন: "ওকে আর কেন বিরক্ত করা? নিশ্চয়ই আমি ওষুধটা আনতে পারব। এ তো একটা সামান্য ব্যাপার।"

তিনি নীনা ভাসিলিয়েভনার হাত থেকে প্রেসক্রিপশনটা ছিনিয়ে নিলেন। ভিক্তর দরজায় তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল।

সে বলল: "আপনি বোধহয় অন্য দিকে যাচ্ছেন, তাই না? আমি যাচ্ছি শহরের মাঝখানে।"

"অবশ্যই", নীচে দৌড়ে নামতে নামতে ডাক্তার জবাব দিলেন।

ওষুধ নিয়ে যখন তিনি ফিরলেন তখনও বালিসের উপর উস্কোখুস্কো মাথা রেখে পিয়তর আলেক্সান্দ্রোভিচ একই ভাবে শুয়েছিলেন একদৃষ্টিতে তাঁর উজ্জ্বল জ্বরতপ্ত চোখে ভিক্তরের ঘরের দিকে তাকিয়ে। তিনি তাঁর বন্ধুকে ধন্যবাদ দিতে ভুলে গেলেন এবং মোটের উপর সেদিন সারা সন্ধ্যাটা তিনি তেমন কিছু কথাই বললেন না। শুধু যখন তাঁর বন্ধু চলে যাচ্ছেন তখন তিনি স্থিরসিদ্ধান্তের সুরে বললেন: "অপারেশন কর···আমি কিছুই গ্রাহ্য করি না।"

নীনা ভাসিলিয়েভনা বসে পড়লেন চেয়ারে। তাঁর জীবনে আনন্দ কোথায় শেষ হল আর দুঃখ কোথায় শুরু হল তার সীমারেখা টানা এত কঠিন হয়ে উঠেছে। আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিতভাবে মনে হয় আনন্দ আর দুঃখ একই রকম।

প্রসঙ্গতঃ বলা যায় যে, অস্ত্রোপচার সফল হয়েছিল।

একমাত্র পুত্র—রাজপুত্র সম্পর্কে বিষাদময় কাহিনীগুলির মধ্যে আমি মাত্র একটি কাহিনী বললাম। এমন অনেক কাহিনী আছে। একমাত্র সন্তানের বাপ-মায়েদের আমার উপর মারমুখো হয়ে ওঠার প্রয়োজন নেই, কারণ তাঁদের ভয় দেখানোর বাসনা আমার নেই। যা আমি নিজে ঘটতে দেখেছি তাই শুধু আমি বলছি।

এই ধরনের পরিবারগুলিতে ভাল দৃষ্টান্তও দেখতে পাওয়া যায়। কোন কোন বাপ-মায়ের অতিপ্রাকৃত অনুভবশক্তি থাকে! এই অনুভবশক্তি তাঁদের

সঠিক পারিবারিক মনোভাব সৃষ্টি এবং তাঁদের পুত্রের জন্য সাথীত্ব সংগঠিত করার ক্ষমতা যোগায়। ভাই-বোনের অভাব এতে কিছুটা পরিমাণে পূরণ হয়। অবিবাহিত মা অথবা মৃতদার বাপেদের একমাত্র সন্তানদের মধ্যে চমৎকার চরিত্র আমি আমাদের দেশে অনেক সময়েই দেখতে পেয়েছি। এই ক্ষেত্রে বড় রকমের ক্ষতি অথবা নিঃসঙ্গতার সন্দেহাতীত কষ্ট বাপ-মায়ের জন্য ছেলেমেয়েদের ভালবাসা ও সেবায় প্রবল উদ্দীপনা যোগায় এবং অহং-বোধের প্রসারে বাধা দেয়। কিন্তু এই সকল দৃষ্টান্তের উৎপত্তি হয় শোকের আবহাওয়ায়। এটা অস্বাস্থ্যকর এবং এতে একমাত্র সন্তানের সমস্যার কোন সমাধানই হয় না। একটি শিশুর উপর বাপ-মায়ের ভালবাসা কেন্দ্রীভূত করা একটা ভয়ঙ্কর ভুল।

বড় বড় পরিবারগুলির ছেলেমেয়েদের বিরাট সাফল্য প্রমাণ করার জন্য লক্ষ লক্ষ দৃষ্টান্ত—হ্যাঁ, লক্ষ লক্ষ—দেখানো যেতে পারে। আর পক্ষান্তরে, একমাত্র সন্তানদের সাফল্য অত্যন্ত বিরল, দুর্লভ। ব্যক্তিগতভাবে আমার যতটুকু জানা আছে তাতে আমি বলতে পারি যে, একেবারে বল্গাহীন যে অহংবোধ শুধু বাপ-মায়ের সুখশান্তি নষ্ট করে না, ছেলেমেয়েদের সাফল্যও নষ্ট করে দেয়। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই একমাত্র পুত্র অথবা কন্যাদের মধ্যে আমি তেমন অহংবোধের সম্মুখীন হয়েছি।

আমাদের পরিবারগুলির মত একমাত্র সন্তান বুর্জোয়া পরিবারে এমন ধরনের সামাজিক বিপদ সৃষ্টি করে না, কারণ এই সমাজের চরিত্রটাই এমন যে তা একমাত্র সন্তানের মধ্যে যে সব গুণের বিকাশ ঘটানো হয় সেগুলির বিরোধী হয় না। আনুষ্ঠানিক শিষ্টতার আবরণে ঢাকা চরিত্রের আবেগহীন রূঢ়তা, সহানুভূতির দুর্বল উচ্ছ্বাস, ব্যক্তিগত অহমিকার অভ্যাস, ধীর বিবেচনা প্রসূত উন্নতি প্রচেষ্টা এবং নৈতিক ক্ষেত্রে এড়িয়ে-চলার মনোভাব, সমগ্রভাবে মানুষের প্রতি ঔদাসীন্য—এ সবকিছুই একটা বুর্জোয়া সমাজের পক্ষে স্বাভাবিক, কিন্তু সোবিয়েত সমাজে এটা ব্যাধির পরিচায়ক ও অনিষ্টকর।

সোবিয়েত পরিবারে একমাত্র সন্তান মনোযোগের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায় যা তার হওয়া উচিত নয়। এমন কি বাপ-মা যখন চান তখনও তাঁরা অনিষ্টকর কেন্দ্রাকর্ষণী দাসত্ব থেকে পরিত্রাণ লাভ করতে পারেন না। এই রকম সব ক্ষেত্রে শুধু বাপ-মা অস্বাভাবিকরূপ দুর্বল "ভালবাসা" বিপদকে কিছুটা পরিমাণে হ্রাস করতে পারে। কিন্তু যদি এই ভালবাসা স্বাভাবিক রকমের হয় তা হলে অবস্থা তখনই বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায়: একমাত্র সন্তানের উপর নির্ভর করে বাপ-মায়ের সুখের সমস্ত ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা, এই সন্তানকে হারানোর অর্থ সব কিছু হারানো।

একটা বৃহৎ পরিবারে একটি শিশুর মৃত্যু গভীর শোকের কারণ হয়, কিন্তু কখনও তা সর্বনাশে পরিণত হয় না, কারণ, বাকি ছেলেমেয়েগুলি আগের মতই যত্ন ও ভালবাসা দাবী করতে থাকে। তারা যেন পরিবারের যৌথসংস্থাকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করার জন্য বীমা-স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। একেবারে নিঃসঙ্গভাবে শূন্য ঘরে বাপ-মা পড়ে রয়েছেন যে ঘর প্রতি পদক্ষেপে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে তাঁদের হারানো সন্তানের কথা—এই দৃশ্যের চাইতে শোকাবহ দৃশ্য থাকতে পারে না, এত জানা কথা। তাই, সন্তান মাত্র একটিই এই বাস্তব ব্যাপারটি উদ্বেগ, অন্ধ-ভালবাসা, ভয় এবং আতঙ্কে কেন্দ্রীভূত করে।

আর, এও সত্য যে, এই রকম একটি পরিবারে স্বাভাবিকভাবে এর তুল্য ভার সৃষ্টি করতে পারে এমন কিছু থাকে না। ভাই নেই, বোন নেই—বড় অথবা ছোট—কাজেই বিবেচক হবার মত কোন অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ নেই, খেলাধূলা, ভালবাসা এবং সাহায্যের কোন অভিজ্ঞতা নেই, অনুকরণ করার, সম্মান করার এবং শেষ পর্যন্ত, ভাগাভাগি করবার সকলে মিলে আনন্দ উপভোগ করার এবং সমবেত প্রচেষ্টার কোন অভিজ্ঞতা থাকে না—একেবারে কিছুই থাকে না, এমন কি সাধারণ সাথীত্বও থাকে না।

কদাচিৎ কোন কোন ক্ষেত্রে স্কুলের যৌথজীবন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিকাশ নিয়ন্ত্রণের স্বাভাবিক রজ্জুগুলি পুনঃস্থাপিত করতে পারে। পূর্বোক্ত দিকে

পরিবারের ঐতিহ্য কাজ করে চলে বলে এ কাজটা স্কুলের যৌথসংস্থার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। জেরঝিন্‌স্কি কমিউনের মত স্বতন্ত্র শিশু প্রতিষ্ঠানগুলির আওতার মধ্যেই এই সমস্যাটি বেশী পড়ে এবং সাধারণতঃ কমিউন এ কাজ খুব সহজেই সম্পন্ন করে। কিন্তু স্বভাবতঃই পরিবারের মধ্যেই এই প্রকার রাশ টানার ব্যবস্থা থাকা আরও ভাল।

একটি সোবিয়েত পরিবারে একমাত্র সন্তান মানুষ করার বিপদ প্রকৃতপক্ষে হল এই, যে পরিবারটি যৌথসংস্থার চরিত্র হারায়। "একমাত্র সন্তান" ব্যবস্থার অধীনে যৌথতার অবসান স্বাভাবিকভাবেই ঘটে: একটি যৌথসংস্থা গড়ে তোলার মত যথেষ্ট লোকই পরিবারটির থাকে না; পরিমাণ এবং টাইপের বৈচিত্র্য, উভয় দিক থেকেই বাবা, মা ও ছেলের দ্বারা এমন শীর্ণ কাঠামো গড়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকে যে, আনুপাতিক অসামঞ্জস্যের প্রথম লক্ষণেই তা ভেঙ্গে পড়ে এবং সন্তানের কেন্দ্রীয় অবস্থিতি থেকে অনুপাতে এই ধরনের অসামঞ্জস্যের সৃষ্টি সর্বদাই হয়।

অনুরূপ "যান্ত্রিক" প্রকৃতির অন্যান্য আঘাতও একটা পরিবারের যৌথ সংস্থার উপর পড়তে পারে। বাপ-মায়ের মধ্যে একজনের মৃত্যুকে এই রকম "যান্ত্রিক" আঘাতের খুবই সম্ভাব্য দৃষ্টান্তরূপে খাড়া করা যেতে পারে। খুব বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এই ধরনের প্রচণ্ড আঘাতের ফলে বিপর্যয় ঘটে না এবং যৌথসংস্থা বিপর্যস্ত হয় না। সাধারণতঃ পরিবারের অবশিষ্ট সদস্যরা পরিবারের সমগ্রতা বজায় রাখতে সমর্থ হয়। যাই হোক যে সমস্ত আঘাতকে আমরা সর্তসাপেক্ষে "যান্ত্রিক" বলছি সেগুলি সর্বাধিক ধ্বংসাত্মক নয়।

পরিবারের যৌথসংস্থার পক্ষে পচনের দীর্ঘস্থায়ী প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত ধ্বংসাত্মক প্রভাবগুলি সহ্য করা অনেক বেশী কঠিন। সমান সর্তাধীনে এই প্রক্রিয়াগুলিকে "রাসায়নিক প্রক্রিয়া" বলে অভিহিত করা যেতে পারে। আমি ইতিমধ্যেই দেখিয়েছি যে, একমাত্র সন্তান থাকার ফলে যৌথ ব্যবস্থার যে "যান্ত্রিক" ক্ষতি হয় তার অনিবার্য পরিণতি ঘটে ব্যর্থতায় এবং এর নিশ্চিত

কারণ হল এই, একমাত্র সন্তান থাকায় বাপ-মায়ের ভালবাসার আতিশয্যের আকারে "রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া" দেখা দেওয়া অবশ্যম্ভাবী। পরিবারে "রাসায়নিক" প্রতিক্রিয়াগুলি সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ। এই রকম প্রতিক্রিয়ার একাধিক রূপের উল্লেখ করা যায়, কিন্তু আমি বিশেষভাবে সব চাইতে খারাপ ও অনিষ্টকর রূপটি নিয়ে আলোচনা করতে চাই।

রুশ এবং বিদেশী লেখকেরা মানুষের মনস্তত্ত্বের অন্ধকারময় নিভৃত স্থানগুলি গভীরভাবে লক্ষ্য করেছেন। সকলেই জানেন যে, স্বাভাবিক, সাধারণ অথবা সদর্থক নৈতিকব্যক্তিত্ব অপেক্ষা সাহিত্যে অপরাধপ্রবণ চরিত্রগুলি অথবা সাধারণতঃ অপ্রকৃতিস্থ চরিত্র সম্পর্কিত বিষয়ই বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। সাহিত্যের বহু রূপের মাধ্যমে আমরা খুনী, চোর, বিশ্বাসঘাতক, জুয়াচোর, ছিঁচকে পাজীলোকের মনস্তত্ত্বের সঙ্গে পরিচিত। মানবাত্মার অতি ঘৃণ্য বদ্ধ জলাশয়ও আমাদের কাছে রহস্য বলে এখন আর পরিগণিত হয় না। পুরাতন সমাজে যা কিছু স্বাভাবিকভাবে ক্ষয় পাচ্ছিল তার সবই দস্তয়ভেস্কি, মঁপাসা, সলতিকভ, জোলার মত পাকা শিল্পীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সেক্‌সপীয়রের নামোল্লেখ তো বাহুল্য মাত্র।

সাহিত্যের মহৎ শিল্পীদের প্রতি ন্যায় বিচার করতে হলে বলতে হবে: তাঁরা কখনও তাঁদের পতিত নায়কদের প্রতি নিষ্ঠুর হননি; এই লেখকেরা সর্বদাই ঐতিহাসিক মানবিকতার প্রতিনিধিরূপেই তাঁদের কথা বলেছেন। নিঃসন্দেহে এই মানবিকতা মানবজাতির অন্যতম কীর্তি এবং অলঙ্কার। সমস্ত রকম অপরাধের মধ্যে মনে হয় একমাত্র বিশ্বাসঘাতকতাই কখনও সাহিত্যের প্রশ্রয় পায়নি। লিওনিদ আন্দ্রেইয়েভের 'জুডাস ইসক্যারিয়ট' একটি ব্যতিক্রম, কিন্তু এই পক্ষ-সমর্থনও অত্যন্ত দুর্বল এবং চেষ্টাকৃত। আর সমস্ত ক্ষেত্রে সর্বদাই দেখা যাবে যে, অপরাধী অথবা ছোটখাট পাজী লোকের অন্ধকারময় মনো-জগতের মধ্যে একটি উজ্জ্বল কোণ, একটি মরুদ্যান রয়েছে, যার ফলে নিকৃষ্ট লোকগুলিও তখনও মানুষ থেকে যায়।

মনের এই কোণটি প্রায়ই হয় শিশুদের প্রতি ভালবাসা, নিজের সন্তান অথবা অপরের। শিশুরা হল মানবিক ধারণার অচ্ছেদ্য একটি অংশ, মনে হয় শিশুরা এমন এক গণ্ডী টেনে দেয় যার নীচে মানুষের পতন ঘটতে পারে না। শিশুদের বিরুদ্ধে অপরাধ, মানবতার এই গণ্ডীর বাইরে পড়ে। শিশুদের প্রতি ভালবাসা অতি নিকৃষ্ট জীবেরও কিছুটা পক্ষে যায়। রাস্তায় যখন চাপা পড়ল তখন মারমেলাদভের পকেটে ছোটদের জিঞ্জার ব্রেডটিকে (দস্তয়ভেস্কির 'ক্রাইম এণ্ড পানিশমেণ্ট') আমরা তাকে প্রশ্রয় দেবার আবেদনরূপেই গ্রহণ করি।

কিন্তু সাহিত্যের বিরুদ্ধে নালিশ করারও কারণ আছে। একটি অপরাধ আছে যা নিয়ে সাহিত্য কোন আলোচনাই করেনি এবং এটি ঠিক সেই অপরাধ যাতে করে শিশুদের প্রতিই অন্যায় করা হয়। অথবা মা শিশুসন্তানদের প্রতি তাঁদের দায়িত্ব পালন না করে নিজেদের ব্যবস্থা করার জন্য সন্তানদের ভাগ্যের হাতে সমর্পণ করে চলে যায় তাদের মনস্তত্ত্ব আঁকা হয়েছে এমন একটি বইয়ের কথাও আমার মনে পড়ে না। এটা সত্যি যে দস্তয়ভেস্কির আঁকা বুড়ো কারামাজোভের চরিত্র আছে, কিন্তু তাঁর সব সন্তানের জন্যই ব্যবস্থা ছিল। সাহিত্যে, পরিত্যক্ত অবৈধ সন্তানদের চরিত্র পাওয়া যায়, কিন্তু এই রকম সব ক্ষেত্রে সর্বাধিক মানবিকতাসম্পন্ন লেখকরাও বাপ-মা সংক্রান্ত সমস্যা না দেখে একটা সামাজিক সমস্যাই দেখেছেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা ইতিহাসের এক নির্ভুল ছবি এঁকেছেন। যে জমিদার একটি শিশু সহ একটি চাষীর মেয়েকে ফেলে রেখে চলে গেল সে নিশ্চয়ই নিজেকে বাপ বলে মনে করে না ; তার কাছে শুধু এই মেয়েটি ও তার সন্তান নয়, লক্ষ লক্ষ অন্য সমস্ত চাষীও "পশু"মাত্র যাদের সঙ্গে কোন দায়িত্বের বন্ধনে সে বাঁধা নয়। "নিম্ন শ্রেণীগুলি" কোন রকম সম্পর্কের সীমানাবহির্ভূত, শুধু এই কারণেই সে তার কোন পিতৃসম্পর্ক বা দাম্পত্যসম্পর্ক সম্বন্ধে সচেতন নয়। উচ্চ শ্রেণীর "নীতিবোধ" স্থানান্তরিত করে "নিম্ন শ্রেণীগুলিকেও" এর আওতায় আনার জন্য ল্যেভ তলস্তয়ের আন্দোলন নিষ্ফল হয়েছিল, কারণ, শ্রেণী সমাজ এ রকম "শিক্ষালাভে" মূলতঃই অক্ষম।

একজন বাপের তার ছেলেমেয়েদের ত্যাগ করে চলে যাওয়াকে (কোন কোন ক্ষেত্রে জীবিকা নির্বাহের কোন ব্যবস্থা পর্যন্ত না করে) আমরা একটা যান্ত্রিক ঘটনা বলে গণ্য করতে পারি। এবং এতে যে পরিবারটির এত বড় ক্ষতি সহ্য করতে হয়েছে তার অবস্থা সম্পর্কে আমরা অধিকতর আশাবাদী হতে পারি। একবার যখন বাবা তাদের ত্যাগ করে গেছেন, তখন গেছেনই, তোমার এ বিষয়ে কিছুই করার নেই—পরিবার থেকে বাবার চেহারা অদৃশ্য হয়েছে, পরিস্থিতিটা পরিষ্কার : বাবা ছাড়াই পরিবারের যৌথসংস্থার অস্তিত্ব বজায় রাখতেই হবে ; যতটা ভাল ভাবে পারা যায়, আরও সংগ্রামের জন্য পরিবারকে তার সমস্ত শক্তি সমাবেশ করতে হবে। বাপের মৃত্যুর ফলে একটি পরিবার যেমন অনাথ হয়, বাপ পরিবার ছেড়ে চলে গেলেও ঠিক তেমনই হয়। এতে পারিবারিক নাটকের কোন ইতর বিশেষ হয় না।

অবশ্য, খুব বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অনাথদের তুলনায় পরিত্যক্ত সন্তানদের অবস্থা থাকে অধিকতর জটিল ও বিপজ্জনক।

বেশীদিন আগে নয়, ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনার জীবনটা চলছিল ভাল ভাবেই। যৌবনের উদ্দাম প্রেমের জীবন্ত ও সৌম্য স্মৃতিগুলি তখনও তাঁর মনে ছিল। সেই প্রেম তার শান্তিময় চিহ্ন রেখে গেছে জীবনের এক বড় কাজের আকারে, রেখে গেছে এক পরিবার। যে রকম সাধু, বিচক্ষণ ও সুন্দর ভাবে জীবন কাটানো উচিত তেমন ভাবেই তিনি জীবন কাটাচ্ছেন এই স্বাস্থ্যকর বিশ্বাস. পরিবার তাঁর মনে জাগিয়েছে। বসন্ত যদি কেটে গিয়ে থাকে যাক, প্রকৃতির সেই একই কঠিন নিয়মে আসুক শান্ত, উষ্ণ গ্রীষ্ম। সামনে পড়ে রয়েছে এখনও প্রচুর উষ্ণতা, সূর্যালোক এবং আনন্দ।

ইয়েভগেনিয়া আলোক্সিয়েভনা পরিবারের দায়িত্ব ভাগাভাগি করে নিয়েছিলেন তাঁর স্বামী ঝুকভের সঙ্গে। বেশীদিন আগে নয় তিনি ও ঝুকভ পড়েছিলেন প্রেমে। এখনও তাঁদের মধ্যে রয়েছে প্রেমের কোমল স্পর্শ, সাথী-সুলভ কৃতজ্ঞতার আবেগপূর্ণ ভাব ও বন্ধুজনোচিত সরলতা। ঝুকভের মুখটা লম্বা আর নাকটা তার ঘোড়ার জিনের মত। জীবনের প্রতিটি মোড়ে আরও

ছোট মুখ এবং আরও সুন্দর নাক বেছে নেওয়ার সুযোগ জীবন দিয়েছিল, কিন্তু তারা কোন প্রেমের স্মৃতি, সুখের পথে চলার স্মৃতি ও ভবিষ্যতের আনন্দকে বহন করে আনে না, তাই ইয়েভগেনিয়া আলোক্সিয়েভনা প্রলুব্ধ হননি। ঝুকভ সৎ, মনোযোগী স্বামী, স্নেহময় পিতা এবং একজন ভদ্রলোক।

আকস্মিক ও নির্মমভাবে তাঁর জীবন ধ্বংস হয়ে গেল। একদিন সন্ধ্যায় ঝুকভ কাজ থেকে বাড়ি ফিরল না এবং সকালে ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনা একটি সংক্ষিপ্ত চিঠি পেলেন।

"ইয়েভগেনিয়া! আমি আর তোমাকে ঠকাতে চাই না। তুমি বুঝবে—আমি শেষ পর্যন্ত অকপট থাকতে চাই। আমি আন্না নিকোলায়েভনাকে ভালবাসি এবং তার সঙ্গেই বসবাস করছি। ছেলেমেয়েদের জন্য আমি মাসে দু'শ রুবল করে পাঠাব। আমাকে ক্ষমা কর। সব কিছুর জন্য ধন্যবাদ। ন।"

চিঠিটা পড়ে তবে ইযেভগেনিয়া আলেক্সিযেভনা উপলব্ধি করলেন যে, একটা সাংঘাতিক কিছু ঘটেছে, কিন্তু সেটা যে কি তা তিনি কল্পনা করতে পারলেন না। তিনি দ্বিতীয়বার চিঠিটি পড়লেন, তৃতীয়বাব পডলেন। ক্রমে ক্রমে প্রত্যেক লাইন তার গোপন মর্ম প্রকাশ করল আর প্রতিটি গোপন কথা লেখা লাইনের চাইতে একেবারে অন্যরকমের মনে হতে লাগল।

অসহায়ভাবে ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনা তাঁর চারদিকে চাইতে লাগলেন, কপাল চেপে ধরলেন তাঁর আঙুলগুলি দিযে এবং আবার চিঠির দিকে মন দিলেন, যেন চিঠিতে এমন কিছু আছে যা তিনি এখনও পড়েননি। তারপর তিনি সত্যিই একটা নতুন জিনিস লক্ষ্য করলেন: "আমি শেষ পর্যন্ত অকপট থাকতে চাই।" মুহূর্তের জন্য আশার একটা ক্ষীণ আলো দেখা দিল তারপর আগের মতই আশঙ্কার সঙ্গে তিনি যে বিপর্যয় ঘটেছে তা অনুভব করলেন।

আর তৎক্ষণাৎ ছোট-খাট অনাহূত ভাবনার দল তাঁর মনকে আক্রমণ করল: দু'শ রুবল, মোটা ভাড়ার ফ্লাট, বন্ধুবান্ধবের মুখগুলি, বই, পুরুষ

মানুষের পরিচ্ছদ। ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনা তাঁর মাথা ঝাঁকালেন, ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন এবং অকস্মাৎ দেখতে পেলেন সবচেয়ে সাংঘাতিক, সবচেয়ে বাস্তব কলঙ্ক: তিনি পরিত্যক্তা স্ত্রী! এ কখনই হতে পারে না? কিন্তু ছেলেমেয়েদের কি হবে? আতঙ্কবিস্ফারিত চোখে তিনি চারিদিকে তাকালেন: সব কিছুই রয়েছে যেমন ছিল তেমনি ভাবে, শোবার ঘরে পাঁচ বছরের ওলিয়া কি যেন খসখস করছে, পাশের ফ্লাট থেকে দরজায় টোকা দেওয়ার ক্ষীণ শব্দ শোনা যাচ্ছে। ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনার অকস্মাৎ এক অসহ্য ইন্দ্রিয়ানুভূতি জাগল—যেন কেউ তাঁকে ইগর আর ওলিয়ার সঙ্গে একত্রে একটা পুরানো খবরের কাগজে অযত্নে মুড়ে ডাস্টবিনের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে।

একটা স্বপ্নের মত পার হয়ে গেল কয়েকটা দিন। এর মাঝে মাঝে এসেছে শান্ত যুক্তির মুহূর্তগুলি, যখন ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনা লিখবার টেবিলের ধারে চেয়ারে বসে মুষ্টিবদ্ধ একটি হাতের উপর রাখা আর একটি হাতে মাথা ভর দিয়ে বসে থাকতেন এবং চিন্তা করতেন। প্রথমে তাঁর চিন্তাগুলি বয়ে চলত সুশৃংখল ধারায়—যন্ত্রণা, দুঃখ এবং ভবিষ্যতের বিপত্তি আর ঝুকভের জন্য তাঁর ভালবাসার অবশিষ্ট কয়েকটা অংশ। তিনি সেগুলিকে মনোযোগসহকারে পরীক্ষা করে দেখেন এবং সব কিছুর রহস্য আবিষ্কার করেন, এই জন্যই প্রেমের অবশিষ্টাংশগুলি যেন তাঁর সামনে সাজানো রয়েছে।

কিন্তু, তিনি লক্ষ্য না করতেই একটি মুষ্টি খুলে যেত। ইতিমধ্যেই তিনি হাত দিয়ে চোখ ঢেকেছেন এবং চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে। তাঁর চিন্তা-ধারার কোন শৃংখলা আর নেই, শুধু আছে বেদনার কাঁপুনী এবং অসহনীয় নিঃসঙ্গতাবোধ।

তাঁর ছেলেমেয়েরা তাঁর চারপাশে রয়েছে, খেলা করছে, হাসছে। ভয়ে ভয়ে ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনা তাদের দিকে তাকালেন। তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে হাসেন এবং বোধগম্য কিছু বলেন। শুধু তাঁর চোখের

ভয়ের অভিব্যক্তি তিনি তাদের কাছে লুকোতে পারেন না। ছেলেমেয়েরা এর মধ্যেই বিস্মিতভাবে তাঁর দিকে তাকাতে শুরু করেছে। প্রথম দিন তাঁর ছেলেমেয়েদের কাছে তাদের বাপের অনুপস্থিতির কারণ ব্যাখ্যা করতে হবে স্মরণ করে তাঁর মনে হল তাঁর বুক ভেঙ্গে যাবে। প্রথমেই যা তাঁর মাথায় এল তাই তিনি বললেন,

"বাবা বাইরে গেছেন, কিছুকাল আসবেন না। তাঁকে একটা কাজে পাঠানো হয়েছে, অনেক দূরে, অনেক অনেক দূরে।"

কিন্তু "কিছুকাল" এবং "অনেক দূরে" কথাগুলির অর্থ পাঁচ বছরের ওলিয়া বিশেষ কিছু বুঝল না। বেল-টেপার প্রত্যেকটি আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে সে দরজার দিকে দৌড়ে যায় এবং বিষণ্ণভাবে মায়ের কাছে ফিরে আসে।

"বাবা কখন আসবে?"

এই ভয়ঙ্কর স্বপ্নে মগ্ন থেকে ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনা সামলে ওঠার সূচনা লক্ষ্য করেন নি। এখন সকালে জেগে উঠে তিনি আর আতঙ্কবোধ করেন না, তিনি কিছু কাজের কথা ভাবতে শুরু করেছেন, কয়েকটা জিনিস বিক্রি করতেই হবে বলে সিদ্ধান্ত করেছেন, কম ঘন ঘন কাঁদছেন।

আট দিন পরে ঝুকভ একজন স্ত্রীলোকের হাতে অপমানজনকভাবে সংক্ষিপ্ত এক চিঠি পাঠালেন।

"অনুগ্রহপূর্বক পত্রবাহিকার হাতে আমার লিনেন ও স্যুটগুলি দিও। আমার দাড়ি কামাবার সেট এবং কারখানায় উপহার পাওয়া আমার এলবামগুলিও দেবে। আমার শীতের কোট আর ডেস্কের পিছন দিকে মাঝখানের দেরাজে আমার যে চিঠির তাড়াগুলি আছে তাও দেবে। ন।"

ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনা হ্যাঙ্গার থেকে তিনটি স্যুট নামিয়ে মুড়বার জন্য সোফার উপর পাতা কয়েকটা কাগজের উপর পেতে রাখলেন। তারপর তাঁর মনে পড়ল ওর অন্তর্বাস, কামাবার ক্ষুর ও চিঠিগুলি চাই। ভেবে নেবার জন্য থামলেন তিনি। তাঁর পাশে তাঁর দশ বছরের ছেলে

ইগর মনোযোগসহকারে তার মাকে লক্ষ্য করছিল। তাঁর বিব্রত ভাব দেখে সে সাহস সঞ্চয় করে চেঁচিয়ে উঠল: "মা, আমি ওগুলো মুড়ে দেব? মুড়ে দেব কি?"

"হা ভগবান!" ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনা বসে পড়লেন সোফার উপর। প্রায় কেঁদে ফেলেছিলেন, কিন্তু অপরিচিতা স্ত্রীলোকটির নীরব মূর্তি লক্ষ্য করে তিনি বিরক্তভাবে বললেন: "কি ভেবে এরকম ভাবে আসলে। খালি হাতে! এ সব কি করে গুছিয়ে দেব বল?""

ব্যাপারটি বুঝে সহানুভূতির সঙ্গে স্ত্রীলোকটি সোফার উপর পাতা খবরের কাগজগুলির দিকে তাকিয়ে হাসল।

"ওঁরা বলেছিলেন যে, আপনি বাস্কেট বা স্যুটকেস দেবেন ·…"

ইগর লাফিয়ে উঠে চেঁচিয়ে বলল: "বাস্কেট? মা, বাস্কেট একটা আছে। বাস্কেটটা·· তুমি জান কোথায় আছে? কাবার্ডের পিছনে! কাবার্ডের পিছনে! আমি আনব?"

"কোন বাস্কেট?" ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনা জিজ্ঞাসা করলেন অস্পষ্টভাবে।

"কাবার্ডের পিছনে যেটা আছে। হলের মধ্যে কাবার্ডের পিছনে বুঝলে! আমি কি নিয়ে আসব।"

ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনা তাকালেন ইগরের চোখের দিকে। চোখ দুটিতে শুধু বাস্কেটটি আনবার খুসীভরা বাসনা প্রকাশ পাচ্ছে। এতে আশ্বস্ত হয়ে ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনা মৃদু হাসলেন।

"তুমি কি করে আনবে, বাবা! তুমি তো নিজেই বাস্কেটের চাইতে বড় নয়, আমার সোনা!"

ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনা তাঁর ছেলেকে নিজের কাছে টেনে এনে তাঁর মাথায় চুমু খেলেন। কিন্তু ইগরের মাথায় তখন বাস্কেট ঘুরছে।

নিজেকে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করতে করতে সে চেঁচিয়ে উঠল: "ওটা তো হাল্কা! ওটা একেবারে হাল্কা, মা! কত হাল্কা তুমি জানই না।"

চেঁচামেচিতে আকৃষ্ট হয়ে ওলিয়া শোবার ঘর থেকে এসে দরজায় দাঁড়াল। হাতে তার খেলার ভাল্লুকটা। ইগর দৌড়ে হলঘরে ঢুকল। সেখান থেকে টানাহ্যাঁচড়ার আওয়াজ আর ক্যাচকোঁচ শব্দ আসতে লাগল।

"মা গো কি করে!" বলে ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনা স্ত্রীলোকটির দিকে ফিরে বললেন, "দয়া করে আমাকে বাস্কেটটা আনতে সাহায্য কর।"

সকলে মিলে বাস্কেটটা এনে সেটা ঘরের মাঝখানে রাখলেন। ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনা স্যুটগুলি ভরতে সুরু করলেন। খারাপভাবে গোছালে তাঁর লজ্জা হবে। তাই তিনি সযত্নে জ্যাকেটের ভাঁজ ও ঝুলগুলি সাজিয়ে দিলেন ট্রাউজারের পকেট এবং টাইগুলি চেপে সমান করে দিলেন। ইগর ও ওলিয়া এই কাজটায় করিতকর্মা লোকের মত আগ্রহ দেখাল এবং গোছাতে গিয়ে মা মুস্কিলে পড়লেই তাদের ঠোঁট বাঁকাতে লাগল। তারপর ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনা লিনেনগুলি বাস্কেটে পুরলেন।

"সার্টগুলো কি রকম গাদা করে রাখলে তুমি", ইগর বলল, "স্যুটগুলো সব কুঁকড়েমুকড়ে যাবে।"

"হ্যাঁ, তা ঠিক ··" ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনা মেনে নিলেন। কিন্তু হঠাৎ তিনি অনুভব করলেন ক্রোধের বন্যা।

"চুলোয় যাক! ওরা ইস্তিরি করে নিক। আমার কি দরকার?"

বিস্মিত হয়ে ইগর তাকাল তাঁর দিকে। ক্রুদ্ধভাবে তিনি চিঠির তিনটে বাণ্ডিল আর কামাবার সেটটা ছুঁড়ে দিলেন বাস্কেটের মধ্যে। লাল কৌটাটা খুলে গেল, নীল কাগজে মোড়া ব্লেডগুলি ছড়িয়ে পড়ল লিনেনের মধ্যে।

"আঃ, কি করলে দেখ তো।" অসন্তুষ্টভাবে চেঁচিয়ে উঠল ইগর এবং ব্লেডগুলো কুড়িয়ে এক জায়গায় রাখতে লাগল।

"যেখানে তোমার দরকার নেই সেখানে তোমার নাক ঢোকাতে হবে না!" ইগরের হাত ধরে টেনে সরিয়ে দিয়ে চীৎকার করে উঠলেন ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনা। বাস্কেটের ডালাটা জোরে বন্ধ করে দিয়ে তিনি স্ত্রীলোকটিকে বললেন, "নিয়ে যাও।"

"কিছু বলার আছে ?"

"কি বলার আছে ! কি আবার বলবার আছে ! যাও !"

বুদ্ধিমতীর মত স্ত্রীলোকটি আর প্রশ্ন করা থেকে বিরত হল এবং বাস্কেটটি কাঁধের উপর তুলে নিয়ে সাবধানে সুকৌশলে সেটা দরজার মধ্য দিয়ে পার করল।

ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনা নিষ্প্রাণভাবে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন তারপর সোফায় বসে পড়ে গদীর উপর ভর দিয়ে কাঁদতে লাগলেন। বিস্মিত ছেলেমেয়েরা একদৃষ্টিতে তাকে দেখতে লাগল। ইগর তার নাক কুঁচকে অনেকদিন আগে ঝুকভ তাঁর সিগারেটের আগুনে লিখবার ডেস্কটার মোটা পশমের ঢাকনাটা পুড়িয়ে যে ছিদ্র করেছিলেন, তার মধ্যে আঙুল ঢোকাতে শুরু করল, ওলিয়া দরজায় ঠেস দিয়ে কঠোরভাবে ভ্রূভঙ্গী করতে লাগল এবং তার খেলার ভাল্লুকটা মেঝের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিল। মা সামলে উঠলে ওলিয়া মায়ের কাছে গিয়ে রাগতভাবে জিজ্ঞাসা করল :

"কেন উনি বাস্কেটটা নিয়ে গেলেন ? কেন নিয়ে গেলেন ? মহিলাটি কে ?"

ওলিয়া পূর্ববৎ কঠোরভাবে মায়ের নীরবতা সহ্য করে আবার বকবক করতে লাগল :

"বাবার সার্ট আর জ্যাকেট রয়েছে ওটার মধ্যে······কেন উনি ওটা নিয়ে গেলেন ?"

তার গম্ভীর কচি গলা শুনতে শুনতে অকস্মাৎ ইয়েভগোনিয়া আলেক্সি-য়েভনার মনে পড়ল যে ছেলেমেয়েরা তখনও কিছুই জানতে পারে নি।

পোষাকগুলি পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যাপারটা এমন কি ওলিয়ার কাছেও সন্দেহজনক বলে ঠেকেছিল। আর ইগর, বোধহয়, ইতিমধ্যেই সব কিছুই জেনে ফেলেছে। চত্বরে কেউ তাকে বলে থাকবে। ঝুকভের অদৃশ্য হওয়াটা স্বভাবতঃই প্রত্যেকের মনে একটা ধারণার সৃষ্টি করেছিল।

ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনা কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন ইগরের দিকে। তার ভাবভঙ্গী এবং ছিদ্রের প্রতি তার জোর করে মনোযোগ

কেন্দ্রীভূত করার ভাবের মধ্যে একটা বিরক্তিকর কিছু ছিল। মায়ের দিকে কটাক্ষ করে ইগর, আবার, ছিদ্রের দিকে তার চোখ নামাল। ওলিয়া তখনও ধৈর্যের সঙ্গে জবাবের জন্য অপেক্ষা করছিল। ওলিয়াকে উপেক্ষা করে মা ইগরের হাত ধরলেন। ইগর এসে শান্তশিষ্টভাবে দাঁড়াল তাঁর সামনে।

"তুমি কিছু জান?" উদ্বিগ্নভাবে জিজ্ঞাসা করলেন ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনা।

ইগর চোখ পিট পিট করে হাসল।

"হুঁ! তুমি কি বলছ বুঝতে পারছি না! কি আবার জানব আমি?"

"বাবার কথা তুমি জান?"

ইগর গম্ভীর হয়ে গেল।

"বাবার কথা?"

জানালার বাইরে তাকিয়ে সে মাথা ঝাঁকাল। মায়ের জামার হাতায় টান দিয়ে ওলিয়া তার ক্রুদ্ধ কচি গলায় ইগরের নীরব এড়িয়ে যাওয়ার ভাবটিকে জোরের সঙ্গে তুলে ধরে বলল, "উনি কেন বাবার সার্ট বাবার কাছে নিয়ে গেলেন? আমাকে বল, মা!"

ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনা উঠে দাঁড়ালেন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ভাবে এবং ঘরের আর এক ধারে চলে গেলেন।

আবার তিনি তাকালেন ছেলেমেয়ের দিকে। এবার ওরা পরস্পরের দিকে কটাক্ষ করছে এবং ওলিয়া এর মধ্যেই ভাইয়ের দিকে খেলার ছলে চোখ পিটপিট করে ইসারা করতে লেগেছে। জীবনে অপ্রীতিকর কিছু ঘটবে বলে তারা ভাবছে না এবং বাপের দ্বারা যে পরিত্যক্ত এ কথাটা তারা বুঝতেই পারছে না। অকস্মাৎ ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনার মনে পড়ল তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী আন্না নিকোলায়েভনার কথা। কালো রেশমে ঢাকা তার আকর্ষণীয় ভরা যৌবন, তার ছোট ছোট চুল এবং তার পিঙ্গল চোখ দুটির অল্প স্পর্ধিতদীপ্তি তাঁর মনে পড়ল। মনশ্চক্ষে তিনি দেখলেন দীর্ঘাকৃতি ঝুকভের পাশে দাঁড়িয়ে আছে এই সুন্দরী: কামাসক্তি ছাড়া এর জন্য ঝুকভ আর কিছু অনুভব করেছে কি?

"বাবা কবে ফিরবেন ?" অপ্রত্যাশিতভাবে জিজ্ঞাসা করল ইগর, আগের দিন যেমন সরল বিশ্বাসের সুরে করেছিল ঠিক তেমনি ভাবে।

সে আর ওলিয়া দুজনেই মার দিকে তাকাল। ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনা মন স্থির করে ফেললেন।

"উনি আর আসবেন না .....

ইগর বিবর্ণ হয়ে গেল, তার ঠোঁট দুটি কাঁপতে লাগল। ওলিয়া নীরবে শুনল, মনে হল যেন সে কিছু বুঝতে পারে নি। তারপর জিজ্ঞাসা করল : "কিন্তু কখন বাবা বাড়ি ফিরবেন, মা ?"

এবার ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনা কথা বললেন কঠোর ও আবেগহীন ভাবে।

"উনি আর কখনও ফিরবেন না! কখনও নয়! বাবা নেই, আদৌ কোন বাবা নেই, বুঝলে ?"

"তাহলে বাবা মারা গেছেন ?" মায়ের দিকে বেদনা পাণ্ডুর মুখ ফিরিয়ে ইগর বলল।

ওলিয়া তার ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে প্রতিধ্বনির মত পুনরাবৃত্তি করল :

"......মারা গেছেন ?"

ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনা ছেলেমেয়েকে নিজের কাছে টেনে এনে অতি স্নেহভরে ও শান্তভাবে কথা বলতে লাগলেন। এর ফলে তাঁর চোখে নামল অশ্রুর বন্যা ; তাঁর স্বরে কোমলতার সঙ্গে মিশল বেদনা।

"বাবা আমাদের ছেড়ে গেছেন, বুঝেছ ? আমাদের ছেড়ে গেছেন। আমাদের সঙ্গে তিনি আর থাকতে চান না। এখন তিনি অন্য একজন মেয়েলোকের সঙ্গে বাস করছেন, আর তাঁকে ছাড়াই আমরা থাকব। আমরা তিনজন একসঙ্গে থাকব : ইগর, ওলিয়া আর আমি আর কেউ নয়।"

"তিনি আবার বিয়ে করেছেন তাহলে ?" বিষণ্ণভাবে ভাবতে ভাবতে ইগর জিজ্ঞাসা করল।

"হ্যাঁ, বিয়ে করেছেন।"

"তুমিও আবার বিয়ে করবে?" ইগর ছোট ছেলের আবেগহীন দৃষ্টিতে মায়ের দিকে তাকিয়ে আছে। সে বয়স্কদের হতবুদ্ধিকর নৈতিক দুর্বলতাকে বুঝবার জন্য অকপটভাবে চেষ্টা করছে।

"আমি তোমাদের ছেড়ে যাব না, আমার সোনারা," ফুঁপিয়ে উঠলেন ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনা। "ভয় পেওনা। সব ঠিক হয়ে যাবে।" নিজেকে সামলে নিলেন তিনি।

"যাও খেলা কর। ওলিয়া, এই যে তোমার খেলার ভাল্লুকটা · "

ওলিয়া নীরবে তার মায়ের হাঁটুর উপর দুলতে দুলতে তার আঙ্গুল দিয়ে তার উপবেব ঠোঁটটায চিমটি কাটতে লাগল। শেষ পযন্ত নিজেকে ঠেলে নিয়ে সে ঢুকল শোবার ঘরে। দরজার সামনে সে হাঁটু গেড়ে তার ভাল্লুকটার পাশে বসে এক ঠ্যাং ধরে সেটাকে তুলে নিল তারপর তাচ্ছিল্যের সঙ্গে টানতে টানতে খাটের ধারে তার খেলার জায়গাটিতে ভাল্লুকটাকে নিয়ে গেল। খেলনার গাদাব মধ্যে ভাল্লুকটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ওলিয়া তার ছোট্ট রং-করা টুলটার উপর বসে ভাবতে লাগল। সে বুঝেছে যে তার মায়ের কষ্ট হয়েছে, তার মা কাঁদতে চায়, কাজেই সে কিছুতেই আবার মায়ের কাছে গিয়ে প্রশ্ন করবে না। কিন্তু যেমন করেই হোক প্রশ্নের জবাব তো চাই।

"কিন্তু বাবা কবে ফিরবে?"

তিনি প্রথমে যে ভাবটি সব চেয়ে বেশী অনুভব করলেন সেটি হল ক্রোধ।

তাঁর জীবন—সুন্দরী ও সংস্কৃতিসম্পন্না একটি যুবতীর জীবন, এমন ভাল ও বুদ্ধিমান ছেলেমেয়েদের জীবন, সমগ্র পরিবারের জীবন, তার সমস্ত অর্থ ও আনন্দ কোন যত্ন, কোন বিবেচনা, কোন অনুকম্পার যোগ্য নয় বলে একটা তুচ্ছ জিনিসের মত কয়েকটি কথায় এত সহজে বাতিল করে দেওয়া যায় এই কথা ভাবতে তিনি বেদনাবোধ করছিলেন। কেন? কারণ ঝুকভ মেয়েদের মধ্যে বৈচিত্র্য পছন্দ করে?

কিন্তু শীঘ্রই ক্রোধের মনোভাবকে অতিক্রম করে প্রয়োজন বড় হয়ে দেখা দিল, যদিও প্রথমে তিনি আরও বেশী ক্রোধই বোধ করলেন।

পরিবারের অস্তিত্বের বারো বছরের মধ্যে সমস্ত সংসার খরচ চালানোর দায় ছিল ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনার। তাঁর স্বামী কত উপার্জন করেন তা পর্যন্ত তিনি জানতেন না, তাহলেও তাঁর স্বামী তাঁর হাতে যথেষ্ট পরিমাণ টাকা দিতেন। ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনা সর্বদাই মনে করতেন যে তাঁর এবং তাঁর ছেলেমেয়েদের এই টাকায় অধিকার আছে এবং পরিবার শুধু ঝুকভের আনন্দলাভের জিনিস নয়, এর প্রতি তাঁর কর্তব্যও আছে। এখন দেখা যাচ্ছে যে ব্যাপারটা এরকম নয় তাঁর ভালবাসার, তাঁর শয্যাসঙ্গী হবার প্রতিদানে ঝুকভ তাঁকে টাকা দিত। যেই তাঁকে আর ভাল লাগল না এবং সে অন্য একটি নারীর শয্যাসঙ্গী হবার জন্য চলে গেল, সেই মুহূর্তেই ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনা ও তাঁর ছেলেমেয়েদের অধিকার শূন্যগর্ভবাক্যরূপে প্রেমিকের বিলেধরা বেশী টাকার হিসাব মাত্র বলে অগ্রাহ্য হয়ে গেল। এখন সমস্ত কর্তব্য এবং দায়িত্ব ন্যস্ত হল শুধু মায়ের উপর। তার জীবন, যৌবন ও সুখের বিনিময়ে এই ঋণ তাঁকে শোধ করতেই হবে।

দু'শ রুবলের ঘুষটা এখন বিশেষভাবে অপমানজনক বলে ঠেকতে লাগল। রাত্রে নিদ্রাহীন ভাবনার সময় "ছেলেমেয়েদের জন্য আমি দুইশত রুবল করে মাসে পাঠাব," এই কথাগুলি যখন মনে পড়ত তখন ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনা লজ্জায় লাল হয়ে যেতেন। নিজের ছেলেমেয়েদের দর নিজেই সে ঠিক করে দিয়েছে। মাত্র দু'শ রুবল। বছরের পর বছর উদ্বেগ, ভাবনা ও আশঙ্কার সমাপ্তিহীন কাল কাটানো নয়, ভালবাসা নয়, জীবন্ত একটি হৃদয় নয়, জীবন নয়, শুধু খামের মধ্যে ভরা এক তাড়া নোট!

প্রত্যেক রাত্রিতে ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনা স্মরণ করতেন যে, পত্র বাহকের কাছ থেকে এই টাকা তিনি কিভাবে তাঁর লজ্জা দমন করে প্রথমে গ্রহণ করেছিলেন, কি করে তিনি ঝুকভের অনুরোধ অনুযায়ী সযত্নে খামে সই দিয়েছিলেন, টাকা যে এনেছিল সে চলে গেলে তিনি কেমন করে

দোকানে দৌড়ে গিয়েছিলেন এবং পরে সন্ধ্যাবেলায় তিনি কি রকম নির্লজ্জ আনন্দের সঙ্গে তিনি ছেলেমেয়েদের ভাল কেক খাইয়েছিলেন। তিনি তাদের দিকে চেয়ে হেসেছিলেন কিন্তু তাঁর নারীসুলভ গর্ব এবং মানবিক মর্যাদাবোধ লুকিয়ে ছিল অন্তরের গভীর অন্তঃস্থলের কোনখানে। তাঁকে সেই কেক খাওয়া থেকে বিরত থাকার মত শক্তি শুধু তারা যোগাতে পেরেছিল।

দিন যতই যেতে লাগল ততই তিনি দুইশত রুবল নেওয়ার ব্যাপারে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে লাগলেন। মন যোগানো নতুন বিবেক একটা যুক্তিসঙ্গত কৈফিয়ৎ খাড়া করে দিল : ঝুকভ কেন বিনাবিপত্তিতে সুখ ভোগ কববে, মাসে মাসে এই টাকাটা দেবার ভাবনাটা তার একটু থাকুক, টাকা সে দিক, তার সুন্দরী একটু কষ্ট ভোগ করুক।

ঝুকভ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা অস্পষ্ট হয়ে এল, হযত এই ধারণা স্পষ্ট করার তাঁর সময় ছিল না। তাকে ভাল লাগাটা অনেক আগেই শেষ হযেছিল, তাঁর কল্পনায় ঝুকভ কখনও পুরুষমানুষ এবং স্বামীরূপে দেখা দিত না। ঝুকভটা একটা পাজি, নীচ ও সংকীর্ণমনা পুরুষ মানুষ; তার না আছে অনুভব শক্তি, না আছে মর্যাদাবোধ।—এ পর্যন্ত সুনিশ্চিত কিন্তু এই নিন্দাবাদও ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনার মনে কোন কিছু করার মত প্রবল আগ্রহ বা কামনা জাগাত না। এই লোকটার জন্য অনুতাপ করাব মত কোন গুণ লোকটার নেই মাঝে মাঝে এ কথা তিনি ভাবতেন। হয়ত এই পাজি লোকটার সঙ্গে তাঁর জীবনের বিচ্ছেদ ঘটায় তাঁর ভালই হয়েছে!

একটি বড় ট্রাস্টের সেক্রেটারীর পদ পেয়ে ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনা যখন কাজ করতে এবং নিজের মাইনে পেতে শুরু করলেন তখন যে দুঃখ তিনি ভোগ করেছেন সে দুঃখের কুয়াসায় ঢাকা ঝুকভের মূর্তি সত্যি সত্যিই অতীতের মধ্যে মিলিয়ে গেল—তার কথা তিনি আর ভাবতেন না। এমন কি দু'শ রুবলের সঙ্গেও আর ঝুকভের কোন সম্পর্ক রইল না। এটা শুধু টাকা মাত্র, তাঁর বৈধ ও অভ্যস্ত আয়।

সপ্তাহের পর সপ্তাহ কেটে গিয়ে মাসের পর মাস যেতে লাগল। বেদনার বৈশিষ্ট্য তারা হারিয়ে ফেলে সবই একই রকম হয়ে গেল, একেবারে সাধারণ; তাদের একঘেয়ে পটভূমিকায় তাঁর মধ্যে জেগে উঠল নারী, যৌবন সাড়া দিল।

ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনার বয়স মাত্র তেত্রিশ। এই "চিরায়ত" বয়সটি বহু বিপত্তিসংকুল। যৌবনের প্রথম ঔজ্জ্বল্য গত হয়েছে। চোখদুটি এখনও সুন্দর, এবং ফটোগ্রাফে তাদের "স্বর্গীয়" বলে মনে হতে পারে, কিন্তু তবুও বাস্তব জীবনে তাদের বয়স হয়েছে তেত্রিশ বছর। এখনও নীচের ঠোঁটটি উল্টে চোখে সম্ভাবনাময় চমক-লাগানো দীপ্তি ফুটিয়ে তোলা যায়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তা প্রকাশ করে দেয় বিশ্বাসঘাতক কুঞ্চিত রেখাগুলি। দ্বন্দ্ব যুদ্ধের আহ্বানে আর নির্ভীকতার পরিচয় পাওয়া যায় না, তাতে কলাকৌশলের ছাপ মারা যাবে। এ বয়সে সুন্দর পোশাক, সগু কেনা নতুন কলার, দর্জির দক্ষ স্পর্শ, রেশমের মৃদু খস খস শব্দ জীবন সম্পর্কে লোকের দৃষ্টিভঙ্গীর উন্নতি ঘটায়!

ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনা ফিরে গেলেন মেয়েদের এই জগতে, নিজের যত্ন নেবার ও আয়নায় নিজেকে দেখবার জন্য। যাই হোক না যেন এখনও তিনি যুবতী এবং দেখতে ভাল। চোখদুটি তাঁর দীপ্তিময় এবং হাসিতে তাঁর যথেষ্ট প্রতিশ্রুতি।

..... ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনা এই মাত্র একটি চিঠি পেয়েছেন, এ হল তৃতীয় চিঠি।

"ই. আ. মাসে দু'শ রুবল করে দেওয়া আমার পক্ষে খুব মুস্কিল হচ্ছে। এখন ছুটি এসে যাচ্ছে। আমি মনে করি উমানে আমার বাবার ওখানে গ্রীষ্মটা কাটাবার জন্য ইগর আর ওল্গাকে তোমার পাঠিয়ে দেওয়া উচিত। ওরা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ওখানে থাকতে পারবে—ওরা ছুটি উপভোগ করতে পারবে, ওদের শরীরও ভাল হবে। বাবা ও মা খুব খুশী হবেন। আমি এর মধ্যেই তাঁদের কাছে চিঠি লিখে দিয়েছি। তুমি যদি রাজী হও তো আমাকে জানিও। আমি সব ব্যবস্থা করব।"

চিঠিটা পড়ার পর ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনা চিঠিটা অবজ্ঞার সঙ্গে টেবিলের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। কোন জবাব দেওয়া হবে না এই কথাটা তিনি পত্রবাহককে বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু একটা দরকারী কোন কথা তাঁর মনে পড়ে গেল। কথাটা তাঁর মনের মধ্যে খুব স্পষ্টভাবে ঝলক দিয়ে গেল না, কিন্তু উমানে ছুটি উপভোগকরা ছেলেমেয়েদের পক্ষে খুব ভাল হবে এই রকম ইঙ্গিত দিয়ে গেল বলে মনে হল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই "কথাটা", কিন্তু, তার শিশুসুলভ ছদ্মবেশ ত্যাগ করে তার প্রতি মনোযোগ দেবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল। ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনা দরজায় থেকে পাশের দিকে তাকিয়ে আয়নায় নিজেকে দেখে নিয়ে হাসলেন। আয়নার উজ্জ্বল কুয়াসার মধ্যে এক তন্বী কৃষ্ণাক্ষী নারী তাঁর জবাবে চোখ-ধাঁধানো হাসি হাসল। ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনা বাইরে পত্রবাহকের কাছে গিয়ে তাকে বললেন তিনি ভেবে দেখবেন এবং পরদিন জবাব পাঠাবেন।

তিনি সোফায় বসলেন, ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়ালেন, ছেলেমেয়ের দিকে তাকিয়ে ভাবলেন। বাস্তবিকই ছেলেমেয়েগুলোর ফূর্তি ও আমোদ-প্রমোদের অভাব হচ্ছে। দেশের অভ্যন্তর প্রদেশে নতুন কোন জায়গায় থাকা, বাগানের মধ্যে জীবন যাপন, নাটুকেপনা ও আবেগ থেকে মুক্তি—আইডিয়াটা বেশ ভালই। ওদের এ রকম বেড়ানোর প্রস্তাব দিয়ে ঝুকভ বিবেচকের মত কাজ করেছে।

সম্প্রতি ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনা নিজের ছেলেমেয়েদের কথা বিশেষ ভাবছেন না। ইগর ইস্কুলে যায়। চত্বরে তার বন্ধুবান্ধব আছে, সে প্রায়ই তাদের সঙ্গে ঝগড়া করে, কিন্তু এ সবই তো স্বাভাবিক ব্যাপার। সে কখনও বাবার নাম করে না। ঝুকভের উপহারগুলি, বই আর খেলনা, কাবার্ডের নীচের তাকে বেশ পরিচ্ছন্নভাবে সাজানো আছে, কিন্তু ইগর সেগুলি কখনও স্পর্শ করে না। মাকে সে ভালবাসে, মায়ের সঙ্গে ব্যবহারও তার সহজ, কিন্তু খোলাখুলি আলাপ সে এড়িয়ে চলে; নানারকম তুচ্ছ জিনিস, চত্বরের ঘটনা এবং ইস্কুলের ঘটনাবলী নিয়েই সে বক বক করতে ভালবাসে সঙ্গে সঙ্গে

এটাও বেশ স্পষ্ট যে সে মায়ের উপর নজর রেখেছে, তাঁর মনোভাব পরীক্ষা করছে তাঁর টেলিফোনের কথাবার্তা শুনছে এবং মা কার সঙ্গে কথা বলছে এটা সব সময় সে জানতে চায়। মা দেরী করে বাড়ি এলে সে চটে যায় এবং মুখ গোমড়া করে তাঁর সামনে যায়। কিন্তু মা যদি জিজ্ঞাসা করেন কি হয়েছে, তা হলে সে তাঁকে সরিয়ে দিয়ে বিস্ময়ের ব্যর্থভান করে বলে : "আমার আবার কি হয়েছে? আমার কিছুই হয়নি।"

ওলিয়া বড হয়ে উঠছে, সে কথা বলে না। সে ভাল মানুষের মত খেলা করে, নিজের কাজে মন দিয়ে সে ঘরগুলির মধ্যে ঘুরে বেড়ায, শিশুসদনে যায় এবং যথারীতি শান্তভাবে বাড়ি ফিরে আসে, কথা বলার বা হাসবার কোন ভাব তার দেখা যায় না।

ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনা ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে কোন অভিযোগ করতে পারেন না, কিন্তু তাদেব আচরণে অন্যরকম একটা গোপন জীবনের লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে। তিনি তাদের মা, তিনি এই গোপন জীবনের কথা জানেন না। কিন্তু তিনি স্থির করে ফেলেছেন যে, যাই হোক না কেন পরিস্থিতিটা পরিষ্কার : পরিবেশের পরিবর্তনে ওদের ভাল হবে।

কিন্তু ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনা শুধু ছেলেমেয়ের কথা ভাবছেন না। অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁর চিন্তা অন্য পথে চলেছে এবং শান্ত ক্রোধের সঙ্গে তিনি স্মরণ করছেন যে, গত ছয় মাস যাবৎ তাঁর নিজস্ব কোন জীবন নেই। কাজ, ক্যান্টিন, ছেলেমেয়ে, রান্নাবান্না, সেলাই ফোঁড়াই আর···আর কিছুই নয়। তাঁর ফ্লাটে টেলিফোন আর ঘন ঘন বাজে না—শেষ বাজাটা যে তিনি কবে শুনেছেন তা তিনি একরকম মনেই করতে পারেন না। সারা শীতকালটা তিনি একবারও থিয়েটারে যান নি। একটি মাত্র প্রীতি-অনুষ্ঠানে তিনি যোগ দিয়েছেন, তাও দেরীতে, ছেলেমেয়েদের ঘুম পাড়িয়ে প্রতিবেশীদের "কান রাখতে" বলার পর।

প্রীতি-অনুষ্ঠানে সারাতভের একজন অতিথি কোন প্রকাশন-ভবন না কিসের যেন পরিচালক তাঁকে আদর আপ্যায়ন করেছিলেন। লোকটি

হাসিখুসী, গোলমুখ, চুলগুলি বেশ সুন্দর, ভদ্রলোকটি তাঁকে দুই গেলাস মদ খাইয়েছিলেন। তারপর তিনি কাগজের অভাব সম্পর্কে কোন কথা আর বলেননি। তিনি বলেছিলেন কি করে যথা সময়ে সোবিয়েত সমাজ নিঃসন্দেহে সমস্ত সুন্দরী রমণীকে উরালের প্রত্যেকটি মূল্যবান হীরা জহরতে সাজাবে। তা যদি না হয় তাহলে ওগুলি রাখবার কোন জায়গাও থাকবে না।

ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনা মাটির তৈরী সাধু নন। খাওয়ার সময় ঠাট্টা তামাসা করতে তাঁর ভাল লাগত।

"বাজে কথা," তিনি জবাব দিলেন—"আমাদের হীরে জহরতের দরকার নেই। হীরে জহরত হল বড়লোকদের বাহার দেবার জন্য, আমাদের মেয়েরা এমনিতেই বেশ সুন্দরী। আপনি কি তা মনে করেন না?"

অতিথি একটি সূক্ষ্ম হাসি হাসলেন।

"না ন্—না, আমি তা বলব না। কুশ্রীকে সুন্দর করার জন্য জহরতের উপর নির্ভর করে কোন লাভ নেই। কুশ্রীকে যতই সাজান না কেন সে আরও কুশ্রী দেখতে হবে। এখন সুন্দরী নারী হীরে জহরতগুলিকে আরও মূল্যবান, আরও মনোহর করে তুলবে, এবং তার সৌন্দর্য সত্যিই···সত্যিই জমকালো হয়ে উঠবে। যেমন ধরুন, পোখরাজে আপনাকে চমৎকার মানাবে!"

"আহা, যেন সত্যিই আমার শুধু পোখরাজেরই দরকার!" ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনা জোরে হেসে বললেন।

চশমার রিমের উপর দিয়ে সারাতভের অতিথি বিমুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন তাঁর দিকে।

"আসলে এ হল সব কথার কথা। আপনি এমনিতেই রীতিমত সুন্দরী।"

"আ-হা!"

"আমি সত্যি কথাই বলছি—প্রত্যেক বুড়ো মানুষ যেমন বলে·· যদি আমাকে থামাতে চান তাহলে এখানকার কথা বলুন আমাকে।"

ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনা তাঁকে বললেন মস্কোর কথা, থিয়েটারের কথা, ফ্যাশনের কথা, সাধারণ লোকের কথা। মনটা তাঁর খুসী হয়ে উঠল, মনে তাঁর

আগ্রহ জাগল, কিন্তু হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল রাত্তির প্রায় বারোটা বাজে। ছেলে-মেয়ে দুটো একলা রয়েছে ফ্লাটে। প্রীতি-অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার আগেই তাঁকে বাড়ি ছুটতে হবে। তাঁর নিমন্ত্রণকারীরা অসন্তুষ্ট হলেন, সুবেশ অতিথি ক্ষুন্ন হলেন, কিন্তু কেউ তাঁকে বাড়িতে এগিয়ে দিতে চাইলেন না। ছেলেমেয়ের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে তাঁকে নির্জন রাস্তা দিয়ে ছুটে ফিরতে হল, তাড়াহুড়ো করে বিদায় নেওয়ার বিরক্তিকর বিব্রতভাব থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য তাঁকে পালাতে হল।

সুবেশ সেই অতিথির কথা ভাবুন! দেখা সাক্ষাতেব ও ব্যাপারটা চুকে গেছে, আর একইভাবে অনুরূপ কত দেখা সাক্ষাৎ চুকে যাবে?

তিক্তভাবে তিনি নিজেকেই নিজে জিজ্ঞাসা করলেন: নিশ্চয়ই সব শেষ হয়ে যায় নি, নিশ্চয়ই জীবনেব সমাপ্তি ঘটে নি? ভবিষ্যৎ শুধুই কি সেলাই ফোঁড়াই আর কাচাকাচি···আর বার্ধক্য?

সকালে ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিযেভনা ছেলেমেয়েকে তাদের ঠাকুর্দার কাছে পাঠাতে রাজী হযে ঝুকভকে ডাকে একটা চিঠি পাঠালেন। দুপুরে খাওয়ার সময় তিনি ছেলেমেয়েকে তাঁর সিদ্ধান্ত জানালেন। ওলিয়া তার পুতুলগুলির দিকে তাকিয়ে উদাসীনভাবে খবরটা শুনল, কিন্তু ইগরের কয়েকটা কাজের প্রশ্ন ছিল: "কি করে আমবা যাব? ট্রেনে? ওখানে মাছ ধরা যায়? সেখানে কি ষ্টীমার আছে? সেখানে কি এরোপ্লেন আছে?"

প্রথম প্রশ্নের জবাবটা ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনা আস্থার সঙ্গে দিলেন। আশ্চর্য হয়ে ইগর একদৃষ্টিতে মায়ের দিকে চেয়ে রইল।

"কিন্তু ওখানে কি আছে, ওখানে?" সে জিজ্ঞাসা করল।

"ওখানে ঠাকুর্দা আর ঠাকুমা আছেন।"

ওলিয়া তখনও একদৃষ্টিতে পুতুলগুলির দিকে তাকিয়ে বিষণ্নভাবে সাড়া দিল।

"ঠাকুর্দা আর ঠাকুমা ওখানে থাকেন কেন?"

ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনা বললেন যে, ঠাকুর্দা ও ঠাকুমা খুব ভাল লোক, ওখানেই তাঁরা থাকেন। এই কৈফিয়তে ওলিয়া সন্তুষ্ট হল না। সে সব কথা না শুনেই পুতুলগুলি নিয়ে খেলতে চলে গেল।

খাওয়া দাওয়ার পর ইগর মায়ের কাছে এসে তাঁর কাঁধে ভর দিয়ে শান্ত-ভাবে জিজ্ঞাসা করল: "তুমি জান ঠিক, মা? উনি কি বাবার বাবা? সেই যে যাঁর গোঁফ আছে?"

"হ্যাঁ।"

"তুমি জান? আমি ঠাকুর্দার কাছে যেতে চাই না।"

"কেন?"

"ঠাকুর্দার গায়ে গন্ধ। আর সে গন্ধ একটু আধটু নয।"

ইগর হাওয়া করল।

"বাজে কথা।" ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনা বললেন, "তাঁর গায়ে মোটেই গন্ধ নেই। তুমি বানিয়ে বলছ·"

"হ্যাঁ, তাঁর গাযে গন্ধ", একগুঁয়ের মত ইগর আবার বলল। সে শোবার ঘরে চলে গেল। তিনি জোরে জোবে তাকে বলতে শুনলেন, গলার স্বরে তার একগুঁয়ে কান্নার ভাব, "তুমি কি জান? আমি ঠাকুর্দার কাছে যাব না কিছুতেই।"

তাঁর শ্বশুরের কথা ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনার মনে পড়ল।—গত গ্রীষ্মকালে তিনি ছেলের কাছে এসেছিলেন। সত্যিই তাঁর মস্ত, সেকেলে ঝাঁটার মত গোঁফ আছে। বয়স তাঁর ষাটের উপর, কিন্তু স্বাস্থ্যটি খুব ভাল রেখেছেন, চলেন সোজা হয়ে, গেলাস-ভর্তি ভদকা খান আর মদের দোকানে যখন মদসরবরাহকারীর কাজ করতেন তখনকার সেই পুরানোদিনের স্মৃতি রোমন্থন করেন। ঠাকুর্দার চারপাশে তীব্র, অপ্রীতিকর গন্ধ ভেসে বেড়ায়। অপরিষ্কার, অনেক দিন স্নান-না-করা বুড়ো মানুষদের গায়ে এই রকম গন্ধ হয়। কিন্তু ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনা প্রধানতঃ বিরক্ত হতেন তাঁর শ্বশুরের ঠাট্টাতামাসা করার অদম্য বাসনায়। একধরনের ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ আর চাপা হাসির সঙ্গে তাঁর শ্বশুর ঠাট্টাতামাসা চালাতেন। তাঁকে কুজমা পেত্রোভিচ বলে ডাকা হত। খাওয়ার টেবিল ত্যাগ করার সময় তিনি সব সময়েই বলতেন: "ঈশ্বর ও তোমাদের সকলকে ধন্যবাদ, কুজমা আর দেমিয়ানও এই কথা বলে।"

এই কথা বলে তিনি অনেকক্ষণ ধরে চোখ ঠারতেন এবং নীরব হাসিতে দুলতেন।

ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনা ভেবে দেখলেন যে, ঠাকুর্দার ওখানে ছেলে-মেয়ের থাকতে "বেশ অসুবিধা" হবে। যতই হোক না কেন বুড়োবুড়ীর জীবিকা সংস্থানের উপায়টা কি? তাদের পেনশন? তবে বাড়িটা তাঁদের নিজের। তাঁদের বাগানের মত একটা আছে। বোধহয় তাঁদের ছেলে কিছু পাঠায়। যাই হোক তাতে কি আসে যায়? ও নিয়ে ঝুকভ মাথা ঘামাক।

ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনার মনের মধ্যে আশংকা ও বিষণ্ণতার মত কিছু জেগে উঠল; দু'শ রুবল দেওয়া সম্পর্কে ঝুকভের কাঁদুনিটাও সন্দেহজনক; তবু একটা কিছু পরিবর্তনের, ভাগ্যলক্ষ্মীর একটা অম্লান স্মিতহাস্যের আশা তিনি পোষণ করতে লাগলেন তাঁর মনে।

কয়েকদিন পরে ঝুকভ এক চিঠি পাঠালেন। চিঠিতে ছেলেমেয়েরা কখন ও কিভাবে তাদের ঠাকুর্দার ওখানে যাবে তাব খুঁটিনাটি বর্ণনা করা আছে। তিনি উমান পযন্ত তাদের সঙ্গে যাবার জন্য একজন লোক দিচ্ছেন। চিঠিটা এনেছে সেই লোকটিই। লোকটি প্রায় কুড়ি বছর বয়সের যুবক সুস্থকায় ও সুশ্রী, মুখে মৃদু হাসি। ইয়েভগেনিযা আলেক্সিয়েভনা আশ্বস্ত বোধ করলেন, কিন্তু চিঠির একটা অংশের অপ্রীতিকর ছাপ তখনও মনে লেগে রইল। এই অংশটিতে লেখা আছে:

"আমি সঙ্গে যাওয়ার লোকটির রিটার্ণ টিকিটের ভাড়া দিয়ে দেব। তুমি তাকে ছেলেমেয়ের ভাড়া বাবদ ষাট রুবলের মত দিয়ে দিও। ওলিয়ার তো সিকি ভাড়া লাগবে—আমার সময়টা এখন বড খারাপ যাচ্ছে।"

কিন্তু ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনা কিছুই আর আমলে আনলেন না। অবশেষে তিনি দুই তিন মাস নিজের মত একেবারে একা নির্জন ফ্লাটে থাকতে পারবেন এই চিন্তায় তিনি ক্রমেই অধিকতর উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। তিনি ঘুমাবেন, পড়বেন, বেড়াতে যাবেন, পার্কে বেড়াবেন, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা করবেন। এ সব ছাড়াও এমন বড় একটা কিছু ঘটা উচিত যা তাঁর জীবন ও

তাঁর ভবিষ্যৎকে বদলে দিতে পারে—এরকম কিছু তিনি স্বপ্নে ও দেখতে সাহস করেন না, কিন্তু এই জিনিসটির জন্যই তিনি নিজেকে মুক্ত বোধ করছেন ও খুসী হচ্ছেন।

ছেলেমেয়েরা তাঁর আনন্দকে মেঘাচ্ছন্ন করল না। ইগর তার সাম্প্রতিক প্রতিবাদের কথা ভুলে গেছে বলে মনে হল। বেড়ানো ও নতুন জায়গা দেখবার আশাতেই তারা ডগমগ। খুসীমনে তারা সঙ্গে যাবার লোকটির সঙ্গে আলাপ করল।

"ট্রেনের জানালা আছে?" ওলিয়া তাকে জিজ্ঞাসা করল। "সব দেখা যাবে? মাঠও? মাঠগুলো দেখতে কেমন?"

সঙ্গে যাওয়ার লোকটি এ সব প্রশ্নের বিশেষ কোন গুরুত্ব দেখতে পেল না, জবাবে সে শুধু হাসল, কিন্তু ইগর এ সব প্রশ্নের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে উত্তেজিতভাবে ওলিয়াকে বলল: "জানালা আছে······তবে ঠিক ঘরের মত নয়, জানালাগুলো ওঠানো-নামানো যায়। জানালার বাইরে তুমি যখন দেখবে তখন প্রচণ্ড বাতাস বয়ে যাবে আর সব কিছু ছুটে যেতে থাকবে।"

"আর মাঠগুলো কিরকম দেখতে?"

"মাঠগুলো মাইলের পর মাইল জুড়ে থাকে। মাঠে আছে ঘাস, গাছ আর ঐসব··· কুটীরগুলো বা তুমি তাদের যা বল তাই। আর সেখানে গরুগুলো ঘুরে বেড়ায়, আর ভেড়া আছে পালে পালে।"

এ সব বিষয়ে ইগরের জ্ঞানের ভাণ্ডারটি বেশ বড, কারণ তার জীবনে সে কয়েকবার বেড়িয়েছে। এই আলাপ আলোচনা ঠাকুর্দা গায়ের গন্ধটা তাকে ভুলিয়ে দিল। কিন্তু যাওয়ার দিন যখন এল তখন ইগর সকালে প্রথমেই কান্নাকাটি শুরু করল এবং এক কোণায় বসে বার বার বলতে লাগল, "আমি যা বলছি শোন, আমি সেখানে থাকব না। দেখো, আমি থাকি কি না। কেন যাচ্ছি আমরা কি জন্যে? তুমি কেন যাচ্ছ না? ছুটি নেই তো কি হয়েছে? আমরা না থাকলে তুমি বিরক্ত হয়ে উঠবে। দেখো, হও কি না।"

ওলিয়া তার রং-করা টুলের উপর সারা দিন গভীর চিন্তামগ্ন ভাবে বসে রইল। স্টেশনে যাওয়ার সময় যখন এল তখন সে সত্যিই কান্নাকাটি শুরু করল, তার নতুন জুতো লাথি মেরে ফেলে দিল এবং কেবলই তার মায়ের দিকে হাত বাড়িয়ে দিতে লাগল। শিশুকাল থেকে এই যে ভঙ্গীটা সে বজায় রেখেছে সেটারই শুধু নির্দিষ্ট অর্থ ছিল, কারণ তার কান্নার মধ্যে আর কোন কথা শোনা যাচ্ছিল না।

সঙ্গে-যাওয়ার লোকটি এসে গেছে এর মধ্যে। সে উৎফুল্লভাবে ওলিয়াকে বোঝানোর চেষ্টা করছে।

"আরে এমন লক্ষ্মী মেয়ে কাঁদছে! সে কি করে হবে?"

ওলিয়া চোখের-জল-মাখা হাতে তাকে একপাশে সরিয়ে দিয়ে আরও জোরে আর্তনাদ করে উঠল: "মা-আ।" আর কিছু বোঝা গেল না।

অনেক কষ্টে গাড়ির জানালা আর মাঠের গরুর কথা মনে করিয়ে দিয়ে, ঠাকুর্দার আশ্চর্য বাগান আর শাদা ষ্টীমার আর পাল-তোলা মাছ-ধরা নৌকা-চলা চমৎকার নদীর গল্প বলে আলোক্সিয়েভনা ছেলেমেয়েকে সান্ত্বনা দিতে পারলেন। তারপর ট্রেন ছেড়ে যাওয়ার মুহূর্ত পর্য্যন্ত তিনি ভাবতে লাগলেন যে, নৈরাশ্যক্ষিপ্ত হয়ে তিনি কিরকম ভয়ানক সাহসিক কাজে ব্রতী হয়েছেন।

"চলে এস, ছেলেমেয়েরা, চল স্টেশনে যাই। মুখভার কর না, সব কিছু চমৎকার লাগবে। স্টেশনে তোমরা বাবাকে দেখতে পাবে। বাবা এসে তোমাদের বিদায় দেবেন।"

এ কথা শুনে ওলিয়া আনন্দে চীৎকার করে উঠল তার চোখের জল ভরা ছোট্ট মুখটা খুসীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ইগর কিছুটা অবিশ্বাসের সঙ্গে নাকটা কোঁচকাল, কিন্তু উৎফুল্লভাবে বলল: "ওহো, বেশ হবে বাবা এখন কিরকম হয়েছেন আমরা তা দেখতে পাব! বোধ হয় তিনি এখন অন্য রকম হয়ে গেছেন!"

রাস্তায় ঝুকভের অফিসের গাড়ি তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। ড্রাইভারের আসনে বসে আছে সেই বুড়ো ড্রাইভার, নিকিফোর ইভানোভিচ, আগের মতই দাড়ি না কামানো আর কঠোর। ইগর আনন্দে মেতে গেল।

"মা ! দেখ নিকিফোর ইভানোভিচ।"

নিকিফোর ইভানোভিচ তাঁর আসনে ঘুরে বসে এমন হাস্যোজ্জ্বল মুখে তাকালেন যে তেমনটি আর কখনও দেখা যায় নি। প্রত্যেকের সঙ্গে তিনি করমর্দন করলেন।

"কেমন চলেছে ইগর ?" তিনি জিজ্ঞাসা করলেন।

"কিন্তু আপনি আর বিরক্ত হন না, নিকিফোর ইভানোভিচ! আমার চলেছে..."ইগর হঠাৎ মুখ লাল করে তাড়াতাড়ি আর একটা প্রশ্ন করল : "কত হাজার কিলোমিটার হল আপনার ? সাতাশ ! উ।..... "

স্টেশনে ঝুকভ তাদের জন্য বুফেতে অপেক্ষা করছিলেন। কৃত্রিম ভদ্রতার সঙ্গে তিনি ইয়েভগেনিযা আলেক্সিয়েভনাকে নমস্কার জানালেন। তখুনি ওলিয়ার মেলে দেওয়া হাতদুটি তাঁকে দখল করল। তিনি তাকে চুমা খেয়ে তাঁর হাঁটুর উপর বসালেন। ওলিয়া এমন বিব্রত বোধ করছিল যে কথাই বলতে পারল না, সে শুধু নীরবে হাসতে হাসতে বাবার খাকী স্যুটের ঝুলে টোকা দিতে লাগল। অবশেষে সে তার মাথাটা একপাশে হেলিয়ে কোমল-ভাবে বলল :

"এটা কি নতুন জ্যাকেট ? নতুন এটা। এখন তুমি কোথায় থাক ?"

একটি শিশুর বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে বড়রা সুখী হয়ে সব সময় যেমন মুখের ভাব করেন সেই রকম মুখের ভাব করে ঝুকভ হাসলেন।

ইগর তার বাবার সম্মুখীন হল বিব্রতভাবে। সে তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখল মাথাটা নীচু করে, একটা পা অস্থির ভাবে নাড়াতে লাগল। ঝুকভ করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়ে ঠিক নিকিফোর ইভানোভিচের মতই জিজ্ঞাসা করলেন : "কি রকম চলছে, ইগর ?"

ইগর জবাব দিতে পারল না। সে কেমন অদ্ভুতভাবে কাশল, ঢোঁক গিলল, মুখটা তার টকটকে লাল হয়ে গেল, সে মুখ ঘুরিয়ে নিল। কোথা থেকে যেন তার চোখে জল এল। মুখ ফিরিয়ে এইভাবে দাঁড়িয়ে চোখের জলের মধ্য দিয়ে একদৃষ্টিতে সে তাকিয়ে রইল টেবিলের উপর রাখা ঝকঝকে

বাসনপত্র, শাদা কাপড়গুলি, বুফের কাউণ্টারের উপর রাখা বড় বড় ফুল আর সোনালী বলের দিকে।

ঝুকভ অস্থির হয়ে উঠলেন। সযত্নে ওলিয়াকে তুলে তিনি তাকে মেঝেতে নামিয়ে দিলেন। তার ছোট হাতটি শেষবারের মত নতুন জামার ঝুলের উপর দিয়ে সরে গিয়ে তার পাশে ঝুলে পড়ল। তার হাসিও কোথায় যেন মিলিয়ে গেল, শুধু তার গালে লেগে রইল তারই জীর্ণ কয়েকটি চিহ্ন।

ঝুকভ তার টাকার থলেটা বের করে সঙ্গে যাওয়ার লোকটিকে তার টিকিট দিলেন।

"দেখ, হারিও না যেন—এটা রিটার্ণ টিকিট। আর এই হল চিঠি। স্টেশনে লোক আসবে, আর যদি কেউ নাও আসে তো স্টেশন থেকে বাড়ি বেশী দূর নয়।"

"আচ্ছা, চলি, বাচ্চারা," ছেলেমেয়েদের খুশীভরে সম্বোধন করে তিনি বললেন, "তোমরা ছুটিতে চললে, কিন্তু আমার কাজ পড়ে রয়েছে। এই কাজ নিয়ে আর পারা যায় না, কি বল ইগর?"

স্টেশন থেকে ফিরে এসে ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনা বিশৃংখলায় অভিভূত বোধ করলেন। ঘরটা বিশৃংখল—চলে যাওয়ার পর কেমন ওলট-পালট হয়ে থাকে, আর তার অন্তরেও বিশৃংখলা। ঝুকভ তাঁকে বাড়ি পৌছে দেওয়ার জন্য গাড়িটা পাঠাবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আধ ঘণ্টারও বেশী গাড়ির জন্য বসে থেকে তিনি গাড়ির আশা ছেড়ে দিয়ে বাসের জন্য সারিতে দাঁড়ালেন। যাই হোক, এই লোকটা, এই ঝুকভ চুলোয় যাক। সঙ্গে যাওয়ার লোকটিকে ও যে টিকিট দিয়েছে সম্ভবতঃ সেটা বিনাপয়সার।

ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনা সব গোছগাছ করলেন তারপর জল গরম করে স্নান সেরে নিলেন। তাঁর পরিবেশ আরও স্বাভাবিক হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনের স্থৈর্যও ফিরে এল। ফ্ল্যাটের অনভ্যস্ত নীরবতা, শান্তভাব ও পরিচ্ছন্নতা প্রায় ছুটির মত মনে হতে লাগল। যেন এই প্রথম তিনি

খোলা জানালা দিয়ে বয়ে-যাওয়া হাওয়ার স্বাস্থ্যকরতা, ঘড়িটার টিকটিক শব্দ এবং মেঝের উপর গালিচার আরামপ্রদ কোমলতা লক্ষ্য করলেন।

ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনা চুল বাঁধলেন, দেরাজের নীচে থেকে বহুদিনের ভুলে-যাওয়া ড্রেসিংগাউনটা খুঁজে বের করলেন, এবং তাঁর অন্তর্বাসের লেস ও নীল ফিতের সুপরিচিত মোহিনীশক্তি তাঁর সুগঠিত পা ও তাঁর উরুদেশের চমৎকার বক্রতা পরীক্ষা করতে করতে আয়নার সামনে তিনি দীর্ঘ সময় কাটিয়ে দিলেন।

"ও একটা বোকা, ওই ঝুকভটা! তুমি এখনও সুন্দরী নারী, ইয়েভ-গেনিয়া!" তিনি বললেন উৎফুল্ল আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে।

আয়নার সামনে তিনি আর একবার ঘুরপাক খেলেন, তারপর লঘুপদক্ষেপে বইয়ের আলমারির কাছে গিয়ে বেছে নিলেন ও-হেনরীর একটি খণ্ড। সোফার উপর পা তুলে তিনি একটা গল্প পড়লেন, তারপর ভালভাবে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে স্বপ্ন দেখতে শুরু করলেন।

কিন্তু পরের দিন গেল, তারপর আর একদিন গেল, তারপর তৃতীয় দিন গেল। তিনি উপলব্ধি করলেন যে, তাঁর স্বপ্নগুলি বৃত্তাকারে ঘুরে ঘুরে আসছে, তাঁর সঙ্গে স্বপ্ন দেখার কোন ইচ্ছা জীবনের নেই, জীবন ধীরভাবে তার চিরাচরিত পথে অগ্রসর হচ্ছে। কর্মক্ষেত্রে সেই একই ধরনের কাজ এবং ম্যানেজারের আফিসে ডাক-পড়া, দর্শকদের সেই একই রকম সারি, সেই একই রকম তুচ্ছ দৈনন্দিন খবর। আফিসের মধ্য দিয়ে যথারীতি কাজ সংক্রান্ত বিষয়গুলির তরঙ্গ বয়ে চলেছে। কাজের লোকেরা তাদের স্বাভাবিক কাজকর্ম করে চলেছে এবং চারটের সময় তাদের শুকনো মুখগুলি তুলে তাদের ডেস্কগুলির দেরাজ সশব্দে বন্ধ করে দ্রুতপদে বাড়ির দিকে চলেছে। ওদের বাড়িগুলি কিরকম আর কোথায় ওরা তাড়াহুড়ো করে যায়? যেন ওদের স্ত্রীদের আকর্ষণেই। ওরা নিশ্চয়ই খানা খাওয়ার জন্য দৌড়ায়, খিদে পায় ওদের। যাই হোক, ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনা একাই বাড়ি ফেরেন—তাঁর পথে কেউ যায় না। বাড়িতে, যথারীতি, তিনি প্রাইমাস স্টোভটা জ্বালিয়ে নিজের

জন্য কিছু রাঁধেন। প্রাইমাসের আওয়াজ এখন মনে হয় কানফাটানো এবং একঘেয়ে। খানাটাও সমান একঘেয়ে।

আফিসে তাঁর চারপাশে প্রায় ত্রিশজন পুরুষমানুষ কাজ করে। তারা আদৌ খারাপ লোক নয় এবং তাদের প্রায় সকলেই তাদের সেক্রেটারির সঙ্গে অল্প প্রেমে পড়েছে। কিন্তু তাদের সকলেরই পরিবার আছে; তাদের বৌ ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে তাদের ছিনিয়ে নেওয়া অতি হীন কাজ হবে।

কিন্তু বাড়িতে পুরুষ মানুষ না থাকলে অস্বস্তি বোধ হয়; বিশেষ করে বোধ হয় তখন, যখন অপ্রত্যাশিত ও অস্বাভাবিক মুক্তি তাঁর কল্পনাকে উদ্দীপিত করেছে। তাঁর আফিসের কোন কোন সঙ্গীদের সঙ্গে কথা বলার সময় সাহসিকতাময় প্রগলভস্বরে তিনি কথা বলছেন ইতিমধ্যে ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনা তা অনেকবার ধরে ফেলেছেন। তিনি নিজেই অপ্রীতিকরভাবে বুঝেছেন যে এই প্রগলভতা কত কবিত্বহীন ও আবেগহীনভাবে ইচ্ছাকৃত। তাঁর আচরণে প্রয়োজনীয় অকুণ্ঠিতা ও সরলতা ছিল না। তিনি যেন শিকলে-বাঁধা সংসারে বীতশ্রদ্ধ একজন স্ত্রীলোককে নিযে চলেছেন আর ভাবছেন—কোথায় আমি একে রাখি?

সন্ধ্যাবেলায় ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনা শুয়ে শুয়ে ভাবেন: ভগবান, আমি তো আর পারি না! কি হচ্ছে! কারো প্রেমে বা আর কিছুতে কি আমাকে পড়তেই হবে? কিন্তু কেমন করে? আঠারো বছর বয়সে প্রেম থাকে সামনেই, প্রেম তখন অনিবার্য ও নিকটবর্তী, প্রেমকে খুঁজে বেড়ানোর ও সংগঠিত করার কোন প্রয়োজন তখন হয় না। সম্মুখে প্রেম, পরিবার, ছেলেমেয়ে, সম্মুখে জীবন। কিন্তু এখন, তেত্রিশ বছর বয়সে, প্রেমকে তৈরী করতেই হবে, তাড়াতাড়ি করতে হবেই, দেরী করলে চলবে না। আর সামনে রয়েছে জীবন নয়, এক ধরনের জোড়াতালি দেওয়া পুরাতন জীবন। পুরাতন ও নতুনে মিলিয়ে কি ধরনের সংমিশ্রণ তৈরী হবে?

অল্পে অল্পে ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনা নিজের উপর আস্থা হারিয়ে ফেললেন। দুই সপ্তাহের বেশী হয়নি, কিন্তু এর মধ্যেই ভবিষ্যতের বিশৃংখলা

ও আদর্শনীয়তা দিগ্বলয়কে আড়াল করে দিচ্ছে এবং তার পিছনে আবার বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে বার্ধক্যের ন্যুব্জ মূর্তি। আয়নার মধ্যে তাকিয়ে ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনা আর তাঁর লেস ও ফিতের সারি দেখে খুসী হলেন না, বরং খুঁজে পেলেন নতুন বলীরেখা।

ঠিক এই সময়েই প্রেমের দেবদূত উড়ে গেলেন ইয়েভগেনিয়া আলেক্সি-য়েভনার উপর দিয়ে, ইয়েভগেনিয়ার উপর তাঁর ডানার গোলাপী ছায়া ফেলে।

দৈবক্রমেই এ ব্যাপার ঘটল, যেমন ঘটে সর্বদাই। সারাতভের সেই যে সুকেশ অতিথি, জহরত ভালবাসেন, তিনি এলেন এক কাজে মস্কোতে। হৈচৈ-করা ফুর্তিবাজ লোকটি এসে আফিসে আফিসে পাক দিলেন, দাবী জানালেন, লোকজনকে তিরস্কার করলেন এবং তাদের সঙ্গে ব্যবহারও করলেন রূঢ়। তাঁর এই খুসীভরা উৎসাহ দেখে ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনা আনন্দ পেলেন এবং সমান উৎসাহে তিনি লোকটির আক্রমণ ব্যর্থ করার চেষ্টা করলেন। লোকটি তাঁর মুখ বেঁকিয়ে করুণার ভাব দেখালেন এবং গলার স্বর তীক্ষ্ণ তীব্র করে বললেন: "সুন্দরি! আপনি পর্যন্ত একজন আমলাতান্ত্রিক হয়ে গেলেন। কী ভয়ংকর! গোল্লায় যায়নি এমন একটা লোকও এখানে পাওয়া যাবে না, এমন অবস্থা শীঘ্রই আসছে।"

"কিন্তু কোন উপায় নেই, দিমিত্রি দিমিত্রিয়েভিচ, নিয়ম নিয়মই। 'শুধু' এটা আপনি লিখে দেবেন বলতে আপনি কি বোঝাতে চান?"

"ঠিক এইটেই আমি করব। কাগজ দিন আমাকে।"

প্রথম যে কাগজের টুকরোটা তিনি পেলেন সেটাই তিনি টেনে নিয়ে তাঁর পেন্সিলের একটানে কয়েকটা লাইন লিখে ফেললেন। ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনা লাইনগুলি পড়ে প্রীতিপ্রদ একটা ভয় অনুভব করলেন। কাগজে লেখা আছে: 'ট্রাস্টের কর্তৃপক্ষের প্রতি। তিন টন কাগজ দিন। ভাসিলিয়েভ।'

"এতে হবে না?" অবজ্ঞার স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন দিমিত্রি দিমিত্রিয়েভিচ। "কেন এতে হবে না বলুন। এতে ভুলটা কি হয়েছে?"

"এ ভাবে কে লেখে বলুন তো? 'দিন'! আপনি কি শিশু?"

"বেশ, তাহলে কি করতে হবে? কি ভাবে লিখতে হবে? কি ভাবে?" সত্যি সত্যিই ছোটদের মত পীড়াপীড়ির সুরে বলে চললেন দিমিত্রি দিমিত্রিয়েভিচ। "আমি ধরে নিচ্ছি আপনি চান আমি এইভাবে লিখি: নিম্নলিখিত বিষয়টি সম্পর্কে আমি অনুমতি প্রার্থনা করি যে···ভিত্তিতে·· এই কারণে···এবং অনুরূপভাবে বিষয়টি বিবেচনা করে। এই রকম, অ্যাঁ?"

ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনা শ্রেষ্ঠত্বের ভাব দেখিয়ে হাসলেন এবং এমন কি মুহূর্তের জন্য ভুলে গেলেন যে, তিনি স্ত্রীলোক।

"আচ্ছা, দিমিত্রি দিমিত্রিয়েভিচ, 'দিন' কথাটার অর্থ কি? কারণটা কি সেটা তো লিখতেই হবে, হবে না?"

"দানবের দল! পশুর দল! রক্তশোষকের দল!" ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মুষ্টি আন্দোলিত করতে করতে দিমিত্রি দিমিত্রিয়োভিচ চেঁচাতে লাগলেন বিলাপের সুরে।

"এই নিয়ে তৃতীয়বার আমাকে আসতে হল। লিখতে, ব্যাখ্যা করতে আর কারণ দেখাতে আমরা চার টন কাগজ খরচ করে ফেলেছি! আপনারা এর মধ্যে সব কিছু জেনেছেন, সব কিছু মুখস্থ হয়ে গেছে আপনাদের। না! আমি যথেষ্ট সহ্য করেছি!"

তিনি তাঁর ভয়ংকর কাগজটি চেপে ধরে ম্যানেজার আন্তন পেত্রোভিচ ভোসচেংকোর ঘরে ঢুকে পড়লেন। পাঁচ মিনিট পরে তিনি আবার হাজির হলেন, তাঁর স্থূল মুখে অতিরঞ্জিত দুঃখের ভাব ফুটিয়ে।

"উনি কিছুই দেবেন না। বললেন, 'একজন পরিকল্পনাকারীকে পাঠিয়ে দিন এখানে।' নভেলে এই রকম লোকদের খুনে বলা হয়।"

ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনা হেসে উঠলেন। তিনি কোণার দিকে বসে পড়লেন এবং মনে হল বিষণ্ণতার মধ্যে তিনি নিজেকে সমাধি দিলেন। কিন্তু একটু পরেই তিনি ইয়েভগেনিয়ার ডেস্কের কাছে গিয়ে তাঁর পকেট-বই থেকে ছেঁড়া এক টুকরো কাগজ তাঁর সামনে রাখলেন। তার উপর লেখা আছে:

যদিও এটা রাজধানী হয়
তবু লোকগুলি এখানে আদৌ মন্দ নয়
কিন্তু যে লোক সব মাটি করে, জান,
সে হল ঐ ভোসচেংকো আস্তন !!

ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনা খুসী হলেন। এত খুসী অনেকদিন তিনি হননি। তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে লোকটি হাসতে লাগলেন। তারপর চারদিকে চোখ বুলিয়ে তিনি ফাইলের গাদার উপর কনুইয়ের ভর দিয়ে ফিস ফিস করে বললেন: "বলি শুনুন! আসুন, এই আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থাটাকে খতম করি..."

"তারপর কি হবে?" আতঙ্কে গোপনে শিউরে উঠে তিনি প্রশ্ন করলেন।

"এখান থেকে চলে যাওয়া এবং পার্কে লাঞ্চ খাওয়া। পার্কে সুন্দর লাগবে, সবুজ গাছ, পঞ্চাশ বর্গ মিটার আকাশ এবং এমন কি—আপনি জানেন আমি কাল কি দেখেছি, আপনি কখনও আন্দাজই করতে পারবেন না—একটা চড়ুই! সত্যিকারের প্রাণবন্ত, উৎসাহী ছোট্ট প্রাণী, বুঝলেন। বোধহয় আমাদেরই একজন—সারাতভ থেকে যিনি এসেছেন!"

লাঞ্চ খেতে খেতে ভাসিলিয়েভ ঠাট্টাতামাসা করতে লাগলেন, তারপর একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন, "বলুন তো, সুন্দরি, আপনি পরিত্যক্তা স্ত্রী, তাই না?"

ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনা লজ্জায় লাল হয়ে উঠলেন, কিন্তু যাদুকরের মত সুকৌশলে ভাসিলিয়েভ আঘাতের বেদনা বোধ থেকে তাঁকে রক্ষা করলেন।

"দেখুন রাগ করবেন না, আসলে আমি," তিনি নিজের বুকে খোঁচা দিয়ে বললেন, "আমিও একজন পরিত্যক্ত স্বামী।"

ইচ্ছা না থাকলেও ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনা হাসলেন; তিনি তাঁর হাসিটুকুও সমর্থন করলেন।

"আপনি এবং আমি দুজনেই অভাবগ্রস্ত বন্ধু। আর, যাই হোক না কেন, আমাদের অভাবগ্রস্ত হবার কারণ ছিল না, ছিল কি? আপনি সুন্দরী এবং

আমি সুন্দর, কিন্তু কি যে ছাই ওরা চায় আমি জানি না। লোকে যে কেন তুচ্ছ জিনিসকে এত বড় করে দেখে, একটা লোককে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করার পক্ষে এটা যথেষ্ট।"

এরপর দুজনে পার্কের মধ্যে বেড়ালেন, একটা কাফেতে আইসক্রীম খেলেন এবং বিকেলে ফুটবল খেলা দেখতে গেলেন। খেলা দেখতে দেখতে তাঁরা বাহবা দিলেন।

"চমৎকার জিনিস এই ফুটবল," চেঁচিয়ে উঠলেন দিমিত্রি দিমিত্রিয়েভিচ। "বিশেষ করে মানসিক বিকাশের জন্য! না, এরা দেখছি সমস্ত সময়টা বলের পিছনে ঘুরে ঘুরেই কাটিয়ে দেবে···আর কোনও চাঞ্চল্যকর একটা কিছুর সন্ধান করলে হয়, কি বলুন? সিনেমা গেলে কেমন হয়?"

একমিনিট পরেই তিনি চূড়ান্ত প্রস্তাব উপস্থিত করলেন:

"না, সিনেমার কথা ভুলে যাওয়া যাক। ওখানে গরম আর আমার চা-তেষ্টাও পেয়েছে। চলুন আপনার ওখানেই গিয়ে চা খাওয়া যাক।"

এইভাবে শুরু হল তাঁদের প্রেম। ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনা প্রেমে বাধা দিলেন না, কারণ প্রেম ভাল জিনিস, আর ভাসিলিয়েভের সব কিছুই ফূর্তির ব্যাপার, সহজ সরল। যেন এ ছাড়া আর কিছু হতে পারত না।

কিন্তু তিনদিন পরে ভাসিলিয়েভের বিদায় নেবার সময় এল। বিদায় নেবার সময় তিনি ইয়েভগেনিয়ার কাঁধ ধরে বললেন: "তুমি সুন্দরী, ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনা, তুমি চমৎকাব, কিন্তু আমি তোমাকে বিয়ে করব না···"

"ও, না···"

"বিয়ে করতে আমার ভয় হচ্ছে। তোমার দুই সন্তান, একটি পরিবার আর সম্ভবতঃ সন্তান না থাকলেও স্বামী হিসেবে আমি বিশেষ কিছু কৃতিত্ব দেখাতে পারব না। আমি ঘাবড়ে যাচ্ছি, শুধু ঘাবড়াচ্ছি আর কি। তুমি জান, স্ত্রী যখন তোমাকে ছেড়ে যায় তখন ব্যাপারটা দাঁড়ায় বড় দুঃখের। আশ্চর্যরকম অপ্রীতিকর! বিশ্রী! সেই থেকে আমার ভয় হয়েছে।

দারুণ ভয় পেয়ে গেছি আমি। আমি একা একাই থাকতে চাই, এটা ততটা বিপজ্জনক নয়। তবে যদি তোমার কোন সাহায্যেব দবকাব হয কোনদিন, কাউকে ঘুষি মেরে ঠাণ্ডা কবে দেওযার বা ঐ বকম কিছুব—আমি হুজুরে হাজিব আছি।"

তিনি চলে গেলেন, আব ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিযেভনা যখন প্রেমেব এই অপ্রত্যাশিত ঘূর্ণিঝড থেকে সামলে উঠলেন তখন বিষন্নভাবে তিনি অনুভব করলেন যে তিনি সত্যিই জীবনেব কানাগলিতে ঢুকেছেন।

দিন যায়। দিমিত্রি দিমিত্রিয়েভিচের মূর্তি তাব মনে নিজেব স্থান করে নিয়ে সেখানেই বযে গেছে। না, এটা একটা আকস্মিক লঘুচিত্ত পাপ নয়। দিমিত্রি দিমিত্রিযেভিচ প্রিয, চিত্তাকর্ষক মানুষ এবং এই জন্যই তিনি এত অনুতাপ বোধ করছেন। কাবণ তিনি বুঝেছেন যে, দুটি ছেলেমেযে এবং নতুন একটি পবিবাবেব জটিলতাব কথা ভেবেই দিমিত্রি দিমিত্রিযেভিচ ভয় পেয়েছেন। তিনি তাকে কোমলস্বরে বলতে চান "প্রিয, আমাব ছেলে-মেযেদেব জন্য তোমাব ভয পাবাব কিছু নেই। ওবা চমৎকাব, সহৃদয় ছোট জীব—তোমাব পিতৃ স্নেহেব প্রতিদান ওবা উদাবভাবেই দেবে।"

এখন তাঁব মনে পডল যে তাব ছেলেমেযেও স্নেহ ভালবাসা চায। ভবিষ্যতে তাবাই তাঁব পাশে থাকবে এবং দিমিত্রি দিমিত্রিযেভিচেব খেযালী আকর্ষণ হযত তাঁর কল্পনামাত্র। সে কে? একটা আকস্মিক কল্পনা, শীতের সূর্যা-লোকেব মুহূর্তের একটা বশ্মি? ছেলেমেযে কেন, ওবাই তো ভবিষ্যৎ। একমাত্র ওরাই।

তিনি ইগবেব একটা চিঠি পেলেন। ইস্কুলেব ছেলেব হাতে লেখা পরিচ্ছন্ন লাইনগুলি উদ্বেগ বহন কবে নিযে এল। ইগব লিখেছে

"মা, আমরা এখানে ঠাকুর্দা ও ঠাকুমাব সঙ্গে আছি। তোমাকে বড্ড মনে পডে আমাদের। বাড়িতেই বেশী ভাল লাগে। ঠাকুর্দা আমাদেব সঙ্গে কথা বলেই চলেছেন। ঠাকুমা বিশেষ কথা বলেন না। এখানে কোন নদী নেই, কোন ষ্টীমারও নেই। আপেলও এখানে পাওযা

যায় না, শুধু চেরী পাওয়া যায়। আমাদের গাছে উঠতে দেওয়া হয় না। ঠাকুমা আমাদের কিছু কিছু চেরী দেন, বাকীটা বাজারে বিক্রি করেন। আমিও বাজারে যাই, শুধু চেরী বেচতে নয়, লোকজন দেখতে, তারা কেমন তাই দেখার জন্যে। গতকাল বাবা এসেছিলেন, আবার চলে গেছেন। হাজার হাজার চুমা।

তোমার স্নেহের ছেলে,
"ইগর ঝুকভ।"

ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনা চিঠিটার কথা ভাবতে লাগলেন। শুধু একটা লাইনে স্পষ্ট কথা বলা হয়েছে: "বাড়িতেই বেশী ভাল লাগে।" সম্ভবতঃ ঠাকুমা ছেলেমেয়েকে খুব স্নেহের চোখে দেখেন না। তিনি ওদের চেরী দিতে চান না। ওদের বাবা ওখানে গিয়েছিলেন কেন? কি চান তিনি?

দ্বিতীয় চিঠি আসার আগে পর্যন্ত ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনায় উদ্বেগ পুরোপুরি জাগে নি।

"মা, সোনা। আমরা আর সহ্য করতে পারছি না। আমাদের এখান থেকে নিয়ে যাও। এখনও এখানে কোন আপেল পাওয়া যায় না আর ওঁরা আমাদের কয়েকটা চেরী মাত্র দেন, ওঁরা বড় নীচ। মা, শিগগীর এসে আমাদের নিয়ে যাও। এখুনি চলে এস। আমরা আর সহ্য করতে পারছি না।

তোমার স্নেহের ছেলে
"ইগর ঝুকভ।"

প্রথমে ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনার মাথা ঘুলিয়ে গেল। কি করবেন তিনি? ঝুকভকে বলবেন? নিজে যাবেন? কাউকে পাঠাবেন? কাকে তাঁর পাঠানো উচিত? ওহো, ঠিক হয়েছে, সেই ওদের সঙ্গে যে গিয়েছিল সেই লোকটাকে।

তিনি টেলিফোনের দিকে দৌড়ে গেলেন। বিচ্ছেদ ঘটার পর এই প্রথম তিনি টেলিফোনে তিনি তাঁর স্বামীর গলা শুনলেন। ঘরোয়া, পরিচিত স্বর। কিন্তু এখন মনে হয় স্বরটা আত্মতৃপ্ত, স্বয়ংতুষ্ট। কথাবার্তা এই রকম হল :

"বাজে কথা! আমি ওখানে একটা কাজে গিয়েছিলাম। সব কিছু চমৎকার।"

"কিন্তু ছেলেমেয়েরা ওখানে থাকতে চাইছে না।"

"কি করা যাবে? ছেলেপিলেরা যে কি চায় তা ওরাই কখনও বলতে পারে না!"

"আমি তর্ক করতে চাই না। তুমি সেই ছেলেটিকে পাঠাতে পারবে?"

"না, আমি পারব না।"

"কি?"

"আমি কাউকে পাঠাতে পারব না। আমি পাঠাতে চাইও না।"

"তুমি পাঠাতে চাও না?"

"না, আমি চাই না।"

"বেশ, আমি নিজেই যাব। কিন্তু তোমাকে টাকা দিয়ে সাহায্য করতে হবে।"

"না, ধন্যবাদ, আমি তোমার হাস্যকর পাগলামিতে কোন অংশ নিতে চাই না। আর আমি তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছি যে যাই হোক না কেন আমি সেপ্টেম্বরের আগে আমি তোমাকে কোন টাকা পাঠাব না।"

ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনা আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু রিসিভারটা নামিয়ে রাখার শব্দ হল।

তাঁর জীবনে, কখনও কেউ এমন ঘৃণার আগুন জ্বালিয়ে দেয় নি। উমানে ছেলেমেয়েকে পাঠিয়ে দেওয়ায় ঝুকভেরই সুবিধা হয়েছিল মাত্র। কি করে এই হতভাগা লোকটা তাঁকে ঠকাতে পারল? তার প্রস্তাব মেনে নেওয়ার মত দুর্বলচিত্ত কেন তিনি হলেন? কি করে হতে পারলেন তিনি? অবশ্য তিনি নিজেও ছেলেমেয়ের দ্বারা বাধা-পাওয়া লোভী পশুর মত কাজ

করেছেন। দিমিত্রি দিমিত্রিয়েভিচ? তাঁর ব্যাপারটাই বা কি? তিনিও এই অভাগা ছেলেমেয়েদের ভয়ে ভীত। ওরা সবারই পথের কাঁটা, সবাই ওদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে চায় ওদের কোথাও লুকিয়ে রাখতে চায়।

এবার রাগে আগুন হয়ে কাজ করলেন ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনা। তিনি তিন দিনের ছুটি যোগাড় করলেন। তারপর একজোড়া মখমলের পর্দা আর একটা পুরানো সোনার ঘড়ি বিক্রি করে তিনি ইগরকে একটা তার করলেন। সবচেয়ে বড় কথা হল এই যে টেবিলের উপর টেলিফোনের দিকে ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে তিনি স্বগতোক্তি করলেন :

"তাহলে তুমি টাকা দেবে না। দেখা যাবে!"

পরদিন সকালেই তিনি আদালতে দরখাস্ত পেশ করলেন। সরকারী রায় ঘোষণা করল : "খোরপোষ।"

সেদিন সন্ধ্যাকালে তিনি উমান রওনা হলেন। তীব্র আবেগের ভীড় জমতে লাগল তাঁর মনের মধ্যে—ছেলেমেয়ের জন্য তাঁর দুঃখময়, ভাবনা-বিপর্যস্ত দেহ, দিমিত্রি দিমিত্রিয়েভিচের প্রতি তাঁর সরোষ ভালবাসা এবং ঝুকভের প্রতি তাঁর নির্মম ঘৃণা।

ট্রেন থেকে নেমে ট্রেনে ফের ওঠার মধ্যে যতটুকু সময় মাত্র ততটুকু সময় তিনি বুড়ো ঝুকভের বাড়ি কাটালেন। তিনি সেখানে এমন শত্রুতার অগ্নিময় আবহাওয়া এবং প্রকাশ্য যুদ্ধ দেখলেন যে অতিরিক্ত একটি ঘণ্টাও তিনি সেখানে থাকতে পারলেন না। তাঁর আগমনে ছেলেমেয়েদের পক্ষ প্রভূত পরিমাণে শক্তিশালী হওয়ায় এই অবস্থাটা আরও ঘনীভূত হল। আলিঙ্গন ও চোখের জলের প্রথম প্রবল আবেগের পর ছেলে ও মেয়ে মাকে ছেড়ে শত্রুর দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

ওলিয়ার ছোট্ট মুখটিতে দেখা গেল ক্রুদ্ধ ভ্রূকুটি তাতে প্রকাশ পেল শুধু একটি জিনিস : ক্ষমা নেই। সে মস্ত একটা ছড়ি নিয়ে ঘরে ঢুকে সেটা দিয়ে সব কিছু চূর্ণ করবার চেষ্টা করল—টেবিল, চেয়ার, জানালার গোবরাট;

কোন কারণে শুধু জানালাগুলি তার মনোযোগ থেকে পরিত্রাণ পেল। বুড়ো তার কাছ থেকে ছড়িটা কেড়ে নিয়ে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করলেন। অস্ত্র হারিয়ে ওলিয়া তার ঠাকুর্দার দিকে ছোট্ট মুঠি নেড়ে ও ঠোঁট কামড়ে মুখে তার সেই নির্মম অভিব্যক্তি নিয়ে আর একটা ছড়ির সন্ধানে বেরিয়ে গেল। ঠাকুর্দা পর্যবেক্ষণকাবী স্কাউটের সাবধানী দৃষ্টি মেলে তাকে লক্ষ্য করতে লাগলেন।

তিনি বললেন "শ্রীমতী তো বেশ চমৎকার এক জোড়া ছেলেমেয়ে বানিয়েছ। ওকে তুমি শিশু বলবে? মেয়েটা মড়কের হাওয়া।"

সত্যিকারের অবজ্ঞার সঙ্গে ইগর তাকাল তার ঠাকুর্দার দিকে।

"মড়কের হাওয়া তুমি! আমাদেব চাবুক মারাব তোমার কি অধিকাব আছে?"

"আর কখনও গাছে চডবি না, বুঝেছিস!"

ইগর বলে চলল বিরক্তিব সঙ্গে, "কিপটে! অর্থলোভী! অন্নদাস! ঠাকুর্দা হল কাশচেই* আব ঠাকুমা হল বাবা ইযাগা"।

"ইগর! এসব কী বলছ!" তার মা বাধা দিলেন।

"ও! ও আমাকে এর চাইতে অনেক বেশী খারাপ কথা বলেছে। যা বলেছিস বল তোব মাকে!"

"কি বলেছি আমি? শোন না, বাবাকে বানিযে বানিযে কি সব ওরা বলেছে বাবাকে!" ইগর নকল কবে বলতে লাগল: "তোমার ছোট্ট আদরের ছেলে মেয়ে এখানে খ্রীষ্টের বুকে রয়েছে। খ্রীষ্টের বুক! উনি হলেন খ্রীষ্টের মত, তাই না? ডিনারেব জন্য দশটা চেরী! ওঁর বুকে! আর তোমার সম্বন্ধে উনি, কি বলেছেন: তোমাদের বাবার জন্যে তোমাদের মা কেঁদেছে!' কেঁদেছে বুঝেছ!"

তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ির ভিড়ের মধ্যে কোনমকমে ছেলেমেয়ে আর মালপত্রের জায়গা করে নিয়ে ইযেভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনা পিছন দিকে মরিয়া হয়ে

---

* কাশচেই ও বাবা ইয়াগা—রুশ লোককাহিনীর সুপরিচিত অপদেবতা বা শয়তান। —অনুবাদক।

তাকালেন, যেন আগুন-লাগা একটা বাড়ি থেকে এইমাত্র তাঁরা পালিয়ে এলেন। গাড়ির মধ্যেও ওলিয়ার মুখে তখনও ফুটে রয়েছে সেই নির্মমতার ভাব। এখন আর তার জানালা বা গরুতে কোন আগ্রহ নেই। যা কিছু বলা হয়েছে আর যা কিছু করা হয়েছে সেগুলি সম্পর্কে নানা কথা আবার মনে করে না বলে ইগর পারল না। ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনা তাকিয়ে রইলেন ছেলেমেয়েদের দিকে। কাঁদতে চাইলেন তিনি, স্নেহের কান্না না দুঃখের কান্না তা তিনি জানেন না।

আবার ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনার হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল চিন্তা-ভাবনা ও নিঃসঙ্গতায়। এক নতুন ধরনের নিঃসঙ্গতা তিনি অনুভব করতে লাগলেন যা লোক বা ঘটনার উপর নির্ভর করে না। ক্রোধ ও ভালবাসায় পুষ্ট এই নিঃসঙ্গতার ভাব তাঁর অন্তরের অন্তঃস্থলের গভীরে বাসা বাঁধল। কিন্তু ক্রোধ ভালবাসাকে স্থান দিল না বললেই চলে। যুক্তি বা প্রমাণ ব্যতিরেকেই তাঁর দৃঢ় প্রতীতি হল যে, ঝুকভ একজন দুর্বৃত্ত, মানুষ ও সমাজের পক্ষে বিপদ-স্বরূপ, দুনিয়ার নিকৃষ্ট জীব। ঝুকভকে বিরত করা, অপমান করা, হত্যা করা বা যন্ত্রণা দেওয়া তার জীবনের স্বপ্ন হয়ে দাড়াতে পারে।

তাই, আদালতের ডিক্রিতে যখন ঝুকভকে মাসে আড়াইশ রুবল করে খোরপোষ দিতে হবে বলে আদেশ দেওয়া হল তখন কঠোর পরিতৃপ্তির সঙ্গে তিনি ঝুকভের গলা মন দিয়ে শুনলেন।

"তোমার কাছ থেকে আমি আর যাই আশা করি না কেন এত হীন চাল কখনও আশা করি নি……"

"ও হো!"

"কি? তুমি লোভী মেয়েলোক ছাড়া কিছুই নও, কোনও মহৎ কিছুর বিন্দুমাত্র ধারণা তোমার নেই।"

"কি বললে তুমি? মহৎ?"

"হ্যাঁ, মহৎ। আমি তোমাকে দিয়ে এলাম জিনিসপত্র ঠাসা একটা পুরো ফ্লাট, একটা লাইব্রেরী, ছবি, আসবাবপত্র......"

"সে তো তুমি দিয়েছ তোমার কাপুরুষতার জন্য, কারণ, তুমি হলে একটা দুর্বৃত্ত, একটা কীট......"

"আর এখন তুমি আমার নাম ও আমার পরিবারের নাম কলঙ্কিত করছ......"

ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনার শক্তি তাঁব প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করল। গায়ের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ কবে তিনি চেপে ধবলেন টেলিফোনেব রিসি-ভারটাকে যেন সেটা হল ঝুকভের গলা, সেটা ঝাঁকিয়ে তিনি ভাঙ্গা গলায় চীৎকার করে উঠলেন :

"তোমাব মত লোকের পরিবাব থাকবে কি করে, ইতব পশু !"

তিনি চেঁচিযে যে অভিশাপগুলি দিলেন তাতে তিনি সন্তুষ্ট হতে পারলেন না, কিন্তু আরও অপমানজনক কিছু তিনি ভেবে পেলেন না। তাঁর পক্ষেও এই নিঃসঙ্গ ঘৃণা অসহ্য হয়ে উঠল। কারুব কাছে রং ছড়িযে এ সম্পর্কে তাঁর বলতেই হবে, অন্য লোকদের মনেও এই একই ধরনেব ঘৃণা জাগিয়া তুলতে হবে, অন্যেরাও যাতে ঝুকভকে হীন ও পাজি বলে তা করতেই হবে। তিনি চান লোকে তাঁরই মত প্রবল ভাবে ঝুকভকে ঘৃণা করে এবং তাদের অবজ্ঞা প্রকাশ করে। কিন্তু তাঁর ক্রোধের ভাগীদার হওয়ার কেউ নেই। তিনি বিস্মিত হযে ভাবেন : যেন লোকে দেখতে পায় না যে, ঝুকভ কত নীচ কেন তারা তার সঙ্গে কথা বলে, কাজ করে, ঠাট্টা তামাসা করে, তার সঙ্গে করমর্দন করে ?

কিন্তু লোকে ঝুকভের ঘৃণ্য চরিত্রেব দিকে নজর দিল বলে মনে হল না এবং ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনা যেরকম চান সেরকম ব্যবহার তারা ঝুকভের সঙ্গে করল না। শুধু ছেলেমেয়েরা তাঁর দুঃখ ও বিরক্তি পূর্ণমাত্রায় অনুভব করল ; তাদের কাছে কোন শিষ্টাচার রক্ষা করা তিনি অনেকদিন হল বন্ধ করেছেন। তাদের সামনেই তিনি অবজ্ঞা প্রকাশ করে তাঁর স্বামীর

নাম উল্লেখ করেন এবং অবাধে অপমানকর বাক্যাদি ব্যবহার করেন। বিশেষ বিজয়গর্বের সঙ্গেই তিনি ছেলেমেয়েকে আদালতের ডিক্রির কথা বললেন :

"তোমাদের অমূল্য পিতাটি মনে করেন যে, আমি তাঁর দয়ার ভিখারী—দু'শ রুবলের ভিখারী! তিনি ভুলে গেছেন যে, তিনি সোবিয়েত রাজত্বে বাস করেন। এখন আদালত যা বলেছে তাই তাঁকে দিতে হবে, নইলে জেলে যেতে হবে।"

ছেলেমেয়ে এই ধরনের নিন্দা নীরবে শুনত। ওলিয়া ভ্রূভঙ্গী করে রাগতভাবে ভাবতে বসত। ইগরের মুখে দেখা দিত একটা বিদ্রূপপূর্ণ অবজ্ঞার ভাব।

ঠাকুর্দার ওখানে যাবার পর থেকে ছেলেমেয়ের চরিত্র বদলে গেছে। ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনা এটা লক্ষ্য করেছেন, কিন্তু তাঁর মন এখন এ নিয়ে ভাববার মত যথেষ্ট মুক্ত নয়। ছেলেমেয়ের চরিত্রের কোন না কোন দিকে তিনি যেই মনোযোগ দেন অমনি তাঁর মনে দেখা দেয় নতুন উদ্বেগ এবং ক্রোধের উচ্ছ্বাস।

ইগরের মুখের চেহারাটাই বদলে গেছে। আগে তার মুখটি ছিল সব সময় স্পষ্ট ও সরল বিশ্বাসপরায়ণতার একটি ছবি। তার কটা চোখে যে শান্ত ও উৎফুল্ল তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যেত তাতে সেই ছবিটি আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠত। এখন সেই মুখে ক্রমে ঘন ঘন প্রকাশ পাচ্ছে ধূর্ত অবিশ্বাস এবং অবজ্ঞাপূর্ণ নিন্দার ভাব। ইগর বক্রদৃষ্টিতে তাকাতে ও চোখ ছোট করতে শিখেছে ; প্রায় ধরাই যায় না এমন ভাবে এখন সে ঠোঁট বাঁকাতে পারে এবং মনে হয় সেই বাঁকা ঠোঁটে স্থায়ীভাবে লেগে আছে অবজ্ঞা।

ওদের প্রতিবেশীরা একটা প্রীতি অনুষ্ঠান করল—সাধারণ ধরনের পারিবারিক উৎসবানুষ্ঠান যা যে কেউ করতে পারে। ওদের ফ্লাটে যেই সেদিন সন্ধ্যায় গ্রামোফোন আর নৃত্যরত পায়ের শব্দ ভেসে এল, ইগর ইতিমধ্যেই শুয়ে পড়েছে—মুখে অভ্যস্ত অবজ্ঞার ভাব ফুটিয়ে সে বলল "ওরা সরকারী টাকা চুরি করে এখন নাচ লাগিয়েছে।"

ওর মা বিস্মিত হলেন।

"কেমন কবে জানলে ওবা চুরি করেছে ?"

"নিশ্চয়ই করেছে," অবজ্ঞাপূর্ণ নিশ্চয়তার সঙ্গে ইগব বলল।

"ওদের পক্ষে এটা বেশ সোজা, তাই নয়! তুমি জান কোরতকোভ কোথায় কাজ করে ? ও একটা দোকানের ম্যানেজার। টাকার বাক্সে হাত ঢুকিয়ে অনুষ্ঠানের জন্য কিছু নিয়েছে আর কি।"

"তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত, ইগব, বানিযে বানিযে এইরকম গল্প বলছ তুমি। তোমার লজ্জায় মবে যাওয়া উচিত!"

"ওদের চুবি করতে যদি লজ্জা না হয়ে থাকে তো আমি লজ্জিত হব কেন ?" ঠিক এমন আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে জবাব দিল ইগব তাব মাব দিকে তাকিয়ে যেন সে জানে যে তার মা-ই কিছু চুরি কবেছে, কিন্তু তাব উল্লেখ সে করতে চায় না।

শরতের শেষ দিকে ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনাব বোন নাজেদা আলেক্সিয়েভনা সেকোলোভকা কয়েকদিনেব জন্য মস্কোয এসে উঠলেন তাঁর বাড়িতে। তিনি ইয়েভগেনিযার চাইতে বয়সে বেশ বড এবং আবও মোটা সোটা। আব তিনি সঞ্চারিত কবেন সেই প্রীতিপ্রদ আশ্বাসপূর্ণ শান্তিময়তা : যা হল বড বড পরিবারগুলিব সুখী মায়েদেব বৈশিষ্ট্য। ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনা তাঁকে দেখে খুশী হলেন এবং সোৎসাহে তাঁর দীর্ঘস্থায়ী দুর্ভাগ্যেব সমস্ত গোপন খুটিনাটি বিবরণ তাঁকে জানালেন। বেশীর ভাগ সময় শোবার ঘরে নির্জনে তাঁবা আলাপ করলেন, তবে কখনও কখনও খাওয়ার সময়েও আলাপ হল। ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনা নিজেকে আর সংযত রাখতে পাবছিলেন না।

তাঁর কান্নাকাটির জবাবে নাজেদা একবার বললেন : "কাঁদুনী গাওয়া ছাড, বুঝেছ! কান্নাকাটি করছ কি জন্যে ? আবার বিয়ে কব! ওদের দিকে তাকাও তুমি! ইগরেব দিকে! কেন, তোমাব চাইতে ইগরের একজন পুরুষ লোকের দরকার বেশী। মেয়েলোক পরিবেষ্টিত হয়ে ও বড় হয়ে কিরকম হবে বলত ? মুখভঙ্গী করা বন্ধ কর, ইগর। দেখ, তোমার ছেলে কিরকম

ক্ষুদে নবাব হয়ে উঠেছে? ও মনে করে যে, ওর চারপাশে ঘুরে বেড়ানো ছাড়া মায়ের আর বেশী কিছু করার নেই। বিয়ে কর। অপরিচিত ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কিরকম ব্যবহার করতে হয় তা আমাদের চাইতে পুরুষেরা ভাল জানে। ওরা আরও উদারমনা……"

ইগর এ সম্বন্ধে কিছুই বলল না, সে শুধু অপলকভাবে একদৃষ্টিতে তার মাসীর দিকে তাকিয়ে রইল। কিন্তু নাজেদা যখন চলে গেলেন তখন সে তাকেও বাদ দিল না।

"যার খুসী সেই এখানে আসে……আমাদের সঙ্গে উনি পাঁচ দিন এখানে থেকে গেলেন, বিনা খরচায় অবিশ্যি এতে ওঁর বেশ সুবিধেই হল। পবেব পয়সায়…আমি তাই বলব!"

"ইগর, তোমার কথা বলার ধরনে আমি বিরক্ত হতে শুরু কবেছি।"

"বটেই তো, এতে তো তুমি বিরক্ত হবেই! উনি তোমাকে সারাক্ষণ পুরুষ মানুষ সম্পর্কে উপদেশ দিয়ে গেলেন: 'বিয়ে কব, বিয়ে কর'! আর তুমিও তো মুখিয়ে আছ, তাই না?"

"ইগর, চুপ কর!"

ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনা জোবে ও বাগতভাবে চেঁচিয়ে বললেন কথাটাও কিন্তু ইগর গ্রাহ্যও করল না। সেই অস্পষ্ট অবজ্ঞা প্রকাশ পেল তার ঠোটে আর তার চোখে ফুটে উঠল সজ্ঞান নির্দয় দৃষ্টি।

ইগরের চরিত্র সম্পর্কে ইস্কুল থেকেও খারাপ গুজব শোনা যাচ্ছিল। পরে পরিচালক তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনাকে ডেকে পাঠালেন।

"বলুন তো, আপনার ছেলে এরকম মেজাজে ইস্কুলে আসে কি করে? আমি কল্পনাও করতে পারি না যে, এটা আপনার প্রভাবের ফল।"

"কি অন্যায় করেছে?"

"বেশ কিছু অন্যায় করেছে, আসলে অনেক কিছু। শিক্ষকশিক্ষিকাদের নিন্দে করা ছাড়া ও আর কিছুই করে না। একজন শিক্ষিকার মুখের উপর ও

বলেছে : 'আপনি এখন পশুব মত ব্যবহাব করেন তাব কাবণ আপনাকে এই রকম করাব জন্যই মাইনে দেওয়া হয়।' আর সাধারণতঃ ক্লাসে ওই হল কেন্দ্র মানে প্রতিরোধের কেন্দ্র।"

ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনা থাকতে থাকতেই পবিচালক ইগবকে ডেকে পাঠিয়ে তাকে বললেন, "ইগর, তোমার মা এখানে রয়েছেন। ওঁর সামনে আমাকে কথা দাও যে তুমি তোমার স্বভাব সংশোধন কববে।"

ইগব চট কবে মায়ের দিকে তাকিযে নিয়ে দুর্বিনীতভাবে তার ঠোঁট বেঁকাল। একবাব এক পায়ে আর একবার আব এক পায়ে ভব দিতে দিতে সে বিরক্তির ভাব প্রকাশ করে একপাশে ঘুবে দাঁড়াল।

"কিছু বলছ না কেন ?"

ইগব তাব চোখ নামিয়ে আবার ঘুরে দাঁড়াল।

"তুমি কিছু বলবে না ?"

হাসিতে দম বন্ধ হযে এল ইগবেব—হঠাৎ হাসিটা ঠেলে উঠল তাব মধ্যে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ হাসি সামলিযে সে অস্পষ্টভাবে বলল

"আমি কিছুই বলব না।"

পবিচালক দুই এক সেকেণ্ডেব জন্য ইগরেব মুখেব দিকে তাকিযে তাকে চলে যেতে বললেন।

"বেশ তুমি যেতে পাব।"

আতঙ্কগ্রস্তভাবে ইয়েভগেনিযা আলেক্সিযেভনা বাড়ি ফিবলেন। তিনি অনুভব কবলেন যে, এই ছেলেমানুষী তিক্ততাব কাছে তিনি সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হযেছেন। অনেকদিন ধবেই তাঁব মনেব মধ্যে সব কিছুই অযত্ন-রক্ষিত শোবার ঘরেব মতই বিশৃংখল হয়ে বয়েছে। কিন্তু ইগর নিজস্ব একটা সম্পূর্ণ চরিত্রই গডে তুলতে শুরু কবেছে এবং ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনা তার প্রকৃতি বুঝতেও পারেন নি, এমন কি ধারণাও করতে পারেন নি।

বিরক্তির তুচ্ছ জিনিসগুলির মধ্যে তাঁর জীবন ক্রমেই ডুবে যাচ্ছে। আফিসে কয়েকটা ব্যাপার ঘটল যার জন্য তাঁর স্নায়ুর অবস্থাই প্রধানতঃ দায়ী। ঝুকভের কাছ থেকে খোরপোষ আসতে লাগল অনিয়মিতভাবে এবং তার বিরুদ্ধে তাঁকে নালিশ করতে হল। ঝুকভ আর টেলিফোন করে না, কিন্তু তার জীবন ও তার ব্যাপার সম্পর্কে গুজব তাঁর কাছে পৌছাতে লাগল। তার নতুন বৌয়ের এক সন্তান হয়েছে এবং ঝুকভ তার দেয় খোরপোষের পরিমাণ হ্রাসের জন্য আবেদন জানাচ্ছে।

বসন্তকালে ইগরকে পথে দেখতে পেয়ে ঝুকভ তাকে তাঁর গাড়িতে তুলে নিয়ে লেলিনগ্রাদ রাজবর্ত্মে ঘুরিয়ে আনলেন। আর বিদায়কালীন উপহার স্বরূপ তিনি তাকে দিলেন এগারোটা কলকব্জাওয়ালা একটা কলম কাটা ছুরি। ইগর বেড়িয়ে ফিরল উল্লসিত মনে। হাত নেড়ে নেড়ে সে উৎসাহের সঙ্গে নতুন নতুন যে সব জায়গা দেখেছে সেগুলির সম্বন্ধে, বাবা যে সব হাসিঠাট্টা করেছেন সে সম্বন্ধে এবং বাবার গাড়ির সম্বন্ধে বলে যেতে লাগল। ছুরিটা সে একটা সুতো দিয়ে তার প্যান্টের পকেটে ঝুলিয়ে রাখল, ছুরিটা একবার খুলে আর একবার বন্ধ করে সে সারাটা দিন কাটাল, সন্ধ্যাবেলা কোথায় একটা গাছের ডাল পেয়ে সেটাকে কেটে কেটে সমস্ত ঘর সে নোংরা করল এবং শেষ পর্যন্ত নিজের আঙুলই কেটে বসল। কিন্তু সে সম্বন্ধে সে কাউকে কিছু না বলে আধঘণ্টা ধরে হাত-মুখ ধোওয়ার জায়গায় তার আঙুল ধুল। ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনা রক্ত দেখতে পেয়ে আর্তনাদ করে উঠলেন, "ও ভগবান, ইগর, তুমি কি করছ? তোমার এই বিশ্রী ছুরিটা ফেলে দাও!"

ইগর হিংস্রভাবে তাঁর উপর আক্রমণ করল।

"এটাকে বিশ্রী ছুরি বলার তোমার কি অধিকার আছে? তোমার সাহস তো কম নয়! তুমি তো আমাকে এটা দাও নি! আর এখন এটা বিশ্রী ছুরি হয়ে গেল! বাবা আমাকে দিয়েছেন বলে! এই জন্যেই এটা তোমার পছন্দ হচ্ছে না, না?"

ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনা একা বসে কাঁদলেন, কারণ বাড়িতেও কারো কাছ থেকে সহানুভূতি পাবার প্রত্যাশা তিনি করতে পারেন না। ওলিয়া মায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে নি, মায়ের সঙ্গে রূঢ় ব্যবহারও সে করে না, কিন্তু সে তাঁকে আর মেনে চলে না আর নির্ভয়ে অথবা সতর্ক না করে সে এই মেনে-না চলাটা সুন্দরভাবে সম্পন্ন করতে পারে। দিনের পর দিন সে চত্বরে অথবা প্রতিবেশীদের কাছে কাটিয়ে দিয়ে বাড়ি ফেরে নোংরা অবস্থায়। কোন বিষয় সম্পর্কে সে কখনও কিছু বলে না এবং গৃহস্থালীর ব্যাপারে সে কোন আগ্রহ দেখায় না। এক এক সময় সে মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে নীচের ঠোঁটটা কামড়ায়, অপরিচিত কঠোরতার সঙ্গে তাঁর দিকে তাকায় এবং ঠিক তেমনি লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে চলে যায়। সে কখনও শেষ পর্যন্ত তার মায়ের মৃদু ভৎর্সনা শোনে না—তার উপর কারুর কোন কর্তৃত্ব নেই। এমন কি মা যখন তার জামা-কাপড় ছাড়ান তখনও ওলিয়া নিজের ব্যাপারে মগ্ন থেকে পাশে তাকিয়ে থাকে।

গোলমাল ও হতাশা-ভরা দিনগুলি কাটতে লাগল বিষণ্ণভাবে। অল্পদিন আগেও যেটুকু আনন্দ তাঁর ছিল তার একটি কণাও তাঁর স্মৃতিতে রইল না, আর যে স্মৃতি ঝুকভকে বাদ দিতে পারে না তাকে দিয়ে কীই বা হবে ?

বসন্তকালে ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনা মরণের কথা ভাবতে শুরু করলেন। কি হতে পারে সে সম্বন্ধে তাঁর স্পষ্ট কোন ধারণা ছিল না, তবে ইতিমধ্যেই মৃত্যুকে তাঁর আর ভয়ংকর মনে হয় না।

দিমিত্রি দিমিত্রিয়েভিচের কাছ থেকে মাঝে মাঝে চিঠি আসে, প্রেমময়, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে ধরা-ছোঁওয়া না দেওয়ার ভাবটি। এপ্রিল মাসে তিনি একটা কাজে আবার মস্কোতে এলেন। তিনি ইয়েভগেনিয়ার হাত ধরলেন, তাঁর চোখদুটি মনে হল ক্ষমা চাইছে অথবা ভালবাসা জানাচ্ছে। তাঁরা একসঙ্গে আফিস থেকে বেরিয়ে গেলেন। ইয়েভগেনিয়া তাড়াতাড়ি পা চালালেন, দিমিত্রি দিমিত্রিয়েভিচ তাঁর সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারবেন না যেন এই আশায়। তিনি ইয়েভগেনিয়ার কনুই চেপে ধরে কঠোর ও গম্ভীর স্বরে বললেন :

"ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনা, তোমার এ রকম করা উচিত নয়।"

"তবে কি রকম করা উচিত?" তিনি থেমে তাঁর পিঙ্গল চোখের উপর চোখ রাখলেন। তিনি জবাব দিলেন গম্ভীর একটা দৃষ্টি মেলে, কিন্তু কিছু বললেন না। টুপীটা তুলে ধরে তিনি পাশের রাস্তা দিয়ে চলে গেলেন।

মে মাসটা ঘটনাবহুল।

পাশের একটি ফ্লাটে একটি লোক তার স্ত্রীকে সাংঘাতিকভাবে মারপিট করল·····লোকটি কিছুটা খ্যাতিসম্পন্ন একজন সাংবাদিক এবং কোন বিশেষ বিষয়ে তাঁর মতামত প্রামাণিক বলে গণ্য হয়। প্রত্যেকেই মনে করেন যে, গোরোকোভ একজন সৎ ও প্রতিভাবান লোক। তাঁর দুর্ব্যবহারে পীড়িতা-স্ত্রী এক রাত্রি কাটালেন কোরতকোভদের ওখানে। কোরতকোভ ও ঝুকভ—এই দুটি পরিবার এবং অন্যরাও জানে যে, গোরোকোভ তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন এবং তাঁর স্ত্রী প্রতিবাদ করার কথা পর্যন্ত ভাবতে পারেন না। এটা গোরোকোভের ব্যাপার। ওদের পারিবারিক জীবনের ধরন—এই রকম ধারণাতেই প্রত্যেকে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। প্রত্যেকেই তাদের সম্বন্ধে কাহিনী বলে ও হাসাহাসি করে, কিন্তু গোরোকোভের কথা উঠলে তিনি যে সৎ ও প্রতিভাবান লোক এ সম্বন্ধে কখনও কোন সন্দেহ প্রকাশ করে না।

নতুন এই কেলেঙ্কারীর কথা যখন তিনি জানতে পারলেন তখন ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনা অনেকক্ষণ ধরে তাঁর ঘরে পায়চারি করলেন, নীরবে, টেবিলক্লথের প্যাটার্ণের তারিফ করলেন, তারপর খাবার ঘরের টেবিলের উপর ভুলে-যাওয়া একটি ভিনিগারের বোতল আবিষ্কার করে তিনি তার লেবেলের কৃষ্ণনীল পশ্চাৎপটের উপব আঁকা শাদা অক্ষরগুলির অলংকরণের দীর্ঘ পরীক্ষা শুরু করলেন। লেবেলের ধারগুলি হলদে এবং নানারকম কথায় কথায় ভরা; একটি তাঁকে মন্ত্রমুগ্ধ করল: "মোস্‌রেগফুদিন্থুন"। তাঁর চোখ দুটিতে জ্বলে উঠল বিদ্রূপের স্ফুলিঙ্গের মত একটা কিছু। এই সংক্ষেপণটিকে স্বাভাবিক কথায় পরিণত করা খুব সোজা ব্যাপার নয়: মস্কো রিজিওন্যাল ফুড ইনডাস্‌ট্রিয়াল ইউনিয়ন? কিন্তু বোধ হয়, তা নয়, "ফুড-ইনডাস্‌ট্রিয়াল" কথাটা

কেমন যেন ঠিক শোনাচ্ছে না। অনাড়ম্বর লেবেলটির উপর তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হল, তিনি এর অনাড়ম্বরতায় আশ্চর্য হলেন।

সযত্নে বোতলটি টেবিলের উপর রেখে তিনি সিঁড়ির দিকে গেলেন এবং সিঁড়ি বেয়ে নেমে কোরতকোভের দরজায় কড়া নাড়লেন। সেখানে তিনি শুনতে পেলেন গোরোকোভের দুর্ব্যবহার-পীড়িতা স্ত্রীর করুণ, উদাসীন কান্না। শুষ্ক উদ্দীপ্ত চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে তিনি চলে এলেন, মরে গেছেন না বেঁচে আছেন কিছুই বুঝতে পারলেন না।

সিঁড়ি বেয়ে উঠে তিনি অসাবধানে ধাক্কা দিলেন গোরোকোভের ঘরের দরজায়। কেউ এল না তাঁর সামনে। প্রথম ঘরটায় অনাবৃত নোংরা মেঝের উপর প্রায় চার বছরের একটি মেয়ে কয়েকটা তামাকের বাক্স নিয়ে খেলা করছে। দ্বিতীয় ঘরটিতে লেখার টেবিলের ঘরে তিনি দেখতে পেলেন গোরোকোভকে—ছোটখাট মানুষ, সরু নাক। তিনি বিস্মিতভাবে ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনার দিকে চোখ তুলে অভ্যাসবশতঃ সাদর সম্বর্দ্ধনার হাসি হাসলেন, কিন্তু ইয়েভগেনিয়ার জ্বলন্ত চোখে একটা অদ্ভুত কিছু লক্ষ্য করে তিনি আসন ছেড়ে প্রায় উঠে দাঁড়ালেন। দরজায় ভর দিয়ে ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনা পাগলের মত চেঁচিয়ে বললেন :

"পাজি, শোন বলছি, শোন : আমি তোমার সম্পর্কে খবরের কাগজে লিখছি।"

তিনি ইয়েভগেনিয়ার দিকে ক্রুদ্ধ ও বিব্রত ভাবে তাকালেন, তারপর ডেস্কের উপর তাঁর কলমটা রেখে তিনি এক হাত দিয়ে চেয়ারটা পিছনে সরিয়ে দিলেন।

ইয়েভগেনিয়া ছুটে গেলেন তার দিকে।

"আমি সব লিখে দেব, বুঝেছ বদমাস!" তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন।

তাঁর মনে হল গোরোকোভ তাঁকে মারতে উদ্যত হয়েছেন। তিনি ঘর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে গেলেন, কিন্তু তাঁর মনে কোন ভয় ছিল না, তিনি তখন ক্রোধাচ্ছন্ন, প্রতিশোধ নেবার আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল। নিজের ঘরে তিনি তখুনি ডেস্কের দেরাজটা খুলে কয়েকটা কাগজ বের করলেন। ইগর গালিচার উপর

বসে কয়েকটা লাঠি বেছে সেগুলি কতটা লম্বা তাই মাপছিল। মাকে দেখে সে তার কাজ ফেলে মায়ের কাছে গেল।

"মা, তুমি কি টাকাটা পেয়েছ?"

"কোন টাকা?" তিনি জিজ্ঞাসা করলেন।

"বাবা যে টাকা পাঠায়। তুমি বাবার টাকা পেয়েছ?"

ছেলের দিকে ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনা বিস্মিতদৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। তাঁর ঠোঁট কাঁপছিল। কিন্তু তখনও গোরোকোভের কথাই তিনি ভাবছিলেন।

"পেয়েছি। তুমি কি চাও?"

"আমার একটা 'কন্‌স্ট্রাকটর' সেট কিনতে হবে। এটা একটা খেলার জিনিস। আমার এটা দরকার, দাম লাগবে বিশ রুবল।"

"বেশ……তা এর সঙ্গে বাবার টাকার সম্বন্ধটা কি? সব টাকাই সমান।"

"না, তা নয়। কিছু টাকা তোমার, আর কিছু টাকা আমার!"

স্তম্ভিত হয়ে ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনা ছেলের দিকে তাকালেন। তিনি বলার মত কিছুই খুঁজে পেলেন না।

"আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছ কেন?" ইগর ভ্রূভঙ্গী করল। "বাবা আমাদের জন্যে তোমায় টাকা দেন। টাকাটা আমাদের আর আমার একটা 'কনস্ট্রাকটর' সেট কেনার দরকার……টাকা দাও!"

ইগরের মুখে ফুটে উঠেছে ঔদ্ধত্য, বোকামি ও নির্লজ্জতার একটা বিকট মিশ্রিত ভাব। ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনা পাণ্ডুর হয়ে চেয়ারে বসে পড়লেন, কিন্তু যে কাগজটা তৈরী হয়ে পড়ে রয়েছে সেটা লক্ষ্য করে……সব কিছু তিনি বুঝতে পারলেন। অস্তবের অন্তঃস্থলে তিনি অকস্মাৎ শান্ত বোধ করলেন। তাঁর বিবর্ণ মুখে কিছুই প্রকাশ পেল না। এক মুহূর্তও নষ্ট না করে তিনি ডেস্ক থেকে দশরুবলের এক তাড়া নোট বের করে কাঁচের ঢাকার উপর রাখলেন। তারপর এই মাত্র তাঁর মনের মধ্য দিয়ে যে ঝড় বয়ে গেছে প্রত্যেক কথায় সেই ঝড়ের ধ্বনি তুলে তিনি ইগরকে বললেন, "এই যে টাকা, দেখছ? বল আমাকে, দেখছ কিনা?"

"দেখছি," ইগর ভয়ে ফিসফিস করে বলল। কাঠের পুতুলের মত সে নিঃশব্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল যেন তার পা দুটো মেঝেতে আঠা দিয়ে আটকে গেছে।

"দেখ!"

ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনা তার সামনে পড়ে-থাকা কাগজটার উপর কয়েক লাইন লিখলেন।

"আমি কি লিখলাম শোন:

"নাগরিক ঝুকভের প্রতি,

আপনার নিকট হইতে পাওয়া টাকা আমি ফেরৎ দিতেছি। আর পাঠাইবার দরকার নেই। আপনার ন্যায় লোকের নিকট হইতে টাকা লওয়া অপেক্ষা অনশনে থাকা অনেক ভালই। ই."

ছেলের দিক থেকে দৃষ্টি না ফিরিয়ে তিনি টাকা এবং চিঠিটা একটা খামে ভরে খামটা আঁটলেন। ইগরের মুখে তখনও লেগে রয়েছে আগের ভয়ের ভাব, কিন্তু তার চোখ দুটোতে ইতিমধ্যেই জেগে উঠেছে জীবন্ত আগ্রহের দীপ্তি।

"যে লোকটি তোমাকে পরিত্যাগ করেছে এবং এখন তোমাকে একটা পুরানো কলমকাটা ছুরি ঘুষ দিয়েছে তার কাছে তুমি এই প্যাকেটটা নিয়ে যাবে। এটা তার আফিসে নিয়ে যাবে, বুঝেছ?"

ইগর মাথা নাড়ল।

"এটা নিয়ে পোর্টারের হাতে দিও। কোন কথা বলবে না বা·· ··· ঝুকভের সঙ্গে।" ইগর আবার মাথা নাড়ল। ইতিমধ্যেই তার গালদুটি স্পষ্টতঃই লাল হয়ে উঠেছে। সে এমনভাবে মায়ের দিকে তাকিয়ে আছে যেন একটা অলৌকিক কিছু অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনার মনে পড়ল যে, আরও একটা কিছু করবার আছে······"

"ও হ্যাঁ! পাশেই তো সম্পাদকের অফিস······কিন্তু, বোধহয়, আমি ওটা ডাকেই পাঠাবো।"

"খবরের কাগজের কথা বলছ? আর……ঐ যে……ওর সম্পর্কে মানে ঝুক……"

"গোরোকোভের সম্পর্কে। আমি গোরোকোভের সম্পর্কে লিখব!"

"ও, মা! উনি স্ত্রীকে লাথি মারেন, রুলার দিয়ে পেটান! তুমি এ সব লিখবে?"

ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনা অবিশ্বাসের ভাব নিয়ে ইগরের দিকে তাকালেন। ওর সহানুভূতিতে তিনি বিশ্বাস করতে চান না। কিন্তু ইগর গম্ভীরভাবে এবং আগ্রহের সঙ্গে তাঁর চোখের দিকে সোজা দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রয়েছে।

"আচ্ছা, যাও," তিনি নিজেকে সংযত করে বললেন।

মাথায় টুপী না পরেই ইগর দৌড়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনা জানালার ধারে গিয়ে দেখলেন তাড়াতাড়ি সে দৌড়ে রাস্তা পার হয়ে গেল দেখলেন, যে খামে তিনি চিরকালের জন্য তাঁর জীবনের অবমাননাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন সেই খামটি ইগরের হাতে কেমন চকচক করছে। তিনি জানালা খুলে দিলেন। আকাশে জীবনের সাড়া জেগেছে: বজ্রগর্ভ মেঘগুলি জমে উঠছে দিগন্তে। মেঘের প্রধান বাহিনীগুলিকে দূর থেকে ভীতিজনক মনে হচ্ছে, কিন্তু সামনে তাদের ভাসছে উৎফুল্ল সাদা মেঘের চরেরা, বজ্রের গর্জন ভেসে আসছে অনেক দূর থেকে; ঘরটা ক্রমেই ঠাণ্ডা হয়ে উঠছে। আলেক্সিয়েভনা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে খবরের কাগজে চিঠি লিখতে বসলেন। তিনি আর কোন রাগ অনুভব করছেন না, একটা আবেগহীন কঠিন আশ্বাস জাগছে তাঁর মনে।

ইগর আধঘণ্টা পরে ফিরল। সে ফিরে এল তৎপর ও উৎফুল্লভাবে, দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সে চেঁচিয়ে বলল:

"যা করবার আমি সব করেছি, মা!"

নতুন অনভ্যস্ত এক আনন্দে তার মা তার গলা জড়িয়ে ধরলেন। ইগর তার চোখদুটি নামাতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার পরিবর্তে স্বচ্ছ পিঙ্গল চোখের দৃষ্টি

"প্রিয় দিমিত্রি দিমিত্রিযেভিচ, কী ভাল কাজই না তুমি কবেছ", খুসীতে ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনা আবও সুন্দর হযে উঠলেন। "আমাব ছেলে-মেয়েদেব সঙ্গে তোমাব পবিচয করিয়ে দিই, এস।"

"আহা," দিমিত্রি দিমিত্রিযেভিচ গাম্ভীযেব সঙ্গেই হাসলেন। "এ হল ইগব, তাই না? সুন্দব চেহারা। আব এ হল ওলিযা। এবও চেহাবা সুন্দর। দেখ, তোমাদেব সঙ্গে আমাব একটা গুরুতব বিষয় আলাপ কববাব আছে বিষযটা এই যে, আমি তোমাদের মাকে বিযে ক'তে চাই, বুঝেছ?"

সুকেশ লোকটি নীবব হলেন এবং ছেলেমেযে দুটিব দিকে প্রশ্নভবা দৃষ্টি মেলে ঘরেব মাঝখানে দাঁড়িযে বইলেন।

ইযেভগেনিয়া আলেক্সিযেভনা বিব্রতভাবে বললেন "দিমিত্রি দিমিত্রিযে-ভিচ, এটা আমাকে প্রথমে বলা উচিত ছিল"

"তুমি আব আমি সব সমযেই একটা মিটমাট কবে নিতে পাবি। কিন্তু ওদের নিযেই আমাব ভাবনা", দিমিত্রি দিমিত্রিযেভিচ বললেন।

"কী বড়াই বাবা।"

"কী বড়াই।" ওলিযা আস্তে আস্তে হাসল।

"আচ্ছা তুমি কি মনে কব ইগব?"

"কিন্তু, আপনি কেমন ধবনেব মানুষ হবেন?" জিজ্ঞাসা কবল ইগব।

"আমি? এটা একটা প্রশ্ন বটে। আমি একজন অনুগত, হাসিখুসী মানুষ। তোমাদেব মাকে আমি খুব ভালবাসি। আর তোমাদের আমাব ভাল লাগে।" হঠাৎ তিনি বাজখাই গলায় গর্জন করে উঠলেন, "শুধু ছোটদেব ক্ষেত্রে আমি ক-ড়া।"

"ও", ওলিয়া স্ফূর্তিভবে তীক্ষ্ণ গলায চেচিযে উঠল।

"দেখ, ও এব মধ্যেই চিঁচিঁ কবছে, আব তুমি গ্রাহ্যেব মধ্যেই আনছ না। এর কাবণ তুমি পুরুষমানুষ। আচ্ছা ইগব, আমাকে তোমার পছন্দ হয়?"

না হেসে ইগর জবাব দিল

"হ্যাঁ, আমি আপনাকে পছন্দ করি। শুধু আপনি আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন তো?"

"তোমরা আমাকে ছেড়ে চলে যেও না, সোনামণিরা।" দিমিত্রি দিমিত্রিয়েভিচ নিজের বুকটা চেপে ধরলেন। "যে একেবারেই অনাথ তাকে ছেড়ে যেও না!"

ওলিয়া হাসিতে ফেটে পড়ল।

"অনাথ।"

ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনা আবেদনের স্বরে বললেন, "কমরেডরা! এ সব কি হচ্ছে। তোমবা জান তো আমাকে তোমাদের জিজ্ঞাসা করতে হবে! ধব যদি আমি রাজী না হই।"

এতে ইগর চটে গেল।

"কিন্তু তুমি কি অদ্ভুত, মা! উনি নিজের সম্বন্ধে সব কথা আমাদের বললেন। লোকেব সঙ্গে তুমি এ রকম ব্যবহার করতে পার না!"

"ঠিক কথা," ইগরকে সমর্থন কবে বললেন দিমিত্রি দিমিত্রিয়েভিচ, "বুঝে শুনে লোকের সঙ্গে ব্যবহার কবা উচিত।"

"দেখলে তো? ওঁকে বিয়ে কর, মা। যাই হোক না কেন, তুমি তো অনেক আগেই ওঁর সঙ্গে এটা ঠিক করে ফেলছ। আমি তোমার চোখ দেখে বলে দিতে পারি। উঃ! দুজনেই কী চালাক!"

দিমিত্রি দিমিত্রিয়েভিচ আনন্দে দিশেহারা হয়ে গেলেন।

"আরে এরা তো চমৎকার ছেলেমেয়ে! আর আমি এত বোকা যে, এদের জন্যে আমি ঘাবড়ে গিয়েছিলাম!"

ইয়েভগেনিয়া আলেক্সিয়েভনার কাহিনী অবশ্য এই ধরনের কাহিনীগুলিব মধ্যে সব চাইতে দুঃখের নয়। এমন সব বাবাও আছে যারা কেবল যে নিজেদের সন্তানদের পরিত্যাগই করতে পারে তা নয়, পরিবারের নীড় থেকে

অনেক পরিমাণ খড় নিজেদের নতুন বাসায় টেনে নিয়ে গিয়ে সন্তানদের উপর দস্যুতা করতেও পারে।

পরিবারের মধ্যে প্রথম ভুল বোঝাবুঝির ফলে মনের উপর যে ছাপ পড়ে, কেমন করে তার প্রভাবে না পড়তে হয় তা আমাদের বেশীর ভাগ বাবারাই জানেন। বিয়ের পর স্ত্রীর ব্যক্তিগত যে সব ত্রুটি তাঁদের চোখে পড়ে তার জন্য বিরক্তি প্রকাশ না করে স্ত্রীর সঙ্গে নিজেদের চুক্তি অক্ষুন্নভাবে রক্ষা করতে ও নতুন প্রেমের চৌম্বিক আকর্ষণ ঘৃণাব সঙ্গে পরিহার করতে তারা সক্ষম। এই ধরনের বাপেরা তাঁদের সন্তানদের প্রতি তাঁদের কর্তব্য আবও নিখুঁতভাবে পালন করেন, এবং এই ব্যাপাবেও তাঁরা আমাদের প্রশংসা লাভের যোগ্য।

কিন্তু এখনও "মহৎ ও হীন" ডনজুযানেব দল আছে; বিরক্তিকর দুর্বলতার সঙ্গে তাবা অন্য লোকদের পবিবারে তাঁদের প্রেমের কারবার চালিয়ে তার পবিণতি স্বরূপ সর্বত্র ছড়িযে বেখে যায় আধা-অনাথের পাল। কখনও কখনও এই সব লোক অমর প্রেমের আদর্শ অনুসরণকারীরূপে নিজেদের খাড়া কবে, কখনও বা তারা তাদের পরিত্যক্ত সন্তানদের প্রতি আগ্রহ দেখাতে প্রস্তুত হয়। কিন্তু সব সময়েই মানুষ হিসাবে তারা একেবারে অপদার্থ এবং আমাদের প্রশ্রয় পাওয়ার কোন দাবী তাদের আদৌ নেই।

ক্ষতিগ্রস্ত ও অপমানিত মা সন্তানদের পক্ষে সুযোগ পেলেই এই ধরনের খোরপোষদানকারীর 'রাসায়নিক' মূর্তিটিকে 'যান্ত্রিক' ও সরল শূন্যে রূপান্তরিত করা উচিত। যে সন্তানদের তাবা পরিত্যাগ করে গেছে, সেই সন্তানদের সঙ্গে তাঁদের আদরসোহাগের খেলা চালাতে দেওয়া উচিত নয়।

আর যাই হোক না কেন, খোরপোষের প্রশ্ন সম্পর্কে বিশেষ সুক্ষ্মদর্শী হওয়া উচিত বলে সুপারিশ করা যায়। যাতে এই টাকা পরিবারকে দুর্নীতি-পরায়ণ কবে তুলতে না পারে, তার জন্যেই এর প্রয়োজন।

ভালভাবে সন্তান মানুষ করার অপরিহার্য সর্ত হল পরিবারের যৌথ সংস্থার সমগ্রতা ও ঐক্য। এটা শুধু খোরপোষ-প্রদানকারী এবং "একমাত্র

রাজপুত্রদের" দ্বারাই নষ্ট হয় না; বাপ-মায়ের ঝগড়া বাপের স্বৈরাচারী নিষ্ঠুরতা ও মায়েদের নির্বোধ দুর্বলতাও এই সমগ্রতা ও ঐক্যকে ধ্বংস করে।

যিনি সন্তানদের সত্যিই ভালভাবে মানুষ করতে চান, তাঁকে এই ঐক্য রক্ষা করতে হবে। এটা শুধু সন্তানদের জন্যই একান্ত প্রয়োজন নয়, বাপ-মায়ের জন্যও বটে।

সন্তান যদি হয় একটিমাত্র, এবং কোন কারণে যদি আর সন্তান না হতে পারে, তাহলে কি করা যাবে?

খুব সোজা: অপরিচিত একটি শিশুকে আপনার পরিবারে নিয়ে নিন, শিশুসদন থেকে একটি শিশুকে নিন, না হয় পিতৃমাতৃহীন একটি অনাথ শিশুকে নিন। তাকে নিজের সন্তানের মত ভালবাসুন; আপনি তাকে জন্ম দেননি এ কথা ভুলে যান; এবং সর্বোপরি, তাকে খুব একটা অনুগ্রহ দেখিয়েছেন একথাটা কল্পনাও করবেন না। আপনার "একপেশে" পরিবারকে বিপজ্জনক ভাবে একদিকে ঝুঁকে-পড়া থেকে রক্ষা করার জন্যও ওইতো, আপনার পরিবারকে সাহায্য করতে এসেছে। "নিশ্চয়" এটা করবেন, তা আপনার বৈষয়িক অবস্থা যতই খারাপ হোক না কেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আমাদের সামনে রয়েছে এক ঝাঁক সমস্যা—পরিবারের যৌথসংস্থার কর্তৃত্ব, শৃঙ্খলা ও স্বাধীনতা সংক্রান্ত সমস্যা।

আগেকার দিনে এইসব সমস্যার সমাধান করা হত বাইবেলের পঞ্চম অনুশাসনের সাহায্যে: "তোমার বাবা এবং তোমার মাকে সম্মান করবে: তোমার ঈশ্বর প্রভু তোমাকে যে জমি দিয়েছেন সেই জমিতে তুমি যেন দীর্ঘকাল কাটাতে পার।"

এই অনুশাসনে পরিবারের ভিতরকার সম্পর্কটি সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। বাপ-মাকে সম্মান করার ফলে প্রকৃতপক্ষে সদর্থক আশীর্বাদ লাভ করা যায়, অর্থাৎ, অবশ্য যদি বাপ-মা এই রকম আশীর্বাদেব অধিকারী হয়ে থাকেন। যদি তাঁরা এমন আশীর্বাদের অধিকারী না হন, তাহলে স্বর্গরাজ্যের উপরেই ভরসা রাখতে হবে। স্বর্গরাজ্যে আশীর্বাদগুলি কম সারবান, তবে আরও উৎকৃষ্ট। দরকার হলে পঞ্চম অনুশাসনে পৃথক রকমের আশীর্বাদ লাভের অধিকারও দেওয়া হযেছে—আশীর্বাদ বাদ দিয়েই। ধর্মশাস্ত্র পড়াবার সময় পাদ্রীরা বিশেষভাবে যে পাঠটিব উপব জোর দেন, সেই পাঠটি অনেকটা এই রকম: "তোমার বাবা ও তোমার মাকে সম্মান কববে, এবং তুমি যদি সম্মান না কর তাহলে তাব ফলাফলের জন্য আমরা দায়ী হব না।"

ফলাফল দেখা দেয় চাবুক, লাঠি ও অন্যান্য সমর্থক জিনিসের আকারে। পাদ্রীরা ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তসমূহ হাজির করেন। এই সমস্ত দৃষ্টান্ত থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, যে সব ক্ষেত্রে বাপ-মা অথবা বড়রা সম্মান পান না সে সব ক্ষেত্রে ঈশ্বর করুণা দেখাতে রাজী হন না। হ্যাম তাঁর পিতাকে [নোআ] সম্মান করেননি এবং তার জন্য তাকে অত্যন্ত গুরুতর মূল্য দিতে হয়েছিল—তাঁর অপরাধের ফলভোগ করতে হয়েছিল তাঁর বংশধরদের।*

---

* নোআ তাঁর মধ্যম পুত্র হ্যামকে শাপ দিয়াছিলেন যে, হ্যাম তাঁর 'পিতার নগ্নতা দর্শন'

যে ছেলেমেয়ের দল পয়গম্বর এলিশাকে ঠাট্টা করেছিল ভাল্লুকী তাদের টুকরো টুকরো করে ফেলেছিল।* ঈশ্বরের ন্যায়পরায়ণতার এই রকম জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত বর্ণনা করার সময় পাদ্রীরা উপসংহারে বলতেন: "দেখ, ছেলে মেয়েরা, যারা বাপ-মা ও বড়দের সঙ্গে অসম্মানজনক ব্যবহার করে, তাদের ঈশ্বর কি ভাবে শাস্তি দেন।"

আমরা, ছেলেমেয়েরা দেখেছি। ঐশ্বরিক সন্ত্রাসবাদে আমাদের খুব বেশী ভাবিয়ে তোলেনি। ঈশ্বর অবশ্য সব কিছুই করতে সমর্থ, কিন্তু এ ব্যাপারে ভাল্লুকীর সক্রিয় অংশগ্রহণ করে কি না সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ ছিল। যাই হোক না কেন, যেহেতু পয়গম্বর এলিশা এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা কদাচিৎ আমাদের সামনে পড়েন, সেই হেতু ঐশ্বরিক প্রতিশোধের ভয়ে আমাদের ভীত হবার কারণ ছিল না। কিন্তু এই দুনিযাতেই আমাদের উপর শোধ তুলে নেবার জন্য যথেষ্ট লোক ব্যগ্র হয়ে রয়েছে। আর যাই হোক ঈশ্বর এবং তাঁর শিষ্যদের দ্বারা পবিত্রীকৃত পঞ্চম অনুশাসন আমাদের ক্ষেত্রে একটি বাস্তব সত্য। তাই বাপ-মায়েব কর্তৃত্ব উদ্ভূত হয় ঈশ্বরের অনুশাসন থেকে।

আমাদের আধুনিক পরিবারে ব্যাপারটা অন্যরকম। সেখানে কোন পঞ্চম অনুশাসন নেই, এবং কেউ সদর্থক বা নঙর্থক কোন রকম আশীর্বাদের প্রতিশ্রুতি দেয় না। যদি কোন বাবা অতীতের অনুসরণ করে চাবুকের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহলে সেটা অন্ততঃ পক্ষে সাধারণ চামড়ার ফালিই হবে, তার সঙ্গে কোন ঈশ্বরানুগ্রহ যুক্ত থাকবে না, এবং প্রহারের পাত্র যারা হবে তারা অসম্মানকারী হ্যাম বা ঈশ্বরের দ্বারা অনুমোদিত ভাল্লুকীর কথা কিছুই শোনে নি।

কর্তৃত্বটা কি? অনেক লোকই এই সমস্যাটিতে হোঁচট খান, কিন্তু সাধারণতঃ তাঁরা ভাবেন যে, কর্তৃত্ব প্রকৃতির একটা দান। কিন্তু যেহেতু

করে যে-অপরাধ করেছে তার জন্য তাঁর পুত্র কানান নোআর জ্যেষ্ঠ পুত্র শেমের 'ভৃত্যের ভৃত্য' হয়ে থাকবে। দ্রষ্টব্য 'ওল্ড টেস্টামেণ্ট'-এর 'জেনসিস' গ্রন্থের নবম অধ্যায়।—অনুবাদক।

* 'ওল্ড টেস্টামেণ্ট'-এর অন্তর্গত "কিংস" গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই ঘটনাটির বর্ণনা আছে।—অনুবাদক।

পরিবারের প্রত্যেকেই ক্ষমতা চান, সেই হেতু বেশ কিছু সংখ্যক বাপ-মা সত্যি-কারের "স্বাভাবিক" কর্তৃত্ব ছেড়ে দিয়ে তার জায়গায় নিজেদের উদ্ভাবিত কর্তৃত্ব প্রয়োগ করেন। আমাদের পরিবারগুলিতে প্রায়ই এই পরিবর্ত কর্তৃত্বগুলি লক্ষ্য করা যায়। এই কর্তৃত্বগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, শিক্ষা সংক্রান্ত অভীষ্ট সিদ্ধির উদ্দেশ্যেই বিশেষ করে এগুলি উদ্ভাবিত হয়। ছেলে-মেয়েদের কর্তৃত্বাধীনে রাখা দরকার বলে বিবেচনা করা হয়, এবং ছোটদের সম্পর্কে বিভিন্ন রকম দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে বিভিন্ন রকম পরিবর্ত উদ্ভাবন করা হয়।

শিক্ষা-সংক্রান্ত ব্যাপারে পরিপ্রেক্ষিতের ব্যর্থতার মধ্যেই এই রকম বাপ-মায়েদের প্রধান ত্রুটি নিহিত থাকে। ছেলেমেয়েদের জন্য বিশেষভাবে যে কর্তৃত্ব গড়ে তোলা হয় তা টিকতে পারে না। এরকম কর্তৃত্ব সব সময়েই একটা পরিবর্ত হবে, আর তাই সব সময়েই হবে নিরর্থক।

বাপ-মায়ের মধ্যেই কর্তৃত্বকে রূপ লাভ করতে হবে—ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক যে রকমই হোক না কেন, কিন্তু কর্তৃত্বটা কখনই একটা বিশেষ প্রতিভা নয়। এর মূল সব সময়েই পাওয়া যাবে একটি জায়গায় বাপ-মায়েদের আচরণে, এবং আচরণের সব দিকেই—অর্থাৎ, বাবা ও মা দুজনেরই সমগ্র জীবনে, তাঁদের কাজ, চিন্তা, অভ্যাস, অনুভব শক্তি এবং প্রচেষ্টায়।

সংক্ষিপ্ত আকারে এই ধরনের আচরণের একটা ছক কাটা যায় না, কিন্তু এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, বাপ-মাকে সোবিয়েতভূমির একজন নাগরিকের পরিপূর্ণ, সচেতন, নৈতিকজীবন যাপন করতেই হবে। এবং এর অর্থ হল, ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাঁদের একটা ভূমিতে দাঁড়াতে হবে, কিন্তু যে ভূমি হবে স্বাভাবিক ও মানবিক ভূমি—ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ব্যবহার করার জন্য বিশেষভাবে গঠিত কোন পাদপীঠ নয়।

কাজেই পরিবারের যৌথসংস্থায় কর্তৃত্ব, স্বাধীনতা ও নিয়মানুবর্তিতার কোন সমস্যা কৃত্রিমভাবে উদ্ভাবিত কলাকৌশল অথবা পদ্ধতির দ্বারা সমাধান করা যায় না। ছেলেমেয়ে মানুষ করার প্রক্রিয়া একটি অবিরাম প্রক্রিয়া। এবং পৃথক পৃথক খুঁটিনাটি বিষয়গুলির সমাধান খুঁজে পাওয়া যায় পরিবারের

'সাধারণ সুরের' মধ্যে, আর এই সাধারণ সুর আবিষ্কার করা ও কৃত্রিমভাবে বজায় রাখা যায় না। প্রিয় বাপ-মায়েরা, আপনাদের নিজেদের জীবন ও আপনাদের নিজেদের আচরণই সাধারণ সুর সৃষ্টি করে। আপনাদের জীবনের সাধারণ সুরটি যদি খারাপ হয়, তাহলে ছেলেমেয়ে মানুষ করার অতি নির্ভুল, যুক্তিসঙ্গত ও সুচিন্তিত পদ্ধতিও কোন কাজে লাগবে না। পক্ষান্তরে, শুধু নির্ভুল সাধারণ সুরটি আপনাদের সন্তানকে শিক্ষা দেবার নির্ভুল পদ্ধতি এবং সর্বোপরি, নিয়মানুবর্তিতা, কাজ, স্বাধীনতা, খেলা ও... কর্তৃত্বের নির্ভুল রূপ এই দুটোরই ইঙ্গিত আপনাদের দেবে।

বাবা বাড়ি ফেরেন বিকেল পাঁচটায়। তিনি একটা কারখানার ইলেকট্রি-সিয়ান। তিনি তাঁর তেল-চটচটে, ভারী, ধুলোভরা বুটজোড়া খুলতে না খুলতেই চার বছরের ভাসিয়া তার বাবার খাটের সামনে এসে বসে থাকে। বুড়ো মানুষের মত সাঁই সাঁই শব্দ করতে করতে সে বিরক্তিভরা কটা চোখ দুটো মেলে তার সামনে অন্ধকারের মধ্যে উঁকি মেরে দেখতে থাকে। কোন না কোন কারণে খাটের তলায় কিছুই পাওয়া যায় না। ভাসিয়া উদ্বিগ্নভাবে ছুটে যায় রান্নাঘরে, তারপর তাড়াতাড়ি চলে যায় খাবারঘরে। বড় টেবিলটার চারদিকে ঘুরতে গিয়ে মেঝে পরিষ্কার করবার কলটাতে তার পা দুটো আটকে ফেলে। আধ মিনিট পরে এক জোড়া জুতো নাড়াতে নাড়াতে আর চকচকে গোল-গোল গাল দুটি ফুলিয়ে সে লাফাতে লাফাতে বাবার কাছে ফিরে আসে। বাবা বলেন, "ধন্যবাদ বাবা, কলটা এখন ঠিক করে রাখ।"

আবার সেই ধীর পদক্ষেপে দৌড়, এবং ঘরে শৃংখলা ফিরে আসে।

"ঠিক আছে", বাবা বললেন, তারপর হাত-মুখ ধোবার জন্য রান্নাঘরের দিকে গেলেন।

ভারী বুটজোড়া টানতে টানতে এবং ঘরের মেঝে পরিষ্কার করার কলটার দিকে একাগ্র দৃষ্টি রেখে তাঁর ছেলে তাঁর পিছন পিছন চলল। কিন্তু সব

ঠিক আছে, বিনা দুর্ঘটনাতেই বাধাটা অতিক্রম করা গেল। ভাসিয়া গতি দ্রুততর করল। বাবাকে ধরে ফেলে সে জিজ্ঞাসা করল : "ফানেলটা এনেছ? ষ্টীম ইঞ্জিনের ফানেল?"

"এনেছি বৈ কি!" বাবা বললেন, "খাওয়ার পর আমরা লেগে যাব।"

ভাসিয়ার ভাগ্য ভাল। বিপ্লবের পর সে জন্মেছে; তার যে বাবা সে পেয়েছে তিনি সুপুরুষ—মোটের উপর ভাসিয়া তাঁকে খুব পছন্দ করে। তাঁর চোখদুটি ঠিক ভাসিয়ার মত কটা, শান্ত, কৌতুকে দীপ্ত। তাঁর মুখটি গম্ভীর। গোঁফটি চমৎকার। গোঁফের উপর দিয়ে আঙ্গুল বোলাতে চমৎকার লাগে, কারণ গোঁফটা কি নরম আর রেশমের মত—দেখে প্রত্যেকবারই আশ্চর্য হতে হবে; কিন্তু যদি একটুও এক পাশের দিকে আঙ্গুলটা টেনে নিয়ে যাও তাহলে দেখবে, গোঁফটা স্প্রীংয়ের তারের মত লাফিয়ে উঠছে, তখন গোঁফটা আবার ভয়ংকর ও খোঁচা খোঁচা মনে হয়। ভাসিয়ার মাও সুন্দরী, অন্য সব মায়ের চাইতে সুন্দরী। তাঁর গাল ও ঠোঁটদুটি উষ্ণ ও কোমল। কখনও কখনও তিনি যখন ভাসিয়ার দিকে তাকান, তখন মনে হয় তিনি যেন তাকে কি বলতে যাচ্ছেন এবং তাঁর ঠোঁটদুটি একটু নড়ে। মা হাসছেন কি হাসছেন না তা বুঝতে পারা যাবে না। এই রকম সব মুহূর্তে ভাসিয়া অনুভব করে, জীবনটা সত্যিই অতি চমৎকার।

নাজারভ পরিবারে নাতাশাও আছে, তবে তার বয়স মাত্র পাঁচ মাস।

সকালবেলা জুতো পরাটা অত্যন্ত কঠিন কাজ। ভাসিয়া জুতোর ফুটোয় ফিতে গলাতে শিখেছে অনেকদিন, কিন্তু সব ফুটোর মধ্যে ফিতেটা গলে যাবার পর ভাসিয়া দেখে কেমন যেন ঠিক হল না। ভাসিয়া আবার ফিতে পরায়—হ্যাঁ, এবার ঠিক হয়েছে। তারপর ভাসিয়া সস্নেহদৃষ্টিতে জুতোর দিকে তাকিয়ে মাকে বলে : "ফিতে বেঁধে দা-ও!"

কাজটা ঠিক মত হয়ে গেলে তার মা ফিতে বেঁধে দেন, কিন্তু ঠিক না হলে বলেন : "ও রকম নয়। তুমি পারছ না?"

ভাসিয়া জুতোর দিকে বিস্মিতদৃষ্টি নিক্ষেপ করে অকস্মাৎ দেখতে পায় সত্যিই একটা কিছু ভুল হয়েছে। ঠোঁটদুটি চাটতে চাটতে সে ক্রুদ্ধভাবে জুতোর দিকে তাকায় এবং আবার কাজ শুরু করে। মার সঙ্গে তর্ক করবার কথা তার মনে হয় না—ওটা কি করে করতে হয় তা সে জানে না।

"ঠিক আছে তো? ফিতে বেঁধে দা-ও!"

তার মা যখন হাঁটু গেড়ে বসে ফিতে বাঁধেন, তখন ভাসিয়া সলজ্জভাবে অন্য জুতোটার দিকে তাকিয়ে, প্রথম যে-ফুটোর মধ্যে দিয়ে সে আর একটা ফিতে পরাবে, সেটা বেছে নেয়।

ভাসিয়া হাতমুখ ধুতে জানে, দাঁত মাজতে জানে, কিন্তু এ সব কাজেও প্রচুর উদ্যম ও কেন্দ্রীভূত মনোযোগের দরকার হয়। প্রথমে ভাসিয়া তার ঘাড়ের পিছন পর্যন্ত সারা গায়ে সাবান আর টুথ পাউডার মেখে ফেলে, তারপর ছোট্ট হাতদুটি দিয়ে একটা নৌকা বানাতে শুরু করে। নৌকাটা বানিয়ে সে কিছু জলও তাতে সংগ্রহ করতে পারে। কিন্তু সে যখন ওটাকে মুখের কাছে আনে, তখন হাতের তলা দুটো খুব তাড়াতাড়ি সোজা হয়ে যায় আর জল ছিটিয়ে পড়ে তার বুকে ও পেটে। ভাসিয়া সাবান আর টুথ পাউডার ধুয়ে ফেলে না সে তার ভিজে হাতের চেটো দিয়ে সারা গায়ে মেখে ফেলে। এ রকম প্রত্যেকটি চেষ্টার পর ভাসিয়া কিছুক্ষণ ধরে তার হাতদুটি পরীক্ষা করে, তারপর আবার আর একটা নৌকা তৈরী করতে শুরু করে। শরীরের যে অংশগুলি সে নোংরা বলে মনে করে, ভিজে চেটো দিয়ে সে-সমস্ত অংশ সে মুছে ফেলতে চেষ্টা করে।

মা এসে বাক্যব্যয় না করে ভাসিয়ার হাতদুটি ধরেন ও আস্তে কিন্তু দৃঢ়ভাবে হাতমুখ ধোবার জায়গায় তার মাথাটা নীচু করে ধরে কোন নিয়মকানুনের ধার না ধেরে ভাসিয়ার ছোট্ট মুখটির প্রত্যেক বর্গ ইঞ্চির উপর লড়াই চালিয়ে যান। মায়ের হাতদুটি উষ্ণ, নরম, সুবাসিত এবং ভাসিয়ার ভাল লাগে; কিন্তু হাত-মুখ ধোওয়ার কৌশলটা এখনও আয়ত্ত করতে না পারায় সে বিব্রত বোধ করতে থাকে। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাবার অনেক

মৌলিক পন্থা আছে। কেউ দুষ্টুমী করতে পারে এবং বড়দের মত প্রতিবাদ জানিয়ে বলতে পারে, "আমি নিজেই করব।" কেউ ঘটনাটা নীরবেই কাটিয়ে দিতে পারে, কিন্তু সবচেয়ে ভাল হল হেসে মায়ের হাত ছাড়িয়ে তাঁর দিকে ভিজে চোখের খুসীভরা দীপ্তি মেলে চেয়ে থাকা। নাজারভরা হাসিখুসী মানুষ, কাজেই শেষ পন্থাটাই নাজারভ পরিবারে সব চেয়ে বেশী প্রযোজ্য। আব যাই হোক, দুষ্টুমীটাও তো ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে না, ওটাও দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার মধ্য দিযে শিখতে হয়।

হাসির পালা শেষ হলে ভাসিয়া তার টুথব্রাশটা ধুতে শুরু করে। এটা হল সবচাইতে চমৎকার কাজ: বুরুশের উপর শুধু জল ঢাল; রোঁয়াগুলো একটু ঘষে দাও, তাহলেই ওটা আপনি পরিষ্কার হয়ে যাবে।

খাবার ঘরের কোণার দিকে একটা ধূসর কাপড়ের উপর বিস্তৃত ভাসিয়ার খেলনার রাজ্য। ভাসিয়া যখন তার জুতো পরে, হাতমুখ ধোয় এবং প্রাতরাশ খায়, তখন খেলনার রাজ্যে বিরাজ কবে আদর্শ শান্তি ও শৃঙ্খলা। ট্রেণ, ষ্টীমার ও মোটর গাড়ি সব একদিকে মুখ কবে দেওয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। ভাসিয়া যখন কোন কাজে তাদের পাশ দিয়ে ছুটে যায়, তখন মুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়ে সে তার রাজ্যের শৃঙ্খলা কিরকম রক্ষিত হচ্ছে সেটা লক্ষ্য করে। রাতের বেলায় কিছুই ঘটে না, কেউ পালায় না বা কেউ তার প্রতিবেশীকে চটায় না বা কোন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে না। এর কারণ রং-করা কাঠের ভাংকা-স্তাংকা[১] সারা রাত তার জায়গায় দাঁড়িয়ে পাহারা দেয়। স্তাংকার গালদুটো চওড়া, চোখদুটো বিরাট এবং মুখে তার চিরস্থায়ী হাসি। খেলনার রাজ্য পাহারা দেবার জন্য স্তাংকাকে নিয়োগ করা হয়েছে অনেকদিন আগে এবং সে তার কর্তব্য বিশ্বস্তভাবে পালন করে যাচ্ছে। একবার ভাসিয়া তার বাবাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, "ও কি কখনও ঘুমোয় না?"

---

১ নীচের দিকে ভার দেওয়া পুতুল সব সময়েই খাড়া হয়ে থাকে।—অনুবাদক।

কিন্তু বাবা জবাব দিলেন, "পাহারাদার হয়েছে যখন, তখন কি করে ঘুমোবে! ও যদি ভাল পাহারাদার হয়, তাহলে ওর উচিত পাহারা দেওয়া, ঘুমোনো নয়। নইলে কেউ একটা গাড়ি নিয়ে পালাতে পারে।"

ভাসিয়া তখন শঙ্কিতভাবে গাড়ির দিকে এবং কৃতজ্ঞতার সঙ্গে পাহারাদারের দিকে তাকিয়েছিল। সেই থেকে সে রোজ নিজে ঘুমোতে যাবার সময় স্তাংকাকে তার জায়গায় বসিয়ে দিয়ে যায়।

কিন্তু বর্তমানে কাঠের বাক্সে বন্ধ মূল্যবান জিনিসগুলির সংগ্রহ সম্পর্কে ভাসিয়া যতটা উদ্বিগ্ন, গাড়িগুলির জন্য ততটা নয়। খেলনার রাজ্যে প্রধান অট্টালিকা নির্মাণের জন্য এই জিনিসগুলি আলাদা করে রাখা হয়েছে। বাক্সে অনেক কাঠের ইঁট ও কড়ি, ছাদ ঢাকার জন্য রূপালী কাগজ (রাংতা), জানালার জন্য কিছু পরিমাণ সেলুলয়েড ও একটা চমৎকার নাট-বল্টু রয়েছে। নাট-বল্টুটা কি কাজে লাগবে তা এখনও ঠিক হয় নি। এছাড়া আছে নানা রকম তারের টুকরো, ওয়াশার, হুক, পাইপ ও মায়ের সাহায্যে কার্ডবোর্ড থেকে কাটা কয়েকটা জানালার ফ্রেম।

আজ ভাসিয়ার পরিকল্পনা হল ঘরের উল্টো কোণায় নির্মাণস্থলে বাড়ি তৈরীর মালমসলা স্থানান্তর করা। গতকাল সন্ধ্যায় কিসে করে মালপত্র সরানো হবে তাই নিয়ে সে মাথা ঘামিয়েছে। একটা জাহাজ ব্যবহার করা যায় না? কিন্তু তার বাবাই প্রশ্নের মীমাংসা করে দিলেন।

"জাহাজের জন্যে নদী দরকার। গত গ্রীষ্মকালের কথা তোমার মনে নেই?"

ভাসিয়ার এ রকম একটা কিছু মনে পড়ছে; আসলে জাহাজগুলো তো সাধারণতঃ নদীর উপরেই চলে, কিন্তু তার দীর্ঘশ্বাস পড়ল—মা কিছুতেই নদী করতে দেবেন না। বেশী দিন আগে নয়, ষ্টীমারের জন্য একটা ডক তৈরীর পরিকল্পনার প্রতি মা অত্যন্ত প্রতিকূল মনোভাব অবলম্বন করেছিলেন। মা-ই ভাসিয়াকে টিন দিয়েছিলেন, কিন্তু সে যখন ওটাতে জল ভরল তখন তিনি আপত্তি করলেন

"তোমার ডক ফুটো। দেখ কি কাণ্ড তুমি করেছ!"

এখন টিনটা বালিতে ভর্তি, ওটা এখন পার্ক হবে। বাবা এর মধ্যেই চায়া লাগাবার জন্য পাইনের একটা গোটা ডালই নিয়ে এসেছেন।

ভাসিয়া তাডাহুডো করে প্রাতরাশ সারছে: তার কত কাজ রয়েছে, কত ভাবনা, কফি খাওয়ার সময় তার নেই। তাব চোখদুটো ঘুরে বেড়াচ্ছে খেলনার রাজ্যের দিকে।

মা জিজ্ঞাসা করলেন, "আজকে কি তুমি বাডি তৈরী করবে?"

"না! আমাকে ভ্রমণে যেতে হবে! আমাকে মালপত্তর গাডি করে নিয়ে যেতে হবে! ওই ওখানে!"

ভাসিয়া বাডি তৈরীর জায়গাটা দেখিয়ে বলল, "কিন্তু আমি কিছু নোংরা করব না, ভেব না!"

প্রকৃতপক্ষে ভাসিয়ার যত ভাবনা মায়ের তত ভাবনা নেই—বাডি তৈরী করা বড নোংরা কাজ।

মা বললেন, "আচ্ছা, নোংরা করলে তোমাকেই তা পরিষ্কার করতে হবে।"

ঘটনার এ রকম অপ্রত্যাশিত মোড ঘোরায় ভাসিয়া উৎসাহে ভবপুর হয়ে উঠল। প্রাতরাশের কথা ভুলে গিয়ে সে চেয়ার থেকে নেমে পডতে শুরু করল।

"ভাসিয়া কি মতলব তোমার? কফিটা খেয়ে ফেল। আদ্ধেক খেয়ে কিছুতেই যাওয়া চলবে না!"

মা ঠিক কথাই বলেছেন। ভাসিয়া তাডাতাড়ি ঢোক গিলে গিলে কাপটা শেষ করল। তার মা তাকে লক্ষ্য করতে ও হাসতে লাগলেন।

"তোমার সময়ের কি খুব অভাব? এত তাডাহুডো করে কোথায় চলেছ?"

"আমাকে তাডাতাড়ি করতেই হবে," বিড় বিড় করে বলল ভাসিয়া।

এর মধ্যেই সে হাজির হয়েছে খেলনার রাজ্যে। তার প্রথম কাজ হল ভাংকা-স্তাংকাকে রেহাই দেওয়া।

তার মা একবার তাকে বলেছিলেন, "তোমার পাহারাদার দিনরাত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাহারা দেয়। এটা মোটেই চলবে না। ওকেও বিশ্রাম দিতে হবে। তুমি তো রোজ রাত্রে ঘুমোও।"

বটেই তো, শ্রমিক রক্ষার কথা ভাসিয়া কি করে ভুলে যাবে? কিন্তু এই ক্রটি হয়েছে অনেকদিন আগে এখন ভাসিয়া ভাংকাকে একটা পুরানো কার্ডবোর্ডের বাড়ির মধ্যে পুরে তার মাথাটা কতকগুলো বাড়ি তৈরীর মালমসলার নীচে ঠেলে দেয়। ভাংকা ঠেলাঠেলি করে তার হাত থেকে বেরিয়ে যায়; কিন্তু সে এসব করলে কি হবে, শৃঙ্খলা হল সর্বপ্রথম কথা! আর ছুটির দিনে বাবা যখন বাড়িতে থাকেন তখন ভাংকা পুরো চব্বিশ ঘণ্টাই কার্ডবোর্ডের বাড়ির মধ্যে পড়ে থাকে। তার জায়গায় কাজ করে চীনে মাটির তৈরী একটা ছোট্ট ছেলে, মাথায় তার গোলাপী টাইরল হ্যাট। এই ছেলেটা মায়ের দেওয়া উপহার হলেও খারাপ কর্মী—কেবলই পড়ে যায়। বাবা ওকে বলেন কুঁড়ে, বাবা ঠিক কথাই বলেন। বাবা বলেন, "হ্যাট মাথায় ও লোকটা একটা কুঁড়ে!"

এই কারণে ভাসিয়া ওকে পছন্দ করে না, ওকে বাদ দিয়েই চলবার চেষ্টা করে।

সমাজের জন্য প্রথম যে কাজটি ভাসিয়া করেছে, সেটা হল বাবার বুটজোড়া ও জুতোজোড়া এনে দেওয়া। ভাসিয়ার বাপ-মা তাকে অন্যান্য কাজও দিয়েছেন: দেশলাই নিয়ে আসা, চেয়ারগুলি ঠিক জায়গায় রাখা, টেবিল-ক্লথটা টেনে সমান করে দেওয়া, কাগজপত্র তুলে রাখা; কিন্তু এগুলি হল সাময়িক কাজ, আর বুটজোড়া ও জুতোজোড়া আনা ও রাখার কাজ হল স্থায়ী কাজ—এমন কাজ যা কখনও উপেক্ষা করা চলবে না।

মাত্র একবার, যখন খেলনার রাজ্যে বিপর্যয় ঘটেছিল এবং ষ্টীম-ইঞ্জিনের ফানেলটা খুলে গিয়েছিল, তখন ভাসিয়া ভাঙ্গা ইঞ্জিনটা হাতে বাবার সামনে গিয়েছিল; সে এত বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল যে, বাবার জুতোর কথা তার

কিছু না বলে তার বাবা তার কাজ সম্পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত লক্ষ্য করলেন।

"কাজটা তুমি মন্দ করনি, কিন্তু এটা তো হাওয়ার উপর তৈরী, তাই না? একটা ধাক্কা দিলেই হুড়মুড় করে পড়ে যাবে..."

জোরে হেসে ভাসিয়া তার বাহু নেড়ে বাড়িটা ধাক্কা মেরে ফেলে দিল। চমৎকার প্রাসাদটি এক গাদা নিটোল টুকরোয় পরিণত হয়ে মেঝের উপর পড়ে রইল।

"তুমি এরকম করলে কেন?"

"ভেঙে তো ফেলতেই হবে এটাকে, কারণ আর একটা তৈরী..."

"ঠিক বলেছ। দেখ তাহলে, কষ্ট করে তুমি করলে কিন্তু তোমার দেখবার মত কিছুই রইল না।"

হাত দুটি ছড়িয়ে ভাসিয়া বলল, "কিছুই না।"

"এ চলবে না।"

"না", ছড়িয়ে পড়া টুকরোগুলির দিকে নিষ্ঠুর ঔদাসীন্যের সঙ্গে তাকিয়ে ভাসিয়া তার বাবার কথায় সায় দিল।

"একটু সবুর কর," তাঁর বাবা হেসে তাঁর যন্ত্রপাতির বাক্সটার কাছে গেলেন। সত্যিকারের ঐশ্বর্য হাতে নিয়ে তিনি ফিরে এলেন। কাঠের বাক্সটার মধ্যে রয়েছে পেরেক, কাঁটা, স্ক্রু, বল্টু, খানিকটা তার, ইস্পাত ও তামার পাত এবং অন্যান্য টুকিটাকি জিনিস। এগুলি হল প্রত্যেক আত্ম-মর্যাদাসম্পন্ন ধাতু-শ্রমিকের জীবনের অচ্ছেদ্য অংশ। এ ছাড়া বাবার হাতে রয়েছে কয়েকটা ছোট ছোট ডাণ্ডা, সেগুলি স্পর্শ করলেই লাফালাফি করতে থাকে।

বাবা বললেন, "তোমার এই বাড়িগুলো আমরা বাতিল করে দেব। একটা শক্ত কিছু তৈরী করা যাক। কিন্তু সেটা কি হবে?"

"একটা পুল তৈরী করা যাক। কিন্তু নদী যে নেই..."

"নদী নেই? বেশ, আমাদের একটা নদী তৈরী করে নিতে হবে।"

"তা কি পারা যাবে?"

"আগে যেত না, কিন্তু আজকাল যায়। বলশেভিকরা তা করেছে। ওরা ভল্‌গাকে একেবারে মস্কো পর্যন্ত নিয়ে এসেছে।"

"কোন্ ভল্‌গা?"

"ভল্‌গা নদী। কোথা দিয়ে এটা বয়ে যেত? অনেক, অনেকদূরে! কিন্তু ওরা লেগে গেল কাজে আর শুকনো জমির উপর দিয়ে নদীটাকে বইয়ে দিল।"

"তারপর কি হল?" বাবার উপর থেকে চোখ না সরিয়েই ভাসিয়া জিজ্ঞাসা করল।

মেঝের উপর টুকিটাকিগুলি ছড়িয়ে ফেলে বাবা জবাব দিলেন, "ভেড়ার বাচ্চার মত চলে এল।"

"আমরা একটা ভল্‌গাই করে ফেলি…"

"আমিও তাই ভাবছি।"

"আর তারপর আমরা পুল তৈরী করব।"

কিন্তু আগেরবার সে নদীর কথা তুললে কি হয়েছিল সেটা হঠাৎ মনে পড়ায় ভাসিয়া মুষড়ে পড়ল। বাবার বাক্সের সামনে বসে সে অনুভব করল যে এই বাধাগুলিই তাকে ঘায়েল করে ফেলছে।

"আমরা নদী তৈরী করতে পারব না, বাবা। মা আমাদের করতে দেবে না।"

বাবা মনোযোগসহকারে ভ্রূ উপরে তুলে বাক্সের সামনে উবু হয়ে বসলেন।

"মা? হ্যাঁ, সেটা একটা গুরুতর ব্যাপার।"

ভাসিয়া আশাভরে বাবার দিকে তাকাল : ধর মায়ের বিরোধিতা দূর করার একটা উপায় বাবা হঠাৎ আবিষ্কার করে ফেললেন। কিন্তু বাবার পাল্টা দৃষ্টিতে অনিশ্চয়তা প্রকাশ পেল। ভাসিয়া অবস্থাটা বিশদভাবে বুঝিয়ে বলল : "মা বলবে : তোমরা জল ছড়াবে।"

"তা বলবে। সেই তো হল কথা, মা নিশ্চয়ই ও কথা বলবে। আর আমরা জল ছড়াব তো নিশ্চয়ই!"

বাবার সরলতায় ভাসিয়া হাসল : "তুমি তাহলে কি করবে ভাবছ ? ভাবছ নদী তৈরী করবে আর সেটা শুকনো হবে ?"

"শোন, বলছি বাবা। নদী কি করে বয়ে যায় ? নদী এক জায়গা দিয়েই বয়ে যায়, আর তার চারপাশ থাকে শুকনো। নদীর পাড় তো থাকতেই হবে। আর তারপর ভেবে দেখ, তুমি যদি নদীটাকে সেরেফ মেঝের উপর রাখ তাহলে সে-নদীর সবটাই তো নীচের তলায় চলে যাবে। নীচে যাঁরা থাকেন তাঁরা জানতে চাইবেন উপরে কি হচ্ছে। তাঁরা বলবেন—কোথা থেকে আসছে এটা ? আর আমাদের নদীটাই এই কর্ম করবে।"

"মস্কোতে কি কোন জল আসে না ?"

"মস্কোতে কেন জল আসবে ?"

"যখন তারা নিয়ে এল ঐ·· ভল্‌গা ?"

"বুঝেছ বাপধন, তাবা ঠিকমত সব করেছিল, তারা পাড় তৈরী করেছিল।"

"কি দিয়ে ?"

"একাজ করার কায়দা তারা বের করেছিল। পাথর দিয়ে। কংক্রীট দিয়ে।"

"বাবা, শোন ! শোন ! আমরাও তাই করব···পাড তৈরী করা যাক।"

এবং এইভাবে ভাসিয়া নাজারভের বিরাট নির্মাণ-পরিকল্পনার সৃষ্টি হল। পরিকল্পনাটি দেখা গেল বেশ জটিল এবং এর জন্য যথেষ্ট প্রাথমিক কাজের দরকার। এর আশু ফল দাঁড়াল এই যে, অস্থায়ী প্রাসাদগুলির নির্মাণকার্য সম্পূর্ণভাবে পরিত্যক্ত হল। কার্যক্ষেত্রে কোন মূল্য না থাকায় বাবা ও ভাসিয়া ঠিক করলেন, প্রাসাদ আর তৈরী করা হবে না। তার বদলে তাঁরা বাক্সের জিনিসপত্র পুল তৈরীর জন্য ব্যবহার করতে সংকল্প করলেন। কিন্তু নকশার বইটা দিয়ে কি করা যাবে ? ভাসিয়ার ওতে কোন আগ্রহ আর নেই এবং বাবাও ওটার সম্পর্কে কিছুটা অবজ্ঞার ভাব দেখালেন : "কি হবে ওটা দিয়ে ? ফেলে দিতে মায়া লাগছে। ওটা বাচ্চাদের কাউকে দিয়ে দাও।"

"সে কি করবে এটা দিয়ে ?"

"ও, সে দেখবে এটা……"

ভাসিয়া এই প্রস্তাবটিকে বিশেষ গুরুত্ব দিল না, তবে পরদিন সকালে চত্বরে যাবার সময় বইটা সঙ্গে করে নিয়ে গেল।

চত্বরটা শহরের চত্বরের মত চারপাশে ইঁটের দেওয়াল দিয়ে ঘেরা নয়। বড় চতুষ্কোণ চত্বর, মাথার উপর আকাশ দেখা যায় অনেকটা। এক পাশে লম্বা একটা দোতলা বাড়ি, বাড়িটার পুরো আধ ডজন কাঠের দেউড়ী চত্বর পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। অন্য সমস্ত দিকে নীচু কাঠের বেড়া দেওয়া। বেড়ার ওধারে দিগন্তবিস্তৃত উঁচু-নীচু বেলে জমি, আমাদের অঞ্চলে 'কুচুগুরি' নামে পরিচিত। এই জমিটা স্বাধীনতা ও রহস্যের ভূমিরূপে ছেলেদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয়। বাড়িটা ও বিশাল গেটটা ছাড়িয়ে তবে শুরু হয়েছে শহরের প্রথম রাস্তা।

এই বাড়িটায় থাকেন গাড়ি তৈরীর কারখানার শ্রমিক ও কর্মচারীরা—সকলেই অবস্থাপন্ন ও মানী লোক, পরিবারও অনেকের বড় বড়। চত্বরটায় ছোট ছোট ছেলেমেয়ে সব সময় গিজ গিজ করছে। ভাসিয়া এই কেবল চত্বর-সমাজকে জানতে শুরু করেছে। গত গ্রীষ্মকালে অল্প কয়েকজনের সঙ্গে তার যে বন্ধুত্ব হয়েছিল সে কথা ওর মনেই পড়ে না, আর শীতকালে ভাসিয়া একবারও চত্বরে গেছে কিনা সন্দেহ—ওর তখন হাম হয়েছিল।

এখন ভাসিয়ার বন্ধুর দলটি হচ্ছে প্রায় সম্পূর্ণভাবেই ছেলেদের দ্বারা গঠিত। চত্বরে কয়েকজন মেয়েও আছে, কিন্তু ভাসিয়ার চেয়ে পাঁচ ছয় বছরের বড় বলে তারা তাকে বিশেষ আমল দেয় না। এ হল সেই বয়স যে-বয়সে মেয়েদের গান গাইতে গাইতে একত্রে বেড়াবার সগর্ব অভ্যাস গড়ে ওঠে। এতে তারা অত্যন্ত দুর্লভ হয়ে ওঠে। বলা বাহুল্য, দুই-তিন বছরের বাচ্চারা ভাসিয়ার সঙ্গী হতেই পারে না।

নকশার বইটা তখনি সকলের আগ্রহ জাগাল। ভাসিয়ার বয়সী মিতিয়া কান্দিবিন বলে একটি ছেলে বইটা দেখে চেঁচিয়ে উঠল: "এলবামটা কোথা থেকে এল? এটা তুমি কোথায় পেলে?"

"আমি কোথাও পাইনি, বাবা এটা কিনেছেন।"

"তিনি তোমার জন্যে কিনেছেন, তাই না ?"

ভাসিয়া মিতিয়াকে পছন্দ করত না, কারণ মিতিয়া বড় লাফঝাঁপ করে আর তার দেমাকও বড় বেশী। তার উজ্জ্বল ছোট ছোট চোখদুটি উঁকি মারতে ও একদৃষ্টিতে সব কিছু তাকিয়ে দেখতে কখনও ক্লান্ত হয় না, আর এতে ভাসিয়া বিব্রত বোধ করে।

"তিনি তোমার জন্যে এটা কিনেছেন ? তোমার জন্যে ?"

ভাসিয়া বইটা তার পিছনে রাখল।

"হ্যাঁ, বাবা আমার জন্যে কিনেছেন।"

"বেশ দেখাও আমাদের। চলে এস, দেখাও আমাদের !"

ভাসিয়া কিছু দেখাতে চায় নি। বইটির জন্য তার ভাবনা ছিল না, কিন্তু মিতিয়ার প্রবল চাপ প্রতিরোধ করার ইচ্ছা তার মনে জাগল। মিতিয়া অবশ্য চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতেই পারে না। সে এর মধ্যেই পিছনদিক থেকে বইটা নেবার চেষ্টায় লেগেছে।

"তুমি এত ছোট লোক যে বইটা দেখাতেই চাও না, এত ছোট তুমি ?"

ভাসিয়ার চাইতে দুর্বল ও বেঁটে হলেও মিতিয়া বইটা নেবার জন্য আক্রমণোদ্যত হল, কিন্তু সেই মুহূর্তে তার চীৎকার লিয়োভিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

লিয়োভিক বয়সে আরও বড় এবং সে ৩৪নং ইস্কুলের প্রথম শ্রেণীতে পড়ে। আক্রমণোদ্যত মিতিয়ার দিকে উৎফুল্লমুখে তাকিয়ে সে দূর থেকে চেঁচিয়ে বলল, "চীৎকারই সার, লড়ার নামে খোঁজ নেই ! লাগাও ওকে !"

"ওটা ও রাখছে কেন ! নিজেও দেখবে না, কাউকে দেখতেও দেবে না ! ও কাউকে দেখাবে না !"

কাঁধটা সামনে ঠেলে মিতিয়া অবজ্ঞাভরে ভাসিয়ার দিকে এগিয়ে গেল। তার কাঁধে ব্রেসেস ছাড়া আর কিছু নেই।

"এস দেখা যাক!" উৎফুল্ল কৃতিত্বের সঙ্গে লিয়োভিক তার হাত বাড়িয়ে দিল। ভাসিয়া বইটা তাকে দিল।

লিয়োভিক, আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল, "আরে! তুমি জান? আমার ঠিক এই রকম একটা হারিয়ে গেছে। আমার আর সব আছে, শুধু এলবামটা হারিয়েছে। কী চমৎকার জিনিস পাওয়া গেল! এস, বদলাবদলি করে নেওয়া যাক?"

ভাসিয়া তার জীবনে কখনও কোন জিনিস বদলাবদলি করেনি। লিয়োভিককে কি জবাব দিতে হবে তা সে জানে না। যাই হোক, এটা পরিষ্কার যে এবার একটা চিত্তাকর্ষক অভিযানের সূচনা হয়েছে। ভাসিয়া উদ্বিগ্নভাবে লিয়োভিকের প্রফুল্ল মুখের দিকে তাকাল। সে তখন তাড়াতাড়ি বইটার পাতা উল্টে যাচ্ছে।

"চমৎকার! চল আমাদের বাড়ি যাওয়া যাক......"

"কি জন্যে?" ভাসিয়া জিজ্ঞাসা করল।

"কেন, ঘুঘু ছেলে, কিসের বদলে এটা তুমি দেবে তা তো তোমাকে দেখতে হবে।"

"আমিও যাব," মিতিয়া বলল অস্পষ্ট ভাবে। তখনও তাকে বেশ আক্রমণোদ্যত দেখাচ্ছিল।

"এস তাহলে......তুমি সাক্ষী থাকবে, বুঝলে। জিনিস যখন বদলাবদলি করবে তখন সব সময় সাক্ষী রাখতে হয়..... "

ওরা লিয়োভিকের বারান্দার দিকে গেল। যখন ওরা সিঁড়ির একেবারে উপরের ধাপে উঠেছে, তখন লিয়োভিক চারদিকে তাকিয়ে দেখে বলল, "আমার বোন লালিয়াকে আমল দিয়ো না!"

ধূসর রং-করা বড় দরজাটা সে ঠেলে খুলল। যাবার পথটায় ভিজে তরিতরকারী আর বীটের ঝোলের ভাপসা গন্ধ তাদের নাকে গেল। লিয়োভিক যখন তার পিছনে দরজাটা বন্ধ করে দিল, তখন ভাসিয়া বেশ ভয় পেল। গন্ধের সঙ্গে মিলে অন্ধকারটা অপ্রীতিকর। কিন্তু আর একটা

দরজা খুলে গেল এবং ছেলেদের চোখে পড়ল রান্নাঘর। বিশেষ কিছু দেখার নেই সেখানে কারণ ঘরটা বাষ্পে ভর্তি, আর তাদের চোখের সামনে ঝুলছে সাদা, গোলাপী ও নীল রঙের কাপড়ের মত কি সব—বোধহয় বিছানার চাদর ও কম্বল। এই কাপড়গুলির মধ্যে দুটো কাপড় ফাঁক হয়ে গেল, দেখা দিল একখানা গোলাপী মুখ। মেয়েটির গালের হাড় উঁচু, চোখদুটি সুন্দর।

"লিয়োভিক, আবার তুমি এই ছেলেগুলোকে এনেছ বুঝি? দেখ ভার্কা তুমি যাই বল আমি ওদের ঠ্যালাটা বুঝিয়ে দিচ্ছি!"

কাঁচা কাপড়গুলির পিছন থেকে একজন স্ত্রীলোকের গলায় ক্ষীণ স্বরে জবাব এল: "তুমি কেন অমন মেজাজ দেখাচ্ছ, লালিয়া? ওরা তোমার কি ক্ষতি করবে?"

লালিয়া ছেলেদের দিকে তার ক্রুদ্ধদৃষ্টি নিবদ্ধ করে মুখের ভাব না বদলে খুব তাড়াতাড়ি বলল, "কি ক্ষতি করবে? ওরা সব কিছু মাড়িয়ে দেবে। ওদের পাগুলো নোংরা, চুল নোংরা, মাথা থেকে ওদের বালি ঝরে পড়ছে…" মেয়েটি মিতিয়ার উস্কোখুস্কো মাথায় আঙুলের খোঁচা দিয়ে আঙুলটা নিজের চোখের কাছে তুলে ধরে বলল, "ওহো! আমার মনে হয় এখানে চড়ুইরা বাসা বেঁধেছে। আর এ ছেলেটা কোত্থেকে এল। দেখ কি রকম চোখ ওর।"

মেয়েটির বয়স মাত্র প্রায় পনরো হলেও তার ভাবভঙ্গী ভীতির সৃষ্টি করল, এবং ভাসিয়া এক পা পিছু হটে গেল। কিন্তু লিয়োভিক এর মধ্যে যাতায়াতের পথের দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছে! সে নির্ভীকভাবে সাথীদের বলছে, "কোন পাত্তা দিয়ো না, চলে এস!"

ছেলেরা কাচা কাপড়গুলির তলা দিয়ে নীচু হয়ে হয়ে একটা ঘরে ঢুকল। ঘরটা ছোট; আসবাবপত্র, বই, পর্দা ও ফুলে ভর্তি। যাতায়াতের ছোট একটি পথ খোলা আছে এবং সেখানেই তিনটি ছেলে একজনের পিছনে আর একজন এইভাবে দাঁড়িয়ে পড়ল। লিয়োভিক তার দুইজন আগন্তুকের বুকে ধাক্কা দিয়ে বলল:

"তোমরা সোফায় বসে পড়, নইলে ঘরে যাবার পথই থাকবে না।"

ভাসিয়া আর মিতিয়া ধপাস করে সোফায় বসে পড়ল। নাজারভদের এমন আসবাবপত্র নেই। বসতে বেশ লাগছিল, কিন্তু ঘরটায় জায়গার অভাব ভাসিয়ার মনে ভয় ধরিয়ে দিল। অদ্ভুত অদ্ভুত অনেক জিনিস এখানে। পিয়ানো, ডিম্বাকৃতি ফ্রেমে বাঁধানো কয়েকটা প্রতিকৃতি, হলদে বাতিদান, বই এবং গান সব মিলে ঘরটাকে অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও রহস্যময় মনে হয়। তাদের সামনে ঘূর্ণমান টুলে বসে লিয়োভিক ঘুরপাক খাচ্ছে আর বলছে: "চারটে চাবির রিংয়ের বদলে দাও; না হয় তুমি চাও তো একটা বাবুইয়ের বাসাও পেতে পার। তা ছাড়া একটা পয়সা রাখার থলিও আছে। দেখ এই থলিটাও তুমি নিতে পার!"

লিয়োভিক লাফ দিয়ে ঘূর্ণমান টুল থেকে নেমে একটা ছোট ডেস্কের দেরাজ টেনে বের করে তার হাঁটুর উপর রাখল। সর্বপ্রথম একটিমাত্র টিপ-বোতাম লাগানো ছোট্ট একটা সবুজ থলি ভাসিয়াকে দেওয়া হল। ভাসিয়ার আগ্রহ জাগাবার জন্য লিয়োভিক কয়েকবার বোতামটা টিপল। কিন্তু সেই মুহূর্তে থলির চাইতেও চিত্তাকর্ষক কোন জিনিস ভাসিয়া লক্ষ্য করেছে। দেরাজের মধ্যে দেরাজের সমান লম্বা সরু একটা টিনের বাক্স রয়েছে, বাক্সটা তিন আঙ্গুল চওড়া এবং কালো রঙের।

"ওরে!" ভাসিয়া চেঁচিয়ে উঠে টিনের বাক্সটার দিকে দেখাল।

"টিনের বাক্সটা?" লিয়োভিক জিজ্ঞাসা করল এবং থলির বোতাম টেপা বন্ধ করল। "শুধু···ও আচ্ছা, ওটা আরও ভাল জিনিস।"

মিতিয়া সোফা থেকে লাফিয়ে নেমে দেরাজের উপর ঝুঁকে পড়ল।

ভাসিয়া টিনের বাক্সটার দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে বলল: "ওটাই আমি চাই।" বড় বড়, অকপট, শান্ত ধূসরচোখ তুলে সে লিয়োভিকের মুখের দিকে তাকাল। আর লিয়োভিক ভাসিয়ার দিকে তাকাল এক জোড়া অভিজ্ঞ ও ধূর্ত বাদামীচোখ মেলে।

"তাহলে তুমি টিনের বাক্সটার বদলে আমাকে এলবামটা দেবে? তুমি সাক্ষীর সামনেই এতে রাজী হচ্ছ তো?"

লিয়োভিক মুখ ভেংচিয়ে বলল, "আমরা ঠিকমত বদলাবদলি করেছি। অকপটভাবেই বদলাবদলি হয়েছে। আমি একজন সাক্ষীর সামনে তোমার হাতে ওটা দিয়েছি।"

"কোন সাক্ষী?"

"মিতিয়ার সামনে! সেই তো তোমার পক্ষে সাক্ষী ছিল! কি মজা! চমৎকার সাক্ষী!"

লিয়োভিক হো হো করে হাসতে লাগল।

"সে-ই সাক্ষী ছিল! কিন্তু তোমার কি হবে? সে তোমারটা মেরে কেটে পড়েছে। আমরা তো ঠিকমতই বদলাবদলি করেছিলাম।"

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে লালিয়া। সে তার কালো, বাঁকা চোখে ভাইয়ের আমোদ সন্দিগ্ধভাবে লক্ষ্য করছে। হঠাৎ সে ঝাঁপিয়ে পড়ল ঘরের মধ্যে। ভয় পেয়ে ভাসিয়া সোফা ছেড়ে উঠে পড়ল।

"আমার থলি তুমি কেন নিয়েছ?"

লিয়োভিক হাসি থামিয়ে ভাসিয়ার পাশ কাটিয়ে দরজার দিকে গেল।

"আমি নিয়েছি?"

"তবে ওটা টেবিলের উপর পড়ে রয়েছে কেন?"

"থাক পড়ে! তার সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ।"

লালিয়া দেরাজটা টেনে বের করে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ভিতরটা দেখে নিয়ে বলল, "ফেরৎ দাও ওটা, এখনি ফেরৎ দাও বলছি! শূয়োর।"

লিয়োভিক এখন দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছে; সে আরও পশ্চাদপসরণের জন্য প্রস্তুত। লালিয়া তার দিকে দৌড়ে যাবার সময় ভাসিয়ার সঙ্গে ধাক্কা খেল। ঘটনাবলীর প্রবল স্রোতে একেবারে বিহ্বল ও বিপর্যস্ত হয়ে ভাসিয়া দাঁড়িয়েছিল। তাকে ধাক্কা মেরে সোফার উপর উল্টে ফেলে দিয়ে লালিয়া পুরোদমে হুড়মুড় করে গিয়ে পড়ল দরজার উপর। লিয়োভিক চটপট দরজাটা তার মুখের উপরেই বন্ধ করে দিল। তারপর দড়াম করে বন্ধ হল দ্বিতীয় দরজা, তারপর তৃতীয়, তারপর সদর দরজা। দরজাগুলির মধ্য দিয়ে লালিয়া

ভাইয়ের পিছু পিছু ধাওয়া করল। তিনটে দরজাই আবার ধড়াস করে খুলল। অবশেষে, ঠিক আগের মতই হুড়মুড় করে লালিয়া আবার দৌড়ে ঢুকল ঘরের মধ্যে, আবার দেরাজ টেনে বের করে সে সশব্দে দেরাজটা হাতড়াল, তারপর টেবিলের উপর ভর দিয়ে জোরে কেঁদে উঠল। বিস্মিত ও ভীতভাবে ভাসিয়া তাকে দেখতে লাগল। তার চোখের সামনে থেকে এইমাত্র যে টিনের বাক্সটা অদৃশ্য হয়েছে তার সঙ্গে লালিয়ার ফোঁপানির একটা কিছু সম্পর্ক আছে, এই ধারণাটা ভাসিয়ার জাগতে শুরু করল। সে একটা কিছু বলতে যাবে এমন সময় লালিয়া তখনও কাঁদতে কাঁদতে পিছু হটে তার তন্বী দেহখানা ভাসিয়ার পাশে সোফার উপর লুটিয়ে দিল। ভাসিয়ার পায়ের কাছে তার কাঁধ দুটি কাঁপছে। ভাসিয়ার চোখদুটি আরও বড় বড় হয়ে উঠল। সে সোফার মধ্যে তার মুঠি দুটি ঢুকিয়ে দিয়ে ক্রন্দনরতা মেয়েটির উপর ঝুঁকে পড়ল!

সে স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কাঁদছ কেন? বোধহয়, সেই টিনের বাক্সটার জন্যে?"

লালিয়া সহসা তার ফোঁপানি থামিয়ে তার মাথা তুলল এবং ভাসিয়ার দিকে ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে তাকাল। ভাসিয়াও তাকাল তার দিকে, লক্ষ্য করল মেয়েটির চোখের পালকের ডগায় অশ্রুবিন্দু।

উৎসাহের সঙ্গে মাথা নেড়ে সে আবার বলল, "সেই টিনের বাক্সটার জন্য কাঁদছ তুমি?"

"টিনের বাক্স? বটে!" চেঁচিয়ে উঠল লালিয়া। "বল কোথায় সেটা!"

লালিয়ার স্বরে ঘৃণার পরিচয় পেয়ে কিছুটা ঘাবড়ে গিয়ে ভাসিয়া জিজ্ঞাসা করল, "কোথায়?"

লালিয়া তার কাঁধে খোঁচা দিয়ে আরও জোরে চেঁচিয়ে উঠল: "জবাব দাও! বল কোথায় আছে সেটা! কথা বলছ না কেন? সেটা তুমি কি করেছ? আমার পেন্সিলের বাক্সটা কি করেছ?"

"পেন্সিলের বাক্স?"

ভাসিয়া ঠিক বুঝে উঠতে পারল না। তার মনে হল আর কিছু এ ব্যাপারে জড়িত আছে, টিনের বাক্সটা নয়। কিন্তু সুন্দর বাঁকা চোখওয়ালা অসুখী মেয়েটিকে সাহায্য করার অকপট বাসনাই তার জেগেছিল।

"কি বললে? পেন্সিলের বাক্স?"

"আচ্ছা বেশ, টিনের বাক্সই না হয় হোল! টিনের বাক্স! সেটা তুমি কি করেছ?"

ভাসিয়া উত্তেজিতভাবে দেরাজটা দেখিয়ে বলল, "ওইটের মধ্যে যেটা ছিল?"

"আমাকে বোকা বানাবার চেষ্টা কর না! বল তুমি সেটা কি করেছ?"

ভাসিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে জটিল কাহিনী বলতে শুরু কবল।

"লিয়োভিক বলল: তোমার বইটা দাও আমি তোমাকে থলেটা দেব। তারপর সে বলল একটা চাবির রিং নাও। তারপর সে বলল: একটা বাবুই পাখির বাসা নাও। আগে সে আমাকে টিনের বাক্সটা দিয়েছিল, তারপর বাবুই পাখির বাসাব কথা বলেছিল। কালো রঙের · তলাটা শক্ত। তখন আমি বললাম: বেশ তাই। সে বলল: সাক্ষীর সামনে·· তারপর বাক্সটা আমার হাতে দিল। আমি তাই ···· "

"ও, তাই তুমি ওটা নিলে, এইতো?"

ভাসিয়া জবাব দেবার সময় পেল না। সে হঠাৎ দেখল, লালিয়ার কৃষ্ণ-পিঙ্গল চোখদুটি কাঁপছে, এবং সেই মুহূর্তে তার মাথাটা সোফার নরম পিছন দিকটায় ঠুকে গেল, সে তার গালে একটা অদ্ভুত অপ্রীতিকর জ্বালার ভাব অনুভব করল। ধীরে ধীরে সে বুঝতে পারল যে লালিয়া তাকে মেরেছে। ভাসিয়া জীবনে কখনও মার খায় নি এবং মার খাওয়াটা যে অপমানকর এও সে জানত না। কিন্তু তবু তার চোখদুটিতে জল উছলে উঠল। সে হাত দিয়ে গালটা চেপে ধরে লাফ দিয়ে সোফা থেকে নেমে পড়ল।

আক্রমণ করার জন্য উঠে লালিয়া চীৎকার করে বলল: "এখুনি আমাকে দাও বলছি!"

এর মধ্যে ভাসিয়া বুঝে নিয়েছে যে লালিয়া তাকে আবার মারতে পারে। মার খেতে সে চায় না, কিন্তু তার মন প্রকৃতই জুড়ে আছে আর এক চিন্তায় : বাক্সটা যে এখানে নেই এটা ও বুঝতে পারছে না কেন। ব্যাপারটা কি দাঁড়িয়েছে ওকে বুঝিয়ে বলবার জন্য সে ব্যস্ত হল।

"বল, কোথায় আছে, বাক্সটা ?"

"কিন্তু ওটা তো এখানে নেই ! এখানে নেই, বুঝেছ !"

"'এখানে নেই' মানে কি ?"

"মিতিয়া নিয়েছে।"

"মিতিয়া ?"

"হ্যাঁ ! সে .... মেরে দিয়েছে বাক্সটা।" কথাটা মনে করতে পেরে ভাসিয়া খুসী হল—হয়ত এতে লালিয়া আরও তাড়াতাড়ি বুঝতে পারবে।

"সেই ছেলেটা ? যার রঙ বালির মত ? তাকে তুমি দিয়েছ ? বল আমাকে।"

লালিয়া তার দিকে এগিয়ে গেল। ভাসিয়া চারপাশে তাকিয়ে দেখল। পিয়ানো আর টেবিলের মাঝখানে সরু ফাঁকটাই তার পশ্চাদপসরণের একমাত্র পথ, কিন্তু পথটা ব্যবহার করার সময় সে পেল না। লালিয়া দক্ষভাবে তাকে জানালার দিকে ঠেলে দিয়ে তার মাথায় ব্যথা লাগে এইভাবে মারল, এবং আবার সে তার হাত তুলছে। কিন্তু ছোট্ট একটি মুঠি অর্ধ বৃত্তাকারে ঘুরে গিয়ে লালিয়ার চোখা গোলাপী চিবুকে আঘাত করল। লালিয়া ও ভাসিয়া উভয়েরই পক্ষে ব্যাপারটা ছিল অপ্রত্যাশিত। এর পরই আর একটা ছোট্ট মুঠির ঘা পড়ল, তারপর আবার প্রথম মুঠির ঘা। ভুরু কুঁচকে ও দাঁত বের করে ভাসিয়া তার সামনে যেখানে পারে সেখানে ঘুষি চালাতে লাগল এবং বেশীর ভাগ সময়েই লক্ষ্য ভ্রষ্ট্য হল। লালিয়া কিছুটা পিছু হটল—ঘুষি এড়াবার জন্যে যতটা তার চেয়ে বেশী আশ্চর্য হবার দরুণ। কিন্তু তার মুখ অথবা তার ভাবভঙ্গীতে তার শত্রুর পক্ষে ভাল কিছুর লক্ষণ দেখা গেল না। রোগা, লম্বাটে-মুখ, চশমা-পরা একজন স্ত্রীলোক দোরগোড়ায় দেখা না দিলে লড়াইটা ভাসিয়ার পক্ষে কঠিনই হয়ে উঠত।

"লালিয়া, কি হচ্ছে এখানে ? এটি কার ছেলে ?"

"কার ছেলে তা আমি কি করে জানব ?" চারদিকে তাকিয়ে লালিয়া বলল, "লিয়োভিক ওকে এনেছে। ওরা আমার পেন্সিলের বাক্সটা চুরি করেছে ! ওর দিকে তাকিয়ে দেখ এখন !"

লালিয়ার পিঙ্গল চোখদুটিতে এক সেকেণ্ডের জন্য হঠাৎ হাসি খেলে গেল। কিন্তু বয়স্কা স্ত্রীলোকটির মনোভাব জানতেই ভাসিয়ার আগ্রহ বেশী। বোধহয় ইনিই লালিয়ার মা—এবার দুজনে মিলেই ওকে মারবে।

"তোমরা এখানে মারামারি করছিলে ? সত্যি, লালিয়া !"

"ও আমার টিনের বাক্সটা ফেরৎ দিক ! এখুনি ওকে আরও কয়েক ঘা লাগাব। কোথায় যাবে এখন।"

লালিয়া আরও কাছে এল। ভাসিয়া টেবিলের আরও কাছে সরে গেল। লালিয়ার চোখদুটি আগের তুলনায় কোমল। স্ত্রীলোকটির উপস্থিতিতে ভাসিয়া অধিকতর স্বস্তি বোধ করতে লাগল, কিন্তু তার সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা সে ভুলল না।

"লালিয়া, ওকে ভয় দেখিয়ো না। কী সুন্দর ছেলেটি।"

লালিয়া চেঁচিয়ে উঠল, "তুমি এর মধ্যে কথা বল না বলছি, ভার্কা ! সুন্দর ছেলে ! তুমি তো সবাইকেই সুন্দর ভাব ! মনটাই তোমার নরম ! টিনের বাক্স দাও বলছি !"

কিন্তু এই মুহূর্তে আরও লোকজন এসে পৌঁছাল। দরজার সামনে দেখা দিল ছোটখাট একটি মানুষ। তিনি তাঁর সরু কালো গোঁফটা পাকাচ্ছেন।

তৎক্ষণাৎ আরও উৎফুল্ল হয়ে উঠে মেয়েটি বলল, "গ্রিসকা ! দেখ, উনি ওকে বাঁচাচ্ছেন ! এই ছোঁড়া বাড়িতে ঢুকে কোথায় আমার পেন্সিলের বাক্সটা রেখেছে, আর ভার্কা ওর পক্ষ সমর্থন করছে !"

লোকটি হেসে বললেন, "ওহো, ভার্কা সবসময়েই প্রত্যেকের পক্ষ সমর্থন করে। কিন্তু এ ছেলেটি কার ?"

"কোথা থেকে তুমি এসেছ? তোমার নাম কি?" লালিয়া হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করল।

ভাসিয়া স্থিরদৃষ্টিতে প্রত্যেককে দেখে নিয়ে সত্যিকারের ভদ্রতার সঙ্গে বলল, "আমার নাম ভাসিয়া নাজারভ।"

"আহা, নাজারভ!" চেঁচিয়ে উঠল মেয়েটি। সে বেশ স্নেহের সঙ্গেই তার কাছে গেল।

"ভাসিয়া নাজারভ? তাহলে সব ঠিক আছে এখন লক্ষ্মী ছেলের মত কথা দাও আমাকে টিনের বাক্সটা খুঁজে দেবে। বুঝেছ?"

ভাসিয়া কিছুই বুঝল না। 'লক্ষ্মী ছেলের মত' কথাটার অর্থ পরিষ্কার নয়, 'খুঁজে দেবে' কথাটির অর্থ কি তাও পরিষ্কার নয়।

সে আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গেই বলল, "মিতিয়া ওটা নিয়েছে।"

"সত্যি বড় বাড়াবাড়ি হচ্ছে," ভার্কা নাম্নী মহিলা বাধা দিলেন, "ও ছেলেটাকে মেরেছে।"

"লালিয়া!" লোকটি তিরস্কারের স্বরে বললেন।

"আ, গ্রিসকা! তোমার বলার ধরনে আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। তুমিও ভার্কার মতই খারাপ।"

ঘুরে দাঁড়িয়ে ভার্কার দিকে তার মাথাটা ঝাঁকিয়ে মেয়েটি তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে চলে গেল।

ভার্কা বললেন, "যাও ভাসিয়া, টিনের বাক্সের কথা ভেবো না। চলে যাও!"

ভাসিয়া ভার্কার মুখের দিকে তাকাল। ভার্কাকে তার ভাল লেগেছে। গ্রিসকা দাঁত বের করে হাসছিলেন; তাঁকে অগ্রাহ্য করেই ভাসিয়া বাইরে সিঁড়ির উপর চলে গেল।

লিয়োভিক কাছেই দাঁড়িয়ে হাসছে।

"এই যে? পেয়েছ বাক্সটা?"

ভাসিয়া বিব্রতভাবে হাসল। তার ভয়ংকর দুঃসাহসিক অভিযানের ধাক্কা সে এখনও সামলে উঠতে পারে নি এবং ঘটনাবলী সম্পর্কে ভাববার সময়ও

পায়নি। প্রকৃতপক্ষে তার অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র দিকগুলি সম্পর্কে বুঝতেই তার আগ্রহ। টিনের বাক্সের কথাটা সে ভুলতে পারছে না—ওটা দিয়ে কী চমৎকার নদীই না হত! সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়েই সে মিতিয়ার সন্ধানে চত্বরের উপর সতর্ক নজর রাখছিল। এ ছাড়া ভার্কা কে আর গ্রিসকাই বা কে তার খবরও তাকে নিতে হবে। আর একটা প্রশ্ন : লিয়োভিকের মা ও বাবা কোথায়?

সে সিঁড়ি বেয়ে নামল।

"লিয়োভিক, তোমার বাবা কোথায়?"

"বাবা? তুমি দেখনি তাঁকে?"

"না।"

"কিন্তু তিনি তো বাড়ির ভিতর গিয়েছিলেন। দাড়ী আছে······"

"দাড়ী? কিন্তু তিনি তো গ্রিসকা।"

"ও, গ্রিসকা অথবা বাবা—ও একই কথা।

"না, বাবাকে······লোকে কখনও কখনও পিতা বলে। গ্রিসকা বললে চলবে না।"

"তাহলে তোমার ধারণা, তোমার বাবা বলে, তোমার বাবার কোন নাম নেই? তোমার বাবার নাম কি?"

"আমার বাবার? ও, মা তাঁকে কি বলে ডাকেন তাই তুমি বলছ? মা তাঁকে ফেদিয়া বলে ডাকেন।"

"বেশ, তাহলে তোমার বাবা হলেন ফেদিয়া, আর আমাদের বাবা হলেন গ্রিসকা।"

"গ্রিসকা? তোমাদের মা ওঁকে এই নামে ডাকেন, তাইতো?"

"ধ্যেৎ, তুমি একটি গাধা! মা-ও ডাকে, সবাই ডাকে। উনি হলেন গ্রিসকা আর মা হলেন ভার্কা।"

ভাসিয়া তখনও বুঝল না, কিন্তু আর কিছু জিজ্ঞাসা করার ইচ্ছাও তার হল না। লিয়োভিক এরই মধ্যে সিঁড়ির উপরের ধাপে উঠে গেছে আর ভাসিয়ারও মনে পড়ল যে তার বাড়ি যেতে হবে।

নিজেদের দেউড়ীতে পৌছে দরজা খুলতেই সে মায়ের সঙ্গে ধাক্কা খেল। তিনি নিবিষ্টভাবে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। জল আনতে যাচ্ছিলেন তিনি, কিন্তু জল আনতে না গিয়ে তিনি ফ্লাটের মধ্যে ফিরে এলেন।

"এখন বল তো আমাকে। আজ তোমার কি হয়েছে ?"

তাড়াহুড়ো না করে এবং উত্তেজিত না হয়ে ভাসিয়া তার অভিযানের কাহিনী বর্ণনা করল। কেবল একটা জায়গায় তার আর কথা যোগাল না, সেখানটায় সে অনুকরণ আর আকার-ইঙ্গিতের উপরই বেশী নির্ভর করল।

"কী রকম ভাবে মেয়েটা তাকাল আমার দিকে ! কী চাউনি !"

"আচ্ছা ?"

"আর তারপর সে আমাকে মারল এক চড়···ঠিক এইখানে।"

"আচ্ছা, তারপর কি হল ?"

"হ্যাঁ ! আর এখানে···তারপর···আমি চলে আসছিলাম। সে আবার শুরু করল। আর আমিও কি মার মেরেছি ! তারপর ভার্কা এলেন।"

"ভার্কা কে ?"

"আমি জানি না। তাঁর চোখে চশমা আছে। আর গ্রিসকা। তুমি যেমন বাবাকে ফেদিয়া বল, ওঁরা দুজনেও তেমনি এ ওকে গ্রিসকা আর ভার্কা বলে ডাকেন। ভার্কা বললেন : লক্ষ্মী ছেলে, চলে যাও।"

"এটা তো গুরুতর ব্যাপার, ভাসিয়া সোনামণি।"

"তা ঠিক", মার দিকে মাথা হেলিয়ে ভাসিয়া হেসে সায় দিল।

তারপর বাবা বললেন, "শোন এখন : ভলগা তৈরী করা কি ব্যাপার দেখছ তো ! এরপর তুমি কি করবে ?"

ভাসিয়া খেলনাগুলির ধারে ছোট্ট মাদুরের উপর বসে ভাবল। সে বুঝল তার বাবা দুষ্টুমী করছেন। তার এই কঠিন অবস্থায় তিনি তাকে সাহায্য করতে চান না। কিন্তু ভাসিয়ার কাছে তার বাবা বুদ্ধিবিবেচনা ও জ্ঞানের আদর্শ, এবং ভাসিয়া তাঁর মতামত জানতে চায়।

"কিন্তু তুমি আমাকে কিছু বলছ না কেন? আমি তো এখনও ছোট!"

"ছোট হতে পার, কিন্তু জিনিস বদলাবদলি করার সময় তো তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করনি, করেছ? কিছুই বলনি।"

"লিয়োভিক বলল: বদলাবদলি করে নেওয়া যাক। তাই আমি দেখতে গিয়ে টিনের বাক্সটা দেখলাম।"

"এখন আর একটু ভালভাবে ভেবে দেখ: তুমি জিনিস বদল করলে, কিন্তু টিনের বাক্সটা কোথায়?"

ভাসিয়া বিদ্রূপের হাসি হেসে হতাশার ভঙ্গী করল।

"আমি পাইনি বাক্সটা। মিতিয়া .....মেরে দিয়েছে।"

"'মেরে দিয়েছে।' এ আবার কোন ধরনের কথা? আমাদের ভাষায় লোকে বলে 'চুরি করেছে'।"

"তাহলে লিয়োভিক কোন ভাষায় কথা বলে?"

"জানি না বাপু, এ কেমন ভাষা! চোরেরা এই ধরনের কথা বলে।"

"কিন্তু লিয়োভিক ঐ রকম ভাবেই কথা বলে।"

"লিয়োভিকের নকল করতে যেয়ো না যেন। ওর বোন আর্ট ইস্কুলে পড়ে, কাজেই টিনের বাক্সটা নিশ্চয় তার, ওতে ওর রং-তুলি থাকে। বুঝেছ ব্যাপারটা? ওর বোন তোমাকে মার দিয়েছে, তাই না? সে তো ঠিক কাজই করেছে..."

"দোষ তো লিয়োভিক আর মিতিয়ার।"

"না হে ছোকরা, যে-ছেলেটি দোষী সে হল ভাসিয়া নাজারভ।"

ভাসিয়া হেসে উঠল, "হা! কিন্তু তোমার ভুল হচ্ছে বাবা, আমি আদৌ দোষী নই।"

"ভাসিয়া লিয়োভিককে বিশ্বাস করেছিল। তাকে সে জানত না, সে তার কাছে একেবারেই অপরিচিত। ভাসিয়া কোন জিনিস সম্বন্ধে ভাবেনি, অসতর্ক থেকে নিজেকে ঠকতে দিল এবং টিনের বাক্সটা নিল। অসতর্ক থেকে সে নিজেকে দুইবার ঠকতে দিয়ে হাঁ করে রইল। তারপর মিতিয়া কান্দিবিন

হাজির হল, এবং টিনের বাক্সটা অদৃশ্য হয়ে গেল এবং ভাসিয়া মার খেল। কার দোষ এটা ?"

বাবা যতই বলেন, ভাসিয়ার মুখ ততই লাল হয়ে ওঠে। সে বুঝতে পারে যে, দোষ তারই। যে সুরে কথাগুলি বলা হল, প্রধানতঃ তাতেই তার এ বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয় হল—কথার দ্বারা নয়। ভাসিয়া অনুভব করল যে, বাবা সত্যিই তার উপর চটেছেন, আর তার মানে—আসলে ভাসিয়াই দোষী। এছাড়া কথাগুলিরও গুরুত্ব আছে। নাজারভ পরিবারে প্রায়ই "অসতর্ক থেকে ঠকা" কথাটা ব্যবহার হয়। সেদিন বাবা বলছিলেন, টার্ণারদের একটা দলের উপদেষ্টা মিতিয়া কান্দবিনের বাবা কিভাবে "অসতর্ক থেকে ঠকেছেন" এবং কেমন করে একশ ত্রিশটি কলকব্জার অংশ "হাওয়া হয়ে গেছে"! এখন বাবার গল্পের প্রত্যেকটি কথা ভাসিয়ার মনে পড়ছে।

মুখ আরও বেশী লাল করে সে ফিরে দাঁড়াল, তারপর ভীরুভাবে বাবার দিকে তাকিয়ে বিষণ্ণ ও বিব্রতভাবে ক্ষীণ হাসি হাসল। তার বাবা নিজের কনুই দুটো হাঁটুর উপর রেখে চেয়ারে বসেছিলেন। ছেলের দিকে তাকিয়ে তিনি হাসছিলেন। ভাসিয়ার মনে হল, তার বাবা বিশেষ করে ঠিক এই সময়টাতেই তার কাছে আরও ঘনিষ্ঠ ও প্রিয় হয়ে উঠেছেন—তাঁর নরম গোঁফটা আস্তে আস্তে নড়ছে আর তাঁর চোখদুটি স্নেহকোমল।

ভাসিয়া কিছুই বলে উঠতে পারল না। হঠাৎ তার মনে পড়ল যে, তার বাবা পুল তৈরী করার জন্য তাকে যে ছোট ছোট টিনের টুকরোগুলি দিয়েছিলেন সেগুলি রাখবার তো কোন জায়গা নেই। সেগুলি কাপড়ের উপর গাদা হয়ে পড়ে রয়েছে। কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে ভাসিয়া ছড়ানো টিনের টুকরোগুলো আগাগোড়া পরীক্ষা করে বলল :

"কিন্তু টিনের টুকরোগুলো রাখার তো কোন জায়গা নেই···মা বলেছিল আমাকে একটা বাক্স দেবে·· তারপর ভুলে গেছে···"

"আচ্ছা, এস, আমি তোমাকে একটা বাক্স দেব," তার মা বললেন।

ভাসিয়া মার পিছন পিছন দৌড়ে গেল। যখন সে ফিরল, তখন তার বাবা শোবার ঘরে বসে খবরের কাগজ পড়ছেন আর প্রাণখুলে হাসছেন।

"মারুসিয়া, এসে দেখ, মুসোলিনীর সর্বাঙ্গে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, বেচারা আহাম্মক! গুয়াদালাজারার পর এমন কি হয়েছে, ওর সর্বাঙ্গে ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে হয়েছে···"

ভাসিয়া একাধিকবার এই অপরিচিত ও দীর্ঘ "মুসোলিনী" শব্দটি শুনেছে, কিন্তু সে শুধু বুঝেছে যে এটা খারাপ কিছু হবে, এমন কিছু যা তার বাবা পছন্দ করেন না। কিন্তু এই সময় তার মিতিয়া কান্দিবিনের কথা মনে পড়ল। টিনের বাক্সটা ওর কাছ থেকে ফিরে পেতেই হবে।

প্রাতরাশের পর ভাসিয়া তাড়াহুড়ো করে চত্বরে ঢুকল। বাবার আজ ছুটি। বাবা আর মা শহরে কেনা-কাটা করতে যাবার জন্য তৈরী হয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে যেতে ভাসিয়ার ভাল লাগে, কিন্তু আজ সে যাবে না। তাঁরা নাতাশাকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন, তবে বাবা ভাসিয়াকে বলেছেন, "তুমি আজ ব্যস্ত, তাই না?"

ভাসিয়া কোন জবাব দেয় নি। বাবার কথার ইঙ্গিত সে ধরে ফেলেছে—তা হলে বাবা সব জানেন দেখা যাচ্ছে। ভাসিয়ার মনে স্বস্তি ছিল না, কারণ সে কি করবে তার কোন নির্দিষ্ট পরিকল্পনা তার ছিল না।

সকলে একসঙ্গেই ফ্লাট থেকে বেরিয়ে গেল। গেটের কাছে বাবা ভাসিয়াকে সদর দরজার চাবিটা দিলেন।

"তুমি বেড়াতে যেয়ো। চাবিটা হারিয়ো না, আর কারো সঙ্গে এটা বদলাবদলি করো না যেন।"

ভাসিয়া গম্ভীরভাবে এই আদেশ শুনল এবং এমন কি মুখ লালও করল না, কারণ, চাবিটা যে সত্যিই একটা দরকারী জিনিস এবং এটা কিছুতেই বদলা-বদলি করা চলে না, তা সে জানে।

চত্বরে ফিরে এসে ভাসিয়া এক দল ছেলেকে লক্ষ্য করল। "কুচুগুরি"র উপর একটা গুরুতর লড়াই পাকিয়ে উঠেছে। কিছুকাল ধরে এর কথা

চলছিল, এবং একটা বিস্ফোরণ আসন্ন। আজ মনে হচ্ছে বজ্রগর্ভ মেঘ ভেঙ্গে পড়বেই।

ভাসিয়া তার বাবার সঙ্গে কয়েকবার 'কুচুগুরি'তে বেড়াতে গেছে, কিন্তু এখনও এই আশ্চর্য অঞ্চলের সকল রহস্য সে জানতে পারে নি।

'কুচুগুরি' একটি উন্মুক্ত ও বিস্তীর্ণ প্রান্তর, শহরের শেষ বাড়িগুলি থেকে আরম্ভ করে সামনে প্রায় তিন কিলোমিটার পর্যন্ত চলে গেছে এবং দুইপাশে আরও বেশী। সমগ্র প্রান্তরটি অসংখ্য বেলে পাহাড়ে ভর্তি, পাহাড়গুলি বেশ উঁচু এবং কখনও কখনও তাদের আকার সত্যিকারের পর্বতমালার মত। জায়গায় জায়গায় পাহাড়গুলির গায়ে ঝোপ জঙ্গল জন্মেছে এবং অন্যত্র ছোট ছোট মোটা ঘাস গজিয়েছে। 'কুচুগুরি'র মাঝখানে একটি সত্যিকারের পর্বত আছে, ছেলেরা তার নাম দিয়েছে 'মাছি পর্বত'। পর্বতটির চূড়া থেকে লোকজনদের মাছির চাইতে বড় দেখায় না বলে এই নাম দেওয়া হয়েছে। দূর থেকে মাছি পর্বতকে সত্যিই বিরাট ও গোটা একটা পাহাড় বলে মনে হয়। আসলে পর্বতটা হল ঢেউ খেলানো বালিতে ঢাকা চূড়া ও খাড়া ঢালের বিশৃঙ্খল সমাবেশ। এইগুলির মাঝে মাঝে ঝোপ জঙ্গলে ভর্তি খাড়া পর্বতগাত্র ও গিরিনালা। মাছি পর্বতের চতুর্দিকে, একেবারে কোরচাগি গ্রাম পর্যন্ত যতদূর দৃষ্টি যায়, ইতস্ততঃ ছড়িয়ে রয়েছে ছোট ছোট পাহাড় ও তাদের অনুচ্চ খাড়া গাত্রদেশ ও সরু সরু গিরিনালা। সবুজ ঘন বনানীর আচ্ছাদনের আড়ালে কোরচাগি গ্রামটা প্রায় অদৃশ্য হয়ে গেছে।

ভাসিয়া কয়েকটা ছেলেকে পাহাড়ের খাড়া ঢাল বেয়ে গড়াতে গড়াতে নির্ভয়ে একেবারে নীচে পর্যন্ত নেমে যেতে দেখেছে; ধূলোর মেঘ উড়িয়ে ও মসৃণ পাহাড়ের গায়ে স্পষ্টচিহ্ন রেখে তারা গড়িয়ে গড়িয়ে নেমে গেছে। ভাসিয়া ভেবেছে, পাহাড়ের ঢাল বেয়ে এই রকম ভাবে গড়িয়ে নেমে যাওয়া এবং তারপর গিরিনালার পাদদেশে বিজয় গর্বে দাঁড়িয়ে চূড়ার দিকে তাকিয়ে দেখা ও ক্রমে ক্রমে নিজের কাপড়-চোপড়, নাক ও কান থেকে বালি ঝেড়ে

ফেলা নিশ্চয়ই খুব আনন্দের ব্যাপার। ভাসিয়া তার বাবার সাক্ষাতে এইরকম-ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ার চেষ্টা করতে সংকোচ বোধ করত, কিন্তু এরকম কাজ করার স্বপ্ন সে গোপনে গোপনে দেখত।

অবশ্য বর্তমানে 'কুচুগুরি'তে এরকম শান্তিপূর্ণ আমোদ আহ্লাদ সম্ভব নয়। অঞ্চলটা এখন যুদ্ধের সম্ভাবনায় বিষিয়ে উঠেছে। এলাকার ছোটদের দলগুলির যৌথ কার্যকলাপে ভাসিয়া এখনও যোগ দেয় নি। কিন্তু "ফৌজে ডাক-পড়ার বয়স" তার এর মধ্যে হয়েছে এবং সামরিক ব্যাপারে তার আগ্রহও জেগেছে। কয়েকদিন যাবৎ 'কুচুগুরি'র উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি সম্পর্কে ছেলেদের মধ্যে জোর বিতর্ক চলছে। আজ না হলেও কাল যুদ্ধ বাধবেই। চত্বরের স্বীকৃত প্রধান সেনাপতি হল কারখানার এক ওয়ার্কস ইনস্পেক্টরের ছেলে সেরিয়োঝা স্কলকোভস্কি। ছেলেটি পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ে। বুড়ো স্কলকোভস্কি তাঁর বৃহৎ পরিবারকে কড়া হাতে রাশ টেনে রাখতেন, তবে লোকটি হাসিখুসী মানুষ, অবজ্ঞামিশ্রিত কৌতুকে বেশ পটু ও বাচাল। তিনি অর্ডার অব রেড ব্যানার পেয়েছেন। গৃহযুদ্ধের সময়কার অনেক কথা তিনি মনে করে বলতে পারেন, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর সাফল্য নিয়ে কখনও তিনি গর্ব করতেন না, বরং সামরিক কৌশল ও সংগঠন সম্পর্কে আলোচনা করতেই তিনি ভালবাসতেন। এই কারণে সেরিয়োঝা স্কলকোভস্কি ও 'কুচুগুরি'তে বিশৃঙ্খলভাবে লড়ালড়ির বিরোধী ছিল এবং সুশৃঙ্খলভাবে লড়তে চেয়েছিল।

যে এলাকা নিয়ে বিরোধ, ভাসিয়াদের চত্বর থেকে আধ কিলোমিটার দূরে সে এলাকার কাছে একটি বড় তিনতলা বাড়িতে শত্রুপক্ষ ঘাঁটি গেড়েছে। এই বাড়ির ছেলেরা অনেক আগেই, তাদের দিকে 'কুচুগুরি'র যে-অংশটা পড়ে, তার উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছে। এখন তাদের নজর পড়েছে মাছি-পর্বতের দিকে। এই পর্বতের গিরিনালাগুলিতেই প্রথম সংঘর্ষ হয়। প্রথমে ব্যক্তিগতভাবে লড়াই চলে, পরে দলবদ্ধভাবে লড়াই হয়। সম্প্রতি একটা সংঘর্ষে স্বয়ং সেরিয়োঝা স্কলকোভস্কির অধিনায়কত্বে পরিচালিত একটি সমগ্র বাহিনী শত্রুর আক্রমণে নীচে একটি পর্বতগাত্রের পাদদেশে ছিটকে

পড়ে। বিজয়ীরা বিজয়গর্বে গান গাইতে গাইতে শৈলমালা বরাবর কুচ করে বাড়ি ফিরে যায়। কিন্তু গতকাল সন্ধ্যায় সেরিয়োঝা তার এই কলঙ্ক মুছে ফেলতে সমর্থ হয়েছে: ঠিক সূর্যাস্তের আগে "পূর্ব রণাঙ্গনে" সে একদল শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। যুদ্ধে শত্রু পিছু হটে যায়, কিন্তু এই জয়লাভের প্রকৃত গুরুত্ব হল এই যে, একজন বন্দীর কাছ থেকে সমগ্র এলাকার একটি অসম্পূর্ণ মানচিত্র হস্তগত করা গেছে। এটি শত্রুর আক্রমণ করার মতলবের পরিষ্কার প্রমাণ। ভাসিয়া যখন চত্বরে হাজির হল, তখন সেরিয়োঝা বলেছিল: "তোমরা দেখছ, ওরা এর মধ্যেই ম্যাপ তৈরী করছে। আর আমাদের আদৌ কোন প্ল্যানই নেই। আর দেখ, ওরা আমাদের বাড়িটার নকশা এঁকে তার উপর লিখে রেখেছে 'নীল সদর দপ্তর'।"

একজন চেঁচিয়ে উঠল, "ওহো! ওদের মতে আমরা হলাম নীল দল, তাই না?"

"হ্যাঁ, নীল দল!"

"আর ওরা হল লাল দল?"

"ব্যাপারটা তাই দাঁড়াচ্ছে।"

আর একজন চেঁচিয়ে উঠল, "আর ওরা ওদের ম্যাপে সেই ভাবেই এঁকেছে।"

"ওদের এসব করার অধিকার কে দিল?"

"লাল দল! অমি ওটাই পছন্দ করি!"

"এখন আমরা ম্যাপটা যখন পেয়েছি, তখন আমরা এটা অদলবদল করতে পারি!"

সমবেত সকলে ম্যাপটি পরীক্ষা করছে, আর তাদের রাগও বাড়ছে। ভাসিয়াও ঠেলে পথ করে নিয়ে আপত্তিকর জিনিসটির কাছে পৌছল। এখনও সে পড়তে পারে না, তা হলেও সে স্পষ্ট দেখতে পেল যে, চত্বর অপমানিত হয়েছে। লাল দল বলে অভিহিত হবার মর্যাদালাভের যোগ্যতা যে শুধু সেরিয়োঝার যোদ্ধাদেরই আছে, এ বিষয়ে তার কোন সন্দেহ ছিল না।

ভাসিয়া গম্ভীরভাবে সব শুনল—একবার ওর, একবার তার মুখের দিকে তাকাল এবং হঠাৎ জনতার অন্য ধারে মিতিয়া কান্দিবিনের তীক্ষ ছোট্ট চোখ দুটি তার নজরে পড়ল। ভাসিয়ার অন্তরে যুদ্ধের আগুন হঠাৎ নিভে গিয়ে তার জায়গায় দেখা দিল টিনের বাক্সের সমস্যা। জনতার পাশ দিয়ে দিয়ে গিয়ে সে মিতিয়ার কনুই চেপে ধরল। মিতিয়া চারিদিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি একপাশে সরে গেল।

"মিতিয়া, তুমি কি কাল টিনের বাক্সটা নিয়েছ ?"

"হ্যাঁ, নিয়েছি। কি হয়েছে তাতে ? তুমি ওটা দিয়ে কি করবে ?"

মিতিয়া সাহসের ভাব দেখালেও পিছনে হটল এবং স্পষ্টতঃই দৌড়ে পালাবার জন্য প্রস্তুত হল। এই রকম আচরণ ভাসিযার কাছে ভয়ংকর বিস্ময়ের মত ঠেকল। সে এক পা এগিয়ে গিয়ে ধীরভাবে বলল, "বাক্সটা ফেরৎ দাও, বলছি !"

মুখে অবজ্ঞার ভাব ফুটিয়ে মিতিয়া বলল, "উরে, আস্পর্ধা বটে ! ফিরিয়ে দাও ! বড আস্পর্ধা তোমার দেখছি !"

"তা হলে তুমি ওটা ফেরৎ দেবে না ? তুমি চুরি করেছ আর এখন তুমি ফেরৎ দেবে না ? এই তো ?"

ভাসিয়া এই কথাটা বলল জোবে ও উত্তেজিতভাবে, কিছুটা রাগের সঙ্গে।

জবাবে মিতিয়া একটা বীভৎস কুশ্রী মুখভঙ্গি করল। তারপর কি হল তা কেউ বলতে পারে না, এমন কি ভাসিয়া নিজেও না। যাই হোক, একটা অদ্ভুত দৃশ্যের দিকে যুদ্ধপরিষদের সভ্যদের মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হওয়াতে যুদ্ধ-পরিষদ সামবিক কৌশল সংক্রান্ত প্রশ্নগুলির আলোচনা স্থগিত রাখতে বাধ্য হল। উপুড হয়ে মাটির উপর পড়ে আছে মিতিয়া আর তার ঘাড়ের উপর দুই পাশে পা ছড়িয়ে বসে ভাসিয়া জিজ্ঞাসা করছে : "তুমি ওটা ফেরৎ দেবে কি না ? বল, ফেরৎ দেবে কি না ?"

এই প্রশ্নের কোন জবাব মিতিয়া দিচ্ছে না, সে নিজের স্বাধীনতা ফিরে পাবার চেষ্টা করছে। তার মুখ বালিমগ্ন হয়ে গেছে এবং সে মুখটা দ্রুত

একবার এ পাশে একবার ও পাশে ফেরাচ্ছে। যে দিকে মুখটা ফেরাচ্ছে, ভাসিয়া সেই দিকে দৃষ্টি রাখার চেষ্টা করতে করতে জিজ্ঞাসা করছে, "বল, দেবে কি না ?"

যুদ্ধ পরিষদে হাসির হররা উঠল। সব চেয়ে মজার ব্যাপার এই যে, ভাসিয়ার মুখে রাগ বা শত্রুতার কোন চিহ্ন নেই। মিতিয়া তার টিনের বাক্সটা ফিরিয়ে দেবে কি না শুধু এইটে জানবার আগ্রহই প্রকাশ পাচ্ছে তার বড় বড় চোখদুটিতে। একান্ত সাধারণ কাজের প্রশ্নের মতই সে কোনরকম ভয় না দেখিয়ে তার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছে। সঙ্গে সঙ্গে ভাসিয়া মাঝে-মাঝে তার শত্রুকে মাটিতে ঠেসে ধরছে এবং তার মাথাটা একটু নিচের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

শেষ পর্যন্ত সকলের নজর ও হাসিতে ভাসিয়া চোখ তুলল। সেরিয়োঝা স্কলকোভস্কি তার কাঁধ ধরে তাকে আস্তে তুলে দাঁড় করিয়ে দিল। ভাসিয়া হেসে সেরিয়োঝাকে বলল, "আমি ওকে এত চেপে ধরছি, তবু ও কিছুই বলবে না।"

"ওকে চেপে ধরছ কেন ?"

"ও আমার টিনের বাক্স নিয়েছে।"

"কোন টিনের বাক্স ?"

"বড় একটা···বড় টিনের···"

মিতিয়া পাশে দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে তার মুখ মুছছিল, তাতে অবশ্য মুখটা আগের চাইতে পরিষ্কার হচ্ছিল না।

সেরিয়োঝা জিজ্ঞাসা করল, "তুমি ওর টিনের বাক্সটা ফেরৎ দিচ্ছ না কেন ?"

মিতিয়া তার নাকটা উঁচিয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে বিরস ক্ষুব্ধ মোটা গলায় বলল, "আমি ফেরৎ দিতাম, কিন্তু সেটা আমার বাবা নিয়েছেন যে।"

"কিন্তু টিনের বাক্সটা কি তাঁর ?"

মিতিয়া একইরকম ঔদাসীন্যের সঙ্গে মাথা নাড়ল। সেরিয়োঝা জোয়ান, সুদর্শন ছেলে। মাথায় তার চমৎকারভাবে আঁচড়ানো রেশমী চুল। সে একমুহূর্ত ভাবল।

"ঠিক আছে। তোমার বাবাকে ওটা ফেরৎ দিতেই হবে। আর, যাই হোক, টিনের বাক্সটা ত তাঁর নয়।" সেরিয়োঝা ভাসিয়াব দিকে ফিরে বলল, "তা হলে মিতিয়া তোমার কাছ থেকে টিনের বাক্সটা নিয়ে ছিল, তাই তো?"

"ও নেয় নি···কাল···ও ··চুবি করেছে।"

ছেলেরা হেসে উঠল, লিয়োভিকও হাসল। লিয়োভিককে দেখে ভাসিয়া চেঁচিয়ে উঠল: "ওইতো লিয়োভিক, ও সব জানে।"

লিয়োভিকের দেঁতো হাসি মিলিয়ে গেল, সে ঘুরে দাঁড়াল।

"আমি এ সম্পর্কে কিচ্ছু জানি না। ও তোমার কাছ থেকে কি চুবি করেছে না করেছে তা আমাব জানার কথা নয়।"

এইবার সেরিয়োঝা সত্যিকারেব প্রধান সেনাপতির মত কাজ করল। সে কঠোর ভাবে চেঁচিয়ে মিতিয়াকে জিজ্ঞাসা করল: "চুরি করেছ তুমি? বল ঠিক কবে!"

"আমি নিয়েছিলাম। চুবিব কথা আসছে কিসে?"

"বেশ", সেবিয়োঝা বলল, "আমবা সম্মেলনটা সেরে নিই, তোমবা দুজনে এখানে অপেক্ষা কব। তোমাব নাম কি?"

"ভাসিয়া।"

"বেশ, তুমি ওব উপর নজর রাখ ভাসিয়া। ওকে গ্রেপ্তার করা হল।"

ভাসিয়া মিতিয়ার দিকে বক্র দৃষ্টি হেনে হাসল। সেরিয়োঝার হুকুম দিয়ে কাজ করাবার ধরনটা তাব খুব ভাল লাগছিল, যদিও সত্যি সত্যি কি যে তাকে খুসী করছিল তা সে বুঝতে পাবছিল না। সেবিয়োঝার আত্মপ্রত্যয়পূর্ণ শক্তি এবং ছেলেদের সংগঠনেব যে-শক্তি সেরিয়োঝাকে সমর্থন করছিল তাই দেখেই ভাসিয়া মুগ্ধ হয়েছিল।

ভাসিয়া মিতিয়ার উপর নজর রাখল, কিন্তু মিতিয়া পালাবার কথা পর্যন্ত ভাবল না—কারণ, বোধ হয় সে ইতিমধ্যেই তার রক্ষীর মুঠোর জোরটা বুঝে ফেলেছে, আর, স্বয়ং প্রধান সেনাপতি তাকে গ্রেপ্তার করাতে সে-ও হয়ত

খুসীই হয়েছে। উভয় প্রতিদ্বন্দ্বীই ভদ্রভাবে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল এবং এই কাজে তারা এমন মগ্ন হয়ে গেল যে যুদ্ধপরিষদের বিতর্ক পর্যন্ত তাদের কানে গেল না। ভাসিয়া ও মিতিয়ার মত কম-বয়সের ছেলে সহ প্রায় দশজন ছেলে সভায় উপস্থিত ছিল। ভাসিয়া ও মিতিয়া কোন দায়িত্বপূর্ণ পদ লাভের আশা করে নি, কিন্তু সহজাত সংস্কারবশেই বুঝেছিল যে, আসন্ন যুদ্ধে তাদের ক্ষমতা প্রদর্শনে কেউ বাধা দেবে না। কাজেই যুদ্ধের অবস্থা সম্পর্কে জানার কোন আগ্রহ তাদের ছিল না। কিন্তু তারা যা আশা করেছিল ভাগ্য তাদের প্রতি তার চাইতেও বেশী সদয় হল। সভার কেন্দ্রস্থল থেকে হঠাৎ সেরিয়োঝা স্কলকোভস্কির কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়ে উঠল :

"না, আমরা মূল বাহিনীগুলিতে স্পর্শ করব না। আমাদের কয়েকজন চমৎকার স্কাউট আছে, তোমরা জান! আজকে লড়াইতে যে ছেলেটি জিতেছে ওই যে ভাসিয়া যার নাম, সে রয়েছে, তাই নয়? ও সত্যিকারের লড়ুয়ে ছেলে! ও সন্ধানী সৈন্যদের নায়ক হবে।"

একজন আপত্তি জানাল, "না, নায়ক হবার জন্যে আমাদের বড় কাউকে দরকার।"

"ঠিক আছে, তা হলে ও সহকারী নায়ক হবে। ওকে নায়ক করলে দোষটা কি বাপু?"

প্রত্যেকেই ভাসিয়ার দিকে তাকিয়ে হাসল। ভাসিয়া চট করে উপলব্ধি করল, তার সামনে জীবনে উন্নতির কোন পথটি উন্মুক্ত হচ্ছে, কারণ তার বাবা সন্ধানী সৈন্যদের কাজের কথা প্রায়ই তাকে বলতেন। ভিতরে ভিতরে গর্ব বোধ হওয়াতে সে লাল হয়ে উঠল, কিন্তু তার উত্তেজনা সে বাইরে প্রকাশ করল না। শুধু আরও স্থির দৃষ্টিতে মিতিয়ার দিকে তাকিয়ে রইল। মিতিয়া অবজ্ঞার সঙ্গে ঠোঁট উলটিয়ে বিড়বিড় করে বলল, "কী স্কাউট রে!"

কথাটা সে বলল হিংসে করে, কিন্তু এই সময় সেরিয়োঝা চক্রের মধ্য থেকে বেরিয়ে এসে তার পাশে তাকিয়ে জামার হাতা ও কনুই ধরে স্কাউটদের টেনে এনে একত্র করে ভাসিয়ার চারদিকে দল বেঁধে দাঁড় করিয়ে দিল। দলে হল

"চুপ!" প্রধান সেনাপতি হুকুম দিল, কিন্তু সে নিজেই আবার বলল :

"নিয়মকানুন তৈরী করাতে আমাদের আপত্তি নেই, কিন্তু তোমরা তোমাদের লাল বাহিনী বলতে পারবে না। এটা ঠিক নয়: তোমরা যা চাইবে তাই হতে পারবে না…"

দূত বলল, "আমরাই প্রথম ওটা ভেবে ঠিক করেছি।"

দলের মধ্য থেকে আরও চীৎকার উঠল "না, আমরাই প্রথম ঠিক করেছি।"

নিয়মকানুন তৈরী হবার আগেই যুদ্ধ বেধে যেতে পারে বুঝে সেরিয়োঝা তার সৈন্যবাহিনীকে শান্ত করতে ব্যস্ত হল।

"চুপ কর! চেঁচাচ্ছ কেন তোমরা? এস, বসে সমস্ত বিষয় আলোচনা করা যাক!"

দূতেরা রাজী হল। বেড়ার ধারে কাঠের গাদার উপর সকলে বসল।

ভাসিয়া বন্দীর দিকে ফিরে বলল, "চল, আমরাও ওখানে যাই।"

বন্দী রাজী হয়ে বেড়ার দিকে দৌড়ে গেল। ভাসিয়া তার সঙ্গে কোন রকমে তাল রেখে দৌড়ল। অন্যান্য স্কাউটদের সঙ্গে একত্রে তারা বালির উপর বসল।

আধঘণ্টা তর্কবিতর্কের পর উভয় পক্ষে সম্পূর্ণ মতৈক্য হল। ঠিক হল, সকালে বেলা দশটা থেকে বিকেল চারটায় কারখানার বাঁশী বাজা পর্যন্ত লড়াই চলবে। অন্য সময় 'কুচুগুরি' অঞ্চল নিরপেক্ষ অঞ্চল বলে গণ্য হবে এবং তখন সেখানে যে কেউ যা ইচ্ছে করতে পারবে এবং কাউকে তখন বন্দী করা যাবে না। যে পক্ষের পতাকা পর পর তিনদিন মাছি-পর্বতে উড়বে, সেই পক্ষই বিজয়ী বলে গণ্য হবে। উভয় পক্ষেরই লাল ঝাণ্ডা থাকবে, কিন্তু সেরিয়োঝার বাহিনীর ঝাণ্ডার রং শত্রুপক্ষের ঝাণ্ডার রঙের চাইতে আরও হাল্কা হবে। উভয় বাহিনীকেই লাল বাহিনী বলা হবে, কিন্তু একটা উত্তরের বাহিনী এবং অপরটি দক্ষিণের বাহিনী বলে পরিচিত হবে। যদি খেতে দেওয়া হয় তবেই বন্দীদের ধরে রাখা যাবে, নইলে বিকেল চারটেয় তাদের ছেড়ে দিতে হবে এবং তারা যেখানে খুসী চলে যেতে পারবে। এর কারণ হল এই

যে, সৈন্য তো বেশী নেই, আর তাই বন্দীদের ধরে রাখলে যুদ্ধ করার জন্য কেউ থাকবে না। উত্তরের বাহিনী যে প্ল্যান হস্তগত করেছে তা দক্ষিণের বাহিনীকে অবশ্যই ফেরৎ দিতে হবে।

যে রকম অনুষ্ঠান সহকারে দূতেরা এসেছিল, তেমনি অনুষ্ঠান সহকারেই তারা বিদায় নিল। শাদা পতাকা উড়িয়ে এবং বিউগ্‌ল বাজিয়ে তারা রাস্তা দিয়ে মার্চ করে চলে গেল। উত্তরের বাহিনীর লোকেরা এইবার উপলব্ধি করল যে যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে এবং শত্রুপক্ষ সুসংগঠিত ও শক্তিশালী। এখনই একটা কিছু করা দরকার। সেরিয়োঝা কয়েকজন ছেলেকে সৈন্য সমাবেশের জন্য ফ্ল্যাটগুলিতে চক্কর দিতে পাঠাল, অর্থাৎ যারা বাড়িতে বসে আছে এবং যারা মেয়েলীস্বভাবের তাদের উত্তরের বাহিনীতে নাম লেখাবার জন্যে বুঝিয়ে রাজী করানই তার উদ্দেশ্য।

"আমাদের এলাকায় তেত্রিশজন উপযুক্ত লোক আছে, আর আছে কয়েক ডজন স্কাউট ; তারা সবাই মায়ের আঁচল ধরে আছে!"

এ কথা শুনে ভাসিয়া বিষণ্নভাবে জীবনের সমাধানাতীত পরস্পর-বিরোধিতার কথা ভাবল, কারণ, যতই হোক, তার মা হল দুনিয়ার সেরা ; কিন্তু সেরিয়োঝা বলছে···অবশ্য, অন্য মায়েদের আঁচলও [তার মায়ের আঁচলের মত] একই রকমের নয়···

পাঁচ মিনিট পরে মায়েদের মধ্যে একজন ছেলেদের কাছে এলেন। ভাসিয়া ভাল করে তাঁর পরিচ্ছদটা দেখে নিল। না, এটা খারাপ স্কার্ট নয়, হাল্কা আর চকচকে, আর এই মায়ের গায়ে সুগন্ধির সুবাস এবং দেখতেও ইনি স্নেহময়ী···তাঁর সঙ্গে তাঁর সাত বছরের ছেলে ওলেগ কুরিলোভস্কি এমন কি ভাসিয়াও কুরিলোভস্কি পরিবারের সম্পর্কে কয়েকটা কাহিনী শুনেছে।

সেমিয়ন পাভলোভিচ কুরিলোভস্কি কারখানার পরিকল্পনা দপ্তরের বড়কর্তা। উত্তরের বাহিনীর সমগ্র এলাকার মধ্যে এমন কেউ ছিল না, গুরুত্বের দিক থেকে সেমিয়ন পাভলোভিচ কুরিলোভস্কির সঙ্গে যার তুলনা হতে পারে, —প্রসঙ্গতঃ বলা যায় যে, এই তথ্যটি কুরিলোভস্কির নিজের কাজেই অত্যন্ত

উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ভাসিয়ার বাবা অবশ্য তাঁর সম্বন্ধে এই কথা বলতেন: "পরিকল্পনা দপ্তরের বড়কর্তা! অবিশ্যি তিনি বড় দরের লোক, কিন্তু দুনিয়ায় আরও বড় দরের লোক আছে!"

কুরিলোভস্কির এ বিষয়ে সন্দেহ ছিল বলে মনে হয়। তাঁর গুরুত্ব সত্যি সত্যি কতটা সেটা বুঝতে অন্য লোকের স্পষ্টতঃই মুস্কিল হত। কিন্তু এ হল কারখানার মধ্যেকার কথা। কুরিলোভস্কি পরিবারে কিন্তু প্রত্যেকেই বুঝত, এবং সেমিয়ন পাভলোভিচের মহত্ত্বে মণ্ডিত জীবন ছাড়া অন্য কোন জীবনের কথা কেউ কল্পনাই করতে পারত না। এই মহত্ত্বের উৎস, সেমিয়ন পাভলোভিচের পরিকল্পনা সংক্রান্ত কাজ অথবা ছেলেমেয়ে মানুষ করা সম্পর্কে তাঁর দৃঢ়প্রত্যয়, কোনটির মধ্যে নিহিত ছিল তা বলা কঠিন। কিন্তু কয়েকজন কমরেড, সেমিয়ন পাভলোভিচের সঙ্গে যাঁদের আলাপের সৌভাগ্য হয়েছিল, তাঁরা তাঁকে এই ধরনের মত প্রকাশ করতে শুনেছেন: "বাপের কর্তৃত্ব থাকা চাই! বাপ থাকবে সবার উপরে বাবাই সব! কর্তৃত্ব ছাড়া ছেলেমেয়ে মানুষ হবে কি করে?"

সেমিয়ন পাভলোভিচ বাস্তবিকই "একেবারে উপরে" অবস্থান করতেন। বাড়িতে ছিল তাঁর নিজের আলাদা পড়ার ঘর। সে ঘরে শুধু তাঁর স্ত্রী ঢুকতে পারতেন। সেমিয়ন পাভলোভিচের বাড়তি সময়টুকুর সবটাই কাটত তাঁর পড়ার ঘরে। সেখানে তিনি কি করতেন তা তাঁর পরিবারের কেউ জানত না, জানতে পারতও না। এমন কি তারা যে জানে না সে চেতনাও তাদের ছিল না। কারণ, পড়ার ঘরের চাইতেও আরও সাধারণ জিনিস ছিল এবং এমন কি সেগুলি সম্পর্কে বলতে হলেও ভয়ে ভয়ে বলতে হত: বাবার বিছানা, বাবার কাপড়চোপড় রাখার দেরাজ, বাবার ট্রাউজার।

কাজ থেকে ফিরে বাবা ঘরের মধ্য দিয়ে নিছক হেঁটে যান না, মহিমাদৃপ্ত ভঙ্গীতে তিনি সোজা অগ্রসর হন তাঁর পড়ার ঘরের দিকে—তাঁর বাদামী রঙের বড় ব্যাগটা পড়ার ঘরের পবিত্র এলাকায় ভক্তিভরে রক্ষা করতে। খবরের কাগজে পরিবেষ্টিত হয়ে মুখভাব কঠোর করে বাবা একা খান। ছেলেমেয়েরা

তখন ফ্ল্যাটের দূরবর্তী কোন কোণায় বিতাড়িত হয়ে সময় কাটায়। সেমিয়ন পাভলোভিচের নিজের "অফিসের" গাড়ি না থাকলেও প্রায়ই তাঁকে কারখানার গাড়িতে করে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হয়। এই সব উপলক্ষে গাড়িটা বালিময়-রাস্তার তরঙ্গমালার মধ্যে প্রবল উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তার কোলাহলময় প্রতিবাদ পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রতিধ্বনি তোলে, কাছাকাছি বাড়িগুলির সমস্ত কুকুর স্নায়ুদৌর্বল্যে পীড়িত হয়, ছেলেমেয়েরা ছুটে যায় তাদের বাড়ির সামনেকার বাগানে। সারা দুনিয়া বিস্ময়ের সঙ্গে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে গাড়ি, গাড়ির ক্রুদ্ধ ড্রাইভার আর সেমিয়ন পাভলোভিচের জাঁকাল চেহারার দিকে। অবশ্য, মোটর গাড়িটা বাপের কর্তৃত্বের একটা প্রয়োজনীয় অংশ, এবং সাতবছরের ওলেগ কুরিলোভস্কি, পাঁচ বছরের এলেনা কুরিলোভস্কায়া এবং তিন বছরের ভ্সেভলোদ কুরিলোভস্কি বিশেষভাবে এ-সম্বন্ধে সচেতন।

শৃংখলারক্ষার কাজ সম্পন্ন করার জন্য সেমিয়ন পাভলোভিচ কদাচিৎ তাঁর উচ্চমার্গ পরিত্যাগ করেন। তবে পরিবার যা কিছু করে তা তাঁর নামে করে অথবা তাঁর ভবিষ্যৎ অসন্তোষের কথা বিবেচনা করেই করে। খেয়াল রাখবেন, অসন্তোষ ক্রোধ নয়; কারণ, বাবার অসন্তোষ পর্যন্ত একটা ভয়ংকর জিনিস, আর বাবার ক্রোধ তো একবারে কল্পনাতীত ব্যাপার। মা প্রায়ই বলেন:

"বাবা অসন্তুষ্ট হবেন।"

"বাবা ধরে ফেলবেন।"

"বাবাকে আমাদের বলতে হবে।"

বাবা কদাচিৎ তাঁর অধীনস্থ ব্যক্তিদের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসেন। মাঝে মাঝে তিনি সকলের খাবার টেবিলে সকলের সঙ্গে খানা খান; মাঝে মাঝে তিনি ছুঁড়ে দেন বিরাট রকমের একটা ঠাট্টা, যা শুনে প্রত্যেকেই খুসীর হাসি হেসে বাধিত হয়! মাঝে মাঝে তিনি এলেনা কুরিলোভস্কায়ার চিবুকে চিমটি কেটে বলেন: "কি গো?"

কিন্তু বেশীর ভাগ সময় বাবার কাছে মা তাঁর রিপোর্ট পেশ করার পর বাবা তাঁর ধারণা ও আদেশগুলি মার মারফৎ প্রেরণ করেন। তারপর মা সংবাদগুলি প্রচার করেন :

"বাবা রাজী হয়েছেন।"

"বাবা রাজী হন নি।"

"বাবা ধরে ফেলেছেন এবং ভীষণ রেগে গেছেন।"

এখন সেমিয়ন পাভলোভিচের স্ত্রী, কারা উত্তরাঞ্চলের লোক সেটা আবিষ্কার করতে এবং ওলেগ তাদের কার্যকলাপে যোগ দিতে পারে কিনা জানবার জন্যে, ওলেগকে সঙ্গে করে চত্বরে বেরিয়ে এসেছেন। ওলেগের বাবার কাছে রিপোর্ট পেশ করার জন্যে উত্তরাঞ্চলের লোকজনদের মতবাদ ও কার্যকলাপ সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণা লাভ করাও তাঁর উদ্দেশ্য।

ওলেগ কুরিলোভস্কি নাদুসনুদুস ছেলে, চিবুক তার ভারী হয়ে পড়েছে। সে তার মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে সেরিয়োঝার ব্যাখ্যাগুলি আগ্রহের সঙ্গে শুনছিল।

"দক্ষিণাঞ্চলের লোকদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ হচ্ছে। ওরা ঐ বাড়িটাতে থাকে……মাছি-পর্বতে আমাদের ঝাণ্ডা গাড়তে হবে।"

সেরিয়োঝা মাছি-পর্বতের দিকে মাথা নেড়ে দেখাল। দূর থেকে পাহাড়টার হাল্কা হলদে রঙের চূড়োটা দেখা যাচ্ছিল।

কুরিলোভস্কায়ার চারদিকে ছেলেরা ভীড় করে দাঁড়িয়েছে। তাদের দিকে চোখ বুলিয়ে কুরিলোভস্কায়া জিজ্ঞাসা করলেন, "'যুদ্ধ হচ্ছে' মানে কী? তোমাদের বাপ-মায়েরা এ কথা জানেন?"

সেরিয়োঝা একটু হাসল।

"কেন, জানবার কি আছে? আমরা এটা তো গোপন করিনি। এটা তো একটা খেলা। আপনি কি মনে করেন যে, আমাদের প্রত্যেক খেলাই জানিয়ে খেলতে হবে?"

"নিশ্চয়, প্রত্যেকটি খেলা সম্বন্ধে জানাতে হবে। তাছাড়া এটা তো ঠিক খেলা নয় এটা হোল যুদ্ধ।"

"হ্যাঁ, যুদ্ধ ঠিকই, কিন্তু এটা সত্যিই খেলা! যে কোনও খেলার মত!"

"আর যদি তোমরা কাউকে আহত কর, তা হলে কি হবে?"*

"কেমন করে আমরা কাউকে আহত করব? আপনি কি ভাবছেন আমাদের হাতে ছুরি আর রিভলভার আছে?"

"ওখানে যে সব তলোয়ার রয়েছে তার কি হবে?"

"ওগুলো তো কাঠের তলোয়ার।"

"একই কথা, ধর তুমি কাউকে মেরে বসলে!"

সেরিয়োঝা জবাব দেওয়া বন্ধ করল। সে এই আলাপটা পছন্দ করছিল না। উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে যে-যুদ্ধ, এই আলাপের ফলে সেই যুদ্ধের সমস্ত রক্তাক্ত সাজসজ্জা খসে পড়ে যাবার আশঙ্কা দেখা যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই সে ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে তাকাচ্ছে ওলেগ কুরিলোভস্কির দিকে। তাকে সত্যিকারের কোনরকম দুর্ভোগ ভোগাতে সে পরোয়া করত না, কিন্তু কুরিলোভস্কায়া ব্যাপারটার নাড়ী নক্ষত্র জানতে বদ্ধপরিকর।

"সে একই কথা তোমরা কি ভাবে লড়বে?"

সেরিয়োঝা রেগে উঠল। যুদ্ধের আদর্শকে সে আর সিংহাসনচ্যুত করতে দিতে পারে না।

"ওলেগ সম্পর্কে আপনার যদি ভাবনা থাকে, তা হলে এর মধ্যে ওর থাকার দরকার নেই। কারণ ওর জন্যে আমরা জবাবদিহি করব না। হয়ত কেউ কোন যুদ্ধে ওকে ঘা দিয়ে বসবে আর ও আপনার কাছে দৌড়ে যাবে নালিস করতে! যতই হোক, যুদ্ধ যুদ্ধই! দেখুন না এই সব আমাদের খুদে সৈন্যদের, ওরা তো ভয় পাচ্ছে না! তোমরা ভয় পাচ্ছ, বল তোমরা?"

ভাসিয়ার কাঁধে হাত রেখে সে তাকে জিজ্ঞাসা করল।

"মোটেও না" হাসিতে উদ্ভাসিত মুখে বলল ভাসিয়া।

"বেশ, ঠিক বলেছ তুমি, বুঝলে?" ভীত ভাবে বললেন কুরিলোভস্কায়া। ওলেগ কুরিলোভস্কিকে ঘা মারার অপরাধে কে অপরাধী হতে পারে এবং

সে-আঘাত কত বিপজ্জনক হতে পারে—তা বুঝবার জন্য তাকে খুঁজে পাবার আশাতে যেন তিনি আবার ছেলেদের উপর চোখ বুলিয়ে নিলেন।

পিছন থেকে প্রফুল্ল কণ্ঠে কে যেন বলল, "ভয় পেয়ো না, ওলেগ! আমাদের রেড ক্রস আছে। যদি তোমার হাত বা মাথা বোমায় উড়ে যায়, তা হলে সেই জায়গাতে আমরা ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দেব। ওর জন্যে মেয়েরা আছে।"

ছেলেরা হাসির হররা তুলল। ওলেগ চাঙ্গা হয়ে উঠে হাসতে সাহস পেল। কাটা হাতে বা ঘাড়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধার ব্যাপারটা তার কাছে আকর্ষনীয় বলে এখন মনে হচ্ছে।

"মা গো!" ফিসফিস করে ব'লে তার মা বাড়ির দিকে রওনা হলেন। ওলেগ তাঁর পিছন পিছন চলল। ছেলেরা তাদের চলে-যাওয়া দেখতে দেখতে পরস্পরের দিকে চোখ ঠারাঠারি করতে লাগল আর আকর্ণবিস্তৃত দেঁতো হাসি হাসতে লাগল।

"ওহো!" কথাটা মনে পড়ায় সেরিয়োঝা বলল, "তোমার বন্দী কোথায়?"

"এই ত আমি।"

"এদিকে এস!"

মিতিয়া তার মাথা নোয়াল।

"কিন্তু ও তো সেটা ফেরৎ দেবে না কিছুতেই!"

"সে আমরা দেখব!"

"হুঁ! তোমরা তো আমার বাবাকে চেন না!"

"সেরিয়োঝা তার সুদর্শন চমৎকার চুলে-ভরা মাথাটা ঝাঁকিয়ে বলল, "আশ্চর্য!"

কান্দিবিনরা নিচের তলায় বাস করে। তাদের ফ্ল্যাটটা নাজারভদের ফ্ল্যাটের মত, কিন্তু ভাসিয়া তাদের বাড়ির সঙ্গে ওদের বাড়ির কোন মিল খুঁজে পায় না। মেঝেতে যে কয়েকদিন যাবৎ ঝাঁট পড়ে নি, এটা স্পষ্টই বোঝা যায়। দেওয়ালগুলো দাগে ভর্তি। আলগা টেবিলের উপর খাবারের টুকরো না মাছি

কোনটা বেশী তা বলা শক্ত। চেয়ার ও টুলগুলি বিশৃংখল ভাবে গাদা করা রয়েছে। পাশের ঘরে বিছানাগুলো লণ্ডভণ্ড হয়ে রয়েছে। বালিসগুলো মলিন হলদে রঙের। তাকের উপর নোংরা প্লেট ও গেলাস গাদা করা রয়েছে। এমন কি কোন কারণে টেনে-বার-করা দেরাজগুলো পর্যন্ত সেই অবস্থায় খোলা পড়ে রয়েছে। সেরিয়োঝাই প্রথমে ঘরে ঢুকেছিল। ঢুকেই কাদা-জলের উপর পা পড়ায় প্রায় পিছলে পড়ে যাচ্ছিল।

"সাবধান, বাচ্চা ছোকরা, সমান মাটির উপর পড়ে যাবার জন্যে তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত", লাল-মুখো একটি লোক বললেন। মাথাটা তাঁর কামানো।

মিতিয়ার বাবা তাঁর হাঁটু দুটোর মধ্যে একটা বুট উলটে ধরে টেবিলের ধারে বসে আছেন। তাঁর পাশে টেবিলের কোণায় রয়েছে কালো টিনের বাক্সটা। কিন্তু বাক্সটা এখন কয়েকটা খোপে ভাগ করা হয়েছে, প্রত্যেকটা খোপ মুচির কাঠের পেরেকে ভর্তি।

"তোমাদের জন্যে আমি কি করতে পারি?" নাকি স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন কান্দিবিন। মুখ থেকে একটা নতুন পেরেক বের করে তিনি বুটের সোলের একটা গর্তের মধ্যে বসালেন। কান্দিবিনের ঠোঁট দুটোর মধ্যে ভাসিয়া এই রকম আরও কয়েকটা পেরেক লক্ষ্য করল। তখন সে বুঝতে পারল কেন তিনি ঐরকম অদ্ভুত সুরে কথা বলছেন। সেরিয়োঝা ভাসিয়াকে খোঁচা দিয়ে ফিসফিস করে বলল, "এটাই নাকি?"

ভাসিয়া চোখ তুলে ঠিক তেমনি চক্রান্তসূচক ভঙ্গীতে মাথা নাড়ল।

পেরেক ভর্তি মুখে কান্দিবিন কষ্টে বিড় বিড় করে বললেন, "কারো বাড়িতে এসে ফিসফিস করে কথা বলার মানে কি?"

মিতিয়া তার সাথীদের পিছনে আশ্রয় নিয়ে সরু গলায় বলল, "ওরা টিনের বাক্সটার জন্যে এসেছে।"

কান্দিবিন তাঁর হাতুড়ী দিয়ে বুটটায় ঘা মারলেন, মুখ থেকে শেষ পেরেকটা বের করলেন, তারপর স্বাভাবিক স্বরে কথা বলতে সমর্থ হলেন।

"ও! টিনের বাক্সের জন্যে? ওটার জন্যে আমার কাছে এসে কোন লাভ নেই। ওরা এর জন্যে তোমার কাছেই যাক্।"

চেয়ারে সোজা হয়ে বসে কান্দিবিন ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে ছেলেদের দিকে তাকালেন, হাতে হাতুড়ীটা ধরে আছেন, যেন মারবেন। কান্দিবিনের মুখটা এখনও কাঁচা, কিন্তু তাঁর ভুরু দুটো বুড়ো মানুষের মত একেবারে সাদা, আর সেই ভুরু জোড়ার নিচে থেকে তাকিয়ে রয়েছে এক জোড়া কঠিন নিষ্ঠুর চোখ।

"মিতিয়া স্বীকার করেছে যে ও টিনের বাক্সটা নিয়েছিল···চুরি করেছিল বলতে গেলে। আর আপনি ওটা ওব কাছ থেকে নিয়েছেন। কিন্তু ওটা ভাসিয়া নাজারভের জিনিষ।"

কান্দিবিনের ঋজু দেহের দিকে শান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে সেরিয়োঝা টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

কান্দিবিন তাঁর ছেলের দিকে চোখ ফেরালেন।

"আহা! চুরি করেছে?"

সেরিয়োঝার পিছন থেকে বেরিয়ে মিতিয়া একটু ঘ্যানঘ্যানির সুরে আক্রমণোদ্যত ভাবে চেঁচিয়ে বলতে শুরু করল,

"আমি চুরি করিনি। 'চুরি করেছে', 'চুরি করেছে'! সবার সামনেই তো বাক্সটা ছিল। আমি শুধু ওটা নিয়েছি। ওরা মিথ্যে বলছে, মিথ্যে, এই হল কথা!"

ভাসিয়া বিস্মিত হয়ে মিতিয়ার দিকে তাকিয়ে রইল। এই রকম অকপট ও বিক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বরে এমন নির্জলা মিথ্যা বলতে সে জীবনে কখনও শোনে নি।

কান্দিবিন তাঁর দৃষ্টি সেরিয়োঝার উপর স্থানান্তরিত করলেন।

"এ রকম করা ঠিক নয়, কমরেডরা! তোমরা চেঁচাতে চেঁচাতে ঢুকলে: ও চুরি করেছে, ও চুরি করেছে! একদিন এই রকম কথার জন্যে তোমাদের কৈফিয়ৎ দিতে হতে পারে, জান!"

উত্তেজনাবশতঃ কান্দিবিন টিনের বাক্সটার মধ্যে হাতড়াতে শুরু করলেন, প্রথমে একটা খোপে, তারপর আর একটাতে। সেরিয়োঝা ছাড়ল না।

"বেশ তাই যেন হল, ধরুন, ও চুরি করে নি, কিন্তু টিনের বাক্সটা ভাসিয়ার ...ওটা আপনার নয়। কাজেই ওটা আপনাকে দিতে হবে।"

"কাকে, ভাসিয়াকে? না, আমি দেব না। তোমরা যদি ভদ্রভাবে আসতে তাহলে হয়ত আমি দিতাম। কিন্তু এখন আমি দেব না। 'চুরি করেছে'! ওকে সেরেফ চোর বানানো, এই করতেই তোমরা চেয়েছিলে! সরে পড় তো এখন!"

সেরিয়োঝা আর এক কৌশল খাটাবার চেষ্টা করল।

"বেশ! ও কথা আমি বলেছি, ভাসিয়া তো কিছু বলে নি। কাজেই ভাসিয়াকে বাক্সটা আপনার ফেরৎ দেওয়া উচিত..."

কান্দিবিন বুট হাতে আরও সোজা হয়ে বসলেন।

"শোন বলি! আমাকে শেখাবার মত বয়স এখনও তোমাদের হয় নি! এখানে তোমাদের আসার কি অধিকার আছে? আমার বাড়িতে ঢুকে পড়ে মাতব্বরী দেখাতে শুরু করেছ, অ্যাঁ? তোমার বাবা বিপ্লবের সমর্থক ছিলেন, তাতে কি বয়ে গেছে! এর সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। আমি দেখছি তোমাদের বড্ড বাড় বেড়েছে। বেরিয়ে যাও!"

ছেলেরা দরজার দিকে এগোল।

"তুমি কোথায় যাচ্ছ, মিতিয়া?" তার, বাবা চেঁচিয়ে উঠলেন। "যেয়োনা, এখানে থাক!"

সেরিয়োঝা আবার দরজার কাছে প্রায় পড়ে যাচ্ছিল। রান্নাঘর থেকে কৃশকায়া একজন বৃদ্ধা উদাসীনভাবে তাদের দেখছিলেন। ছেলেরা চত্বরে চলে গেল।

সেরিয়োঝা বিরক্ত ভাবে বলল, "একেবারে ছোট লোক! কিন্তু ওর নিস্তার নেই! আমরা ওই টিনের বাক্স ওর কাছ থেকে আদায় করে ছাড়ব!"

ভাসিয়া জবাব দেবার সময় পেল না, কারণ সেই মুহূর্তে ইতিহাসের চাকা পাগলের মত ঘুরতে শুরু করেছে। কয়েকজন ছেলে সেরিয়োঝার কাছে

ছুটে এল। তারা সকলেই এক সঙ্গে চেঁচাচ্ছে আর হাত নাড়ছে। অবশেষে তাদের মধ্যে একজনের গলা তার সাথীদের গলা ছাপিয়ে উঠল :

"সেরিয়োঝা! দেখ! ওরা ওদের ঝাণ্ডা…"

সেরিয়োঝা তাকিয়ে দেখে বিবর্ণ হয়ে গেল। মাছি-পর্বতের চূড়োর উপর উড়ছে গাঢ় লাল রঙের এক ঝাণ্ডা, দূর থেকে ঝাণ্ডাটাকে কালো মনে হচ্ছে। সেরিয়োঝা বাক্যহারা হয়ে দেউড়ীর সিঁড়ির উপর বসে পড়ল। ভাসিয়ার মনের মধ্যে কি যেন সাড়া দিয়ে উঠল—শত্রুর সঙ্গে লড়াই করার সেই চিরকালের ছেলেমানুষী আকাঙ্ক্ষা।

ছেলেরা প্রধান সেনাপতির সদর দপ্তরে ছুটতে লাগল। প্রত্যেকেই একই খবর বহন করে আনছে, আর প্রত্যেকেরই দাবি হচ্ছে, দুর্বিনীত শত্রুর বিরুদ্ধে অবিলম্বে প্রচণ্ড আক্রমণ চালাতে হবে। উন্মত্ত কণ্ঠস্বর তিনগুণ চড়িয়ে, নোংরা হাত আর জ্বলন্ত চোখ দিয়ে তারা সকলেই তাদের নেতাকে মাছি-পর্বতের উপর লজ্জাজনক দৃশ্য দেখাবার চেষ্টা করতে লাগল।

"আমরা এখানে বসে আছি কি জন্যে! কেন এখনও চুপ করে বসে থাকা আর ওদের ওখানে বাহাদুরী দেখাতে দেওয়া হচ্ছে? চল!"

"মার! মার!"

তলোয়ার ও ছোরাগুলি হাওয়া ধুনতে শুরু করল।

কিন্তু গৌরবমণ্ডিত উত্তর বাহিনীর প্রধান সেনাপতি জানে সে কি করতে চায়। সে সিঁড়ি বেয়ে উঠে তার হাত তুলে জানাল, সে কিছু বলতে চায়। সবাই নীরব হল।

"তোমরা চেঁচাচ্ছ কেন? সবাই চেঁচিয়ে আকাশ ফাটাচ্ছ, কোন শৃংখলা নেই! আমাদের এমনকি একটা ঝাণ্ডা পর্যন্ত নেই, আমরা আক্রমণ করব কি করে! কিছু না নিয়েই কি আমরা যাব, এই কি তোমরা চাও? আর পর্যবেক্ষণের কাজ তো কিছুই হয়নি! এর জন্যেই কি তোমরা চেঁচাচ্ছ! ঝাণ্ডাটা আমিই যোগাড় করব। মা কথা দিয়েছেন। আমি মাছি-পর্বত

আক্রমণের সময় ঠিক করে দিচ্ছি—কাল বেলা বারোটার সময়। কিন্তু এটা গোপন রাখবে। সন্ধানী সৈন্যদের নায়ক কোথায় ?”

উত্তর বাহিনীর সকলেই সন্ধানী সেনাদের নায়কের খোঁজে ছুটল।

“কস্তিয়া !”

“কস্তিয়া-য়া !”

“ভারেনিক !”

কেউ কেউ বুদ্ধি করে কস্তিয়ার বাড়িতে ছুটে গেল। ফিরে এসে তারা জানাল, “তার মা বললেন আমরা ভিতরে ঢুকতে পারব না। সে খাচ্ছে !”

“কিন্তু সহকারী তো একজন আছে।”

“ও, হ্যাঁ,” সেরিয়োঝার মনে পড়ল “নাজারভ !”

কর্তব্য পালনে প্রস্তুত ভাসিয়া নাজারভ তার প্রধান সেনাপতির সামনে দাঁড়াল। শুধু তার মনের মধ্যে একটা ক্ষীণ সন্দেহ উঁকি মারছে—স্কাউট রূপে তার কাযকলাপ সম্পর্কে তার বাপ-মা কি ভাববেন।

“আগামীকাল বেলা এগারটায় স্কাউটদের কাজ শুরু করতেই হবে। শত্রু কোথায় রয়েছে এটা খুঁজে বের করা এবং রিপোর্ট দেওয়া তাদের কাজ !”

ভাসিয়া মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল, তারপর দেখে নিল নিজের লোকজনকে। সবাই হাজির, শুধু মিতিয়া কান্দিবিন বাড়ির কাজে আটকে পড়েছে।

কিন্তু ঠিক এই সময় মিতিয়ার গলা শোনা গেল। আওয়াজটা আসছে কান্দিবিনদের ফ্ল্যাট থেকে—অসাধারণ জোর ও অভিব্যক্তির সঙ্গে।

“ও বাবা, ও বাবা ! ও-ও ! ও, আমি আর করব না ! ও, এই শেষ, আমি আর করব না !”

এবং আরও স্বতন্ত্র স্বরে আর একটি গলা গর্জে উঠছে :

“চুরি করা ? তোমার টিনের বাক্সের দরকার, অ্যাঁ ? কল···ঙ্কের কথা ! ···ও ! ক্ষুদে বদমাশ !”

উত্তর বাহিনীর উপর নেমে এসেছে নিস্তব্ধতা ; ভাসিয়া সহ তাদের মধ্যে

কয়েকজনের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। কাছেই উত্তর বাহিনীর একজন সৈন্যের উপর নির্যাতন চলছে, আর তারা নীরবে শুনতে বাধ্য হচ্ছে।

মিতিয়া আর একবার হতাশাময় আর্তকণ্ঠে চীৎকার করে উঠল, তারপর হঠাৎ দরজা খুলে গেল এবং বাপ-মায়ের রাগের ধাক্কায় সে কামানের গোলার মত ছিটকে এসে পড়ল সোজা উত্তর বাহিনীর ঘাঁটিতে। চিরাচরিত ঐতিহ্য অনুসারে দেহের যে অংশগুলি দিয়ে ভাল সব কিছু একটি ছেলের মধ্যে প্রবেশ করে, তার হাতদুটি কাঁপতে কাঁপতে সেই অংশগুলিকে চেপে ধরে রয়েছে। চারদিকে তার নিজের দলের লোকজনকে দেখতে পেয়ে মিতিয়া পিছন দিকে যেখানে তার উপর পীড়ন চলেছিল, সেই দিকে চকিতদৃষ্টি নিক্ষেপ করল। তার বাবা দরজার বাইরে মাথা বের করে তাঁর বেল্টটা নাড়তে নাড়তে ঘোষণা করলেন, "মনে থাকবে তোমার, হারামজাদা!"

মিতিয়া এই পূর্বাভাষ নীরবে শুনল, এবং যখন তার বাবা ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলেন তখন সিঁড়ির উপর ঠিক প্রধান সেনাপতির পায়ের নিচে বসে সে খুব কাঁদল। উত্তর বাহিনী তার লাঞ্ছনা নীরবে লক্ষ্য করল। মিতিয়া কান্না বন্ধ করলে সেরিয়োঝা বলল "এ নিয়ে মন খারাপ কর না। এ হল নেহাৎই ব্যক্তিগত ঝঞ্ঝাট। তাকিয়ে দেখ একবার মাছি-পর্বতের উপর কি হচ্ছে!"

মিতিয়া লাফ দিয়ে উঠে মাছি-পর্বতের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকাল; চোখদুটি তার সজাগ, সম্প্রতি জলে ভরে আছে।

"একটা ঝাণ্ডা? ওটা কি ওদের?"

"আর কাদের বলে তুমি ভাবছ! তুমি যখন মার খাচ্ছিলে, তখন ওরা মাছি-পর্বত দখল করেছে। কিন্তু তুমি মার খেলে কেন?"

"টিনের বাক্সটার জন্যে।"

"তুমি কি স্বীকার করেছিলে?"

"না, কিন্তু বাবা বললেন যে, এটা একটা কলঙ্ক।"

মিতিয়ার পাজামাটা ছুঁয়ে ভাসিয়া বলল, "মিতিয়া, কাল বেলা এগারটায় পর্যবেক্ষণ······আসছ তো?"

মিতিয়া চটপট মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

"ঠিক আছে।" সে বলল। তার কণ্ঠস্বরে লাঞ্ছনার রেশটুকু তখনও লেগে আছে।

ভাসিয়ার বাবা তাকে বললেন : "তুমি সন্ধানী-সৈন্যদের নায়ক হয়েছ, এটা ভাল কথা, কিন্তু মিতিয়াকে মারাটা ঠিক হয় নি, আর ওর বাবাও ওকে মেরেছে। আহা বেচারা!"

"আমি ওকে মারি নি বাবা। আমি শুধু ওকে মাটিতে ফেলে চেপে ধরেছিলাম। আমি ওকে বাক্সটা ফেরৎ দিতে বললাম, তা ও কিছুই বলল না।"

"আচ্ছা, ও ব্যাপারটা ওখানেই চুকিয়ে দাও। কিন্তু নেহাৎ একটা টিনের বাক্সের জন্যে এতটা করার কিছু নেই! তুমি মিতিয়াকে ডেকে এনে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেল।"

"কেমন করে?" ভাসিয়া যথারীতি তার মত প্রশ্ন করল।

"তাকে শুধু বল : মিতিয়া, আমাদের বাড়ি এস। আর যাই হোক, মিতিয়াও তো একজন স্কাউট, তাই না?"

"হ্যা······কিন্তু টিনের বাক্সটার কি হবে?"

"কান্দিবিন ওটা ফেরৎ দেবে না? নিজেব ছেলেকে মারল আর নিজে বাক্সটা রেখে দিল, তাই না? অদ্ভুত লোক! লোকটা ভাল টার্ণার, ভাল মুচি, আর এর মধ্যেই তো ও শিক্ষাদাতাও হয়েছে, রোজগারও করে বেশ, কিন্তু কিছু বোঝবার ক্ষমতা ওর নেই। ওর বাড়িটা কি নোংরা?"

ভাসিয়া মুখভঙ্গী করল।

"নোংরা বলে নোংরা! মেঝের উপর, সর্বত্র নোংরা! কিন্তু বাক্সটার কি হবে?"

"অন্য কিছু করা যায় কি না ভেবে দেখব আমরা।"

মা শুনছিলেন বাপ-ছেলের কথা। তিনি বললেন, "শুধু খেয়াল রেখ, স্কাউট, চোখটা যেন না যায়।"

বাবা খেই জুড়ে দিলেন, "মা আসলে বলছে যে বন্দী হয়ো না, বুঝেছ।"

পরদিন ভাসিয়া ভোরে ঘুম থেকে উঠল—তার বাবা কাজে বেরিয়ে যাবার আগেই। ঘুম থেকে উঠে সে জিজ্ঞাসা করল, "কটা বেজেছে ?"

তার বাবা জবাব দিলেন, "মাছি-পর্বতে যখন অন্যদের ঝাণ্ডা উড়ছে, তখন কটা বেজেছে তা জেনে তোমার কি দরকার। যে ভাল স্কাউট, সে অনেক আগেই পাহাড়ে উঠে পড়ত। আর তুমি কি না এখনও শুয়ে ?"

তিনি যখন এই কথা বলে কারখানার দিকে রওনা হয়ে গেলেন, তখন সাতটা নিশ্চয়ই বেজে গেছে। তাঁর কথাগুলি ভাসিয়ার মনে এক নতুন সমস্যা সৃষ্টি করেছে। সত্যিই তো তারা এখন কেন পর্যবেক্ষণের কাজে বেরোবে না ? ভাসিয়া তাড়াতাড়ি জামা কাপড় পরে নিল—এখন জুতো পরার কোন দরকার নেই, আর ছোট পাজামা পরা তো এক মুহূর্তের কাজ। তারপর সে দৌড়ল মুখ ধোবার জায়গায়। সেখানে সে এমন ঝড়ের বেগে কাজ সারতে লাগল যে, তার মার নজর পড়ল তার উপর।

"এই ! যুদ্ধ হোক আর না হোক, মুখ-হাত তোমাকে ধুতে হবে ঠিকমত। বুরুশটা শুকনো কেন ? কোন কম্মটা করতে চলেছ, শুনি ?

"মা, আমি ওটা পরে করব।"

"কি বললে ? এ সব কথা আমাকে কখনও বলবে না ! আর এত তাড়া-হুড়ো করে কোথায় চলেছ তুমি ? এখনও প্রাতরাশ তৈরী হয় নি।"

"মা, আমি শুধু একবার দেখেই চলে আসব।"

"দেখার আবার কি আছে ? জানালা দিয়ে দেখ।"

প্রকৃতপক্ষে, যা কিছু দেখার দরকার তা জানালা দিয়েই দেখা যায়। কালো মতো দেখতে ঝাণ্ডাটা এখনও মাছি-পর্বতের উপর উড়ছে এবং চত্বরে উত্তর বাহিনীর একটি লোককেও দেখা যাচ্ছে না।

ভাসিয়া উপলব্ধি করল যে, স্কাউটদের জীবনও প্রকৃতির নিয়মের অধীন। সে বশংবদ ভাবে তার প্রাতরাশ খেতে শুরু করল। পর্যবেক্ষণের কাজ করতে গেলে যে সব ঝুঁকি নিতে হয় সেগুলি সম্বন্ধে সে এখনও কোন চিন্তা করে নি, সে শুধু জানে যে, কাজটা বিপজ্জনক ও দায়িত্বপূর্ণ। অল্প কয়েকটি সম্ভাব্য

জটিলতার রূপরেখা তার কল্পনায় অস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে, ভাসিয়া ধরা পড়ল। উত্তরবাহিনীর অবস্থিতি সম্পর্কে শত্রুরা তাকে জেরা করল, কিন্তু ভাসিয়া চুপ করে রইল, না তো জবাব দিল : 'তোমাদের যা খুসী কর, আমি কিছুই বলব না!' তার বাবা তাকে গল্প পড়ে শুনিয়েছেন; এবং যে-সব বিপ্লবের সমর্থক যোদ্ধা বন্দী হয়েছিলেন, সেরিয়োঝা স্বলকোভস্কি তাঁদের সম্বন্ধে অনুরূপ গল্প তাকে বলেছে। কিন্তু ভাসিয়া শুধুই স্বপ্নদর্শী নয়, সে বাস্তববাদীও বটে। অতএব, প্রাতরাশ খেতে খেতে তাব ভাবনাগুলিতে ব্যঙ্গের রং লাগল। সে মাকে জিজ্ঞাসা করল :

"কিন্তু ধর ওরা জিগ্যেস করল আমাদের সৈন্যবাহিনী কোথায় আছে, তাতে তফাৎটা কি হবে। ওদের তো তা জানাই আছে, কারণ গতকাল সন্ধ্যেবেলা ওরা আমাদের চত্বরে এসেছিল। বিউগ্‌ল, ঝাণ্ডা সব কিছু নিয়ে।"

মা জবাব দিলেন, "যদি ওরা এর মধ্যে সব জেনেই থাকে তো জিজ্ঞাসা করবে না, অন্য কিছু জিজ্ঞাসা করবে।"

"কি জিগ্যেস করবে ওরা ?"

"ওরা জিজ্ঞাসা করবে তোমাদের কত সৈন্য আছ, কত স্কাউট আছে, কত কামান-বন্দুক আছে।"

"ধ্যেৎ! আমাদের একটা বন্দুকও নেই। কখানা তলোয়ার আছে মাত্তর। ওরা কি তলোয়ারের কথাও জিগ্যেস করবে, মা ?"

"আমার তাই মনে হয়। তবে আমি তো ভেবেছিলাম তুমি বন্দী হতে যাচ্ছ না!"

"তা হলে আমাকে দৌড দিতে হবে! না হলে ধরা পড়লে ওরা জেরা করতে শুরু করবে। ওরা কি রকম ভাবে নির্যাতন করবে ?"

"সেটা শত্রুর উপর নির্ভর করে। এই দক্ষিণীরা তো ফ্যাসিস্ট না, না কি ?"

"না, ওরা ফ্যাসিস্ট নয়। গতকাল ওরা এখানে এসেছিল—ঠিক আমাদেরই মত, সবই আমাদের মত। ওদের ঝাণ্ডাটা আমাদের মতই লাল। ওরা নিজেদের লাল বলে, শুধু ওরা দক্ষিণী-লাল।"

"ওরা যদি ফ্যাসিস্ট না হয়, তাহলে তোমাকে নির্যাতন করা ওদের উচিত হবে না।"

"ওদের সেই তার মত কেউ নেই·· মু···"

"মুসোলিনী ?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ,···ওদের ওরকম কেউ নেই।"

এইভাবে ভাসিয়ার প্রথম পর্যবেক্ষণ বাড়িতে বসেই সম্পন্ন হল।

ভাসিয়া যখন চত্বরে বেরিয়ে এল, তখন সৈন্যদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেছে। সেরিয়োঝা স্কলকোভস্কির দেউড়ীতে খাড়া করা হয়েছে এক উজ্জ্বল লাল ঝাণ্ডা। ঝাণ্ডার চারদিকে সমবেত ক্ষুদে যোদ্ধা ও স্কাউটদের ছোট্ট ভীড়টি ঝাণ্ডার গুরুগাম্ভীর্যে অভিভূত হয়ে গেছে। সেরিয়োঝা নিজে, লিয়োভিক, কস্তিয়া এবং অন্য কয়েকটি বড় ছেলে আক্রমণের পরিকল্পনা আলোচনা করছে। ওলেগ কুরিলোভস্কি চত্বরে ঘুর ঘুর করছে, তার হিংসে হচ্ছে এই কথাবার্তা শুনে।

সেরিয়োঝা তাকে জিজ্ঞাসা করল, "দেখ, ওঁরা কি তোমাকে আসতে দেবেন ?"

ওলেগ তার চোখ নামাল।

"না, ওঁরা দেবেন না। বাবা বললেন, আমি দেখতে পারি কিন্তু লড়াই কিছুতেই করা চলবে না।"

"বেশ, তা হলে স্কাউট হও।"

ওলেগ তাদের ফ্ল্যাটের জানালার দিকে তাকিয়ে তার মাথা নাড়ল।

কস্তিয়া ভারেনিক তাব স্কাউটদের একত্র করতে শুরু করল। মিতিয়া কান্দিবিন কাঠের গুড়ির উপর ভাসিয়ার পাশে বসে আছে। তাকে কেমন যেন বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। ঝগড়া মিঠিয়ে ফেলার যে-উপদেশ বাবা দিয়েছিলেন, তা স্মরণ করে ভাসিয়া এখন মনোযোগ সহকারে মিতিয়ার মুখ নিরীক্ষণ করছে। মিতিয়ার উজ্জ্বল ছোট্ট চোখদুটি এদিক-ওদিক তাকাবার অভ্যাস ত্যাগ করতে

পারে নি, কিন্তু তার মুখ বিবর্ণ ও নোংরা, আর তার লালচে-হলদে রঙা চুলগুলি মাঠের আগাছার মত সারা মাথায় ছোট ছোট গোছার আকারে খাড়া হয়ে আছে।

ভাসিয়া বলল, "মিতিয়া, এস আমরা ঝগড়া মিটিয়ে ফেলি।"

"বেশ তো," মুখের ভাব না বদলে মিতিয়া জবাব দিল।

"আর আমরা এক সঙ্গে থাকব।"

"এক সঙ্গে?"

"আমরা খেলব লড়ব একসঙ্গে। আর তুমি আসবে তো?"

"কোথায়?"

"আমাদের বাড়ি।"

মিতিয়া বিষণ্ণভাবে দূরে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে একই রকম ভাবলেশহীন কণ্ঠে জবাব দিল:

"আচ্ছা।"

"তোমার বাবা কি তোমাকে খুব মেরেছেন? গতকাল?"

মুখে যথারীতি অবজ্ঞার ভাব ফুটিয়ে মিতিয়া বলল, "না। তিনি শুধু বেল্টটা ঘোরাচ্ছিলেন, কিন্তু আমি তো জানি কি করে মার এড়াতে হয়। আর সারাক্ষণই তিনি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছেন।"

মিতিয়া একটু চাঙ্গা হয়ে উঠল, এমন কি তার সঙ্গীর দিকে সে তাকাতেও শুরু করল।

"তোমার মাও তোমাকে মারেন?"

"তিনি কেন মারবেন? তাঁর সঙ্গে এর কি সম্পর্ক?"

কস্তিয়া দৌড়ে এল, স্কাউটদের গুণতি করে তাদের সামনে উবু হয়ে বসে ফিসফিস করে বলল:

"শোন সব! মাছি-পর্বতটা দেখছ তো? ওরা, মানে দক্ষিণীরা, সম্ভবতঃ সবাই ওখানেই রয়েছে। ওরা যাতে আমাদের দেখতে না পায় সেজন্যে সেরিয়োঝা আমাদের বাহিনীকে পাহাড়ে নালার পথ বেয়ে ঘুরিয়ে একেবারে

ওদের পিছনে নিয়ে হাজির করবে। তারপর সে পিছন থেকে ওদের উপর আক্রমণ করবে। বুঝেছ ?"

স্কাউটেরা এই রণনীতি বুঝেছে বলে জানাল।

"আর আমরা সামনের দিক থেকে ওদের আক্রমণ করতে যাচ্ছি।"

"কিন্তু আমাদের তো ওরা দেখতে পাবে", একজন আপত্তি জানাল।

"দেখুক। ওরা ভাববে আমরাই সমগ্র বাহিনী, কাজেই পিছন দিকে ওরা আর তাকাবে না।"

মিতিয়া এই রকম আশায় সন্দিহান।

"ভাবছ ওরা অত বোকা ? ওরা চটপট আঁচ করে ফেলবে।"

"কিন্তু খোলা জায়গা দিয়ে দৌড়ে যেয়ো না। সব সময় ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে যাবে। তাহলে ওরা ভাববে যে বড়রাই আসছে। বুঝেছ ?"

কস্তিয়া তার লোকজনকে দুই ভাগে ভাগ করল। একদলকে সে বাঁদিকে নিজেই পরিচালনা করবে, আর ভাসিয়াকে হুকুম দেওয়া হল ডান দিক দিয়ে অগ্রসর হবার জন্য। আদেশ দেওয়া হল যে, দক্ষিণীরা আক্রমণ করলে তাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত না হয়ে আত্মগোপন করতে হবে।

ভাসিয়ার দলে তাকে ধরে পাঁচটি ছেলে : মিতিয়া কান্দিবিন, আন্দ্রুশা গোরেলভ, পেতিয়া ভ্লাসেংকো আর ভলোদিয়া পার্তসোভস্কি। নিজেদের স্বাধীন মতামত ও সেই মতামত বহাল রাখতে গলাবাজি করা ছিল এদের সকলেরই বৈশিষ্ট্য। সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবার জন্য ভাসিয়ার প্রথম আদেশ শুনেই তারা তৎক্ষণাৎ বিদ্রোহ করল।

"এর কোন দরকার নেই। আমরা হলাম স্কাউট। তোমাকে বেঁকে নীচু হতে হবে। পেটের উপর ভর দিয়ে তোমাকে যেতে হবে। ও কি সম্পর্কে বলছে নিজেই জানে না !"

কিন্তু ভাসিয়া অনড়।

"গুঁড়িমেরে চলার কোন দরকার নেই। যখন তোমরা পর্যবেক্ষণ করবে, তখন ওর দরকার হবে। আমরা তো আক্রমণ করতে যাচ্ছি।"

সামরিক ব্যাপারে ভাসিয়ার জ্ঞান যে সামান্যই সে-সম্পর্কে ভাসিয়ার অল্পই চেতনা ছিল, কিন্তু স্কাউটদের চীৎকারে তার মনে প্রতিরোধের ভাব দেখা দিল। এর মধ্যেই সে বিদ্রোহীদের জামার আস্তিন ধরে ধাক্কা মেরে, জোর করে সারিবদ্ধ করতে শুরু করেছে। একজন চেঁচাতে আরম্ভ করল: "আমাদের ধাক্কা মারবার কোন অধিকার ওর নেই?"

অপ্রত্যাশিত তরফ থেকে সাহায্য এল। লাইনে প্রথম সামিল হল মিতিয়া কান্দিবিন।

সে চেঁচিয়ে উঠল, "যথেষ্ট চেঁচামেচি হয়েছে। ভাসিয়া হল নায়ক। সে যা বলবে তাই হবে!"

সকলে ঠিক মত সার বেঁধে দাঁড়ালে ভাসিয়া তার দলকে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে নিয়ে গেল। তার সৈন্যদের পুরোভাগে সগর্বে মার্চ করতে করতে সে ঝাণ্ডার চারিপাশে সমবেত প্রধান বাহিনীকে অতিক্রম করে চলে গেল। ভাসিয়ার দল মার্চ করে যাবার সময় সেরিয়োঝা পরিদর্শন করে তার অনুমোদন জানাল।

"এই ত ঠিক! বাহবা ভাসিয়া! এইটে বজায় রাখ!"

ভাসিয়া এর মধ্যেই নিজেকে পুরোদস্তুর সেনাপতি বলে ভাবতে শুরু করেছে। নিজের দলের দিকে ফিরে সে বলল, "তোমাদের কি বলেছিলাম?"

প্রধান সেনাপতির প্রশংসা অর্জন করে স্কাউটরা নিজেরাই তখন খুসী।

ভাসিয়ার দল মাছি-পর্বতের কাছে একটা পাহাড়ের উপর কয়েকটা ঝোপের পিছনে তাদের ঘাঁটি গাড়ল। ভাসিয়ার বাঁদিকে পাশের একটা পাহাড়ের চূড়ার উপর কস্তিয়া ভারেনিক আর তার স্কাউটরা বালির উপর অবস্থান করছে। তার নীচে, ডান দিকে উজ্জ্বল লাল ঝাণ্ডা অস্পষ্টভাবে চোখে পড়ছে। এই হল প্রধান সেনাপতির অধীনে প্রধান বাহিনী। এই বাহিনী শত্রুপক্ষের পাশকাটিয়ে চলেছে।

মাছি-পর্বতের সবটাই দেখা যাচ্ছে, কিন্তু তার প্রধান চূড়া একটা বালুময় শৈলশ্রেণীর পিছনে আংশিক ভাবে ঢাকা পড়েছে, এবং তার উপর ঝাণ্ডার

মাথাটাই কেবল দেখা যাচ্ছে। শৈলশ্রেণীর উপর দাঁড়িয়ে আছে নিঃসঙ্গ একটি মানুষের মূর্তি।

"ওই হল ওদের সান্ত্রী।" ভলোদিয়া পার্তসোভস্কি বলল।

আন্দ্রুশা আকুলভাবে বলল, "আঃ আমাদের যদি কয়েকটা বাইনকুলার থাকত!"

ভাসিয়া ক্ষোভে তীব্র বেদনা বোধ করল। বাবার কাছে বাইনকুলার চাইবার কথাটা সে কেন ভাবে নি! কর্তৃত্ব ও সামরিক দক্ষতা দেখাবার এমন চমৎকার সুযোগটা হারানো কী আফশোসের কথা!

যাই হোক পাহাড়ের চূড়ার পিছন দিক থেকে দক্ষিণীদের যে বিরাট বাহিনী এগিয়ে আসছে তা দেখবার জন্য কারো বাইনকুলারের দরকার হয় না। শত্রুসৈন্যের এত বড় বাহিনী দেখে ভাসিয়ার অ-সামরিক মনটা অশ্বস্তি বোধ করতে লাগল। কস্তিয়ার দল ঝোপের পিছন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করতে ও হাত নাড়তে শুরু করল। দেখাদেখি ভাসিয়াও তার হাত নাড়তে নাড়তে রণহুংকারের মত একটা আওয়াজ তুলল। দক্ষিণ বাহিনী নীরবে তাদের লক্ষ্য করতে লাগল। স্কাউটরাও চুপ করে গেল। কয়েক মিনিট সবই চুপচাপ। কিন্তু হঠাৎ শত্রুপক্ষের তিনজন সৈন্যকে মূল বাহিনী ছেড়ে চলে যেতে দেখা গেল। তারা দ্রুত শৈলশ্রেণীর মাথায় উঠে গেল। "হুররে" ধ্বনি করে তিনজন দক্ষিণী লাফ দিয়ে পড়ল একটি নিঃসঙ্গ মূর্তির উপর। তাকে ধরে টানতে টানতে তারা নিজেদের বাহিনীর কাছে নিয়ে গেল। মূর্তিটি করুণ সুরে তীব্র চীৎকার করে উঠল এবং কাঁদতে শুরু করল। আতঙ্কে চোখ বড় বড় করে ভাসিয়ার স্কাউটরা দেখতে লাগল, শত্রু শিবিরে অদ্ভুত নাটকাভিনয় হচ্ছে—কি যে হচ্ছে কেউ বুঝতে পারছিল না। আন্দ্রুশা সাহস করে ভয়ে-ভয়ে আন্দাজ করে বলল, "ওরা ওদের একজন বিশ্বাসঘাতককে বন্দী করেছে।"

কিন্তু মিতিয়া কান্দিবিনের চোখ আর সকলের চাইতে তীক্ষ্ণ। সে ফূর্তিভরে বলল, "হা-হা-হা! ওরা ওলেগকে পাকড়েছে। ওলেগ কুরিলোভস্কি!

"ও কি আমাদের দলের? ও কি আমাদের দলের?" বহু কণ্ঠে প্রশ্ন উঠল।

"অবিশ্যিই নয়। ও কোন দলেরই নয়। ওর বাবা ওকে কোন দলেই যোগ দিতে দেবেন না।"

"তা হলে ওরা ওকে ধরল কেন?"

"ওরা কেমন করে জানল ও কে?"

ওলেগকে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে দক্ষিণ বাহিনীর কাছে নিয়ে যাওয়া হল। সে ঠেলাঠেলি করছে আর এমন চেঁচাচ্ছে যে মরা মানুষও জেগে ওঠে। কিন্তু স্কাউটরা হাসির আওয়াজও শুনতে পাচ্ছে; স্বভাবতঃই হাসির আওয়াজটা আসছে দক্ষিণীদের তরফ থেকে। ওলেগকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলা হয়েছে।

মিতিয়া বলল, "হা-হা-হা! দেখতে এসে বন্দী হল।"

এই সময়ের মধ্যে কস্তিয়ার দল ঝোপঝাড়ের আশ্রয় ত্যাগ করে পাহাড়ের ঢালু গা বেয়ে নামছে মাছি-পর্বতের দিকে। ভাসিয়া উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল।

"চলে এস! চলে এস!"

ভাসিয়ার সৈন্যরাও তাদের ঘাঁটি থেকে নীচে নামতে শুরু করল। তারা এগিয়ে গেল ডান দিকের কয়েকটা ঝোপের দিকে। সামনেই মাছি-পর্বতে ওঠবার সমগ্র পথটা দেখা যাচ্ছে; তাদের মাথার অনেক উপরে উড়ছে শত্রুর সমুন্নত ঝাণ্ডা। কোন অজানা কারণে শত্রুপক্ষ স্কাউটদের সম্মুখীন হতে অগ্রসর হল না। এমন কি তারা তাদের ঝাণ্ডার দিকে সদলে পিছু হটতে শুরু করল। মাছি-পর্বতের পাদদেশে পৌছানো গেল। দীর্ঘ, খাড়া পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উঠে শত্রুকে যুদ্ধে লিপ্ত করার কাজটাই শুধু বাকী আছে। কিন্তু দক্ষিণ বাহিনী "হুররে" ধ্বনি করে আর একদিকে ছুটে চলে গেল। তারপর তারা একেবারেই মিলিয়ে গেল, তাদের কোন পাত্তা পাওয়া গেল না, কোন আওয়াজও শোনা গেল না। শুধু ঝাণ্ডার কাছে একটি লোক রইল—সম্ভবতঃ একজন সান্ত্রী। আর স্কাউটদের কাছে বালির উপর বসে ওলেগ ভয়ে কাঁদছে।

কস্তিয়ার স্কাউটদের মধ্যে একজন দৌড়ে এল।

সে চেঁচিয়ে বলল, "আমি বার্তাবাহক! আমি বার্তাবাহক! কস্তিয়া বলেছে আমাদের অগ্রসর হয়ে ওদের ঝাণ্ডা দখল করতে হবে।"

"চমৎকার! মিতিয়া চেঁচিয়ে উঠল। মাছি-পর্বতের উপর ওঠবার জন্য সে-ই প্রথম আগে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

ভাসিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে পাহাড়ের খাড়া গা বেয়ে উঠতে শুরু করল।

পাহাড়ের ঢাল বন্ধুর, এবং দক্ষিণীরা মাড়িয়ে যাওয়ার ফলে তার উপর দিয়ে হাঁটাই কঠিন। ভাসিয়ার খালি পা বালির মধ্যে হাঁটু পর্যন্ত ডুবে যেতে লাগল। মিতিয়ার পিছন পিছন যাবার সময় হাওয়ায় বালির যন্ত্রণাদায়ক তীক্ষ্ণ ছোট ছোট কুচিগুলি উড়ে তার চোখে পড়তে লাগল। মোটের উপর আক্রমণটা অত্যন্ত শ্রমসাধ্য হয়ে দাঁড়াল। ছুটতে ছুটতে ভাসিয়ার মুখ দিয়ে ফেনা বেরোতে লাগল; কিন্তু যখনই সে চোখ তুলে সামনের দিকে তাকায়, তখনই সে দেখে শত্রুর ঝাণ্ডা এখনও ঠিক তত দূরেই রয়েছে। ভাসিয়া লক্ষ্য করল, ঝাণ্ডার পাশে মোতায়েন সান্ত্রী উত্তেজিত হয়ে উঠছে। সে অদ্ভুতভাবে লাফঝাঁপ করছে এবং পিছনের দিকে তাকিয়ে আতঙ্কে চীৎকার করে কী যেন বলছে।

কস্তিয়া ভারেনিক পাশ থেকে চীৎকার করে উঠল, "আরও তাড়াতাড়ি! আরও তাড়াতাড়ি!"

ভাসিয়া প্রবলতর উদ্যমে তার পা দুটো সামনে চালিয়ে দিল, দু-একবার পড়ে গিয়েও সে মিতিয়াকে ধরে ফেলল। মিতিয়া ভাসিয়ার চেয়ে দুর্বল, প্রতিপদেই সে পড়ে যাচ্ছিল এবং মনে হচ্ছিল সে দৌড়বার চাইতে বুকেই হাঁটছে। অন্যান্য স্কাউটরা পিছনে হাঁফাচ্ছে এবং একজন কেবলই ভাসিয়ার পা মাড়িয়ে দিচ্ছে।

আবার চোখ তুলে ভাসিয়া দেখল যে, সে লক্ষ্যের বেশ কাছে এসে গেছে এবং রয়েছে সবার আগে। সান্ত্রী একেবারে কাছেই, তার মুখটা অদ্ভুত রকমের অপরিচিত এবং স্পষ্টতঃই শত্রুভাবব্যঞ্জক। সে ভাসিয়ার বয়সী ছোট্ট মানুষ,

কিন্তু তেমন জোয়ান নয়। আগুয়ান শত্রুর দিকে ভীত ভাবে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে সে হঠাৎ তার ছোট হাতদুটি দিয়ে ঝাণ্ডার ডাণ্ডাটা আঁকড়ে ধরল এবং সেটা মাটি থেকে তুলে ফেলার জন্য টানাটানি শুরু করল। কিন্তু দক্ষিণীদের ঝাণ্ডাটা মস্ত। ঝাণ্ডার বিরাট ঘন লাল কাপড়টা ভাসিয়ার মাথার উপর পত পত শব্দে উড়ছে। ভাসিয়া গতিবেগ বাড়িয়ে দিল। চূড়ার কাছাকাছি এসে পাহাড়ের খাড়া চড়াই ধীরে ধীরে ঢালু হয়ে গেছে, কাজেই ভাসিয়ার পক্ষে দৌড়ান আরও সহজ হচ্ছিল। অবশেষে দক্ষিণী সৈন্যটি ঝাণ্ডাটা তুলে ফেলে সরে পড়ার জন্য উল্টো দিকের ঢাল বেয়ে দৌড় দিল। ভাসিয়া চেঁচিয়ে কি যেন বলে তার পিছনে ধাওয়া করল। ঝাণ্ডার বাড়িতে মাথায় ব্যথা লাগলেও সে সেটা গ্রাহ্যই করল না। দক্ষিণী সৈন্যটির ঝাণ্ডাটা সোজা করে ধরে রাখার শক্তি ছিল না। ওলেগ কুরিলোভস্কি যে কাছ দিয়ে দৌড়ে তাকে অতিক্রম করে চলে গেল, তাও ভাসিয়ার নজরে পড়ল না। ভাসিয়া দৌড়ে পাহাড়ের চূড়া পার হয়ে গেল। তার নিজের গতিবেগ তাকে চূড়ার অপর পাশে নীচের দিকে নিয়ে চলল। যাই হোক, সে বুদ্ধি হারায় নি। তার পাশেই দক্ষিণী সৈন্যটি যে নেমে যাচ্ছে সে সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ সচেতন ছিল। এক সেকেণ্ড পরে সে উপলব্ধি করল যে, সে তার শত্রুকে পিছনে ফেলে যাচ্ছে। ভাসিয়া গোড়ালি চেপে দাঁড়িয়ে নিজেকে সামলে নিল। সে যখন উপরের দিকে তাকাল, ঠিক তখনই দক্ষিণী সৈন্যটি ঝাণ্ডা শুদ্ধ একেবারে সোজা তার মাথার উপর এসে নামল। ভাসিয়া ডিগবাজী খেয়ে তাড়াতাড়ি এক পাশে সরে গেল এবং শত্রুও পিছনে ঝাণ্ডাটি হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে টেনে তার পাশ দিয়ে নেমে গেল। ভাসিয়া হুমড়ি খেয়ে পড়ল ঝাণ্ডার ডাণ্ডাটার উপর। তার নগ্ন পেটের নীচে দিয়ে ডাণ্ডাটা একটু সরে গেল; ভাসিয়া বাঁ হাতে ঝাণ্ডার কাপড়টা চেপে ধরল। বিজয়ের আনন্দ অনুভব করে সে উপরের দিকে তাকাল। শুধু মিতিয়াই তার কাছে রয়েছে, সে নীচে নেমে যাওয়াটা ঠেকাবার চেষ্টা করছে। কস্তিয়া ও অন্যান্য স্কাউটরা চূড়ার উপর দাঁড়িয়ে তাকে চেঁচিয়ে কি যেন বলছে এবং

আতঙ্কে নীচের দিকে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে। ভাসিয়া নীচের দিকে তাকিয়ে যা দেখল তাতে তার মাথার ছোট-করে-ছাঁটা চুলগুলিও খাড়া হয়ে উঠল। অপরিচিত ছেলেরা পাহাড়ের ঢালু গা বেয়ে উঠে আসছে তার দিকে। তাদের পুরোভাগে দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে সেই নায়কটি যার টুপীতে পাখির পালক-লাগানো এবং যে গতকাল দূতরূপে তাদের সঙ্গে দেখা করেছিল। তার পিছনে অন্যেরা আসছে হুড়োহুড়ি করে, তাদের মধ্যে একজন উত্তর বাহিনীর উজ্জ্বল লাল ঝাণ্ডাটা আঁকড়ে ধরে রয়েছে।

ভাসিয়া কিছুই বুঝতে পারল না। কিন্তু সর্বনাশ যে আসন্ন তা অনুভব করল। ভীতিবিহ্বল চোখে সে মিতিয়াকে গড়িয়ে সোজা শত্রুর কবলে গিয়ে পড়তে দেখল। ভাসিয়া ঢাল বেয়ে দৌড়ে উপরে ওঠার চেষ্টা করল, কিন্তু একটা শক্তিশালী হাত তার পা চেপে ধরল এবং জয়দৃপ্ত কণ্ঠে চীৎকার করে উঠল, "না, তুমি যেতে পারবে না, ক্ষুদে নেংটি ইঁদুর! আমি ধরেছি তোমাকে!"

উত্তর বাহিনীর পরাজয় সম্পূর্ণ হল। মাছি-পর্বতের চূড়ার উপর শত্রু পরিবেষ্টিত হয়ে দাঁড়িয়ে ভাসিয়া দক্ষিণীদের বিজয়োল্লাস শুনে সব বুঝতে পারল। তার পাশে দাঁড়িয়ে একটি গোলাপী রঙের ছেলে, গাল দুটি তার পরিপুষ্ট, শত্রুপক্ষের হলেও তার চেহারা খুব প্রীতিপ্রদ। সে বক বক করছে সবার চাইতে বেশী।

"কী রকম জয়ই হল! ওরা কেমন দৌড় দিয়েছিল! আর সেই যে, সেই ছেলেটা! ওদের প্রধান সেনাপতি!"

ওলেগ কুরিলোভস্কির দিকে মাথা হেলিয়ে টুপীতে পালক-লাগানো নায়ক বলল, "ভাগ্যিস আমরা এই লোকটিকে পেয়েছিলাম, নইলে ওরা আমাদের ফাঁদে ফেলত।"

ফিস ফিস করে মিতিয়া কান্দিবিন ভাসিয়াকে বলল, "ও ওদের সব বলে দিয়েছে।"

শত্রু পক্ষ অতি আনন্দে কোলাহল করতে করতে পরস্পরকে তাদের বিজয় লাভের গোপন কারণগুলি বলতে লাগল। ভাসিয়া বুঝল যে, ওরা ওলেগের কাছ থেকে সেরিয়োঝার পরিকল্পনা জেনেছিল এবং এই কারণেই ওরা নিজেদের ঝাণ্ডা অরক্ষিত অবস্থায় ফেলে রেখে উত্তর পক্ষের প্রধান সৈন্যবাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করতে যায়। পাহাড়ের খাড়া ঢালের কিনারে সেরিয়োঝার সম্মুখীন হয়ে ওরা আক্রমণকারীদের মাথার উপর রাশি রাশি বালি ছুঁড়ে মারে এবং তাদের পাহাড়ের পাদ-দেশে হটিয়ে দিয়ে উত্তর পক্ষের ঝাণ্ডা সহ লিয়োভিক গলোভিনকে বন্দী করে। লিয়োভিক অনতিদূরে এক ঝোপের নীচে বসে তার আঙুল থেকে একটা কাঠের টুকরো টেনে বের করছিল।

টুপীতে পালক-লাগানো নায়কটি চেঁচিয়ে উঠল, "ওহে, বন্দীরা! তোমাদের ওখানে বসতে হবে।"

লিয়োভিক যেখানে বসেছিল সেই জায়গাটা সে দেখিয়ে দিল। তার পাশেই বালির উপর পড়ে আছে উত্তর বাহিনীর লাঞ্ছিত ঝাণ্ডা। লিয়োভিক ছাড়া আরও তিনজন বন্দী হয়েছে: ভাসিয়া, মিতিয়া এবং ওলেগ কুরিলোভস্কি। তারা নীরবে বালির উপর বসে আছে। লিয়োভিক টুকরোটা টেনে বের করে একবার-দুবার বন্দীদের পাশ দিয়ে হেঁটে বেড়াল, তারপর কাছে পাহাড়ের ঢালু গা বেয়ে দৌড় দিল নীচের দিকে। খাড়া ঢাল বেয়ে ভীষণ বেগে আতস বাজির মত ছুটতে ছুটতে সে নীচে নেমে গেল। পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছে সে তার ছোট হলদে স্কাল-ক্যাপটা তুলে স্ফূর্তিভরে শূন্যে নাড়তে নাড়তে বলল, "আচ্ছা আসি! খেতে চললাম!"

কেউ তার অনুসরণ করল না। যদিও ভাসিয়ার চোখের সামনেই এ সব ঘটল, তবু তার কাছে এ সব স্বপ্নের মত মনে হল। পরাজয়ের তিক্ততা ভাসিয়া ভুলতে পারছিল না। এখন নিষ্ঠুর শত্রুর হাতে তাদের অবর্ণনীয় প্রতিশোধের সম্মুখীন হতে হবে। লিয়োভিকের পলায়নের পর দক্ষিণীদের একজন প্রস্তাব করল:

"ওদের বেঁধে রাখা উচিত, নইলে ওরা সব পালাবে।"

আর একজন জবাব দিল, "ঠিক কথা। ওদের পাগুলো বেঁধে ফেলা যাক।"

"হাতও বাঁধতে হবে।"

"না, হাত না বাঁধলেও চলবে।"

"কিন্তু হাত খোলা থাকলে ওরা বাঁধন খুলে ফেলবে যে।"

এই মুহূর্তে ওলেগ কুরিলোভস্কি আর্তনাদ করে শূন্যে লাফ দিল। সে বসে ছিল মিতিয়ার পাশে। "উ-উ-উ! আমাকে চিমটি কাটলে কেন তুমি?"

দক্ষিণীরা হাসির হররা তুলল, কিন্তু তাদের নায়ক মিতিয়াকে তিরস্কার করে বলল, "তোমার চিমটি কাটার কোন অধিকার নেই। তুমি তো নিজেই একজন বন্দী!"

মিতিয়া তার দিকে তাকিয়েও দেখল না। এতে নায়ক রেগে গেল।

"ওদের হাত-পা বাঁধ!"

"এরও?" তারা ওলেগ দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করল।

"না, ওকে বাঁধবার দরকার নেই।"

দক্ষিণীরা বন্দীদের নিয়ে পড়ল, এবং তখনই আবিষ্কার করল যে বন্দীদের বাঁধবার মত কিছু তাদের কাছে নেই। দক্ষিণীদের মাত্র একজনের একটা বেল্ট ছিল, কিন্তু "মা হৈ-চৈ বাধিয়ে দেবে" এই যুক্তি দেখিয়ে সে সেটা সাধারণের ব্যবহারের জন্য দিতে অস্বীকার করল।

শক্রদের ভীতপ্রদ অপরিচিত মুখগুলির দিকে ভাসিয়া অপলকভাবে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখতে লাগল; এবং যে-ওলেগ হল উত্তর বাহিনীর পরাজয় ও তার লাঞ্ছনার আসল কারণ, তার প্রতি ভাসিয়ার ঘৃণা ভিতরে ভিতরে টগবগ করে ফুটতে লাগল। দক্ষিণীদের একজন একটা নোংরা ন্যাকড়ার টুকরো কোথা থেকে কুড়িয়ে এনে চীৎকার করে ভাসিয়াকে বলল, "তোমার পা দুটো দেখি!"

কিন্তু পর্বতের চূড়া থেকে একটা চীৎকার শোনা গেল: "উঠে পড়! উঠে পড়! ওরা আসছে আত্মরক্ষা কর!"

উত্তর বাহিনীর আক্রমণ ঠেকবার জন্য দক্ষিণীরা ঝড়ের মত ছুটে গেল। পাহাড়ের মাথার উপর রইল শুধু বন্দীরা। কাছেই বিপরীত দিকের ঢালে লড়াই চলছে। সেখান থেকে শোনা যাচ্ছে উৎসাহ দেবার ধ্বনি, আদেশের চীৎকার এবং হাসি। মিতিয়া গুঁড়ি মেরে চূড়ার দিকে গেল, অবশ্য, যুদ্ধের গতি লক্ষ্য করার জন্য নয়। ওলেগের কাছে পৌঁছে সে তার পা চেপে ধরল। মরিয়া হয়ে এক হাঁক দিয়ে ওলেগ মিতিয়ার পাশ দিয়ে গড়িয়ে নিচে ঝোপের দিকে সরে পড়ল। আনন্দে হাসতে হাসতে ভাসিয়া ওলেগের শার্টের ঝুলটা চেপে ধরে তৎক্ষণাৎ বিশ্বাস-ঘাতকের উপর চেপে বসল।

"মেরে হাড় ভেঙ্গে দেওয়া যাক্": মিতিয়া প্রস্তাব করল।

ভাসিয়া জবাব দেবার সময় পেল না। ওলেগ ভাসিয়ার চেয়ে বড এবং মোটা। সে পাক খেয়ে তার কবল থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দৌড় দিল। ঝোপের ধারে তাকে আবার মাটিতে চেপে ধরা হল। এবার মিতিয়ার পালা...ভীষণ আর্তনাদে ওলেগ আবার 'কুচুগুরি'তে প্রতিধ্বনি জাগিয়ে তুলল।

ভাসিয়া বলল, "ওকে চিমটি কেট না! চল, ওরে সেরিয়োঝার কাছে নিয়ে যাই।"

ওলেগ চীৎকার করে কাঁদতে লাগল আর তার বাবাকে বলে দেবে বসে শাসাতে লাগল। এর জন্য মিতিয়া আর একবার তাকে 'মধু-মোড়া' দিল, ফলে ওলেগ আর একবার আর্তনাদ করে উঠল, এবার তার হাঁ প্রায় আকর্ণ-বিস্তৃত হল।

ভাসিয়া হাসতে হাসতে, বলল, "ওকে টানতে টানতে নিয়ে যাই এস!" ওলেগকে জিজ্ঞাসা করল, "না কি চুপচাপ নিজেই যাবে?"

"আমি কোথাও যাব না। কি করেছি আমি?"

"চল বলছি!"

যে ঢালু দিকটা বেয়ে লিয়োভিক পালিয়েছিল, সেই পথেই তারা দুজনে মিলে ওলেগকে ঠেলে নিয়ে চলল। তীক্ষ্ণস্বরে চীৎকার করতে করতে ওলেগ বালির মধ্যে গড়িয়ে পড়ল। তার শাস্তিদাতারাও তার পিছন পিছন হুড়মুড় করে এসে পড়ল, তাদের গোড়ালি বালির মধ্যে ঢুকে গেছে। তারা যখন প্রায় পাহাড়ের নীচে এসে পৌঁচেছে, তখন দক্ষিণীদের দিক থেকে বিজয়-ধ্বনি শোনা গেল। ওলেগ এত জোরে হাউমাউ করে উঠল যে তাদের পলায়ন গোপন করা অসম্ভব হয়ে পড়ল। সহজেই তারা আবার ধরা পড়ল।

আবার দুজন নির্ভীক স্কাউটকে হামাগুড়ি দিয়ে আলগা বালি ঠেলে পাহাডেব মাথায় উঠতে হল। ওলেগ হাত আব হাঁটুতে ভর দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে নিজেকে টেনে নিয়ে চলল। পথের মধ্যে মিতিয়া একটা শেষ চিমটি দেবার ফন্দি খাটাল।

"এই লোকগুলো এক উৎপাত দেখছি! এরা সারাদিন এই ছিঁচ-কাঁদুনেটার পিছনে লেগে থাকবে," টুপীতে পালক-লাগানো নায়কটি বলল।

অন্য একজন সায় দিয়ে বলল, "তা ওরা থাকবেই। ওদের দিকে মন দেবার সময় কোথায় পেলাম? যেই উত্তর পক্ষ আক্রমণ আরম্ভ করবে, অমনি ওরা আবার মারামারি শুরু করবে।

নায়ক বলল, "বেশ, আমরা তোমাদের ছেড়ে দেব, কিন্তু তোমরা কথা দেবে যে, তোমরা বাড়ি চলে যাবে, তোমাদের সৈন্যদলে ফিরে যাবে না।"

ভাসিয়া জিজ্ঞাসা করল "আর আগামীকাল কি হবে?"

"আগামীকাল তোমরা যা-ইচ্ছে করতে পারবে।"

ভাসিয়া মিতিয়ার দিকে তাকাল।

"কি বল?"

মিতিয়া নীরবে মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল এবং ওলেগের দিকে তাকাল। ওলেগ রাজী হল না।

"আমি ওদের সঙ্গে যাব না। ওরা আমাকে চিমটি কাটবে। আমি কোথাও যাব না।"

বলিষ্ঠ, সুদর্শন, ফুর্তিবাজ ভাসিয়া ওলেগের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। তার বড় বড় স্বচ্ছ চোখের দৃষ্টি থেকে প্রত্যেকেই পরিষ্কার বুঝল যে, বাড়ি ফেরার পথে ওলেগের নিষ্কৃতি নেই।

নায়ক চটে গেল।

"তাহলে তোমাকে নিয়ে কি করব আমরা? এত বড় ধাড়ী ছেলে!"

ভয়ে ভয়ে স্কাউটদের দিকে তাকিয়ে প্যান প্যান করতে করতে ওলেগ বলল, "আমি তোমাদের দলেই থাকব।"

"ও থাকতে পারে আমাদের তাতে কিছু আসে যায় না। ও বিপজ্জনক নয়।"

"আচ্ছা তোমরা যাও," নায়ক বলল।

স্কাউটরা দাঁত বের করে হেসে বাড়ি রওনা হল। মাছি-পর্বত থেকে তারা নামতে না নামতেই আবার দক্ষিণীদের শিবিরে সতর্কতাসূচক আওয়াজ উঠল। ওরা থেমে চারিদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। হ্যাঁ, দক্ষিণীরা আক্রমণকারীদের ঠেকাবার জন্য দৌড়চ্ছে।

ভাসিয়া ফিস ফিস করে বলল, "চল, ঝোপগুলোর আড়াল দিয়ে গুঁড়ি মেরে যাই।"

হাঁপাতে-হাঁপাতে, পড়তে-পড়তে তারা দ্রুত ফিরে চলল। শেষ ঝোপটার পিছনে রয়েছে উত্তর বাহিনীর উজ্জ্বল লাল ঝাণ্ডা। ঝাণ্ডাটা রোদে চকচক করছে। মিতিয়া ডাণ্ডাটা চেপে ধরল এবং ঝাণ্ডাটাও সরে এল তাদের পিছনে।

সে ফিসফিসিয়ে বলল, "এবার দৌড়ও।"

"কিন্তু ওদেরটার কি করা যাবে?"

"ওদের কি?"

"ওদের ঝাণ্ডাটা।"

"ধ্যেৎ! কিন্তু ওখানে দাঁড়িয়ে কে রে?"

"ও তো ওলেগ!"

মিতিয়া খুসী হল। একটা মধুর মৃদু হাসি তার মুখের উপর দিয়ে খেলে গেল, এবং তাতে তাকে সুন্দর দেখাল। সে ভাসিয়ার কাঁধদুটো চেপে ধরে আদরের সঙ্গে ফিসফিসিয়ে বলল: "তুমি এটা নিয়ে যাও, ওলেগের ভার আমি নিচ্ছি। বুঝলে?"

ভাসিয়া নীরবে মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। তারা দ্রুত আক্রমণ করতে এগোল। ওলেগ প্রচণ্ডবেগে পাহাড়েব খাড়া ঢাল বেয়ে নীচের দিকে গড়িয়ে পড়তে পড়তে কান-ফাটানো চীৎকার করতে লাগল। বালির মধ্য থেকে ঝাণ্ডাটা টেনে বেব করতে করতে ভাসিয়া নীচের দিকে তাকাল: তাদের নিজেদের বা শত্রুপক্ষের সৈন্যদের কোন চিহ্ন নেই, যুদ্ধ সরে গেছে অনেক দূরে।

স্কাউটরা পশ্চাদপসরণ করতে শুরু করল। তারা পাহাড়ের ঢাল গা বেয়ে নীচে নামল, কিন্তু এর পর এগোন ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠতে লাগল। ঝাণ্ডা দুটো বেজায় ভারি। পরে তাদের খেয়াল হল যে, ঝাণ্ডা দুটোকে ডাণ্ডার গায়ে জড়িয়ে নিলে ঝোপের মধ্য দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া আরও সহজ হবে। তারা তাই করল। কিছুক্ষণ ধরে তারা কোনদিকে না তাকিয়েই চলতে লাগল, কিন্তু যখন তারা তাকাল, তখন মাছি-পর্বতের উপর একটা ভয়ানক হট্টগোলের দৃশ্য তাদের চোখে পড়ল। দক্ষিণীরা পাহাড়ের ঢালু গায়ের সর্বত্র এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করছে, প্রত্যেকটি ফাটলে উঁকি মেরে দেখছে।

"দৌড়ও, দৌড়ও," মিতিয়া ফিসফিসিয়ে বলল।

ওরা আরও জোরে দৌড়ল। আবার যখন ওরা ফিরে তাকাল, তখন পাহাড়ের উপর কেউ নেই। মিতিয়াকে উদ্বিগ্ন দেখাল।

"ওরা নিশ্চয়ই আমাদের পিছু নিয়েছে! ওরা সবাই! ওরা যদি ধরতে পারে তো আমরা গেছি!"

আমরা কি করব তাহলে ?”

“কি করব জান ? এখান থেকে ফিরতে হবে আমাদের। ঝোপগুলো বেশ ঘন। আমরা শুয়ে পড়ে থাকব। বুঝলে ?

ওরা বাঁ দিকে গেল। শীঘ্রই তারা এমন গভীর ঝোপের মধ্যে ঢুকল যার মধ্য দিয়ে পথ করে যাওয়াই কঠিন। ছোট্ট একটি পরিষ্কার জায়গায় ওরা থামল। ঝাণ্ডার ডাণ্ডা দুটো ঝোপের তলায় ঠেলে দিয়ে নিজেরা বালির মধ্যে ঢুকে চুপ করে পড়ে রইল। এখন তারা কিছুই দেখতে পাচ্ছে না, শুধু শুনতে পাচ্ছে। কারখানার বাঁশী বিজয়গর্বে গর্জন তুলেছে—চারটে বাজল। কিছুক্ষণ পরে ওরা পশ্চাদ্ধাবনকারীদের গলা শুনতে পেল—প্রথমে ক্ষীণ, পরে ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠল। শীঘ্রই ওরা কথাগুলো বুঝতে পারল।

“এখানে! ওরা এখানেই আছে!” খিটখিটে গলায় একজন বারবার বলতে লাগল।

আর একজন ভারি গলায় জবাব দিল, “হয়ত তারা এতক্ষণ বাড়ি পৌছে গেছে।

“না, যদি ওরা বাড়ি যেত তা হলে আমরা ওদের দেখতে পেতাম। ওখান থেকে সব কিছু দেখা যায়।”

“বেশ, এস, তা হলে খুঁজে দেখা যাক!”

“এই তো এখান দিয়েই ওরা গেছে! ওদের পায়ের দাগগুলো দেখ!

ঠিক বলেছ।”

“দেখছ, কোথা দিয়ে ওরা ঝাণ্ডার ডাণ্ডাটা টেনে নিয়ে গেছে!”

দুই জোড়া খালি পা চোখে পড়ল। স্কাউটরা শ্বাস বন্ধ করে রইল। প্রত্যেক গজ জায়গা পরীক্ষা করতে করতে খালি পা গুলো ঝোপের মধ্যে চলাফেরা করতে লাগল।

মিতিয়া ফিসফিসিয়ে ভাসিয়ার কানে কানে বলল, “আমাদের দল আসছে।”

“কোথায় ?”

"সত্যি আসছে বলছি!"

ভাসিয়া শুনল। সত্যিই, বেশ কাছেই প্রায় এক ডজন গলা বকবক করছে আর ওরা যে তাদের দলের সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। মিতিয়া লাফ দিয়ে উঠে সাংঘাতিক কান-ফাটানো এক আওয়াজ ছাড়ল: "সেরিয়োঝা-আ-আ।"

দুজন দক্ষিণী একেবারে থমকে দাঁড়াল, তারপর ফূর্তির সঙ্গে মিতিয়ার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু মিতিয়ার আর ভয় নেই, সে ঘুষি চালিয়ে পাল্টা লড়তে লাগল তার চোখ দুটো মারমুখী ভাবে জ্বলছে।

"ভাগো! ভাগো! সেরিয়োঝা-আ-আ!!!"

ভাসিয়া লাফ দিয়ে খোলা জায়গায় গিয়ে পডল এবং শান্তভাবে শত্রুপক্ষকে দেখতে লাগল। তাদের মধ্যে একটি ছেলে তার দিক চেয়ে একটু হাসল। ছেলেটির চেহারা খুব রোদে পোড়া, ঠোঁট দুটো লাল টুকটুকে।

"তোমরা চেঁচাচ্ছ কেন? তোমরা তো বন্দী হয়েছই।" ভাসিয়ার দিকে ফিরে সে বলল, "ঝাণ্ডাগুলো কোথায়? বল, কোথায় সেগুলো?"

ভাসিয়া তার কাঁধ ঝাঁকাল।

"কোন ঝাণ্ডা এখানে নেই। দেখ না! কোন ঝাণ্ডা নেই।"

ঠিক এই সময় ঝোপেব মধ্যে কয়েকটা ডাল পালা মড়মড করে উঠল এবং কাছেই কয়েকজনের গলা শোনা গেল। শত্রুপক্ষ অন্যদিকে দৌড় দিল।

আবার মিতিয়া চীৎকার কবে উঠল: "সেরিয়োঝা-আ-আ।"

"কি হচ্ছে এখানে?" পরিষ্কার জায়গায বেরিয়ে এসে সেরিয়োঝা জানতে চাইল। তার পিছনে সমগ্র উত্তর বাহিনী ঝোপের মধ্যে থেকে উঁকি মেরে দেখছে।

শত্রুর ঝাণ্ডা খুলতে খুলতে ভাসিয়া বলল, "দেখ!"

"আর, আমাদেরটাও। আমাদেরটাও!"

সেরিয়োঝা চেঁচিয়ে উঠল, "কী দুঃসাহসিক কাজ! কী বীরত্বপূর্ণ কাজ! হুররে!"

প্রত্যেকেই "হুররে" বলে চেঁচিয়ে উঠল। প্রত্যেকেই দুই বীরকে নানা প্রশ্ন করতে লাগল। প্রত্যেকেই তাদের পিঠ চাপড়াল। সেরিয়োঝা ভাসিয়াকে পাঁজাকোলা করে কাতুকুতু দিয়ে জিজ্ঞাসা করল :

"কি ভাবে তোমাকে আমরা ধন্যবাদ জানাব? কি ভাবে তোমাকে পুরস্কার দেব?"

"মিতিয়াও করেছে! মিতিয়াও করেছে?" ভাসিয়া শূন্যে পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে হাসতে লাগল।

কী চমৎকার বীরত্বমণ্ডিত বিজয়দিবস সে দিন! মাছি-পর্বতের উপর সে দিনটা কী চমৎকার লাগছিল। উত্তর বাহিনী সেখানে স্বচ্ছন্দ্যে কুচকাওয়াজ করল এবং সেরিয়োঝা বলল: "সাথীরা! আজ আমাদের জয় হয়েছে? আমরা তিনবার আক্রমণ করেছিলাম, কিন্তু অস্ত্রসজ্জিত শত্রুপক্ষ আগাগোড়া আমাদের প্রত্যেক আক্রমণ প্রতিহত করেছে। আমাদের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ভীষণ। আমরা ভেবেছিলাম যে, আমরা একেবারেই হেরে গেছি। ভগ্নমনে আমরা পিছু হটতে শুরু করেছিলাম। এমন সময় আমরা জানতে পারলাম যে, আমাদের সাহসী স্কাউট ভাসিয়া নাজারভ ও মিতিয়া কান্দিবিন পশ্চিম রণাঙ্গনে গৌরবময় জয়লাভ করেছে।......"

উপসংহারে সেরিয়োঝা বলল :

"এই বীরেরা এখন তাদের নিজেদের হাতে মাছি-পর্বতের চূড়ায় আমাদের ঝাণ্ডা উড়িয়ে দেবে! চলে এস, ঝাণ্ডাটা ধর!"

ভাসিয়া ও মিতিয়া উজ্জ্বল লাল ঝাণ্ডাটা মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে তার ডাণ্ডাটা দৃঢ়ভাবে নরম বালির মধ্যে পুঁতে দিল। উত্তর বাহিনীর সৈন্যেরা বিজয়োল্লাসে আকাশ কাঁপিয়ে তুলল। অল্প দূরে অসন্তুষ্ট কয়েকজন দক্ষিণী সেনা লুকিয়েছিল। তাদের মধ্যে কয়েকজন আরও কাছে গিয়ে বলল, "এটা ঠিক হল না! আমাদের এটা নামিয়ে নেবার অধিকার আছে।"

সেরিয়োঝা বলল, "মাপ কর! তোমাদের ঝাণ্ডা কি বেলা চারটের আগে আমাদের হাতে পড়েছে?"

"আচ্ছা, ধর তাই "

"এখন কটা বাজে তা হলে ?! কেটে পড়…"

গৌরবে আর বীরত্বেমণ্ডিত সে কী চমৎকার দিন।

"চল আমার বাড়ি যাই," ভাসিয়া বলল এব' বলল এমন ভাবে যেন এটা তার স্থির সিদ্ধান্ত।

মিতিয়া বিব্রত বোধ করল। চিরকাল সে যে আক্রমণের মনোভাব দেখিয়েছে তার কি হল!

সে ফিসফিসিয়ে বলল, "আমার যেতে ইচ্ছে করছে না।"

"চলে এস! আমরা দুপুরেব খাওযাটা ওখানেই সারব। তোমার মাকে বল যে, তুমি আমাদের বাড়ি যাচ্ছ।"

"বলার আবার কি আছে! · "

"তুমি আমাদেব বাড়ি যাচ্ছ, এই কথাটুকু বলবে!"

"তুমি ভাবছ আমি মাকে ভয় করি, মা কিছু বলবে না, কিন্তু…"

"তা হলে আজ সকালে তুমি কি বলছিলে ?"

অবশেষে মিতিয়া হাব মানল। কিন্তু বারান্দায় পৌছে সে থামল।

"বুঝলে ? তুমি এখানে দাঁড়াও, আমি এক সেকেণ্ডের মধ্যেই ফিরে আসছি।"

জবাবের জন্য অপেক্ষা না করে সে তার নিজেদের ফ্লাটের দিকে দৌড়ে গেল। দু মিনিট পরে সে সেই বিখ্যাত টিনের বাক্সটি হাতে কবে ফিরে এল। তার মধ্যে পেবেক বা খোপ কিছুই নেই।

"এই তোমার টিনের বাক্স!"

সে আনন্দে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে, কিন্তু তাব চোখদুটো ইতস্ততঃ করছে।

ভাসিয়া স্তম্ভিত হয়ে গেল।

"মিতিয়া! তোমার বাবা তোমাকে মারবেন।"

"হুঁ, মারবেন ? তিনি আমাকে সহজে ধরতে পারবেন ভাব ?

ভাসিয়া সিঁড়ি বেয়ে উঠল। সে স্থির করে ফেলেছে যে, দুনিয়ায় মাত্র একটি মানুষই এই টিনের বাক্সের বেয়াড়া সমস্যাব সমাধান করতে পারে—তিনি হলেন সমস্ত করুণা ও জ্ঞানের উৎস তার বাবা ফিয়োদর নাজারভ।

ভাসিয়ার মা ছেলেদের দেখে আশ্চর্য হলেন।

"ও, তুমি দেখছি অতিথি সঙ্গে করে এনেছ! এই মিতিয়া নাকি? বেশ, বেশ! ওমা নিজেদের দিকে তাকিয়ে দেখ একবার! কি করে বেড়াচ্ছিলে? চিমনি পরিষ্কার করছিলে?"

"আমরা লড়াই করছিলাম," ভাসিয়া বলল।

"বেশ, দেখবার মত চেহারা হয়েছে বটে! ফেদিয়া, এসে দেখ একবার!"

বাবা এসে দেখে হাসিতে ফেটে পড়লেন।

"ভাসিয়া এখুনি স্নান করে ফেল!"

"যুদ্ধ হচ্ছিল বাবা! তুমি জান আমরা ওদের ঝাণ্ডা দখল করেছি—মিতিয়া আর আমি।"

"আমি এসব কথা এখন শুনতেও চাই না। সৈন্যরা আগে স্নান করে পরিচ্ছন্ন হবে, তারপর কথা বলবো।"

খাবার ঘরের দরজাটা অর্ধেক ভেজিয়ে মাথাটা বাইরে বের করে তিনি কৃত্রিম কঠোরতার সঙ্গে বললেন: "আমি তোমাদের খাবার ঘরে ঢুকতে দেব না। মারুশা ওদের সোজা জলের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দাও! আর এটাকেও ধোলাই কর, ইস, কী কালো কিম্ভিম্বি। এটা কি সেই টিনের বাক্সটা নাকি? আ-হা···তাই তো দেখছি! না, আমি তোমাদের মত একজোড়া ছোট লোকের সঙ্গে কথাই বলব না।"

মিতিয়া অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সবচেয়ে বেপরোয়া যুদ্ধেও যে ভয় হয়, তার চাইতেও বেশী ভয় হয়েছে তার। হতচকিত দৃষ্টিতে সে দরজার দিকে পিছু হইতে শুরু করল, কিন্তু ভাসিয়ার মা তাঁর হাত দিয়ে তার গলা জড়িয়ে বললেন।

"ভয় পেয়োনা, মিতিয়া, স্নানটা সাধারণ স্নানই হবে।"

একটু পরেই মা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে তাঁর স্বামীকে বললেন, "তুমি মিতিয়ার চুলটা ছেঁটে দেবে ? ওর চুল পরিষ্কার করা অসম্ভব···

"ওর মা-বাবা এরকম হস্তক্ষেপে আপত্তি করবেন না তো ?"

"ও, তা করুক ! ছেলেকে মারার সময় তাদের মনে থাকে না। ওর সারা গায়ে মারের দাগ।"

কাবার্ড থেকে চুল ছাঁটবার কলটা নিয়ে উৎফুল্ল ভাবে নাজারভ বললেন, "বেশ, তাহলে আমরা হস্তক্ষেপ করব।"

পনরো মিনিটের মধ্যে দেখা গেল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গোলাপী রঙের সুদর্শন দুজন স্কাউট টেবিলের পাশে বসে, নিজেদের দুঃসাহসিক অভিযানের গল্পে তারা এত মত্ত যে মুখে কিছু রুচছেই না।

ছেলেদের গল্প শুনতে শুনতে নাজাবভ কখনও বিস্ময় ও ভয় প্রকাশ করছেন, কখনও সহানুভূতি দেখাচ্ছেন, কখনও হাঁস ফাঁস করছেন, কখনও বা হেসে উঠছেন। এইভাবে নাজারভ সৈনিক জীবনের ভাগ্য বিবর্ত্তনের অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে চললেন।

তারা খাওয়া শেষ করতে না করতেই সেরিয়োঝা দৌড়ে এল।

"আমাদের বীরেরা কোথায় ? এখনি চলে এস, যে কোনও মুহূর্তে দূতরা হাজির হবে···"

"দূতরা ?" নাজারভ তাঁর বেল্টের নীচে জামাটা টেনে সোজা করে দিয়ে গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন। "আমি গিয়ে দেখতে পারি ?"

উত্তর বাহিনীর সমস্ত সৈন্য দূতদের সম্বর্দ্ধনা জানাতে হাজির হল। তাদের কোন বিউগ্‌ল নেই, সত্যি, কিন্তু মাছি-পর্বতের চূড়ার উপর উত্তর বাহিনীর ঝাণ্ডা উড়ছে !

কিন্তু দূতরা পৌছাবার আগে ওলেগের মা রঙ্গমঞ্চে আবিভূ‍ত হলেন।

তিনি উত্তর বাহিনীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ওলেগ কোথায় ? সে কি তোমাদের সঙ্গে ছিল ?"

সেরিয়োঝা প্রশ্নটা এড়াবার চেষ্টা করল।

"আপনি তো তাকে খেলতে দেন নি।"

"তা দিই নি, কিন্তু ওর বাবা বলেছিলেন যে ও খেলা দেখতে পারে…"

"সে আমাদের সঙ্গে ছিল না…"

"ওলেগকে দেখেছ তোমরা, ছেলেরা!"

লিয়োভিক জবাব দিল, "সে এখানে ঘোরাঘুরি করছিল। ওরা তাকে বন্দী করেছে।"

"কারা তাকে বন্দী করেছে?"

"কেন, দক্ষিণীরা…"

"তারা কোথায়? সে এখন কোথায় আছে?"

মিতিয়া বলল, "সে বিশ্বাসঘাতক। সে ওদের সব বলে দিয়েছে—এখন ফিরে আসতে ভয় পাচ্ছে। আর ফিরে না আসাই তার ভাল!"

কুরিলোভস্কায়া সন্ত্রস্তভাবে মিতিয়ার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

মিতিয়ার মাথাটা এখন একটা পরিষ্কার সোনার আপেলের মত চকচক করছে, এবং তার তীক্ষ্ণ সংকল্পবদ্ধ ছোট্ট চোখ দুটিকে আর উদ্ধত মনে হচ্ছে না; মনে হচ্ছে জীবন্ত ও সূক্ষ্মদর্শী। নাজারভ আরও ঘটনার জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছেন, ঝড়ের বেগে ঘটনাগুলি ঘটতে থাকবে বলে তাঁর বোধ হচ্ছে। সুন্দর সন্ধ্যার আকর্ষণে কান্দিবিনও তাঁর ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে পড়েছেন। নতুন চটপটে মিতিয়াকে দেখে তাঁর মন সায় দিল না, কিন্তু কোন কারণে তিনি তাঁর পিতৃত্বের অধিকার খাটাতে ব্যস্ত হলেন না বলে মনে হল।

কুরিলোভস্কায়ার চারপাশে যারা রয়েছে, ওলেগের ভাগ্য সম্পর্কে তাদের ঔদাসীন্যে বিহ্বল হয়ে কুরিলোভস্কায়া উদ্বিগ্নভাবে চারদিকে তাকাতে লাগলেন। নাজারভের কৌতূহলী দৃষ্টির সম্মুখীন হয়ে তিনি তাড়াতাড়ি তাঁর কাছেই গেলেন।

"কমরেড নাজারভ, বলুন তো আমি কি করি! আমার ওলেগের পাত্তা নেই। সত্যি সত্যিই আমি ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছি। সেমিয়ন পাভলোভিচ এখনও এ সম্বন্ধে কিছুই জানেন না।"

"ওরা তাকে বন্দী করেছে", স্মিতহাস্যে নাজারভ বললেন।

"কী ভয়ানক কথা! বন্দী করেছে! ভাবুন তো, ছেলেটাকে ঐভাবে টানতে টানতে নিয়ে গেছে! কেন, সে তো খেলতেও যায় নি!"

"সেই তো আসল কথা, তার খেলাই উচিত ছিল। তাকে খেলতে না দিয়ে আপনারা ভুল করেছেন।"

"সেমিযন পাভলোভিচ খেলতে দেবার বিরোধী ছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে এই খেলাটা ভয়ানক খেলা!"

"খেলায় ভয়ানক কিছুই নেই, আপনাদের মনোভাবটাই ভয়ানক। বাচ্চাদেব এই বকম অবস্থায় ফেলা নিশ্চয়ই ঠিক নয়।"

"কমবেড নাজারভ, ছেলেপিলে সব রকম গোলমাল পাকিয়ে তোলে। আপনি অন্ধের মত তাদেব অনুসবণ করতে পারেন না।"

"অন্ধের মত কেন? আপনাব চোখ বুঁজে থাকার দবকার নেই। কিন্তু ছেলেপিলেকে তাদেব নিজস্ব জীবন যাপন করতে দিতেই হবে ··"

ইতিমধ্যে গেটটা খুলে গেল। গম্ভীর মূর্তি তিন জন দূত প্রবেশ করল। তাদেব পিছনে দেখা গেল কাদা-মাখা অশ্রুসিক্ত ওলেগের মূর্তি। তাকে বড কাতর দেখাচ্ছে। তার মা রুদ্ধশ্বাসে তার দিকে দৌড়ে গেলেন। হাত দিয়ে তাকে জাপটে ধরে তিনি তাকে বাড়ি নিয়ে চললেন, আর ওলেগ প্যান প্যান করতে করতে ছেলেদের দিকে তার আঙুল দিয়ে দেখাতে লাগল।

কিন্তু ওলেগকে নিয়ে ছেলেদের মাথা ঘামাবার সময় নেই। দক্ষিণী বাহিনী অশ্রুতপূর্ব দাবি করছে: ঝাণ্ডা ফেরত দিতে হবে এবং উত্তর বাহিনীকে স্বীকার করতে হবে যে তাবা হেরেছে। দূতদের মতে, সেদিন আর লড়াই করবে না এই প্রতিশ্রুতি দেওয়াতেই ভাসিয়া ও মিতিয়াকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল; তাদের বিশ্বাস করা হয়েছিল, কিন্তু তারা কথা রাখে নি।

" 'কথা দেওয়া' বলতে তোমরা কি বোঝাতে চাও?" রাগতভাবে চেঁচিয়ে উঠল সেরিয়োঝা, "যুদ্ধ যুদ্ধই!"

টুপীতে পালক-লাগানো ছেলেটি অকপট ক্রোধে চেঁচিয়ে উঠল, "কি ? কথা দিয়ে সেই কথার খেলাপ করবে তোমরা ?"

"হয়ত ওরা মতলব করেই কথা দিয়েছিল ? তোমাদের ঠকাবার জন্যে হয়ত ওরা মতলব করেই কথা দিয়েছিল !"

কথা দেওয়া ?! ওহো, তোমরা এই রকম! সে হয় না, একবার কথা দিলে তোমাকে তা রাখতেই হবে…"

"ধর, একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। তোমরা ফ্যাসিস্টদের হাতে বন্দী হলে ?— তারা বলল : আমাদের কথা দাও! কেমন ? তাহলে তোমাদের কথা রাখার ব্যাপারে তোমরা কি করবে ?"

আকাশের দিকে বাহু আস্ফালন করে নায়ক বলল, "ও, এই তোমাদের যুক্তি, তাই না। ফ্যাসিস্টরা বন্দী করলে! কিন্তু আমরা কারা ? আমাদের মধ্যে কি সন্ধি হয়েছিল ? আমাদের সন্ধিপত্রে বলা হয়েছে, আমরাও লাল দল, তোমরাও লাল দল, কোন ফ্যাসিস্ট তো নেই। ফ্যাসিস্ট বটে !"

শেষ যুক্তিতে বিব্রত হয়ে সেরিয়োঝা ভাসিয়া ও মিতিয়ার প্রতি আবেদন জানাল।

"তোমরা কি কথা দিয়েছিলে ?"

মিতিয়া অবজ্ঞাভরে শত্রুপক্ষের নায়কের দিকে চোখ পাকাল।

"আমরা, কথা দিয়েছিলাম ?"

"দাও নি তোমরা ?"

"অবিশ্যিই দিই নি।"

"দিয়েছিলে !"

"না, দিই নি !"

"তাহলে আমি তোমাদের বলি নি যে তোমরা কথা দাও !"

"কি বলেছিলে তুমি তখন ?"

"কি বলেছিলাম ?"

"মনে করতে পার তুমি কি বলেছিলে ?"

"পারি।"

"না, তুমি পার না।"

"ওহো, তা পারব কেন ?"

"বেশ, আমাদের বল তাহলে !"

"আমি বলব, কিন্তু আমি কি বলেছিলাম বলে তোমার ধারণা ?"

"তা বলব না। তুমি আমাদের বল, যদি তোমার স্মরণ থাকে····· "

"ভাববার কিছু নেই, আমার মনে আছে ; কিন্তু তোমার ধারণাটা কি ?"

"আহা ? আমার কি ধাবণা ? তুমি বলেছিলে : তোমাদের সৈন্যদলে তোমরা ফিরে যাবে না আমাকে এই কথা দাও। ও তাই বলেছিল না, ভাসিয়া ?"

"তফাৎটা কি হল ?"

কিন্তু শত্রুপক্ষের তখন হার হয়েছে। উত্তর বাহিনীর লোকেরা জোরে হাসছে আর চীৎকার করছে।

"কেমন এসে পড়ল ওরা ! কথা দেওয়া ! এ হল ধূর্তামি, বুঝলে !"

সেখানে গম্ভীর লোক বলে যদি কেউ থেকে থাকেন, তিনি হচ্ছেন কান্দিবিন। তিনি পযন্ত হাসিতে ফেটে পড়লেন।

"ক্ষুদে শয়তান সব ! ওতেই ওদের শেষ করেছে ! কিন্তু আমার ছেলের মাথাটা এমনভাবে কামিয়ে দিল কে ?"

নাজারভ সাড়া দিলেন না। কান্দিবিন ছেলেদের আরও কাছে গেলেন। ওদের খেলায় তিনি মজা পেতে শুরু করেছেন। উত্তর পক্ষের পাল্টা-প্রস্তাব শুনে তিনি খুব একচোট হেসে নিলেন। তাঁর হাসিটা শিশুর মতই সরল ও প্রবল, মাঝে মাঝে তিনি হাসতে হাসতে নুয়ে পড়ছিলেন, এমনকি হাঁটু দুটো পর্যন্ত গুটিয়ে ফেলছিলেন।

উত্তর পক্ষ প্রস্তাব করল, তাদের ঝাণ্ডা তিনদিন ধরে মাছি-পর্বতের উপর উড়বে, তারপর তারা শত্রুপক্ষের ঝাণ্ডা ফেরৎ দিয়ে নতুন যুদ্ধ শুরু করবে। আর এতে যদি শত্রুপক্ষ রাজী না হয়, তাহলে—"মাছি-পর্বত আমাদের !"

দূতেরা এই প্রস্তাবে বিদ্রূপ প্রকাশ করল।

"বটে! তোমরা মনে কর আমরা নতুন ঝাণ্ডা বানাতে পারব না? কেন, চাও তো আমরা এক ডজন বানিয়ে ফেলব! কাল মাছি-পর্বতের উপর কাদের নিশান উড়বে তা তোমরা দেখতে পাবে!"

"দেখে নেব আমবা!"

"আমরাও দেখব।"

বিদায় সম্ভাষণের অনুষ্ঠানটা একটু তাড়াহুড়ো করেই সারা হল; দূতেরা ক্রুদ্ধভাবে বিদায় নিল, এবং উত্তব পক্ষ সামরিক আদবকায়দার নিয়মকানুন আদৌ গ্রাহ্য না করে তাদের পিছন থেকে চেঁচিয়ে বলল: "ইচ্ছে হয় তো দশটা ঝাণ্ডা বানিয়ো, ওসব আমাদেরই হবে।"

সেরিয়োঝা তার সৈন্যদের বলল, "বুঝলে, আগামীকাল, নজর রেখো! শক্ত ধাক্কা সামলাতে হবে আমাদের।"

কিন্তু আগামীকাল পর্যন্ত তাদের অপেক্ষা করতে হল না।

সেমিয়ন পাভলোভিচ কুরিলোভস্কির ফ্লাট থেকে ধাপে ধাপে লম্বা সিঁড়ি নেমে এসেছে নীচে। সিঁড়ির মাথায় দেখা দিলেন পরিকল্পনা-বিভাগের প্রধান স্বয়ং সেমিয়ন পাভলোভিচ কুরিলোভস্কি। তাঁর বিশাল বপু রাগে কাঁপছে। তাঁর পিছনে পিছনে সিঁড়ি দিয়ে টলতে টলতে নামছে ওলেগের দলিত মূর্তি।

সেমিয়ন পাভলোভিচ তাঁর হাত তুলে কর্তৃত্বের কড়া স্বরে বললেন: (প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে, এটা তাঁর বিশাল দেহের সঙ্গে মানাল না)

"এই ছোকরারা, শুনছ! এক মিনিট সবুর কর, এক মিনিট সবুর কর, আমি তোমাদের বলছি।"

"কি হল উনি চেঁচাচ্ছেন কেন? কে উনি?"

"দেখ, উনি কি রকম ক্ষেপে গেছেন! উনি হলেন ওলেগের......"

সিঁড়ির শেষ ধাপে পৌঁছতে না পৌঁছতেই সেমিয়ন পাভলোভিচ চীৎকার করতে লাগলেন: "ভয় দেখানো! যন্ত্রণা দেওয়া! মারধর

করা! এইসব করবে তোমরা! মারধর করা কাকে বলে তোমাদের দেখাচ্ছি।"

তিনি ছেলেদের দিকে দৌড়ে গেলেন।

তোমাদের মধ্যে নাজারভ কে? কোথায় নাজারভ!"

কেউ কথা বলল না।

"কে নাজারভ, বল বলছি?"

ভাসিয়া ভয় পেয়ে বাবার দিকে ফিরে তাকাল। কিন্তু বাবা তখন এমন ভান করলেন যেন এ ব্যাপারে তাঁর কোন আগ্রহই নেই। ভাসিয়ার মুখটা লাল হয়ে গেল। বিস্মিত মুখ তুলে সে কেমন যেন একঘেঁয়ে স্বরে বলল:

"নাজারভ? আমিই নাজারভ!"

কুরিলোভস্কি গর্জন করে উঠলেন, "আ-হা, তুমিই হলে নাজারভ! তা হলে তুমিই আমার ছেলেকে ভয় দেখিয়েছ? আর অন্যটি কোথায়? কান্দিবিন? কান্দিবিন কোথায়?"

মিতিয়া পিছন দিকে মাথা ঘুরিয়ে ক্রুদ্ধ কুরিলোভস্কির দিকে এক-দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল।

"আপনি চেঁচাচ্ছেন কেন? আমিই কান্দিবিন, কি হয়েছে তাতে?"

কুরিলোভস্কি লাফ দিয়ে মিতিয়ার দিকে গিয়ে এত জোরে তার কাঁধ চেপে ধরলেন যে, মিতিয়া তাঁর চার পাশে ঘুরপাক খেয়ে সোজা সেরিয়োঝার কোলের মধ্যে গিয়ে পড়ল। সেরিয়োঝা মিতিয়াকে নিজের পিছনে চালান করে দিয়ে তার হাসিমাখা বুদ্ধি-দীপ্ত মুখে কুরিলোভস্কির সামনে দাঁড়াল।

"কোথায় গেল সে? তুমি ওকে লুকোচ্ছ কেন? তোমরা একসঙ্গে মিলেই বুঝি ভয় দেখিয়েছ?"

কুরিলোভস্কি এমন হাস্যকর ভাবে সেরিয়োঝার পিছনে উঁকি মেরে দেখতে লাগলেন এবং মিতিয়া এমন চতুরের মত নিজেকে লুকিয়ে ফেলল যে, সমস্ত

ছেলে হো হো করে হেসে উঠল। কুরিলোভস্কির মুখ টকটকে লাল হয়ে উঠল। চারিদিকে তাকিয়ে তিনি বুঝলেন যে, নিজেকে যদি একেবারে বোকা বানাতে না হয় তাহলে তাঁকে তাড়াতাড়ি সরে পড়তেই হবে। আর এক মুহূর্ত পরেই সম্ভবতঃ তিনি ছুটে নিজের পড়ার ঘরে গিয়ে তাঁর রাগের ঝাল ঝাড়তেন, কিন্তু তখনই মিতিয়ার বাবা তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন।

নিজের মাথাটা পিছনে হেলিয়ে এবং হাত দুটো পিছনে রেখে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "আমার ছেলেকে দিয়ে আপনার কি দরকার বলুন তো?" তাঁর চোখা কণ্ঠমণি দেখা যাচ্ছে।

"কি? কি চাই আপনার?"

"আমি কিছুই চাই না, আমি জিজ্ঞাসা করছি আমার ছেলেকে দিয়ে আপনার কি দরকার? আমার নাম কান্দিবিন।

"ও, তা হলে ওই হল আপনার ছেলে?"

মিতিয়া জোবে বলে উঠল, "উরে, বাবা ওকে মারল বলে!"

আবার হাসির হররা উঠল।

নাজারভ দ্রুত পা চালিয়ে দুই বাপেব কাছে এসে হাজির হলেন। একজোড়া লড়ুয়ে মোরগের মত তাঁরা ইতিমধ্যে মারমুখী হয়ে পরস্পরের দিকে এগিয়ে এসেছেন। ভাসিয়া তার বাবাকে চিনতে পারলনা বললেই হয়। জোর গলায় না হলেও ক্রুদ্ধ কণ্ঠেই নাজারভ বললেন, "কি হচ্ছে এখানে? এখুনি থামুন বলছি। চলে আসুন, আমরা আলোচনা করে ব্যাপারটার ফয়সালা করা যাবে।" বাবাকে এমন ক্রুদ্ধ কণ্ঠে কথা বলতে ভাসিয়া আগে কখনও শোনেনি।

কান্দিবিন তাঁর ভঙ্গী ত্যাগ করলেন না, কিন্তু কুরিলোভস্কি দ্রুত উপলব্ধি করলেন যে, এই হল বর্তমান অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাবার শ্রেষ্ঠ-পন্থা।

তিনি চটপট সম্মতি জানালেন, এতই চটপট যে নিজে টেরই পেলেন না। বললেন, "খুব ভাল কথা। আসুন, আমার পড়ার ঘরে আসুন।"

তিনি তাঁর বাড়ির সদর দরজার দিকে এগোলেন, কান্দিবিন তাঁর কাঁধ ঝাঁকালেন।

"যাও……"

নাজারভ বললেন, "আসুন, আসুন, এলে ভালই হবে!"

"কচু হবে!" বলে কান্দিবিন কুরিলোভস্কিব পিছনে পিছনে চললেন।

সবার শেষে সিঁড়িতে উঠলেন নাজারভ। তিনি যখন উঠছেন, তখন শুনতে পেলেন, ছেলেদের স্তব্ধ ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন চীৎকার করে বলছে: "বেশ ভালই হল! ভাসিয়া উনি বুঝি তোমাব বাবা? এমন বাপই আমার ভাল লাগে!"

নিজের পড়ার ঘরে সেমিয়ন পাভলোভিচ অবশ্য চেচামেচি বা হৈচৈ করতে পারেন না—যতই হোক, নেহাৎই একটা ছেলের জন্য তাঁর একান্ত বাঞ্ছিত মর্যাদার গাম্ভীয নষ্ট করা যেতে পারে না। ভদ্রভাবে তিনি চেয়ারগুলি দেখিয়ে দিয়ে নিজে লেখাব ডেস্কের পিছনে বসে পড়ে মৃদু হাসলেন।

"এই ছেলেগুলো যে কোনও লোকের মাথা খারাপ করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট।"

কিন্তু গৃহস্বামীর স্মিত হাসি অতিথিদের মধ্যে কোন সাড়া জাগাল না। নাজারভ ভ্রূ জোড়া নীচু করে তাঁর দিকে তাকালেন।

"আপনার মাথা খারাপ করেছে ওরা তাই না? আপনার আদৌ কোন জ্ঞানগম্যি আছে?"

"তার মানে?"

"আপনি ছেলেদেব বকলেন, ধরে ঝাঁকুনি দিলেন। এর মানে কি? আপনি কি হয়েছেন বলে মনে করেন।"

"আমার ধারণা, আমার নিজের ছেলেকে আমি রক্ষা করতে পারি।"

নাজারভ উঠে দাঁড়িয়ে অবজ্ঞাভরে তাঁর হাত নেড়ে বললেন:

"কার কাছ থেকে তাকে রক্ষা করছেন আপনি? কতদিন তাকে আপনি হাত ধরে নিয়ে চলবেন? তার সারা জীবন ধরে?"

"আপনি কি মনে করেন?"

"আপনি ওকে খেলতে দেন না কেন?"

এ কথায় কুরিলোভস্কিও উঠে দাঁড়ালেন।

"কমরেড নাজারভ, আমার ছেলের কথা আমি বুঝব। আমি তাকে খেলতে দিই নি, ব্যাস চুকে গেছে। আশা করি আমার কর্তৃত্বের এখনও কিছু কদর আছে।"

নাজারভ দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। বেরিয়ে যাবার সময় তিনি ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, "শুধু মনে রাখবেন: আপনার ছেলেটি একটি কাপুরুষ ও স্বপক্ষত্যাগী হয়ে উঠবে।"

"এটা একটু কড়াভাবে বলা হল, তাই নয় কি?

"আমার কথা বলার ধরন এই রকমই।"

কথাবার্তা খুব সংযতভাবে চলছিল না। এই সময়টা কান্দিবিন চুপ করে তার চেয়ারে বসেছিলেন। শিক্ষাতত্ত্বের সূক্ষ্ম বিষয়গুলির মধ্যে প্রবেশ করার কোন বাসনা তাঁর ছিল না। আবার কুবিলোভস্কিকে তাঁর ছেলে ঠ্যাঙাতে দিতেও তিনি পারেন না। সঙ্গে সঙ্গে কর্তৃত্ব সম্পর্কে কুরিলোভস্কির কথাগুলিতে তিনি খুব খুসী হয়েছেন। এমনকি তিনি "ঠিক কথা—কর্তৃত্ব!" এ কথাটি বলবারও সময় পেয়েছেন।

কিন্তু নাজাবভ চলে যাবার পর, নীতির দিক থেকে তিনি আর থাকতে পারেন না। সিঁড়ি দিয়ে তিনি যখন নামছেন, তখন নাজারভ তাঁকে বললেন: "শুনুন, স্তেপান পেত্রোভিচ, আপনি একজন ভদ্র লোক এবং একজন ভাল কারিগর। আপনাকে আমি যথেষ্ট শ্রদ্ধা করি; কিন্তু আবার যদি আপনি আপনার ছেলেকে মারেন, তা হলে শহর ছেড়ে যাওয়াই আপনার ভাল, কারণ আপনাকে আমি জেলে পুরব। বলশেভিক হিসেবে আমার কথা আপনি গ্রহণ করবেন।"

"বলে যান, কিন্তু আপনি ভয় দেখাবার কে?"

"আমি জেলে পুরবই আপনাকে, স্তেপান পেত্রোভিচ।"

"কী আপদ! আমাকে খোঁচাখুচি করা কেন? তাকে আমি মারি মানে কি?"

"আজ ও আমাব বাড়িতে স্নান করেছে। ওর সারা গায়ে মাবের দাগ।"

"কী বলছেন আপনি ?"

"ও চমৎকার ছেলে। আপনি যদি এই ভাবে চলেন তো আপনি ওব সর্বনাশ করবেন।"

"মাঝে মাঝে নিজের কর্তৃত্ব খাটাতে হয।"

"কর্তৃত্ব, কর্তৃত্ব, ও হল নির্বোধের নীতিবাক্য, আর আপনি তাই আওডাচ্ছেন। আপনি—একজন স্তাকানভপন্থী।"

"আপনি বড একগুঁয়ে লোক, ফিযোদর ইভানোভিচ! আমার বিরুদ্ধে লাগবার মত কি পেযেছেন আপনি ? ওদের সঙ্গে কিবকম ব্যবহার করতে হয তা ভগবানই জানেন।"

"চলুন আমাব বাড়ি আলাপ করা যাবে। পানীযও বয়েছে, আর গিন্নি আজ জ্যামেব পিঠে বানাচ্ছেন।"

"উপলক্ষটা ঠিক হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না, হয়েছে কি ?"

"ওতেই হবে।"

গলোভিন পরিবারে কর্তৃত্বের সমস্যাব স্থান গ্রহণ করেছে আমোদ-প্রমোদ। একটি নির্দিষ্ট ভাবাদর্শকে কেন্দ্র কবে এই আমোদ-প্রমোদ সংগঠিত হয়, সে ভাবাদর্শটি হল এই 'বাপ-মা ও ছেলেমেয়েদেব মধ্যে বন্ধুত্বেব সম্পর্ক থাকা উচিত।'

যদি সত্যিই এর উপব গুরুত্ব দেওয়া হয়, তাহলে এটা খারাপ নয়। বাপ ও ছেলে বন্ধু হতে পারে, তাদেব বন্ধু হওয়া উচিত। কিন্তু বাবা তবু বাবাই থাকবেন এবং ছেলে ছেলেই থাকবে, অর্থাৎ, ছেলেকে মানুষ কবে তোলা দরকার, আর বাবাই তাকে মানুষ করবেন, কাজেই বন্ধুব পদ ছাডাও তাঁব কয়েকটা বৈশিষ্ট্য থাকবে। কিন্তু মা ও মেযে যদি শুধু বন্ধু না হয়ে খেলাব সাথী হয়, আর বাপ ও ছেলে যদি নিছক বন্ধু না হয়ে হয় অন্তরঙ্গ সুহৃৎ, প্রায অভিন্নহৃদয় সাথী তা হলে এই অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি, সন্তান মানুষ কবে তুলবার জন্যে যে বৈশিষ্ট্যগুলির দবকার হয়, সেগুলি অলক্ষিতে লোপ পায়।

এবং গলোভিন পরিবারে এই বৈশিষ্ট্যগুলি লোপ পেয়েছে। এই পরিবারে কে যে কাকে মানুষ করছে তা ধরা কঠিন। আর যাই হোক, এটা দেখা যাচ্ছে যে, শিক্ষণ-বিজ্ঞানগত প্রকৃতির মনোভাব বেশীরভাগ প্রায়শই ছেলেমেয়েদের দ্বারাই অভিব্যক্ত হচ্ছে, কারণ বাপ-মা আরও বেশী ন্যায়সঙ্গত ভাবে খেলছেন, এবং 'খেলা খেলাই' এই চমৎকার বিধিটি মেনে চলছেন।

কিন্তু এই খেলাটি তার আদিম মনোহারিতা অনেকদিন হল হারিয়েছে। আগে "খারাপ বাপ! খারাপ মা!" এই ধরনের বুলি এত চমৎকার আর এমন মজাদার লাগত!

লালিয়া যেদিন তার বাবাকে গ্রিশকা বলে ডাকল, সেদিন পরিবারে কী আনন্দ, কী হাসির ঘটা! এ হল চমৎকার ভাবাদর্শের শিরোমণি; শিক্ষণ-বিজ্ঞানগত প্রতিভার পরাকাষ্ঠা: বাপ-মা ও সন্তানেরা বন্ধু হল! গলোভিন নিজে একজন শিক্ষক। এই রকম বন্ধুত্বকে বুঝবার সামর্থ্য তাঁর চেয়ে বেশী আর কারই বা আছে! এবং তিনি সেটা বুঝেছিলেন। তাঁকে বলতে শোনা যেত: "দুনিয়ায় প্রত্যেকটি নতুন জিনিসই নিউটনের আপেলের মত সরল! বাপ-মা ও ছেলেমেয়েদের সম্পর্ককে বন্ধুত্বের সম্পর্কের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করুন, দেখবেন সেই সম্পর্ক কত সরল, কত সুন্দর!"

দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই আনন্দ এখন অতীতের জিনিসে পরিণত হয়েছে। এখন বন্ধুত্বের ধাক্কায় গলোভিনদের দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে; এই বন্ধুত্ব তাদের শ্বাসরোধ করছে। কিন্তু মনে হচ্ছে পরিত্রাণ পাবার কোন পথ নেই: একজন বন্ধুকে বশ্যতা স্বীকার করাবার চেষ্টা করে দেখুন না।

পনরো বছর বয়সের লালিয়া তার বাপকে বলল: "গ্রিসকা, নিকোলায়েভদের ওখানে সান্ধ্য ভোজনের সময় আবার তুমি এক ঝুড়ি বাজে কথা বলেছ!"

"কী বাজে কথা?"

"কী বাজে কথা? কেন, সেই সব দর্শন টেনে আনা: 'ইয়েসেনিন ক্ষয়ের সৌন্দর্য!' শুনে আমার লজ্জা করছিল। এ সব এত পুরানো। ও হল ছোট

শিশুদের জন্যে। ইয়েসেনিনের কথা তোমরা কি জান? তোমরা বুড়োরা নেক্রাসভ আর গোগলদের নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পার না, তোমাদের আবার ইয়েসেনিনের পিছনে লাগা চাই ·····”

তাঁদের মধ্যে যে সম্পর্ক তার প্রত্যক্ষতা ও সরলতায় তিনি খুসী হবেন, না, সেই সম্পর্কের স্পষ্ট ইতরতায় তিনি তীব্র জ্বালা বোধ করবেন, তা গলোভিন জানেন না। মোটের উপর খুসী হলে বেশী শান্তিতে থাকা যায়। কখনও কখনও তিনি এই সমস্যায় মধ্যস্থতা পর্যন্ত করে থাকেন, কিন্তু ইতি-মধ্যেই তিনি আর একটি সমস্যায় মধ্যস্থতা করা ছেড়ে দিয়েছেন। সমস্যাটা হল: কি ধরনের ব্যক্তিকে তিনি মানুষ করছেন? বন্ধু-বন্ধু খেলা তার আপন গতিবেগে চলেছে, এবং চলেছে এই কারণে যে তিনি এ ব্যাপারে আর কিছুই করতে পারেন না!

গতবছর লালিয়া সাধারণ ইস্কুল ছেড়ে দিয়ে কলা বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। শিল্পিজনোচিত কোন ক্ষমতা তার নেই। সে শুধু মনে করে, ‘শিল্পী’ এই শব্দটি শ্রেষ্ঠতারই পরিচায়ক। গ্রিসকা ও ভার্কা দুজনেই একথা খুব ভাল ভাবেই জানেন। এ বিষয়ে তাঁরা লালিয়ার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টাও করেছিলেন, কিন্তু লালিয়া তাঁদের হস্তক্ষেপ গ্রাহ্যই করেনি।

“গ্রিসকা। আমি তোমাদের ব্যাপারে নাক গলাই না, তোমরাও আমার ব্যাপারে নাক গলাতে এস না! আর যাই হোক, শিল্পকলা সম্পর্কে তোমরা কি জান?”

লিয়োভিকই বা কি হচ্ছে? কে জানে! যাই হোক, সে তেমন একটা বন্ধুও নয়!

গ্রিসকা ও ভার্কার জীবন বিষণ্ণ ও অসহায় হয়ে উঠেছে। গ্রিসকা ঠাট্টা তামাসা দিয়ে এই জীবনকে ঢেকে রাখতে চেষ্টা করেন, কিন্তু ভার্কা তাও পারেন না। আজকাল তাঁরা কখনও শিক্ষায় যে মহান বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে তার কথা বলেন না এবং অন্য যে সব ছেলেমেয়ে অপেক্ষাকৃত কম বিপুল মাত্রায় বাপ-মায়ের বন্ধুত্ব আস্বাদন করেছে, গোপন হিংসার সঙ্গে তাঁরা তাদের লক্ষ্য করেন।

ভাসিয়া নাজারভকে দেখে তাঁরা অনুরূপ হিংসা বোধ করলেন।

এই মাত্র সে টিনের বাক্সটা হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকল। গলোভিন তাঁর খাতা-গুলি ফেলে রেখে ভাসিয়ার দিকে তাকালেন। শান্ত মনোহর দৃষ্টির এই জোয়ান ছেলেটিকে দেখতে ভাল লাগে।

"কি চাই তোমার, বাবা ?"

"আমি টিনের বাক্সটা এনেছি। এটা লালিয়ার। লালিয়া কোথায় ?"

"ঠিক , ঠিক, আমার মনে পড়েছে। তুমি তো ভাসিয়া নাজারভ ?"

"আ-হা…আর আপনি হচ্ছেন…কি নাম তো আপনার ?"

"আমি…আমার নাম হল গ্রিগরি কনস্তান্তিনোভিচ !"

"গ্রিগরি কনস্তান্তিনোভিচ ? কিন্তু ওরা আপনাকে যেন আর একটা কি নামে ডাকে…গ্রি-শকা। তাই না ?"

"হ্যাঁ আ। বেশ, বেশ, বসো। এবার তোমাদের খবর বল।"

"আমাদের এখন লড়াই চলছে। ওই ওখানে…মাছি-পর্বতে।"

"লড়াই ? আর ওটা কি পর্বত বললে ?"

"দেখুন তাকিয়ে। জানালা দিয়ে আপনি সব দেখতে পাবেন। ওই হল আমাদের ঝাণ্ডা।"

গলোভিন জানালার বাইরে তাকিয়ে পাহাড়ের উপর ঝাণ্ডা দেখতে পেলেন।

"কতদিন চলছে এই লড়াই ?"

"তা দুদিন হয়ে গেছে !"

"কারা লড়াই করছে ?"

"সব ছেলেরা। আপনার লিয়োভিকও আছে। কাল সে বন্দী হয়েছিল।"

"তাই নাকি ? বন্দী পর্যন্ত হয়েছে ? লিয়োভিক !"

পাশের ঘর থেকে লালিয়া এসে হাজির হল।

"আজ সকাল থেকে লিয়োভিকের পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না। দুপুরে সে খেতে পর্যন্ত আসে নি।"

"জোর লড়াইয়ের মধ্যে পড়ে গেছে নিশ্চয়ই, অ্যাঁ? আচ্ছা, ভাসিয়া তোমার টিনের বাক্সটা তোমার জন্যে এনেছে।"

"ও! ভাসিয়া, তুমি তাহলে টিনের বাক্সটা এনেছ! তুমিই ছেলে বটে!"

লালিয়া তার বাহু দিয়ে ভাসিয়াকে জড়িয়ে ধরে তাকে নিজের পাশে বসাল।

"আমার টিনের বাক্সটার বড্ড দরকার! কী লক্ষ্মী ছেলে তুমি! কেন তুমি এত লক্ষ্মী হলে বলতো? মনে পড়ে আমি তোমাকে কি রকম মেরেছিলাম? মনে পড়ে?"

"সে তেমন কিছু নয়। আমার লাগেও নি! তুমি কি সবাইকে মার? লিয়োভিককেও?"

"দেখ, গ্রিশকা, কী সুন্দর ছেলে। দেখ না!"

"দেখছি তো!"

"তোমার আর ভার্কার যদি এমন একটা ছেলে থাকত।"

"লালিয়া!"

"ও, তুমি শুধু ওই বলতে পার: "লালিয়া!" একটা ক্ষুদে শয়তানের বদলে আমার যদি এমন একটা ভাই থাকত। ও আজ সকালে আমার ছোট্ট সবুজ টাকার থলিটা নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দিয়েছে।"

"সত্যি, লালিয়া!"

"ও বিক্রি করে দিয়েছে। পঞ্চাশ কোপেকে কোন একটা ছেলের কাছে বিক্রি করেছে। আর নিজে এই টাকা দিয়ে একটা কাকের বাচ্চা কিনেছে। এখন বাচ্চাটাকে সিঁড়ির নীচে খোপের মধ্যে রেখে যন্ত্রণা দিচ্ছে। এই হল তোমার ছেলে মানুষ করা!"

"লালিয়া!"

"ওঁর দিকে তাকিয়ে দেখ, ভাসিয়া! উনি আর কিছু বলতে পারেন না। শুধু তোতা পাখির মত এক কথা বারবার আওড়ান!"

"লালিয়া!!"

ভাসিয়া জোরে হেসে উঠল, এবং গ্রিশকা যেন সত্যিই একটা অজানা বিদেশী পাখি এমনভাবে এক দৃষ্টিতে তাঁকে দেখতে লাগল।

কিন্তু গলোভিন ক্ষুব্ধ হলেন না, পিছনে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে ঘর থেকে বেরিয়েও গেলেন না। এমন কি তিনি বিনম্র ভাবে মৃদু হাসলেন।

"তোমার ও লিয়োভিককে বদলে এই ভাসিয়াকে আমি নেব।"

"গ্রিশকা! লিয়োভিকের সম্বন্ধে তুমি যত খুশী বলতে পার, কিন্তু আমার সম্পর্কে এমন কথা আর কখনও বলবে না!"

গ্রিশকা তাঁর কাঁধ ঝাঁকালেন। তিনি আর কীই বা করতে পারেন? ··

চত্বর এবং 'কুচুগুবি' দুজায়গাতেই ভাসিয়ার জীবন বয়ে চলল। উত্তর ও দক্ষিণ পক্ষের যুদ্ধে উভয় পক্ষই কখনও সৌভাগ্য কখনও দুর্ভাগ্যের অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। অনেক জয়পরাজয় ও বীরত্বপূর্ণ কার্যকলাপ সংঘটিত হয়েছে। বিশ্বাসঘাতকতারও পরিচয় পাওয়া গেছে। লিয়োভিক উত্তর পক্ষের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে; শত্রুপক্ষে সে নতুন বন্ধু পেয়েছে; হয়ত তারা বন্ধুও না, আর কিছু। তিনদিন পরে যখন সে আবার উত্তর বাহিনীর সৈন্য শ্রেণী-ভুক্ত হতে চাইল তখন সেরিয়োঝা স্কলকোভস্কি তাকে সামরিক আদালতে হাজির করার হুকুম দিল। লিয়োভিক আদেশ মেনে নিল, কিন্তু কোন ফল হল না। আদালত এই রকম বিশ্বাসঘাতকতা ক্ষমা করতে অনিচ্ছুক; লিয়োভিককে তার মর্যাদা ফিরিয়ে দিতে আদালত অস্বীকার করল। লিয়োভিক রাগ করল না, মেজাজও খারাপ করল না, বরং সে এক নতুন আমোদে মেতে গেল। 'কুচুগুরি'র প্রান্তে সে এক গুহা খুঁড়তে শুরু করল এবং সেই গুহা সম্পর্কে অনেক গল্প বলতে লাগল। গুহাতে কি রকম টেবিল ও শেল্‌ফ আছে তার বর্ণনা দিল, কিন্তু তারপর সকলেই গুহার কথা ভুলে গেল, এমন কি লিয়োভিক নিজেও।

যুদ্ধ এত দীর্ঘকাল ধরে চলল না যাতে কোন এক পক্ষের পরাজয় ঘটতে পারে। সামরিক কার্যকলাপ সুদূর দক্ষিণে পরিচালিত হবার সময় বিরোধী সৈন্যবাহিনী একটি চমৎকার হ্রদ দেখতে পেয়েছিল। হ্রদের কূলে কূলে ঘাস

বিছানো ; এবং হ্রদ ছাড়িয়ে সামনে দেখা যায় চেরীর বাগান, খড়ের গাদা, কূয়ো আর কুটীর—কোরচাগি গ্রাম।

দক্ষিণ-পক্ষের উদ্যোগে অবিলম্বে যুদ্ধাবসানের এবং নতুন দেশ আবিষ্কারের জন্য অভিযান সংগঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হল। ভাসিয়ার বাবা এই অভিযানে অংশ গ্রহণের সিদ্ধান্ত করাতে অভিযান বিরাট আকার ধারণ করল। নিছক খুসীতে হাসতে হাসতে ভাসিয়া কয়েকদিন ধরে চত্বরময় ঘুরে বেড়াল।

ভোর চারটে থেকে একেবারে সন্ধ্যা পযন্ত অভিযান চলল। এই অভিযানের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ লাভ হল কোরচাগিতে এক অতি শক্তিশালী সংগঠনের আবিষ্কার। এই সংগঠন দেখে সেরিয়োঝা স্কলকোভস্কি চেঁচিয়ে বলল : "লড়াই করার লোক এখানে আছে বটে ! এই তো আমি চাই !"

কোরচাগিবাসীদের নিজেদের ফুটবল খেলার মাঠ আছে, আর সেই মাঠে আছে সত্যিকারের গোল-পোষ্ট। এই রকম উচ্চস্তরের সভ্যতার দৃশ্য দেখতে পেয়ে অভিযানকারীরা সত্যিসত্যিই স্তম্ভিত হয়ে গেল। কোরচাগির কয়েকটি ছেলে বন্ধুত্ব-মূলক ম্যাচ খেলার প্রস্তাব করল, কিন্তু এই সাদর আমন্ত্রণের জবাবে অভিযানকারীরা লজ্জায় মুখ লাল করল মাত্র।

জীবন এগিয়ে চলল, ভাসিয়াকে সঙ্গে নিয়েই চলল। তার খেলনার রাজ্যে মোটর গাড়ি ও ট্রেণগুলি তখনও দাঁড়িয়ে; বুড়ো ও ভেঙ্গে-চুরে যাওয়া ভাংকা-স্তাংকা তাদের পাহারা দিয়ে চলেছে ; পুল তৈরী করার মালমসলা এবং সুন্দর বাক্সের মধ্যে ছোট ছোট পেরেকগুলি তেমনি সাজানো রয়েছে—কিন্তু ইতিমধ্যেই তারা অতীতের জিনিসে পরিণত হয়েছে।

মাঝে মাঝে ভাসিয়া তার খেলনার রাজ্যের সামনে দাঁড়িয়ে রাজ্যের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভাবে, কিন্তু সেই ভবিষ্যৎ আর তার মনে উদ্দীপনার স্বপ্ন জাগায় না। ভাসিয়া চত্বরে ছেলেদের সঙ্গে মিলবার জন্য বাইরে বেরিয়ে পড়ার তাগিদ অনুভব করে। সেখানে যুদ্ধ চলছে, সেখানে তারা দোলনা তৈরী করছে, সেখানে তারা শুনছে নতুন নতুন কথা—"ইনসাইড-রাইট" ও "হাফব্যাক" ;

আর সেখানে তারা এর মধ্যেই শীতকালে পাহাড়ের বরফ-ঢাকা ঢালু গা বেয়ে পিছলে নীচে গড়িয়ে পড়ার স্বপ্ন দেখছে।

একদিন বাবা ও ছেলে একসঙ্গে খেলনার রাজ্যের সামনে দাঁড়ালেন। বাবা বললেন, "ভাসিয়া, দেখে মনে হচ্ছে, বড় হলে তুমি পুলটা তৈরী করবেই—তখন এটা সত্যিকারের নদীর উপর সত্যিকারের পুল হবে।"

ভাসিয়া এক মুহূর্ত ভেবে নিল। গম্ভীর ভাবে বলল, "সে আরও ভাল হবে। কিন্তু আমাকে প্রথমে অনেক পড়াশুনো করতে হবে…এটাকে তৈরী করার জন্যে। কিন্তু এখন কি হবে?"

"এখন আমরা একটা শ্লেজ তৈরী করব। শিগগিরি বরফ পড়বে।"

"একটা আমার জন্যে, আর একটা মিতিয়ার জন্যে।"

"বটেই তো। বেশ, তা হলে সেই কথাই রইল। এখন আর একটা কথা বলি শোন : এইবার গরমেব সময়টা তুমি কাজে একটু ঢিল দিচ্ছ।"

"কেমন?"

"তুমি শেল্‌ফগুলো ঝাড়পোঁচ কবছ না বললেই চলে। কাগজগুলো ভাঁজ করে রাখা হয় না, ফুলের গাছগুলোয় জল দেওয়া হয় না। তুমি এখন বেশ বড় সড় হয়েছ, তোমার কাজ যাতে বাড়ে তাই আমাদের দেখতে হবে। সকালে ঘরগুলো তোমায় ঝাঁট দিয়ে ফেলতে হবে।"

ভাসিয়া বলল, "একটা ভাল ঝাঁট দেওয়ার বুরুস কিনে দিও তা হলে, কান্দিবিনদের মত, বুঝলে।"

"ওটা বুরুস না, ওটা হল ঝাঁটা," তার বাবা ভুল শুধরে দিলেন।

আজকাল কান্দিবিন পরিবার রীতিমত নবযুগের অভিজ্ঞতা লাভ করছে। এই নবযুগের প্রতীক হল ঝাঁটা। নাজারভদের ওখানে পিঠে ও ভদ্‌কা খাবার পর দিন কান্দিবিন এই ঝাঁটাটি কেনেন। ভাসিয়ার বাবার সঙ্গে আলোচনার সময় তিনি আরও একগুঁয়ে হতে পারতেন, কিন্তু যদি টেবিলের উপর থাকে সুরাপাত্র আর টক ক্রীমে ভর্তি বড় জামবাটি, এবং যদি গৃহকর্ত্রী সদয়ভাবে আপনার প্লেটে এক ডজন পিঠে দিয়ে বলেন: "আপনার

মিতিয়া কী চমৎকার ছেলে! ও ভাসিয়ার বন্ধু হওয়াতে আমরা খুব খুসী হয়েছি”—তা হলে অমন একগুঁয়ে কি করে হওয়া যায় বলুন!

তাই কান্দিবিন অকপটভাবেই বাধ্য অতিথি হবার চেষ্টা করেছিলেন এবং নাজারভ যা বলেছিলেন তা তাঁর ভালও লেগেছিল। নাজরাভ রেখে-ঢেকে কথা বলেন নি।

‘আমাকে বাধা দেবেন না! আপনার চেয়ে আমি বেশী লেখা পড়া জানি, দেখেওছি অনেক বেশী। আমার কাছ থেকে যদি উপদেশ না নেন তো নেবেন কার কাছ থেকে শুনি? আপনার ছেলের সঙ্গে এবং আপনার পরিবারের সঙ্গেও আপনার ব্যবহার বদলানো উচিত। আপনার মত একজন বুদ্ধিমান লোক, একজন স্তাকানভপন্থীর উচিত আমাদের বলসেভিক মর্যাদা রক্ষা করা। এমন চমৎকার একটি ছেলেকে মারধর করার মানেটা কি? আর এটা ভদ্রও নয়, বুঝলেন! এ তো প্যাণ্ট না পরে রাস্তায় বেরোবার সামিল। পিঠেগুলো খান, দারুণ ভাল এগুলো! আপনার স্ত্রী আমাদের সঙ্গে নেই এটা দুঃখের কথা…আচ্ছা, আর এক সময় হবে।”

কান্দিবিন পিঠেগুলি খেলেন, লজ্জায় লাল হলেন এবং সব ব্যাপারেই একমত হলেন। যাবার সময় তিনি নাজারভকে বললেন, “আলোচনার জন্যে ধন্যবাদ ফিয়োদর ইভানোভিচ। যেদিন ছুটি পাবেন, সেদিন আমাদের ওখানে গিয়ে দেখবেন আমরা কিভাবে থাকি। আমার স্ত্রী পোলিয়াও ভাল পিঠে তৈরী করতে পারে।”

ভাসিয়ার কাহিনী শেষ হল। কোন নীতিশিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে এ কাহিনী বলা হয় নি। সূক্ষ্ম ব্যাপারগুলির মধ্যে না গিয়ে আমি শুধু চেয়েছি জীবনের অতি সামান্য একটি টুকরোকে তুলে ধরতে। শতশত যে সমস্ত টুকরো প্রতিদিন আমাদের চোখের সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে এবং আমাদের মধ্যে অল্প কয়েকজনের কাছে যেগুলি মনোযোগ দেবার যোগ্য বলে মনে হয়, সেই টুকরোগুলির একটিকে আমি দেখাতে চেয়েছি। আমাদের ভাগ্য ভাল যে, আমরা ভাসিয়ার জীবনের সর্বাধিক দায়িত্বপূর্ণ ও চূড়ান্ত মুহূর্তে তার সঙ্গে

ছিলাম। এই মুহূর্তটিতে ছেলেরা পরিবারের উষ্ণনীড় থেকে জীবনের প্রশস্ত ও উন্মুক্ত পথে বেরিয়ে পড়ে। এই প্রথম তারা একটা যৌথসংস্থার সদস্য হয়, এই প্রথম তারা নাগরিকে পরিণত হয়।

এই পরিবর্তনকালকে এড়ানো যায় না। ইস্কুলের পড়া শেষ করার মত, কাজে ঢোকার প্রথম দিনের মত, বিবাহের মতই এই কালটি স্বাভাবিক এবং গুরুত্বপূর্ণ। সব বাপ-মাই এটা জানেন, কিন্তু তাঁদের অনেকেই এই চূড়ান্ত মুহূর্তে তাঁদের সন্তানদের অসহায়ভাবে ছেড়ে দেন; আর ঠিক তাঁরাই এই কাজটি করেন যাঁরা পিতৃমাতৃক ক্ষমতায় কিংবা বাপ-মা হওয়াতে আমোদের খেলায় মেতে সর্বাধিক অন্ধ হয়ে যান।

শিশু একটি জীবন্ত ব্যক্তি। আমাদের জীবনে সে শুধু অলংকার মাত্র নয়; তার জীবনেরও স্বতন্ত্র, সমৃদ্ধ ও পরিপূর্ণ সত্তা আছে। আবেগের প্রাবল্য, গভীর ছাপ পড়বার মত নরম কাঁচা মন এবং ইচ্ছাপ্রণোদিত প্রচেষ্টার বিশুদ্ধতা ও সৌন্দর্যের দিক থেকে বিচার করলে একটি শিশুর জীবন একজন বয়স্ক ব্যক্তির জীবন অপেক্ষা অতুলনীয়ভাবে সমৃদ্ধতর। কাজেই এই জীবনের পরিবর্তন শুধু মহনীয় নয়, বিপজ্জনকও বটে। শিশুর জীবনের নাটক ও আনন্দ ব্যক্তিত্বকে আরও গভীর ভাবে নাড়া দেয় এবং যৌথসংস্থার সদস্যদের মধ্যে আরও তাড়াতাড়ি সার্থক চরিত্রও যেমন সৃষ্টি করতে পারে, তেমনি আবার পারে পাপিষ্ঠ, অবিশ্বাসী ও নিঃসঙ্গ চরিত্র গড়ে তুলতে।

এই পরিপূর্ণ, দৃপ্ত ও কোমল জীবনকে যদি আপনি পর্যবেক্ষণ করেন ও জানেন, যদি আপনি এই জীবন সম্পর্কে চিন্তা করেন এবং এতে অংশ গ্রহণ করেন, তবেই আপনার পিতৃমাতৃসুলভ কর্তৃত্ব কাযকর ও ফলদায়ক হবে।

আপনার ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের গোড়ার দিকে আপনি যে ক্ষমতা সঞ্চয় করেছেন, সেই ক্ষমতাই হল আপনার পিতৃমাতৃসুলভ কর্তৃত্ব।

কিন্তু যদি আপনার কর্তৃত্ব নিষ্প্রাণ রং-করা পুতুলের মত শিশুর জীবনের উপকণ্ঠে শুধু দাঁড়িয়ে থাকে, যদি শিশুর মুখ, হাবভাব, তার চিন্তাভাবনা, তার হাসিকান্না আপনার নজরে না পড়ে, যদি পিতা হিসাবে আপনার

আচরণের সঙ্গে একজন নাগরিকের আচরণের কোন মিল না থাকে—তাহলে আপনার কর্তৃত্বকে যত ক্রোধ অথবা বেত দিয়ে অস্ত্রসজ্জিত করুন না কেন, তার আদৌ কোন মূল্যই থাকবে না।

আপনি যদি আপনার সন্তানকে মারধর করেন, তা হলে যে কোন অবস্থাতেই তার পক্ষে সেটা একটা ট্রাজেডি, হয় সেটা যন্ত্রণা ও আঘাতেব ট্র্যাজেডি, আর না হয় সেটা অভ্যাসগত ঔদাসীন্য ও একগুঁয়ে শিশুসুলভ সহনশক্তির ট্র্যাজেডি।

কিন্তু এই ট্র্যাজেডি শিশুর জীবনেই ঘটে। আপনি নিজে বলিষ্ঠ, বয়স্ক লোক, একজন ব্যক্তি ও নাগরিক, আপনার মস্তিষ্ক ও মাংসপেশী আছে—আপনি যখন একটি বাড়ন্ত শিশুর দুর্বল ও কোমল দেহে আঘাত হানেন, তখন আপনি কি? প্রথমতঃ আপনি অসহ্যরকমের হাস্যকর হয়ে ওঠেন; এবং যদি কেউ আপনার সন্তানের জন্য দুঃখিত নাও হয়, তা হলেও শিক্ষাদানেব ব্যাপারে আপনার বর্বরতার দৃশ্য দেখে হাসতে হাসতে তার চোখ দিয়ে জল পড়বে। খুব ভাল করে বলতে গেলে, একেবারে 'খুব' ভাল করে বলতে গেলে বলা যায় যে, বাঁদরের সন্তান পালনের সঙ্গে আপনার সন্তান পালনের সাদৃশ্য আছে।

আপনি ভাবেন শৃংখলা রক্ষার জন্য এটা দরকাব?

এই রকম বাপ-মা কখনও শৃংখলা রক্ষা করতে পারে না। তাঁদের ছেলেমেয়েরা তাঁদের শুধু ভয়ই কবে এবং তাঁদেব কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার পাল্লাব বাইরে থেকে জীবন যাপনের চেষ্টা করে।

শিশুসুলভ স্বেচ্ছাচারিতা কম উদ্দাম ও ধ্বংসকব হয় না. এই শিশুসুলভ স্বেচ্ছাচারিতা প্রায়ই বাপ-মায়ের স্বেচ্ছাচারিতার পাশাপাশি চলবার এবং নিজেকে চরিতার্থ করবার কৌশল উদ্ভাবন করে। এই হল শিশুসুলভ একগুঁয়েমির সূচনা। পরিবারের যৌথ সংস্থার পক্ষে সত্যিকারের অভিশাপ।

বেশীর ভাগ একগুঁয়েমির উদ্ভব হয় বাপ-মায়ের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে স্বাভাবিক প্রতিবাদ রূপে। এই স্বেচ্ছাচারিতা সর্বদাই প্রকাশ পায় ক্ষমতার

কোন অপব্যবহারে বা কোন আতিশয্যে: স্নেহ-ভালবাসা, কঠোরতা, কোমলতা, খাওয়ান, বিরক্তি, অন্ধতা ও বিচক্ষণতার আতিশয্যে। পরে অবশ্য, একগুঁয়েমি আর প্রতিবাদ রূপে থাকে না, বরং বাপ-মা ও সন্তানের মধ্যে সম্পর্কের স্থায়ী অভ্যাসসিদ্ধরূপ হয়ে দেখা দেয়।

পারস্পরিক স্বেচ্ছাচারিতার পরিবেশে শৃংখলা ও স্বাস্থ্যকর সন্তানপালনের শেষ চিহ্নটুকু লুপ্ত হয়ে যায়। বড় হয়ে ওঠার সত্যিকারের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণগুলি, শিশুর ব্যক্তিত্বের চিত্তাকর্ষক ও তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তনগুলি স্বেচ্ছাকৃত ও নির্বোধ হৈ-হল্লার মধ্যে এবং নীচ ও অহংসর্বস্ব মানুষ তৈরী করার নির্বোধ প্রক্রিয়ার মধ্যে জলার পাঁকে ডুবে যাবার মতই নিঃশেষে লয় পেয়ে যায়।

সঠিকভাবে সংগঠিত পরিবারের যৌথসংস্থায় বাপ-মায়ের কর্তৃত্ব কোন পরিবর্তের দ্বারা স্থানচ্যুত হয় না। সেখানে কেউ কুৎসিৎ ও নীতিবিগর্হিত শৃংখলা রক্ষার কৌশল প্রয়োগের প্রয়োজন বোধ করে না। এই ধরনের পরিবারে সর্বদাই পরিপূর্ণ শৃংখলা, প্রয়োজনীয় সম্ভ্রম ও বিনয় দেখা যায়।

পরিবার প্রতিপালনের কৌশল বাহ্যতঃ প্রকাশ পাবে শান্ত ও কার্যকর নির্দেশরূপে—স্বেচ্ছাচারিতা, রাগ, চেঁচামেচি, প্রার্থনা, পীড়াপীড়িতে নয়। যৌথসংস্থার অন্যতম প্রবীণ ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত সদস্যরূপে এইরকম নির্দেশ দেবার অধিকার আছে কি না এ সম্পর্কে আপনার ও সন্তানদের কোন সন্দেহ থাকা উচিৎ নয়। প্রত্যেক বাপ-মায়েরই নির্দেশ দিতে এবং পিতৃমাতৃসুলভ অলসতা বা পারিবারিক শান্তিবাদের আশ্রয় না নিয়ে নির্দেশগুলি কাজে পরিণত করতে শেখা উচিৎ। তাহলেই নির্দেশগুলি যথাযথ, স্বীকৃত, পরম্পরাগত রূপ নেবে; আর তখনই আপনি সেই নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গে যোগ করতে শিখবেন বিভিন্ন সূক্ষ্মতম স্বর—নির্দেশের স্বর থেকে শুরু করে উপদেশ, পরিচালনা, বিদ্রূপ, পরিহাস, অনুরোধ, ও পরোক্ষ ইঙ্গিতের স্বর। আর যদি আপনি নিজেই সন্তানদের প্রকৃত ও কৃত্রিম প্রয়োজনগুলির মধ্যে কি করে তফাৎ করতে হয় তাও শেখেন, তাহলে আপনার ও আপনার সন্তানদের মধ্যে পিতৃমাতৃসুলভ নির্দেশগুলি যে সর্বাধিক প্রিয় ও প্রীতিপ্রদ বন্ধুত্বের রূপ লাভ করছে তা আপনার নজরেই পড়বে না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

তারপর তার দেহও গেল ক্ষয় হয়ে, প্রেমের শ্রম তার
সমস্ত শক্তির ঘটাল অপচয়, আর তার দিনগুলি বয়ে চলল
ঘৃণ্যতম দাসত্বের বন্ধনের মাঝে। প্রচুর ঐশ্বর্যের অধিকারী ছিল সে,
কিন্তু তার ঐশ্বর্য এল লুপ্ত হয়ে, ঋণভার বেড়ে চলল দ্রুতগতিতে।
যে পদের দায়িত্ব ছিল তার, কখনও সে দায়িত্ব আর সে পালন করল না।
এবং তার সমস্ত ক্ষীয়মান খ্যাতির ঘটল অবলুপ্তি।
ইতিমধ্যে তার প্রেমিকার সুগন্ধি অঙ্গলেপ হাসল,
হেসে উঠল তার পায়ের নরম, চমৎকার সিকিওনের জুতোজোড়া,
অঙ্গে তার সবুজ-রশ্মিবিকিরণকারী স্বর্ণখচিত মকরত
জ্বল জ্বল করে অসংখ্য বড় বড়; আর অবৈধ প্রেমের বাষ্পে সিক্ত
সাগর-নীল রেশম সর্বাঙ্গ জড়িয়ে আছে নিবিড় আলিঙ্গনে।
পূর্বপুরুষের সঞ্চিত ঐশ্বর্য আজ তার প্রেমিকার সম্মুখভাগে রেশমী ফিতা,
আর ঝকঝকে টায়রার আকারে শোভা পাচ্ছে সাহঙ্কারে,
স্খলিতাঞ্চল চীনাংশুক অথবা আলিদোনীয় ছাঁচে গড়া অলঙ্কারের আকারে
…তাই সযত্নে পরিহার কর অপেক্ষমান শ্রম—বাগ্‌দেবী তো আগেই
তোমাকে সাবধান করেছেন। কারণ, যখন তোমার পা একবার পিছলে যাবে,
তখন জড়িয়ে-ধরা জালগুলি ছাড়িয়ে বেরিয়ে আসার চাইতে
এই পরিশ্রম পরিহার করা অনেক বেশী সহজ।

লুক্রেশিয়াস, 'দে রেরুম নাচুরা'

ঘটনাচক্রে আমার সঙ্গে লিউবা গোরেলভার দেখা হয়েছিল। সে একটা সামান্য ব্যাপার সম্পর্কে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। আমি যখন প্রয়োজনীয় চিঠিটা লিখছিলাম, সে তখন হাতদুটি কোলের উপর আড়আড়িভাবে রেখে চুপচাপ চেয়ারে বসেছিল; মাঝে মাঝে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছিল; তার দৃষ্টি বহুদূরে কোথাও নিবদ্ধ ছিল। তার বয়স হবে প্রায় উনিশ বছর।

যে সব ফিটফাট মেয়ে চরম দুঃখের মুহূর্তেও তাদের ব্লাউস কখনও ইস্তিরি করতে ভোলে না, লিউবা গোরেলভা তাদেরই একজন।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "এত দুঃখের সঙ্গে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছ কি জন্যে? কোন ঝঞ্ঝাটে পড়েছ নাকি?"

লিউবা একটা ঝাঁকুনি দিয়ে তার পরিপাটি ছোট মাথাটি তুলল, খুব আস্তে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সকরুণ মৃদু হাসল।

"না·····এমন কিছু না। আমি ঝঞ্ঝাটে 'পড়েছিলাম,' তবে এখন সে সব চুকে গেছে।"

আমার জীবনকালে মেয়েদেব ঝঞ্ঝাটে-ব্যাপার নিয়ে আমাকে অনেক মাথা ঘামাতে হয়েছে এবং এসব ব্যাপার আলোচনা করতে আমি অভ্যস্ত ছিলাম।

আমি আবার প্রশ্ন করলাম, "সব চুকে গেছে, আর তুমি এখনও তাই নিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছ?"

লিউবা শিউবে উঠে আমার দিকে তাকাল। তার অকপট পিঙ্গল চোখদুটিতে আগ্রহের শিখা জ্বলে উঠল।

"আপনি কি চান আমি সে সব কথা আপনাকে বলি?"

"হ্যাঁ বল!"

"সে এক দীঘ কাহিনী।"

"তা হোক······"

"আমার স্বামী আমাকে ত্যাগ কবেছে···।"

আমি বিস্মিত হয়ে তার দিকে তাকালাম: তার দীর্ঘকাহিনী শেষ হয়ে গেল বলে মনে হল। আব খুঁটিনাটি যত কিছু সে সব তার মুখেই প্রকট হয়ে উঠেছিল। ছোট্ট ফিকে লাল মুখটি স্মিত হাস্যে কেঁপে উঠল; তার চোখদুটিতে জল চকচক করছিল।

"তোমাকে ত্যাগ করেছে?"

ছেলেমানুষের মত মাথা নেড়ে সে ফিসফিস করে স্বীকার করল, "অ্যাঁ—হ্যাঁ।"

"লোকটা কি ভাল ছিল…তোমার এই স্বামীটি ?"

"হ্যাঁ খুব ভাল ! খুব, খুব ভাল !"

"আর তুমি তাকে ভালবাসতে ?"

"সত্যি কেন ভালবাসব না। আমি এখনও তাকে ভালবাসি !"

"এ ব্যাপারে তুমি দুঃখ পেয়েছ ?"

"আপনি, বুঝলেন……আমি দুঃখ পেয়েছি, ভীষণ দুঃখ !"

"তাহলে তোমার গোলমাল তো ঠিক চুকে যায় নি, কি বল ?"

লিউবা আমার দিকে তাকাল, তার দৃষ্টিতে ছিল একটা চ্যালেঞ্জের ও সন্দেহের ভাব ; কিন্তু আমার অকপট ভাবে তার আশ্বাস ফিরে এল।

"হ্যাঁ ওসব চুকে গেছে ব্যাপারটা চুকেই গেছে। এ সম্বন্ধে আমি কি করতে পারি ?"

তার হাসিটি এত সরল ও অসহায় যে, আমিও ভাবতে লাগলাম ও কি করতে পারে।

"কি করতে পার বলব ? তোমাকে তোমার স্বামীর কথা ভুলে যেতে হবে, আবার একেবারে গোড়া থেকে শুরু করতে হবে। আবার তোমাকে বিয়ে করতে হবে……"

লিউবা অবজ্ঞার ভাবে ঠোট উল্টাল।

"কাকে ? ওরা সব সমান…"

"কিন্তু তাই যদি হয় তাহলে তোমার স্বামীটি তো তেমন চমৎকার ছিল না। সে তোমাকে ত্যাগ করেছে, তাই না ? আসলে লোকটা ভালবাসা পাবার যোগ্যই নয়।"

"ভালবাসা পাবার যোগ্য নয় মানে কি বলতে চান ? আপনি তো তাকে চেনেনও না !"

"সে তোমাকে ত্যাগ করল কেন ?"

"সে আর কারোর প্রেমে পড়েছে।"

লিউবা এ কথাটা শান্তভাবেই বলল, প্রায় সন্তুষ্ট ভাবেই।

"লিউবা, বল দেখি, তোমার বাপ-মা কি বেঁচে আছেন?"

"হ্যাঁ, বেচে আছেন। বাবা আব মা। তাবা কেবলই আমাকে বিয়ে করতে বলেন।"

"ঠিক কথাই তো বলেন।"

"না, ঠিক নয়। এতে ঠিকটা কি হল?"

"অবিশ্যিই, ঠিক। তুমি এখনও ছেলেমানুষ আব এব মধ্যেই তুমি বিয়ে করেছ এবং বিবাহবিচ্ছেদ করেছ।"

"বেশ তো তাতে কি হল ওদেব সঙ্গে তাব কি সম্পর্ক?"

"তুমি বাপ মায়েব সঙ্গে থাক না?"

"আমাব নিজেব একটা ঘব আছে। আমাব স্বামী আমাকে ত্যাগ করে বাস করতে গেছে তাব · ঘবটা এখন আমাব। আব আমি দু'শ রুবল রোজগাব কবি। আমি ছেলেমানুষ নই। আপনি আমাকে ছেলেমানুষ বললেন কি করে?"

লিউবা ক্রুদ্ধ বিস্ময়ে আমাব দিকে তাকাল। আমি দেখলাম, জীবনে এই যে খেলা সে খেলেছে তাব উপব সে বেশ গুরুত্ব দেয়।

আমাদেব পববর্তী সাক্ষাৎকাব ঘটে অনুরূপ অবস্থাতেই। লিউবা ঠিক সেই চেয়াবটিতেই বসেছে, তাব বয়স এখন কুড়ি।

"আচ্ছা, তোমাব পারিবারিক ব্যাপাব এখন কেমন চলছে।"

"এত ভাল যে ভাষায় প্রকাশ কবা যায় না।"

"আচ্ছা, তাহলে তুমি এমন একজনকে পেয়েছ যে তোমাব · সেই তার থেকে ভাল"

"মোটেই না। আমি আবাব তাকেই বিয়ে করেছি ··· দ্বিতীয় বার।"

"সেটা কেমন করে হল?"

"এই হল আব কি। ও আমাব কাছে এসে কান্নাকাটি কবল। বলল যে, আমি যে কোনও মেয়ের চাইতে ভাল। কিন্তু এ কথাটা সত্যি নয়, সত্যি কি? আমি যে কোনও মেয়েব চাইতে ভাল, এ কথা কি ঠিক?"

"দেখ,·· তুমি তো জানই নানান লোকের নানান রুচি,···আর তুমিই ব এত খারাপ কিসে ?"

"ঠিক বলেছেন! এর মানে সে আমাকে ভালবাসে। আর মা-বাবা বললেন আমি বোকার মত ভান করছি। কিন্তু ও বলল: 'সব কিছু যেন আমরা ভুলে যাই'।"

"তা, তুমি সব কিছু ভুলে গেছ ?"

"আহা," লিউবা আগের মত তেমনি আস্তে ফিসফিস কবে বলল এবং শিশুব মত মাথা নাড়ল। তারপর, সে জীবনে যে-খেলা খেলছে সেটা আমি বুঝতে পেরেছি কি না পরখ করবাব জন্য আমার দিকে ঐকান্তিক কৌতূহলেব সঙ্গে তাকিয়ে রইল।

লিউবা গোরেলভার সঙ্গে তৃতীয়বার আমার দেখা হয়েছিল রাস্তায়। হঠাৎ সে পাশের একটা মোড় থেকে বেরিয়ে এল, হাতে তাব বড় বড় কয়েকখানা বই। ট্রাম ধরবার জন্য সে দৌড়চ্ছিল, কিন্তু, আমাকে দেখে সে চেঁচিয়ে উঠল, "আরে, এই যে! আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে কী ভালই না হল!"

সে তেমনি তরুণীই রয়েছে, ঠিক তেমনি ফিটফাট এবং তার গায়ের ব্লাউসটা ঠিক তেমনি নতুন ও চমৎকারভাবে ইস্তিরি-করা। কিন্তু তার পিঙ্গল চোখদুটিতে একটা নিস্তেজ ভাব, এক ধবনের আভ্যন্তরীণ ক্লান্তি প্রকাশ পাচ্ছে, এবং তার মুখটা আরও পাণ্ডুর হয়ে গেছে। তার বয়স হল একুশ বছর। সে আমাব পাশে হাঁটতে হাঁটতে, বার বার আস্তে আস্তে বলতে লাগল:

"আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে আমার কী ভালই না হল।"

"তুমি এত খুসী হচ্ছ কেন? কোন কিছুর জন্যে আমাকে কি তোমার দরকার ?"

"বা রে, কথা বলব এমন লোক যে আর কেউ নেই।"

সে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল।

"আবার মুস্কিলে পড়েছ না কি ?"

সে আস্তে আস্তে বলতে লাগল, চোখদুটি তার রাস্তার উপর নিবদ্ধ।

"মুস্কিলে পড়েছিলাম। সে কী মুস্কিল! আমি কেঁদেছি পর্যন্ত। জানেন, সেই মেয়েটা আদালতে দরখাস্ত করেছিল। আদালত রায় দিয়েছে, এখন আমাদের মাসে ১৫০ রুবল করে দিতে হবে। খোরপোষ। টাকাটা যে খুব বেশী তা নয়। আমার স্বামী পায় মাসে পাঁচশ রুবল আর আমি পাই আড়াইশ, কিন্তু ব্যাপারটা এমন দুঃখের। কেমন যেন লজ্জা হয় ঘটনাটার জন্যে, বুঝলেন! সত্যি বলছি! কিন্তু ওরা ভুল করেছে। সেই শিশুটি আদৌ ওর সন্তান নয়। কিন্তু মেয়েটা সাক্ষী হাজির করল ..."

"শোন, লিউবা, ওকে দূর করে দাও।"

"কাকে?"

"তোমার ঐ স্বামীটিকে।"

"এ রকম কথা আপনি কেমন করে বলতে পারলেন! ও এই রকম একটা মুস্কিলে পড়েছে, আর ওর কোন ফ্লাট নেই। তারপর টাকা দিতে হবে, আর সব কিছু..."

"কিন্তু তুমি তো ওকে ভালবাস না।"

"ভালবাসি না? মানে? আমি ওকে খুব ভালবাসি। ও কত ভাল আপনি তা জানেন না! আর বাবা বলেন যে ও একটা অপব্যয়ী! আর মা বলেন: তোমাদের বিয়ে রেজিষ্ট্রী করে হয় নি, কাজেই ওকে ছাড়!"

"কিন্তু তোমাদের বিয়ে রেজিষ্ট্রী করে হয় নি?"

"না, হয় নি। আগেও আমাদের বিয়ে রেজিষ্ট্রী করে হয় নি, আর এখন তো করার সময় পার হয়ে গেছে।"

"পার হয়ে গেছে কেন? সব সময়েই তোমরা রেজিষ্ট্রী করে নিতে পার।"

"আমি জানি। কিন্তু এর মানে বিবাহ বিচ্ছেদ করা এবং অন্য সব..."

"মানে তোমার স্বামীকে বিবাহ বিচ্ছেদ করতে হবে? যে মেয়েটা খোর-পোষ পাচ্ছে তার সঙ্গে?"

"না, তার সঙ্গে ওর বিয়ে কখনও রেজিষ্ট্রী করে হয় নি। এ আর একজন।"

"আর একজন? সে আবার কে···ওর আগের স্ত্রী?"

"আগেব কেন? বেশ সম্প্রতিই এর সঙ্গে ওর বিয়ে রেজিষ্ট্রী করেই হয়েছিল।"

আমি একেবারে থ মেরে গেলাম।

"কিন্তু আমি আদৌ ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না। এ তাহলে নিশ্চয়ই ওর তৃতীয় পক্ষ?"

লিউবা যতদূর সাধ্য ভালভাবে বোঝাবার চেষ্টা করল।

"হ্যাঁ, আমাকে যদি ধরেন তাহলে এ হল তৃতীয় পক্ষ।"

"কিন্তু সে সময় পায় কখন? কেমন করে পারে সে?"

"যে খোরপোষ পায় তার সঙ্গে ও তো বেশী দিন থাকে নি···ও বেশী দিন থাকে নি তার সঙ্গে। তারপর এই আর একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা না হওয়া পর্যন্ত ও ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। এই মেয়েটিব একটা ঘর আছে। তাই ওরা দুজনে একসঙ্গে বাস করতে লাগল। কিন্তু মেয়েটি বলল সে এটা পছন্দ করে না, তাদের রেজিষ্ট্রী করে বিয়ে করতেই হবে। মেয়েটি ভেবেছিল ঐটাই ভাল হবে। তাই ও মেয়েটির স্বামী হিসাবে নিজের নাম রেজিষ্ট্রী করল। কিন্তু তারপর মাত্র দশদিন ওরা একসঙ্গে ছিল··"

"তারপর কি হল?"

"তারপর যেই ও আমাকে মেট্রোতে দেখল···একজন কমরেডের সঙ্গে·· ওর হঠাৎ বড় দুঃখ লাগল। আমার কাছে এসে সে কী কান্না!"

"বোধহয় ও সব সময়েই মিথ্যে কথা বলেছে এবং কাউকেই ও রেজিষ্ট্রী করে বিয়ে করে নি···"

"না, ও এ সম্বন্ধে কিছু বলে নি। যে মেয়েটির সঙ্গে রেজিষ্ট্রী করে ওর বিয়ে হয়েছিল, সেই আমার কাছে এসে সব বলেছে···"

"মেয়েটি কেঁদেছিল কি?"

"আ!" ছেলেমানুষের মত মাথা নেড়ে লিউবা আস্তে কথাটি বলল। মনোযোগের সঙ্গে আমার দিকে সে তাকিয়ে রইল। আমার মেজাজ খারাপ

হয়ে গেল। সারা রাস্তার লোক শুনতে পায় এমন ভাবে চেঁচিয়ে আমি বললাম: "ঘাড় ধরে ওকে বের করে দাও, এখুনি! নিজের জন্য লজ্জা পাওয়া উচিত।"

লিউবা আরও শক্ত করে তার বড় বড় বইগুলো জাপটে ধরে ফিরে দাঁড়াল। বোধহয় তার চোখদুটিতে জল এসেছিল। তারপর সে বলল: "কেমন করে ওকে আমি বের করে দেব? আমি যে ওকে ভালবাসি।" কথাটি সে আমাকে বলল না, বলল রাস্তার আর একটা ধারকে সম্বোধন করে।

চতুর্থবার আমার সঙ্গে লিউবা গোবেলভার দেখা হয়েছিল একটা সিনেমায। সে লাউঞ্জে একটা বড় সোফার এক কোণায় একজন যুবকের গা ঘেঁষে বসেছিল। যুবকটি সুদর্শন, মাথায় কোঁকড়া চুল। সে ওর কানে কানে ফিসফিস করে কি বলছিল আর হাসছিল। ও কষ্টকৃত মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। ওর খুসীভরা পিঙ্গল চোখদুটি একদৃষ্টিতে দূরে কোথায় তাকিয়েছিল। ওকে ঠিক বরাবরের মতই ফিটফাট মনে হচ্ছিল, আব ওর দৃষ্টিতে আমি কোন বিষণ্ণতাও লক্ষ্য করলাম না। এখন ওর বয়েস হল বাইশ।

ও আমাকে দেখে খুসী হল। সোফা থেকে লাফিয়ে উঠে দৌড়ে এসে ও আমার আস্তিনটা চেপে ধরল।

"আসুন, আমার স্বামীর সঙ্গে দেখা করুন।"

যুবকটি হেসে আমার করমর্দন করল। সত্যিই তার মুখখানি মনোরম। ওরা আমাকে ওদের দুজনের মাঝখানে বসাল। লিউবা আমাকে দেখে সত্যিসত্যিই খুসী হয়েছিল। সে আমার আস্তিন ধরে টানতে লাগল আর শিশুর মত হাসতে লাগল।

পুরুষোচিত সংযমের সঙ্গে লিউবার স্বামী আমাকে বলল: "আমি আপনার সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছি। লিউবা আমাকে বলে যে, আপনি হচ্ছেন ওর ভাগ্যবিধাতা। আপনাকে দেখতে পেয়েই ও বলল, 'ঐ যে আমার অদৃষ্ট পুরুষ'।"

প্রত্যেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে লিউবা চেঁচিয়ে বলে উঠল, "তা কি সত্যি নয়, তা বুঝি সত্যি নয়?" সে আমার পিছনে লুকিয়ে কৃত্রিম কঠোরতার সঙ্গে তার স্বামীকে আদেশ করল, "যাও এক গ্লাস লেমনেড নিয়ে এস! বসে আছ কেন বলতো? তুমি কেমন ভাল স্বামী তাই আমি ওঁকে বলতে চাই। যাও বলছি!"

আমার পিছনে থেকেই হাত বাড়িয়ে লিউবা তার স্বামীকে ধাক্কা দিল। সে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বিব্রতভাবে আমার দিকে তাকাল, তারপব বুফের দিকে চলে গেল। লিউবা আমার দুই হাতের জামার আস্তিন মুঠো করে ধরল।

"বলুন ও ভাল কিনা?"

"ও ভাল কি ভাল নয় তা আমি কি করে বলব, লিউবা?"

"কিন্তু আপনি তো ওকে দেখলেন। আপনি বলতে পারেন না?"

"দেখতে তো ও ঠিকই আছে, কিন্তু······ওর সমস্ত কাযকলাপ যদি স্মরণ কর···তাহলে তুমি নিজেই বুঝবে ·····"

লিউবার চোখদুটো কয়েক গুণ বড হয়ে গেল।

"ধ্যেৎ! আপনি ভাবছেন ও সেই লোক? মোটেও না! এ একেবারে অন্য লোক! এ খাঁটি লোক বুঝলেন ··খাঁটি লোক!"

আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম।

"'খাঁটি লোক' বলতে তুমি কি বোঝাতে চাও? অন্য লোকটার কি হল? তোমার সেই 'সত্যিকারের প্রেমিক'?"

"সে সত্যিকারের প্রেমিক নয়। সে একেবারে বাজে লোক! আমি এত সুখী হয়েছি। আপনি যদি শুধু জানতেন আমি কত সুখী!"

"কিন্তু তুমি একে ভালবাস তো? না, তুমি···আবাব ভুল করেছ?

লিউবা হঠাৎ তার সজীবতা হারিয়ে নীরব হয়ে গেল।

"তুমি ওকে ভালবাস?"

আমি প্রত্যাশা করছিলাম, সে তার শিশুসুলভ ভঙ্গীতে মাথা নেড়ে গুণ গুণিয়ে বলবে: "আহা!"

কিন্তু সে পরাজিত ও নম্রভাবে আমার পাশে বসে আমার আস্তিনের উপর আস্তে আস্তে হাত চাপড়াতে লাগল ; এবং মনে হল তার পিঙ্গল চোখদুটির দৃষ্টি তার অন্তরের গভীরে নিবদ্ধ হয়ে রয়েছে।

অবশেষে সে আস্তে আস্তে বলল : "আমি ভালবাসি এই কথা কেমন করে বলতে হয় আমি জানি না। আমি বলতেই পারি না··· এটা এত জোরালো।"

সে আমার দিকে তাকাল। যে নারী ভালবেসেছে, সেই নারীর দৃষ্টি তার চোখে। তরুণতরুণীদের ভালবাসতে শিক্ষা দেওয়া, তাদের কেমন করে ভালবাসতে হয় তা শেখানো, তাদের সুখী হতে শিক্ষা দেবার অর্থ তাদের আত্মসম্মান ও মানবীয় মর্যাদা শিক্ষা দেওয়া। কন্দর্পের স্বশাসিত প্রজাতন্ত্রে কোন শিক্ষা-সফর তোমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করবে না। মানবসমাজ, বিশেষ করে সমাজবাদী সমাজে, যৌনশিক্ষা শারীরবিজ্ঞানমূলক শিক্ষা হতে পারে না। মানবসংস্কৃতির সমস্ত কীর্তি থেকে, সমাজে মানুষের জীবনপদ্ধতি ও ইতিহাসের মানবিক ধারা থেকে এবং সৌন্দর্যতত্ত্বের জয়যাত্রা থেকে যৌন ক্রিয়াকলাপকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। যদি নর অথবা নারী নিজেকে সমাজের সদস্য বলে অনুভব না করে, যদি সমাজজীবনের জন্য তারা কোন দায়িত্ব বোধ না করে, যদি সমাজের সৌন্দর্য ও যুক্তিবোধ তাদের মনে কোন অনুভূতি না জাগায়, তাহলে তারা ভালবাসবে কেমন করে? কোথায় তারা আত্মসম্মানবোধ অর্জন করবে? কেবল পুরুষ ও স্ত্রী হিসাবে তাদের যে মূল্য তার চেয়েও বড় কোন অন্তর্নিহিত মূল্য যে তাদের রয়েছে, সে আস্থা তারা কোথায় পাবে?

যৌনশিক্ষা হল প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ সামাজিক ব্যক্তিত্বের সাংস্কৃতিক শিক্ষা। বুর্জোয়া সমাজে এই শিক্ষা প্রতি পদে সমাজের শ্রেণীবৈষম্য, দারিদ্র্য, দমন-পীড়ন ও শোষণের ন্যায় বাধাগুলির দ্বারা অবরুদ্ধ; কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রে এই ধরনের শিক্ষালাভের পথ অবাধ ও উন্মুক্ত। দীনতম সোবিয়েত পরিবারও যখনই পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করে যে রাষ্ট্রের জীবনে

তার কী গুরুত্বপূর্ণ ও চূড়ান্ত ভূমিকা গ্রহণ করার আছে; কেবল ইতিহাসের মহান মুহূর্তেই নয়, দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ব্যাপারেও সেই পরিবার যখন অনুভব করতে শেখে যে সমাজের সঙ্গে তার ঐক্য রয়েছে; তখন আপনা থেকেই তার যৌনশিক্ষার সমস্যার সমাধান হয়ে যায়, কারণ তখন এই রকম পরিবার সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পথে বেশ কিছুটা অগ্রসর হয়ে গেছে।

যাদের আর কিছু করার ছিল না এমন অনেক লোকের কাছে যৌন-শিক্ষার সমস্যাটা অনতিপূর্বে এই রকম আকারে দেখা দিয়েছিল: সন্তান-জন্মের রহস্য শিশুদের কেমন করে বোঝান যায়? উদারনীতির আবরণে সমস্যাটি দেখা দিয়েছিল, কারণ সন্তান-জন্মের রহস্য যে শিশুদের অবশ্যই বোঝান দরকার সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ না করাই উদারনীতি বলে বিবেচিত হত। পুরানো গর্হিত ছলচাতুরীর উপর অবজ্ঞা বর্ষিত হল—বক ঘৃণিত হল, বাঁধাকপি অবজ্ঞাত হল। লোকের দৃঢ়বিশ্বাস হল যে, বক ও বাঁধাকপিই বহু রকম সর্বনাশের কারণ এবং সময়মত বুঝিয়ে দিলে এই সব সর্বনাশ এড়ান যাবে।

সর্বাধিক দুঃসাহসী ও উদারপন্থীরা ছেলেমেয়ের সঙ্গে যৌন আলোচনায় সমস্ত "ঢাকাঢাকি" সম্পূর্ণ লোপ করার ও সম্পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী জানালেন। আধুনিক ছেলেমেয়েরা সন্তান-জন্মের রহস্য কি রকম ভয়ানক আঁকা-বাঁকা পথে শেখে, নানা কায়দায় ও সকল রকম সুরে তার কাহিনী বলা হতে লাগল। অনুভূতিপ্রবণ লোকেদের বোধহয় এরকম বেশই মনে হয়ে থাকতে পারে যে, যে-শিশু সন্তান-জন্মের রহস্যের মুখোমুখী এসে দাঁড়িয়েছে সে রাজা ইদিপাসের অনুরূপ ফাঁপরের মধ্যে পড়ে গেছে! এই সব অভাগা শিশুরা যে ব্যাপকভাবে আত্মহত্যা করেনি, এইটেই আশ্চর্য ব্যাপার।

আমাদের কালে ছেলেমেয়েদের কাছে সন্তান-জন্মের রহস্য ব্যাখ্যা করার এইরকম কোন বাসনা নেই; কিন্তু কোন কোন পরিবারে বিবেচক বাপ-মায়েরা, এই রহস্য নিয়ে কি করা যায় এবং ছেলেমেয়েরা যদি এ

সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে তাহলে কেমন করে তাদের জবাব দেওয়া যায়, এই প্রশ্ন নিয়ে এখনও ভেবে মরে না।

অবশ্য, এটা লক্ষ্য করা উচিত যে, জরুরী বলে মনে করা হলেও এই দরকারী প্রশ্নের ব্যাপারে আসল কাজ অপেক্ষা বাক্য ব্যয় করা হয়েছে অনেক বেশী। আমি একটা ঘটনার কথা জানি, যে ক্ষেত্রে এক বাবা তাঁর পাঁচ বছরের ছেলেকে তার মায়ের সন্তানপ্রসব দেখতে পাঠিয়েছিলেন। নির্বুদ্ধিতার প্রত্যেকটি ঘটনার মত এই ঘটনাটিও মানসিক ব্যাধির চিকিৎসকদের দৃষ্টি আকর্ষণের যোগ্য। এটা ঠিক যে, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সাধু বাপ-মা ব্যাখ্যা করে বোঝাবার উদ্দেশ্যে নানারকম 'সত্যনিষ্ঠ' প্রচেষ্টায় রত হয়েছেন। কিন্তু শুরু করতে না করতেই তাঁরা দেখতে পেয়েছেন তাঁদের অবস্থা প্রায় নৈরাশ্যজনক।

প্রথমতঃ বাপ-মায়ের উদারপন্থা ও বাপ-মায়ের আদর্শবাদের মধ্যে প্রচণ্ড বিরোধ দেখা দেয়। অকস্মাৎ এটা পরিষ্কার হয়ে যায় এবং কেন তা কেউ জানেন না যে তাঁদের সমস্ত ব্যাখ্যা সত্ত্বেও, তাঁদের বীরত্বপূর্ণ সত্যবাদিতা সত্ত্বেও যৌনসমস্যা যৌন সমস্যাই থেকে যায়, যৌনসমস্যা ক্র্যানবেরী জেলি অথবা এপ্রিকট জ্যামের সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় না। এই কারণে খুঁটিনাটির মধ্যে না গিয়ে কখনও এর সমাধান করা যায় না; এই খুঁটিনাটিগুলি খুব উদার মানদণ্ডে বিচারেও রীতিমত অসহ্য এবং চেপে যাওয়া দরকার। আলোতে পৌছাবার আকাঙ্ক্ষায় সত্য এমন আকারে দেখা দেয় যে, অতি দুঃসাহসী বাপ-মায়েরাও মূর্চ্ছা যাওয়ার মত হন। এটা প্রায়ই ঘটে সেই সব বাপ-মায়ের ক্ষেত্রে যাঁরা সাধারণ মানুষের স্তর থেকে উপরে উঠেছেন, যাঁরা "আদর্শের" সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত, আরও ভাল ও নিখুঁত হবার জন্য যাঁরা সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, তাঁরা যৌনসমস্যাটাকে এমন ভাবে ব্যাখ্যা করতে চান যাতে সেটা আর যৌন সংক্রান্ত কিছু না থেকে আরও পবিত্র ও উচ্চস্তরের কিছু হয়ে দাঁড়ায়।

দ্বিতীয়তঃ, দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সদিচ্ছা ও সর্বাধিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী সত্ত্বেও দেখা যায় যে, বাপ-মায়েরা তাঁদের সন্তানদের ঠিক সেই কথাগুলি বলেন যা

তারা "ভয়ঙ্কর ছেলে ও মেয়েদের" কাছ থেকে শুনত। এদের আগেই সন্তানদের বোঝাবার উদ্দেশ্যে বাপ-মায়ের ব্যাখ্যা তৈরী হয়। দেখা যায় যে, সন্তান-জন্মের দুইরকম বর্ণনা হয় না।

শেষ পর্যন্ত লোকের মনে পড়ে যে, সন্তান-জন্মের রহস্য সম্পর্কে যথেষ্ট না জেনেই তরুণ-তরুণীরা বিয়ে করেছে, দুনিয়ার একেবারে প্রারম্ভকাল থেকে আজ পর্যন্ত এমন একটি দৃষ্টান্তেরও নজীর নেই, এবং প্রত্যেকেই জানে····· তারা জেনেছে একই বিবরণ, খুব উল্লেখযোগ্য তফাৎ কোন বিবরণেই দেখা যায় নি। সন্তান-জন্মের রহস্য মনে হয় জ্ঞানরাজ্যের এমন একটি মাত্র এলাকা যেখানে কোন বিতর্ক নেই, প্রতিষ্ঠিত মতের বিরোধী কোন মত নেই কিংবা সন্দেহের কোন কথা নেই।

আলেকসান্দার ভলগিন নতুন ব্লকের পাঁচ তলায় একটি ফ্লাটে থাকে। আলেকসান্দারের বাবা তিমোফি পেত্রোভিচ ভলগিন আভ্যন্তরীণ ব্যাপার সংক্রান্ত দপ্তরে কাজ করেন। তাঁর জামার আস্তিনে দুটি রূপোর তারা, আর তাঁর বোতাম-ঘরের সঙ্গে আঁটা লাল ফিতেয় ছোট ছোট দুটি তারা বসান। আলেকসান্দারের জীবনে এই তারাগুলির যথেষ্ট অর্থ আছে। কিন্তু আরও গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হল রিভলভারটি। বাবা হোলস্টারে যে রিভলভারটি নিয়ে বেড়ান, সেটা হল ২নং ব্রাউনিং। আলেকসান্দার খুব ভালই জানে যে, ব্রাউনিং নাগাণ্টের চাইতে ভাল অস্ত্র; কিন্তু সে এও জানে যে, বাবা যে রিভলভারটি সবচেয়ে বেশী পছন্দ করেন, সেটি ডেস্কের দেরাজের মধ্যে রাখেন আর তাঁর এই 'পুরোনো প্রিয়' জিনিসই হল একটি নাগাণ্ট—যুদ্ধের এই সঙ্গীটি সম্পর্কে বাবা অনেক উদ্দীপনাময়ী কাহিনী বলতে পারেন। যে কালে এইসব ঘটনা ঘটেছিল, সে কালে নতুন বাড়িতে পরিচ্ছন্ন আরামদায়ক ফ্লাট ছিল না। এমন কি ছিল না আলেকসান্দার নিজেই, ছিল না ভলোদিয়া উভারভ অথবা কস্তিয়া নেচিপোরেঙ্কো। ইস্কুলের সেই সময়ের যে গল্পগুলি শোনা যায় সেগুলি খুব সংক্ষিপ্ত, এবং এই সমস্ত গল্পই বইতে পাওয়া যায়।

যে সব শিক্ষক প্রকৃত ঘটনা চোখে কখনও দেখেন নি অথবা সে সম্বন্ধে কিছুই জানেন না তারা গল্পগুলি বলে যান। কেমন করে চেকার[1] কুড়ি জন লোক শীতকালে বরফ-ঢাকা রাস্তার উপর দিয়ে শহরের বাইরে যাবার সময় পুরো একদল ডাকাতের সামনে পড়েছিল; কেমন করে চেকার লোকেরা শহরের শেষ বেড়াগুলির পিছনে আত্মগোপন করেছিল; কেমন করে চার ঘণ্টা ধরে তাঁরা ডাকাতদের সঙ্গে প্রথমে রাইফেল, তারপর নাগাণ্ট নিয়ে লড়াই চালিয়েছিল, কেমন করে তারা প্রত্যেকে নিজের জন্য একটি করে কার্তুজ রেখেছিল;—এখন যদি তারা এই কাহিনী শোনে, তাহলে বাবার ডেস্কের দেরাজে যে নাগাণ্টটি এখন শান্তভাবে পড়ে রয়েছে তার গুরুত্ব তারা বুঝতে পারবে। কিন্তু শিক্ষক তাঁদের শুধু ইস্কুল বইয়ে লেখা কাহিনীগুলিই বলে যান, সত্যিকারের একটা নাগাণ্ট যদি তাঁকে দেখান যায়, তাহলে খুব সম্ভব তিনি চীৎকার করে উঠে ক্লাস ছেড়ে পালিয়ে যাবেন।

আলেকসান্দার ভলগিন তার বাবার জন্য গর্বিত, গর্বিত তাঁর রিভলভার ও তারকাগুলির জন্যও। আলেকসান্দার জানে যে, তার বাবার যুধ্যমান জীবনে এমন কয়েকটা বিশেষ অধিকার ও নিয়ম আছে যেগুলি তাকে অর্থাৎ আলেকসান্দার ভলগিনকে মেনে চলতেই হবে। কিন্তু অন্যান্য বিষয়গুলি সম্পর্কে যেমন, বাবার শান্ত গভীর-দৃষ্টি, মৌন, চতুর চোখদুটি ও সুসম পুরুষোচিত শক্তি সম্পর্কে—আলেকসান্দারের সচেতনতা, মানুষ তার নিজের স্বাস্থ্যবত্তা সম্পর্কে যতটা সচেতন, তার চেয়ে বেশী নয়। যেমন করেই হোক সে এটা তার হিসেবের মধ্যে ধরেই নি। যুদ্ধ সংক্রান্ত কার্যকলাপের জন্য সে যে তার বাবাকে ভালবাসে, এবিষয়ে তার দৃঢ়বিশ্বাস আছে।

এখন—মায়ের কথা। মাকে নাগাণ্ট দেখালে মা চীৎকারও করবেন না, পালাবেনও না। ওভরুচে থাকার সময় বাবা যখন পার্টির এক সভায়

১ চেকা—প্রতি-বিপ্লব, ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ ও মুনাফাখোরদের বিরুদ্ধে লড়াই চালাবার জন্য গঠিত বিশেষ কমিশনের রুশ নামের আদ্যক্ষরগুলি নিয়ে গঠিত সংক্ষিপ্ত শব্দ। বিপ্লবের পর প্রথম কয়েক বৎসর এই সংগঠনটি ছিল।—অনুবাদক

গিয়েছিলেন, তখন মা নিজে লড়াই করে ডাকাতদের তাড়িয়েছিলেন। নাদিয়াও ছিল তখন সেখানে, কিন্তু সে তখন মাত্র এক বছরের আর তাই সে বাহিনীতে স্থান পায়নি। নাদিয়ার বয়স এখন সতেরো। আলেকসান্দার তাকে ভালবাসে, কিন্তু সেটা কথা নয়। মা, মা অবশ্য যোদ্ধা নন, যদিও ওভরুচে তাঁকে বন্দুক ব্যবহার করতে হয়েছিল। প্রথমতঃ তিনি জনশিক্ষা দপ্তর বা অন্য কোন দপ্তরে কাজ করেন; দ্বিতীয়তঃ, তাঁর কোন রিভলভার বা তারকাখচিত পদক নেই অথবা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র লেফ্‌টেন্যাণ্টের পদের অধিকারিণীও তিনি নন, তৃতীয়তঃ, তাকে দেখতে খুব সুন্দর এবং তিনি অত্যন্ত করুণাময়ী ও কোমলহৃদয়া। আর যদি তাঁর রিভলভারও থাকত এবং দুনিয়ার সমস্ত পদের যদি তিনি অধিকারিণীও হতেন, তাহলে আলেকসান্দারের কল্পনায় সেগুলি যে কি স্থান পেত তা কে জানে। তার মা বিশেষ কোন কাজ করেছেন বলেই যে আলেকসান্দার ভলগিন তাঁকে ভালবাসে তা নয়, সে কেবল তাঁকে ভালবাসে, কথাই হল তাই।

গত বছর অর্থাৎ যে সময়ে জীবনে সে সত্যিকারের কয়েকজন বন্ধু খুঁজে পেয়েছে সেই সময়ে ভালবাসা সম্পর্কে আলেকসান্দার ভলগিন এই সিদ্ধান্তগুলিতে উপনীত হয়েছে। তার বন্ধুরা মায়ের আদুরে গোপাল নয়— যারা দরজির দোকানের পুতুলগুলোর মত শুধু সাজগোজ করা ছাড়া আর কিছু করতে পারে না। তার বন্ধুরা প্রকৃত সাথী, তাদের নিজস্ব জীবনের অভিজ্ঞতা ও মন আছে। হয়ত তারাও নিজের নিজের বাপ-মাকে ভালবাসে, কিন্তু তারা বাইরে সেটা দেখিয়ে বেড়ায় না; মোটের উপর বাপ-মায়েদের নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় তাদের নেই। প্রতিদিন তোমার জীবনে যে-সব সমস্যা দেখা দিচ্ছে সে-সব সমস্যা তোমার খাবার কথা পর্যন্ত ভুলিয়ে দেবে— তোমার বাপ-মায়ের কথা ছেড়েই দাও। আর এই সব সমস্যা সমাধানের জন্য যথেষ্ট শক্তি ও জ্ঞানের প্রয়োজন: যেমন লোকোমোটিভ ও ডাইনামো দলের মধ্যে ম্যাচের কথা ভাবতে হবে, প্লেনে ওড়ার কথা অথবা পাশের

রাস্তায় সেই বাড়িটা ভেঙ্গে ফেলার কথা, অথবা কাছের রাস্তায় ওরা যে ভাবে অ্যাসফাল্টের রাস্তা বানাচ্ছে তার কথা অথবা রেডিওর কথা ভাবতে হবে। আর ইস্কুলেও এত কাজ করার থাকে, এত সমস্যা থাকে, সম্পর্কের এমন জটিল জাল থাকে, এত চক্রান্ত হয়, এত বেশী ঘটনা ঘটে যে ভলোদিয়া উভারভের পর্যন্ত মাথা গুলিয়ে যায়। সে বলে "এ সবে আমার ভাল হবে না ছাই হবে। ও সব চুলোয় যাক! আমি ও সব ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতে পারব না।"

ভলোদিয়া উভারভ কখনও হাসে না। সকলেই জানে ভলোদিয়া উভারভ ঠিক সত্যিকারের ইংরেজের মত। সে কখনও জোরে হাসে না। মুখের ভঙ্গী না বদলাবার এই কায়দা রপ্ত করার চেষ্টা অন্যেরাও করেছিল। কিন্তু কেউ একদিনেব বেশী তাল সামলাতে পারেনি। দ্বিতীয় দিনে তারা সব সময় বাঁদরের মত তাদের দাঁত বের করেছে আর হেসেছে। কিন্তু ভলোদিয়া উভারভ শুধু একবার তার ঠোঁটটা বেঁকায়—তাকে আপনি হাসি বলতে পারেন না। ওটা হল তার অবজ্ঞা প্রকাশের ভঙ্গী। ভলোদিয়া উভারভের কঠোর হাবভাবকে আলেকসান্দার শ্রদ্ধা করে, কিন্তু তার অনুকরণ করার কোন অভিপ্রায় তার নেই। তার নিজের খ্যাতির ভিত্তি হচ্ছে তার পরিহাসরসিকতা, সংক্রামক হাসি ও রসাল টিপ্পনি কাটার অব্যর্থ ক্ষমতা। আলেকসান্দারের বচন এড়িয়ে চলা বুদ্ধিমানের কাজ, এ কথা সব ছেলেই জানে। গোটা পঞ্চম শ্রেণীরই এটা জানা আছে। শিক্ষক-শিক্ষিকারাও জানেন। হ্যাঁ……তাঁরা পর্যন্ত।

অবশ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা পর্যন্ত যখন ব্যাপারটা গড়ায়, তখন সেটা আর একটু বিশ্রী হয়ে দাঁড়ায়। কোন কোন শিক্ষক-শিক্ষিকার গোলমাল বাধাবার অভ্যাস আছে।

কয়েকদিন আগে রুশ ভাষার শিক্ষক ইভান কিরিলোভিচ ঘোষণা করেছিলেন যে, তিনি পুশকিন নিয়ে শুরু করবেন। এর আগে ভলোদিয়া উভারভ ক্লাসে 'ইয়েভগেনি ওনেগিন' এনে কয়েকটা লাইন দেখিয়েছিল।

এরপর ইভান কিরিলোভিচ বলেন যে, তিনি রীতিমত পুশকিন পড়াতে শুরু করবেন। তিনি বলেছিলেন "রীতিমত" কিন্তু আসলে তিনি সব চাইতে চিত্তাকর্ষক অংশগুলিই বাদ দিলেন। জোরে কিন্তু ভদ্রভাবে আলেকসান্দার ভলগিন জিজ্ঞাসা করল : "এর মানে কি : 'কটাক্ষের প্রতিদানে যা দেয় এত অমূল্য পুরস্কার'......?"

আলেকসান্দার ভলগিনের ছিল সুন্দর খোদাইকরা চেহারা এবং মুখটি ছিল ভাবব্যঞ্জক। ইভান কিরিলোভিচের দিকে নির্লজ্জভাবে দাঁত বের করে হাসতে হাসতে সে উত্তরের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। ছেলেদের চোখগুলি জ্বলজ্বল করছে, কারণ প্রশ্নটি সত্যিই কৌতূহলজনক। প্রত্যেকেই জানত যে 'যা' বলতে বোঝাচ্ছে একটি পা, একজন নারীর পা; পুশকিন এই নারীর পা সম্পর্কে লিখেছেন বিস্তারিত ভাবে এবং ছেলেরা সেই লেখাটা পছন্দ করে। তারা মেয়েদের এই লাইনগুলি দেখিয়ে মেয়েদের উপর তার কি ছাপ পড়ে তা গভীর আগ্রহে লক্ষ্য করেছে। কিন্তু এই অংশটি মেয়েদের মনে কোন দাগ কাটেনি। ভালিয়া স্ত্রোগভা কবিতার এই অংশটি দেখে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় নি, বরং হেসেছে। আর সে যা বলেছে শুধু তা মনে করলেই লজ্জা পেতে হয়।

"হুঁ, কচি খোকা সব! আগে বুঝি কখনও দেখনি এটা!"

অন্য মেয়েরাও হেসেছে। আলেকসান্দার বিব্রত বোধ করে ভলোদিয়ার দিকে তাকাল। ভলোদিয়ার গোলগাল মুখের একটি মাংসপেশীও নড়ল না।

সে দাঁতে দাঁত চেপে বলল, "আমরা কখন দেখেছি তা নিয়ে ভাববার দরকার নেই। এর মানে কি তাই শুধু বুঝিয়ে বল।"

ভলোদিয়া কথাটা সুন্দরভাবে গুছিয়ে বলেছিল এবং এই দ্বন্দ্বে সে-ই বিজয়ী রূপে বেরিয়ে আসবে এমন ধারণাও কারো হতে পারত। কিন্তু চূড়ান্ত ফলাফল দাঁড়াল বেশ দুঃখের।

ভালিয়া স্ত্রোগভা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ভলোদিয়ার দিকে তাকিয়ে রইল। কী শ্রেষ্ঠত্ববোধ ও অবজ্ঞা সেই দৃষ্টিতে ঝলক দিয়ে উঠল! তারপর সে বলল,

"এই লাইনগুলো বুঝতে একটুও কষ্ট হয় না, ভলোদিয়া! কিন্তু তুমি এখনও শিশু। তুমি যখন বড় হবে তখন বুঝতে পারবে।"

সকলেই এমন পরীক্ষা শান্তভাবে সহ্য করতে পারে না। এইভাবে পরীক্ষিত হলে খ্যাতি নষ্ট হয়, প্রভাব লুপ্ত হয়, মর্যাদার হানি হয় এবং বহু বৎসর ধরে যে-সব যোগাযোগ গড়ে উঠেছে এক লহমায় সেগুলি ছিন্ন হয়ে যায়। তাই, ভলোদিয়ার জবাব শুনবার জন্য সকলে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু ভলোদিয়া জবাব দেবার সময় পেল না, কারণ ভালিয়া স্ত্রোগভা তার বব-করা চুলশুদ্ধ মাথাটা ঝাঁকিয়ে সগর্ব পদক্ষেপে দরজার দিকে চলে গেল। নীনা আর ভেরা তার বাহু জড়িয়ে ধরল, তারপর তিনজনেই ঘাড় ফিরিয়ে উদাসীন দৃষ্টিনিক্ষেপ করে মাথার চুল ঠিক করতে করতে একসঙ্গে পা ফেলে চলে গেল, দেখে বোধ হল তারা তখন আগের চাইতেও বেশি দূরধিগম্য। ঠোঁটদুটো অবজ্ঞাভরে বেঁকিয়ে ভলোদিয়া উভারভ নীরবে তাদের চলে যেতে দেখল। কস্তিয়া নেচিপোরেঙ্কো ছাড়া আর কেউ কথা বলল না। সে বলল, "ওদের সঙ্গে লাগতে চাও?"

কস্তিয়া নেচিপোরেঙ্কো ক্লাসের সেরা ছেলে এবং সে নিজের সম্বন্ধে খুবই সন্তুষ্ট। ব্যক্তিগত মত প্রকাশের বিলাসিতা সে নিজে ভোগ করতে পারত। ভলোদিয়া যে হেরে গেছে এবং এখনই চূড়ান্ত কিছু তার করা দরকার, দেরী করা অসম্ভব—এবিষয়ে সকলেই একমত। নিজেকে কঠিন ইংরেজ-সুলভ নীরবতায় আবৃত করে ভলোদিয়া তার ডেস্কের সামনে বসে রহিল। আলেকসান্দার ভলগিন অতি বাজে ছুতা-নাতায় ঠাট্টাতামাসা করে ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে সারা সময়টা কাটিয়ে দিল। সে রোগা, ক্ষীণদৃষ্টি মিশা গ্ভজদেভের পিছনে লাগল; তাকে জিজ্ঞাসা করল: "পুরুষ মানুষ কেন প্যাণ্ট পরে আর মেয়েরা কেন স্কার্ট পরে?"

মিশা বুঝল যে, এই নির্দোষ মন্তব্যটি কোন যন্ত্রণাদায়ক ঠাট্টার সূচনা। সে জবাব না দিয়ে কেটে পড়ার চেষ্টা করল। তার চলাফেরার মধ্যে ছিল একটা ভীরু, সাবধানী ভাব; আর তার মুখে প্রকাশ পাচ্ছিল ভীত ভাব।

কিন্তু আলেকসান্দার তার কনুই দুটো চেপে ধরে সমস্ত ক্লাস যাতে শুনতে পায় এমন জোরে চেঁচিয়ে আবার জিজ্ঞাসা করল: "পুরুষ কেন প্যাণ্ট পরে, আর মেয়েরা কেন স্কার্ট পরে, অ্যাঁ?"

মিশা মেঝের দিকে অপ্রসন্নভাবে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে দুর্বলভাবে তার হাত ছাড়াবার চেষ্টা করতে লাগল।

ভলোদিয়া দাঁতে দাঁত চেপে বলল, "ওকে ছেড়ে দাও, ও এখনই ভ্যাঁ ভ্যাঁ করতে শুরু করবে।"

"না ওকে বলতে হবে।" হেসে বলল আলেকসান্দার ভলগিন।

মিশা দুর্বলভাবে ডেস্কে ভর দিয়ে দাঁড়াল। সত্যিই সে কাঁদবার উপক্রম করছে। আলেকসান্দার তার হাত ছেড়ে দিলে সে একেবারে কোণার দিকে সরে গিয়ে দেওয়ালের দিকে মুখ করে নীরবে বসে রইল।

আলেকসান্দার হেসে বলল, "এ একটা অদ্ভুত চীজ! ও তাহলে এই কথাই ভাবছে, নীচ-মনা ছোকরা! কিন্তু আসলে এটা তো বেশ সোজা।"

"মিশার মাথা যাতে খারাপ না হয়,
আর পুরুষের সঙ্গে তার বিয়ে না হয়।"

এবার মিশা কেঁদেই ফেলল। সে যাই মনে করে করুক না কেন, সে তার কনুইটা স্থির রাখতে পারত: কিন্তু তবু সে রোষভরে কনুইটা ঝাঁকাতে লাগল। কিন্তু ভলোদিয়া উভারভ বিরক্তিভরে ভুরু কোঁচকাল, এবং তার বিরক্তির সত্যিকারের কারণ আছে। যত ঠাট্টা বিদ্রুপই করা যাক না কেন, তাতে মেয়েদের সঙ্গে আলাপের অপ্রীতিকর স্বাদটা দূর হবে না। এর আগেও ক্লাসের অনেকে ভলোদিয়া ও তার বন্ধু আলেকসান্দার ভলগিনের কার্যকলাপে তাদের নীরব অসম্মতি জানিয়েছে; আর যে রকম কঠিন অবজ্ঞাপূর্ণ স্বাতন্ত্র্যের ভাব নিয়ে মেয়েরা ক্লাসে এসে তাদের ডেস্কগুলোর সামনে বসল তা দেখেই বিশেষভাবে মনটা দমে যায়। তারা এমন ভাব দেখাল যেন পিছন দিকে ডেস্কের কোন অস্তিত্বই নেই, আর থাকলেও তাতে তাদের কোন আগ্রহ নেই। তারা সব জানে এবং তাদের জ্ঞান ঐসব ভলগিন বা উভারভদের চাইতে

তাদের অনেক উচ্চে ও শ্রেষ্ঠস্তরে উন্নীত করেছে—এই ভাবটা তারা দেখাবার চেষ্টা করতে লাগল। মেয়েরা তাদের মাথাগুলি একত্র করে ফিসফিস ও হাসাহাসি করতে লাগল। কাকে লক্ষ্য করে যে তারা হাসছে আর কেন যে তারা হাসছে আর কেন যে তারা নিজেদের এত বড় মনে করছে, তা কেমন করে আন্দাজ করা যাবে?

তাড়াতাড়ি একটা কিছু করতেই হবে। আগের অবস্থা ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যেই শিক্ষককে প্রশ্নটা করা হয়েছিল এবং আলেকসান্দার ভলগিন সৌম্য স্মিত হাস্যে ইভান কিরিলোভিচের উত্তরের জন্য অপেক্ষা করছিল। একেবারে ভাল মানুষ যারা, এমন কি কঠোর পরিশ্রমী ভাল ছেলেমেয়েরাও চুপ করে গিয়ে এই মজার দ্বন্দ্ব যুদ্ধের প্রতি যথাযোগ্য মনোযোগ দিল। শিক্ষকটি তখনও খুব তরুণ বয়স্ক। মনে হল তিনি তাঁর বিব্রত অবস্থা এড়িয়ে যেতে পারবেন না।

এবং সত্যিই ইভান কিরিলোভিচ স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি চোখমুখ লাল করে বিড় বিড় করে বললেন, "মানে, এই····· ও হল অন্য প্রশ্ন বুঝলে···মানে···প্রশ্ন···অন্যান্য সম্পর্ক সংক্রান্ত। কেন তুমি জিজ্ঞাসা করছ আমি বুঝতে পারছি না।"

অধ্যয়নশীল ছাত্রের যথাযোগ্য ভাবটি মুখে ফোটাবার জন্য আলেকসান্দার ভলগিন বীরত্বপূর্ণ একটা প্রচেষ্টা করল এবং ফলটা খুব খারাপ হল না বলেই মনে হল।

" 'অমূল্য পুরস্কার' কথাটা পড়ে মানে বোঝা যায় না। পুরস্কার বলতে কবি কি বোঝাচ্ছেন সেটা ধরা যায় না।"

কিন্তু হঠাৎ শিক্ষক পাঁকের মধ্যে থেকে উঠে এলেন এবং সত্যিই বেশ ভাল ভাবে উঠে এলেন।

"আমরা অন্য বিষয় আলোচনা করছি। বিষয়ান্তরে যাবার কোন দরকার নেই। দু'একদিনের মধ্যে আমি তোমাদের বাড়িতে যাব এবং তখন বিষয়টি বুঝিয়ে দেব। তোমার বাবা-মাও শুনবেন।"

আলেকসান্দার ভলগিন বিবর্ণ হয়ে গেল। সে ভদ্র ও সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থায় ফিরে গেল। সে বিড়বিড় করে বলল, "যাবেন অনুগ্রহ করে।"

ভলোদিয়া আলেকসান্দারের দিকে খুনীর দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। না দাঁড়িয়েই সে বলল: "প্রশ্ন যদি ক্লাসে করা হয়ে থাকে তাহলে তার জবাব বাড়িতে দেওয়া হবে কেন?"

কিন্তু শিক্ষক শুনতে না পারার ভান করে পুশকিনের "ক্যাপ্টেনের কন্যা" নামক কাহিনী সম্পর্কে বলে চললেন।

আলেকসান্দার আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু কস্তিয়া নেচিপোরেস্কো তার সার্ট ধরে টেনে জোর করে তার আসনে বসিয়ে দিল।

সে ভাল মনেই উপদেশ দিল, "গুণ্ডামী কর না: তাহলে তুমি মুস্কিলে পড়বে।"

পিছনের ডেস্কের সম্মান বাঁচল, কিন্তু কী মূল্যে যে বাঁচল!

তিনদিন পরেও আলেকসান্দার ভলগিনের এই ব্যাপারের কথা মনে পড়লে আতঙ্ক হত। বাড়িতে দরজায় বেল বাজার শব্দ শুনলেই সে ভয়ে ভয়ে সাড়া দিত, কিন্তু শিক্ষক তখন এলেন না। এখন আলেকসান্দার বাড়িতে পড়া-শোনার কাজ বিশেষ ভাল ভাবে করছে। ক্লাসে চুপচাপ থাকছে এবং এমন কি ভলোদিয়ার দিকে তাকাবার চেষ্টা পর্যন্ত করছে না। ইভান কিরিলোভিচ এসে যদি বাবার কাছে সব কথা বলেন, তাহলে তার পরিণতি কি দাঁড়াবে কে জানে। ইস্কুলের ব্যাপার নিয়ে এ পযন্ত বাবার সঙ্গে আলেকসান্দারের কোন সংঘর্ষ হয় নি আলেকসান্দার ভাল নম্বর পেয়েছে কাজেই কোন গণ্ডগোল হয় নি। বাড়িতে সে ইস্কুলের বিষয় নিয়ে যতদূর সম্ভব কম আলোচনা করত, মোটের উপর এতে আরও সুবিধে হবে এই ছিল তার ধারণা। আর এখন কি না এই ব্যাপার দাঁড়াল।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে আলেকসান্দার যা ঘটেছে সে সম্পর্কে চিন্তা করত। সব কিছুই বেশ পরিষ্কার। ক্লাসে মাঝে মাঝে প্রশ্ন করা সম্পর্কে বাবা কিছুই বলবেন না, কিন্তু "অমূল্য পুরস্কার"-এর কথা শুনলে—চুলোয় যাক ও সব—

তিনি তো হৈ চৈ বাধিয়ে দেবেন। এই কথাটা মনে হলেই আলেকসান্দার একবার এ-পাশ একবার ও-পাশ করত। একটা গোলমালে পড়বে মনে করে যে সে এ রকম কবত তা নয়, আরও ভয়ঙ্কর একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে এই আশঙ্কাতেই সে এ রকম করত। গোলমালটা যত দূর খারাপ হবার হতে পারে কিন্তু সেটা তো প্রশ্ন নয়। যাই হোক না কেন, গণ্ডগোলটা কি ধরনের হবে? তার বাবা কি তাকে পেটাবেন? না, তিনি তা করবেন না। কিন্তু এ সব কথা লোকে বাবাকে কেমন করে বলে: 'পুরস্কার', 'চরণ যুগল'—সর্বনাশ। কী ভয়ানক, নির্লজ্জ, অসম্ভব ব্যাপার।

ভলোদিয়া উভারভ জিজ্ঞাসা করল:

"তিনি এসেছিলেন?"

"না।"

"যখন আসবেন তখন তুমি কি করবে?"

"আমি জানি না।"

"তুমি তাঁকে বল যে, তুমি সত্যিই কিছু বুঝতে পার নি।"

"কাকে বলব?"

"তোমার বাবাকে, আর কাকে? শুধু বলবে যে, বুঝতে পার নি। এই যাচ্ছেতাই জিনিসগুলো কে বুঝতে পারে বাপু!"

আলেকসান্দার মাথা নাড়ল।

"হুঁ, আমাব বাবাকে ছেলে-ভোলানো এত সহজ ভাবছ? তোমার আমার মত অনেক তিনি দেখেছেন, বুঝেছ?"

"আমার মনে হয় ও রকম বলা খারাপ হবে না···চলতে পারে···আমার বাবাকে আমি ওই রকম বলব।"

"আর তিনি তা বিশ্বাস করবেন?"

"তিনি বিশ্বাস করলেন কি করলেন না তার ধার কে ধারে! ব্যাপারটা চমৎকার, কি বল! আমাদের বয়স কত হল? তেরো। বেশ? এ রকম

কিছু যে আমরা বুঝতে পারি এ কথাটা ধরে নেওয়া পর্যন্ত হয় না। অতএব আমরা জানি না —এই আর কি।"

"তা হয়ত জানি না। কিন্তু কেন এ রকম একটা বাছলে…আমি কি বলছি তা তুমি জান।"

"বেছেছিলাম এই আর কি…পুশকিন পড়ছিলাম ··ওই অংশটা চোখে পড়ে গেল…"

ভলোদিয়া সত্যিসত্যিই বন্ধুকে সাহায্য করতে চেয়েছিল; কিন্তু আলেকসান্দার কোন কারণে ভলোদিয়াকে সত্যি কথাটা বলতে দ্বিধা করছিল। সত্যটা হচ্ছে এই যে, আলেকসান্দার তাব বাবাকে ফাঁকি দিতে পারে না। যেমন করেই হোক সে ওটা পারে না, যেমন সে পারে না "এই সব প্রশ্ন সম্পর্কে" তার সঙ্গে আলোচনা করতে।

অপ্রত্যাশিত দিক থেকে ঝড় উঠল : নাদিয়া!

"নাদিয়া আমাকে বলল…" এই ভাবেই বাবা আরম্ভ করলেন।

এটা এত হতবুদ্ধিকর যে মূল আলোচ্য বিষয়টিরই ধার কিছুটা কমে গেল। বাবা বলে চললেন; আলেকসান্দারের তখন অদ্ভুত অবস্থা, তার শরীরের রক্ত বয়ে চলেছে উপরে নীচে যেখানে খুসী, তার পিটপিট-করা চোখদুটিতে প্রকাশ পাচ্ছে নির্বোধ বিমূঢ়তা এবং তার মাথা দপদপ করছে অপ্রত্যাশিত ও অমার্জনীয় আবিষ্কারের ফলে : নাদিয়া! এই খবরে আলেকসান্দার এমন দমে গেল যে, সে লক্ষ্যও করল না যে আপনা থেকেই তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল : "কিন্তু সে তো কিছুই জানে না…"

নিজেকে সামলে নিয়ে সে রসনা সংযত করল। গম্ভীর ও শান্তভাবে তার বাবা তার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন; কিন্তু আসল ব্যাপার হল এই যে, বাবা কেমন করে তার দিকে তাকিয়ে আছেন তা লক্ষ্য করার মত উপযুক্ত অবস্থা আলেকসান্দারের নেই। সে শুধু তার সামনে দেখতে পাচ্ছে তার বাবার আস্তিন এবং তার উপর বসানো দুটি রূপোর তারা। তারা-দুটির কারুকার্যের উপর তার দৃষ্টি লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার বাবার

কথাগুলি তার কানে ঢুকছে এবং তার মাথার মধ্যে কিছু কাজও করছে; যেমন করেই হোক, সেখানে একটা শৃংখলা ফিরে আসতে শুরু করল। পরিষ্কার, বুদ্ধিগম্য এবং মোটের উপর গ্রহণযোগ্য চিন্তাগুলি ঘুরপাক খেতে খেতে তার দিকে ছুটে আসতে লাগল; তার বাবার আস্তিনের মতই সেগুলি থেকে এক ধরনের উষ্ণতার সঞ্চার হচ্ছিল। আলেকসান্দার উপলব্ধি করল, এগুলি তার বাবার চিন্তা এবং এর মধ্যেই তার মুক্তি নিহিত। অকস্মাৎ নাদিয়া তার চেতনা থেকে সরে গেল। তার গলাটা ব্যথা করছে; লজ্জার তরঙ্গ তার রক্তসঞ্চালনে আর ভয়ঙ্কর বিপর্যয় সৃষ্টি করছে না; উষ্ণ বন্ধুত্বময় দীপ্তি জেগেছে তার গালদুটিতে এবং জাগিয়েছে তার মনকে। আলেক-সান্দার চোখ তুলে তার বাবাকে দেখল। বাবার মুখটি দৃঢ, মাংসপেশীময়; তিনি স্থির সমবেদনাপূর্ণ দৃষ্টিতে ছেলেকে তাকিয়ে দেখছেন।

আলেকসান্দার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল এবং আবার বসে পড়ল; কিন্তু বাবার মুখের দিক থেকে সে তার দৃষ্টি টেনে ছাড়িয়ে নিতে পারল না, পারল না তার চোখের জল থামাতে, চুলোয় যাক চোখের জল।

সে কঁকিয়ে কঁকিয়ে বলল, "আমি এখন বুঝেছি, বাবা। তুমি যে রকম বলবে আমি সেই রকম করব। সারা জীবন করব! তুমি দেখ।"

বাবা আস্তে আস্তে বললেন, "নিজেকে শান্ত কর। মনে রেখ তুমি কি বলেছ: তোমার সারা জীবন। খেয়াল রেখ, আমি তোমাকে বিশ্বাস করি, আমি তোমাকে আর পরখ করব না। আমি বিশ্বাস করি যে তুমি একজন পুরুষ মানুষ, শুধু একটা···অকম্মা নও।"

বাবা তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন। আলেকসান্দারের চোখে পড়ল তাঁর মসৃণ বেল্ট এবং বোতাম খোলা রিভলভার রাখবার শূন্য আধারটি। বাবা বেরিয়ে গেলেন। আলেকসান্দার তার হাতের মধ্যে মাথা গুঁজে অচেতন সুখময় নিদ্রায় ঢুলে পড়ল।

"কি খবর?"

"তিনি বলেছেন সে কথাটা।"

"তোমার কি হল?"

"আমার? কিছুই না ··"

"তুমি বোধ হয় কাঁদতে শুরু করলে আর বলতে লাগলে: ও বাবা, বাবা!"

"কান্নার কথা কিসে এল এতে?"

"বেশ, কাঁদ নি তুমি?"

"না।"

অলস প্রত্যয়পূর্ণ ভর্ৎসনার ভাব নিয়ে ভলোদিয়া আলেকসান্দারের দিকে তাকাল।

"তুমি মনে কর—যেহেতু উনি তোমার বাবা, সেই হেতু উনি ঠিক কথা বলবেনই। বাবাদের মতে আমরাই সব সময় দোষী। কিন্তু তাঁরা নিজেদের সম্বন্ধে কিছুই বলেন না, সব সময় আমাদের সম্বন্ধেই বলেন। আমার বাবাও যখন শুরু করেন, তখন ঠিক ঐরকম: তোমার জানা উচিত, তোমার বোঝা উচিত······"

আলেকসান্দার নিবানন্দ মনে ভলোদিয়ার কথাগুলি মন দিয়ে শুনল। তার বাবার প্রতি সে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পাবে না, আব ভলোদিয়া সেই বিশ্বাসঘাতকতা করাব দাবীই জানাচ্ছে। আবার ভলোদিয়ার তরফেও নিঃসন্দেহে এমন কোন মর্যাদা আছে যা বিসর্জন দেওয়া যায় না। একটা আপস করা দরকার এবং আলেকসান্দার তার একটা সম্মানজনক রূপ খুঁজে পাচ্ছে না। ভলোদিয়াকে নামতে হবে। আর কেনই বা সে নামবে না। যে ভাবেই হোক তারা দুজনেই বড় বেশী দূরে এগিয়ে গেছে।

"তাহলে তুমি মনে কর আমার বাবা সবই ভুল করেছেন?"

"আমি তাই মনে করি।"

"কিন্তু হয়ত তিনিই ঠিক করেছেন?"

"এতে আবার ঠিকটা কি?"

"অন্য কেউ এ ব্যাপারে অন্য রকম ব্যবহার করত। তিনি বলতেন: এত সাহস তোমার! তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত! এই রকম সব।"

"বেশ?"

"বাবা তো এ রকম বলেন নি, বলেছেন কি?"

"বেশ?"

"তুমি তো খুব 'বেশ' বলে যেতে পার, কিন্তু তুমি যদি তাঁর কথা শুনতে……"

"আচ্ছা, ধর আমি শুনেছি ··বেশ বলে যাও, তুমি শুধু ভাব যে তাঁরা সব সময় এই রকম কথাই বলেন: 'তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত,' 'তোমার লজ্জা পাওয়া উচিত?' ভাবতে হবে না, কি করে ছলনা করতে হয় তাও তাঁরা জানেন।"

"ছলনা করতে যাবেন কেন তারা? বাবা কি ছলনা করছিলেন?"

"নিশ্চয়ই তিনি করেছিলেন আর তুমি ভাবছিলে এটা একটা চমৎকার জিনিস: গোপন ব্যাপার, গোপন ব্যাপার, প্রত্যেকেরই গোপন ব্যাপার আছে!"

"বাবা ওরকম ভাবে মোটেই বলেন নি।"

"কি রকম ভাবে বলেছিলেন তাহলে?"

"সম্পূর্ণ অন্য ভাবে।"

"আচ্ছা, কি ভাবে?"

"দেখ, তিনি বললেন: জীবনে একটা রহস্যময় এবং গোপন জিনিস আছে। তিনি বললেন, মেয়ে পুরুষ প্রত্যেকেই এটা জানে, আর এতে নোংরা কিছু নেই। এটা গোপন জিনিস, এই মাত্র। লোকে জানে। তাতে কি হয়েছে? তারা জানে, কিন্তু তারা তো লোকের সামনে সেটা নিয়ে টানাটানি করে বেড়ায় না। তিনি বললেন এই হল সংস্কৃতি। আর তিনি বললেন যে তোমরা সব দুধের বাচ্চা, তোমরা জিনিসটা এই কেবল জানতে পেরেছ আর অমনি তোমাদের জিভগুলো গরুর ল্যাজের মত নড়তে লেগেছে। তারপর তিনি বললেন……"

"বেশ ?"

"তারপর তিনি বললেন: দরকারী জিনিসের জন্যেই মানুষের জিভের প্রয়োজন, কিন্তু তোমরা তোমাদের জিভ ব্যবহার কর সেরেফ মাছি মারার জন্য।"

"এই কথা তিনি বললেন ?"

"হ্যাঁ, এই কথা।"

"এটা বেশ কায়দা করে বলেছেন বটে।"

"আর তুমি মনে কর…"

"কিন্তু এটা অবিশ্যি শুধু কথাই। পুশকিন তাহলে ওটা লিখলেন কেন ?"

"ও হো, তিনি পুশকিন সম্বন্ধেও একটা কি বলেছিলেন যেন। কি ভাবে তিনি বলেছিলেন আমি তা ভুলে গেছি।"

"একেবারে ভুলে গেছ ?"

"না একেবারে নয়…তখন আমি বুঝেছিলাম, কিন্তু যে কথাগুলো বাবা ব্যবহার করেছিলেন…বুঝলে…"

"আচ্ছা ?"

"তিনি বললেন : পুশকিন একজন বড় কবি।"

"এটা একটা খবর বটে কী বল !"

"না থাম, তিনি বড় এটাই আসল কথা নয়, কিন্তু তোমাকে বুঝতে হবে…"

"ওই লাইনগুলোতে দুর্বোধ্য কিছু নেই।"

"অবিশ্যি নেই; কিন্তু ওটা আসল কথা নয়। তিনি যা বললেন তা হল, হ্যাঁ আমার মনে পড়েছে—তিনি বললেন: 'এটা একেবারেই সত্যি', 'একেবারেই সত্যি'। এই কথাই তিনি বললেন : 'এটা একেবারেই সত্যি !"

"রাখ তোমার 'একেবারেই সত্যি' !"

"কিন্তু বাবা এই কথাই বললেন : এই কবিতায় সেই যে কথাটা বলা হয়েছে তা একেবারেই সত্যি…সেই যে…সে তো তুমি জান…"

“বেশ তো, আমি বুঝেছি। তারপর কি হল?”

“তারপর তিনি বলে চললেন: পুশকিন কবিতায় এ কথাটা বলেছেন… এই রকম একটা আশ্চর্য কবিতায়, আর তারপর…হ্যাঁ, আর একটা কথা বলেছিলেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ—মধুর কবিতা! মধুর কবিতা! তারপর তিনি বললেন: একেই বলে সৌন্দর্য!”

“সৌন্দর্য?”

“হ্যাঁ, আর তিনি বললেন, তোমরা সৌন্দর্য সম্বন্ধে কিছুই বোঝ না। তোমরা ওটাকে আর কিছু বানাতে চাও!”

“মোটেও না! কে একে অন্য কিছু বানাতে চায়?”

“আচ্ছা, এই কথা তিনি বললেন: তোমরা এটাকে বানাতে চাও… মাতাল ইতরের বকুনি, না, ভাষা। তোমাদের পুশকিনের দরকার নেই, তোমাদের দরকার হল বেড়ার উপর হিজিবিজি লেখা…”

ভলোদিয়া সোজা হয়ে দাঁড়াল এবং মন দিয়ে সব শুনে তার ঠোঁট বাঁকাতে শুরু করল। কিন্তু সে যেন ভাবছে এমনভাবে চোখ নীচু করে রইল।

“এ-ই সব?”

“এই হল সব। আর তিনি তোমার সম্পর্কেও কিছু বললেন।”

“আমার সম্পর্কে?”

“হ্যাঁ।”

“এটা তো জানবার মত।”

“বলব তোমাকে?”

“ভাবছ তিনি কি বলেছেন তাতে আমার কিছু আসবে যাবে?”

“তোমার কিছু আসবে যাবে না অবিশ্যি।”

“তুমি তোমার বাবাকে তোমায় ঠকাতে দিয়েছিলে।”

“আমি দিই নি।”

“আমি বলছি তিনি তোমাকে ঠিকমতই ঠকিয়েছেন কিন্তু আমার সম্বন্ধে তিনি তোমাকে কি বললেন?”

"তিনি বললেন : তোমার ভলোদিয়া ইংরেজকে নকল করার ভাব দেখায়। কিন্তু আসলে ও হল সেরেফ একটি অল্পবয়স্ক বর্বর।"

"আমি ?"

"হ্যাঁ।"

"তিনি বললেন, 'নকল করে'।"

"হ্যাঁ।"

"একটা বর্বর ?"

"হ্যাঁ, তাই তিনি বললেন : 'একটা বর্বর'।"

"খুব চমৎকার! আর তুমি কি বললে ?"

"আমি ?"

"তুমি খুসী হলে নিশ্চয়ই ?"

"না, আমি খুসী হই নি।"

"তাহলে আমি হলাম বর্বর, আব তুমি বোধহয় একজন সংস্কৃতিবান মানুষ।"

"তিনি আর একটা কথাও বলেছিলেন : ভলোদিয়াকে বলে দিও যে, সমাজবাদী রাষ্ট্রে তার মত বর্বর আর কেউ থাকবে না।"

ভলোদিয়া সমগ্র আলাপেব মধ্যে এই প্রথম অবজ্ঞার হাসি হাসল।

"আমি বলছি, তিনি তোমাকে চমৎকার ঠকিয়েছেন আর তুমি সবটাই গিলেছ। তোমার সঙ্গে এখন বন্ধুত্ব বজায় রাখাই বিপজ্জনক। এখন তুমি 'সংস্কৃতিবান মানুষ'। আর তোমার বোনটি তো সব কিছুই বলে দেবে। মেয়েরা তাকে বলবে নিশ্চয়ই। ক্লাসে কিছু বলা অসম্ভব হয়ে উঠবে। আর তোমার বোনটি কি রকম বলে তোমার মনে হয় ? সে নিজে কি রকম তা তুমি জান ?"

"সে কি রকম ? তার মানে কি ?"

ভলোদিয়া কি বলতে চায় তা আলেকসান্দার সত্যিই বুঝতে পারছে না। নাদিয়ার চরিত্র সন্দেহাতীত। যখন প্রকাশ পেল যে নাদিয়া তার কথা বলে

দিয়েছে তখন প্রথমেই সে প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিল; সেই প্রথম আঘাতের অভিজ্ঞতা আলেকসান্দার যে তখনও ভুলতে পারে নি, সেকথা সত্যি, কিন্তু কোন কারণে সে তার বোনের উপর রাগ করতে পারে নি। নাদিয়া যে সব জেনে ফেলবে এ কথা ভুলে যাবার জন্য নিজের উপরেই তার রাগ হয়েছিল। এখন সে ভলোদিয়াকে লক্ষ্য করতে লাগল। এটা স্পষ্ট যে ভলোদিয়া একটা কিছু জানে।

"সে তাহলে কি রকম?"

"ওহো! তুমি কিছু জান না? তোমার সম্বন্ধে সব কথা তো সেই বলে দিয়েছিল, কিন্তু সেই হল নাটের গুরু।"

"বল না।"

"তোমাকে বলতে পারব না! তুমি এত সংস্কৃতিবান মানুষ!"

"বল না, বল আমাকে।"

ভলোদিয়া কঠিন ঔদ্ধত্যের মনোভাব অবলম্বন করল, কিন্তু তার গোলগাল মুখের উপর ভেসে বেড়াতে লাগল একটা অস্পষ্ট ভাবনা। আর আগে সেখানে যে উঁচুদরের ঔদাসীন্যের ভাব দেখা যাচ্ছিল, তার পরিবর্তে এখন তার চোখদুটিতে ঝিলিক দিয়ে উঠল এক গোছা ছোট্ট ছুঁচের দীপ্তি। একটি ছেলের শাশ্বত মহত্ত্ব ও সত্যপ্রিয়তার সঙ্গে যখন আহত অহঙ্কারের দ্বন্দ্ব বাধে, তখন যেন সর্বদাই এই রকম ছুঁচের দীপ্তি প্রকাশ পায়।

এখন অহঙ্কারটাই প্রবল হয়ে উঠল। ভলোদিয়া বলল: "আমি তোমাকে সোজা কথা বলছি, আর একটা জিনিস আমাকে খুঁজে বের করতেই হবে।"

এইভাবে একটা আপস হল। নাদিয়া দশম শ্রেণীতে পড়ে এবং তার মাথা-গলাবার ব্যাপারে বন্ধুদের আগ্রহ নেই, কিন্তু তার প্রতারণা সহ্য করা যায় না।

আমাদের বন্ধুরা যে ইস্কুলে পড়ে সেই ইস্কুলেরই দশম শ্রেণীতে নাদিয়া ভলগিন পড়ে। পুশকিনের ব্যাপারটা কোন সূত্রে জানাজানি হয়ে গেছে তা বেশ পরিষ্কার। এই মেয়েগুলির গর্বিত ভাব দেখাবার একটা ধরন আছে,

আর নানা কায়দায় তাদের মাথা ঝাঁকাবার ব্যাপারটা ফিসফিসানি ও গল্পগুজবের সঙ্গে নিখুঁতভাবে খাপ খায়। ফিসফিস করে তারা কি বলাবলি করছিল তা এখন জানা গেছে। এই সুযোগ তারা ছাড়েনি। যদি কেউ স্মরণ করে যে, পুশকিনের লাইনগুলি সম্পর্কে অত্যন্ত ভদ্রভাবেই প্রশ্নটি করা হয়েছিল এবং তাঁর কবিতাকে ইতরের ভাষা করে তোলার কথা কেউ ভাবেও নি, এবং শুধু মেয়েরাই নয়, প্রত্যেকেই উপলব্ধি করেছিল যে লাইনগুলি সুন্দর ও সেগুলি ঠিকমত ব্যাখ্যা করাই শিক্ষকের প্রথমতঃ উচিত ছিল—যদি এসব কথা কেউ স্মরণ করে তাহলে তখুনি এই মেয়েগুলির হীন ধূর্ততা একেবারে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। "ক্যাপ্টেনের মেয়ে" আলোচনা করা হচ্ছে এই ভাবটা তারা দেখিয়েছিল, এবং শিক্ষকও তাদের খপ্পরে পড়েছিলেন। কিন্তু তারা নাদিয়াকে পুশকিনের লাইনগুলি সম্পর্কে বলেছে। আর পড়ার সময় তারা ওই কথা নিয়েই আলোচনা করছিল।

ক্লাসে থাকার সময় ভালিয়া স্ত্রোগভাকে কি রকম গর্বিত দেখাচ্ছিল। কিন্তু গনচারেঙ্কো নামে অষ্টম শ্রেণীর একটি ছেলে ও সে দুজনে একই বাড়িতে থাকে, এই অজুহাতে সে গনচারেঙ্কোর সঙ্গে একত্রে বাড়ি ফিরল এবং তারা স্কেটিং করার জায়গায় গেল। সেখান থেকে তারা একসঙ্গেই বেরোল। সেই শরৎকালে ভলোদিয়া উভারভ তার কাছে একটা চিঠি দিয়েছিল :

"ভালিয়া স্ত্রোগভার প্রতি।"

"ভেবনা আমরা কিছুই বুঝি না। আমরা সবই বুঝি। কোলিয়া গনচারেঙ্কো আহা, কী সুন্দর, চালাক-চতুর ছেলে। তবে এটা দেখিয়ে বেড়াবার মত কিছু নয়, এই মাত্র।"

তারা দেখেছে ব্যাকরণের ক্লাসে ভালিয়া স্ত্রোগভা চিঠিটা পেয়ে ডেস্কের নীচে রেখে পড়ল এবং পরের সব পিরিয়ডগুলিতে ও পিরিয়ডের মাঝে মাঝে বিরতির সময়ে সমস্তক্ষণ সে রাগতভাবে বসে রইল। শেষ পিরিয়ডে ভলোদিয়া জবাব পেল।

"ভলোদিয়া উভারভের প্রতি।"

"বোকা হাঁদা, তোমার মাথায় যখন কিছুটা ঘিলু গজাবে, তখন আমাকে জানিও।"

এই অপমান থেকে সামলে উঠতে ভলোদিয়ার তিনদিন লাগল। সে আর একটা চিঠি পাঠিয়েছিল, কিন্তু সেটা ফিরে এল লজ্জাজনক অবস্থায়। তার মাথায় লেখা: "এটা উভারভ লিখেছে, কাজেই এ চিঠি পড়ার দরকার নেই।"

এবং তারপরেও ভালিয়া স্প্রোগভা গনচারেঙ্কোর সঙ্গে বেড়াতে লাগল। শিক্ষক-শিক্ষিকারা ভাবলেন, যেহেতু সে মেয়ে সেই হেতু সে সন্দেহের উর্দ্ধে। আর শুধু তো ভালিয়া নয়। তার মত অনেক আছে। তাদের সকলেরই গোপন ব্যাপার আছে, সকলেই এক ধরনের রহস্যময় চক্রান্তে লিপ্ত। আর পঞ্চম শ্রেণীকে তাদের ঔদ্ধত্য ও অনুগ্রহ সহ্য করতে হয়। এই গোপন ব্যাপারের সূত্রগুলি সবই গিয়ে পৌছয় উপরের দিকে, অষ্টম, নবম ও দশম শ্রেণীগুলির সুদূর উচ্চতা। নিজেদের সুদর্শন চেহারা ও নবোদ্গত গোঁফ নিয়ে বড়রা সর্বত্রই মাথা গলাচ্ছে। এই সব উচ্চস্তরে মেয়েরা যে কি সব কাণ্ড করছে, তা অনুমান করা অসম্ভব।

এই বিষয়ে ভলোদিয়া উভারভ অত্যন্ত সন্দেহবাদী মনোভাব পোষণ করে। বড় মেয়েদের সম্পর্কে সে অতি অসম্ভব সব কাহিনী বলে এবং তার কথা বিশ্বাস করা হবে কি না সে বিষয়ে তার বড় একটা ভাবনাও নেই। তার কাহিনীগুলির সত্যতায় তার আগ্রহ নেই; বিষয়বস্তু, সম্ভাবনা ও খুঁটিনাটি ব্যাপারেই তার আগ্রহ। অন্যেরা এতে কিছু সাহায্য করে না। ভলোদিয়াকে বিশ্বাস করা যায় না, কিন্তু তার কাহিনীগুলি সকলে আগ্রহের সঙ্গেই শোনে।

আর নবম ও দশম শ্রেণীর মেয়েরা! তাদের কথা ভাবাই যায় না! এমন কি ভলোদিয়া পর্যন্ত ভয় পায়। তাদের কারো কাছে চিঠি লেখার কথা কখনও তার মাথায় এসেছে? কি করে আসবে! কি লিখবে সে? উপরের ক্লাসের মেয়েরা দুর্বোধ্য জীব। তাদের দিকে তাকাতে পর্যন্ত

ভয় হয়। ধর, তাদের কেউ তোমাকে লক্ষ্য করে কটাক্ষ হানল—কি বলবে বল? শুধু অতি দুঃসাহসী যারা, তারা মাঝে মাঝে করিডোর দিয়ে ছুটে যাবার সময় বড় মেয়েদের কারো উরু অথবা বুক ঘেঁষে চলে যায়। কিন্তু এ হল বাজে রকমের আমোদ। ভয়ে ভয়ে ও কাঁপুনির সঙ্গে এ সব করা হয়; ঝুঁকিও থাকে বিরাট। যদি ধরা পড়, যদি মেয়েটি তোমাব দিকে তাকায় যদি সে কিছু বলে, তাহলে সেখান থেকে তোমার পলায়নের কি উপায় আছে—কঠিন অনড মেঝে তো দ্বিধা হয়ে তোমাকে গ্রাস করবে না! গত বছর ক্লাসে ইলিয়া কমরোভস্কি নামে একজন বেপরোয়া দুঁদে ছেলে এসেছিল—তাকে বিতাড়িত করা হয়েছে। তাতে কি আসে যায়? ছেলেদের কাছে সে যে সব কথা বলত, তাতে ডেস্ক-গুলো পর্যন্ত লজ্জায় লাল হয়ে যেত, আর তার শ্রোতারা তার কথা শোনার চাইতে চারদিকে তাকাতই বেশী। বক্তিমে যতই ঝাড়ুক, তাব মত ছেলেও যদি বোকার মত কোন কৌশল খাটাত এবং মেয়েটির সঙ্গে তার চোখাচোখি হত, তাহলেই তার কম্ম ফতে। সে চুপ করে গিয়ে হাসবার চেষ্টা করত। আর মেয়েটি শুধু তাকে বলত: "নাকটা মুছে ফেল। রুমাল আছে তো তোমার, না নেই?"

কমরোভস্কিকে মোটেই এর জন্যে বিতাড়িত করা হয় নি; সে ক্লাস পালিয়ে বেড়াত এবং পড়াশুনো করত না বলেই তাকে বিতাডিত করা হয়েছে। আর সে চলে গেলে কেউ দুঃখিত হয়নি, বরং সে যাওয়াতে সকলে স্বস্তি বোধ করেছিল।

অন্তরে অন্তরে আলেকসান্দার ভলগিনের মনে বড় মেয়েদের বিরুদ্ধে কোন রাগ ছিল না; কিন্তু সে হল ভয়ানক গোপন কথা। এমন গোপন যে, তার আসল অর্থ তার কাছে স্বপ্নেও ধরা পড়ে নি, আর যদি ধরা পড়েও থাকে তো তার মর্মোদ্ধার হয় নি। কিন্তু অন্যদের চাইতে তার অবস্থাটা ভাল ছিল, কারণ তাদের ফ্লাটে তার ও তার বাপ মায়ের সঙ্গে বাস করত নাদিয়া—এই মানুষটিকে সে বুঝতে পারত না, কিন্তু তাকে তার ভাল লাগত, তার প্রতি

সে একটা টান অনুভব করত। নাদিয়ার দশম শ্রেণীর বন্ধুরা তাদের ফ্লাটে আসত। তার মত তারাও ছিল সুশীলা মেয়ে। তাদের ছিল প্রাণ হননকারী চোখ ও নরম চিবুক; তাদের ঢেউখেলানো চুলগুলি ছিল অসম্ভব রকম পরিষ্কার, আর তাদের দেহে এমন কয়েকটা জিনিস ছিল যেগুলি সম্পর্কে স্বপ্নে বা বাস্তবে চিন্তা না করাই ভাল। মাঝে মাঝে তাদেব দলে আলেকসান্দাব স্থান পেত, তবে ঠিক নিঃস্বার্থভাবে তাকে স্থান দেওয়া হত না। তাদের দলে সে সহজ ব্যবহার করত, জোরে জোরে কথা বলত, ঠাট্টা তামাসা করত এবং বিদ্যুৎগতিতে ছুটে যেত আইসক্রীম আর সিনেমার টিকিট কিনতে। কিন্তু এ সবই হল বাইরের ব্যাপার। ভিতরে ভিতরে তার অন্তবে ক্ষীণ প্রতিবাদ গুঞ্জরিত হয়ে উঠত, তার মনের মধ্যে এক অস্বস্তিকর সাড়া জাগত। মেয়েদের এই আত্মবিশ্বাস তাকে বিব্রত করত; তাদের আপাত দুর্বলতা ও পুরুষোচিত দক্ষতার অভাবেব সঙ্গে তাদের এই বিচক্ষণতাপূর্ণ শক্তির চমৎকার বিরোধিতা ছিল। কি করে ঠিকমত একটা ইট ছুঁড়তে হয় তা ওরা জানে না, কিন্তু ক্লাভা বরিসভা একবার তার নরম উষ্ণ হাত দিয়ে আলেকসান্দারের গালদুটি ধরে বলেছিল: "একদিন এই ছেলেটি সুদর্শন পুরুষ হবে।" সেদিন আলেকসান্দারের দেহে আবেগের একটা অদ্ভুত কলধ্বনিমুখর তরঙ্গ বয়ে গিয়েছিল—সে তরঙ্গ প্রবাহে তার তীব্র যন্ত্রণা জেগেছিল, তার শ্বাসরুদ্ধ হয়েছিল। সেই তরঙ্গের মধ্য থেকে সে যখন নিজেকে টেনে বের করে চোখ মেলল, তখন সে দেখল, মেয়েবা এব মধ্যেই তার কথা ভুলে গেছে এবং আস্তে আস্তে নিজেদের মধ্যে কি একটা আলোচনা করছে। তারপব খুব কাছেই কোথাও মানুষের সুখের সীমারেখা রয়েছে বলে তার একটা অস্পষ্ট অনুভূতি হয়েছিল। সেদিন রাতে বিছানায় শুয়ে সে শান্তভাবে এই ঘটনাটি স্মরণ করেছিল এবং যখন সে চোখ বুঁজল তখন মেয়েরা উঁচুতে সাদা মেঘের মত তার কল্পনায় ভাসছে।

মেয়েদের সম্বন্ধে কিভাবে ভাবতে হবে তা সে জানত না, কিন্তু তার মনে মেয়েদের সঙ্গে সব সময়ই একটা আনন্দানুভূতি জড়িয়ে থাকত। ভলোদিয়ার

বিদ্রূপ অথবা ইলিয়া কমরোভস্কির স্থূলতা কিছুই তাতে বাধা দিতে পারত না।

তাই মেয়েরা যে সব পাগলামিতে অংশ গ্রহণ করেছে বলে শোনা যেত ছেলেরা যখন সেই সব বিচিত্র পাগলামির গল্প বলত, তখন সে তা বিশ্বাস করতে চাইত না। নাদিয়া সম্পর্কে ভলোদিয়া যে সব ইঙ্গিত করছে, সেগুলিও ওই রকমই। ভলোদিয়ার প্রমাণ কোথায় ?

"তুমি কি চাও তাহলে ? তোমার নাকের সামনে তাদের সব করতে হবে ?"

"না, কিন্তু তুমি কি প্রমাণ পেয়েছ ?"

"তোমার নাদিয়া কি ভাবে বাড়ি ফেরে তা কখনও তুমি লক্ষ্য করেছ ?"

"তাতে কি হল ?"

"কতগুলো ফুলবাবু ওর পিছনে ঘোরে জান ?"

"'কতগুলো' মানে কি ?"

"তুমি গুণে দেখনি কখনও ? ভাসিয়া সেমিওনভ আর পেতিয়া ভেরবিতাস্কি, তারপর ওলেগ অসোকিন, তারপর তারানভ, কিসেল আর ফিলিমোনভ। তুমি এদের দেখনি ?"

"বেশ তো, তাতে কি হল ?"

"ভাবছ এরা শুধু শুধুই ওর পিছনে ঘুরছে ? তুমি ভাব ওরা এত বোকা ? চোখদুটো তোমার খোলা রেখ বুঝলে !"

আলেকসান্দার তার চোখ খোলা রাখল এবং দেখল, ওরা সত্যি সত্যিই একসঙ্গে ঘুরে বেড়ায় ; দেখল ওরা খুসী মনে হাসাহাসি করে এবং নাদিয়া চোখ নীচু করে ওদের সঙ্গে হেঁটে চলে।

একই রকম চোখ ঝলসান আবেষ্টনীর মধ্যে সে দেখল ক্লাভা বরিসভাকে।

কিন্তু একটু বিষাদময় হিংসা ছাড়া তার মনে কোন সন্দেহের উদ্রেক হল না।

যদিও "ফুলবাবুরা" তার কাছে খুব খারাপই ঠেকল।

বসন্ত এল ; সূর্য্য আকাশে আরও বেশীক্ষণ তার কাজ করল, রাস্তায় রাস্তায় ফুটে উঠল বাদামের ফুল। আলেকসান্দারের কাজ বাড়ল : ম্যাচ খেলা, নৌকো বাওয়া, সাঁতার দেওয়া এবং নানা রকম পরীক্ষা দেওয়া। নাদিয়া পরীক্ষার জন্য স্বাভাবিক খাটুনীর চাইতে অনেক বেশী খাটছে। প্রত্যেক দিন তার ঘরে মেয়েরা জমা হয়। সন্ধ্যায় তারা বেরিয়ে আসে বিবর্ণ ও গম্ভীর মুখে, আলেকসান্দারের চুটকি গল্প তাদের মনে আদৌ কোন দাগ কাটে না। মাঝে মাঝে ছেলেরাও পড়তে আসে, কিন্তু তাদের সকলেরই এমন দশম শ্রেণীর ভারিক্কি চেহারা যে ভলোদিয়া পর্যন্ত তাদের সম্বন্ধে বাজে কথা বলতে সাহস করে না।

আর ঠিক এই সময়, পরীক্ষা যখন পুরোদমে চলছে তখন একটা ব্যাপার ঘটল। সান্ধ্য ভোজনের পর রাত বেশী হলে বাবা বললেন, "নাদিয়ার কি হয়েছে ?"

মা দেয়ালে ঘড়িটার দিকে তাকালেন।

"আমি নিজেও তাই ভাবছি। সে চারটের সময় বেরিয়ে গেল এক বন্ধুর ওখানে পড়বে বলে।"

"কিন্তু এখন তো রাত একটা বেজে গেছে।"

"অনেক দিন থেকেই আমার ভাবনা হয়েছে," মা বললেন।

বাবা কাগজ তুলে নিলেন, কিন্তু পড়ার ইচ্ছে যে তাঁর নেই তা যে কেউ দেখলে বুঝতে পারত। তিনি লক্ষ্য করলেন তাঁর ছেলে এক খণ্ড "ওগোনিয়োক"-এর আড়ালে আত্মগোপন করে রয়েছে।

"আলেকসান্দার! তুমি শুতে যাওনি কেন ?"

"কাল তো ছুটি।"

"শুতে যাও।"

আলেকসান্দার খাবার ঘরে ডিভানের উপর শোয়। সে তাড়াতাড়ি পোশাক ছেড়ে দেয়ালের দিকে মুখ করে, বিছানায় শুয়ে পড়ল, তা বলে অবশ্য ঘুমোল না। সে শুয়ে পড়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

নাদিয়া বাড়ি এল প্রায় রাত দুটোয়। তার ভীরুভাবে বেল টেপার আওয়াজ এবং ঢোকার সময় আস্তে দরজা খোলার শব্দ আলেকসান্দার শুনতে পেল। সে বুঝল, নাদিয়া একটা কিছু অন্যায় কাজ করেছে। হলের মধ্যে চাপা গলার আলাপ শোনা গেল। সে শুনল মা বলছেন: "তুমি কি ভাবছ এটা শুধু একটা কৈফিয়ৎ দেবার ব্যাপার ?"

তারপর শোবারঘরেও কিছুটা কথাবার্তা হল। বাবাও সেখানে ছিলেন ; কি কথা যে তাঁরা বললেন তা রহস্যই রয়ে গেল। আলেকসান্দার অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঘুমোতে পারল না—কৌতূহল, ভয় ও স্বপ্নভঙ্গের একটা অদ্ভুত মিশ্রণ তাকে অভিভূত করে ফেলল। নাদিয়া ও ক্লাভা এবং অন্যান্য মেয়েদের মুখ শেষবারের মত যখন তার চোখে ভেসে উঠল, এবং তাদের ঘিরে যখন একটা বিরক্তিকর ও অসহ্য কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত রকমের চিন্তার স্রোত প্রবল বেগে বয়ে চলল, তখন নিদ্রাদেবী তার উপর ভর করেছেন।

পরদিন আলেকসান্দার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে নাদিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে কয়েকটা খুঁটিনাটি জিনিস লক্ষ্য করল। তার চোখের নীচে কালো ছায়া পড়েছে। তাকে আরও পাণ্ডুর, বিষণ্ণ ও চিন্তাগ্রস্ত দেখাচ্ছে। তার জন্য আলেকসান্দারের মনে সহানুভূতি জাগল ; কিন্তু গত রাত্রে কি ঘটেছে তা কি করে জানা যায় সেই ভাবনাটাই হল তার সব চেয়ে বেশী।

আলেকসান্দার ভলোদিয়াকে কিছু বলে নি। সে তখনও তার বন্ধুত্ব বজায় রেখেছে ; একত্রে ইস্কুলের ব্যাপার আলোচনা করেছে, তুচ্ছ ছোট-খাট দুষ্টুমীতে যোগ দিয়েছে, মাছ ধরতে গেছে এবং মেয়েদের সমালোচনা করেছে। কিন্তু তবু নাদিয়ার সম্পর্কে আলোচনার অভিপ্রায় তার জাগে নি।

বাড়িতে সে সনির্বন্ধ উৎসাহের সঙ্গে পারিবারিক জীবনের প্রত্যেকটি ফাঁকে নাক গলিয়েছে। সে ঘুমোবার ভান করে পড়ে থেকেছে, পড়ার ঘরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লুকিয়ে থেকেছে, বাপ-মায়ের কথাবার্তা মন দিয়ে শুনেছে,

নাদিয়ার উপর নজর রেখেছে, তার মন-মেজাজ কেমন থাকে এবং কি ভাবে কথা বলে তা সে লক্ষ্য করেছে।

ছুটির দিনে তার কপাল খুলল। তার বাবা চলে গেলেন ভোরবেলা শিকার করতে, যাবার সময়ে তিনি জাগিয়ে দিয়ে গেলেন বাড়ির সবাইকে। আলেকসান্দার জেগেছিল, কিন্তু সে চোখ বুজে পড়ে রইল। অপাঙ্গদৃষ্টিতে তাকিয়ে সে দেখল, অর্ধসম্বৃত নাদিয়া "আর এক ঘণ্টা" ঘুমিয়ে নেবার জন্য মায়ের শোবারঘরের দিকে গেল। বাবা সকাল সকাল চলে গেলে অথবা কাজের জায়গায় থাকলে বরাবরই নাদিয়া এ রকম করে।

শীঘ্রই শোবারঘরে আলাপ শোনা গেল। আলাপের বেশীর ভাগ আলেকসান্দারের কানে পৌছল না; কতকটা সে শুনতেই পেল না, আর কতকটা সে বুঝতে পারল না।

তার মা বললেন: "ভালবাসা যাচাই করে নেওয়া উচিত। একটা লোক মনে করতে পারে যে, সে প্রেমে পড়েছে, কিন্তু আসলে সে প্রেমে পড়ে নি। না চেখে তো কেউ মাখন কেনে না, অথচ আমরা আমাদের অনুভূতিগুলি মুঠো ভরে তুলে নিয়ে অন্ধের মত দৌড়ই। এটা সত্যিই খুব নির্বোধের কাজ।"

প্রায় শুনতে পাওয়া যায় না এমন ভাবে ফিসফিস করে নাদিয়া বলল, "যাচাই করা খুব কঠিন কাজ।"

তারপর সব চুপ। হয়ত ওরা খুব আস্তে ফিসফিস করে কথা বলছে এবং মা হয়ত আদর করে নাদিয়ার উস্কোখুস্কো চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। তারপর মা বললেন:

"বাজে কথা, যাচাই করা খুবই সোজা। ভাল আর সত্যিকারের মনের ভাব কি তা সব সময়েই বলা যায়।"

"ভাল মাখনের মত?"

মার গলার স্বরে হাসির আওয়াজ শোনা গেল।

"তার চেয়েও বেশী সহজ।"

নাদিয়া খুব সম্ভব বালিসে অথবা মায়ের কোলে মুখ লুকিয়েছে, কারণ তার গলার স্বর খুব ক্ষীণ হয়ে ভেসে এল।

"উ, মা, এ এত কঠিন!"

বিরক্তিভরে আলেকসান্দার যখন আর এক পাশে ফিরে শুতে যাবে, ঠিক তখনই তার মনে পড়ল যে, তাকে এমন ভাব দেখতে হবে যেন সে গভীর ঘুমে মগ্ন; অসন্তুষ্ট ভাবে সে শুধু ঠোঁট দুটো উল্টাল: নেহাৎ ছিঁচকাঁদুনের দল! মাখনের সঙ্গে এর আবার কি সম্পর্ক! এই মেয়েগুলো অদ্ভুত মানুষ, কেন ওরা কাজের কথা বলতে পারে না!

"তা ঠিক, একটু অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই থাকা দরকার···" মায়ের বাকী কথাগুলি সে শুনতে পেল না। এমন ফিসফিস করে কথা বলতে পারে মা আর নাদিয়া!

নাদিয়া তাড়াতাড়ি উত্তেজিতভাবে ফিসফিস করে কথা বলতে শুরু করল,

"মা তোমার পক্ষে এ কথা বলা বেশ সোজা: একটু অভিজ্ঞতা! ধর আমার কোন অভিজ্ঞতা নেই, একটুও না, তাহলে কি হবে? বল আমাকে, কি করে এটা হয়: ভালবাসার অভিজ্ঞতা? এটাই কি তুমি চাও? ভালবাসার অভিজ্ঞতা? ও! আমি মোটেই বুঝতে পারছি না।"

আলেকসান্দার সিদ্ধান্ত করে ফেলল, 'এইবার ও কাঁদতে শুরু করবে।' সে দীর্ঘনিঃশ্বাসের মত একটা কিছু ত্যাগ করল।

"ভালবাসার অভিজ্ঞতা নয়—আমাব কপাল তা নয়! ভালবাসার অভিজ্ঞতা—কথাটা কেমন যেন অপ্রীতিকর শোনায়। জীবনের অভিজ্ঞতা।"

"জীবনের অভিজ্ঞতা আমার কীই বা আছে?"

"তোমার? সতেরো বছর বয়েস হল, যথেষ্ট অভিজ্ঞতা হবার বয়েস।"

"আমাকে বল কিছু! পায়ে পড়ি মা আমাকে কিছু বল।"

মা ভেবে নিচ্ছেন বলে মনে হল।

"তুমি বলবে না আমাকে?"

"তুমি নিজেই জান, ভান কর না।"

"আমি ভান করছি ?"

"মেয়েদের আত্মসম্মান ও গর্ব কি তা তুমি জান। যে স্ত্রীলোকের এই গব থাকে না, তার সম্বন্ধে কোন পুরুষই উচ্চ ধারণা পোষণ করে না। তুমি জান নিজেকে সংযত রাখা ও প্রথম আবেগের কবলে আত্মসমর্পণ না করা কত সহজ।"

"কিন্তু ধর তুমি আত্মসমর্পণ করতে চাও ?"

আলেকসান্দারের মনটা বেশ খারাপ হতে শুরু করেছে। সেদিনকার সন্ধ্যার কথা ওরা কখন বলবে ? কি হয়েছিল সেদিন ? এসবই তো কেতাবী কথা : আত্মসমর্পণ, আবেগ !

মা কঠোরভাবে ও আগের চাইতে অনেক জোরে বললেন : "বেশ, তুমি যদি ঐরকম দুর্বল হয়েই থাক তো আত্মসমর্পণ কর। দুর্বল লোক সব সময়েই ঠকে এবং সর্বত্রই গোলমাল পাকায়। দুর্বলতাই তো মানুষের সুখ নষ্ট করে দেয়।"

"কিন্তু আগে এত কড়াকড়ি ছিল কেন ? আর এখনই বা কেন এত স্বাধীনতা : যখন খুসী বিয়ে কর, যখন খুসী বিবাহ বিচ্ছেদ কর ? সোবিয়েত আইনে এত স্বাধীনতা কেন দেওয়া হয় ?"

মা ঠিক তেমনি কঠিনভাবেই বললেন : "সোবিয়েত আইন খাঁটি মানুষের কথা ভেবেছে। খাঁটি মানুষ নিজেই জানে কি ভাবে কি করতে হয়। কিন্তু পাঁকের মত নোংরা জিনিস যাতে সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়তে না পারে তার জন্যে তাকে সব সময়েই আটকে রাখার দরকার।"

"তুমি কি ভাব আমি পাঁকের মত কিছু ?"

"কেন ?"

"কেন তা তুমিই জান : আমি প্রেমে পড়েছি···প্রায় প্রেমে পড়েছি···"

দুই কান দিয়ে যাতে শুনতে পারে সে জন্যে আলেকসান্দার এমনকি তার মাথা বালিস থেকে উঁচু করল।

"প্রায়ই হোক আর সত্যিসত্যিই হোক, আমি তাতে ভয় খাইনে। তুমি আমার বুদ্ধিমতী মেয়ে, তোমার আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাও আছে। এই জন্যেই তো আমি তোমার উপর রাগ করি না।"

"তবে বললে কেন ?"

"আমি কখনও তোমার কাছ থেকে এমন দুর্বল মনোভাব প্রত্যাশা করি নি। আমি ভেবেছিলাম মেয়েদের গর্ব, মেয়েদের আত্মসম্মানবোধ তোমার আরও বেশী আছে। আর তুমি কিনা মাত্র দ্বিতীয়বার একটা লোকের সঙ্গে দেখা হবার পরই তার সঙ্গে রাত একটা পর্যন্ত কাটিয়ে এলে !"

"ও !"

"এটা অবিশ্যিই দুর্বলতা। এতে নিজের প্রতি তুমি সুবিচার করছ না।"

সব চুপচাপ। সম্ভবতঃ নাদিয়া বালিসে মুখ গুঁজেছে এবং লজ্জায় কথা বলতে পারছে না। আলেকসান্দার পর্যন্ত কেমন অস্বস্তি বোধ কবতে লাগল। মা শোবারঘর থেকে বেরিয়ে মুখ ধুতে চলে গেলেন। নাদিয়া একেবারে নেতিয়ে পড়েছে।

আলেকসান্দার ভলগিন সশব্দে হাত পা ছড়িয়ে শুল, কাশল, হাই তুলল এবং সে যে এই মাত্র গভীর ঘুম থেকে উঠে হাল্কা মনে দিনকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে তার নানা রকম লক্ষণ দেখাল। প্রাতরাশের সময় সে মা ও বোনের মুখ লক্ষ্য করে দেখল এবং নিজের জ্ঞানে আনন্দবোধ করল। নাদিয়ার মুখে দেখার মত কিছু ছিল না ; সে বাইবেব চেহাবা বেশ ভালভাবেই বজায় রাখল, এমন কি হাসি ঠাট্টাও করল। কিন্তু চোখদুটো তার লাল আর তার চুলগুলোও আগের মত সুবিন্যস্ত নয় এবং মোটের উপর আগের মত তাকে সুন্দর দেখাচ্ছে না। মা কাপগুলোর ভিতরে দৃষ্টি রেখে চা ঢাললেন, মুখে তাঁর শুকনো হাসির রেখা, তাতে বেদনা প্রকাশ পাচ্ছে বলেই মনে হয়। পরে তিনি আলেকসান্দারের দিকে তাকিয়ে সত্যিকারের হাসি হাসলেন।

"মুখ ভ্যাংচাচ্ছিস কেন ?"

আলেকসান্দার লাফিয়ে উঠে ব্যস্ত সমস্তভাবে মুখের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনল। সত্যিই মুখটা এমনভাবে আচরণ করছিল, যে মুখের মালিক সে রকমটি কখনও চায় নি।

"আমি মুখ ভ্যাংচাচ্ছি না তো।"

নাদিয়া তার ভাইয়ের দিকে খুসীভরা বিদ্রূপের দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দু'তিনবার মাথাটা একটু নাড়ল কিন্তু…কিছু বলল না। এতে তার মর্যাদা ও ক্ষমতাই বরং প্রকাশ পেল; সম্ভবতঃ গতকাল এটা তার পক্ষে মানাত, কিন্তু আজ এটা আলেকসান্দারের তথ্যজ্ঞানের প্রতি অপমানকর চ্যালেঞ্জ। কত সহজেই না ও নাদিয়াকে ঘায়েল করতে পারত…কিন্তু গোপনতা সম্মানের চাইতে বেশী মূল্যবান, তাই আলেকসান্দার একটা আনুষ্ঠানিক পাল্টা জবাব দিল।

"বেশ, বেশ! অমন মুখ করেছিলে কেন?"

নাদিয়া হাসল।

"ভূগোলের খাতায় 'চমৎকার' মন্তব্য করা হলে যেমন মুখের ভাব হয়, তোমার মুখের ভাবটা তেমনি হয়েছে।"

এই কথাগুলিতে বিদ্রূপের আভাস ছিল, কিন্তু আলেকসান্দারের উপর কথাগুলি ঠিকমত ক্রিয়া করার সময় পেল না। হঠাৎ তার মনটা ভূগোলের চিন্তাতেই ভরে গেল: নদী ও খালগুলি ঝলক দিয়ে গেল, শহরগুলির চেহারা ও নাম তার স্মৃতিকে আক্রমণ করল। আর সেগুলির সঙ্গে সঙ্গে মনে এল আরও অনেক কথা: সম্মানের কথা, বাবার কথা এবং তৃতীয় টার্মের পরীক্ষায় 'সন্তোষজনক' মন্তব্য লাভ এবং ৫-বি ক্লাশের সঙ্গে প্রতিযোগিতার কথা। আজ পরীক্ষা। আলেকসান্দার তার বোনকে ভুলে গিয়ে নিজের ভূগোলের বইয়ে ডুব দিল।

কিন্তু ইস্কুলে যাবার পথে তার সকালের আলাপ মনে পড়তে লাগল। পটভূমিকাটি মনোরম: আলেকসান্দার ভলগিন গোপন কথাটি জানে, আর সে যে জানে এই সন্দেহটুকুও কারো মনে জাগছে না। নানা প্রতিমূর্তির দ্বারা এই পটভূমিকা অলঙ্কৃত। কিন্তু আলেকসান্দার তাদের সবগুলিকে সমগ্রভাবে এখনও দেখতে পাচ্ছে না। কখনও একটা, কখনও আর একটা বড় হয়ে উঠছে এবং প্রত্যেকটিই শুধু নিজের বক্তব্য বলে যাচ্ছে। একটা মনোরম প্রতিমূর্তি বলছে, তার বোন একটা কিছু অন্যায় করেছে, কিন্তু তার পাশেই

আর একটা প্রতিমূর্তি তার মনে উদ্বেগের সৃষ্টি করছে—তার বোনের একটা কিছু হয়েছে এই ব্যাপারটাই অপ্রীতিকর। এবং ঠিক এর কাছেই রয়েছে বড় বড় করে স্পষ্ট তুলিতে আঁকা তাদের সমগ্র মেয়েলী জগৎ, আগের মতই মনোমুগ্ধকর, উর্ধ্বাকাশে সাদা মেঘের মত। আর বিনা মেঘেই নেচে কুঁদে বেড়াচ্ছে খর্বাকৃতি ব্যঙ্গমূর্তিগুলি। মেয়েরা যে শুধুই ছলনা করে চলেছে, এটা তারই ইঙ্গিত, এবং সম্ভবতঃ ভলেদিয়াই ঠিক কথা বলেছে শেষ পর্যন্ত। তারপর সব মুছে গেল, কিছুই মনে রইল না; এবং তার মা ভোরে যে কথাগুলি বলেছিলেন সেই কথাগুলি আলেকসান্দারের মনে পড়ল। কথাগুলি কেমন যেন আস্বাভাবিক ও গুরুত্বপূর্ণ, সে কথাগুলি ভেবে দেখতে চাইছে, কিন্তু কেমন করে ভাববে তা সে জানে না; কথাগুলির মধ্যে যে বিচক্ষণতা ও ভাল লাগার মত জোর আছে সেইটুকুই শুধু তার মনে পড়ে। স্ত্রীলোক সম্পর্কে পুরুষের উচ্চ ধারণা না থাকা বিষয়ে যে কথাগুলি বলা হয়েছিল সেগুলি তার স্মরণ আছে। এটা একটা চিত্তাকর্ষক কিছু হবে, কিন্তু সেটা যে কি তা সে বুঝতে পারে না, কারণ, দৃষ্টিটা আড়াল করে রয়েছে মস্ত একটা পরিচিত শব্দ—"পুরুষ মানুষ"! পুরুষমানুষ—সে তো আলেকসান্দার ভলগিন। বাবার সঙ্গে আলাপের পর প্রায়ই এই শব্দটা শোনা গেছে। শব্দটিতে শক্তিমান, কঠোর, সহনশীল, ও অত্যন্ত রহস্যময় একটা কিছু প্রকাশ পায়। তারপর এই ছবিটিও মুছে গেল এবং উপরে ঠেলে উঠলে লজ্জাকর চিন্তাগুলি—ইলিয়া কমরোভস্কির কুৎসিৎ কাহিনীগুলি ও ভলোদিয়া উভারভের নির্মম অসূয়াপরায়ণতা। কিন্তু এগুলিও মিলিয়ে গেল, আবার দেখা দিল উর্ধ্বে নীলাকাশে চকচকে শাদা মেঘগুলি এবং মধুর হাস্যময়ী সুশীলা মেয়েরা।

দেওয়ালে মৃদু আঘাত করতে করতে এরা সব আলেকসান্দারের অন্তরাত্মার চারিপাশে ঘুরে ঘুরে উড়ে বেড়াতে লাগল, প্রত্যেকেই তার নিজের কাহিনী বলে বলে চলল। কিন্তু মাঝখানে ছিল তার বাবার কাছ থেকে পাওয়া উপহারটিমাত্র—পুরুষ শক্তি ও মহত্বের প্রতীক।

আলেকসান্দার সকাল সকাল ইস্কুলে পৌছল। পরীক্ষা আরম্ভ হবে বেলা এগারোটায়, আর এখন বেজেছে মোটে দশটা। কয়েকজন ছাত্র এর মধ্যেই ম্যাপগুলির চারদিকে কাজে লেগে গেছে। পিছন দিকে হাত রেখে ভলোদিয়া উভারভ ভারিক্কিচালে ইস্কুলের প্রাঙ্গনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভূগোলে সত্যিই ও খুব ভাল ছেলে নাকি? আলেকসান্দারের মন-মেজাজ, স্যাণ্ডউইচ দ্বীপপুঞ্জ, 'চমৎকার' মন্তব্য লাভের সম্ভাবনা ইত্যাদি সম্পর্কে কয়েকটা জাগতিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসার পর ভলোদিয়া উদাসীনভাবে বলল যে, সে 'সন্তোষজনক' মন্তব্য পাবার জন্যই শুধু চেষ্টা করছে। হঠাৎ সে জিজ্ঞাসা করল: "তোমার বোনের কি এখন বিয়ে হয়েছে?"

আলেকসান্দারের সারা দেহে একটা শিহরণ খেলে গেল। সে চোখ বড় বড় করে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ভলোদিয়ার দিকে।

"কি?"

"এই রে! বোন বিয়ে করেছে আর উনি তা জানেন না! বা, বা!"

"তার মানে? বিয়ে করেছে? কি করে?"

"কী নিষ্পাপ কচি খোকা বে আমার! লোকে কেমন করে বিয়ে করে তাও উনি জানেন না। খুব সোজা: এক, দুই তারপর নয় মাসের মধ্যে একটি বাচ্চা হবে।"

ভলোদিয়া তার সুদর্শন গোল মাথাটি উঁচু করে পিছনে হাত রেখে দাঁড়িয়ে রইল।

"তুমি মিথ্যে কথা বলছ!"

বড়দের মত ভলোদিয়া তার কাঁধ ঝাঁকাল এবং হাসল তার দুর্লভ হাসি।

"তুমি দেখতেই পাবে।"

সে ইস্কুল বাড়ির দিকে চলে গেল। আলেকসান্দার তার অনুসরণ করল না; সে বেঞ্চির উপর বসে পড়ে ভাবতে শুরু করল। ভাবাটা কঠিন হল এবং সে কোন সিদ্ধান্তে পৌছতে পারল না। কিন্তু তার মনে পড়ল যে, তাকে পুরুষমানুষ হতেই হবে। ভাগ্যক্রমে ভূগোলের পরীক্ষাটা চমৎকার উৎরে

গেল এবং আলেকসান্দার খোসমেজাজে বাড়িতে দৌড়ে গেল। কিন্তু বোনকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে তার ফূর্তি মিলিয়ে গেল। নাদিয়া পড়ার ঘরে বসে তার নোট বইতে কি একটা টুকছিল। আলেকসান্দার দরজার সামনে দাঁড়াল, তারপর বিস্মিত হয়ে দেখল যে সে এগিয়ে চলেছে তার বোনের দিকে। নাদিয়া মাথা তুলল।

"এই যে, ভূগোল কেমন হল ?"

"ভূগোল ? আমি পরীক্ষায় 'চমৎকার' মন্তব্য পেয়েছি। কিন্তু তোমাকে একটা কথা বলতে হবে, বুঝলে ?"

"তুমি কি জানতে চাও ?"

আলেকসান্দার একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ধাঁ করে বলে ফেলল: "দেখ তুমি বিয়ে করেছ, না, কর নি ?"

"কি ?"

"বল আমাকে······তুমি বিয়ে করেছ, না কর নি ?"

"আমি বিয়ে করেছি কি না ? পাগলের মত কি বকছ তুমি ?"

"না, তোমাকে বলতে হবে।"

নাদিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ভাইয়ের দিকে তাকাল, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে তার কাঁধ চেপে ধরল।

"সবুর কর এক মিনিট। এর মানে কি ? কি জিজ্ঞেস করছ তুমি ?"

আলেকসান্দার তার মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাল। তার মুখে রাগ ও শত্রুতার ভাব। সে তাকে ঠেলে সরিয়ে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল। শোবারঘর থেকে তার কান্নায় ফেটে পড়ার শব্দ এল। আলেকসান্দার ডেস্কের পাশে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল। কিন্তু ভাবা কঠিন হচ্ছে। সে এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে ঢুকল খাবারঘরে। দোরগোড়ায় সে মায়ের সঙ্গে ধাক্কা খেল।

"কি সব ভয়ানক কথা তুমি নাদিয়াকে বলছিলে ?"

আবার একবার আলেকসান্দার ভলগিন তার বাবার সামনা-সামনি বসল, আবার সে রূপোর তারাগুলিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে পারল। কিন্তু এবার

আলেকসান্দার শান্ত, সে সোজা তার বাবার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারে। আর তার বাবা হেসে জবাব দিলেন :

"কি খবর ?"

"আমি তোমাকে কথা দিয়েছিলাম .... "

"দিয়েছিলে।"

"আমি বলেছিলাম আমি মানুষ হব।"

"ঠিক কথা।"

"তা আমি হয়েছি...সব ব্যাপারেই।"

"শুধু একটা ব্যাপারে তুমি ভুল করেছ।"

"আমি কি পুরুষমানুষের মত কাজ করি নি ?"

"না, নাদিয়াকে জিজ্ঞাসা করার কোন দরকার তোমার ছিল না।"

"কাকে করব তাহলে ?"

"আমাকে।"

"তোমাকে ?"

"সব ব্যাপারটা আমাকে বল দেখি।"

আলেকসান্দার ভলগিন তার বাবাকে সব কথা বলল, এমন কি সকালে যে আলাপ সে আড়ি পেতে শুনেছিল তাও বলল। বলা শেষ হলে সে যোগ করল,

"আমি জানতে চাই ও বিয়ে করেছে, কি না। আমাকে জানতেই হবে।"

একটি প্রশ্নও না করে মাঝে মাঝে মাথা নেড়ে বাবা মন দিয়ে সব শুনলেন। তারপর তিনি পড়ার ঘরটায় একটা চক্কর দিলেন, ডেস্কের উপর রাখা একটা বাক্স থেকে একটা সিগারেট নিলেন, তারপর ধোঁয়ার মেঘে নিজেকে ঢেকে ফেলে তিনি দেশলাইটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। সিগারেটটা দাঁতের মধ্যে চেপে ধরে ইতিমধ্যে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন :

"তোমার জানতেই হবে কেন বল তো ?"

"যাতে ভলোদিয়া আর এ কথা না বলে।"

"কি বলে ?"

"ও বিয়ে করেছে এ কথা সে যাতে না বলে।"

"এ কথা কেউ বলতে পারবেনা এমন কি কথা আছে ?"

"কারণ ও মিথ্যে কথা বলে।"

"মিথ্যে কথা বলে ? বলে, বলুক।"

"কিন্তু তাহলে তো ও মিথ্যে কথা বলেই চলবে।"

"সে যা বলছে তাতে ক্ষতি কি ; বিয়ে করাটা কি খারাপ ?"

"ও বলে নাদিয়া বিয়ে করেছে, কিন্তু · "

"কিন্তু কি ?"

"কিন্তু ও বলে···ও নোংরা কথা বলে।"

"ওহো···তাহলে তুমি এখন বুঝেছ।"

"হ্যাঁ, আমি বুঝেছি।"

সত্যিই সে বুঝেছে এই কথাটা নিজের কাছে হলফ করে আলেকসান্দার মাথা নাড়ল।

তার বাবা তার কাছে এসে তার চিবুকটি হাত দিয়ে ধরলেন, গম্ভীর ও কঠোরভাবে তার চোখের দিকে তাকালেন।

"হ্যাঁ, তুমি পুরুষমানুষ। এখন থেকে সব সময় বুঝে চলবে। এই হল কথা।"

পরদিন আলেকসান্দার ভলোদিয়ার কাছেই গেল না এবং অন্য একটা ডেস্কের সামনে বসল। একটা ক্লাস শেষ হলে ভলোদিয়া আলেকসান্দারের কাঁধে হাত রাখল, কিন্তু আলেকসান্দার তৎক্ষণাৎ হাতটা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল।

"সরে যাও।"

ভলোদিয়া নাক সিঁটকে বলল, "ভাবছ যে তুমি না হলে আমার চলে না ?"

আসল কাহিনীটির এখানেই শেষ। ভলোদিয়া উভারভ ও আলেকসান্দার ভলগিনের মধ্যে দীর্ঘকালের জন্য, সম্ভবতঃ চিরকালের জন্য, ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। তবে দিন পনেরো পরে একটা দিন, ইস্কুলের বছরের শেষ দিনে একমিনিটের জন্য দুজনের আবার দেখা হয়েছিল।

ইস্কুলের প্রাঙ্গনেই একদল ছেলের মধ্যে ভলোদিয়া বলছিল, "দশম শ্রেণীর ক্লাভাই হল প্রথম····· "

ছেলেরা মনে মনে গজগজ করলেও তাদের অভ্যাসবশেই মনোযোগ দিয়ে ভলোদিয়ার কথা শুনছিল।

আলেকসান্দার ভীড় ঠেলে গল্প-বলিয়ের সামনাসামনি দাঁড়াল।

"মিথ্যে কথা। তুমি ইচ্ছে করেই মিথ্যে বলছ।"

ভলোদিয়া তার দিকে অলসদৃষ্টিতে তাকাল।

"বেশ, তাতে কি হয়েছে!"

"তুমি সব সময় মিথ্যে কথা বল! আর সব সময় মিথ্যে বলেছ!"

ছেলেরা আলেকসান্দারের গলার স্বরে একটা নতুন কিছুর, একটা নতুন প্রফুল্ল স্বরের আমেজ পেল।

"তোমার বাজে কথা শোনার সময় আমার নেই···"

ভলোদিয়া সরে গেল। আলেকসান্দার নড়ল না।

"না, চলে যেও না।"

"ও! কেন যাব না?"

"আমি তোমাকে মার লাগাব!"

ভলোদিয়া লাল হয়ে উঠল, তবু তখনও ইংরেজের নকল করার চেষ্টা করতে করতে সে ঠোঁট দুটো চেপে জবাব দিল, "মেরেই দেখ না।"

আলেকসান্দার মুঠি উঁচিয়ে ভলোদিয়ার কানের উপর মারল ঘুষি। ভলোদিয়া তখনি তার জবাব দিল। ছেলেদের মধ্যে যে রকম মারামারি হয়, সেই রকম বেশ একটা মারামারি বেধে গেল। এ রকম মারামারিতে কে যে জিতছে তা বোঝা সব সময় কঠিন। ঘটনাস্থলে বড়দের কেউ এসে পৌছবার আগেই দুই লড়ুয়ের নাক দিয়ে রক্ত পড়তে লাগল এবং দুইজনেরই জামার কয়েকটা বোতাম উড়ে গেল।

দশম শ্রেণীর একটি ঢ্যাঙা ছেলে জিজ্ঞাসা করল, "কী নিয়ে মারামারি হচ্ছে? কে আগে শুরু করেছে?"

আপসের সুরে একটিমাত্র কণ্ঠে জবাব এল: "সেরেফ একটা লড়াই আর কি। ওরা দুজনেই শুরু করেছে।"

ভীড়ের মধ্যে আপত্তির গুঞ্জন উঠল।

"দুজনেই! শোন কি বলে! অনেকদিন থেকেই ওর মার পাওনা হয়ে আছে!"

ছেলেদের গুঞ্জন ছাপিয়ে কস্তিয়া নেচিপোরেঙ্কোর ভালমানুষী শান্ত গলা শোনা গেল।

"ওরা দুজনেই দোষী নয়। ওদের মধ্যে অনেক তফাৎ। বাজে গল্প বলে বেড়াবার জন্যে ভলগিন ওই শয়তানকে মেরেছে আর ও-ও পাল্টা মেরেছে···ওর তো না মেরে উপায় নেই!"

ছেলেরা হো হো করে হেসে উঠল।

ভলোদিয়া আস্তিনে তার নাক মুছে তাড়াতাড়ি চারদিকে চোখ বুলিয়ে ইস্কুলবাড়ির দিকে চলে গেল। ওরা সকলেই তার চলে-যাওয়া দেখল: তার হাঁটাতে ইংরেজিয়ানা কিছুই ছিল না।

ঠিক সময়ে আপনা থেকেই যে জ্ঞান হবে, ছেলেমেয়েদের সঙ্গে যৌন সমস্যা সম্পর্কে কোন আলোচনার দ্বারাই তা একটুও বাড়ান যায় না। বরং এই সব আলোচনা প্রেমের সমস্যাকে সস্তা করে দেয়; যে সংযম না থাকলে প্রেমকে লাম্পট্য বলা হয়, এই সব আলোচনায় সেই সংযমই স্খলিত হয়ে পড়ে। এমন কি অতি বিচক্ষণ কায়দাতেও যদি গোপনতাকে প্রকাশ করা হয়, তা হলেও তা প্রেমের দেহগত দিকটাকেই বড় করে তুলে ধরে এবং যৌন অনুভূতিকে না জাগালেও যৌন কৌতূহলকে জাগিয়ে প্রেমকে সরল ও সহজলভ্য করে তোলে।

শৈশবাবস্থায় সংযম গড়ে না তুললে প্রেমানুভূতির চর্চা অসম্ভব হয়ে ওঠে। সতীত্ব বলে যা পরিচিত, যৌনসমস্যার প্রতি সেই একান্ত শ্রদ্ধা জাগিয়ে তোলাই যৌনশিক্ষার কর্তব্য। আবেগ, কল্পনা ও আকাঙ্ক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ

করার ক্ষমতা হল এমন এক ক্ষমতা যার প্রয়োজন অপরিহার্য ও সর্বাধিক। এর সামাজিক গুরুত্ব যথেষ্ট উপলব্ধি করা হয় নি।

যৌনশিক্ষার কথা বলার সময় অনেকে কল্পনা করেন যে, যৌন সংক্রান্ত ব্যাপারটা একটা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র এমন কিছু যা নিয়ে গোপনে কারবার করা উচিত। পক্ষান্তরে অন্যেরা যৌন আবেগকে মানুষের সমগ্র ব্যক্তিগত ও সামাজিক বিকাশের এক ধরনের বিশ্বজনীন ভিত্তি হিসাবে খাড়া করেন ; তাঁদের মতে একটা লোক সব সময় মূলতঃ হয় পুরুষ, নয় মেয়ে। স্বভাবতঃই তাঁরাও এই ধারণায় উপনীত হন যে, শিক্ষাকে মূলতঃ যৌনশিক্ষা হতেই হবে। এ-পক্ষ ও-পক্ষ উভয় পক্ষই, তাঁদের মধ্যে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও, এই বিশ্বাস পোষণ করেন যে প্রত্যক্ষ ও বিচার-বিবেচনাপ্রসূত যৌনশিক্ষা কার্যকর ও আবশ্যক।

আমার অভিজ্ঞতায় বলে যে, বিশেষ ও বিচার-বিবেচনা প্রসূত যৌনশিক্ষার ফল দাঁড়ায় শোচনীয়। এতে যৌন অনুভূতিকে 'শিক্ষা দেওয়া' হবে, যেন মানুষের দীর্ঘ সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অভিজ্ঞতা নেই, যেন দান্তে, পেত্রাক ও সেক্সপীয়রের যুগে যৌন প্রেমের মহৎরূপ প্রকাশ পায় নি, যেন বহুকাল আগে প্রাচীন গ্রীসে সতীত্বের ধারণা মানুষ কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করে নি।

যদি বিবেচনা করা হয় যে, ব্যক্তিত্বের সমগ্র বিকাশ থেকে পৃথকভাবে যৌন অনুভূতির অস্তিত্ব আছে, তাহলে যৌন অনুভূতিকে সঠিকভাবে শিক্ষা দেওয়া যায় না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যৌন পরিমণ্ডলকে সমস্ত মানব-মনস্তত্ত্বের ভিত্তি হিসাবে দেখা এবং শিক্ষাদাতার মনোযোগের মূলকেন্দ্র বলে গ্রহণ করা কখনই উচিত নয়। যৌনজীবনের চর্চা শুরু নয়, শেষ। যৌন অনুভূতির শিক্ষাদান কার্যটি যদি পৃথকভাবে করা হয়, তা হলেও আমরা একজন নাগরিককে শিক্ষা দিতে পারি না ; কিন্তু একজন নাগরিককে শিক্ষা দিয়ে আমরা যৌন অনুভূতিকে শিক্ষা দিতে পারি, কারণ, এই যৌন অনুভূতি আমাদের শিক্ষার মূলগত ধারার দ্বারা ইতিমধ্যেই মহৎ হয়ে উঠেছে।

অতএব শুধু প্রাণিসুলভ যৌন আকর্ষণকে প্রেমে পরিণত করতে পারা যায় না। প্রেমকে "ভালবাসার" ক্ষমতা শুধু মানুষের অ-যৌন স্নেহের অভিজ্ঞতার

মধ্যেই নিহিত। কোন যুবক যদি তার বাপ-মা, তার সাথী ও বন্ধুদের ভালবেসে না থাকে, তাহলে যাকে সে স্ত্রী বলে বেছে নিয়েছে তাকে সে কখনও ভালবাসবে না। তার অ-যৌন ভালবাসার পরিধি যত বিস্তৃত হবে, তার যৌন ভালবাসাও ততই মহৎ হবে।

যে লোক তার দেশকে, তার জাতিকে ভালবাসবে, তার কাযকলাপে লাম্পট্য দেখা যাবে না, সে কোন নারীকে শুধু মেয়েলোক হিসাবে দেখবে না। বিপরীত সিদ্ধান্তটাও সমান সত্য: যে পুরুষ একজন নারীর সঙ্গে ব্যবহারে ইতর নির্লজ্জ অসূয়ার পরিচয় দিতে পারে, তাকে একজন নাগরিক বলে আর বিশ্বাস করা উচিত নয়। সকলের যা আদর্শ তার প্রতিও তার মনোভাব ঠিক ঐরকমই অসূয়াপূর্ণ হবে এবং তার উপর পূর্ণ আস্থা কেউ রাখতে পারে না।

যৌনপ্রবৃত্তি একটা প্রচণ্ড চালিকাশক্তি। আদিম 'বন্য' অবস্থায় ফেলে রাখলে অথবা 'বন্য' শিক্ষার দ্বারা একে আরও প্রবল করে তুললে যৌনপ্রবৃত্তি কেবলমাত্র সমাজ-বিরোধী শক্তিতে পরিণত হতে পারে। কিন্তু সামাজিক অভিজ্ঞতা, অন্যান্য লোকের সঙ্গে ঐক্যের অভিজ্ঞতা এবং নিয়মানুবর্তিতা ও সংযমের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও উন্নত হলে যৌনপ্রবৃত্তি উচ্চতম স্তরের সৌন্দর্যোপলব্ধি ও মানুষের সুন্দরতম সুখের অন্যতম স্তম্ভ হয়ে দাঁড়ায়।

পরিবার হল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ একটি পরিমণ্ডল। এখানেই মানুষ সামাজিক জীবনে প্রথম পদক্ষেপ করে! এই পদক্ষেপগুলি যদি সঠিকভাবে সংগঠিত হয়, তাহলে পরে যৌনশিক্ষাও সঠিকভাবে অগ্রসর হতে পারে। যে পরিবারে বাপ-মা সক্রিয়, যে পরিবারে তাঁদের কর্তৃত্ব তাঁদের জীবন ও কাজ থেকে স্বাভাবিক ভাবেই উদ্ভূত হয়, যেখানে বাপ-মা ছেলেমেয়েদের জীবন, সমাজের সঙ্গে তাদের প্রথম যোগাযোগ, তাদের পড়াশোনা, খেলা, মন-মেজাজ, আনন্দ ও নৈরাশ্যের প্রতি সব সময় নজর রাখেন, যে পরিবারে শৃংখলা, ভাল পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা আছে—এ রকম পরিবারে ছেলেমেয়েদের যৌনপ্রবৃত্তির বিকাশও সঠিকভাবে সংগঠিত হয়ে থাকে। এই রকম পরিবারে জোর করেও থেকে থেকে আকস্মিক ভাবে কোন কৌশল

অবলম্বনের প্রয়োজন কখনও দেখা দেয় না। কারণ প্রথমতঃ বাপ-মা ও ছেলেমেয়েদের মধ্যে সেখানে কোমল স্নেহের ও যৌন বিশ্বাসের একান্ত প্রয়োজনীয় বন্ধন রয়েছে। এই বন্ধন থাকলে, স্বভাবানুসারী বিশ্লেষণ ও তথ্যের সাদাসিধা বিবৃতির আশ্রয় গ্রহণ না করেই পারস্পরিক বোঝা পড়া সম্ভব হয়। দ্বিতীয়তঃ, এই ভিত্তিতে ঠিক সময়ে বলা প্রত্যেকটি কথার, পুরুষোচিত গুণ ও সতীত্ব সম্পর্কে এবং জীবনের সৌন্দয ও মর্যাদা সম্পর্কে প্রত্যেকটি সুনির্দিষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ কথার, ভবিষ্যতে মহৎ প্রেম ও জীবনের সৃজনশীল শক্তি সৃষ্টি করতে সাহায্য করবে এমন প্রত্যেকটি কথার মধ্যে তাৎপর্য ও জ্ঞানবত্তা থাকবে।

প্রত্যেক সুস্থ পরিবারে সংযম ও পবিত্রতার এই রকম বাতাবরণের মধ্যেই যৌনশিক্ষা অগ্রসর হয়।

আমরা আমাদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ভালবাসা সম্পর্কে যত বেশী বিচক্ষণ ও সংযতভাবে আলোচনা করব, ভবিষ্যতে তাদের ভালবাসা তত বেশী সুন্দর হবে, কিন্তু সংযমের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ছেলেমেয়েদের আচরণের প্রতি আমাদের সদাসর্বদা ও নিয়মিত মনোযোগ দিতেই হবে।

পরিবারে যদি সঠিক কোন ব্যবস্থা না থাকে, আচরণের যদি সঠিক সীমা না থাকে, তাহলে কোন দর্শন, কোন বক্তৃতায় সে পরিবারের ভাল করা যাবে না।

আগের কালের বুদ্ধিজীবিদের "রুশ" উদ্দামতা দুটি বিরোধী জিনিসের মধ্যে সমন্বয় ঘটাতে পেরেছিল বলে মনে হয়। একদিকে চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবিরা সর্বদাই অতিচরম ও যুক্তিসংগত ধ্যানধারণা প্রচার করতেন। এই ধ্যান-ধারণাগুলি প্রায়ই সহজ বাস্তবতার সীমা অতিক্রম করত। আবার এর সঙ্গে সঙ্গেই অপরিচ্ছন্নতা ও বিশৃংখলার প্রতি প্রবল অনুরাগ তাঁরা সর্বদাই প্রকাশ করতেন। হয়ত তাঁদের এমন একটা বিশেষ রুচি ছিল যা এই বিশৃংখলার মধ্যে একটা কিছু উচুদরের জিনিস, একটা কিছু আকর্ষণীয় জিনিস, তাঁদের গভীর ভাবে স্পর্শ করে এমন একটা কিছুর আলো—মুক্তির অমূল্য

আলোকরশ্মির সন্ধান পেত। তাঁদের দৈনন্দিন জীবনের বোহেমীয় বিশৃংখলার মধ্যে তাঁরা একটা উঁচুদরের সৌন্দর্যময় অর্থ খুঁজে বের করতে সমর্থ হতেন। এই ভালবাসার মধ্যে নৈরাজ্যবাদের মত, দস্তয়েভস্কির ধরনের ও খৃষ্টধর্মের মত কিছু একটা ছিল। কিন্তু আসল কথা হল এই যে, এই ঢিলেঢালা 'বামপন্থী' ধরনের জীবন যাত্রায় ঐতিহাসিক দারিদ্র্য ও নগ্নতা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এমনকি আজও কিছু লোক নির্ভুলতা ও সুশৃংখল গতিবিধিকে, জীবন যাত্রার যে পদ্ধতি খুঁটিনাটির উপর যথাযোগ্য নজর রাখে তাকে অন্তরে অন্তরে ঘৃণা করে থাকে।

জীবনের প্রতি একটা ঢিলেঢালা মনোভাব সোবিয়েত জীবনের রীতির সঙ্গে খাপ খেতে পারে না। কিছু কমরেড মহাভ্রান্তির বশে যে বোহেমীয় মনোভাবকে এখনও কাব্যরুচির পরিচায়ক বলে বিবেচনা করেন, সেই বোহেমীয় মনোভাবের বিলম্বিত রেশকে আমাদের সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নির্মূল করা উচিত। মানুষের কাজে সূক্ষ্ম নির্ভুলতা, সংযম, কড়াকড়ি ও এমন কি কঠোর সামঞ্জস্য, সর্বাঙ্গসম্পূর্ণতা ও চিন্তাশীলতার মধ্যে যে-কোনও "কাব্যিক বিশৃংখলার" চাইতে অধিকতর সৌন্দর্য ও কাব্য রয়েছে।

যে পরিবারে কেউ সঠিক সময়মত কাজ করতে, বাঁধা-ধরা পদ্ধতিতে, সংগঠনে ও পরিণামদর্শিতায় অভ্যস্ত নয়, সেই পরিবারের দৈনন্দিন জীবনে ঢিলেঢালা ভাব বড রকমের ক্ষতি করে এবং আর যে কোনও জিনিসের চাইতে তরুণতরুণীদের স্বাভাবিক যৌন অভিজ্ঞতাকে বেশী গুলিয়ে দেয়। যদি ছেলে বা মেয়ে তাদের যখন-খুসী-তখন অথবা যখন-যেতে-বাধ্য-হয় তখন শুতে যায়, যদি সন্ধ্যায় তারা কোথায় বেড়াতে বেরিয়ে যায় তা কারো জানা না থাকে অথবা যাদের ঠিকানা বা পরিবারের খবর জানা নেই এমন কোন "বান্ধবীর বাড়ি"তে বা "কোন কমরেডের সঙ্গে" তারা রাত কাটায়, তা হলে ছেলেমেয়ে মানুষ করার কথা বলা যায় কেমন করে। এ রকম স্থলে এমন পারিবারিক শৈথিল্যের সম্মুখীন হতে হয় (এবং সম্ভবতঃ শুধু পারিবারিক নয়, রাজনৈতিক শৈথিল্যও বটে) যে, কোন রকমেরই

ছেলেমেয়ে মানুষ করার প্রশ্নই ওঠে না—সব কিছুই এখানে আকস্মিক, আধাখ্যাঁচড়া ও দায়িত্বহীন।

একেবারে ছোট থেকেই ছেলেমেয়েদের সঠিক সময় মত কাজ করার ও সুনির্ধারিত সীমা মেনে আচরণ করার শিক্ষা দেওয়া উচিত। খুব ভাল ভাবে জানাশোনা ও নির্ভরযোগ্য পরিবার ছাড়া কোন কারণেই কোন অপরিচিত পরিবারে ছেলেমেয়েদের "রাত-কাটাতে" দেওয়া পরিবারের পক্ষে উচিত নয়। আরও বড় কথা হল এই যে, দিনের বেলায় সন্তান যে সমস্ত জায়গায় কয়েক ঘণ্টাও কাটাতে পারে, সে সমস্ত জায়গা বাপ-মায়ের ভাল ভাবে জানা-জায়গা হওয়া চাই। সে জায়গা যদি কোন কমরেডের পরিবার হয়, তাহলে আরও ভালভাবে সে সম্বন্ধে জানার ব্যাপারে বাবা বা মায়ের পক্ষে একমাত্র বাধা হল তাদের কুঁড়েমী।

ছেলেমেয়ে মানুষ করার পক্ষে একটি অপরিহার্য জিনিস হল সারাদিনে শিশু কি করবে তার একটা সময় নির্ঘণ্ট কড়াকড়িভাবে স্থির করে দেওয়া। যদি আপনার এ রকম সময়-নির্ঘণ্ট না থাকে, এবং যদি আপনার সময়-নির্ঘণ্ট স্থির করার কোন অভিপ্রায় না থাকে, তাহলে সন্তান পালন সম্পর্কে এই বই পড়ে অথবা অন্য কোন বই পড়ে আপনার সময় স্রেফ নষ্টই হবে।

সঠিক সময় মেনে কাজ করার অভ্যাস হল আপনার নিজের ঠিক কোন কাজ করতে হবে সেইটে স্থির করার অভ্যাস। ঠিক সময়ে ঘুম থেকে ওঠা নিজের ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করার পক্ষে একান্ত অপরিহার্য। এতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে আহ্লাদে খানা খাওয়া এবং দিবাস্বপ্ন দেখা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। ঠিক সময়ে খাবার টেবিলে হাজির হবার অর্থ মনের প্রতি, পরিবারের প্রতি, অন্য লোকেদের প্রতি সম্মান দেখানো। এতে নিজের প্রতিও সম্মান দেখানো হয়। আর সমস্ত সময়ানুবর্তিতার অর্থ হল নিয়মানুবর্তিতা এবং বাপ-মায়ের কর্তৃত্বের আওতায় থাকা, কাজেই এটা যৌনশিক্ষাও বটে।

এবং একই দৈনন্দিন সংস্কৃতির অংশ হিসাবে প্রত্যেক পরিবারে ডাক্তার, তাঁর উপদেশ এবং স্বাস্থ্য ও রোগ প্রতিষেধ-সম্পর্কে তাঁর নির্দেশকে একটা

বড় স্থান দেওয়া উচিত। কয়েকটা বিশেষ সময়ে, মেয়েদের ডাক্তারের বিশেষ দরকার হয়, কাজেই সব সময়েই তাঁর মায়ের কাছ থেকে সাহায্য ও সমর্থন পাওয়া উচিত। অবশ্য, চিকিৎসা-সংক্রান্ত দায়িত্ব প্রধানতঃ ইস্কুলগুলির উপরেই থাকা উচিত। এখানে যৌন সমস্যাগুলি সম্পর্কে গুরুত্বসহকারে আলোচনা এবং ছেলেদের স্বাস্থ্যসমস্যা আত্মসংযম ও আরও বেশী বয়সের যৌনব্যাধির বিপদ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করার স্থান আছে।

এটাও জানা উচিত যে, সমাজ যদি সমগ্রভাবে এই সমস্যার প্রতি বিশেষ সক্রিয়ভাবে মনোযোগ দেয়, তাহলে একটি পরিবারের গণ্ডীর মধ্যে নির্ভুল যৌনশিক্ষা লাভের সুবিধা অনেক বেড়ে যাবে। জনমত এবং জনসাধারণের নীতিবোধের কর্তব্য হবে খোদ সমাজের উপরেই উত্তরোত্তর প্রবল ও সনির্বন্ধ দাবী জানানো।

এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আমাদের, বিশেষ করে, অশ্লীল ভাষার মত "তুচ্ছ ব্যাপার" নিয়ে আলোচনা করতেই হবে।

খুব সংস্কৃতিবান ও দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত যে সব লোকের রুশ ভাষায় চমৎকার দখল আছে, তাঁরাও মাঝে মাঝে দিব্যি গালার মধ্যে এক ধরনের বীরত্বপূর্ণ উদ্দীপনা আবিষ্কার করেন এবং সম্ভাব্য প্রত্যেকটি উপলক্ষে এর আশ্রয় গ্রহণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা তাঁদের মুখে অত্যন্ত সংস্কৃতিবান ও বুদ্ধিদীপ্ত ভাবটি ফুটিয়ে রাখার কৌশলটিও অনুসরণ করেন। এই নির্বোধ ও ঘৃণ্য ঐতিহ্যের হেতু যে কি তা বোঝা কঠিন।

সেকালে সম্ভবতঃ শব্দসম্ভারের অভাব ও ভাষাজ্ঞানহীন নিরক্ষরতার প্রতিকার হিসাবে অশ্লীল শপথ তার নিজস্ব ধরনে ব্যবহৃত হত। বাঁধা-ধরা অতিরিক্ত কথার সাহায্যে লোকে যে কোনও আদিম আবেগকে—রাগ, আনন্দ, বিস্ময়, নিন্দা, হিংসাকে—প্রকাশ করতে পারত। তবু অধিকাংশ স্থলেই এতে আদৌ কোন আবেগ প্রকাশ পেত না কিন্তু বিচ্ছিন্ন বাক্যাংশ ও ধারণাগুলির মধ্যে সংযোগসাধনের উপায় হিসাবে এটা কাজে লাগত—এই জিনিসটি হল একটি সর্বব্যাপী বন্ধনীর মধ্যস্থিত বাক্যাংশ। এইরকম ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র অনুভূতি

ব্যতিরেকেই সূত্রটি উচ্চারণ করা হয়। এতে শুধু প্রকাশ পায় বক্তার আত্মপ্রত্যয় ও তার বাক্‌পটুতা।

কুড়ি বছরে আমাদের জনসাধারণ কথা বলতে শিখেছে। এটা সবত্রই স্পষ্ট এবং যে কোন সভাতেই লক্ষ্য করা যায়। রুদ্ধবাক্ নিরক্ষরতা আব আমাদের জনসাধারণের আদৌ কোন বৈশিষ্ট্য নয়! শুধু শিক্ষাবিস্তার, বই ও সংবাদপত্রের ব্যাপক প্রচাবের কল্যাণেই এটা সম্ভব হয় নি; এটা সম্ভব হয়েছে প্রধানতঃ এই কারণে যে, সোবিয়েত মানুষ কিছু বলবার মত পেয়েছে, চিন্তা ও অনুভূতি ছিল, এবং তা প্রকাশ করার দরকার ছিল ও করা যেত। এবং আমাদের জনসাধারণ দিব্যি না গেলেই যে কোন প্রশ্ন সম্পর্কে তাদের ধারণা প্রকাশ কবতে শিখেছে। আগে এটা তারা পারত না এবং সাবজনীনভাবে গৃহীত বিনিময়যোগ্য সূত্র ব্যবহার করতে বাধ্য হত :

"ওহো, সেই··· !"

"কি সেই···"

"একটা · চমৎকার জিনিস।"

"তুমি পার···বুঝলে···নিজেই !"

এমনকি সংযুক্ত বাক্যও আসলে অনেকটা এই ভাবে যুক্ত হত :

"আমি···তেনার কাছে গিইছিল, আর তিনি, সেই···বললে : যাও সেই···! ওহো, তুমি···, আমি ভাবল! একটা··আমি ভারি গেরাহ্যি করি! আমি···তোমার মত হাজার হাজার···দেখেছি···"

শপথ-বাক্যগুলি আমাদেব দেশে তাদের "টেকনিক্যাল" তাৎপর্য হারিয়েছে। কিন্তু এগুলি এখনও ভাষার মধ্যে রয়ে গেছে, এবং এমনকি এ কথাও জোর করে বলা যায় যে এগুলি বেশ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে রয়েছে ও সংস্কৃতিবান লোকদের কথাবার্তার মধ্যেও চালু রয়েছে। এখন এগুলিতে বাহাদুরি প্রকাশ পায়। "লৌহ দৃঢ় চরিত্র" কৃতনিশ্চয়তা, সরলতা ও সুচারু সুন্দরের প্রতি অবজ্ঞা। এখন এ সমস্ত এক ধরনের ছলাকলা হয়ে দাঁড়িয়েছে;

শ্রোতাকে খুসী করা, জীবনের প্রতি বক্তার দুঃসাহসী দৃষ্টিভঙ্গী ও তার কুসংস্কারহীনতা শ্রোতাকে দেখানোই এর লক্ষ্য।

কোন কোন কর্তাব্যক্তি তাঁদের অধস্তন লোকদের সঙ্গে কথা বলার সময় শপথ বাক্যগুলি ব্যবহার করতে বিশেষ ভালবাসেন। ব্যাপারটা যে রকম জমকালো দাঁড়ায়, তা বর্ণনাতীত: একজন বিপুল দায়িত্বসম্পন্ন ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তি সরকারী নিস্তব্ধতার ও দামী আসবাবপত্রের থমথমে আবহাওয়ার মধ্যে একটা বিরাট ডেস্কের সামনে টেলিফোন ও ডায়াগ্রামে পরিবেষ্টিত হয়ে বসে আছেন। কিভাবে তিনি কথা বলবেন? যদি তিনি স্পষ্ট ও ভদ্রভাবে এবং কাজের লোকের মত কথা বলেন—তাহলে কি হবে? লোকে বলতে পারে: লোকটা একটা ঝুনো আমলা। কিন্তু ধরুন তাঁর সমস্ত ক্ষমতা ও আড়ম্বর সত্ত্বেও তিনি যদি কখনও বজ্রগম্ভীর স্বরে, কখনও ঠাট্টা করে এবং কখনও বা ঠোঁঠ চেপে শপথবাক্যগুলি ছাড়তে থাকেন, তাহলে তাঁর অধস্তন কর্মচারীরা একদিকে ভয়ে আরও কাঁপবে আর একদিকে তাঁকে আরও সম্মান করবে। তারা নিজেদের আফিসে ছুটে গিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলবে: "একটা লোকের মত লোক বটে! একটা লোকের মত লোক বটে!"

এবং ঝুনো আমলা হবার পরিবর্তে তিনি ছেলেদেরই একজন হয়ে দাঁড়াবেন এবং এ থেকে "আমাদের প্রিয় বড়কর্তা" খুব বেশী দূরের কথা নয়।

এমন সম্মোহিনী শক্তি থেকে মেয়েরাও পরিত্রাণ পায় না। তাদের সামনে অবশ্য খোলাখুলিভাবে মনের ভাব প্রকাশ করা হয় না, করা হয় আকারে ইঙ্গিতে।

"এখানে আন্না ইভানোভনা না থাকলে আমি তোমার সঙ্গে অন্যভাবে কথা বলতাম!"

আন্না ইভানোভনা মধুর হাসি হাসলেন, কারণ তিনিও বড়কর্তার আস্থা-ভাজন। "আমাদের প্রিয় বড কর্তা!"

সব সময়েই একজনের উপর একজন থাকেনই, এবং প্রত্যেকেই তাঁর সামর্থ্য ও কর্তৃত্বের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিজেকে প্রকাশ করেন। যদি তিনি সর্বনিম্ন

পদের লোক হন এবং হুকুম চালাবার মত কেউ যদি তাঁর নীচে না থাকে, তা হলে তিনি তাঁর হাতে যে সব জড়পদার্থগুলি থাকে সেগুলির উপরেই বাক্যগুলি প্রয়োগ করেন, যেমন একটা হারানো ফাইল, একটা অচল গণনা যন্ত্র, একটা খারাপ কলম, ভোঁতা কাঁচি, বিশেষ অনুকূল অবস্থায় তিনি তাঁর পরবর্তী লোক, তাঁর সহকর্মী কিংবা পরের দপ্তর অথবা গলার স্বর শতকরা পঁচাত্তর ভাগ খাদে কমিয়ে 'প্রিয় বড়কর্তার' উপর ঝাল ঝেড়ে নিয়ে থাকেন।

কিন্তু শুধু কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তিরাই এই রকম খাঁটি রুশ অলঙ্কারে তাদের বক্তব্য অলঙ্কৃত করেন না। বহু বহু লোক, বিশেষ করে ২০ থেকে ২২ বছরের বয়সের লোকেরা অশ্লীল ভাষা প্রয়োগে বাহাদুরি দেখিয়ে থাকেন। রুশদের মদ্য পানের উন্মাদনা যে তাদের বৈপ্লবিক উন্মাদনার সম্পূর্ণ বিরোধী, তা উপলব্ধি করতে অতি সামান্য মানসিক শক্তি ব্যয়ের প্রয়োজন হয় বলে মনে হবে, কিন্তু সকলেই কিন্তু এটা উপলব্ধি করেন না। শপথ-বাক্য একটা সস্তা, বিশ্রী ও একেবারে নীচুদরের অশ্লীলতা; নিদারুণ বর্বরতা ও আদিমতম সংস্কৃতির একটা লক্ষণ। নারীর প্রতি আমাদের সম্মান এবং গভীর ও সত্যকারের মানবিক সৌন্দর্য উপলব্ধির জন্য আমাদের চেষ্টা, এই দুটি জিনিসেই যে এর দ্বারা নিষ্ঠুর, উদ্ধত ও বর্বরভাবে অস্বীকার করা হয়, এই সরল ও একান্ত স্পষ্ট তথ্যটিও সকলে উপলব্ধি করেন না।

কিন্তু আলগাভাবে ব্যবহার করা অশ্লীল কথা যদি মেয়েদের ক্ষেত্রে অপমানজনক হয়, তাহলে শিশু সন্তানদের ক্ষেত্রে এটা অত্যন্ত ক্ষতিকর। বিস্ময়কর লঘুচিত্ততার সঙ্গে আমরা এই জিনিসটা সহ্য করি, শিক্ষার জন্য আমাদের মহৎ ও সক্রিয় আকাঙ্ক্ষার পাশাপাশি এই জিনিসটির অস্তিত্ব বরদাস্ত করে চলি।

সৌন্দর্যের দিক থেকে না হলেও, সেরেফ শিক্ষার দিক থেকে বিবেচনা করলেও অশ্লীল ভাষার বিরুদ্ধে আমাদের দৃঢ়পণ ও অবিরাম সংগ্রাম শুরু করা একান্ত প্রয়োজন। রুরিকভের এই উত্তরাধিকার আমাদের ছেলেমেয়ে ও আমাদের সমাজের যে কী ভয়ানক ক্ষতি করেছে, তার হিসাব করা কঠিন এবং তার ছবি আঁকা আরও কঠিন।

একজন বয়স্ক লোকের পক্ষে একটা শপথ-বাক্য অত্যন্ত অপমানজনক অশ্লীল কথা মাত্র। শপথবাক্য বলা বা শোনার সময় বয়স্ক লোকে একটা যান্ত্রিক ধাক্কাই অনুভব করেন, অশ্লীল কথা তাঁর মনে কোন যৌন প্রতিকল্প বা অনুভূতি জাগায় না। কিন্তু যখন একটা ছেলে ঐ কথা শোনে বা বলে, তখন তার কাছে সে কথা একটা আপেক্ষিক গালির শব্দ হিসাবে হাজির হয় না, সে কথাটি তার কাছে তাব অন্তর্নিহিত যৌন অর্থটিই বহন করে আনে। এই দুর্ভাগ্যের আসল কথা এ নয় যে, ছেলেটির কাছে যৌন রহস্যের আবরণ উন্মোচিত হয়ে গেল, আসল কথা হল এই যে, এই আবরণ উন্মোচিত হল অত্যন্ত কুৎসিৎ, নিষ্ঠুর ও নীতিবিগর্হিত ভাবে। বার বার এই ধরনের কথাগুলি উচ্চারণ করার ফলে সে যৌন ব্যাপারের প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ দিতে ও বিকৃত দিবাস্বপ্ন দেখতে শেখে, এবং এর পরিণতি ঘটে মেয়েদের প্রতি অস্বাস্থ্যকর আগ্রহে, সীমাবদ্ধ ও অন্ধ প্রত্যক্ষলব্ধ অনুভূতিতে, বাঁধাবুলি, নোংরা গল্প ও অশ্লীল ঠাট্টাতামাসার হীন, ক্লান্তিকর ধর্ষকামিতায়। তার কাছে একটি নারী তার মানবিক আকর্ষণ ও সৌন্দর্যের পরিপূর্ণ দীপ্তিতে, তার আধ্যাত্মিক ও দৈহিক কোমলতার পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য নিয়ে, তার সত্তার সমস্ত রহস্য ও শক্তি নিয়ে আবির্ভূত হয় না। তার কাছে নারী দেখা দেয় শুধু বলপ্রয়োগ ও ভোগের সম্ভাব্য বস্তু রূপে, শুধু অবমানিতা স্ত্রীলোক রূপে। এইরকম একজন যুবক প্রেমকে দেখে আস্তাকুঁড় থেকে মানুষের ইতিহাস অনেকদিন আগেই তার আদিম শরীরবিজ্ঞানসম্বন্ধীয় মানদণ্ডগুলি যেখানে গাদা করে ফেলে দিয়েছে, সেই দিক থেকে। সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এই আবর্জনা-স্তূপ থেকে ছেলেদের প্রথম অস্পষ্ট যৌন ধারণা তার খাদ্য সংগ্রহ করে।

অবশ্য এই সামাজিক অবস্থার দুর্ভাগ্যজনক ফলাফল অতিরঞ্জিত করার কোন প্রয়োজন নেই। শৈশবকাল, জীবন, পরিবার, ইস্কুল, সমাজ এবং বই ছেলেটিকে ও যুবকটিকে বিপরীত দিকে বহুবার ঠেলা দেবে এবং বহু আবেগ জানাবে। আমাদের সমগ্র জীবনযাত্রা থেকে মেয়ে ও স্ত্রীলোকদের সঙ্গে

ব্যবহারিক ও সাথীসুলভ মেলামেশা থেকে উন্নততব অনুভূতি ও অধিকতর মূল্যবান ধারণার পক্ষে নতুন খাদ্য আমদানী হবে।

কিন্তু এই ফলাফলগুলিকে ছোট কবে দেখাও উচিত হবে না।

যাঁরা নিজেরা শপথ বাক্য ব্যবহার করা থেকে বিবত হবেন এবং একজন সাথীকেও বিরত থাকার জন্য উৎসাহিত কববেন, যে কোনও উদ্দাম "বীরের" সঙ্গে ঘটনাচক্রে দেখা হলেই যাঁরা তাঁকে সংযত থাকার জন্য দাবী জানাবেন, তাঁদের প্রত্যেকেই আমাদেব সন্তানদেব ও আমাদেব সমগ্র সমাজেব প্রভূত কল্যাণ সাধন করবেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

শহরের প্রান্তে যে বিরাট কারখানা গড়ে উঠেছে, সেই কারখানার লাইব্রেরীতে ভেরা ইগনাতিয়েভনা করোবভা কাজ করেন। সাধারণতঃ তিনি বাড়ি ফেরেন প্রায় পাঁচটার সময়। কিন্তু আজ তিনি, তাঁর সহকারী ও দরদীরা আরও বেশীক্ষণ রয়েছেন—তাঁরা একটা সম্মেলনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। আগামীকাল সম্মেলন হবে। সাহিত্যজগতে সুপরিচিত একজন লেখক সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করবেন কথা আছে। পাঠকরা তাঁর বইগুলি পছন্দ করে, ভেরা ইগনাতিয়েভনাও করেন। আজ তিনি খুশীমনে শো-কেশটা সাজাতে ব্যস্ত। ঐ লেখকের সম্পর্কে লেখা সমস্ত সমালোচনা-সাহিত্য তিনি প্রীতিভরে সযত্নে শেল্‌ফে সাজিয়ে রেখেছেন; পত্রিকাগুলির পৃষ্ঠার পাশে পাশে সুপারিশের বিজ্ঞপ্তিগুলি চমৎকার ভাবে সাজিয়ে দিয়েছেন এবং শো-কেশের মাঝখানে এঁটে দিয়েছেন লেখকের একটি ছবি। ছবিটি ভাল, সচরাচর এমন ছবি দেখা যায় না। লেখকের দৃষ্টিতে প্রকাশ পাচ্ছে ভালমানুষি-ধরনের ঘরোয়া বিষণ্নতা, এতে সমগ্র শো-কেশটাই বন্ধুত্বময় ও কেমন যেন বড় অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছে বলে মনে হয়। কাজ শেষ হবার অনেক পরেও ভেরা ইগনাতিয়েভনা বাড়ি রওনা হওয়া সম্পর্কে মনস্থির করে উঠতে পারলেন না—তখনও তিনি আরও কিছু করতে চাইছিলেন।

এই সন্ধ্যাবেলায় ভেরা ইগনাতিয়েভনার কাছে তাঁর লাইব্রেরীটি বিশেষ ভাল লাগে। পাঠকরা যে বইগুলি ফেরৎ দিয়ে গেছে, সেগুলি গুছিয়ে বিশেষ সস্নেহ যত্নের সঙ্গে আবার শেল্‌ফগুলির উপর রেখে দিতে, কার্ড ইনডেক্স সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে এবং বুড়ী মারকা সেমিওনোভনা সব জায়গা ঠিকমত ঝাড়ল কিনা তা দেখতে তিনি ভালবাসেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে লাইব্রেরীতে একটা আরামদায়ক, শান্তিপূর্ণ শৃংখলা স্থাপিত হয় এবং তারপর তিনি বাড়ি ফিরে যেতে পারেন। কিন্তু যাঁরা তাঁরই মত উৎসাহী, তাঁদের

ছোট্ট দলটির সঙ্গে থেকে কাজ করতে তাঁর আরও ভাল লাগে যেমন আজ তিনি করছেন।

সারি সারি শেল্‌ফগুলির মাঝখান দিয়ে ছায়াচ্ছন্ন যাতায়াতের পথে মাত্র কয়েকখানি বই টেবিলের উপরকার বাতির আলোতে দেখা যাচ্ছে। বইগুলিকে দেখে মনে হয় যেন তারা রাত্রিকালে উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত রাস্তায় বেড়াতে বেরিয়েছে। আরও দূরে, ছায়ার মধ্যে অন্য বইগুলি শান্তিতে স্বপ্ন দেখছে; অথবা নরমস্বরে ফিসফিস করে এ ওর সঙ্গে কি বলাবলি করছে! এই সন্ধ্যায় তাদের যে শেল্‌ফের উপর খাড়া হয়ে থাকতে হয় নি তার জন্য তারা খুশী। দূরে অন্ধকার কোণে-কোণে বুড়োরা—পুরানো পত্রিকাগুলি গভীর নিদ্রায় মগ্ন; পাঠকরা কদাচিৎ তাদের কষ্ট দেয় বলে তারা দিনের বেলাতেও ঘুমোতে ভালবাসে। ভেরা ইগনাতিয়েভনা তাঁর বইয়ের রাজ্যটিকে ভাল ভাবেই চেনেন। তাঁর কল্পনায় প্রত্যেকটি বইয়ের নিজস্ব চেহারা ও বিশেষ চরিত্র আছে। বইয়ের বাইরের চেহারা, তার বিষয়বস্তুর সাধারণ রূপরেখা, এবং সর্বোপরি, পাঠকদের সঙ্গে বইয়ের যে ধরনের সম্পর্ক স্থাপিত হয়—এই সব কিছুর একটা জটিল সমাবেশই হল এই চরিত্র।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ঘেরমানের লেখা "আমাদের পরিচিতরা" বইখানির কথা ধরা যাক। ইনি হলেন একজন গোলগাল, চারুমুখী, প্রগলভা, রসিকা স্ত্রীলোক—দেখতে তরুণীর মত; কিন্তু কেমন যেন লঘুচিত্ত এবং একটু উৎকেন্দ্রিক। এঁকে প্রধানতঃ দেখা যাবে, সতেরো থেকে আঠারো বছরের মেয়েদের দলের মধ্যে। তাদের চাইতে অনেক বড় হওয়া সত্ত্বেও তাদের সঙ্গেই এঁর খুব মাখামাখি; এবং তাদের মুখ দেখলে বোঝা যায় যে, এই মোটাসোটা গিন্নিটি তাদের এমন কিছু বলছেন যা কেতাবে পর্যন্ত লেখা হয় না। পুরুষরা এই বইখানি যখন ফেরৎ দেয়, তখন তাদের মুখে ফুটে ওঠে বিদ্রূপের ভাব, মনে হয় তারা বলছে: "হু···তা বটে!"

"ইস্পাত" একখানি পবিত্র বই। অসাবধানে এই বই টেবিলের উপর

ফেলে দেওয়া আপনার কিছুতেই উচিত হবে না। এই বইয়ের সামনে ক্রুদ্ধ বাক্য উচ্চারণ করা উচিত নয় বলেই আপনি মনে করবেন।

“সমুদ্র যাত্রার পথ” এক গম্ভীর বিষণ্ণ সাথী। তিনি কখনও হাসেন না, নীতি হিসাবেই তিনি কখনও কোন মেয়ের দিকে নজর দেন না, শিং-এর রিমওয়ালা-চশমাপরা নীরস রোগা লোকগুলির সঙ্গেই শুধু তিনি থাকেন। “শক্তি” বইখানি বিষণ্ণ চরিত্রের নিস্তেজ মানুষ, এই মহিলাটি শত্রুতাপূর্ণ দৃষ্টিতে পাঠকের দিকে তাকান, এবং পাঠক তাঁকে ভয় করে। পাঠকের যদি তাঁর কাছে কিছু দরকার থাকে, তাহলে তাঁর সঙ্গে অত্যন্ত ভদ্রভাবে শুধু কাজের কথাটি সেরে নিতে হবে। “উনিশ” হলেন একজন বিখ্যাত বুড়ো চিকিৎসক। তাঁর রোগীরা সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, এবং তিনি যখন এই রোগীদের দেখেন, তাঁর মুখে ফুটে ওঠে এক ক্লান্ত সহৃদয় ভাব—যেমনটি দেখা যায় কঠোর পরিশ্রমী সুষ্ঠুকর্মা ব্যক্তির মুখে। বইটি তাঁর কল্যাণ করেছে এই দৃঢ়বিশ্বাস নিয়ে প্রশান্ত কৃতজ্ঞতার সঙ্গে, পাঠক এটি ফেরত দেন।

এমন কি, বই রাখবার বা দেবার সময়ে ভেরা ইগনাতিয়েভনার হাতেও বইগুলি এক এক রকম ব্যবহার করে। কোন কোন বই তালিকাভুক্ত হবার জন্য বিনীত ভাবে অপেক্ষা করে, অন্যগুলি পাঠকের ব্যগ্র দৃষ্টিতে আকৃষ্ট হয়ে তাঁর হাতের মধ্যে থেকে লাফিয়ে ওঠে; আবার অন্য বইগুলি একগুঁয়ে, পাঠক অনাদরপূর্ণ অবন্ধুসুলভ দৃষ্টিতে দেখছে বলে তারা শেল্‌ফের উপর উঠে যেতে যায়।

ভেরা ইগনাতিয়েভনার কল্পনায় বইগুলির নিজস্ব কৌতূহলজনক ও বুদ্ধিদীপ্ত জীবন আছে। এই জীবনের প্রতি তাঁর নিজের একটু হিংসাও হয়, কিন্তু তবুও তিনি সে-জীবন ভালবাসেন।

ভেরা ইগনাতিয়েভনার বয়স হল আটত্রিশ। তাঁর মুখে, কাঁধদুটিতে ও তাঁর সাদা ঘাড়ে এখনও যথেষ্ট তারুণ্য রয়েছে। কিন্তু ভেরা ইগনাতিয়েভনার এ কথা জানা নাই, কারণ নিজের কথা তিনি কখনও ভাবেন না। তিনি শুধু ভাবেন বই আর তাঁর পরিবারের কথা। আর এই সব চিন্তার সংখ্যা সর্বদাই

এত বেশী যে তারা জট পাকিয়ে তাঁর মনের মধ্যে ভীড় করে এবং সারি বেঁধে দাঁড়াতেই পারে না।

সন্ধ্যায় লাইব্রেরীতে থাকতে ভাল লাগলেও তাঁর মন চলে যায় বাড়ির দিকে। নানারকম টুকিটাকি কুড়িয়ে তাড়াতাড়ি ব্যাগে ভরে ভেরা ইগনাতিয়েভনা ছোটেন ট্রাম ধরতে। গাড়ির ভিড়ের মধ্যে একটা আসনের পিছনে ঠেস দিয়ে তিনি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন। ইতিমধ্যে বইগুলির সংযত ফিসফিস-করা জীবন ক্রমে ক্রমে মিলিয়ে যায় এবং তার স্থান গ্রহণ করে গৃহস্থালীর ব্যাপার।

আজ সন্ধ্যায় তাঁর ফিরতে দেরী হবে, মানে সন্ধ্যায় কাজে খুব ব্যস্ত থাকতে হবে। ট্রামে থাকতে থাকতেই সন্ধ্যার ভাবনাগুলি তাঁর মন দখল করে ফেলল এবং তাঁর সময় ভাগাভাগি করতে শুরু করল। এতে তাঁর একটা আনন্দ হয়, কিন্তু কোথা থেকে এই আনন্দ আসে তা তিনি জানেন না। কখনও কখনও তাঁর মনে হয় এ আনন্দ আসে ভালবাসা থেকে। এটা খুবই সম্ভব। তাঁর মনশ্চক্ষে যখন পাভলুশা বা তামারার চেহারা ভেসে ওঠে; ভেরা ইগনাতিয়েভনা যাত্রীদের অথবা দ্রুতধাবমান রাস্তাগুলি আর দেখতে পান না, ট্রামের ঝাঁকুনি ও থামা আর তিনি লক্ষ্য করেন না, নিজের দেহকেও তিনি আর অনুভব করেন না, এবং শুধু দীর্ঘকালের অভ্যাসবশতঃই তাঁর হাতব্যাগের ষ্ট্র্যাপ ও ট্রামের টিকিট তাঁর আঙুলগুলির মধ্যে থেকে যায়। পাভলুশার মুখখানি সুন্দর ঢলঢল, চোখদুটি বাদামী; কিন্তু চোখের শাদা অংশটুকুতে এত নীলিমা যে পাভলুশার সর্বাঙ্গই সোনালী-নীল বলে মনে হয়। পাভলুশার মুখ ও চোখদুটি দেখতে এমন মনোহর যে, ভেরা ইগনাতিয়েভনা তাকে মনশ্চক্ষে শুধু দেখতেই থাকেন, তিনি তার সম্বন্ধে চিন্তা পর্যন্ত করতে পারেন না। তামারাও সত্যিই সুন্দর, কিন্তু তার সম্বন্ধে তিনি ভাবতে পারেন। তামারার মধ্যে ভেরা ইগনাতিয়েভনা একটা অনুপম রমণীয়তা, নারীজনোচিত ভাব ও কোমলতা সব সময় দেখতে পান। তামারার চোখের বড় বড় পালকে, তার কপালের রগের চারিপাশে ও ঘাড় বেয়ে ঝুলে-পড়া

কালো কোঁকড়া চুলে, তার গম্ভীর চোখের গভীর রহস্যময় চাউনিতে এবং তার চলাফেরার অবর্ণনীয় মাধুর্যে এইগুলি এত বেশী বর্তমান যে ভেরা ইগনাতিয়েভনার প্রায়ই তামারার কথা মনে হয়।

অতীতে অনেক বছর ধরে ভেরা ইগনাতিয়েভনার নিজের জীবন একই পুরাতন খাতে বয়ে চলেছিল। এই ঋজু অচঞ্চল ধারাটি শ্রম ও একঘেঁয়ে দৈনন্দিন ভাবনার সমতলভূমির বুক চিরে বয়ে যেত। তুচ্ছ ব্যাপারগুলির এই একঘেঁয়ে বুনুনি থেকে তিনি সারাদিনের মধ্যে কখনও রেহাই পান নি। একই পুরাতন বাঁক, চক্কর ও মোড় অতিক্রম করে তাঁর চারিপাশ দিয়ে এই তুচ্ছ ব্যাপারগুলি বয়ে গেছে। শব্দের ঘনঘটার মধ্যে দিয়ে বিপ্লব বজ্রগর্জনে ভেরা ইগনাতিয়েভনাকে অতিক্রম করে চলে গেছে; তার তপ্ত শ্বাস তিনি অনুভব করেছেন; পুরাতন জীবন, পুরাতন মানুষ, পুরাতন রীতিনীতিকে ঝড়ের ঝাপটার মুখে পড়ে উড়ে যেতে তিনি দেখেছেন। মেহনতী নারীরূপে তিনি এই সঞ্জীবনী ঘূর্ণী-ঝঞ্ঝায় উল্লসিত হয়েছেন, কিন্তু বোনার কাজ থেকে তিনি নিজেকে ছিনিয়ে নিতে পারেন নি—এক মুহূর্তের জন্যও না কারণ, এই বুনুনি দরকার ছিল কারুর। ভেরা ইগনাতিয়েভনা কখনও এই বোনার কাজকে কর্তব্য বলে মনে করেন নি; এই বোনার ফাঁস না করে চলা তিনি কল্পনাও করতে পারেন না, যদি তামারা বা পাভলুশা কিংবা ইভান পেত্রোভিচ চেঁচিয়ে বাড়িতে তোলপাড় করে। এমন কি ইভান পেত্রোভিচের সঙ্গে তাঁর বিয়েটাও আর একটা লেসের কাজের মতই। তিনি কখনও না বলতে পারতেন না: খুব কম করে বললেও বলতে হবে যে, ইভান পেত্রোভিচ হয়ত খুঁত খুঁত করতেন।

ভেরা ইগনাতিয়েভনা সারা জীবনে একবারও অভিযোগ করেন নি। শেষ পর্যন্ত সব কিছুই ঠিক হয়ে গেছে এবং তিনি আনন্দেই তাঁর সন্তানদের দেখতে পারেন, তাদের কথা ভাবতে পারেন। আর এ ছাড়া, বইগুলি তাঁর সত্তাকে একটা অতিরিক্ত মাধুর্যে মণ্ডিত করেছে। আসলে ভেরা ইগনাতিয়েভনা কখনও তাঁর জীবনকে বিশ্লেষণ করতে যান নি—তাঁর সময়ই

ছিল না। তাঁর জীবনে কোনটা ভাল আর কোনটা মন্দ তা বলা শক্ত। কিন্তু যখন তামারার কথা তিনি ভাবেন তখন তাঁর চিন্তাগুলি অত্যন্ত অস্বাভাবিক কাজ করতে শুরু করে—তামারার জীবন অন্যরকম হওয়া উচিত, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তামারা এখন স্থাপত্যবিদ্যা পরিষদে কি একটা বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করছে, তার ডেস্কের উপর পড়ে আছে একটা নক্সা, নক্সাটা সে আঁকতে শুরু করেছে। নক্সায় "স্তম্ভনির্মাণের স্থাপত্যরীতি" ও স্তম্ভশীর্ষের মত কিছু—কয়েকটি সিংহ আঁকা, তাদের অত্যন্ত জটিল লেজ—ফুলের গোছার মত ও পাখির ঠোঁটের মত। অবশ্যই তামারার ভাগ্য এই সব সিংহের মধ্যে নিহিত নয়, অন্য কিছুর মধ্যে। এই অন্য কিছুটা তেমন পরিষ্কার নয়, তবে বইতে একে সুখ বলে অভিহিত করা হয়। ভেরা ইগনাতিয়েভনার কল্পনায় সুখ হল দীপ্ত সৌন্দর্যে সঞ্চারিণী নারী, নারীর কটাক্ষের দীপ্তগর্ব, নারীর সমুৎসারিত আনন্দ। সব কিছুই প্রমাণ করেছে যে, তামারা এই ধরনের সুখ ভোগ করার জন্য জন্মগ্রহণ করেছে, এবং তার নিজেরও এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ভেরা ইগনাতিয়েভনা যন্ত্রবৎ ট্রামের বেরোবার দরজা পর্যন্ত ঠেলে তাঁর পথ করে নিলেন এবং বাড়ি যাবার পথের অল্প দূরত্বটুকু তাড়াতাড়ি অতিক্রম করলেন। তামারা দরজা খুলে দিল। হলঘরের জানালার গোবরাটে হাত ব্যাগটা রেখে ভেরা ইগনাতিয়েভনা বসবার ঘরের দিকে তাকালেন।

"পাভলুশার খাওয়া হয়েছে?"

"হ্যাঁ।"

"ও কোথাও গেছে নাকি?"

"আমি জানি না। মনে হয় স্কেট করছে।"

প্রত্যেকের যে খাওয়া হয়ে গেছে এবং পাভলুশা যে স্কেট করতে গেছে, তা বেশ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। টেবিলের উপর নোংরা প্লেটগুলির মধ্যে ভুক্তাবশিষ্ট ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে। হলঘরের মেঝেতে কাদার দাগ, মেঝের উপর তার ও দড়ির টুকরো ছড়ান।

অভ্যাসগত ভঙ্গীতে ভেরা ইগনাতিয়েভনা তাঁর কপাল থেকে সোজা চুলগুলো ঠেলে সরিয়ে দিয়ে চারদিকে তাকিয়ে নিলেন এবং হলঘরের ঝাঁটা তুলে নিলেন। তামারা একটা বড় চেয়ারে বসে পড়ে তার চুল খুলে ফেলে জানালার দিকে তার স্বপ্নালু চমৎকার চোখদুটি মেলে চেয়ে রইল।

"আচ্ছা, আমার জুতো জোড়ার কি হবে মা ?"

তামারার চেয়ারের তলা ঝাঁট দিতে দিতে ভেরা ইগনাতিয়েভনা আস্তে বললেন, "ওতেই তুমি চালিয়ে নিতে পারবে না, তামারা মা ?"

তামারা দড়াম করে তার চেয়ারটা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল এবং চিরুনিটা ছুঁড়ে ফেলে দিল টেবিলের উপর। হঠাৎ তার চোখের সমস্ত কোমলতা অন্তর্হিত হল। সে নিজের গোলাপী হাতদুটি মায়ের দিকে নাড়তে লাগল। তার সিল্কের ড্রেসিংগাউন হঠাৎ খুলে গেল এবং তার অন্তর্বার্সের গোলাপী ফিতেগুলোও ক্রুদ্ধভাবে ভেরা ইগনাতিয়েভনার দিকে উঁকি মারতে লাগল।

"মা ! তুমি এরকম কথা বলতে পারলে কি করে ! গা জলে যায় শুনলে ! বাদামী পোশাকের সঙ্গে হাল্কা লালরঙের জুতো ! তাকিয়ে দেখ না একবার জিনিসগুলোর দিকে !"

রাগের চোটে তামারা ছোট্ট পায়ে লাথি ছুঁড়ল। সুন্দর হাল্কা লালরঙের জুতো তার পায়ে। মানানসই সব কিছুই তার সে মুহূর্তে ছিল; ফিকে লাল ড্রেসিংগাউন আর হাল্কা ফিকে লাল মোজা।

ভেরা ইগনাতিয়েভনা তাঁর ঝাঁটা হাতে একমুহূর্ত থেমে সহানুভূতির সঙ্গে তামারার পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখলেন।

"হ্যাঁ…তোমার জন্য একজোড়া জুতো কিনতে হবে। মাইনে পাবার তারিখ আসুক।"

তামারা তার মায়ের ঝাঁট দেওয়া দেখতে লাগল। পদার্থবিদ্যা ও জ্যামিতির সমস্ত নিয়ম অনুসারে তার দৃষ্টি পড়া উচিত ছিল মায়ের তোবড়ানো, বেঢপ, রং-চটা জুতো জোড়ার উপর, কিন্তু কোন কারণে তা পড়ল না। তামারা ঘরের চারদিকে তাকাল; দুঃখে তার চোখদুটি ক্লান্ত।

সে বলল, "একথা শুনে শুনে কান পচে গেল। এর মধ্যে আমি কতগুলো মাইনের তারিখের জন্যে অপেক্ষা করেছি বলতো!"

তামারা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে শোবারঘরে চলে গেল। ভেরা ইগনাতিয়েভনা বসবার ঘরে ঝাঁট পাট সেরে রান্নাঘরে বাসনপত্র ধুতে গেলেন।

রান্নাঘরের কাবার্ড থেকে একটা পুরানো কাপডেব আংরাখা বের করে তিনি পরলেন। করোবভ পরিবাবে ঝি-চাকর ছিল না। দরোয়ানের বউ ভাসিলিসা ইভানোভনার সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত ছিল। এই বন্দোবস্ত অনুসারে সে বেলা দুটোর সময় এসে তামারা ও পাভলুশার জন্য রান্না করে যেত। ইভান পেত্রোভিচ ও ভেরা ইগনাতিয়েভনা তাঁদের কাজের জায়গাতেই খেয়ে নেওয়া পছন্দ করতেন—এটা আরও সুবিধাজনক এবং সময়ও এতে কম লাগে।

ভেরা ইগনাতিয়েভনার একটা চমৎকার প্রাইমাস স্টোভ ছিল। স্টোভটির প্রশংসা করতে তিনি কখনও ক্লান্তি বোধ করতেন না। দু'তিনবার একটু পাম্প করলেই ষ্টোভটি চমৎকার ভাবে চটপট গর্জে উঠত, আর কার্যক্ষম স্থির শিখা জ্বলে উঠত। পনেরো মিনিটের মধ্যেই সস্‌প্যানের জল ফুটে উঠত। অন্যান্য জিনিসের মত প্রাইমাসের উপর ভেরা ইগনাতিয়েভনার একটা টান ছিল। প্রাইমাসের মধ্যে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন চমৎকার বন্ধুজনোচিত চরিত্র এবং সর্বোপরি…এমন কাজেব জিনিস।

ভেরা ইগনাতিয়েভনা নোংরা প্লেটগুলির ভাবের অভিব্যক্তি কি করে বুঝতে হয় তাও জানতেন। এমন কি ওদের দিকে তাকালে তাঁর হাসি আসে—ওদের এমন মজার ভালবাসবার মত ভাব আছে। নীরবে বিশ্বাসপূর্ণ প্রত্যাশা নিয়ে ওরা তাঁকে ব্যস্ত হয়ে কাজ করতে দেখে এবং গরমজলে নেয়ে ওঠার জন্য অধৈয হয়ে প্রতীক্ষা করে। অধৈর্যে ওরা নিশ্চয়ই উসখুস করছে।

ভেরা ইগনাতিয়েভনা তাঁর চতুর্দিকের জিনিসগুলির জীবনকে ভালবাসেন, এবং তিনি একা যখন তাদের মধ্যে থাকেন তখন তিনি খুসী হন ও স্বচ্ছন্দ বোধ করেন। কখনও কখনও তিনি তাদের সঙ্গে কথাও বলেন। কাজ

করার সময় ভেরা ইগনাতিয়েভনার মুখটি সজীব হয়ে ওঠে, তাঁর চোখদুটিতে বুদ্ধির স্ফুলিঙ্গ নাচতে থাকে, এবং তাঁর পরিপূর্ণ ওষ্ঠাধরে দেখা দেয় একটা সহজ মৃদু হাসি। কিন্তু লোকজনের, এমন কি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজনের সংস্পর্শে এলে তাঁর এই খেয়ালী সজীবতা অদৃশ্য হয়ে যায়: অন্য লোকদের সামনে বোকার অভিনয় করা একটা বিশ্রী ব্যাপার—বিশ্রী ও মূঢ়তা। ভেরা ইগনাতিয়েভনা এতে অভ্যস্ত নন।

আজ রাত্রে বাসনপত্র ধোবার সময় তিনি সামান্য একটু হাসি মস্করা করেছেন; তারপরই তাঁর মনে পড়েছে তামারার জুতোর কথা। বাকী সময়টা তাঁর জুতোর ভাবনাতেই কেটে গেছে।

জুতোর এই সমগ্র প্রশ্নটি তিনি খুব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ভেবেছেন। হয়ত, ড্রেসিংগাউনটা হাল্কা লাল বলেই হাল্কা লালরঙের জুতো কেনা ভুল হয়েছে। আর যাই হোক, ড্রেসিংগাউনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে জুতো কেনাটা উচিত নয়। কিন্তু ব্যাপারটা ঘটে গেছে এবং এখন আর কিছুই করার নেই। তারপর বাদামীরঙের পোশাকটা নিয়েও গোলমাল চলছে অনেকদিন ধরে। পোশাকটা সিল্কের এবং তার রং আসলে হাল্কা বাদামী। তামারার পিঙ্গল চোখ ও কালো কোঁকড়া চুলের সঙ্গে পোশাকটা বেশ মানিয়ে ছিল। কিন্তু বাদামী জুতো জোড়ার এই সমস্যা কেমন যেন অকস্মাৎ তাঁকে আক্রমণ করেছে! তিনি ভেবেছিলেন বাদামী পোশাকটি নিয়ে কোন কথাই উঠবে না। পরশু দিন একলা বাড়ি থাকার সময় ভেরা ইগনাতিয়েভনা তুলনা করে দেখেছিলেন। পোশাকটা হাল্কা বাদামী এবং জুতো জোড়া লাল, গোলাপী লাল নয়। একটু গাঢ় এবং তেমন উজ্জ্বল নয়। সামান্য এক মুহূর্তের জন্য ভেরা ইগনাতিয়েভনার মনে হয়েছিল যে, বাদামী পোশাকের সঙ্গে এরকম জুতো পরা যায়। আর ঠিক সেই মুহূর্তে মনে হয়েছিল জুতো জোড়াও তার সঙ্গে একমত হয়ে মাথা নাড়ছে। কিন্তু সে হল দুর্বল একটি মুহূর্ত। ভেরা ইগনাতিয়েভনা তাকে আর মনে না করতেই চেষ্টা করলেন। এখন তাঁর মনে পড়ছে শুধু তামারার বিপন্ন মুখটির কথা, এবং তিনি বেদনা বোধ করছেন।

সদর দরজায় টোকা মারার শব্দ হল। ভেরা ইগনাতিয়েভনা জলের বেসিনে হাত ঝেড়ে দরজা খুলতে গেলেন। বিস্মিত হয়ে তিনি দেখলেন আন্দ্রি ক্লিমোভিচ স্তোয়ানভ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে।

আন্দ্রি ক্লিমোভিচ স্তোয়ানভ সম্ভবতঃ ভেরা ইগনাতিয়েভনার চাইতে লাইব্রেরী ও লাইব্রেরীর বইগুলিকে কম ভালবাসতেন না। কিন্তু তিনি গ্রন্থাগারিক নন, তিনি মিলিং-মেসিনের চালক। এই মেসিনটা বিশেষ ধরনের, কারণ অন্যান্য চালকরা কখনও তাঁর নাম দ্বিত্ব না করে উল্লেখ করতেন না :

"স্তোয়ানভ নিজে।"

"এমন কি স্তোয়ানভও।"

"শুধু স্তোয়ানভ।"

"ও হো! স্তোয়ানভ।"

"স্তোয়ানভই মানুষ।"

ভেরা ইগনাতিয়েভনা জড় পদার্থগুলিকে যেমন বুঝতেন, জীবন্ত জিনিস-গুলিকে তেমন বুঝে উঠতে পারতেন না। মিলিং-মেসিনের চালক হিসাবে আন্দ্রি ক্লিমোভিচের কি যে এমন বিশেষত্ব তা তিনি ধরতে পারতেন না। সত্যি বটে, কারখানা থেকে তাঁর কাছে উৎসাহপূর্ণ খবর পৌঁছত যে—স্তোয়ানভের টিম তাদের নির্ধারিত কাজের পরিমাণ শতকরা ১৭০—১৯০ ভাগ পূরণ করেছে; স্তোয়ানভের টিম একরকম বিস্ময়কর "কনডাক্টর"-এর পরিকল্পনা করেছে; স্তোয়ানভের টিম তাদের যন্ত্রের চারপাশে গোটা একটা ফুলের বাগান বসিয়েছে; এমন ঠাট্টাতামাসাও চলত যে, টিমটির নাম শীঘ্রই বদলে "আন্দ্রি স্তোয়ানভ মিলিং-মেসিন নার্সারি গার্ডেন" রাখা হবে। তবু ভেরা ইগনাতিয়েভনা আন্দ্রি ক্লিমোভিচের মধ্যে দেখতে পেয়েছিলেন শুধু একজন বই-প্রেমিককে। সত্যিই যদি তিনি বই এত ভালবাসেন, তা হলে মিলিং-মেসিনগুলো তিনি কি করে সামলান, এটা ভেরা ইগনাতিয়েভনার পক্ষে বুঝে ওঠা কঠিন হত। আন্দ্রি ক্লিমোভিচ

ইচ্ছে করেই সন্ধ্যার শিফ্‌টে কাজ নিয়েছিলেন এবং কারখানার ট্রেড ইউনিয়ন কমিটির নির্বাচনকালে নিজেই অনুরোধ করেছিলেন,

"লাইব্রেরীতে একটা কিছু কাজ আমাকে দিন।"

বই পছন্দ করার ব্যাপারে আন্দ্রি ক্লিমোভিচের নিজস্ব একটা ধরন ছিল। তাঁর কাছে বইগুলি হল মলাটে-বাঁধা মানুষ। বইগুলিতে কেন প্রকৃতি, বৃষ্টি অথবা অরণ্যের বিবরণ থাকে, তা নিয়ে তিনি কখনও কখনও বিস্ময় প্রকাশ করতেন। ভেরা ইগনাতিয়েভনার ঘরে গিয়ে তিনি বলতেন,

"মানুষকে বোঝা শক্ত, মানুষের মধ্যে একটা কিছু লুকিয়ে থাকে ; এটা যে কি তা একজন লেখক বলতে পারেন, আর বই পড়লে আমরা সেটা জানতে পারি। কিন্তু বৃষ্টি তো বৃষ্টিই ! বৃষ্টির দিকে তাকালে আমি পরিষ্কার দেখতে পাই—এটা বৃষ্টি। আর কি ধরনের বৃষ্টি, এক পশলা বৃষ্টি, না ঝড়ের বৃষ্টি, ক্ষতিকর অথবা ক্ষতিকর নয়, তা আমি বলতে পারি। অরণ্য সম্বন্ধেও একই কথা বলা যায়। যা চোখে দেখতে পারা যায়, একজন লেখক কখনও তা বর্ণনা করতে পারেন না।"

পক্ষান্তরে বইয়ে বর্ণিত মানুষগুলি সব সময় আন্দ্রি ক্লিমোভিচের তীব্র মনোযোগ জাগায়। এই সব লোক সম্বন্ধে তিনি কথা বলতে ভালোবাসেন। কোথায় পরস্পর বিরোধিতা আছে তা ধরতে জানেন এবং কোন লেখক যদি মানুষের প্রতি অন্যায় করেন তাহলে তিনি সর্বদাই অসন্তুষ্ট হন।

"আমি দস্তয়েভস্কিকে পছন্দ করি না। লোকে বলে উনি ভাল লেখক, কিন্তু আমি ওঁকে পছন্দ করি না। লোকের সম্পর্কে উনি এমন সব কথা বলেন যা পড়লেই আপনার লজ্জা করবে। এই রাসকোলনিকভের কথাই ধরুন। লোকটা মেয়েটিকে খুন করল, তাই না ? বেশ, ওর বিচার করে ওকে উপযুক্ত শাস্তি দাও। কিন্তু দেখুন, এই নিয়ে লেখা হল একটা গোটা উপন্যাস ! আর আমি পড়ে চলেছি তো চলেছিই ! এতে ওঁর জন্যে যদি আমার দুঃখ না হয় তো আমার নিকুচি করেছে ! এতে আমার রাগও

ওঠে : আমাকে দুঃখিত হতে হচ্ছে এই কারণে যে তিনি লোকটাকে বড় বেশী নির্যাতন করেছেন। দুঃখিত না হয়ে উপায় নেই।"

আর এখানে সেই আন্দ্রি ক্লিমোভিচ হাসিমুখে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। তাঁর মুখের হাসিটি একটু সলজ্জ, ভদ্র ও সুন্দর; এ হাসি চল্লিশ বছরের মিলিং-মেসিন-চালক অপেক্ষা একজন তরুণীর মুখেই বেশী মানায়। সঙ্গে সঙ্গে সে হাসিতে রয়েছে যথেষ্ট সাহস ও ব্যক্তিগত মর্যাদার পরিচয়।

"আসব, ভেরা ইগনাতিয়েভনা, কিছু মনে করবেন না তো? একটা সামান্য বিষয় নিয়ে আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চাই।"

আগেও বইয়ের ব্যাপার নিয়ে আন্দ্রি ক্লিমোভিচ এসেছেন; একই রাস্তায় তিনি থাকেন। কিন্তু এবার যেন তিনি একটা বিশেষ কোন ব্যাপার সম্পর্কে এসেছেন বলে মনে হয়।

"এখনও গৃহস্থালীর কাজে ব্যস্ত?"

"ও, এ ঠিক গৃহস্থালীর কাজ নয়। অল্প কয়েকটা বাসনের ব্যাপার। আসুন, বসবার ঘরে বসুন।"

"না, এখানেই এই রান্নাঘরেই, যাকে বলে দোকানে দাঁড়িয়েই কথা বলা যাক।"

"কিন্তু কেন?"

"ভেরা ইগনাতিয়েভনা, এ ব্যাপারটা, বুঝলেন···গোপন রকমের!"

আন্দ্রি ক্লিমোভিচ দুষ্টুমীর হাসি হাসলেন, এমন কি বসবার ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখেও নিলেন, কিন্তু কাউকেই দেখতে পেলেন না।

রান্নাঘরে আন্দ্রি ক্লিমোভিচ একটা কাঠের টুলের উপর বসলেন। প্লেটগুলি পরিষ্কার হলেও তখনও জলে ভেজা। ব্যঙ্গভরে প্লেটের গাদার দিকে তাকিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,

"দুপুরে খাবার জন্যে এই সব বাসনপত্র আপনি তো ব্যবহার করেন নি, না?"

ভেরা ইগনাতিয়েভনা তোয়ালেতে তাঁর হাত মুছলেন।

"না, ছেলেমেয়েরা করেছে।"

"ছেলেমেয়েরা? বটে! বলতে গেলে আমি এসেছি কারখানার ট্রেড ইউনিয়ন কমিটির পক্ষ থেকে। একটা সমস্যার মীমাংসা করতে হবে।"

"সমস্যাটা কি কালকের সম্মেলন সম্পর্কে কিছু?"

"না, এটা আপনারই ব্যক্তিগত ব্যাপার। সাংস্কৃতিক কাজকর্মের জন্যে আমরা কয়েক জনকে পুরস্কার দেব বলে স্থির করেছি। নতুন বছরে পুরস্কার দেওয়া হবে, তবে লাইব্রেরীতে একটা উৎসবানুষ্ঠানের মত কিছু হবে বলে আমরা আপনার পুরস্কারটা এখন দেব বলে স্থির করেছি। সাধারণতঃ ওরা টাকায় পুরস্কার দেয় কিন্তু তাতে ব্যাগড়া দিয়েছি: আমি বললাম, ভেরা ইগনাতিয়েভনাকে আপনারা টাকায় পুরস্কার দিতে পারেন না। ওটা কোন কাজে লাগবে না, শুধু একটা হৈ চৈ হবে মাত্র।"

"আমি বুঝতে পারছি না," ভেরা ইগনাতিয়েভনা হাসলেন।

"সত্যি, এ খুবই সোজা! টাকা পিছলে যায়, আজ একজনের পকেটে, কাল আর একজনের পকেটে, আবার পরের দিন কোথাও ওর পাত্তাই পাওয়া যাবে না। টাকা দিয়ে আপনার কিছু হবে না, আপনার পকেট পর্যন্ত নেই। পুরস্কারটা নির্দিষ্ট একটা জিনিস হওয়া দরকার।"

"কি জিনিস?"

"ভেবে দেখুন সেটা।"

"একটা জিনিস? বেশ তাই না হয় হল। কিন্তু আমি কি পুরস্কার পাবার যোগ্য!"

"ও তো উপরের মহলে স্থির হয়ে গেছে। ও নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। আচ্ছা বলুন কি জিনিসটা হবে?"

"আমার একজোড়া জুতোর দরকার, আন্দ্রি ক্লিমোভিচ। সত্যিই আমার খুব দরকার!"

আন্দ্রি ক্লিমোভিচ সাবধানে ভেরা ইগনাতিয়েভনার জুতোজোড়া দেখে নিলেন। তাঁর চাইতেও সাবধানে ভেরা ইগনাতিয়েভনা কাঠের টুলটার দিকে এগিয়ে গেলেন যার উপর বাসনগুলি রয়েছে।

"জুতো, এই জোড়া···অ্যা—হ্যাঁ! জুতো ভাল জিনিসই হবে। আমরা আপনাকে একজোড়া জুতো দিতে পারি।"

"তবে····· "

ভেরা ইগনাতিয়েভনা লজ্জায় লাল হয়ে উঠলেন।

"তবে বাদামী রঙের জুতোজোড়া ··বাদামী রঙের হওয়া চাই। আন্দ্রি ক্লিমোভিচ!"

"বাদামী ?"

আন্দ্রি ক্লিমোভিচ এক ধরনের বিষণ্ন মৃদু হেসে একপাশে তাকালেন।

"আচ্ছা বাদামী রঙের জুতো পাব বলে মনে হয়···তবে জুতো, বুঝলেন কিনা · না পরে তো আপনি জুতো কিনতে পারেন না। আমরা একসঙ্গে দোকানে গিয়ে মাপসই জুতো কিনে নেব। মাঝে মাঝে জুতোর খাঁজটা ঠিক হয় না, আবার আপনাকে স্টাইলের দিকেও নজর রাখতে হবে, নইলে লোকে আপনার যা দশা করবে তা ভগবানই জানেন!"

ভেরা ইগনাতিয়েভনা লজ্জায় লাল হয়ে গেলেন এবং মৃদু হাসলেন। আন্দ্রি ক্লিমোভিচ আড়চোখে তাঁকে দেখতে লাগলেন এবং চিন্তামগ্নভাবে তাঁর জুতোর আগাটা মেঝের উপর ঠুকতে লাগলেন।

"চলুন কাল জুতোজোড়া কিনে আনি কি বলেন ?"

"কিন্তু আপনি কেন এত কষ্ট করবেন, আন্দ্রি ক্লিমোভিচ ? আমি তো কখনও জুতো পরে দেখি না। আমি শুধু পায়ের মাপটা বলে দিই।"

"মাপ ? কি মাপের জুতো আপনি কেনেন, ভেরা ইগনাতিয়েভনা ?"

"কি মাপের ? ·· এই চার নম্বরের।"

"চার নম্বর ? তাহলে একটু ছোট হবে না ?"

ভেরা ইগনাতিয়েভনার মনে পড়ল, বাসনপত্রগুলি মোছার সময় হয়েছে। তিনি শুকনো ন্যাকড়া নেবার জন্য ঘুরে দাঁড়ালেন।

হাসিখুশিভাবে আন্দ্রি ক্লিমোভিচ বললেন, "ও ভাবে এড়াতে পারবেন না, ভেরা ইগনাতিয়েভনা।"

ভেরা ইগনাতিয়েভনা প্রথম প্লেটটা তুলে নিলেন, কিন্তু প্লেটটা পর্যন্ত তাঁর দিকে তাকিয়ে চওড়া প্লেটসুলভ মুখে দাঁত বের করে হাসছে।

মুখরক্ষাব জন্য ভেরা ইগনাতিয়েভনা বললেন, "কি এড়াতে পারব না আমি?"

"চার নম্বরের জুতো। এ কথা বলে আপনি সরে যেতে পারবেন না।"

আন্দ্রি ক্লিমোভিচ হো হো করে হেসে টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, তারপর দরজাটা ভালভাবে বন্ধ করে দিলেন। দরজায় পিঠ দিয়ে তিনি ছাদের দিকে তাকিয়ে বক্তৃতা শুরু করলেন:

"আপনার এই শ্রীমতীটি এবার কিছুই পাবেন না···· এবার পাবেন না, কারণ এই কাজের জন্যে আমি বিশেষভাবে নিযুক্ত হয়েছি। তিনি তাঁর বাদামী জুতোজোড়ার একটাও পাবেন না। ও জুতো না হলেও ওঁকে যথেষ্ট সুন্দর দেখায়।"

"তাতে আপনার কি," এ কথাটা কেমন করে বলতে হয়, তা ভেরা ইগনাতিয়েভনা জানতেন না, এবং আর যাই হোক, আন্দ্রি ক্লিমোভিচের মত লোকের সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করাও যায় না। ভেরা ইগনাতিয়েভনা বিব্রতভাবে চুপ করে গেলেন। আন্দ্রি ক্লিমোভিচ আবার পা ছড়িয়ে টুলের উপর বসলেন।

"আপনাদের পারিবারিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছি বলে রাগ করবেন না। মাঝে মাঝে এর দরকার হয়, বিশ্বাস করুন আমাকে! আপনার সম্পর্কে কিছু একটা করা দরকার হয়ে পড়েছে। আপনি জানেন, আমি কারখানার ট্রেড ইউনিয়ন কমিটির পক্ষ থেকে যা করি তাতে আমার পিছনে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব থাকে। আর সেই জন্যেই আমি বলেছি: আমরা কমরেড করোবভাকে পুরস্কার দিচ্ছি; আর আপনার ওই মেয়েটি, সাজগোজপ্রিয় তরুণীটি, তার বাবার কাছ থেকে পুরস্কার পেতে পারবে।"

"একথা কেন আপনি বলছেন! ও সাজগোজপ্রিয় নয়! একটি ছোট মেয়ে······"

ভেরা ইগনাতিয়েভনা ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে অতিথির দিকে তাকালেন। বাস্তবিক, কেন উনি এরকম সব কথা বললেন: সাজগোজপ্রিয়! আর তা বলা হল তামারা সম্পর্কে, তাঁর যে-মেয়েটির বড় বড় চোখের পালক আর সুন্দর কোঁকড়া কোঁকড়া চুল—সেই সুন্দরী মেয়েটির সম্পর্কে, যে সুন্দরী নারীর জন্য ভাবীকাল প্রচুর সুখ বহন করে আনছে, তার সম্পর্কে। নিশ্চয়ই আন্দ্রি ক্লিমোভিচ তাঁর মেয়ের শত্রু নন, সন্দিগ্ধভাবে ভেরা ইগনাতিয়েভনা ভাবলেন। তার জীবনে তিনি কোন শত্রু দেখেন নি বললেই হয়। আন্দ্রি ক্লিমোভিচের পাকানো গোঁফটি তাঁর মধুর হাসিতে প্রীতিপ্রদভাবে সায় দিচ্ছে, এবং এটা নিশ্চয়ই তাঁর শত্রুতাব্যঞ্জক কথাগুলির বিরোধী। তবু ইনি শত্রু হতে পারেন।

"আপনি তামারা সম্পর্কে ওরকম কথা বলছেন কেন?"

আন্দ্রি ক্লিমোভিচ হাসি বন্ধ করে উদ্বিগ্নভাবে তাঁর মাথার পিছন দিকে চাপড়াতে লাগলেন।

"ভেরা ইগনাতিয়েভনা, আপনাকে তাহলে সত্যি কথাটা বলি।"

"সত্যি কথাটা কি?" অকস্মাৎ ভেরা ইগনাতিয়েভনা অনুভব করলেন যে তিনি সত্যি কথাটা শুনতে চান না।

আন্দ্রি ক্লিমোভিচ তাঁর হাঁটু চাপড়ে গম্ভীরভাবে বললেন, "হ্যাঁ, আমি আপনাকে সত্যি কথা বলব। শুধু এক মিনিটের জন্যে প্লেটগুলো মোছা বন্ধ করে শুনুন!"

ভেরা ইগনাতিয়েভনার হাত থেকে মোছা প্লেটটা নিয়ে তিনি সাবধানে শুকনো বাসনপত্রের গাদার উপর রাখলেন, এবং এমনকি তার উপর হাতটাও বুলিয়ে নিলেন; সব যে ঠিক আছে, হাত-বোলানো হল তারই সংকেত। ভেরা ইগনাতিয়েভনা জানালার ধারে একটা টুলের উপর বসলেন।

"সত্যি কথায় ভয় পাবার কোন দরকার নেই, ভেরা ইগনাতিয়েভনা, আর রাগও করবেন না। অবশ্য এটা আপনার নিজস্ব ব্যাপার, আর আপনার মেয়েও তাই, সে আমি জানি। শুধু ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, আমাদের অন্যতম কর্মী হিসাবে আমরা আপনাকে খুব ভালবাসি এবং আমরা সব

জিনিস লক্ষ্যও করি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলি, আপনি কি রকম পোশাক পরিচ্ছদ পরেন, আমরা এটা লক্ষ্য করেছি। এই স্কার্টটা···" আন্দ্রি ক্লিমোভিচ সাবধানে দুই আঙুলের মধ্যে একটা ভাঁজ ধরলেন। "···যে কেউ দেখে বুঝতে পারে যে, আপনার মাত্র একটি স্কার্ট আছে। এই পরেই আপনি কাজে যান, এই পরেই আপনি সম্মেলনে যান, এবং এই পরেই আপনি কাপড় চোপড় কাচেন। কিন্তু স্কার্টের চেহারা দেখলেই বোঝা যায় যে এর আয়ু ফুরিয়েছে। ভাগ্যিস এটার রং কালো তাই, নইলে···অনেক আগেই এর কম্ম ফতে হত! আপনার জুতোজোড়ার কথা আমি বলব না। এটা এটা কি দারিদ্র্য? আপনার স্বামী রোজগার করেন, আপনি নিজে রোজগার করেন, আপনার মেয়েটি সরকারী সাহায্য পায়, আর আপনাদের মোটে তো দুটি সন্তান। তাই নয় কি? মাত্র দুটি। ব্যাপারটা হল এই যে, আপনার ওই ক্ষুদে শ্রীমতীটি সাজগোজ করতে বড় বেশী রকম ভালবাসেন! ওর দিকে তাকিয়ে দেখুন। এমন কি মেয়ে ইঞ্জিনিয়াররাও ওর সঙ্গে পেরে ওঠেন না। ও ক্লাবে যায়—বাহারে সাজগোজ করে, কখনও নীল, কখনও কালো, কখনও বা অন্য কোন রঙের পোশাক পরে। কিন্তু প্রশ্ন এটাও নয়, ওর যেমন খুসী সাজুক; ওর ব্যাপার ছাড়াও লোকে আপনার কথা নিয়ে আলোচনা করে। আপনাকে বাসনপত্র ধোয়া মাজা করতে হয় কেন?"

"আন্দ্রি ক্লিমোভিচ! আমি হলাম মা—ইচ্ছে হলে আমি আমার পরিবারের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারি!"

"আপনি মা—তাই নাকি, নতুন কথা শুনছি যে! আমার এলেনা ভাসিলিয়েভনাও তো মা, কিন্তু শুধু একবার তাকিয়ে দেখুন তো আমার মেয়েরা কেমন কাজ করে। তারা কিছু মনে করে না। ওরা ছেলেমানুষ ওদের ফুর্তি করার যথেষ্ট সময় আছে। আপনি হলেন, ওই যাকে বলে, বুদ্ধিজীবি কর্মী, তবু আমার এলেনার হাত আপনার হাতের মত নয়। সোজা কথা বলি, এটা লজ্জার ব্যাপার। আপনার সামনে যথেষ্ট জীবন পড়ে আছে আপনার বয়স এখনও কম, দেখতেও আপনি সুন্দরী তাহলে কেন এমন হবে, কেন?"

ভেরা ইগনাতিয়েভনা তাঁর চোখদুটি নীচু করলেন। এই রকম অবস্থায় সব মেয়েরাই যেমন করে, তিনিও তেমনি হাঁটুর কাছে তাঁর স্কার্টটা ধরে টানতে যাচ্ছিলেন এমন সময় তাঁর মনে পড়ল আন্দ্রি ক্লিমোভিচ এই মাত্র স্কার্টটার কি রকম নিন্দে করছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে পড়ল স্কার্টটা কি রকম সেলাই করা ও তালি দেওয়া। হাঁটুর উপর থেকে হাতটা তিনি সরিয়ে নিলেন এবং ক্রমে আন্দ্রি ক্লিমোভিচের উপর বিরক্ত হতে শুরু করলেন।

"আন্দ্রি ক্লিমোভিচ, প্রত্যেকেই তাঁর নিজস্ব জীবন যাপন করে। আমার যেমন ভাল লাগে আমি সেই ভাবে থাকি।"

কিন্তু আন্দ্রি ক্লিমোভিচ তাঁর দিকে ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে তাকালেন তাঁর পাকানো গোঁফটা পর্যন্ত রাগে খাড়া হয়ে উঠল।

"কিন্তু আমরা এটা পছন্দ করি না।"

"কারা করে না ?"

"আমরা করি না, লোকে করে না। এটা কেমন কথা : আমাদের যে লাইব্রেরীয়ানকে আমরা সকলে শ্রদ্ধা করি তিনি কিনা এই রকম পোশাক··· আমি জানি না কি বলব। আপনার স্বামীও এটা পছন্দ করেন না।"

"আমার স্বামী ? আপনি কেমন করে জানলেন ? আপনি কখনও তাঁকে দেখেন নি।"

"প্রথম কথা হল এই যে, আমি তাঁকে দেখেছি ; আর দ্বিতীয় কথা হল এই যে, যদি তিনি স্বামী হন—সব স্বামীই একরকম, বুঝলেন—তাহলে একদিন তিনি চলে যাবেনই। এই পুরুষ মানুষগুলো কি রকম তা আপনি জানেন, ওদের উপর নজর রাখতে হয়।"

আন্দ্রি ক্লিমোভিচ প্রসন্ন হেসে টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

"সংক্ষেপে বলতে গেলে, একটা পোশাক তৈরী করার মত একটা কাপড় আমরা আপনাকে দেব ঠিক করেছি। কাপড়টা রেশমের, বুর্জোয়া গোছের নাম আছে কাপড়টার, উচ্চারণ করতে দাঁত ভেঙ্গে যায়। আমার স্ত্রী ওটা ঠিকমত বলতে পারেন, তবে কোন পুরুষ মানুষ পারবে না। পোশাকটা

আমাদের কারখানার দর্জিদের ওখানে তৈরী করাতে হবে আপনি যাতে আপনার নিজের মাপমত করে নিতে পারেন তার জন্যেই এই ব্যবস্থা। টাকা আমার কাছে রয়েছে!"

তিনি পকেটটা চাপড়ালেন। ভেরা ইগনাতিয়েভনা তাঁর দিকে চোখ তুলে তাকালেন, তারপর আ-মোছা প্লেটগুলির দিকে তাকিয়ে আস্তে দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেললেন। ওঁর কথাগুলির মধ্যে ন্যায্য কিছু আছে, কিন্তু সেটা তাঁর জীবনের লেসের বুনুনিতে প্রয়োজনীয় কয়েকটা খোপকে প্রচণ্ডভাবে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে এবং এটা কেমন ভীতিজনক। তামারার প্রতি আন্দ্রি ক্লিমোভিচের শত্রুতাকেও তিনি মেনে নিতে পারছেন না। সমগ্র জিনিসটাই কেমন যেন অদ্ভুত। কিন্তু এও ঠিক যে আন্দ্রি ক্লিমোভিচ বই ভালবাসেন এবং তিনি কারখানার ট্রেড ইউনিয়ন কমিটির একজন সদস্য। তাঁর সাদাসিধে প্রত্যয়-জনক ভাবটি ভেরা ইগনাতিয়েভনার ভাল লাগে।

দরজায় দাঁড়িয়ে হাসিমুখে আন্দ্রি ক্লিমোভিচ জিজ্ঞাসা করলেন, "তারপর, আপনি কি বলেন?"

ভেরা ইগনাতিয়েভনা জবাব দিতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু সেই মুহূর্তে দরজা হঠাৎ খুলে গেল এবং তাঁদের সম্মুখে দেখা দিল এক মনোরম দৃশ্য: তামারা দাঁড়িয়ে আছে, তার পরনের ড্রেসিংগাউন ছড়িয়ে পড়েছে—তার মোজা, ফিতে, জুতো সবই দেখা যাচ্ছে। সে তীক্ষ্ণ চীৎকার করে পিছনে দরজাটা দড়াম করে বন্ধ করে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। আন্দ্রি ক্লিমোভিচ তাঁর গোঁফে তা দিলেন।

"হুম···আপনি কি বলেন, ভেরা ইগনাতিয়েভনা?"

"আচ্ছা, আমার মনে হয়···যদি দরকার হয়·· আমি আপনার কাছে খুব কৃতজ্ঞ।"

স্বাভাবিকভাবে ঘটনাবলী অগ্রসর হলেও সেদিনকার সন্ধ্যাটি ঠিক বরাবরের মত কাটল না। ভেরা ইগনাতিয়েভনা কাচাকাচি শেষ করে রান্নাঘর গোছালেন ও রাত্রের খাবার তৈরী করতে লাগলেন। তারপর এল পাভলুশা

—ফুর্তিবাজ, উদ্দীপ্ত, ঘামে ভিজে সপসপে গা। রান্নাঘরের মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে সে বলল :

"কুমীরের মত ক্ষিদে পেয়েছে আমার! রাত্রের খাবার কি হয়েছে? পরিজ আর দুধ? আমি যদি পরিজ আর দুধ না খেতে চাই? না, আমি চাই শুধু পরিজ আর শুধু দুধ, আলাদা করে।"

"এমন ভিজলে কি করে?"

"আমি ভিজিনি, আমরা বরফ ছোঁড়াছুড়ি করছিলাম কি না।"

"কিসের জন্যে? তোমার ভিতরের জামা কাপড়ও ভিজেছে?"

"না, শুধু এক জায়গায়, শুধু এই খানটায়।"

ভেরা ইগনাতিয়েভনা ব্যস্তভাবে তাঁর ছেলের কাপড়চোপড বদলাতে বসলেন। "একটা জায়গা" বলতে সাবা পিঠটা ছাড়াও, তার গায়ের বহু জায়গাই ঘামে ভেজা। তার মোজা জোড়া খুলে ফেলতে হল। ভেরা ইগনাতিয়েভনা চাইলেন, পাভলুশা বিছানার মধ্যে ঢুকে পড়ে গরম হয়ে নিক, কিন্তু পাভলুশার এই পরিকল্পনা পছন্দ হল না। তার মা যখন রান্নাঘরে কাপড় মেলছেন, তখন সে বাবার জুতো ও তামারার কাজের-সময় পরবার নীল ওভারঅলটা পরল। তারপর তার প্রথম কাজ হল এই রকম সেজেগুজে তার বোনের সামনে হাজির হওযা। পুরস্কারও সে পেল প্রচুর।

"দে বলছি!" চীৎকার করে উঠল তামারা, ঝাঁপিয়ে পড়ল ওভারঅলের উদ্দেশ্যে। পাভলুশা দৌড়ল ঘরের মধ্যে দিয়ে—প্রথমে, বসবার ঘর, তারপর শোবারঘর। দুইবার বাবার বিছানার উপর লাফ দিয়ে সে হাজির হল বসবার ঘরে। এখানে তামারা পাভলুশাকে ধরে ফেলত, কিন্তু পাভলুশা তামারার পথে চেয়ারগুলোকে শিকলের কড়ার মত পরপর সাজিয়ে দিয়ে নিজের সাফল্যে হো হো করে হেসে উঠল। "ফিরিয়ে দে," বলে চীৎকার করে তামারা হুড়মুড় করে চেয়ারগুলোর উপর পড়ল, চেয়ারগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিল একপাশে। দুমদড়াম শব্দে ভেরা ইগনাতিয়েভনা ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি রান্নাঘর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এলেন। তামারা তখনও

তার ভাইয়ের পিছনে ধাওয়া করে ছুটছে, সে মাকে লক্ষ্যই করল না। সে জোরে তাঁকে ধাক্কা দিয়ে কাবার্ডের উপর ফেলে দিল। ভেরা ইগনাতিয়েভনা হাতে ব্যথা পেলেন, কিন্তু তা অনুভব করার সময় পেলেন না। তার আগেই কাচ ভাঙার শব্দে তিনি বিমূঢ় হয়ে গেলেন ; পড়ে যাবার সময় তাঁর ধাক্কা লেগে জলের জগটা সাইডবোর্ড থেকে পড়ে গেছে। এর মধ্যে দেখা গেল, তামারা দুই বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে পাভলুশাকে আর পাভলুশা হাসতে হাসতে সুবোধ ছেলের মত নীল ওভারঅলটা খুলে ফেলছে। তামারা তার ভাইয়ের কাছ থেকে ওভারঅলটা ছিনিয়ে নিয়ে হাল্কা লাল হাতে তার কাঁধে চড় মারল।

"ফের যদি আমার ওভারঅল নিস তো তোকে আমি এমন মার দেব!"

"উ-হু, মার দেবেন! বড় জোর হয়েছে তোমার, তাই না?"

"আমি এখনি মারব!"

"এস তবে চেষ্টা করে দেখ একবার! এস!"

জগটার টুকরোগুলির উপর মা ঝুঁকে রয়েছেন লক্ষ্য করে তামারা চেঁচিয়ে বলল, "মা! বড্ড বাড় হয়েছে ওর! ও সব সময় আমার জিনিস নেবে! এটা কি? আমার যদি কাপড় চোপড়ের দরকার হয় তো আমাকে তিন বছর ধরে চাইতে হয়! একজোড়া জুতো পর্যন্ত আমার পাবার জো নেই! কিন্তু যখন জিনিস চেয়ে নেওয়া হয় আর ছিঁড়েখুড়ে ফেলা হয়, তখন কেউ কিছু বলতে পারবে না! আঃ, কেন যে জীবনটা এমন···ভয়ানক!"

তামারা শেষ কথাগুলি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলল। ওভারঅলটা বিরক্তভাবে টেবিলের উপর ছুঁড়ে ফেলে সে সাইডবোর্ডের দিকে ফিরে দাঁড়াল, কিন্তু আর না ফুঁপিয়ে সে একদৃষ্টিতে সাইডবোর্ডের দিকে তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। সাধারণতঃ, এই ভঙ্গীতে তাকে দেখলে, তার প্রতি এমন অন্যায় করা হয়েছে এবং তাতে সে এমন দুঃখ পেয়েছে বলে মনে হত যে, তার মা তখনই তার প্রতি অনুকম্পায় বিহ্বল হয়ে পড়তেন। কিন্তু এবার ভেরা ইগনাতিয়েভনা ভাঙা জগটার টুকরোগুলি কুড়াবার ক্লান্তিকর কাজে এত

ব্যস্ত যে তিনি তার দিকে তাকালেনও না। তামারা মায়ের দিকে তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আবার সাইডবোর্ডের বাঁকানো ধারটার দিকে মনোযোগ দিল। তার মা কিছু না বলে ভাঙ্গা কাচের টুকরোগুলি নিয়ে রান্নাঘরে চলে গেলেন। কিছুটা বিস্ময়ের সঙ্গে তামারার দৃষ্টি তাঁকে অনুসরণ করল, কিন্তু মায়ের পায়ের শব্দ পেয়েই সে আবার আগের ভাব অবলম্বন করল। ভেরা ইগনাতিয়েভনা একটা ন্যাতা হাতে ফিরে এলেন। জগের ছড়িয়ে-পড়া জলের উপর নীচু হয়ে তিনি আস্তে আস্তে গম্ভীরভাবে বললেন,

"তুমি জল মাড়াচ্ছ · সরে দাঁড়াও।"

তামারা জল টপকে তার ডেস্কের দিকে চলে গেল, কিন্তু সেখান থেকে সে মাকে লক্ষ্য করতে লাগল।

প্রকৃত পক্ষে, ঘটনাবলী বেশ স্বাভাবিকভাবেই অগ্রসর হচ্ছিল। এরকম মজার খেলা এর আগেও হয়েছে এবং অনুরূপ ভাঙ্গাচোরাও হয়েছে। একই রকম স্বাভাবিক আবহাওয়ার মধ্যে ভেরা ইগনাতিয়েভনা টেবিলে রাত্রের খাবার পরিবেশন করলেন। অর্ধনগ্ন পাভলুশা পরিজের জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ ধরে সে এক হাতে টেবিলের উপর দুধের গেলাসটা শক্ত মুঠিতে ধরে রেখে পরিজের মধ্যে মেশাল—ও দুধ খুব ভালবাসে। তামারা কখনও পরিজ খায় না, সে মাংস পছন্দ করে। তার জন্য প্লেটে গরম করা দুটো কাটলেট রয়েছে। কিন্তু তামারা তার ড্রইং করার ডেস্কের সামনে স্থাণু হয়ে বসে আছে, মা এবং কাটলেট দুই-ই সে উপেক্ষা করছে। ভেরা ইগনাতিয়েভনা মেয়ের দিকে তাকালেন, তাঁর মাতৃহৃদয়ে মায়া লাগল।

"তামারা, এস, কিছু খেয়ে নাও!"

জীবনে যার ক্লান্তি এসেছে এমন লোকের মত তীব্র ক্ষোভের সঙ্গে কাঁধ দুটো ঝাঁকিয়ে তামারা ফিসফিস করে বলল, "আচ্ছা।"

কিন্তু জীবন বয়ে চলল স্বাভাবিকভাবে। রাত্রি এগারোটার সময় ইভান পেত্রোভিচ বাড়ি ফিরলেন। ইভান পেত্রোভিচ বরাবর কাজের জায়গা থেকেই ফেরেন বলে এত দিন থেকে ধরে নেওয়া হয়েছে, আর তাই গত কয়েক বৎসর

যাবৎ তিনি কোথা থেকে ফেরেন এ প্রশ্ন কখনও ওঠে নি। এমন কি যখন তিনি সরকারী ভাটিখানার গন্ধে ভুরভুর অবস্থায় ফেরেন, তখনও ভেরা ইগনাতিয়েভনা অফিসের নিয়ম কানুন লঙ্ঘনের কথা যতটা না ভাবেন তার চেয়ে বেশী ভাবেন তাঁর স্বামীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে। আশ্চর্য রকম অটল চরিত্রের জন্য ইভান পেত্রোভিচের বিশেষ খ্যাতি ছিল। তাঁর চরিত্র বহু স্ত্রীর মনে সঙ্গতভাবেই হিংসার উদ্রেক করত। এই কারণেই উল্লিখিতরীতি সব সময় অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলা হয়েছে। যাঁরা ভেরা ইগনাতিয়েভনাকে চিনতেন, তাঁরা তাঁকে বলতেন,

"কী চমৎকার স্বামী আপনি পেয়েছেন! এই রকম চরিত্রের স্বামী সচরাচর দেখা যায় না! আপনি এত ভাগ্যবতী, ভেরা ইগনাতিয়েভনা!"

এই কথাগুলি সর্বদা ভেরা ইগনাতিয়েভনার উপর একটা মধুর প্রভাব বিস্তার করত—সাধারণতঃ জীবনে কেউ তাঁকে হিংসা করে নি, মাত্র একটা তুচ্ছ উপলক্ষে একবার একজন তাঁকে বলেছিল: "আপনার প্রাইমাসটা কী চমৎকার! এত ভাল জিনিস সচরাচর পাওয়া যায় না।"

ইভান পেত্রোভিচ একজন পদস্থ পরিকল্পনা বিশেষজ্ঞ। কিন্তু অন্যান্য পদস্থ পরিকল্পনা বিশেষজ্ঞদের মত তিনি নন। সকলেরই জানা আছে যে তাঁরা বদমেজাজী জাত, তাঁদের ঝোঁক হচ্ছে বাজারের হালচাল বিশ্লেষণ করা এবং বার বার কাজ বদলানো। ইভান পেত্রোভিচের মেজাজ প্রশান্ত এবং বিশ্লেষণের ঝোঁক তাঁর নেই। পনেরো বছরেরও বেশী তিনি একই কাজে লেগে আছেন। এটা অবশ্য সত্য যে, তিনি তার কাজ সম্পর্কে তাঁর স্ত্রীকে কখনও কিছু বলেন নি। তরুণ বয়স থেকে স্মরণ করে আসছেন বলে ভেরা ইগনাতিয়েভনা শুধু এইটুকুই জানতেন যে, তিনি কোথাও একজন পরিকল্পনা বিশেষজ্ঞ।

ইভান পেত্রোভিচ ভাল ছাঁটের স্যুট পরতেন, তাঁর মুখটি পরিষ্কার ও ভরাট এবং তাঁর ছোট দাড়িটি নিখুঁতভাবে ছাঁটা। তাঁর স্যুটগুলি তৈরী হবার পর ভেরা ইগনাতিয়েভনা সেগুলির তদারক করতেন; কেমন করে

সেগুলি তৈরী হত সে সম্বন্ধে তাঁর বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না। তাঁর উপদেশ ছাড়াই ইভান পেত্রোভিচ এ সব ব্যবস্থা করতেন। প্রত্যেক মাসে তিনি ভেরা ইগনাতিয়েভনাকে তিন শ' রুবল করে দিতেন।

বরাবরের মত বাড়ি ফিরে এসে ইভান পেত্রোভিচ সোজা টেবিলে গিয়ে খেতে বসে গেলেন। ভেরা ইগনাতিয়েভনা তাঁর খাবার পরিবেশন করলেন। তিনি যখন পরিবেশন করছেন, তখন ইভান পেত্রোভিচ মোড়া হাতের উপর দাড়ির ভর রেখে, দাঁত দিয়ে আঙুলের গাঁটগুলো একটু একটু কামড়াতে লাগলেন। তাঁর চোখদুটি শান্তভাবে সমস্ত ঘরটায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্লেটগুলি তাঁর সামনে হাজির হল ; তিনি একটা মর্যাদাব্যঞ্জক ভাব ধারণ করে ন্যাপকিনের কোণাটা তাঁর কলারের মধ্যে গুঁজে দিলেন। ন্যাপকিন ছাড়া তিনি কখনও খান না, এবং মোটের উপর তিনি খুব ফিটফাট লোক। এক গ্রাস খাওয়া হলে তবে তিনি কথা বলতে পারেন।

আজ সব কিছুই স্বাভাবিকভাবে অগ্রসব হচ্ছে। ইভান পেত্রোভিচ তাঁর কাটলেটগুলি খেয়ে ফলের রসের পাত্রের দিকে হাত বাড়ালেন। হাত বাড়াতে বাড়াতে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন :

"আচ্ছা, তামাবা, তোমার স্থাপত্য-বিদ্যাটা কেমন এগোচ্ছে ?"

তামারা তার ডেস্ক থেকে ভদ্রভাবে কাঁধ ঝাঁকাল। দেয়ালের ধারে চেয়ারে বসে ভেরা ইগনাতিয়েভনা বললেন ;

"তামারা বড় মুষড়ে পড়েছে। ওকে একজোড়া বাদামী রঙের জুতো আমরা কিনে দিতে পারব বলে মনে হচ্ছে না।"

ইভান পেত্রোভিচ তাঁর দেশলাইয়ের বাক্স থেকে কাঠি ভেঙ্গে খড়কে কাঠি বানিয়ে খোঁচাতে লাগলেন এবং তাঁর জিভ দিয়ে খড়কে কাঠিটাকে নাড়তে নাড়তে খুসী মনে চুষতে লাগলেন। চেষ্টা করে তিনি তামারার দিকে চোখ ফেরালেন। তারপর মনোযোগের সঙ্গে খড়কে কাঠিটা পরীক্ষা করতে করতে বললেন "জুতো, সেটা একটা গুরুতর ব্যাপার বটে। কেন, আমাদের কি কেনার মত টাকা নেই ?"

"আমার বেলায় তোমাদের টাকা থাকে না," বিষণ্ণভাবে তামারা মন্তব্য করল।

ইভান পেত্রোভিচ টেবিলের পাশে উঠে দাঁড়ালেন এবং তাঁর পায়জামার পকেটে হাতদুটি ঢুকিয়ে তাঁর শূন্য প্লেটের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে একটা কিছু ভাবতে শুরু করলেন। এই রকম চিন্তামগ্ন অবস্থায় তিনি পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর দিয়ে একবার উঁচু হলেন, তারপর আবার নীচু হলেন—এরকম দুই তিন বার। তারপর তিনি শিস দিয়ে 'রিগোলেত্তো' থেকে ডিউকের গানের সুর ভাঁজতে শুরু করলেন। জুতো সম্পর্কেই তিনি ভাবছেন বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে যে, তিনি খুব ভাল একটা কিছু মতলব ভেবে বের করতে পারেন নি। শেষ বারের মত বুড়ো আঙুলে ভর দিয়ে তিনি আস্তে আস্তে শোবারঘরে চলে গেলেন। সেখান থেকেও শিস দিয়ে ডিউকের গানের সুর ভাঁজার আওয়াজ শোনা যেতে লাগল। তামারা তার চেয়ারে ঘুরে বসে শোবারঘরের দরজার দিকে ক্রুদ্ধদৃষ্টি হানল। ভেরা ইগনাতিয়েভনা টেবিল পরিষ্কার করতে শুরু করলেন।

সেদিনের সন্ধ্যাটিও স্বাভাবিকভাবে অতিক্রান্ত হল—ভেরা ইগনাতিয়েভনার জীবনের একটি সন্ধ্যা। তবু অন্যান্য সন্ধ্যার সঙ্গে এই সন্ধ্যাটির পার্থক্য আছে। আন্দ্রি ক্লিমোভিচ চলে যাবার পর থেকে ভেরা ইগনাতিয়েভনার অন্তরে কিসের যেন একটা ক্ষীণ চাঞ্চল্য জাগছিল। এমন নয় যে গৃহস্থালীর কাজ করতে করতে এই প্রথম ভেরা ইগনাতিয়েভনা চিত্তাকর্ষক জিনিসের কথা ভাবলেন।

সাধারণতঃ তাঁর মনে পড়ে লাইব্রেরীতে তাঁর কাজের কথা; যে বইগুলি পাওয়া গেছে, পাঠকদের সঙ্গে তাঁর যে সব আলাপ হয়েছে এবং তিনি যে উপদেশ দিয়েছেন—এইসব কথা তাঁর মনে পড়তে থাকে। সাফল্যের কথা, পরিহাসপূর্ণ মন্তব্য ও আবেগময় উৎসাহ বাক্যগুলি স্মরণ কবতে তাঁর ভাল লাগে। যখন কোন প্রেরণাময় অথবা উল্লেখযোগ্য কথা তাঁর বারবার মনে পড়তে থাকে, তখন তিনি মনে মনে হেসে সেটা পরীক্ষা করেন, তার সূক্ষ্মতম অর্থ তলিয়ে দেখেন এবং খুসী হয়ে ওঠেন।

আন্দ্রি ক্লিমোভিচ না এলে সেদিন সন্ধ্যায় তিনি পরদিনের সম্মেলনের কথা ভাবতেন, শো-কেশ ও তাঁর প্রিয় লেখকের ছবির কথা তাঁর মনে পড়ত এবং সেই লেখকের বইগুলির সুন্দর ধূসর-নীল বাঁধাইয়ের কথা তিনি ভাবতেন। ওঁর বইগুলির চরিত্রে একটা তারুণ্যভরা হাস্যময় সুর আছে; এই বইগুলির কথা স্মরণ করতেও আনন্দ হয়।

কিন্তু সেদিন সন্ধ্যায় এসবের কোনটিই তিনি ভাবলেন না। রাতের খাবার তৈরী করার সময়, ভাঙা কাচের টুকরোগুলি জড করার সময় এবং সবাই যখন শুতে গেছে তখন প্লেটগুলি মোছার সময়, আন্দ্রি ক্লিমোভিচ যা বলেছেন সেই কথাগুলিই ভেরা ইগনাতিয়েভনার মনে পড়তে লাগল। কোন কারণে একটি বিষয়ই সামনে বড় হয়ে দেখা দিতে লাগল: তাঁর স্কার্ট সম্পর্কে আন্দ্রি ক্লিমোভিচের তীব্র মন্তব্যগুলি। তাঁর সমস্ত চেষ্টা, পরিশ্রম ও আশা যে বৃথা হয়েছে, সে কথা জানতে পারাটা অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক। এই স্কার্টটা রিপু করতে কত সন্ধ্যা তিনি কাটিয়েছেন, আর সেলাই শেষ হলে সব সময়েই তিনি তাঁর লক্ষ্যে উপনীত হয়েছেন বলে সুনিশ্চিত হয়েছেন এবং ভেবেছেন পরদিন তিনি যখন কাজে বেরিয়ে যাবেন তখন তাঁকে খুব সম্ভ্রান্ত দেখাবে। কখনও কখনও মুহূর্তের জন্য তাঁর মনে হয়েছে যে, তাঁর চেহারা শুধু সম্ভ্রান্তই দেখাবে না, সুচারুও দেখাবে। আর ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে ঠিক উল্টো। "লোকে আপনার সম্বন্ধে আলোচনা করছে।" তাহলে প্রত্যেকেই লক্ষ্য করেছে এবং সকলেই এ নিয়ে হাসাহাসি করছে। এবং আগামীকাল? আগামীকাল সম্মেলন হবে।

বাসনপত্র ধোয়ামোছার কাজ ও গোছগাছ শেষ করার পর ভেরা ইগনাতিয়েভনা ঝাড়া হাত পা হয়ে তাঁর স্কার্টটা খুলে টেবিলের উপর পাতলেন। স্কার্টটি পুরাতন বলীরেখাগুলি প্রকাশ করল। ভেরা ইগনাতিয়েভনা নিবিষ্টভাবে স্কার্টটি দেখলেন এবং অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁর চোখদুটি জলে ভরে উঠল। পুরানো স্কার্টটির জন্য তাঁর বড় দুঃখ হল। জরাগ্রস্ততার এমন বিষণ্ণ ও ক্লান্তভাব প্রকাশ করে স্কার্টটি তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল যে, দেখলেই বুঝতে

পারা যায় যে, এখন তার বিশ্রাম গ্রহণ করবার, দেরাজের কোন উষ্ণ কোণায় শয্যা গ্রহণ করবার এবং সুনিদ্রা ভোগ করবার একান্ত প্রয়োজন হয়েছে।

একসময় স্কার্টটা সিল্কের ছিল। তখন এটা ছিল খুব মেয়েলী ধরনের এবং স্বচ্ছন্দ। এখন খুব নজর দিয়ে দেখলে তবেই ঠাহর করা যায় যে কাপড়টা সিল্কের এবং এমনকি সেই রেশমীভাবটুকু এখন ধূসর হয়ে গেছে। ভঙ্গুর ও কম্প্রমান ধূসর সুতোগুলির মধ্যে সর্বত্র কুঞ্চনরেখা ও জীবনের পুরানো ক্ষতের দাগ দেখা যাচ্ছে। অনেকদিন আগে যে সব জায়গায় রিপু করা হয়েছে সে জায়গাগুলি কোনক্রমে জোড়া লেগে রয়েছে, কিন্তু সর্বশেষ ছেঁড়াগুলি রিপুকরা একটা চমৎকার জালের কাজ ছাড়া কিছুই নয় এবং তার মধ্যে দিয়ে টেবিলের শাদা উপরিভাগটা দেখা যাচ্ছে ঝকঝক করছে।

ভেরা ইগনাতিয়েভনা সযত্নে ইস্তিরিটায় প্লাগ লাগিয়ে দিলেন খুব বেশী চাপ দেবার চেষ্টা না করে তিনি কয়েকবার স্কার্টটির উপর ইস্তিরিটা চালিয়ে নিলেন। ইস্তিরির চাপ যেখানে পড়ল, সেখানে ভাঁজগুলি সমান হয়ে মিলিয়ে গেল এবং বুড়ী স্কার্টটিকে দেখাতে লাগল করুণ ও কোমল।

ইস্তিরি হলে ভেরা ইগনাতিয়েভনা স্কার্টটি তুলে ধরে পর্যবেক্ষণ করলেন। না, মনকে এখন চোখঠারা যায় না : ইস্তিরির পরও স্কার্টটাতে সুরুচির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু ভেরা ইগনাতিয়েভনা সাহস করে হাসলেন : কুছপরোয়া নেই, আমরা একত্রে জীবন কাটিয়েছি, এবং কৈফিয়তও আমরা একত্রেই দেব।

ভেরা ইগনাতিয়েভনার উত্তেজনা প্রশমিত হতে শুরু করল। জুতোগুলি সাজিয়ে রাখবার জন্য তিনি যখন বসলেন, তখন রান্নাঘরের নিস্তব্ধতার মধ্যে বসে থাকা বিশেষ আরামদায়ক মনে হতে লাগল। স্কার্টের কথা অথবা সম্মেলনে তিনি কি বলবেন সে কথা আর তিনি ভাবলেন না, শুধু নিজের কথাই তিনি ভাবতে লাগলেন।

এখন যে তিনি নিজেকে নিঃসঙ্গ বোধ করছেন না, এটা ভেরা ইগনাতিয়েভনার বৈশিষ্ট্য। প্রথমতঃ, ইস্তিরিকরা স্কার্টটি স্বচ্ছন্দে টেবিলের উপর পড়ে

রয়েছে ; দ্বিতীয়তঃ, দূরে কোথাও আন্দ্রি ক্লিমোভিচের গোঁফ যেন তাঁর দিকে তাকিয়ে হাসছে। তাঁর প্রতি তিনি আর বিরক্তি বোধ করছেন না। তিনি যা বলেছেন তা তাঁকে ভেবে দেখতেই হবে।

ভেরা ইগনাতিয়েভনা মোটা একটা ছুঁচ ও মোম মাখানো সুতো দিয়ে তাঁর জুতোর সোলটা সেলাই করে হাসিমুখে ভাবতে লাগলেন। আরও ছোট হয়ে গেছেন মনে করে এবং সেটা একটা অস্বাভাবিক ও মজার ব্যাপার বলে তিনি হাসছেন। নতুন একটা সিল্কের পোশাক পরেছেন বলে তিনি কল্পনা করছেন, এবং এই কল্পনাটাও মনে হচ্ছে··অদ্ভুত ও মজার। গৃহস্থালীর ভাবনা চিন্তার কুয়াশার মধ্যেও তিনি অনুভব করছেন যে, এই নতুন পোশাক অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু শুধু পোশাকই নয়·তরুণ বয়সের একটা কিছুও যেন এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে—এবং একথা ভাবাটাও ভীষণ লজ্জাজনক ব্যাপার। এমনকি বিস্ময়ে ভেরা ইগনাতিয়েভনা তাঁর মাথাটা ঝাঁকালেন। হাতমুখ ধোবার জায়গাটার উপরে টাঙানো ঝাপসা আয়নাটার সামনে তিনি সাবধানে গিয়ে দাঁড়ালেন। একজোড়া তারুণ্যভরা হাস্যময় চোখ এবং পরিপুষ্ট প্রফুল্ল ওষ্ঠাধর দেখে এইবার তিনি সত্যিই আশ্চর্য হয়ে গেলেন। ঠোঁটদুটি মনে হচ্ছে কি যেন বলছে ফিসফিস করে। আয়নায় গোলাপী ভাবটা দেখা গেল না ; কিন্তু ভেরা ইগনাতিয়েভনা অনুভব করতে পারলেন যে, একটা উষ্ণ রক্তোচ্ছাস তাঁর গণ্ডদুটিতে বয়ে গেল। অকস্মাৎ তাঁর মনে পড়ল ইভান পেত্রোভিচের কথা। আয়নার কাছ থেকে ফিরে এসে তিনি আবার টুলের উপর বসে পড়লেন, কিন্তু তাঁর মোটা ছুঁচধরা হাত পুনরায় কাজ শুরু করল না। তাঁর মনে স্পষ্টভাবে এই প্রশ্নগুলি উঠতে লাগল : কি ধরনের স্ত্রী তিনি ? এই সুসজ্জিত, পরিষ্কারভাবে দাড়ি কামানো এবং আত্মপ্রত্যয়সম্পন্ন মানুষটির স্ত্রী তিনি কেমন করে হতে পারেন ? তিনি তার দীর্ঘকালের স্ত্রী নন, হতে পারেনও না। ইভান পেত্রোভিচ তাঁর অন্তর্বাস, তাঁর মোজা, তাঁর অনেক কিছুই দেখেননি……।

একটা ধাক্কা খেয়ে ভেরা ইগনাতিয়েভনা সম্বিৎ ফিরে পেলেন। তাঁব আঙুলগুলি ব্যস্তসমস্ত ভাবে জুতো সেলাই করার কাজে লেগে গেল। নিজের প্রতি ভ্রূকুটি করে ভেরা ইগনাতিয়েভনা অন্য কিছুর চিন্তা এড়াবার জন্যে তাড়াতাড়ি তাঁর কাজ শেষ করে শুতে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পডলেন।

সম্মেলনের কাজ সম্পন্ন হল খুব চমৎকার ভাবে। পাঠকরা আন্তরিকতা ও আবেগের সঙ্গে তাঁদের বক্তব্য বললেন, এবং বক্তৃতামঞ্চ থেকে নেমে যাবার সময় তাঁরা লেখকের সঙ্গে করমর্দন করলেন ও তাঁকে ধন্যবাদ জানালেন। ভেরা ইগনাতিয়েভনা তাঁব ব্যগ্র একাগ্র দৃষ্টি দিয়ে প্রত্যেক বক্তাকে অভিনন্দন জানালেন, এবং তাঁদের যাবার সময় তাঁদের লক্ষ্য করতে করতে স্বস্তি ও আনন্দ বোধ করলেন। ছোট বড সকলেই কেমন করে বলতে হয় এবং কেমন করে অনুভব করতে হয় তা জেনেছে: এটা একটা বিরাট জয় এবং ভেরা ইগনাতিয়েভনা জানেন যে, এটা সমগ্র জনগণের জয়। তিনি অনুভব কবতে পারছেন যে, তাঁর সামনে ও পিছনে এক নতুন আনন্দময় দেশ রয়েছে, যে দেশ বলতে পারে ও অনুভব করতে পারে।

আন্দ্রি ক্লিমোভিচও বক্তৃতা দিলেন। তিনি সংক্ষেপে বললেন:

"এখানে আমাদের এই কমবেড়ের যে বইগুলি আমি পড়েছি, সে বইগুলি আমার জীবনে বিপদ স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কথাটা সত্যি: আমি পর পর দুই রাত্রি ঘুমোতে পারি নি। ইনি এমন চমৎকার সব লোকের চরিত্র এঁকেছেন! দুঃসাহসী মানুষ ও স্ফূর্তিতে উচ্ছল তরুণদের চরিত্র। যাই ঘটুক না কেন, এই রকম লোকেরা তাদের আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাবান থাকবেই। আর এটা সত্যিও বটে। রাত্রে বই পড়ে আপনি সকালে উঠে চারিদিকে তাকিয়ে দেখলে সত্যিই এই রকম সব মানুষকে দেখতে পাবেন। কেন, আমি নিজেই তো এদেরই একজন……"

শ্রোতারা জোরে হেসে উঠল। আন্দ্রি ক্লিমোভিচ বুঝলেন যে, তিনি

বড় বেশী বলে ফেলেছেন। তিনি বিব্রতভাবে গোঁফে তা দিতে লাগলেন। তারপর সামলে নিয়ে বললেন :

"অবশ্য একথা খুবই সত্যি যে আমাদের আরও সংস্কৃতির প্রয়োজন এবং আপনারা এর উল্লেখ করে ঠিকই করেছেন। সংস্কৃতির জন্যই তো আমরা চেষ্টা করছি। আমাদের এই লাইব্রেরী ও এই চমৎকার ক্লাবটি লক্ষ্য করবেন; যে ভাবে লেখক ও পণ্ডিতেরা আমাদের এখানে আসেন সেটা লক্ষ্য করবেন। ভেরা ইগনাতিয়েভনা করোবভার মত কমরেডদের এই কাজে নিয়োগ করার জন্য আমরা সোবিয়েত সরকারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।"

হলের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত একটা প্রবল করতালিধ্বনির স্রোত বয়ে গেল। ভেরা ইগনাতিয়েভনা ঘুরে লেখকের দিকে তাকালেন, কিন্তু তার আগেই লেখক টেবিলের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন এবং ভেরা ইগনাতিয়েভনার দিকে স্মিতমুখে তাকিয়ে হাততালি দিচ্ছেন। হলের মধ্যে অনেক লোক উঠে দাঁড়িয়েছে, প্রত্যেকের দৃষ্টি ভেরা ইগনাতিয়েভনার দিকে। করতালিধ্বনি প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠছে। ভেরা ইগনাতিয়েভনা ভয়ে ভয়ে দরজার দিকে এগোবার উপক্রম করেছেন, এমন সময় লেখক তাঁকে হাত দিয়ে আস্তে জড়িয়ে ধরে সযত্নে টেবিলের দিকে ঠেলে এগিয়ে দিলেন। তিনি বসে পড়লেন, এবং নিজেই জানতে পারলেন না যে কখন তিনি চেয়ারের পিছনে হাত রেখে তার উপর মাথা এলিয়ে দিয়ে কাঁদতে শুরু করেছেন। তৎক্ষণাৎ হলটা নিস্তব্ধ হয়ে গেল, কিন্তু আন্দ্রি ক্লিমোভিচ কৃত্রিম নৈরাশ্যের সঙ্গে তাঁর হাত নাড়াতেই প্রত্যেকে সহৃদয় ও সস্নেহ হাসি হাসলেন। ভেরা ইগনাতিয়েভনা মাথা তুলে তাড়াতাড়ি তাঁর চোখদুটি সামলে নিয়ে নিজেও হাসিতে যোগ দিলেন। শ্রোতাদের মধ্যে আলোচনার তরঙ্গ বয়ে গেল। আন্দ্রি ক্লিমোভিচ একখণ্ড কাগজ তুলে নিয়ে পড়ে যেতে লাগলেন। তিনি পড়ে শোনালেন যে, পার্টি-সংগঠন, কারখানার ট্রেড ইউনিয়ন কমিটি ও পরিচালকরা প্রধান লাইব্রেরীয়ান ভেরা ইগনাতিয়েভনা করোবভাকে তাঁর কর্মোৎসাহ ও কর্মনিষ্ঠার জন্য একপ্রস্থ ক্রেপ দ্য সিনে

[চীনা রেশমের কাপড়] উপহার দেবেন বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। ক্রেপ দ্য সিনে কথাটি আন্দ্রি ক্লিমোভিচ কিছুটা অনিশ্চয়তার সঙ্গে উচ্চারণ করলেন এবং এমনকি নিজের মাথা নেড়ে দেখালেন যে কথাটা উচ্চারণ করা কত শক্ত। তবু কথাটা উচ্চারিত হলে নতুন করে হাততালি পড়ল। আন্দ্রি ক্লিমোভিচ তাঁর ব্যাগ থেকে নীল ফিতে-বাঁধা একটা হাল্কা প্যাকেট বের করে তাঁর বাঁ হাতে ধরলেন এবং তাঁর ডান হাতটা বাড়িয়ে দিলেন করমর্দন করার জন্য। ভেরা ইগনাতিয়েভনা প্যাকেটটা নিতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু বুঝলেন যে এটা ঠিক হবে না। আন্দ্রি ক্লিমোভিচ তাঁর হাত ধরে সাদরে ঝাঁকিয়ে দিলেন। হলের মধ্যে লোকেরা হাততালি দিল এবং খুসীতে হাসতে লাগল। ভেরা ইগনাতিয়েভনা লজ্জায় লাল হয়ে উঠলেন এবং আন্দ্রি ক্লিমোভিচের দিকে অকপট তিরস্কারব্যঞ্জক দৃষ্টিনিক্ষেপ করলেন। কিন্তু আন্দ্রি ক্লিমোভিচ মহিমান্বিত হাসি হেসে ধৈর্যের সঙ্গে সমস্ত প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠানগুলি পালন করলেন। অবশেষে টিস্যু-কাগজে মোড়া ও নীল ফিতে দিয়ে বাঁধা ক্রেপ দ্য সিনে ভেরা ইগনাতিয়েভনার সামনে টেবিলের উপর রাখা হল। সেই মুহূর্তে তাঁর মনে পড়ল নিজের পুরানো স্কার্টটির কথা, এবং তিনি তাড়াতাড়ি নিজের পা দুটো চেয়ারের নীচে টেনে নিলেন, যাতে তাঁর জুতোজোড়া শ্রোতারা দেখতে না পায়।

কিন্তু এখনও সব শেষ হয় নি। লেখক বক্তৃতা দিতে উঠলেন এবং ভাল বক্তৃতা দিলেন। ট্রেড ইউনিয়ন কমিটি যে সম্মেলনের সুযোগ গ্রহণ করে ভেরা ইগনাতিয়েভনা করোবভার মত এমন চমৎকার লোককে তাঁর কাজের পুরস্কার দিলেন, সেজন্য তিনি ট্রেড ইউনিয়ন কমিটিকে ধন্যবাদ দিলেন। লেখক মহলে অনেক লোক ভেরা ইগনাতিয়েভনাকে জানতেন। শুধু একটা বই লেখাই যথেষ্ট নয়, বই লেখা হলে বইয়ের সঙ্গে পাঠকের ব্যক্তিগত যোগ স্থাপন করতে হয় এবং এটা হল রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক জ্ঞানবিস্তারের একটা বড় রকমের কাজ। ভেরা ইগনাতিয়েভনার মত এই রকম লোকেদের কেন্দ্র করেই নতুন সমাজবাদী সংস্কৃতি বেড়ে উঠছে এবং প্রসারলাভ করছে।

একটা নতুন কারখানা গড়া, ভূমির উর্বরতাশক্তি বৃদ্ধি করা এবং রাস্তা ও রেলপথ নির্মাণ করার চাইতে আজকের সম্মেলন কম বড় কীর্তি নয়। আর আমাদের সোবিয়েত ইউনিয়নে এই রকম অনেক সম্মেলন হয়, নবীন ও গভীর সমাজবাদী সংস্কৃতির এই রকম অনেক অভিব্যক্তি দেখা যায়। আমাদের সকলেরই এর জন্য গর্ববোধ করা উচিত, ভেরা ইগনাতিয়েভনার মত এমন লোকদের জন্য আমাদের গর্বিত হওয়া উচিত। ফ্যাসিস্ত রাষ্ট্রগুলিতে যখন বই পুড়িয়ে বহ্ন্যুৎসব করা হচ্ছে, মানবতার শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিদের তাড়া করে নির্যাতন করা হচ্ছে, তখন আমাদের দেশে বইকে দেখা হচ্ছে ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে, সম্মানিত করা হচ্ছে ভেরা ইগনাতিয়েভনার মত সৃজনশীল গ্রন্থাগার কর্মীদের। লোকদের পক্ষ থেকে বক্তা ভেরা ইগনাতিয়েভনাকে তাঁর মহৎ কাজের জন্য ধন্যবাদ দিলেন, এবং দীর্ঘকাল সোবিয়েত পাঠকদের শিক্ষা দানের কাজ চালিয়ে যাবার মত তাঁর শক্তি ও স্বাস্থ্য বজায় থাকুক বলে কামনা জানালেন……

ভেরা ইগনাতিয়েভনা মন দিয়ে লেখকের বক্তৃতা শুনলেন এবং সবিস্ময়ে উপলব্ধি করলেন যে, তিনি প্রকৃতপক্ষেই একটা বড় রকমের কাজ করছেন। তিনি উপলব্ধি করলেন যে, বইয়ের প্রতি তাঁর প্রীতি কোন ক্রমেই একটা গোপন ব্যক্তিগত আবেগ নয়; বরং এটা মহৎ, প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ একটা কিছু। তিনি এমন একটা জিনিসের সামনাসামনি দাঁড়িয়েছেন যা তিনি আগে লক্ষ্য করেন নি—এই জিনিসটি হল তাঁর কাজের সামাজিক তাৎপর্য। অভিনিবেশসহকারে তিনি এই ধারণাটি অনুধাবন করলেন এবং অকস্মাৎ তখন-তখনই এর সমগ্র অর্থ হৃদয়ঙ্গম করলেন: তিনি দেখতে পেলেন লোকে হাজার হাজার বই পড়ছে, তিনি সেই লোকগুলিকেই দেখতে পাচ্ছেন, যারা অল্পদিন আগেও সরল ও ভীরু ছিল, যারা বইগুলির লাইন ও নামগুলির দিকে বিব্রতভাবে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলত: "ডাকাতদের সম্পর্কে আমাদের একটা কিছু দিন," অথবা "একটা কিছু, বুঝলেন…… এই জীবন সম্পর্কে।" তারপর, এরাই যুদ্ধ সম্পর্কিত, বিপ্লব সম্পর্কিত, লেনিন সম্পর্কিত

বই চাইতে শুরু করল। আর এখন এরা আর কিছু চায় না, বরং কোন বইয়ের জন্য প্রার্থীদের নামের তালিকায় ৩৫তম অথবা ৫৫তম স্থানে তাদের নাম লিখে রেখে যায় এবং বিরক্তি প্রকাশ করে বলে :

"কী ভাবছেন এ সম্পর্কে বলুন তো! এই রকম একটা লাইব্রেরীতে বইটার পাঁচ কপি রয়েছে! এটা ঠিক নয়।"

কিন্তু এ সবই তিনি আগে থেকে জানেন। তাঁর অধীনে যে আটজন লাইব্রেরীয়ান কাজ করেন, তাঁরাও সবাই এসব কথা জানেন! প্রায়ই সন্ধ্যাবেলা লাইব্রেরীতে তাঁরা বই, পাঠক ও বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করেন। অন্যান্য লাইব্রেরীর কথাও তাঁর জানা আছে। বহু সম্মেলনে তিনি যোগ দিয়েছেন, সমালোচনামূলক ও গ্রন্থপঞ্জীসংক্রান্ত প্রবন্ধ ও পত্রিকাদি তিনি পড়েছেন। সবই তিনি জানেন, সব কিছুতেই তিনি অংশগ্রহণ করেছেন; তবু আজকের মত এমন গর্ব, একটা কিছু সৃষ্টি করার চেতনা তিনি কখনও অনুভব করেন নি।

ইতিমধ্যে তাঁর মনে যে প্রশ্ন উঠেছে লেখক তার জবাব দিলেন বলে মনে হল :

"ভেরা ইগনাতিয়েভনার মত লোকেরা ভয়ানক বিনয়ী হন; তাঁরা কখনও নিজেদের কথা ভাবেন না, তাঁরা তাঁদের কাজের কথাই ভাবেন এবং সেই কাজের বাণীর মধ্যেই বড় বেশী মগ্ন হয়ে থাকেন। কিন্তু আমরা, আপনারা ও আমি, তাঁদের কথা চিন্তা করি, একান্ত কৃতজ্ঞতাভরে আমরা তাঁদের করমর্দন করি। আপনাদের কারখানার সংস্থার পক্ষ থেকে ভেরা ইগনাতিয়েভনাকে দামী পোশাক পুরস্কার দেবার আইডিয়াটা চমৎকার। আর আমরা তাঁকে বলি : না, আপনাকে নিজের কথাও ভাবতে হবে। সুখে থাকুন, ভাল পোশাক পরিচ্ছদ পরুন। আপনি এর যোগ্যতা অর্জন করেছেন; প্রত্যেকটি সত্যিকারের মেহনতী মানুষ ভালভাবে জীবন যাপন করবে, এই জন্যই তো আমরা বিপ্লব করেছিলাম।"

এই উল্লেখযোগ্য দিনটি একেবারে শেষ পর্যন্তই উল্লেখযোগ্য ছিল।

সম্মেলনের পর লাইব্রেরীর কর্মী ও নিয়মিত পাঠকদের জন্য প্রীতি-সম্মেলনের আয়োজন হল। টেবিলে পরিবেশন করা হল মদ, স্যাণ্ডউইচ ও কেক। তরুণ কর্মীরা ভেরা ইগনাতিয়েভনাকে বসিয়ে দিল লেখকের পাশে; রাত্রি পর্যন্ত তারা তাদের সাফল্য, তাদের অসুবিধা ও সন্দেহের বিষয়গুলি স্মরণ করল; এবং যাদের সঙ্গে তাদের পারস্পরিক বন্ধুত্ব, সেই পাঠক, বই ও লেখকদের কথা তারা আলোচনা করল।

বিদায় নেবার সময় আন্দ্রি ক্লিমোভিচ সযত্নে ভেরা ইগনাতিয়েভনার হাত থেকে নীল ফিতে-বাঁধা প্যাকেটটি তুলে নিয়ে বললেন,

"এটা আপনার বাড়ি নিয়ে যাবার দরকার নেই। আমরা এটা দেরাজে তালাবন্ধ করে রেখে দেব, এবং ভাগ্যে যদি থাকে তো কাল এটা দরজির কাছে পৌছবে।"

শুনে লেখক পর্যন্ত হো হো করে হেসে উঠলেন। ভেরা ইগনাতিয়েভনা বিনীত ভাবে প্যাকেটটি দিয়ে দিলেন।

বাড়ি গিয়ে ভেরা ইগনাতিয়েভনা তাঁর অভ্যস্ত কাজগুলি করতে লেগে গেলেন। পাভলুশা আবার স্কেট করতে গিয়েছিল। হলঘরে তার চিহ্ন সে রেখে গেছে। তামারা তার চুল না আঁচড়ে, সারাদিন যে বাড়িতেই ছিল তা বোঝা যাচ্ছে; তার ডেস্কের উপর সেই নক্সাটা এখনও পড়ে রয়েছে। নক্সাটিতে একটা সিংহের লেজ জুড়ে দেওয়া ছাড়া কোন পরিবর্তন হয় নি। মায়ের সঙ্গে তামারার বাক্যালাপ নেই: এর অর্থ হল কার্যকর অবরোধগুলির একটি শুরু হয়েছে। সর্বদাই এর পর ঘটে দ্রুত, কিন্তু নিষ্ফল আক্রমণ।

ভেরা ইগনাতিয়েভনা আগে সর্বদাই মনে করতেন যে, রণনীতি কেবল তাঁর মেয়ের বিরক্তির নিদর্শনই নয়, তাঁর নিজেরও যে দোষ আছে তারও নিদর্শন বটে। আজ কিন্তু কোন কারণে ভেরা ইগনাতিয়েভনা অনুভব করতে পারলেন না যে তিনি কোন দোষ করেছেন। তামারা কষ্ট পাচ্ছে এটা দেখা খুবই দুঃখের, তার সুন্দর অসুখী মুখের দিকে তাকানো খুবই বেদনাদায়ক, এবং এই মধুর তরুণ জীবনের পক্ষে বর্তমান অবস্থা যে অন্ধকারাচ্ছন্ন তা

ভাবতেও কষ্ট হয়। কিন্তু সব কিছু মিলিয়েও এটা বেশ পরিষ্কার যে, এর জন্য যে ব্যক্তি দায়ী তিনি ভেরা ইগনাতিয়েভনা নন। ইভান পেত্রোভিচের কথা তাঁর মনে হল। খুব সম্ভব তিনিই এর জন্য দায়ী। সেই ডিউকের গানের কথাটা তিনি মনে না করে পারলেন না। তামারার জুতোর ব্যাপারে কিছুটা আগ্রহ দেখানো সত্যি সত্যিই ইভান পেত্রোভিচের উচিত ছিল। আর·· মাসে তিনশ রুবল তো খুবই সামান্য। উনি কত টাকা মাইনে পান? আগে উনি পেতেন সাতশ, তাই না? কিন্তু সে তো অনেক, অনেক আগে ·

ভেরা ইগনাতিয়েভনা যখন এই সব কথা ভাবছেন, তখনও তাঁর সেদিনকার চমৎকার সাফল্য তাঁর মনে ক্রিয়া করছে, এবং এই কারণে তিনি আরও ভালভাবে ও আরও নির্ভীকভাবে ভাবতে পারছেন। জনতার ভালবাসা ও আদরের উচ্ছ্বাস, অথবা লেখক তাঁর মহৎ কাজের যে বিস্তারিত চিত্র এঁকেছিলেন, তার কোনটিই তিনি ভুলতে পারছিলেন না। এখন তাঁর বাড়িটা তাঁর কাছে দীন ও পরিত্যক্ত বলে ঠেকছে।

কিন্তু গৃহস্থালীর চিন্তাভাবনা থেকে কেউ তাঁকে রেহাই দেয় নি। অন্য যে কোন দিনের মত আজও সেগুলি বর্তমান; এবং একই চিন্তা ও উদ্বেগের সঙ্গে, বহু বছরের অভ্যাসের ফলে নির্ধারিত একই মানসিক উত্তেজনার সঙ্গে যথারীতি সেগুলির ব্যবস্থা করতে হবে। আর একবার ভেরা ইগনাতিয়েভনা পাভলুশা ও তামারার রাত্রের খাবার পরিবেশন করলেন। তামারা এমন বিষণ্ন দৃষ্টি মেলে কাটলেটগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল, এমন একটা মর্মস্পর্শী অসহায়তার সঙ্গে সে তার প্লেটের খাবারের টুকরোগুলো কাঁটা দিয়ে এক জায়গায় জড় করল যে, ভেরা ইগনাতিয়েভনা অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। তাঁর গলাটা বুজে এল, এবং হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল নীল ফিতে-বাঁধা প্যাকেটটার কথা। সেরেফ লোভাতুর আত্মম্ভরিতা ছাড়া প্যাকেটটার কোন তাৎপর্যই নেই। এই সুন্দরী মেয়েটি যখন তার প্রিয় পোশাকটি পরতে পর্যন্ত পারছে না, তখন কিনা ভেরা ইগনাতিয়েভনা তাঁর মূল্যবান ক্রেপ দ্য সিনে মজুত করে রাখছেন। আর তারপর তিনি একটা পোশাক বানিয়ে

কোন অভিনেত্রীর মত সেটা পরে বাহার দিয়ে বেড়াবেন। এই অভাগা মেয়েটিকে কে সাহায্য করবে? কল্পনানেত্রে ভেরা ইগনাতিয়েভনা দোকানের দরজাটা তখনই দেখতে পেলেন, তিনি দোকানের মধ্যে ঢুকে বিক্রি করতে চাইছেন .....কিন্তু তাঁর তো বিক্রি করার কিছু নেই, প্যাকেটটি তো এখনও আন্দ্রি ক্লিমোভিচের হেফাজতে। এক সেকেণ্ডের একটি ভগ্নাংশকালের জন্যে তাঁর মনের মধ্যে একটি কথা খেলে গেল—প্যাকেটটি তো তিনি নিয়ে নিতে পারেন। কিন্তু ঠিক অনুরূপ দ্রুতভাবেই আন্দ্রি ক্লিমোভিচের পাকানো গোঁফে একটা মৃদু হাসি খেলে গেল, দোকানটিও অদৃশ্য হয়ে গেল। ভেরা ইগনাতিয়েভনার গলার মধ্যে যে দলাটা ঠেলে উঠছিল, সেটা আরও বড় হয়ে উঠল, এবং যখন ইভান পেত্রোভিচ বাড়ি ফিরলেন তখনও তাঁর অস্বস্তি কাটে নি।

ইভান পেত্রোভিচ তাঁর নৈশ ভোজন শুরু করলে ভেরা ইগনাতিয়েভনা দেয়ালের ধারে চেয়ারে বসে বললেন,

"আজ আমাদের একটা সম্মেলন ছিল, কি বলব তোমায়, ওরা সম্মেলনের পর আমাকে একটা পুরস্কার দিয়েছে।"

তামারা তার চোখ দুটো বড় বড় করে তাকাল এবং তার কষ্টের কথা ভুলে গেল। ইভান পেত্রোভিচ জিজ্ঞাসা করলেন: "একটা পুরস্কার? এটা তো জানবার মত! বেশী কিছু দিয়েছে?"

"একটা পোশাকের কাপড়।"

ইভান পেত্রোভিচের এক হাতে ছুরি, অন্য হাতে কাঁটা; মুঠো করা দুই হাত প্লেটের দুপাশে রেখে তিনি সমজদারের ভঙ্গীতে এবং কেজো লোকের মত চিবিয়ে চিবিয়ে খেতে লাগলেন।

টেবিলের উপর ছুরির হাতলটা ঠুকে তিনি বললেন, "সেকেলে ধরনের পুরস্কার।"

তামারা টেবিলের ধারে এসে দাঁড়াল, টেবিলের উপর উপুড় হয়ে পড়ে মায়ের দিকে উৎসাহদীপ্ত, আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বলল,

"ওটা তুমি পেয়েছ কি?"

"না···ওটা রয়েছে···দরজির কাছে।"

"তাহলে জিনিসটা তুমি পেয়ে গেছ ?"

ভেরা ইগনাতিয়েভনা তাঁর মাথা নাড়লেন এবং সংকোচভরে মেয়ের দিকে তাকালেন।

"কি রকম জিনিস বল তো ?"

"ক্রেপ দ্য সিনে।"

"ক্রেপ দ্য সিনে ? কি রঙের ?"

"আমি জিনিসটা দেখেনি···আমি জানি না।"

তামারার মাথা ও তার আনুষাঙ্গিক জিনিসগুলি—তার সুন্দর চোখ, গোলাপী ঠোঁট, গোড়ায় চওড়া ও আগায় সুঁচোলো চমৎকার ছোট্ট নাক—তার দুই হাতের তালুর উপর সুষ্ঠুভাবে ন্যস্ত। তামারা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার মাকে পর্যবেক্ষণ করল। ক্রেপ দ্য সিনে পরে, মাকে কেমন দেখাবে এই কথাটাই সে ভাবছে বলে মনে হল। তার দৃষ্টি তার মায়ের হাঁটুর উপর অনেকক্ষণ নিবদ্ধ থেকে মায়ের জুতো জোড়ার উপর পড়ল, তারপর আবার সে চোখ তুলে তাকাল মায়ের কাঁধের দিকে।

তামারা পর্যবেক্ষণ করতে করতে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কি পোশাক তৈরী করাবে ?"

ভেরা ইগনাতিয়েভনা আরও লজ্জিত বোধ করলেন এবং চেষ্টা করে শান্তভাবে বললেন, "হ্যাঁ···আমি তাই ভেবেছি···আমার স্কার্টটা তো একেবারে পুরানো হয়ে গেছে···"

তামারা তার মায়ের দিকে শেষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল। পিছনের দিকে হাতদুটো রেখে সে আলোর দিকে তাকিয়ে বলল, "কি রঙের যে হবে তাই ভাবছি আমি।"

ইভান পেত্রোভিচ দইয়ের প্লেটটা টেনে নিয়ে বললেন, "আমাদের আফিসে পুরস্কার হিসেবে জিনিস উপহার দেবার রেওয়াজ অনেক দিন উঠে গেছে। সব দিক থেকেই টাকা দেওয়াটাই সুবিধাজনক।"

নতুন পোশাক কিন্তু পরের দিনের আগে তৈরী হল না। মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় আন্দ্রি ক্লিমোভিচ লাইব্রেরীতে এসে বললেন,

"চলুন পোশাকটা পরে দেখে আসা যাক।"

শেল্‌ফের সিঁড়ির একেবারে উপরের ধাপ থেকে—"আপনি কি জন্যে এসেছেন? আপনি কি ভাবেন যে আপনি না হলে আমরা করে উঠতে পারব না?" হাসিখুশী, কৃষ্ণাক্ষী মারুসিয়া ফোঁস করে উঠল।

"আমার আসার উদ্দেশ্য আছে। ভেরা ইগনাতিয়েভনা আর আমি একসঙ্গে দরজির ওখানে যাব।"

ভেরা ইগনাতিয়েভনা ছোট ঘরের মধ্যে থেকে তাঁর মাথাটা বাইরে বের করলেন। আন্দ্রি ক্লিমোভিচ দরজার দিকে মাথা নেড়ে ইঙ্গিত করলেন।

"আপনি কোথায় যাবেন ভাবছেন? কে আপনাকে সেখানে ঢুকতে দেবে? ওটা তো মেয়েদের দরজির দোকান। আপনি না হলেও আমাদের চলবে।" মারুসিয়া লাফিয়ে মই থেকে নেমে পড়ল,

"আপনি কখ্খনো যেতে পারবেন না।"

"মারুসিয়া, এদিকে এস। চুপিচুপি একটা কথা বলব তোমাকে।"

দুজনে জানালার দিকে চলে গেলেন। আন্দ্রি ক্লিমোভিচ ফিসফিস করে বলতে শুরু করলেন আর মারুসিয়া হাসতে হাসতে চীৎকার করে বলতে লাগল, "আমার তো মনে হয় করা উচিত নয়! অবিশ্যি!—কেন এতে এত গোপন করার কি আছে? আপনি আমাদের বলার আগেই আমরা জানি। অনেকদিন থেকে জানি আমরা! কোন চিন্তা করবেন না! না—আ! না, আমরা বুঝি।"

পরস্পরের প্রতি বেশ খুশী হয়ে দুজনে জানালার কাছ থেকে ফিরে এলেন। মারুসিয়া বলল,

"আসুন, পুরস্কারটা আমাকে দিন।"

আন্দ্রি ক্লিমোভিচ লাইব্রেরীর একেবারে কোণার দিকে চলে গেলেন। তাঁর দ্বিতীয় শাগরেদ নাতাশা, মারুসিয়ার মতই সে হাসিখুশী তবে চুলগুলি

তার সুন্দর। নাতাশা আন্দ্রি ক্লিমোভিচের পিছু ধাওয়া করল; তার গায়েব ওভারঅলটা উড়তে লাগল।

"ওটা তো তালাবন্ধ রয়েছে। আপনি একা কখনও ওটা খুলে বের করতে পারবেন না।"

বিখ্যাত প্যাকেটটি নিয়ে দুজনে ফিরে এলেন। বিল-পরিবেষ্টিত অবস্থায় ভেরা ইগনাতিয়েভনা তাঁর ডেস্কে কাজ করছেন। প্রীতিপূর্ণ মনোযোগেব ভঙ্গীতে নাতাশা তাঁব হাত থেকে কলমটা নিয়ে দোয়াতদানীর উপর রেখে দিল তারপর বিলগুলো ঠেলে সরিয়ে দিয়ে মধুর মেয়েলী গাম্ভীর্যের সঙ্গে ফিতে-বাঁধা পার্সেলটি ভেরা ইগনাতিয়েভনার সামনে রাখল। তার দুটো আঙুল গিঁটে টান দিল এবং মুহূর্তের মধ্যে নীল ফিতেটি তার কাঁধেব উপর শোভা পেতে লাগল। তারপব শাদা টিস্যু-কাগজেব মোড়কের মধ্য থেকে রেশমেব প্রথম আনন্দময় দ্যুতি প্রকাশ পেল।

যেন প্রার্থনা করছে এমন ভাবে হাতদুটি জোড় করে নাতাশা চেঁচিযে উঠল, "চেরী! কী চমৎকার।" বিব্রত হযে ভেরা ইগনাতিয়েভনা বললেন: "চেরী! সত্যিই এটা আপনাব উচিত হয়নি।"

কিন্তু ইতিমধ্যে নাতাশার হাতদুটি কাপড়েব চমৎকাব ভাঁজগুলি খুলে ভেরা ইগনাতিয়েভনাব বুকের ও কাঁধেব উপব কাপড়টি মেলে দিয়েছে। প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি নাতাশার সঙ্গে হাত ছাড়িয়ে নেবাব জন্য কাড়াকাড়ি করছেন এবং লজ্জায় তাঁর চুলেব গোড়া পর্যন্ত লাল হয়ে গেছে।

মারুসিয়া চেঁচাচ্ছে, "কী সুন্দব! কী সুন্দর মানাবে আপনাকে! চমৎকার, তাই না! ঠিক আপনাব গায়েব বঙের সঙ্গে মানিয়েছে! কী চমৎকার পছন্দ! চেরী রঙেব ক্রেপ দ্য সিনে!"

মেয়েরা ঘিরে ধরেছে ভেরা ইগনাতিয়েভনাকে। রেশমে লাল রঙের তরঙ্গ, ভেরা ইগনাতিয়েভনার বিব্রত ভাব এবং নিজেদের বন্ধুত্বপূর্ণ উৎসাহ সত্যিই তাদের খুশী কবে তুলেছে। মারুসিয়া আন্দ্রি ক্লিমোভিচের কাঁধ ধরে তাঁকে টেনে নিয়ে গেল।

"আপনি পছন্দ করেছেন এটা? আপনি নিজে?"

"আমিই পছন্দ করেছি।"

"নিজে একা?"

"নিজে একা।"

"আপনি চেরী রঙ পছন্দ করলেন!"

"করেছি তো।"

"আমি বিশ্বাস করি না! আপনি করতেই পারেন না! আপনি আপনার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন।"

"আমার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যাবার কি দরকার? আমি, বলতে গেলে, ছেলেবেলা থেকেই, বলতে গেলে……এই সব সিল্কের মধ্যে মানুষ হয়েছি…"

"কি সিল্কের কথা বলছেন? কোথায় আপনি মানুষ হয়েছেন?"

"কেন, এই সবের মধ্যে, তোমরা যাকে বল……ক্রীম-দ্য-সিন! সত্যিই আমি এ সবের মধ্যে মানুস হয়েছি!"

আন্দ্রি ক্লিমোভিচ গোঁফে তা দিয়ে গম্ভীর ভাব পরিগ্রহ করলেন। মারুসিয়া অবিশ্বাসভরে তাঁকে লক্ষ্য করতে লাগল।

"তখন কি ছিলেন আপনি—অভিজাত?"

"কি ভাবছ তুমি! আমার মা যখন কাপড়গুলো শুকোতে দিতেন… কাচার পর, তখন সত্যিকারের একটা ছবির মত দেখতে হত: তোমার চারি পাশে সিল্ক—চেরী, আপেল, এপ্রিকট রঙের!"

"আ-হা!" মারুসিয়া চেঁচিয়ে উঠল, "শুকোতে দিতেন! সিল্ক কাচার কথা কে কোথায় ভেবেছে?"

"বটে, কাচে না?"

"না, কাচে না!"

"তা যদি হয়, তাহলে আমি আমার কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি।"

মেয়েরা চীৎকার করছে, হাসছে, আবার ভেরা ইগনাতিয়েভনার গায়ে কাপড়টা জড়িয়ে দিচ্ছে, তারপর নিজেদের গায়ে জড়াচ্ছে এমন কি আন্দ্রি

ক্লিমোভিচের গায়ে পর্যন্ত জড়াচ্ছে। তিনি তাঁর আগের ধারা বজায় রেখে বলছেন : "তাতে কি ? আমি এ রকম জিনিসে অভ্যস্ত।"

ঐ একই আমোদের হররা চলল কারখানার দরজির দোকানেও। স্টাইলের প্রশ্ন নিয়ে এমন লড়াই বেধে গেল যে আন্দ্রি ক্লিমোভিচ হতাশভাবে মাথা ঝাঁকিয়ে সরে পড়লেন। দরজার সামনে এসে তবে বললেন :

"কী পাগলের দল রে বাবা !"

ভেরা ইগনাতিয়েভনা অতি সাদাসিধে স্টাইলের উপর জোর দিচ্ছিলেন।

"ও রকম জিনিস বুড়ীরা পরতে পারে না।"

এ রকম কথা শুনে নাতাশা স্তম্ভিত হয়ে গেল। সে আবার ইগনাতিয়েভনাকে আয়নার কাছে টেনে নিয়ে গেল।

"ঠিক আছে, তাহলে, সাদাসিধেই হোক! কিন্তু এখানে একটা ফুল আপনাকে রাখতেই হবে।"

অভিজ্ঞ, পক্ককেশ দরজি মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

সে বলল, "হ্যাঁ সে আরও ভাল হবে। এতে পোশাকটা বেশ মানানসই হবে।"

ভেরা ইগনাতিয়েভনার মনে হল তাঁকে যেন ছোট্ট ছেলেমেয়েদের খেলায় অংশগ্রহণ করার জন্য আনা হয়েছে। যৌবনের বহু দূরবর্তী দিনগুলিতে একটা পোশাক তৈরী করার ব্যাপার নিয়ে এমন হৈ চৈ করার কথা তাঁর মনে পড়ে না, আর এখন এই সব চেঁচামেচি আরও অবান্তর মনে হয়, কিন্তু মেয়েদের ঠেকাবে কে? ফ্যাশন নিয়ে একবার শুরু করে তারা চুল বাঁধার স্টাইল সংক্রান্ত আলোচনায় পৌছাল এবং এই ক্ষেত্রে অতি চরম সংস্কারের প্রস্তাব করতে আরম্ভ করল। তারপর এল মোজা, জুতো, ও অন্তর্বাসের পালা। শেষ পর্যন্ত, খাবার সময়ের ছুটি শেষ হয়ে গেছে, এই অজুহাত দেখিয়ে ভেরা ইগনাতিয়েভনা তাদের তাড়িয়ে লাইব্রেরীতে পাঠালেন।

একা তিনি দরজির সঙ্গে রইলেন। তখন সাদাসিধা স্টাইলের পোশাকের জন্য তিনি জেদ ধরলেন, এবং দরজিও মেনে নিল যে এই রকম স্টাইলই

সব চাইতে মানানসই হবে। পোশাক কবে পাওয়া যাবে তা ঠিক করে তিনি কাজে ফিরে গেলেন। যেতে যেতে তিনি বুঝতে পারলেন যে, তিনি সুন্দর পোশাক পাবার ও পরার জন্য দৃঢ়সংকল্প করছেন, এবং বুঝতে পেরে তিনি নিজেই আশ্চর্য হলেন। এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর নিজের একটা নতুন ছবি সামনে ভেসে উঠল। এ হল নতুন ভেরা ইগনাতিয়েভনা। দরজির দোকানে চেরীরঙের সিল্কের পোশাকপরা তাঁর নতুন চেহারা তিনি আয়নায় দেখেছেন। সেই পোশাকে তাঁর নতুন মুখ কেমন ঝলমলিয়ে উঠেছে তা তিনি দেখেছেন। এই নতুন ছবিতে কোন বোকার মত আড়ম্বরের ভাব, মেয়েলি ছলাকলা ও অদ্ভুত কিছু না দেখতে পেয়ে তিনি প্রীতিকর বিস্ময় অনুভব করেছিলেন। গাঢ় লাল ভাঁজগুলির উপর তাঁর মুখটি সত্যিই আরও সুন্দর, তরুণ ও সুখী মনে হচ্ছিল; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সেই মুখে ফুটে উঠেছিল যথেষ্ট মর্যাদা ও একটা মহৎ সত্যের পরিচয়।

লাইব্রেরীর দরজার কাছে পৌঁছে ভেরা ইগনাতিয়েভনার মনে পড়ল লেখকের বক্তৃতা। তিনি তাঁর জুতোজোড়ার দিকে তাকালেন। এই রকম বাজে জিনিস, যে, তাঁর এবং তিনি যে আদর্শের সেবা করেন, এই দুয়েরই মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

একটা অস্বাভাবিক রকম শান্ত মনোভাব নিয়ে সেদিন সন্ধ্যায় ভেরা ইগনাতিয়েভনা বাড়ি ফিরলেন। আগের মতই তিনি সস্নেহে কল্পনা করলেন পাভলুশা ও তামারার মুখ, আগের মতই তিনি বিমুগ্ধ ভাবে তাদের দেখলেন; কিন্তু এখন তিনি তাদের সম্বন্ধে আরও ভাবতে চান এবং তুচ্ছ উদ্বেগে বিচলিত না হয়ে তিনি ভাবতে পারেন না। ভেরা ইগনাতিয়েভনার কাছে তারা তাঁর আশ্রিত ছেলেমেয়ে অপেক্ষা চিত্তাকর্ষক মানুষ হিসাবেই বেশী করে মনে হল।

বাড়িতে এসে তিনি যথারীতি সেই অপরিষ্কার টেবিল দেখতে পেলেন। টেবিলের দিকে তিনি অভ্যাসগত দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন বটে কিন্তু আগের মত তক্ষুনি তাঁর মনে টেবিল পরিষ্কার করার কাজে লেগে যাওয়ার অভ্যাসগত ইচ্ছা জাগ্রত হল না। তামারার ডেস্কের পাশে একটা চেয়ারে তিনি বসে পড়লেন,

এবং বসাটা যে কত আরামের তা অনুভব করলেন। মাথা পিছনে হেলিয়ে দিয়ে তিনি বিনা প্রতিরোধে অর্ধতন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। এই অবস্থায় তাঁর চিন্তাগুলি বিরাম পেল না, বরং সেগুলি মুক্ত ও আনন্দোচ্ছল জনতার মত দল বেঁধে অবাধে তাঁর সারা মনের মধ্যে দিয়ে নৃত্য করে চলল।

শোবারঘর থেকে হাজির হল তামারা।

ভেরা ইগনাতিয়েভনা জিজ্ঞাসা করলেন, "আজ বুঝি তুমি পরিষদেও যাও নি?"

জানালার ধারে গিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে বিষণ্ণ ভাবে তামারা বলল, "না।"

"আজকাল তুমি যাচ্ছ না কেন?"

"পরে যাবার মত আমার কিছু নেই।"

"তামারা, আমরা তার কি করতে পারি বল?"

"কি করা উচিত তা তোমরাই জান।"

"তুমি কি এখনও সেই জুতোর কথাই ভাবছ?"

"হ্যাঁ।"

মায়ের দিকে ফিরে তামারা ফেটে পড়ল :

"তুমি চাও আমি লাল জুতো আর বাদামী পোশাক পরে যাই? তুমি চাও লোকে আমাকে দেখে হাসুক? এই চাও তুমি? বেশ, সেটা বল তাহলে।"

"কিন্তু তোমার তো আরও পোশাক আছে, তামারা সোনামণি। তোমার এক জোড়া কালো জুতোও আছে। সে অবিশ্যি পুরানো, কিন্তু তাহলেও ভালই আছে। নিশ্চয়ই তোমাদের অন্যান্য সব ছাত্র-ছাত্রীরা সব কিছু মানানসই দেখাবার ব্যাপার নিয়ে এত মাথা ঘামায় না।"

"কালো? কালো জুতো?"

তামারা কাপড়চোপড় রাখবার দেরাজের দিকে দৌড়ে গেল এবং একটা কালো জুতো হাতে নিয়ে ফিরে এল। জুতোটা সে রাগতঃভাবে মায়ের নাকের সামনে বাড়িয়ে দিল।

"এইটে আমাকে পরতে হবে? একে তুমি এক জোড়া জুতো বল? বোধহয় এটাকে তুমি তালি বল না? বোধহয় এটা সেলাই করা বলে তুমি মনে কর না?"

"কিন্তু, তামারা, আমি কি পরি সেটা তাকিয়ে দেখ!"

বেশ শান্তভাবে, খুব অন্তরঙ্গভাবে গোপন কথা বলার ধরনে ভেরা ইগনাতিয়েভনা কথাটা বললেন। তিরস্কারকে তিনি যতদূর সম্ভব মোলায়েম করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তামারা সেটাকে কোন তিরস্কার বলে মনেও করল না। তুলনার অযৌক্তিকতা নিয়েই সে শুধু ব্যস্ত।

"মা, তুমি কি বলছ? তুমি কি মনে কর তোমার মতই আমার বেশভূষা করা উচিত? তুমি তো তোমার জীবন ভোগ করে নিয়েছ। কিন্তু আমার অল্প বয়স, আমি বাঁচতে চাই।"

"তোমার যা আছে, তার তুলনায় অল্প বয়সে আমার অনেক কম ছিল। প্রায়ই আমি না খেয়ে রাতে শুতে গেছি।"

"এই ওর শুরু হল! তোমার কি ছিল না ছিল আমি তার কি জানি। সে তো জারের সময়কার কথা, আমার সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই! এখন অবস্থা সম্পূর্ণ অন্যরকম! এখন ছেলেমেয়েদের জন্যেই বাপ-মায়েদের বাঁচা উচিত, এবং প্রত্যেকেই তা জানে—এক আমরা ছাড়া। কিন্তু আমি যখন বুড়ো হব, তখন আমার মেয়েকে জিনিস দিতে আমি দ্বিধা করব না।"

তামারা টেবিলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে চেঁচাতে আর জুতো নাড়াতে লাগল; কিন্তু, সে জুতোও দেখতে পাচ্ছে না, মাকেও দেখতে পাচ্ছে না। তার চোখ জলে ভরে উঠেছে। সে জিরিয়ে নেবার জন্য থামতেই ভেরা ইগনাতিয়েভনা বলে ফেললেন:

"নিশ্চয়ই আমি এত বুড়ো হই নি যে আমাকে সব কিছু ত্যাগ করে এই সব ছেঁড়া কাপড় জুতো পরে বেড়াতে হবে!"

"আমি কি তোমাকে ছেঁড়া কাপড় জুতো পরে বেড়াতে বাধ্য করছি? তুমি নিজে যেমন খুসী পরে বেড়াও, কিন্তু আমাকে হাসির পাত্র করে তুলো

না। আমি জানি তুমি নিজের জন্য নতুন পোশাক তৈরী করাচ্ছ, করাচ্ছ না? নিশ্চয়ই করাচ্ছ। তুমি যা খুশী পেতে পার, আমি কি পারি না। তুমি একটা নতুন সিল্কের পোশাক পাচ্ছ, পাচ্ছ না?"

"পাচ্ছি।"

"তবেই তো, দেখতে পাচ্ছ? আমি এটা জানতাম। তুমি নিজে সাজগোজ করতে পার। কার জন্যে তুমি সাজগোজ করছ শুনি? বাবার জন্যে?"

"তামারা! তোমারও পোশাক আছে!"

"তুমি ওটা বিক্রী করে দিতে পার না! আমার জন্যে তুমি বাদামী রঙের পোশাকটা বিক্রী করে দিতে পার। আর ওইটের রঙ যেন কি রকম·· ওই পুরস্কারটার? কি রঙের ওটা?"

"চেরী।"

"দেখলে, চেরী! কতবার আমি চেরী রঙের পোশাক চেয়েছি? আমি চেয়েই গেছি, কিন্তু সব সময় ভুলে গেছ।"

তামারা আর চোখের জল সামলাতে পারল না, তার মুখ জলে ভেসে গেল।

"কি চাও তুমি?"

"আমি ওটাই চাই! কেন চাইব না? জন্ম দেবে আর পরবার কিছু দেবে না। কিন্তু নিজে তো তুমি সাজগোজ করতে পার, এই বয়সে ছোট সাজবার চেষ্টা করতে তোমার লজ্জা পাওয়া উচিত! লজ্জিত হওয়া উচিত!"

এতক্ষণে তামারার মূর্চ্ছা রোগ ধরেছে। 'লজ্জিত হওয়া উচিত!' বলে আর একবার চীৎকার করেই সে দৌড়ে শোবারঘরে ঢুকে পড়ল। বালিশে চাপা থাকলেও তার ফোঁপানি সারা ফ্লাটে শোনা যেতে লাগল। ভেরা ইগনাতিয়েভনা চেয়ারে অসাড় হয়ে বসে রইলেন। বিষণ্ণতার একটা কালো মেঘ তাঁর উপর নেমে এল; হয়ত সত্যিই তিনি লজ্জিত বোধ

করছেন। দরজায় কে ধাক্কা দিল। তিনি দরজা খুলতে গেলেন, তাঁর কানে আসছে তামারার ফোঁপানি, কালো মেঘের আবরণ এখনও তাঁকে ঘিরে আছে।

আন্দ্রি ক্লিমোভিচ এলেন। যেদিক থেকে ফোঁপানির আওয়াজ আসছে, ঘরে ঢুকতে ঢুকতে সেদিকে তাকিয়ে তিনি তখনই হেসে ফেললেন।

"আমি ভাবলাম বাড়ি যাবার পথে এগুলো দিয়ে যাই। এগুলো হচ্ছে বিনা পয়সায় পোশাক তৈরীর কুপন।"

"ভেতরে আসুন," যন্ত্রবৎ বললেন ভেরা ইগনাতিয়েভনা।

এবার আন্দ্রি ক্লিমোভিচ রান্নাঘরে আলোচনা করার কোন বাসনা প্রকাশ না করে স্বেচ্ছায় সরাসরি বসবার ঘরের মধ্যে চলে এলেন। ভেরা ইগনাতিয়েভনা শোবারঘরের দরজা তাড়াতাড়ি বন্ধ করতে গেলেন, কিন্তু তার আগেই তামারা দরজার সামনে হাজির হল। একটা বড় ও কালো জিনিস নাড়তে নাড়তে সে মায়ের পায়ের কাছে ছুঁড়ে ফেলে দিল। লঘু কালো তরঙ্গমালা শূন্যে ছড়িয়ে পড়ে মেঝের উপর এসে থিতিয়ে গেল। তামারা মুহূর্তের জন্য তরঙ্গহিল্লোল লক্ষ্য করল, তারপর ছুটে শোবারঘরে ফিরে গেল, এবার বাদামী রঙের পোশাকটি তার মায়ের পায়ের কাছে এসে পড়ল।

তামারা চেঁচিয়ে বলল, "যাও! এগুলো পর! সাজগোজ কর! তোমার সাজপোশাক আমি চাই না।"

আন্দ্রি ক্লিমোভিচকে লক্ষ্য করেছিল তামারা, কিন্তু তাঁকে গ্রাহ্য করার মত অবস্থা তখন তার ছিল না। সে রাগে পা ঠুকে শোবারঘরের মধ্যে ঢুকে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল।

ভেরা ইগনাতিয়েভনা ছড়ান পোশাকগুলির দিকে তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনি কিছু ভাবতে পর্যন্ত পারছিলেন না। তিনি অপমানিত হন নি, এবং তাঁর সঙ্গে একজন দেখা করতে এসেছেন বলে তিনি লজ্জিত বোধ করেননি। মানুষের রাগ সর্বদাই তাঁকে অসাড় করে ফেলে।

আন্দ্রি ক্লিমোভিচ টেবিলের উপর কয়েকটা কাগজ পাতলেন। তারপর তাড়াতাড়ি নীচু হয়ে পোশাকদুটি তুলে নিয়ে চেয়ারের হাতলের উপর

রাখলেন। তিনি সুবিবেচকের মতই এ কাজটি করলেন, এমনকি একটা আস্তিন টেনে সোজা করে দিলেন। তারপর দুহাত পিছনে দিয়ে জিজ্ঞাসু ভঙ্গীতে ভেরা ইগনাতিয়েভনার সম্মুখীন হয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন, "এটা কি? আপনি কি এই ছুঁ—ভয় করেন?"

শোবারঘর থেকে যাতে শোনা যায়, স্পষ্টতঃ এই উদ্দেশ্যেই তিনি কথাটি জোরেই বললেন।

অবশিষ্ট কথাটি শুনে ভেরা ইগনাতিযেভনা চমকে উঠে চেয়ারের পিছন দিকটা আঁকড়ে ধরলেন। তারপর হঠাৎ···হেসে ফেললেন।

"আন্দ্রি ক্লিমোভিচ! কী বলছেন আপনি?"

আন্দ্রি ক্লিমোভিচ একই ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে কঠোর দৃষ্টিতে ভেরা ইগনাতিয়েভনার দিকে তাকালেন। তাঁর ঠোঁটদুটি বিবর্ণ হয়ে গেছে।

"আমি বেশী কিছু বলিনি, ভেরা ইগনাতিয়েভনা। কিছু বলাটাই যথেষ্ট নয়। আমরা আপনাকে শ্রদ্ধা করি এটা ঠিক, কিন্তু এই রকম কোন ব্যাপার আমরা ক্ষমা করতে পারি না। কাকে লালন পালন করছেন আপনি? কাকে? আপনি কি শত্রুকে লালন পালন করছেন, ভেরা ইগনাতিয়েভনা?"

"শত্রু আবার কে, আন্দ্রি ক্লিমোভিচ?"

"ভেবে দেখুন একবার, এইসব লোক কার কি কাজে লাগবে? আপনি কি ভাবেন যে, এটা শুধু আপনার কাছে অপ্রীতিকর, শুধু একটা পারিবারিক ব্যাপার? মেয়ে খাওয়াটি সারল, কিন্তু ধোয়ামোছার কাজটি পড়ে রইল, এই নোংরা অপদার্থ মেয়েটা খাওয়াদাওযা সেরে টেবিল পরিষ্কার না করে কি করে শুনি! তার বাজে জিনিসগুলো আপনার মুখের উপর ছুঁড়ে ফেলে! নিজের সৎপরিশ্রমের বিনিময়ে যে সব জিনিস আপনি পেয়েছেন, সেই জিনিসগুলোই! আপনার প্রতি ওর যদি এই মনোভাব হয় তাহলে সোবিয়েত সরকারের প্রতি ওর কি রকম মনোভাব হবে? আর আমার মনে হয় ও কমসোমলের সভ্য, তাই না?"

"আমি কমসোমলের সভ্য। তাতে কি হয়েছে?"

আন্দ্রি ক্লিমোভিচ চারদিকে তাকালেন। তামারা দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে তার দিকে অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাচ্ছে।

"তুমি কমসোমলে আছ, তাই না? বেশ, আমি দেখতে চাই যে তুমি বাসনপত্র ধোয়ামোছা করছ, বুঝেছ পুতুল-সাজা নচ্ছার মেয়ে!"

তামারা বাসনপত্রের দিকে তাকাল না। সে আন্দ্রি ক্লিমোভিচের দিক থেকে তার ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টি ফেরাতে পারল না।

তিনি টেবিলের দিকে ইসারা করে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার খাওয়া হয়েছে?"

তামারা সগর্বে বলল, "তাতে আপনার কোন দরকার নেই তো! আমার উপর চোটপাট করার কি অধিকার আছে আপনার?"

"কমসোমলের সভ্য! হুঁ! ১৯১৮ সালে আমি কমসোমলের সভ্য ছিলাম। তোমার মত অকর্মণ্য শ্রীমতী আমি অনেক দেখেছি।"

"চেঁচাবেন না বলছি! অকর্মণ্য! বোধহয় আপনার চাইতে আমি বেশী কাজ করি।"

তামারা আগন্তুকের দিকে ঘাড় ফেরাল। মুহূর্তের জন্য দুজনে পরস্পরের দিকে ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। কিন্তু আন্দ্রি ক্লিমোভিচ হঠাৎ নরম হয়ে গেলেন। দুই হাত ছড়িয়ে ধূর্তভাবে চোখদুটি কুঁচকিয়ে তিনি বললেন, "বেশ, তোমাকে আমি ভাল ভাবেই বলছি: আমি একজন বুড়ো বিপ্লবী, আমার প্রতি অনুগ্রহ করে বাসনপত্র ধুয়ে ফেল তো!"

তামারার মুখে একটু মৃদু হাসি উঁকি দিয়ে গেল, এবং পর মুহূর্তেই তার মুখে ফুটে উঠল একটা ঔদ্ধত্যের ভাব। সে একটা চকিত কটাক্ষ হানল তার পরাহত মায়ের দিকে, আর একটা হানল চেয়ারের উপর পড়ে থাকা পোশাক-গুলির দিকে।

"কী করা যাবে? দুজনে এক সঙ্গেই করা যাক। তুমি ধোয়ামাজা করবে আর আমি প্রাইমাসটা ধরাব। তুমি যে এ কাজটা জাননা তা আমি বাজি ধরে বলতে পারি।"

তামারা তাড়াতাড়ি টেবিলের ধারে গিয়ে প্লেটগুলি গাদা করতে শুরু করল। তার মুখ পাথরের মত কঠিন। এমন কি সে তার চোখ বুজে ফেলেছে ; তার সুন্দর কালো চোখের পালকগুলি অল্প অল্প কাঁপছে।

আন্দ্রি ক্লিমোভিচ বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেছেন।

"এই তো মেয়ের মত মেয়ে!"

"তা নিয়ে আপনার মাথা ঘামাতে হবে না", ভাঙা গলায় ফিসফিস করে বলল তামারা।

"তুমি কাজটা করবে সত্যিসত্যি ?"

"আমি ওভারঅলটা পরে আসছি।" শোবারঘরে যেতে যেতে একই রকম নীচু গলায় তামারা বলল।

ভেরা ইগনাতিয়েভনা এক দৃষ্টিতে তাঁর অতিথির দিকে তাকিয়ে রইলেন, কিন্তু তাঁকে চিনতে পারলেন না। কুঞ্চিতগুম্ফ—স্মিতমুখ সেই মানুষটির, পুস্তকপ্রেমিক সেই আন্দ্রে ক্লিমোভিচের কি হল! ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন একটি মানুষ—হৃষ্টপুষ্ট, প্রভুত্বপরায়ণ ও রূঢ়ভাবেই মারমুখী—তিনি মিলিং-মেশিনের চালক স্তোয়ানভ। ভাল্লুকের মত হলেও ধূর্তভাবে তিনি শোবারঘরের চারদিকে বক্রদৃষ্টিতে দেখে নিয়ে বুড়ো মানুষের মত ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বললেন : "নজর রেখে চলবে, বুঝলে, খুদে জ্যাঠা মেয়ে! মায়ের উপর চোটপাট কর না! আমি তোমার পিছনে লাগছি, দাঁড়াও না।"

তিনি আস্তিন গোটাতে শুরু করলেন। ওভারঅল পরে তামারা তাড়াতাড়ি শোবারঘর থেকে বেরিয়ে গেল, এবং চ্যালেঞ্জের ভঙ্গীতে স্তোয়ানভের দিকে তাকাল।

"আপনি ভাবেন যে, আপনিই একমাত্র কাজের লোক? শ্রমিকশ্রেণীর একজন! তাই ভাবেন আপনি! নিজে তো ধোয়ামাজা করতে পারেন না! বাড়িতে তো আপনার স্ত্রীই কাজটা করে দেন। আর আপনি কিনা সাজেন ভদ্রলোক!"

"অত কথা বল না, প্লেটগুলো নিয়ে এস!"

ভেরা ইগনাতিয়েভনা সম্বিৎ ফিরে পেয়ে টেবিলের দিকে ছুটে গেলেন।

"কী কাজ করছ তোমরা! কমরেড্?"

স্তোয়ানভ তাঁকে ধরে চেয়ারে বসিয়ে দিলেন। তাঁর নগ্ন লোমশ বাহুর প্রতি ভেরা ইগনাতিয়েভনা বিশেষ সম্ভ্রম বোধ করলেন।

তামারা প্লেট, ডিশ, ছুরি, কাঁটা ও চামচগুলি দ্রুত নিপুণভাবে গুছিয়ে ফেলল। স্তোয়ানভ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মনোযোগের সঙ্গে তার কাজ লক্ষ্য করতে লাগলেন। তামারা রান্নাঘরে গেল। তিনি তাঁর লোমশ দুই বাহু দোলাতে দোলাতে তাকে অনুসরণ করলেন। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে, তিনি যেন বাসনপত্র মাজাধোয়া করাতে আসেন নি, তিনি এসেছেন পাহাড় টলাতে।

ভেরা ইগনাতিয়েভনা চেয়ারে বসে রইলেন। আঙুল দিয়ে বাহুর উপর শীতল রেশমের স্পর্শ তিনি অনুভব করছেন, কিন্তু কাপড় চোপড়ের কথা আর ভাবতে পারছেন না। স্তোয়ানভ তাঁর মন ভরে আছেন। স্তোয়ানভের উপর তাঁর হিংসা হচ্ছে। ওখানেই, ঐ মিলিং-মেশিনের কারখানাতেই লোকের মুষ্টি লৌহদৃঢ় হয় ও তারা বিচক্ষণ হয়ে ওঠে। ওখানকার কাজই আসল কাজ এবং লোকগুলিও স্বতন্ত্ররকমের। একটা মস্ত পর্দার মধ্যে দিয়ে তিনি যেন একটা দৃশ্য দেখতে পাচ্ছেন। পর্দার পিছনে তিনি দেখতে পেয়েছেন প্রকৃত যুদ্ধের এক জ্বলন্ত রণক্ষেত্র। এর সঙ্গে তুলনা করলে তাঁর লাইব্রেরীর কাজ তুচ্ছ বলে মনে হবে।

ভেরা ইগনাতিয়েভনা উঠে ধীরপদে রান্নাঘরের দিকে গেলেন। হলের মধ্যে তিনি থামলেন। আধ-খোলা দরজার মধ্য দিয়ে তিনি শুধু স্তোয়ানভকে দেখতে পাচ্ছেন। পা দুটো ছড়িয়ে দিয়ে লোমশ বাহুদুটি হাঁটুর উপর রেখে তিনি একটা টুলের উপর বসে আছেন। মুখে তাঁর একটা ধূর্ত দেঁতো হাসি। তিনি নজর রাখছেন। মৃদুমধুর হাসিমাখা ঠোঁটের উপর তাঁর গোঁফ আর কুঞ্চিত হচ্ছে না। গোঁফটা খাড়া হয়ে আছে, এবং তাকে দেখলে গোঁফের চেয়ে বরং ধারাল অস্ত্র বলেই বেশী মনে হচ্ছে।

তিনি বলছেন, "এখন তো তোমাকে আমি কাজ করতে দেখছি, তোমার দিকে তাকিয়ে দেখতেও এখন ভাল লাগছে। একেবারে অন্য মেয়ে। কিন্তু তুমি যখন তোমার কাপড়চোপড়গুলো ছুঁড়ে ফেলছিলে, তখন তোমাকে কেমন দেখাচ্ছিল? ডাইনীর মত, সত্যিকারের ডাইনীর মত। তুমি কি মনে কর সে একটা সুন্দর দৃশ্য?"

তামারা কিছু বলল না। জলের টবের মধ্যে প্লেটগুলির খটখট আওয়াজ হতে লাগল।

"সুন্দরের সন্ধানে পাগল হয়ে তুমি ছোট। এটা এমন কুৎসিৎ দৃশ্য যে তা দেখে আমি থুতু ফেলাটাও অপচয় বলে মনে করি। তোমার এত সব রকমারি ফ্যাশনের দরকার হয় কেন? কালো পোশাক, বাদামী পোশাক, হলদে পোশাক! কেন, এমনিতেই তো তুমি সুন্দরী, আর কেউ হয়ত মুস্কিলে পড়ে গেছে তোমার জন্যে!"

"হয়ত সেটা মুস্কিল নয়। হয়ত তার অর্থ একজনের সুখী হওয়া।"

তামারা কথাটা বলল না রেগে এবং যেন কোন গোপন কথা বলছে এমন খুসীর সুরে। স্পষ্টতঃই স্তোয়ানভের কথায় সে ক্ষুণ্ণ হয় নি।

স্তোয়ানভ তাঁর কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, "একটি মানুষকে তুমি কী সুখ দিতে পার? তুমি যদি নীচ, বদমেজাজী আর নির্বোধ হও, তাহলে কী সুখ সে পাবে!"

"বকবেন না বলছি আমাকে, বলছি!"

"কী অকৃতজ্ঞ শয়তান মেয়ে তুমি। নিজের মায়ের কথা ভাব···সমগ্র কারখানা তোমার মাকে সম্মান করে। সবচেয়ে কঠিন যেসব কাজের কথা আমার জানা আছে, তারই মধ্যে একটি তিনি করেন···আর আমি নিজেও কঠোর পরিশ্রমী মানুষ · এই যে, একে তুমি ধোয়ামাজা বল? আর এক পিঠ কে ধোবে? চাঁদের দেশের মানুষ?"

"ও হো", তামারা বলল।

"তুমি তো বেশ ওহো বলতে পারলে, কিন্তু নিজের মাকে তো তুমি দেখ না। তাঁকে হাজার হাজার বইয়ের খবর রাখতে হয়, প্রত্যেককে

এই সব বইয়ের কথা বলতে হয় এবং প্রত্যেকের রুচি অনুযায়ী কোন না কোন বই বাছাই করে দিতে হয়, বিশেষ বিশেষ বিষয়ের জন্যও বই বেছে দিতে হয়। এটা কঠিন পরিশ্রমের কাজ না? আর বাড়ি ফিরে তিনি কিনা দাসীর কাজ করেন! কার জন্যে? তোমার জন্যে। কেন তাঁকে দাসী হতে হবে, বল আমাকে, কেন? তুমি বড় হয়ে একটি ডাইনী হয়ে উঠবে এবং কারো ঘাড়ে গিয়ে চাপবে, এইজন্যে তো? যেখান দিয়ে তিনি হেঁটে যান সেখানটা তোমার পূজো করা উচিত, বুঝলে? তার জন্যে তোমার সব কিছু দেওয়া উচিত, সব কিছু করা উচিত, সর্বত্র যাওয়া উচিত। তুমি ছেলেমানুষ, তোমার অত গা-বাঁচানো কেন। একবার আমার বাড়ি চল, দেখবে—আমার মেয়েরা তোমার চাইতে কিছু খারাপ নয়। তাদের মাথায় চমৎকার চুল, শিক্ষাদীক্ষাও ভালই। একজন হতে চলেছে ঐতিহাসিক আর একজন ডাক্তার।"

"বেশ, আমি যাব।"

হ্যাঁ, যেও, তাতে তোমার ভালই হবে। মনটা তোমার ভালই, কিন্তু তুমি বখে গেছ এই যা। তুমি কি ভাব আমার দুই মেয়ে তাদের মাকে নিজেদের জন্যে দাসীর মত কাজ করতে দেবে? তাদের মা হল…রাণী! তুমি ভাল করে ধোয়ামাজা করতে জান না, বুঝেছ। এটা কি?…আধ ঘণ্টা ধরে ন্যাতা ঘসলে, কিন্তু এখনও চর্বি লেগে রয়েছে।"

"কোথায়?"

"দেখ। তোমাকে ঘসতে হবে।"

স্তোয়ানভ টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলেন। তখন তামারা আস্তে আস্তে বলল, "আপনাকে ধন্যবাদ।"

স্তোয়ানভ জবাব দিলেন, "ঠিক কথা। 'আপনাকে ধন্যবাদ' এই কথাটা তোমার বলা উচিত কেননা কৃতজ্ঞতা খুবই প্রয়োজনীয়।"

ভেরা ইগনাতিয়েভনা পা টিপে টিপে বসবার ঘরে চলে গেলেন। তিনি তামারার পোশাকগুলি চেয়ার থেকে নিয়ে কাপড় চোপড়ের দেরাজে তুলে

রাখলেন। তারপর তিনি টেবিলের উপর থেকে ভুক্তাবশিষ্ট ঝেড়ে ফেলে ঘর ঝাঁট দিতে শুরু করলেন।

নিজের মেয়েকে মানুষ করার যে-কাজ তাঁর নিজের, অন্য ঘরে একজন অপরিচিত লোক যে তাঁর সেই কাজটি করছেন, এই কথা ভেবে তিনি অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। পাল্টা জবাব না দিয়ে বা ক্ষুণ্ণ না হয়ে তামারা কেন যে এত মনোযোগ সহকারে আন্দ্রি ক্লিমোভিচের কথা শুনছে, কেন যে শেখাবার কাজটা এত বাধাহীন ও ভালভাবে চলছে, সেই কথাটা ভেরা ইগনাতিয়েভনা জানতে চান।

তামারা রান্নাঘর থেকে ডিস্‌গুলি এনে সাইডবোর্ডের মধ্যে রাখতে লাগল। স্তোয়ানভ দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রইলেন। তামারা যখন সাইডবোর্ডের দরজা বন্ধ করল, তখন তিনি তাঁর হাত বাড়িয়ে দিলেন।

"পরে দেখা করব, কমরেড।"

তামারা তার গোলাপী আঙ্গুলগুলি দিয়ে তাঁর হাতে চড় মেরে বলল: "এখুনি ক্ষমা চান! আমাকে যা কিছু বলেছেন, যে সব গালাগালি আমাকে দিয়েছেন—অকম্মা, ডাইনী, নচ্ছার, অপদার্থ এবং আরও খারাপ সব গালাগালি—সব কিছুর জন্যে ক্ষমা চান। একটি মেয়ের সঙ্গে ঐ ভাবে কথা বলা ঠিক বলে আপনি মনে করেন? আর নিজেকে আপনি শ্রমিকশ্রেণীর লোক বলেন! এখুনি ক্ষমা চান!"

আন্দ্রি ক্লিমোভিচের মুখ মধুরহাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

"মাফ চাইছি কমরেড। এই শেষ। আর আমি এরকম করব না। তুমি ঠিক বলেছ: শ্রমিকশ্রেণীর লোকদের পরস্পরের প্রতি ভদ্র ব্যবহার করা উচিত।"

তামারা মৃদু হেসে হঠাৎ স্তোয়ানভের গলা জড়িয়ে ধরে তার গালে একটা চুমু দিল। তারপর সে দৌড়ে মায়ের কাছে গিয়ে একই ভাবে তাঁকে চুমু খেয়ে শোবারঘরে ঢুকে পড়ল।

স্তোয়ানভ কাজের লোকের মত গোঁফে তা দিতে দিতে দরজায় দাঁড়িয়ে বললেন:

"আপনার মেয়েটি চমৎকার মেয়ে, খুব স্নেহশীলা! তবে ওকে আহ্লাদ দিয়ে মাথায় তুলবেন না।"

সেদিন সন্ধ্যার পর থেকে ভেরা ইগনাতিয়েভনা নতুন ভাবে তাঁর দিনগুলি যাপন করতে শুরু করলেন। তামারা তার উচ্ছ্বসিত উৎসাহ সবটাই নিয়োগ করল বাড়িঘর তদারকের কাজে। বাড়ি ফিরে ভেরা ইগনাতিয়েভনা দেখতে পান সব কিছু নিখুঁতভাবে সাজান গোছান রয়েছে। সন্ধ্যায় তিনি এটা ওটা করার চেষ্টা করেন, কিন্তু ওভারঅল-পরা তামারা ফ্ল্যাটের মধ্যে দিয়ে ঘূর্ণিঝড়ের মত বয়ে যায়। তার সঙ্গে তাল রেখে চলা কঠিন। হাত থেকে বাসনপত্রগুলি সে বরং রূঢ়ভাবেই কেড়ে নেয়, মায়ের কাঁধ ধরে তাকে ভদ্রভাবে ঠেলে বসবার ঘর বা শোবারঘরে ঢুকিয়ে দেয়। পাভলুশা তো খাঁটি সন্ত্রাসের রাজত্বের সম্মুখীন হল : প্রথমে সে প্রতিবাদ জানাল, তারপর সে প্রতিবাদ জানান বন্ধ করে তার সাথীদের সঙ্গে রাস্তায় আশ্রয় নিল। কয়েকদিন পরে তামারা ঘোষণা করল যে, সে ফ্ল্যাটটা ধুয়ে মুছে সম্পূর্ণ পরিষ্কার করবে, আর তাই মায়ের পক্ষে সেদিন সন্ধ্যায় ছুটির পরেও লাইব্রেরীতে থাকাই ভাল, নইলে তাঁর অসুবিধা হবে। ভেরা ইগনাতিয়েভনা কোন আপত্তি করলেন না, কিন্তু কাজে যাবার পথে তিনি ভাবতে লাগলেন।

মেয়ের পরিবর্তনে তিনি খুশী হয়েছেন। হয়ত তাঁর জীবনে এই প্রথম তিনি বিশ্রামলাভের পূর্ণ উপকারিতা বুঝতে পেরেছেন, এমন কি তিনি একটু মোটাও হয়েছেন এবং দেখাচ্ছেও তাঁকে আগের চেয়ে ভাল। তবু একটা কিছু তাঁর মনকে পীড়া দিচ্ছে, একটা আশঙ্কার অনুভূতি তাঁর মনে দেখা দিয়েছে—এই অনুভূতি আগে ছিল না। কখনও কখনও তাঁর এমনও মনে হয়েছে যে, মেয়েটির উপর গৃহস্থালীর নোংরা ও প্রতিদানহীন শ্রমসাধ্য কাজ এতটা বেশী চাপিয়ে দেওয়া অন্যায় এবং এমন কি অপরাধও বটে। গত কয়েকদিনের মধ্যে তামারার হাত দুটো খারাপ হয়ে গেছে। ভেরা ইগনাতিয়েভনা লক্ষ্য করেছেন যে, তামারা পড়াশোনাও করছে আগের চেয়ে বেশী। ফুলের মত লেজওয়ালা চমৎকার সিংহগুলি আঁকা শেষ

হয়েছে এবং সেগুলি ডেস্ক থেকে অন্তর্হিত; তার পরিবর্তে খাবার টেবিলের অর্ধেকটা জুড়ে রয়েছে মস্ত বড় একখণ্ড কাগজ; তার উপর তামারা গড়ে তুলেছে বিন্দুরেখা, সর্পিল রেখা ও চক্রের অরণ্য এবং একে বলা হয় করিন্থীয়ান স্তম্ভবিন্যাসরীতি। ভেরা ইগনাতিয়েভনা এ সব কিছুই ভাবলেন; তবু তখনও তাঁর মনে হল এসব "তা" নয়। তাঁর চিন্তাস্রোত অন্য আর একদিকেও বয়ে চলেছে। আগের জীবনে যে ফিরে যেতে পারা যাবে না, এ বিষয়ে আর সন্দেহের অবকাশ মাত্র নেই। যে-তামারা স্বভাব-সরল লুব্ধতাসহকারে তার মায়ের জীবনকে ব্যবহার করেছিল, যে-তামারা তার মায়ের মুখের উপর সিল্কের ফ্রকগুলি ছুঁড়ে ফেলেছিল, তাকে আর ফিরিয়ে আনা যাবে না। সারা জীবন ধরে তিনি নির্বোধের মত যে-ভুল করে এসেছেন, সে-ভুল যে কত বড় ভেরা ইগনাতিয়েভনা এখন তা বুঝতে পেরেছেন। তিনি দেশের একজন ভবিষ্যৎ শত্রুকে লালন পালন করেছেন বলে আন্দ্রি ক্লিমোভিচ তাঁকে যে কড়া কথাগুলি বলেছিলেন, সে কথাগুলি প্রকৃত ও সঙ্গত অভিযোগ বলে ভেরা ইগনাতিয়েভনার মনে হল। আজও তিনি কার্যতঃ সেই অভিযোগের কোন জবাব দেননি। কি রকম অসহায়ভাবে ও নিজে নিষ্ক্রিয় থেকে তিনি একজন বাইরের লোককে তাঁর মেয়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে দিয়েছিলেন, এবং সে সময় তিনি নিজে করিডরে দাঁড়িয়ে কি রকম ভীরুর মত সব কথা শুনেছিলেন আর তারপর পা টিপে টিপে কি ভাবে তিনি চলে গিয়েছিলেন—সে সব কথা মনে পড়লে তিনি এখনও অস্বস্তি বোধ করেন। ভবিষ্যতে কে তাঁর মেয়েকে মানুষ করবে, কে তাঁর পাভলুশাকে মানুষ করবে? নিশ্চয়ই তাঁকে আবার আন্দ্রি ক্লিমোভিচের সাহায্য লাভের জন্য আবেদন জানাতে হবে না?

গভীর মনোযোগের সঙ্গে ভেরা ইগনাতিয়েভনা ভাবলেন। ভাবতে ভাবতে তিনি অনেক কিছু সঠিক ও দরকারী জিনিস খুঁজে পেলেন; তবু তখনও তাঁর মনে হল যে, এও আসল জিনিস নয়, "তা" নয়। অন্য কিছু আছে যা তিনি আদৌ ধরতে পারছেন না। এই চিন্তা তাঁর মনে ক্ষীণ আতঙ্কের

ভাব জাগিয়ে তুলল। গত সম্মেলনে তিনি নিজের মধ্যে যে-নতুন মনুষ্যোজনোচিত মর্যাদা আবিষ্কার করেছেন, দরজির দোকান থেকে ফিরে আসার পথে যে-নতুন ভেরা ইগনাতিয়েভনা প্রাণ পেয়েছেন—সেই মনুষ্যোজনোচিত মর্যাদার, সেই নতুন ভেরা ইগনাতিয়েভনার এখনও চরিতার্থতা লাভ হয় নি।

ভেরা ইগনাতিয়েভনা লাইব্রেরীতে এসে উপস্থিত হলেন; তখনও তিনি একটা আতঙ্কের অনুভূতিতে পীড়িত একটা অসন্তোষের মনোভাবে উদ্বিগ্ন।

সেদিনের কাজ শুরু হল খারাপ ভাবে। কৃষ্ণাক্ষী মারুসিয়া এক সেলফ থেকে আর এক সেলফে মইয়ের সিঁড়ি বেয়ে তাড়াতাড়ি ওঠানামা করতে লাগল এবং বিব্রতভাবে পাঠকদের ক্রমবর্ধমান সারির সামনে ফিরে এসে একই ইন্‌ডেক্স কার্ডের দিকে তাকিয়ে বৃথাই কি খুঁজতে লাগল।

ভেরা ইগনাতিয়েভনা উঠে তার কাছে গেলেন।

"কি ভুল হয়েছে?"

মারুসিয়া আবার কার্ডের দিকে তাকাল, এবং কি হয়েছে ভেরা ইগনতিয়েভনা সেটা আন্দাজ করলেন।

"কার্ড তো ঠিক জায়গায় রয়েছে, কিন্তু বই কোথায়?"

মারুসিয়া ভয়ে ভয়ে ভেরা ইগনাতিয়েভনার দিকে তাকাল।

"তুমি ওটা খুঁজে দেখ আমি কিউ সামলাই।"

মারুসিয়া সেলফগুলির দিকে ফিরে গেল, তার দৃষ্টিতে অপরাধীর ভাব। কোন অজানা জায়গায় সে বইটা সরিয়ে রেখেছে তা অনুমান করা এখন তার পক্ষে আরও মুশকিল হয়ে দাঁড়াল। সে মইয়ের সিঁড়ি বেয়ে চটপট ওঠানামা আর না করে লাইব্রেরীর চারপাশে ঘুরে বেড়াতে লাগল; মনে তার একটা কিছুর জন্যে অস্পষ্ট বাসনা। ভেরা ইগনাতিয়েভনার সঙ্গে চোখাচোখি হবার ভয়ে সে ভীত।

ভেরা ইগনাতিয়েভনা দ্রুত পাঠকদের কিউ সামলে নিয়ে নিজের কাজ আবার শুরু করতে যাবেন, ঠিক এমনি সময় কাছেই কিছু ভেঙে পড়ার উদ্বেগজনক আওয়াজ তাঁর কানে গেল। ভারিয়া বুলচুকের সামনে চশমা

পরা একজন যুবক দাঁড়িয়ে। রক্তবর্ণ মুখে হাতপা নেড়ে যুবকটি চেঁচিয়ে তার বিস্ময় প্রকাশ করছে,

"আমি এটা বুঝতে পারছি না। আবার বলছি, দয়া করে মোঁপাসা সম্পর্কে কোন বই আমাকে দিন। কেবল লেখা শুরু করেছেন এমন লেখক সম্পর্কে নয়, মোঁপাসা সম্পর্কে বই চাই। আর আপনি বলছেন 'তেমন কোন বই নেই'!"

"এখানে তেমন কোন বই নেই ....."

ভারিয়া বুলচুক মেয়েটির মুখভরা মেছেতার দাগ 'এখানে তেমন কোন বই নেই' কথাটা তোৎলাতে তোৎলাতে বলে সে সভয়ে ভেরা ইগনাতিয়েভনার দিকে তাকাল।

ভেরা ইগনাতিয়েভনা স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বললেন "ভারিয়া, তুমি এখানে সামলাও, আমি দেখি আমাদের এই কমরেড কি চান।"

ভারিয়া বুলচুকের মুখের মেছেতার দাগগুলি লজ্জার গভীর রক্তোচ্ছ্বাসে অদৃশ্য হয়ে গেল। জায়গা বদলাবার সময় সে বিশ্রীভাবে ভেরা ইগনাতিয়েভনার গায়ের উপর গিয়ে পড়ল; ফলে তার গলা ও কান লাল হয়ে উঠল, এবং একটা চাপা আওয়াজ বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে: "ও!" কাউণ্টারের শেষপ্রান্তে খুঁজে পাওয়া বইটা অবশেষে মারুসিয়া গোপনে পাঠকটির হাতে দিয়ে অন্যান্য পাঠকদের কাছে ফিরে গেল; কিন্তু এখন সে তাদের সঙ্গে কথা বলছে ফিসফিস করে।

ভেরা ইগনাতিয়েভনা মোঁপাসা-প্রেমিককে সাহায্য করে তাঁর ঘরে ফিরে গেলেন। দশমিনিট পরে দেখা গেল মারুসিয়া তাঁর ডেস্কের উপর ভর দিয়ে বলছে, "মাফ করুন, মাফ করুন, ভেরা ইগনাতিয়েভনা!"

"মারুসিয়া, এ রকম অসাবধান হবে না কখনও। তুমি কি বুঝতে পেরেছ, ওই বইটা তুমি হয়তো খুঁজতে, সারাদিন ধরেই খুঁজতে!"

"ভেরা ইগনাতিয়েভনা, রাগ করবেন না, আর কখনও এমনটি হবে না।"

যে দুটি চোখ একটু হাসির জন্য আবেদন জানাচ্ছিল, সেই চোখ-জোড়ার

দিকে তাকিয়ে ভেরা ইগনাতিয়েভনা হাসলেন। খুশী হয়ে মারুসিয়া দৌড়ে পালাল। লাইব্রেরীর যে কোনও কাজ করার জন্য সে তখন প্রস্তুত ও ইচ্ছুক।

আধঘণ্টা পরে ভারিয়া বুলচুক দরজায় উঁকি মেরেই অদৃশ্য হয়ে গেল। কয়েক মিনিট পরে সে আবার উঁকি দিল।

"আসতে পারি?" সে জিজ্ঞাসা করল।

তার মানে সে কোন ব্যাপারে অপরাধী। অন্য কোন সময় হলে কান ফাটানো আওয়াজ তুলে সে হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকত।

ভারিয়া বুলচুক কি চায় ভেরা ইগনাতিয়েভনা তা বুঝতে পারলেন।

তিনি কঠোরভাবে বললেন, "ভারিয়া, তুমি অবিশ্যিই বইয়ের তালিকাগুলো পড়বে। কি করে ওগুলো ব্যবহার করতে হয় শিখবে। 'কোন বই নেই' বলাটা কী বেকুফি!"

আধ-খোলা দরজার মধ্যে থেকে ভারিয়া বুলচুক বিষন্নভাবে মাথা নাড়ল।

"আমি তোমাকে বিশ তারিখ পর্যন্ত দশ দিন সময় দিলাম। তারপর তুমি বইয়ের তালিকাগুলো সম্পর্কে কি জান বা না জান আমি পরীক্ষা করব।"

"ভেরা ইগনাতিয়েভনা, ওঁর চশমা আর মস্ত মোটা মুখ দেখে আমি ভয় পেয়েছিলাম, আর কি রকম ভাবে উনি কথা বলছিলেন ..."

"এটা কি তোমার কৈফিয়ৎ হল? কেবল রোগা লোক নিয়েই কি তোমার কাজ চলতে পারে?"

ভারিয়া শশব্যস্ত হয়ে সানন্দে কথা দিল, "আপনি বিশ তারিখে দেখবেন, ভেরা ইগনাতিয়েভনা!" সে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে স্ফূর্তিভরে জুতোর গোড়ালী খটখট করতে করতে চলে গেল।

চমৎকার মেয়ে সব! ভেরা ইগনাতিয়েভনা আজ এদের যে রকম কড়া বকুনি দিয়েছেন, এমন বকুনি আর কখনও দেন নি। কখনও তাঁর গলা চড়াতে হয় নি এবং কখনও তিনি এদের অপরাধ বেশীক্ষণ মনে করে রাখেন নি। তবু তাঁর অসন্তুষ্টি ও আপত্তি তারা সূক্ষ্মতম উপায়ে আন্দাজ করতে পারত এবং তার পরই তারা গোমড়া মুখে বইগুলির মধ্যে চুপচাপ তাদের অপরাধ

বহন করে বেড়াত, জগৎটা তাদের কাছে বিষাদময় হয়ে উঠত। তাঁর কাছ থেকে কয়েকটা কড়া কথা শোনা তাদের একান্ত প্রয়োজন হয়ে উঠত, হয়ত কথাগুলির কোন কার্যকর তাৎপর্য থাকত না, তবু তারই জন্য তারা আঁকু পাঁকু করত। এই কড়া কথাগুলি না শুনলে মারুসিয়া বই সাজিয়ে রাখবার ব্যাপারে নিজের অসাবধানতা নিজেই কখনও ক্ষমা করতে পারত না। ভারিয়া বুলচুক তো সেইদিনই সন্ধ্যায় পড়ার জন্য এর মধ্যেই বইয়ের তালিকাগুলি সাজিয়ে রেখেছে। কিন্তু এদের প্রতি মনোযোগ দেওয়া ও এদের কাজের মর্যাদা দেওয়া অবশ্যই দরকার।

লাইব্রেরীতে, অপরিচিতদের মধ্যে এটা এত সহজ ও সরল হয় কেন? কেন বাড়িতে তোমার নিজের লোকদের মধ্যে এটা এত কঠিন হয়ে ওঠে?

ভেরা ইগনাতিয়েভনা সমস্যাটি বিবেচনা করার জন্য থামলেন। তাঁর পারিবারিক জীবন ও তাঁর চাকুরী জীবনকে বিশ্লেষণ ও তুলনা করার জন্য তিনি আয়াস সহকারে চেষ্টা করলেন। লাইব্রেরীতে আছে কর্তব্য, শ্রমের আনন্দ এবং নিজের কাজের প্রতি তাঁর টান। পরিবারে আছে শ্রমের আনন্দ ও ভালবাসা। সেখানেও কর্তব্য আছে। কর্তব্য! যদি তার প্রক্রিয়ার পরিণতি ঘটে "একজন শত্রুর লালন-পালনে", তাহলে স্পষ্টতঃই কর্তব্যের সবকিছুই ভাল নয়। সত্যিই কেন পরিবারের মধ্যে কর্তব্য এত কঠিন হয়ে ওঠে, আর কেনই বা এখানে এই কাজের যায়গায় কর্তব্যের সমস্যা এত সরল? এখানে সমস্যাটা এত সরল যে, কোথায় কর্তব্যের শেষ হয় আর কোথায় কাজের আনন্দ, শ্রমের আনন্দ শুরু হয়, তার সীমারেখা স্থির করা প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে। এখানে কর্তব্য ও আনন্দের মধ্যে এক মধুর মিলন ঘটে।

আনন্দ! কী অদ্ভুত সেকেলে শব্দ! পুশকিনের রচনায় এই শব্দটির ধ্বনিতে এমনই এক সহজ মনোরম সৌন্দর্য নিঃসৃত হয় এবং এই শব্দটির পরেই আপনি পাবেন "মাধুর্য" ও "যৌবন" শব্দ দুটি। এই শব্দটি সুখী কবি ও প্রেমিকদের জন্য, পারিবারিক নীড়ের জন্য। কাজ, শ্রম, ও আফিসের কাজের ক্ষেত্রে এই শব্দটি প্রয়োগ করার কথা বিপ্লবের আগে কে ভেবেছিল? কিন্তু এখন ঠিক

এই সব ক্ষেত্রেই ভেরা ইগনাতিয়েভনা লজ্জা ও দ্বিধা বোধ না করেই শব্দটি প্রয়োগ করেন, অথচ তাঁর পারিবারিক জীবনে এ শব্দটি ব্যবহারের অবকাশ কত অল্প।

বইয়ের তালিকার পাতার মত ভেরা ইগনাতিয়েভনা তাঁর জীবনের পাতাগুলি তাড়াতাড়ি উল্টে গেলেন এবং কোথাও পারিবারিক আনন্দের একটি দৃষ্টান্তও খুঁজে পেলেন না। হ্যাঁ, ভালবাসা ছিল এবং এখনও আছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তোমার যে একটা কর্তব্য সম্পাদন করার আছে এবং এ জগতে আনন্দ বলে একটা জিনিস আছে, এই ভালবাসা তোমাকে সে কথাটা ভুলিয়ে দিতে পারে বলে দেখা যাচ্ছে।

ভেরা ইগনাতিয়েভনা তাঁর ডেস্ক ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং ঘরের মধ্যে কয়েকবার পায়চারি করলেন। এই বাজে জিনিসটা কি : ভালবাসা—নিরানন্দ জীবনের হেতু! এ তা হতে পারে না!

ভেরা ইগনাতিয়েভনা বন্ধ দরজার সামনে থেমে তাঁর কপালে হাত রাখলেন। কেমন করে হল এটা? কেমন করে? তিনি নিজের ছেলেমেয়েকে যত ভালবাসেন, কেউ কি সন্তানকে তার চেয়ে বেশী ভালবাসতে পারে? কিন্তু তাঁর এই বিপুল ভালবাসাকেও তিনি কখনও প্রকাশ করেন নি। পাভলুশাকে আদর করতে অথবা তামারাকে চুমু খেতে তিনি দ্বিধা করেছেন। নীরবতা ও বিষাদে মণ্ডিত এক সমাপ্তিহীন ও আনন্দহীন আত্মত্যাগ ছাড়া আর কোন কিছু হিসাবে তিনি তাঁর ভালবাসাকে কল্পনা করতে পারেন নি। আর এইরকম ভালবাসায় আনন্দ নেই বলেই মনে হয়েছে। হয়ত এই আনন্দহীন ভালবাসা শুধু তাঁরই জন্য? না, বেশ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে, ছেলেমেয়েরাও কোন আনন্দ পায় নি। হ্যাঁ সবই মিলে গেছে: মেজাজ, লুব্ধতা, অহংবোধ ও শূন্য হৃদয়। "একটা শত্রুকে লালন-পালন করা!"

এসবই কি ভালবাসা থেকে উৎসারিত? তাঁর বিপুল মাতৃস্নেহ থেকে?

বিপুল মাতৃস্নেহ থেকে।

'অনৃ' মাতৃস্নেহ····· থেকে!

অকস্মাৎ ভেরা ইগনাতিয়েভনা আলো দেখতে পেলেন। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে কেন এত স্বল্প আনন্দ, কেন নাগরিক ও মাতা হিসাবে তাঁর কর্তব্য সম্পাদনে এমন বিঘ্ন দেখা দিয়েছে, তিনি তা উপলব্ধি করলেন। দেখা গেল, মারুসিয়া ও ভারিয়া বুলচুকের প্রতি তাঁর ভালবাসা তাঁর নিজের মেয়ের প্রতি ভালবাসার তুলনায় অধিকতর বিচক্ষণ ও ফলপ্রসূ। এখানে, এই লাইব্রেরীতে তাঁর ভালবাসার মধ্যে দিয়ে তিনি একটা মানুষের গড়ে-ওঠা লক্ষ্য করতে পারেন; একটা কথা বা কটাক্ষ ইঙ্গিতের দ্বারা অথবা গলার স্বরকে স্নেহময় কিংবা কঠোর করে তিনি তাকে কত দ্রুত ও কত অল্প আয়াসে সাহায্য করতে পারেন; আর বাড়িতে তিনি একটা অন্ধ প্রাণিসুলভ প্রবৃত্তির সামনে মূঢ় ও অনিষ্টকর আত্মাবমাননা স্বীকার করতেই কেবল পারেন।

ভেরা ইগনাতিয়েভনা এক মিনিটও অপেক্ষা করতে পারলেন না। বেলা দুটো বেজেছে। বই দেবার বিভাগে ঢুকে তিনি মারুসিয়াকে বললেন:

"আমাকে বাড়ি যেতেই হবে। আমি না থাকলে তুমি সামলাতে পারবে তো?"

মেয়েরা উত্তেজিত ভাবে সমস্বরে কি যেন একটা বলল।

তিনি ব্যস্তসমস্ত হয়ে বাড়ি ফিরলেন যেন বাড়িতে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে। ট্রাম থেকে নেমে তবেই কেবল তিনি হঠাৎ নিজের আতঙ্ক লক্ষ্য করলেন, এবং তাঁর মনে পড়ল যে লাইব্রেরীতে তিনি যেমন শান্ত ও আত্মপ্রত্যয়শীল থাকেন, বাড়িতেও তাঁকে সেইরকম থাকতেই হবে।

ভেরা ইগনাতিয়েভনা মেয়ের দিকে তাকিয়ে হেসে জিজ্ঞাসা করলেন:

"পাভলুশা এখনও ফেরে নি বুঝি?"

তামারা জবাব দিল, "এখনও ফেরে নি।" মাকে সে বকতে লাগল: "তুমি এলে কেন? আমি বলেছি তোমাকে মোটেই আসতে হবে না।"

হলঘরে ঢুকে জানালার পাশে তাঁর ব্যাগটা নামিয়ে রেখে বসবার ঘরে চলে গেলেন ভেরা ইগনাতিয়েভনা। তামারা তার পা ঠুকতে ঠুকতে চেঁচিয়ে বলল: "এর মানে কি মা? আমি তোমাকে আসতে বারণ করেছিলাম! কাজে ফিরে যাও বলছি!"

ভেরা ইগনাতিয়েভনা চারদিকে তাকিয়ে দেখলেন। তামারার মুখখানিকে ভারিয়া বুলচুকেব মুখের মত কল্পনা করার বাসনায় তিনি অতিমানুষিক চেষ্টা করলেন এবং মুহূর্তের জন্য তিনি সফলকাম হলেন বলেও মনে হল। শান্তভাবে একটা চেয়ার ধরে মধুর কিন্তু কাজেব কথাব স্বরে বললেন :

"বস !"

"মা !"

"বস !"

ভেরা ইগনাতিয়েভনা চেযারে বসে পড়ে অন্য চেয়ারটার দিকে আবার মাথা নেড়ে ইঙ্গিত করলেন।

প্রতিবাদে তামারা বিড়বিড় করে কি বলল এবং অসন্তুষ্টভাবে কাঁধ ঝাঁকিয়ে চেয়ারের কিনারটায় বসে পড়ল, কোন রকমের বসে পড়াটা যে অদ্ভুতভাবে অনুপযোগী, ঐভাবে বসে তামারা সেটাই বিশেষ করে জানিয়ে দিল। কিন্তু তার দৃষ্টিতে যে কৌতূহল প্রকাশ পেল, তাতে বিস্ময়ও মেশানো ছিল। নিজের একজন সহকারীই চেয়ারে বসে আছে, এটা কল্পনা করার জন্য ভেরা ইগনাতিয়েভনা আরও একবার চেষ্টা করলেন। নিজের গলার স্বর নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন কি না এ সন্দেহ তাঁর মনে জেগেছিল।

"তামারা, বুঝিয়ে বল দেখি কেন আমাকে বাড়ি ছেড়ে যেতে হবে।"

"কেন ? আমি যে ধোয়া-মোছা করব।"

"এটা কে ঠিক করল ?"

এই প্রশ্নে আশ্চর্য হয়ে তামারা থামল। সে জবাব দিতে শুরু করল, কিন্তু শুধু প্রথম কথাটি উচ্চারণ করল।

"আমি···"

ভেরা ইগনাতিয়েভনা লাইব্রেরীতে যেমন হাসেন, বয়সে বড় কোন বন্ধু যেমন মাথা-গরম অনভিজ্ঞ তরুণের চোখে চোখ রেখে হাসেন, ভেরা ইগনাতিয়েভনা ঠিক তেমনি ভাবে তামারার চোখে চোখ রেখে হাসলেন।

আর তামারা শান্তশিষ্টের মত সেই হাসির জবাব দিল; তার মুখে ফুটে উঠল এক ধরনের স্নেহময়, সুখী ও ক্ষমাপ্রার্থনার বিব্রত ভাব।

"তাহলে কি হবে, মা?"

"সেটা আলোচনা করা যাক। আমি বুঝতে পারছি তুমি আর আমি একসঙ্গে নতুন জীবন শুরু করছি। এই জীবনকে যুক্তিসঙ্গত রূপে আমাদের গড়ে তুলতে হবে, বুঝেছ?"

"বুঝেছি", ফিসফিস করে বলল তামারা।

"যদি বুঝে থাক, তাহলে তুমি আমাকে ওরকম হুকুম করছ কেন, বাড়ি থেকে আমাকে ঠেলে বের করে দিচ্ছ কেন? এটা কি : একটা খামখেয়ালীপনা, একটা খারাপ রসিকতা অথবা সেরেফ একগুঁয়েমি? আমার মনে হয় না তুমি ঠিক বুঝতে পেরেছ।"

তামারা ক্লান্তভাবে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, জানালার দিকে দু পা এগিয়ে মায়ের দিকে ফিরে তাকাল।

"তুমি কি সত্যি সত্যিই ভাবলে আমি ধোয়া-মোছা কবতে চেয়েছিলাম?"

"তুমি কি চেয়েছিলে তাহলে?"

"আমি জানি না…একটা কিছু…ভাল…"

"কিন্তু তুমি তো আমাকে আঘাত দিতে চাও নি?"

এব পর আর কিছুই তামারাকে থামাতে পারল না। সে মায়ের কাছে এগিয়ে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরল, আনন্দময় বিস্ময়ে মায়ের মুখখানি ঘুরিয়ে দিল।

পোশাক ঠিক সময়ে তৈরী হয়ে গেল। ভেরা ইগনাতিয়েভনা বাড়িতেই পোশাকটি প্রথমে পরলেন। তামারা তাঁকে পোশাক পরতে সাহায্য করল। সে পিছিয়ে গিয়ে পাশ থেকে পোশাকটা লক্ষ্য করতে লাগল, তারপর শেষ পর্যন্ত রেগে চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ল।

"মা, এর সঙ্গে তোমার এই জুতোজোড়া পরা চলবে না!"

হঠাৎ সে লাফিয়ে উঠে গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "উ! কী বোকা আমি!"

সে তার এটাচী কেশের দিকে ছুটে গেল এবং তার পাশে দাঁড়িয়ে এমন প্রেরণার সঙ্গে গান গাইতে লাগল যে তার পা দুটিও নাচতে শুরু করল : "কী বোকা ! কী বোকা !"

অবশেষে সে এটাচী কেশের মধ্য থেকে এক তাড়া পাঁচ রুবলের নোট টেনে বের করে শোবার ঘরে দৌড়ে ফিরে গেল।

"আমার বৃত্তি ; এ টাকাটা তোমার জুতো কেনার জন্য নাও !"

পাভলুশা যখন তার মাকে দেখল, তখন তার স্বর্ণাভ-নীল চোখদুটি কপাল থেকে প্রায় ঠিকরে বেরিয়ে এল।

রুদ্ধশ্বাসে সে বলল, "উরে ! মা ! একটা পোশাক বটে !"

"তোমার পছন্দ হয়েছে, পাভলুশা ?"

"পছন্দ হয় নি আবার !"

"ভাল কাজের জন্যে আমাকে এটা পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।"

"ও তুমি……"

একটা ভয়-ভয় ভাব নিয়ে পাভলুশা সারা সন্ধ্যাটাই প্রায় তার মায়ের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। যখনই মায়ের সঙ্গে চোখাচোখি হয়, তখনই তার মুখ খুশীর হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

অবশেষে পাভলুশা উত্তেজিতভাবে তড়বড় করে বলল,

"মা, তুমি জান ? তুমি এত সুন্দর ! এত…তুমি সব সময় এই রকম থাকবে ! এত…সুন্দর।" একেবারে তার অন্তরের অন্তস্থল থেকে কথাগুলি উৎসারিত হল—কথা তো নয়, বিশুদ্ধ আবেগ।

কঠোর সংযত স্মিত হেসে ভেরা ইগনাতিয়েভনা তাঁর ছেলের দিকে চাইলেন।

"ভাল কথা। হয়ত এখন থেকে তুমি সারা সন্ধ্যেটা বাইরে স্কেট করে কাটাবে, না ?"

"অবিশ্যিই কাটাব না।"

নাটকের শেষ অঙ্ক অভিনীত হল গভীর রাত্রে। কর্মস্থল থেকে বাড়ি ফিরে ইভান পেত্রোভিচ টেবিলের ধারে চেরী রঙের রেশমের ফ্রক পরা এক সুন্দরী নারীকে দেখতে পেলেন। ঘরে ঢুকবার আগে তিনি এমন কি, তাঁর টাইটা টেনে সোজা করার জন্য হাতও তুললেন এবং ঠিক সেই মুহূর্তেই তিনি চিনতে পারলেন তাঁর স্ত্রীকে। প্রসন্ন হেসে হাতদুটো ঘষতে ঘষতে তিনি স্ত্রীর কাছে গিয়ে বললেন,

"ওহো! একেবারে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র!"

আগে যে সম্পর্কে তিনি কখনও সচেতন ছিলেন না, সেই রকম একটা নতুন সহজ ভঙ্গীতে ভেরা ইগনাতিয়েভনা অলকগুচ্ছ পিছনে সরিয়ে দিয়ে নম্রভাবে বললেন: "তোমার এটা পছন্দ হয়েছে জেনে খুশী হলাম।"

সে রাত্রে ইভান পেত্রোভিচ তাঁর আঙ্গুলের গাঁটগুলিতে ঠোকরালেন না, দেয়ালের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়েও রইলেন না, এবং শিস দিয়ে ডিউকের গানের সুর ভাঁজলেন না। তিনি ঠাট্টা তামাসা করলেন, হাসলেন এমন কি চোখ মারলেন পযন্ত। তাঁর উৎসাহ তখনই শুধু একটু হ্রাস পেল যখন ভেরা ইগনাতিয়েভনা শান্তভাবে বললেন:

"একটা কথা বলি, ইভান, আজকাল তুমি কত পাচ্ছ তা জিজ্ঞাসা করতে আমি রোজই ভুলে যাই।"

আমাদের মায়েরা একটা সমাজবাদী দেশের নাগরিক: তাদের জীবন আমাদের বাপ ও সন্তানদের জীবনের মতই পরিপূর্ণ ও আনন্দময় হয়ে ওঠা উচিত। মায়েদের অন্তহীন আত্মাহুতিতে পুষ্ট হয়ে, মায়েদের নীরব আত্মত্যাগের দ্বারা লোকে মানুষ হয়ে উঠুক, এ আমরা চাই না ...... মায়েদের আত্মত্যাগের দ্বারা যারা মানুষ হয়, তারা শুধু সেই সমাজেই বাস করতে পারে যে সমাজে শোষণ চলেছে।

আমাদের দেশের এখানে-ওখানে কোন-কোন মা যে আত্মত্যাগ করে চলেছেন, তার বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ করা উচিত। অন্যান্য ছোটখাট

স্বৈরাচারী ও উৎপীড়কদের অভাব হওয়াতে মায়েরা নিজেরাই এদের সৃষ্টি করেন...তাঁদের নিজেদেরই ছেলেমেয়েদের মধ্যে থেকে।

এই আকালিক অভ্যাস বিভিন্ন মাত্রায় এখনও আমাদের মধ্যে বর্তমান, বিশেষ করে বর্তমান বুদ্ধিজীবীদের পরিবারগুলিতে। "সব কিছু সন্তানদের জন্য"—এই কথাটিকে এই সব পরিবারে এমনভাবে ব্যাখ্যা করা হয় যাতে বাহ্য নিয়মনিষ্ঠাই শুধু প্রকাশ পায় এবং যা একেবারেই মেনে নেওয়া যায় না; যা কিছু 'সম্ভব' সবই এতে বোঝায়—অর্থাৎ, মায়ের জীবনের মূল্য এবং মায়ের অন্ধতা, উভয়ই। এ সবই সন্তানদের জন্য। আমাদের মায়েদের জীবন ও কাজ অন্ধ ভালবাসার দ্বারা পরিচালিত হবে না, পরিচালিত হবে সোবিয়েত নাগরিকের অগ্রগমনের মহৎ প্রেরণার দ্বারা। আর এই রকম মায়েরাই আমাদের দেবেন সুন্দর সুখী মানুষ, এবং পরিণামে নিজেরাও হবেন সুখী।

নবম পরিচ্ছেদ

জাহাজ চলাচলের উপযোগী চওড়া এক নদীর তীরে অবস্থিত একটি শহর। শহরের পিছন দিকটা নদীর ধারে। সেখানে কর্মব্যস্ত ব্যবসা বাণিজ্যের এলাকা রয়েছে। করাত কল, গুদাম, আলকাতরার পিপের অন্তহীন সারি; ঘড় ঘড় আওয়াজ তুলে মালের গাড়িগুলো পিষে চলেছে ধুলোভর্তি এবড়ো খেবড়ো বাঁধান রাস্তা। এই কর্মব্যস্ত জগৎ ছাড়িয়ে এগিয়ে গেলে সামনে পড়বে নানারকম সাংস্কৃতিক অলঙ্কারে মণ্ডিত খাস শহরটি: গ্রাণাইট পাথরেব থাম ও বাবলাগাছের সারি; লাল, হলদে ও বাদামী রঙের দ্রোজকি গাড়িব চাকার মধুর আওয়াজ।

আনন্দময় প্রবল উচ্ছ্বাসে নদীটি শহরের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে; চলেছে সে সর্বদাই ব্যস্ত হয়ে এবং সামনের দিকে লক্ষ্য রেখে, কারণ, শহরের ঠিক নীচে পাথরের মত কঠোর ও ঋজু ভাবে দাঁড়িয়ে তার জন্য অপেক্ষা করছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটি ছোট রেলওয়ে পুল। পুলটির এগারটি পা জলের মধ্যে প্রোথিত; বর্ষাকালে জল কাদা থেকে পায়ের জুতো বাঁচাবার জন্য যেমন জুতোর উপর রবারের আচ্ছাদন পরা হয়, রেলওয়ে পুলটির প্রত্যেক পায়েও তেমনি গ্রাণাইট পাথরের আচ্ছাদন পরিয়ে দেওয়া হয়েছে; এই পাগুলি সর্বদাই ধাবমান নদীর স্রোতের প্রতিকূলে আঙুলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মালিকানার স্বাভাবিক উদ্বেগ নিয়েই নদী ব্যস্ত হয়ে ছুটে যাচ্ছে তাদের দিকে। পুলের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে নদী ব্যস্ত হয়ে ছুটে চলেছে। বজরা, ভেলা, জাহাজটানা ষ্টীমার, নৌকা—সব কিছুকেই শহরের দিকে তীরদেশে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে সে ছুটে চলেছে।

রেলওয়ে পুলটির ঠিক পাশেই অপর পাড়ে একটা বসতি গড়ে উঠেছে। নদীর ব্যাপারে বসতির কোন আগ্রহ নেই। বসতির একটি মাত্র ছোট বাড়ি নদীর কাছে; সেখান থেকে বসতি এগিয়ে গেছে রেলওয়ে বাঁধ বরাবর আরও

শান্ত ও শান্তিময় গ্রামাঞ্চলের দিকে, চলে গেছে দিগন্তে—চেরীকুঞ্জ ও পপলার গাছের সারি ও হাওয়াকলগুলি পর্য্যন্ত। নদী থেকে দিগন্ত বেশী দূরে নয়, এবং খালি চোখেই সহজে দেখা যায় যে, বসতির ওধারে একটা মালগাড়ি সাদা ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকানো মেঘের মধ্য দিয়ে বাঁধের উপর উঠছে।

বলা হয়ে থাকে যে, শক তাতার ও জাপরজিয়ের কসাকরা এই নদী পথে গিয়েছিল। হয়ত তারা গিয়েছিল। কয়েক বছর আগে দেনিকিনের কিছু লোক এক মাস্তুলওয়ালা পুরানো এক ষ্টীমারে চড়ে এই নদী বেয়ে গিয়েছিল, সে ষ্টীমারে ছিল অদ্ভুত ধরনের একটা ছোট কামান। শহর তাদের অভ্যর্থনা জানিয়েছিল কঠোর নীরবতার সঙ্গে ; কারণ, কিছু আগে এমন আশঙ্কা দেখা গিয়েছিল যে কসাক বাহিনী উত্তরদিক থেকে শহরটিকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে এবং তাদের সঙ্গে মোকাবিলা করবার জন্য শহররক্ষাকারীরা রেলপথের বরাবর পিছু হটেছিল। হোয়াইট গার্ডরা ছয়মাসকাল শহর, পুল ও বসতি দখলে রেখেছিল। তারপর মাস্তুলওয়ালা ষ্টীমার আর তার ছোট্ট কামানটা ফেলে রেখে একটা মালগাড়িতে ঢুকে পড়ে তারা তাড়াতাড়ি পালিয়ে গিয়েছিল দক্ষিণে। দুঘণ্টা পরে সামনে একটা ট্রাক ঠেলে নিয়ে একটা রেলওয়ে ইঞ্জিন পুলটির উপর দিয়ে ছুটে গিয়েছিল, সেই ট্রাকটিতে ছিল তিন ইঞ্চি ব্যাসের মুখওয়ালা একটা কামান আর ধূসর গ্রেটকোট-পরা জন চব্বিশেক হাসিখুশী মানুষ। ইঞ্জিনটা বসতির ষ্টেশন সাবধানে পেরিয়ে গেল, তারপর গতিবেগ বাড়িয়ে দেনিকিনের লোকদের পিছু পিছু ধাওয়া করে ছুটল। পরদিন ইঞ্জিনটি একটা গোটা ট্রেন পেছনে নিয়ে ফিরে এল—অন্য ইঞ্জিনটার সঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে ভাব করে ফেলেছে। ট্রাকগুলিতে বসেছিল হোয়াইট গার্ডরা, কিন্তু তখন তাদের বরং বিষণ্ণই দেখাচ্ছিল—তারা দাড়ি পযন্ত কামায়নি। সেরগেই ত্রিমকা মিনায়েভের বাবা একটা ট্রাক থেকে ষ্টেশনে লাফিয়ে নেমে পড়েছিলেন। তিনি ছিলেন এক কারখানার জমেনার, মেশিনগান-চালক ও বলশেভিক।

এ হল পাঁচ বছর, হয়ত বা তারও কিছু আগের কথা। রাইফেল ঝোলাবার চামড়ার ষ্ট্রাপটা কেমন করে কাঁধ কেটে বসে যায়; সে কথা ভাসিলি ইভানেভিচ মিনায়েভ এর মধ্যেই ভুলে যেতে শুরু করেছেন; কিন্তু তিনি ও তাঁর সাথীরা কেমন করে ওরেল থেকে সারাপথ হোয়াইট গার্ডদের তাড়া করেছিলেন সেকথা এখনও তাঁর বেশ ভালই মনে আছে। সন্ধ্যাবেলা প্রায়ই তিনি ছেলেদের এই গল্প বলেন। তাঁর বড় ছেলে সেরগেই গম্ভীরভাবে মনোযোগ দিয়ে তাঁর গল্প শোনে। অপর ছেলে তিমকা গল্প বলার মাঝখানে চুপ করে বসে থাকতে পারে না, সে চেয়ারে উসখুস করতে থাকে, আর জিজ্ঞাসা করতে যায়: "কুরস্ক ছাড়িয়ে" মানে কি? ভরোশিলভের তলোয়ারটা কি রকম দেখতে? আর রাত্রে বাবার গল্পের পর দুই ছেলে দুরকম স্বপ্ন দেখে। সেরগেই স্বপ্ন দেখে জ্বলন্ত শহর ও পদাতিক সৈন্যসারির, সেই সব যুদ্ধে বাবার পোড় খাওয়া সাথীদের, যাঁরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আর ফেরেন নি; স্বপ্ন দেখে সন্ধানী দল নিয়ে বসতি ঢুঁড়ে-বেড়ানো ঘৃণিত শত্রুদের। কিন্তু তিমকা স্বপ্ন দেখে, মস্ত গোঁফওয়ালা বুদিয়ন্নি চলেছেন ঘোড়ায় চড়ে তলোয়ার ঘোরাতে ঘোরাতে, স্বপ্ন দেখে, বিরাট কামান অগ্নি উদ্গীরণ করছে; স্বপ্ন দেখে পুরানো পত্রিকা 'নিভা'র ছবির মত উঁচু প্রাচীরবেষ্টিত দুর্ভেদ্য দুর্গের।

সেরগেই কারখানার ট্রেনিং স্কুলের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ে, আর তিমকা পড়ে শ্রমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে। তার বাবা যে সময় রেড গার্ডদের সঙ্গে চলে যান, সে সময়ের কথা সেরগেইয়ের মনে আছে; কিন্তু তিমকা তার বাবাকে জেনেছে মাত্র গৃহ যুদ্ধের পর। শত্রুপক্ষের গোয়েন্দারা জেরা করার জন্য তার মাকে ডেকে পাঠায়, তিন রাত তিনি বাড়ি ফেরেন না এবং চতুর্থ দিনে যখন ফিরে আসেন তখন তাঁকে কি রকম ক্লান্ত ও বিবর্ণ দেখায়; কি রকম আধ ঘণ্টার মধ্যেই তিনি তাঁর জিনিসপত্র জড় করে পুঁটুলি বেঁধে ফেলেন এবং তারপর পুঁটুলি ও তিমকাকে নিয়ে খামারে দাদু পিয়তর পলিকারপোভিচের কাছে চলে যান—সে সব কথা পর্যন্ত তিমকার মনে পড়ে না। আরও অনেক কিছু তিমকার মনে পড়ে না, এবং বড়রা তাকে যা বলেন

তা তার কাছে অনেক—অনেকদিন আগেকার গল্পের মতই মনে হয়—মজার, কিন্তু ভয় পাবার মত আদৌ কিছু নয়।

নদী ও বসতির উপর রোদ ঝলমল করছে।

কর্মব্যস্ত, প্রাণচঞ্চল, মুখর বসন্ত এসে গেছে। তিমকার নীল চোখদুটি বসন্তকাল বেশী দেখেনি, তাই তারা লোলুপ কৌতূহলের সঙ্গে তাকিয়ে রয়েছে এই বসন্তের দিকে। তিমকার মনে, পায়ে, বাহুতে ও জিভে এত উৎসাহ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে যে, সে সারা দিনেও তা ব্যয় করে উঠতে পারছে না। এমন কি রাত্রে যখন সারাদিনের পরিশ্রমে তার দেহ ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়তে শুরু করে, তখনও তার জিভটা বিশ্রাম করতে না পেরে একটা কিছু সম্পর্কে বকবক করতে থাকে ; এবং তার পা দুটো ঘুমের মধ্যে কোথায় যেন ছুটতে থাকে, এমন কি তার আঙ্গুলগুলোও স্থির থাকতে পারে না।

আজ সকাল থেকেই তিমকা কাজ করে চলেছে। জীবনটা বড় জটিল হয়ে উঠেছে এবং সে এই জীবনের সমস্ত দাবী সামলে ওঠার সময় পায় না, এমন কি প্রত্যেকের সঙ্গে তর্ক করবারই সময় পায় না। সন্ধ্যাব দিকে সে যখন বাড়ি ফিরল, তখন সেরগেই রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে মায়ের সঙ্গে কথা বলছে।

"প্রতিপক্ষের গোয়েন্দা কি সত্যিই গনচারভদের বাড়িতে ছিল ?"

তৎক্ষণাৎ তিমকা সজাগ হয়ে উঠল।

"প্রতিপক্ষের গোয়েন্দা ?"

ইস্কুল থেকে বাড়িতে করার জন্য যে কাজ দেওয়া হয়েছে সে কাজ শেষ করতে সেরগেই বসবার ঘরে চলে গেল। তিমকা তার সামনে গিয়ে বসল।

সে শুরু করল, "প্রত্যেকেই প্রতিপক্ষের এই গোয়েন্দাকে ভয় করে, তাই না ? সবাই ভয়—পায় তাই না ?"

সেরগেই বলল, "তুমি নিশ্চয়ই বোকা। তুমি কি ভাবছ প্রতিপক্ষের গোয়েন্দা একটা হাসি ঠাট্টার ব্যাপার ? তুমি কি ভাবছ এটা মজার ব্যাপার ?"

তিমকা এক সেকেণ্ড মাত্র ভাবল, তারপরই কল্পনায় উচ্ছ্বসিত হয়ে জবাব

দিল, "ধর তুমি একটা বোমা ছুঁড়লে! বাবা যে রকম বোমার কথা বলেন ওই রকম বোমা, বুঝলে? ধর, তুমি একটা ছুঁড়লে! অ্যাঁ!!"

সেরগেই দাঁত বের করে হাসল।

"ঘরের মধ্যে খুব তো বীর। কিন্তু সত্যিই যদি তোমাকে তা করতে হয়!"

"আচ্ছা, যদি করতাম, কি হত?"

"তুমি ভাব এতই সহজ? শুধু তোমার হাতটা ঘোরালেই হল?"

"কেন নয়?"

"আর ওরা শুধু বসে বসে তোমাকে দেখবে, না?"

"দেখুক না!"

"কিন্তু ওরা গুলি করে।"

"গুলি করুক তো দেখি আমাকে?"

তিমকা অবজ্ঞাভরে ঠোঁট উল্টাল, কিন্তু তার কল্পনা মনের পশ্চাদ্‌পটে অদৃষ্টপূর্ব ঘটনাবলীর খুঁটিনাটি রচনা করে চলেছে। ধনিকদের হিংস্র মুখগুলি তার দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে এবং ধনিকরা তার দিকে বিরাট বিরাট কামান তাক করছে। তিমকা আড়চোখে তাকাল: সে অবিশ্যি ভয় পায়নি, কিন্তু ধনিকদের গুলি খেয়ে মরার কথাটা নিশ্চয়ই তার হিসেবের মধ্যে ছিল না। বোমা ছোঁড়ার কীর্তিকাণ্ড নিশ্চিতভাবেই বানচাল হয়ে গেছে। তিমকার তীক্ষ্ণদৃষ্টি আরও সুন্দর সুস্থ অভিজ্ঞতার সন্ধান করতে লাগল। মুহূর্তের জন্য তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হল বুদিয়ন্নির ছবির উপর, কিন্তু বুদিয়ন্নি এখন আর ঘোড়ায় চড়তে রাজী হলেন না এবং এমন কি তিনি এখন একটু বিদ্রূপ ভরেই তিমকার দিকে তাকালেন।

তিমকা ডানদিকে তাকাল। সাইনবোর্ডের কাচটা চকচক করে উঠল এবং তার মধ্যে দিয়ে তিমকা একটা প্লেটের উপর দুটো চপ দেখতে পেল। চপ দুটো নীরবে পড়ে আছে, কিন্তু তাদের চেহারাতেও কেমন যেন বিদ্রূপের ভাব ফুটে উঠেছে। তিমকা তার দৃষ্টি সেরগেইয়ের দিকে সরিয়ে নিল। সেরগেই একখানা বইয়ে একটা ডায়াগ্রাম পরীক্ষা করে

দেখছে ; বইখানির গুরুগম্ভীর নাম—'জ্যামিতি'। সেরগেইয়ের খাড়া সুন্দর চুলগুলি খুব বড় হয়ে গেছে ; সে চুলগুলি আঁচড়ে পিছনে ঠেলে দিল, কিন্তু তবুও তারা ঠিক থাকবার নয়; চুলগুলি তার কপালের উপরে অসংখ্য তীক্ষ্ণ কাঁটার মত খাড়া হয়ে রইল। তিমকা তার দাদার চুলের কায়দা পরীক্ষা করল এবং লক্ষ্য করে দেখল যে, সেখানেও জ্যামিতির মত একই রকম উঁচুদরের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। সেরগেই খুব চালাক। শুধু এই কারণেই সে আজ দুপুরে খাবার সময় চপ সংক্রান্ত প্রশ্নের মীমাংসা নিজের অনুকূলে করে নিয়েছে।

এর পর যা কিছু ঘটেছে, তিমকা তা মনে রেখেছে। চপ নিয়ে শুরু হয়েছিল, এখন আবার সেই চপই এখানে রয়েছে।

খেতে বসার সময় অনেক চপ ছিল। মা তাদের জন্য প্লেট-ভর্তি চপ এনে বলেছিলেন,

"আজ চপগুলো ভালই হয়েছে। গরম থাকতে থাকতে খেয়ে নাও।"

বাবা খবরের কাগজ একপাশে সরিয়ে রেখে হেসে বললেন,

"চপগুলো দেখে তো মনে হচ্ছে ভালই হয়েছে! তিমকা তুমি তো এর মধ্যেই নিশ্চয়ই চেখে দেখেছ ?"

তিমকার মুখটা একটু লাল হয়ে উঠল। উজ্জ্বল স্মিত হেসে সে বাবার প্রশ্নের উত্তর দিল। ইস্কুল থেকে বাড়ি ফিরে সে সত্যিই রান্নাঘরে ছুটে গিয়ে ভাজবার কড়াই থেকে একটা চপ তুলে নিয়েছিল। মা তাকে ঠেলে পাশে সরিয়ে দিলেও স্নেহভরা চোখে তার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন,

"খাবার সময় পর্যন্ত সবুর করতে পার না ?"

কিন্তু এসব সত্ত্বেও চপ তিমকার জীবনে বিশেষ আনন্দ বহন করে আনে নি ; তার মুখটা তখনও জ্বালা করছে। চপটা এত গরম ছিল যে হাতে ধরা যাচ্ছিল না পর্যন্ত, খাওয়া তো দূরের কথা। আসলে, অবস্থাটা এমন অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে, আঙুল যাতে আরও পুড়ে না যায় শুধু তার জন্যেই তিমকা খাবার আনন্দ মোটেই উপভোগ না করে চপটা স্রেফ গিলে ফেলেছিল।

বাবা তাঁর চপটা লম্বা দুই ফালি করে কাটলেন। টাটকা চপের সাদা হালকা স্তরের নীচে মাংসের কালো নরম পুরটা দেখা গেল। বাবা খুশীর হাসি হেসে প্রত্যেক ফালিতেই মাখন মাখাতে শুরু করলেন। তিনি এই কাজটা করলেন ব্যস্ত না হয়ে, এমনকি করতে করতে কথাও বলে চললেন—

"এই যে জল নেমে আসছে এটা আমাদের অঞ্চলের নয়। অনেকদিন আগে আমাদের সমুদ্রে বরফ ছিল। এ বরফ আসছে আরও উত্তর থেকে। সেখানে অনেক বরফ, লোকে বলে বিরাট ঢেউ নেমে আসছে। আজ জল বেড়েছে পুরো এক মিটার।"

বাবা কথা বলছেন, কঠোর হাল্কা-নীল চোখে মায়ের দিকে তাকাচ্ছেন। ছুরি দিয়ে তিনি উত্তর দিকটা দেখাচ্ছেন। চপের টুকরো দুটো তখনও তাঁর সামনে মাখন-মাখা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। মাখন এর মধ্যে শুকিয়ে যেতে আরম্ভ করেছে।

বাবার অদ্ভুত রুচি তিমকা বুঝে উঠতে পারে না। হয়ত এরকম মাখন-মাখান চপ খেতে ভাল লাগে, কিন্তু তাঁর এমন বিবেচনাহীন দীর্ঘসূত্রতার কি কারণ থাকতে পারে? তিমকা অবিশ্যি হুড়োহুড়ি করে নি, সে বোকাবোকা ভাবে সযত্নে পাত্র থেকে চপ তুলে নিয়েছিল; তিমকার মুখটা ছোটই, কিন্তু চপগুলোও তো খুব বড় ছিল না। চপগুলো এত তাড়াতাড়ি গলার মধ্যে দিয়ে গড়িয়ে স্বেচ্ছায় নীচে নেমে যেতে লাগল যে, একটা খেতে শুরু করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হাতে থাকে শুধু ছোট্ট শক্ত আগাটা, আর এক সেকেণ্ডে সেটাও চলে যাচ্ছে, আর সে স্থান গ্রহণ করছে আর একটা চপ। কি ঘটছে তা উপলব্ধি করার আগেই পাত্রে পড়ে রইল মাত্র দুটো চপ, এবং হঠাৎ তার মনে হল যে, জীবনটা পুরোপুরি যুক্তিসম্মত নয়। সে তার দাদার দিকে তাকাল: সেরগেই চিবোতে চিবোতে বাবার কথা শুনছে। তিমকার হাতটা আবার পাত্রের দিকে এগোচ্ছে, ঠিক এমন সময় সেরগেই তার কনুইটা চেপে ধরে তার কানে কানে ফিসফিস করে বলল,

"থাম। বাবার জন্যে কয়েকটা রাখ! ঢের খেয়েছ তুমি, খাও নি?"

তিমকা তার জিভটা চাটল। সে মনে মনে ভাবল, সেরগেইকে কেউ হস্তক্ষেপ করতে বলেনি : স্পষ্টই তো দেখা যাচ্ছে, বাবা আর খেতে চান না।

খাবার পর বহু ঘটনা ঘটে গেল। বাবা কাজে বেরিয়ে গেলেন, তিমকা একেবারে সন্ধ্যা পযন্ত চত্বরে ও রাস্তায় কর্মব্যস্ত রইল। চত্বরটা জলময়। গুদামের কাছে কাদা জলের একটা বড় ডোবা সৃষ্টি হয়েছে। তার মধ্যে দিয়ে যেতে পারলে ভাল হত, কিন্তু জুতো জোড়া একটা বাধা। তিমকা খবরের কাগজ দিয়ে যে নৌকাটা তৈরী করেছিল, সেটা কোথাও ভেসে গেল না, গত বছরের আগাছার একটা বিচ্ছিন্ন গাদায় নোঙর ফেলে একই ভাবে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল।

চত্বরের বাইরে সীমানা ও প্রভাবাধীন অঞ্চল নিয়ে গোলযোগের ফলে আরও হাঙ্গামার সৃষ্টি হয়েছে। তিমকাদের চত্বরের ঠিক কাছেই রেলওয়ে বাঁধ থেকে একটা প্রবল স্রোত বয়ে যাচ্ছে। স্রোতধারা নিজের জন্যে একটা গভীর ও জটিল খাদ কেটে গিয়েছে। শুধুমাত্র একটা পাতলা বরফের চাঙ জলধারার উপর ঝুঁকে পড়েছে আর তাতে ছুঁচলো পাড়ের সৃষ্টি হয়েছে। জায়গায় জায়গায় স্রোতের ধারা এই বরফের চাঙের নীচে রহস্যময় মোহিনী ছায়ার মধ্যে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। উপর থেকে স্রোতের মধ্যে একটা কাগজের নৌকা ছেড়ে দিলে নৌকাটা উল্টে পাল্টে জলস্রোতের পাক খাওয়া তরঙ্গের মধ্যে পড়ে এই বরফের চাঙের দিয়ে সোজা ছুটে দৃষ্টির বাইরে চলে যাবে। বরফের চাঙের নীচে রহস্যময় অন্ধকার গুহার মধ্যে নৌকাটার কি হয় তা কেউ দেখতে পায় না, কিন্তু বন্যাস্রোতের পাশে দাঁড়িয়ে নৌকাটাকে আবার উন্মুক্ত জলধারার উপর বেরিয়ে আসছে তা দেখতে ভাল লাগে। তারপর পাড় ধরে চলে যেতে হবে পরবর্তী গুহার দিকে, সেখানেও একই রকম আনন্দ তোমার প্রতীক্ষা করছে।

এ বেশ চমৎকার মজা, কিন্তু সবচাইতে চিত্তাকর্ষক জলের বিস্তার, অবরুদ্ধ জলধারা, গুহা ও জলপ্রপাতগুলি তিমকাদের চত্বরের ঠিক বাইরে দেখা যাবে ;

আর সেখানেই রাস্তার অন্য সব ছেলেরা ভীড় করে দাঁড়িয়েছে। প্রত্যেকে তার নিজের নিজের নৌকা এনে তাদের যেখানে খুশী ভাসাচ্ছে। কায়দা করে সবচাইতে মজার জায়গাতে নিজের নৌকাটিকে নিয়ে যাবার জন্য প্রত্যেকে তার ছড়ি দিয়ে জলের মধ্যে খোঁচাচ্ছে। তিমকা এই হুড়োহুড়ির দিকে কিছুক্ষণ ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

অবশেষে সে চেঁচিয়ে বলে উঠল, "তোমরা এখানে এসেছ কেন? কিসের জন্যে? আমরা তো তোমাদের কাছে যাই না! এটা কি তোমাদের নদী? তোমরা তোমাদের দিকে থাক।"

কিন্তু আন্তর্জাতিক জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের মত এখানেও আইন ও ন্যায় কদাচিৎ জয়লাভ করে থাকে। দরজি গ্রিগোরিয়েভের ছেলে মিত্রোশকা, তার মুখে ব্রণের দাগ, কানদুটো লালচে, বেলে-রঙের চুল। সে দাঁড়িয়ে রয়েছে অপর পাড়ে, এবং সেখান থেকে রণংদেহি ভাবে তিমকার উপর অবজ্ঞা বর্ষণ করছে।

"কী মনে কর তুমি? তোমার বাবা বলশেভিক বলে ভেবেছ যে, তুমি মেজাজ দেখাতে পার? তুমি নদীটা কিনে নিয়েছ?"

তিমকা জবাব দিল না। সে নৌকা চালাবার মতলবে তৈরী করা ছড়িটা তুলে চড়ায় আটকানো মিত্রোশকার জাহাজের উপর শপাং করে এক ঘা বসিয়ে দিল। চারদিকে নোংরা জল ছিটকে গেল; মিত্রোশকার জাহাজটা শুধু ধূসর-রঙের মোড়কের কাগজ দিয়ে তৈরী, সেটা চেপ্টে গিয়ে জলের উপর ভিজে ন্যাকড়ার মত ভেসে রইল। এই আন্তর্জাতিক ন্যায়-বিচারের কাজটি সম্পন্ন করে তিমকা দৌড়ে চলে গেল চত্বরের মধ্যে। তার পিছনে গেটের উপর একটা ঢিল পড়ার আওয়াজ হল। তিমকার জাহাজ পড়ে রইল মাঝ নদীতে, কিন্তু জাহাজটা ছিল খবরের কাগজ দিয়ে কোন রকমে তৈরী একটা সাময়িক ব্যাপার মাত্র।

প্রায় কুড়ি মিনিট ধরে তিমকা একা একা চত্বরে ঘুরে বেড়াল, এবং গুদামের দেয়ালের নীচে বরফের যে পাতলা স্তর পড়েছিল, তার উপর

বরফ ভেঙে টুকরো টুকরো না হওয়া পর্যন্ত লাফ ঝাঁপ করল। তারপর গুদামের মালিকের ছেলে কিরিক চত্বরে বেরিয়ে এল।

মিনায়েভরা কিরিকের বাবার কাছ থেকে তাদের ফ্লাটটা ভাড়া নিয়েছে। কিরিকের বাবা বিচকোভ হলেন কাঠের মিস্ত্রি। বিচকোভ এক অদ্ভুত লোক। তিনি বাড়ি তৈরী করে জীবিকা অর্জন করেন; হিংস্র তাঁর প্রকৃতি এবং এক এক সময় এক এক রকম। মাটিতে বসে তিনি যখন কাঠ কোঁদেন তখন তাঁর সঙ্গে কারবার করা চলে এবং বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মানুষের মত আলোচনা করা যায়। কুড়ুল দিয়ে কাঠ কাটতে কাটতে বিষণ্ণ নীরবতার সঙ্গে তিনি আপনার কথা শুনবেন এবং শুধু মাঝে মাঝে বিদ্রূপভাবে আড়চোখে তাকাবেন, তারপর বলবেন, "আপনি মনে করেন অবস্থা আরও ভাল হবে, তাই না? বেশ, তাই হবে বলে আশা করা যাক।"

কিন্তু যেই তিনি চালে উঠলেন এবং সহকর্মীদের সঙ্গে বরগাগুলো বসাতে শুরু করলেন, আর যখন তিনি চালের মটকায় পা ছড়িয়ে বসে চালের পাতলা তক্তা পিটিয়ে বসাতে লাগলেন, তখন তাঁর মুখ থেকে ভদ্রকথা শোনার আশা করবেন না। নীচে কেউ থাকুক আর নাই থাকুক, বিচকোভ গজগজ করতে ও খুঁত ধরতে থাকবেন—

"চমৎকার নিয়ম বটে, দিন আট ঘণ্টা! বসে বসে খবরের কাগজ পড়ছেন; জিজ্ঞাসা কর তিনি নিজেকে কি বলে মনে করেন—ওহো, অবশ্যিই তিনি একজন শ্রমিক, একজন বলশেভিক! তাঁর আট ঘণ্টা কাজ সেরে ফেলেছেন—এই হল তোমার বলশেভিক! আমি কত ঘণ্টা কাজ করি?"

বিচকোভ তার কুড়ুলটা নামিয়ে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে মাটির দিকে তাকালেন।

"আমি কত ঘণ্টা কাজ করি, অ্যাঁ, ভাসিয়া? কত ঘণ্টা কাজ করি আমি?"

বিচকোভ তার সহকারী ভাসিয়ার দিকে ফেরেন। তাকে চোখ দিয়ে লক্ষ্য

করার চাইতে লক্ষ্য করেন তাঁর লোমশ ভুরু, না-কামানো দাড়িভর্তি গাল দিয়ে। ভাসিয়া একটা বরগা বসাতে থাকে এবং তার ওস্তাদের দিকে তাকিয়েও দেখে না।

গভীর চিন্তামগ্ন ভাবে বিচকোভ আবার নিজে নিজে বলেন, "কতটা কাজ করি আমি? আট ঘণ্টা, অ্যাঁ? না, বিচকোভ বারো ঘণ্টা খাটে। বারো ঘণ্টা! আর বিচকোভ কে—শ্রমিক; না আর কিছু? এটা একটা প্রশ্ন বটে। হয়ত সে একটা বুর্জোয়া? হেঃ, কী অপদার্থ লোক সব! কিন্তু এই লোকটা, ইনি হলেন একজন দলের নেতা। তাকিয়ে দেখ ওঁকে!"

বিচকোভ তার চোখ ঘুরিয়ে, গাল ফুলিয়ে, হাত দিয়ে নিজেকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে নিজের গুরুত্ব দেখান। তারপর নিজের মুঠোতে থুতু ফেলে কুড়ুল তুলে নিয়ে নিজের কাজ করতে থাকেন। অভিনিবেশ সহকারে কাজ করে যান কথা না বলে তিনি প্রায় দশ মিনিট, কিন্তু অকস্মাৎ আবার কুড়ুলটা নামিয়ে রেখে ধূর্ত অসন্তুষ্ট মুখে মাটির দিকে চোখ পাকিয়ে তাকান।

"চমৎকার ব্যাপার! কেউ যদি মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খেটে জীবিকা অর্জন করে তাহলে ওদের কাছে তা যথেষ্ট নয়। উঁহু না, অবিশ্যিই না: কেউ হল মজুর, আর অন্যেরা হল, অনুমতি করেন তো বলি, তারা সব কারিগর, কাজেই আমি হলাম গিয়ে একজন কারিগর, তাই না? ভেবেছ কথাটা? বিচকোভ, তুমি শেষ পর্যন্ত এই হলে? বোকা বুড়ো, শেষ পর্যন্ত তুমি এই হলে? ভাসিয়া! কারিগর কাকে বলে হে?"

ভাসিয়া তখনও কিছু বলে না। বিচকোভ কয়েক সেকেণ্ড ভাসিয়াকে লক্ষ্য করেন, হঠাৎ তাঁর গোঁফটা নড়ে ওঠে। তারপর তিনি নিজেই জবাব দেন—

"ঠিক আছে, আমি জানি কারিগর কাকে বলে। সামান্য লোক! আলটু ফালটু, অ্যাঁ! ওরা ঝুড়ি বোনে, তাই না? তাড়াতাড়ি হাত চালাও, এখানে ঠেলা দাও, ওখানে ঠেলা দাও, একটা হাতল তৈরী কর, ব্যস হয়ে গেল তোমার ঝুড়ি! দুদিন হাঁসফাঁস কর, দশ মাইল হেঁটে বাজারে যাও, এক জোড়া

পঞ্চাশ কোপেক দরে ঝুড়িগুলো বিক্রি কর। কিন্তু একে তুমি ঝুড়ি বল? এটা ঝুড়ি?"

তিনি বরগার কাটা খাঁজগুলির দিকে দেখিয়ে মাথা ঝাঁকান—

"কারিগর! ডুবে মরলে তোদের যেন কাঁকড়ায় খায়! মেলনিচেনকার বাড়ি তৈরী করেছে কে?—বিচকোভ। সেরোসতানের বাড়ি?—বিচকোভ। রেজনিকভের বাড়ি? বিচকোভ। ওসিন পাভলেভিচের বাড়ি? বিচকোভ। নলিভাইচেনকো, ভাসিলি ইয়েভদোকিমোভিচের···কোথায় এখন ভাসিলি ইয়েভদোকিমোভিচ? ভাসিয়া! ভাসিলি ইয়েভদোকিমোভিচ কোথায়?"

যে কোন কারণেই হোক ভাসিয়া এই প্রশ্নের জবাব দেয়।

"যেতে দিন ওসব কথা, ওস্তাদ · ভাসিলি ইয়েভদোকিমোভিচ! লোকটা সত্যিকারের বদমাস, রক্তচোষা···মনে করার মত লোক বটে!"

বিচকোভ অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে ভাসিয়ার দিকে কটমট করে তাকান এবং কানের কাছে দাড়ি চুলকাতে থাকেন।

"আমি রক্তচোষাদের কথা বলছি না, আমি জানতে চাই তার বাড়িটা কে তৈরী করেছিল? আর ওরা সবাই কিনা তোমাকে আরও বেশী খোঁচা দেবার চেষ্টা করে: কারিগর!"

বিচকোভ মিনায়েভের সঙ্গে মেশেন না। মিনায়েভের ফ্লাটে না যাবার চেষ্টাই তিনি করেন, এবং ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়গুলির মীমাংসার জন্য তিনি তাঁর স্ত্রীকে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু যখনই তিনি মিনায়েভের সামনে পড়েন তখন তখনই তিনি ভদ্র ব্যবহার করেন এবং শান্তভাবে কথা বলেন। তিনি যে সম্পূর্ণ অনুগত, এই ভাবটা দেখান।

"আমি ওদের মত একজন দোকানদার নই, আমি নিজে একজন মজুর।"

কিরিক বিচকোভ তিমকার সঙ্গে একই ক্লাসে পড়ে। কারখানার যে ট্রেনিং স্কুলে সেরগেই পড়ে, বিচকোভের বড় ছেলে লিওনিয়াও সেই স্কুলে পড়ে, তবে সে সেরগেইয়ের চাইতে এক ক্লাস উপরে পড়ে। এক সময় লিওনিয়াকে ওরা স্কুলে ভর্তি করতে চায়নি; কিন্তু সে চীৎকার করে নালিশ করে কয়েকবার

শহরে গিয়ে এমন হৈচৈ বাধিয়ে দিয়েছিল যে শেষ পর্যন্ত তার দাবী মেনে নিতে হল।

তিমকা তার বন্ধুকে পছন্দ করে। কিরিকের মিষ্টি মধুর স্বভাব—মুখখানা সুন্দর এবং তাকে সব সময় সুখী ও প্রফুল্ল দেখায়। আজ চত্বরে হাজির হয়ে তিমকার মুখে নদীর পাড়ে উত্তেজনাপূর্ণ বিরোধের কাহিনী সে ভাল মানুষের মত শুনল এবং বলল,

"ওদেব আসতে দেওয়া আমাদের উচিত নয়। শোন বলি, আজ সন্ধ্যেবেলা আমরা একটা খাল কেটে এই নদীটাকে……এখানে নিয়ে আসি।"

"কি করে করব?"

"এমনি করে—আমরা একটা খাল কেটে নদীর মুখ ঘুরিয়ে দেব। গেটটার নীচে, একেবারে ঠিক এখানে। আর এটা হবে সমুদ্র।"

ওরা গুদামের কাছে সমুদ্রের ধারে গেল। কল্পনাটা কার্যকর হওয়া খুবই সম্ভব বলে মনে হচ্ছে। বেড়ার ফাঁক দিয়ে তিমকা কয়েকবার উঁকি মেরে রাস্তার দিকে দেখল, তারপর পিছনে গুদামের দিকে তাকাল—ব্যাপারটা খুবই সোজা ও সুবিধাজনক বলে মনে হচ্ছে।

সে জিজ্ঞাসা করল, "ওরা যদি চলে না যায়?"

কিরিক তার কাঁধ ঝাঁকাল।

"ও, ওদের যেতেই হবে। ওরা শুতে বাড়ি যাবে।"

এর পর দুই বন্ধুতে গেটের বাইরে গিয়ে গেটের থামটার ধারে সতর্ক ভাবে থামল। প্রায় দশটি ছেলে স্রোতে নৌকা ভাসাবার কাজে লিপ্ত। সারা গায়ে জলকাদা-মাখা মিত্রোশকা তখনও তিমকার কাগজের নৌকাটা নিয়ে টানাটানি করছে। তার মুখ পর্যন্ত কাদা-মাখা। ন্যূনতম মানের দিক থেকে বিচার করলেও তিমকার নৌকাটির অনেক আগেই আয়ু ফুরিয়েছে; নৌকাটা একেবারে নেতিয়ে গেছে এবং সমুদ্রযাত্রার ক্ষমতার কোন লক্ষণ আর তার দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু মিত্রোশকা হাঁফাতে হাঁফাতে বিপজ্জনক প্রবল স্রোতের মধ্য দিয়ে নৌকাটিকে তখনও চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এই হতচ্ছাড়া কাজে সে

এত মগ্ন যে, সে তিমকাকে লক্ষ্যই করল না। অন্য ছেলেরাও একই রকম উৎসাহের সঙ্গে তাদের জাহাজগুলি চালিয়ে যাচ্ছে, কয়েকটা জাহাজ চমৎকার ভাবে তৈরী। সব চাইতে ভাল জাহাজ হল কারখানার পাহারাদারের ছেলে পেতিয়া গুবেংকোর। তার জাহাজটা মোটা এক টুকরো গাছের ছাল দিয়ে তৈরী। পেতিয়ার জাহাজে বসার জায়গা আছে, একটা মাস্তুল আছে, আর একটা পাল আছে। জাহাজটার একটা অসুবিধা হচ্ছে—জাহাজটা বড় বেশী লম্বা, কাজেই আড়াআড়িভাবে নদীর দুই পাড়ে আটকে গেলে এটা একটা পুলে পরিণত হয়। আর মাস্তুল থাকাতে জাহাজটা নদীর গুহার মধ্য দিয়ে যেতে পারে না।

তিমকা ও কিরিক নদী পর্যন্ত গেল। মিত্রোশকা কিছুটা দূরদৃষ্টির পরিচয় দিল, সে তার কাগজের জাহাজের খোলটা তুলে নিয়ে ভাটির দিকে নিয়ে চলল। পেতিয়া গুবেংকো দৌড়ে বাঁধের ধারে গিয়ে সেখানে তার জাহাজ ভাসাল। হাল্কা, বাদামী-রঙের জাহাজটি নদী বেয়ে ছুটে চলল, তার ছোট ন্যাকড়ার পালটা উড়তে লাগল নির্ভীক ভাবে। ঘূর্ণি স্রোতের মধ্য দিয়ে জাহাজটা অবাধে ভেসে চলল; দুই পাড়ে অনায়াসে ধাক্কা খেতে খেতে ও সানন্দে প্রপাতের উপর ঝাঁপিয়ে পডতে পডতে ভেসে চলল জাহাজটা। জাহাজের যাত্রা লক্ষ্য করতে করতে পেতিযা তার পাশে পাশে ছুটে চলল। ঠিক তিমকার পায়েব নীচে এসে সুন্দর জাহাজটি পুরানো ঘাসের গোড়ায় নোঙর ফেলল এবং একটা ঝাঁকুনি খেয়ে দুলে উঠল। তিমকা নদীর উপর নীচু হয়ে জাহাজটা তুলে নিল। সে মনে করেছিল, পেতিয়া ক্ষুণ্ণ হয়ে চেঁচাতে শুরু করবে; তার দিকে অবজ্ঞাপূর্ণ মুখভঙ্গী করে তাকাতে সে তৈরীও ছিল, কিন্তু পেতিয়া অপর পাড় থেকে শান্তভাবে তাকিয়ে দেখতে লাগল, সে কোন উদ্যোগের লক্ষণ প্রকাশ করল না। এব জন্য কৃতজ্ঞ হয়ে তিমকা বলল,

"কী হাল্কা জাহাজ!"

"ওটা গাছের ছাল দিয়ে তৈরী," পেতিয়া বলল।

"তুমি কি কলম কাটা ছুরি দিয়ে কেটে এটা তৈরী করেছ?"

"হ্যাঁ।"

"কোথায় তুমি ছুরি পেলে ?"

"আমার নিজের ছুরি আছে।"

"দেখাও তো আমাদের।"

পেতিয়া বিশ্বাসভরে পকেট থেকে ছুরিটা বের করে তিমকাকে দিল। ছুরিটার একটা ফলা ভাঙ্গা এবং অন্য ফলাটা কালো হয়ে ভোঁতা হয়ে গেছে। কিন্তু তাহলেও পেতিয়া ভাগ্যবান যে তাব একটা ছুরি আছে।

"তোমাকে এটা কে দিয়েছে ?"

"একজন জাহাজী।"

তিমকা একদৃষ্টিতে কঠোর ভাবে তাকিয়ে রইল।

"কি রকম জাহাজী ?"

"গত গ্রীষ্মের সময় বাবা আর আমি মাছ ধরতে গিয়েছিলাম। একজন জাহাজীও এসেছিলেন মাছ ধবতে। তিনিই এটা আমাকে দিয়েছেন।"

"তিনি কি সত্যিকারের জাহাজী ? এখন তিনি কোথায ?"

তখনি এই দুটো প্রশ্নের জবাব দেওয়া পেতিয়ার পক্ষে কঠিন হল। সে মাথা নাড়ল। পেতিয়া একটা পুরানো টুপি পরেছিল, টুপিটার চূড়ো নেই। পেতিয়ার মুখ পাণ্ডুর, কৃশ ও তীক্ষ্ণ, কিন্তু তার শরীরটা খুব সুঠাম আর মুখেও এই সুঠাম ভাবটি লক্ষ্য করা যায়। সুশ্রী চওড়া কপাল ও সুন্দর টানাটানা কালো ভুরু। পেতিয়া একটু হাসল।

"তাঁব কাজ নদীতে, একটা ষ্টীমারের জাহাজী। কিন্তু এখন তিনি শহরে আছেন।"

"এই ছুরিটা তিনি তোমাকে কেন দিলেন ?"

"এমনি, আমরা একসঙ্গে মাছ ধরছিলাম। তাঁর জন্যে আর বাবার জন্যে আমি মাটি খুঁড়ে কেঁচো বের করছিলাম। তিনি আমাকে জাল তৈরী করে দিলেন। তারপর বললেন, এই ছুরিটা তুমি নাও, আমার আর একটা আছে।"

তিমকা এই রকম আশ্চর্য গল্প আগেও শুনেছে। হঠাৎ একজন জাহাজী আবির্ভূত হয়ে কাউকে একটা ছুরি দিয়ে গেলেন। এইরকম গল্প তিমকা তেমন বিশ্বাস করত না। এসব গল্প বিশ্বাস করার অর্থ, একটা ছুরি পাওয়া যে কোন জিনিসের মতই সহজ। আর এই পেতিয়ার হঠাৎ এমন ভাগ্য কি করে হল? একজন জাহাজী ও একটা ছুরি!

তিমকা চোখ পাকিয়ে বলল, "তোমার বাবা তো একজন পাহারাদার, তাই না?"

পেতিয়া গম্ভীরভাবে তার চোখ নীচু করল; তারপর চোখ তুলে তাকাল।

"হ্যাঁ, তিনি পাহারাদার। তিনি কারখানা পাহারা দেন।"

"আচ্ছা, আর আমার বাবা হচ্ছেন দলের নেতা।"

পেতিয়া চুপ করে রইল।

"আমার বাবা একজন কমিউনিস্ট।"

পেতিয়া তার হাত বাড়িয়ে দিল।

"দাও!"

"দাঁড়াও, এক মিনিট সবুর কর", ছুরিটা পরীক্ষা করতে করতে তিমকা বলল, "তোমার বাবা কমিউনিস্ট তাই না?"

পেতিয়া শান্তভাবে তিমকার মুখ পর্যবেক্ষণ করতে লাগল।

"বাবা কমিউনিস্ট নন, কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। আমার বাবা কারখানা পাহারা দেন।"

"হুস্! কারখানা পাহারা দেন!"

"দেনই তো। একটা বন্দুক নিয়ে তিনি পাহারা দেন!"

আবার তিমকা কঠোর দৃষ্টিতে তাকাল।

"ওহো! বন্দুক নিয়ে! তুমি বন্দুকটা দেখেছ?"

"হ্যাঁ, দেখেছি।"

"সত্যিকারের বন্দুক?"

"হ্যাঁ। সেটা একটা রাইফেল।"

"তাহলে তোমার বাবা কেন রাইফেল সঙ্গে না নিয়ে বাড়ি ফেরেন?"

"বাড়িতে বন্দুক আনতে দেওয়া হয় না। রাইফেলটা কারখানার।"

"তোমার বাবা গুলি করেন? কাকে গুলি করেন তিনি?"

"কাকে আবার? ডাকাতদের।"

"এখন কোন ডাকাত নেই। তুমি আমাকে এই রকম একটা জাহাজ তৈরী করে দাও।"

তিমকার দিকে তাকিয়ে পেতিয়া একটু হাসল—সে হাসিতে প্রকাশ পেল তৎপরতা ও বিশ্বাস। সে বলল,

"ওটাই নাও। আমার জন্যে আর একটা তৈরী করে নেব।"

"সত্যি বলছ?"

"হ্যাঁ, সত্যি। আমি অনিচ্ছার সঙ্গে ওটা দিচ্ছি না, তুমি সে রকম মনে কর না।"

তিমকা অনুভব করল যে, সেও পেতিয়ার জন্য একটা কিছু করতে চায়।

"জান, তোমাকে আমি কি দেব? আমি তোমাকে ছিপের একটা বঁড়শী দেব।"

"আমার আছে একটা।"

বেশ, তাহলে দুটো হবে। আমরা দুজনে একসঙ্গে মাছ ধরতে যাব, অ্যাঁ? আমাদের যদি নৌকো থাকত!"

"আমার বাবার একটা নৌকো আছে।"

"কি? তাঁর একটা নৌকো আছে?" পরিপূর্ণ বিস্ময়ে তিমকা ফেটে পড়ল।

"হ্যাঁ।"

"সত্যিকারের নৌকো? কোথায় পেলেন তিনি?

"বাবা নিজে তৈরী করেছেন।"

তিমকা একলাফে জলস্রোত পার হয়ে গেল। এই পেতিয়ার যে একটা আশ্চর্য রাজ্য আছে, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। পেতিয়ার সঙ্গে সে

অনেকক্ষণ আলাপ করল এবং ক্রমেই আরও আশ্চর্য হতে লাগল। কালো গ্রেট-কোট পরা পেতিয়ার বাবা রোজ তাদের গেটের সামনে দিয়ে যান—দাড়িওয়ালা কঠোর প্রকৃতির, সৈন্যদের মত তাঁর হাবভাব। পেতিয়ার বাবাকে সত্যিকারের যাদুকর বলে মনে হচ্ছে। একটিমাত্র যে জিনিসে তিমকা উদ্বেগ বোধ করছে, সে হল এই যে পেতিয়ার গলার স্বরে মাঝে মাঝে বিষাদের ক্ষীণ সুর বেজে উঠছে। এতে পেতিয়াকে তিমকার আরও ভাল লাগছে এবং পেতিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতানোর কামনা জেগে উঠছে। তিমকা নিজে তার আবেগের উপর কোন গুরুত্ব—আরোপ করল না। এ বিষয়ে সে সুনিশ্চিত যে, এই পরিচয় লাভের মধ্যে প্রধান কথাটি হল এই যে পেতিয়ার বাবার একটা সত্যিকারের নৌকা আছে, আর সেই নৌকায় চড়ে নদীতে মাছ ধরতে পারা যাবে।

তিমকা তার বন্ধুর সঙ্গে বাঁধ পর্যন্ত গেল। ওখানেই পেতিয়ার বাবা একটা পুরানো কুটীরে বাস করেন।

তিমকা যখন বাড়ি ফিরল, তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে। গেটের কাছে কেউ নেই। শুধু কিরিক একটা কোদাল নিয়ে জলস্রোতের কাছে কি করছে। তিমকার পায়ের শব্দে সে ঘুরে দাঁড়াল।

"কোথায় গিয়েছিলে তুমি? এই ভাবে কেটে পড়লে!"

"কি হয়েছে তাতে!"

"নদীর মুখটা আমাদের ঘুরিয়ে দিতে হবে না?"

নতুন পরিকল্পনার কথাটা তিমকার মনে পড়ল, এবং তার মনের মধ্যে একটা অপ্রীতিকর অনুভূতি জাগল। কিন্তু কিরিক খুশী মনে বলে চলেছে, "এটা করা আদৌ কঠিন হবে না। দেখ, তোমাকে এইখানটায় আর এই-খানটায় খুঁড়তে হবে। তারপর জায়গাটা মাটি দিয়ে ভরাট করে দিলেই স্রোতটা সোজা চত্বরের মধ্যে বয়ে যাবে। তারপর সমস্ত নদীটাই আমাদের হয়ে যাবে।"

তিমকার হাতে ছিল পেতিয়ার উপহার—গাছের ছাল দিয়ে তৈরী নৌকাটা। পেতিয়ার গলার স্বরে বিষাদের সুর তার মনে পড়ল, রাস্তা থেকে নদীর মুখ ঘুরিয়ে দেবার মত ইচ্ছা তার হল না।

সে বলল, "ছেলেরা হৈ চৈ বাধিয়ে দেবে।"

"যত ইচ্ছে, হৈ চৈ বাধাক তাতে আমাদের কি আসে যায়? আমাদের একটা নদী আর একটা সমুদ্র হবে। কেন, আমরা একটা পোতাশ্রয়ও তৈরী করে ফেলব! একটা পোতাশ্রয়, বুঝলে! আর একটা জেটি। রাত্রে জাহাজগুলো পোতাশ্রয়ে থাকবে।"

"বেশ, ঠিক আছে, পেতিয়া গুবেংকো যতক্ষণ পযন্ত আমাদেৱ সঙ্গে খেলতে পারবে ততক্ষণ পযন্ত যা বলছ হবে। ঠিক তো?"

কিরিক তার নাকটা উঁচিয়ে বলল,

"পেতিয়া? তাকে আমাদের কি দরকার?"

"সে আমাকে একটা নৌকা দিয়েছে। এই দেখ।"

কিরিক নৌকাটি হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে উল্টে পাল্টে দেখল।

"এটা কি সে নিজে তৈরী করেছে?"

"হ্যাঁ।"

"আমাকেও এই রকম একটা তৈরী করে দিক।"

তিমকা এ কথার কোন জবাব দিল না। মনের মধ্যে সে একটা তীব্র বেদনা অনুভব করল। নিজস্ব একটা পোতাশ্রয় থাকা বেশ মজার, কিন্তু পেতিয়াকে সে ক্ষুণ্ণ করতে পারে না।

"কখন আমরা আরম্ভ করব?"

"অন্ধকার হলে। ঠিক তো?"

"বেশ।"

দুপুরের খাওয়া এবং তিমকার জীবনে চপের পুনরাবির্ভাব—এই সময় টুকুর মধ্যে অনেক ঘটনা ঘটে গেছে।

তিমকা ধীরে সুস্থে পা ফেলে সাইডবোর্ডটার পাশ দিয়ে চলে গেল। সে সেরগেইয়ের দিকে তাকাল। সেরগেই তখনও জ্যামিতির মধ্যে ডুবে আছে। তিমকা সাইডবোর্ডের ধারে দাঁড়িয়ে রইল; তখন তার মনে পড়ল যে, গাছের ছালের নৌকাটা মেরামত করতেই হবে—পালটা আঁট করে বাঁধা দরকার। সে সেরগেইয়ের পাশে বসে মেরামত করতে লেগে গেল। মা একটা আলো নিয়ে এলেন। তিমকা তার কাজ শেষ করে নৌকাটি জানালার গোবরাটে রেখে, অনেকক্ষণ ধরে দেখে তারিফ করল। আসিতে সমস্ত ঘর ও সাইডবোর্ডের ছায়া পড়েছে। তিমকা সকৌতূহলে একদৃষ্টিতে এই ছায়ার দিকে তাকিয়ে রইল। সাইডবোর্ডটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, কিন্তু চপগুলো আন্দাজ করার ব্যাপার। তিমকা তাড়াতাড়ি চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিল—না, চপগুলো এখনও ওখানেই রয়েছে।

সেরগেই তার বইটা বন্ধ করে রান্নাঘরে ঢুকল। তিমকার মনে পড়ল, তাকে নতুন নদী তৈরী করতে যেতেই হবে। সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। তারপর সে সাইডবোর্ডের কাছে গিয়ে পায়ের আঙ্গুলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে একটা পাল্লা খুলে ফেলল। তার আঙ্গুলগুলি একটা চপের চকচকে গা স্পর্শ করল। তিমকা আঙ্গুলগুলি বাড়িয়ে দুটো চপই তুলে নিয়ে তার বুকের উপর চেপে ধরল এবং আস্তে সাইডবোর্ডের পাল্লাটা বন্ধ করে দিল। পা টিপে টিপে নিঃশব্দে সে রান্নাঘরটা পার হয়ে গেল এবং সিঁড়ির প্রথম ধাপেই প্রথম কামড় দিল চপে। সিঁড়িটা ছোট, সবশুদ্ধ দশটা ধাপের বেশী নেই, কিন্তু তিমকা শেষ ধাপে পৌঁছাবার আগেই চপগুলো ফুরিয়ে গেল, শুধু তার বুকের উপর ছড়িয়ে রইল গোটা কয়েক টুকরো। তিমকা ঝটপট শেষ গ্রাসটা গিলে ফেলল, কারণ, আধখোলা সামনের দরজার মধ্য দিয়ে সে কিরিককে একটা কোদাল হাতে যেতে দেখেছে। গিলে ফেলার শেষ চেষ্টায় তিমকার গলা তখনও সংকুচিত হয়ে আছে। কিন্তু, তার মুখে ইতিমধ্যেই সতেজ আগ্রহ ফুটে উঠেছে।

"আমিও একটা কোদাল নিই, অ্যাঁ?"

একটা কোদাল যোগাড় করে তিমকা বলল, "বুঝলে, প্রথমে একটা নালা কাটা যাক, তারপর জল ছেড়ে দিলেই হবে।"

কিরিক জবাব দিল, "এ ছাড়া আমরা করবই বা কি করে। অন্য রকম করলে তো সারা চত্বরে জল বয়ে যাবে।"

অন্ধকার নেমে এল, কিন্তু বিকেল বেলাতেও আকাশে চাঁদ ছিল ; এখন সেই চাঁদের আলো সোজা এসে পড়ল চত্বরের মধ্যে। তিমকা খুব খাটল, এবং কিরিকের জন্য একটা নৌকা তৈরী করে দেবার কথাটা পেতিয়া গুবেংকাকে কি করে বলা যায়, সারাক্ষণ তাই ভাবতে লাগল।

"কিরিক, ধর পেতিয়া নৌকো তৈরী করল না।"

কিরিক বলল, "বয়ে গেল। আমি নিজেই তৈরী করব। মোটেই কঠিন নয়। তোমরা কখনও দেখনি এমন ভাল নৌকো আমি তৈরী করব।"

"কি দিয়ে করবে?"

"ওহো, আমার বাবার একটা বাক্স ভর্তি যন্ত্রপাতি আছে। বাটালি, উকো, ছুরি, যা তুমি চাও, ঐগুলি দিয়েই আমি নৌকো তৈরী করতে পারি।"

"উকো! উকো দিয়ে তুমি নৌকো তৈরী করবে কি করে?"

"উকো দিয়ে তৈরী করব না। উকো হল ঘষে পালিস করার জন্যে—এতে নৌকোটা দেখতে ভাল হবে।"

তিমকা উকোর কথা ভাবতে লাগল, কিন্তু আবার সে দেখল যে, পেতিয়া গুবেংকার সমস্যাটাই ভাবছে। গ্রীষ্মকালের আনন্দময় দিন ও স্বপ্নের সঙ্গে সত্যিকারের নৌকার যোগ রয়েছে। একটা নৌকার অর্থ মাছ ধরা, রাত্রে চরের মধ্যে তাঁবু ফেলা, তাঁবুর পাশে আগুনের কুণ্ড করা, মাছের ঝোল রাঁধা, এবং এর অর্থ উজানী জাহাজীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ—যারা কলম-কাটা ছুরি দেয় আর জাল বুনতে পারে। উজানী জাহাজী ছাড়া এই রকম সব আনন্দের স্বাদই গত গ্রীষ্মকালে তিমকা পেয়েছে। কিন্তু গত বছর গ্রীষ্মকালে তার কর্মতৎপরতা বরং সীমাবদ্ধই ছিল, কারণ বাবা ইলেকট্রিক মিস্ত্রি এলেনিচের কাছ থেকে নৌকাটি ধার নিয়েছিলেন, এবং সে যাত্রায় মাছ ধরবার সঙ্গী ছিলেন তাঁর

বাবা, এলেনিচ সেরগেই, লিওনিয়া বিচকোভ ও সেরগেইয়ের বন্ধু আব্রাম রোইটেনবের্গ। এতগুলো লোক। আর প্রত্যেকেরই নিজস্ব পরিকল্পনা ছিল। তিমকাকে ছোট ছোট আজেবাজে কাজ করতে দেওয়া হয়েছিল— তাঁবুর পাশে আগুন জ্বালাবার জন্যে গাছের ডাল যোগাড় করা এবং ফাৎনা ছাড়া ছিপের সরু ছোট সুতো ঝুলিয়ে রাখার কাজ, সেটা আর যাই হোক, সেটা রাত্রে মাছ ধরার সময়ে কোন কাজের নয়।

এর মধ্যেই চত্বর পেরিয়ে নালা গেটের ধারে পৌঁছে গেছে। তিমকারা তাদের কোদাল নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল এবং কাজের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ অংশ শেষ করতে লেগে গেল। বন্যার স্রোত এখন নির্জনে ফেনা তুলে ছুটে চলেছে। এত বিপুল জলরাশি বৃথাই বয়ে চলেছে ভেবে ওরা এমন কি দুঃখও বোধ করল।

কিরিক বলল "মজার ব্যাপার হবে, না! কাল ওরা এখানে ছুটে আসবে, আর সমস্ত নদীটাই হবে আমাদের! এ ছাড়াও আমাদের একটা পোতাশ্রয় হবে!"

কিন্তু সেই মুহূর্তে চাঁদের আবছা আলোর মধ্য থেকে বেরিয়ে এল তিমকার বাবার দীর্ঘ মূর্তি, এবং পা ফেলে ফেলে এগিয়ে গেল গেটের দিকে। মিনায়েভ জলস্রোত পার হয়ে থামলেন।

"তিমকা! আর এ কে? কিরিক? অন্ধকারের মধ্যে এখানে তোমরা কি করছ?"

"ও, আমরা নালা কাটছি", উৎফুল্ল ভাবে জবাব দিল তিমকা।

এই রকম একটা চমৎকার কাজ করছে বলে বাবার কাছে বড়াই করার সুযোগ পেয়ে সে খুশী হয়েছিল।

"নালা কাটছ? কিসের জন্যে?"

"তাকিয়ে দেখ না। এর মধ্যে আমরা চত্বরে নালা কাটা শেষ করেছি। এখন আমরা এখানে কাটব, তাহলেই স্রোতটা সোজা ভেতরে এর মধ্যে এসে পড়বে। নালাটা একটা নদী হয়ে যাবে।"

"বটে। খুব ভাল: লোকে চত্বর থেকে জল বাইরে বের করে দেয়, আর আমরা ঠিক তার উল্টোটি করছি—চত্বরের মধ্যে জল নিয়ে যাচ্ছি। কি ভেবে এটা করলে? এই মতলব কোথায় পেলে?"

তিমকা ক্ষুব্ধ স্বরে চেঁচিয়ে উঠল, "কারণ ওরা সব এখানে আসে। ওরা সবাই···ওদের নৌকোগুলো নিয়ে।"

"কারা?"

"ওরা সবাই! সারা রাস্তার লোকেরা। আমাদের এখানে স্রোত ভাল আর একটা জলপ্রপাত আছে, তাই ওদের হিংসে হয়। তাই ওরা সবাই এখানে এসে নাক ঢোকায়।"

"তাই বল। কিন্তু তোমরা তো চমৎকার লোক দেখছি। তাহলে তোমরা শুধু নিজেরাই নৌকা ভাসাবে?"

তিমকা বাবার গলার স্বরে কেমন একটা অদ্ভুত ভাব লক্ষ্য করল, কিন্তু সেটা যে কি তা বুঝে ওঠার সময় সে পেল না। তা ছাড়া, শুধু সে আর কিরিক নৌকা ভাসাবে, এই অতি সত্যিকারের চিন্তা তাকে অভিভূত করে ফেলেছিল।

সে উত্তেজিত ভাবে জবাব দিল, "ও, হ্যাঁ! ওরা এখানে এসে দেখবে, নদী আমাদের চত্বরের মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে।"

"চমৎকার! এ কথাটা ভাববার মত এমন বুদ্ধি কার মাথায় এল? তোমার মাথায় বলতে চাও?"

"কিরিকের আর আমার।"

কোদালটা ধরে দাঁড়িয়ে কিরিক কিছুটা বিব্রতভাবে তিমকার বাবার ব্যগ্র উচ্চ কণ্ঠস্বর শুনছিল। পরিকল্পনার একক উদ্ভাবনকর্তা একমাত্র সে-ই, এবং তিমকা নির্লজ্জের মত তার উদ্ভাবন কর্তৃত্ব ক্ষুণ্ণ করলেও সে ব্যাপারটা এমন কি উপেক্ষাই করল।

জলস্রোতের দুই পাশে দুই পা রেখে আড়াআড়ি ভাবে দাঁড়িয়ে মিনায়েভ ছেলেদের দেখতে লাগলেন। মনে হল তিনি খুব তারিফ করছেন।

"হ্যাঁ। সারা রাস্তাটাই যে তোমাদের চত্বরে সরিয়ে আনতে পারছ না, এটা দুঃখের কথাই বটে!"

এই দুঃখপ্রকাশে স্পষ্টতঃই যে আতিশয্য ছিল, তিমকা আশঙ্কার সঙ্গে তা লক্ষ্য করল, এবং কিছু বলল না। কিরিক কিন্তু জোরে হেসে উঠল।

"রাস্তা দিয়ে আমাদের কি হবে?"

"তোমরা রাস্তা দিয়ে হাঁটতে পারবে, আর, অন্যেরা পারবে না। সেটা ভালই হবে, তাই না?"

তিমকা বুঝল যে, তর্কাতর্কিতে আর অংশ গ্রহণ না করাই শ্রেয়। কিন্তু তর্ক এমন ধারায় চলল যে তিমকার পক্ষে তাতে অংশ গ্রহণ করার আর দরকার হল না।

"ক্ষুদে অকম্মার দল! এই হল তোমাদের ধারণা! বাড়ি চল!"

তিমকা বাবার আগে আগে হাঁটছে। সে লক্ষ্যই করল না, নতুন নালাটা সে কেমন করে পেরিয়ে গেল; লক্ষ্য করল না কেমন করে সে ঘরে পৌঁছাল, অথবা কেমন করে তার কোট খুলল।

সেরগেই তখনও তার বই নিয়ে বসে আছে, কিন্তু তিমকার এখন উচ্চ-স্তরের বিজ্ঞান নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নেই। সে একটা টুলের উপর বসে একটা কোণে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে ঝঞ্ঝাটের জন্য প্রস্তুত হয়ে রইল।

বাবা তোয়ালে হাতে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে জোরে জোরে বললেন,

"চমৎকার একটি ছেলে আছে আমার! সে শুধু বুর্জোয়াদের অধীনে থাকবার যোগ্য। রাস্তায় কোথায়ও জলকাদা জমেছে দেখতে পেলেও তার হিংসে হয়, কারণ সে জায়গাটা রাস্তার মধ্যে, তার পকেটের মধ্যে নয়। অ্যাঁ? জলকাদা জমেছে দেখে প্রত্যেকে তার পাশ কাটিয়ে চলে যেতে পারে! সেটা ভাল হবে না! তা কখনও চলবে না! শুধু তিমকাই ওরকম কাজ করতে পারবে, অন্যেরা কক্ষনো পারবে না। লোভের চোটে এই অকম্মারা এতদূর গেছে!"

তিমকা শূন্য দৃষ্টিতে কোণার দিকে চেয়ে রইল ; অভিযোগের ভারে তার বুকটা ভেঙ্গে পড়ল। তার বাবা ঘরের মাঝখানে স্তম্ভের মত সোজা ও দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে তোয়ালেতে তাঁর হাত মুছে চলেছেন আর কথা বলছেন বাজখাঁই গলায়। তাঁর হাল্কা-নীল চোখদুটি মাঝে মাঝে তিমকার দিকে কটাক্ষপাত করছে, অধিকাংশ সময়েই তাকিয়ে আছে তোয়ালের দিকে। তাঁর চিবুক ও তাঁর কামানো গালদুটির বড় বড় ভাঁজগুলিও একই দিকে তাকিয়ে আছে। তাঁর গলার স্বর ও ভঙ্গীতে যে শক্তি প্রকাশ পাচ্ছে, তিমকা তার দ্বারা যতটা অভিভূত হয়ে পড়েছে, তাঁর কথায় ততটা হয়নি। এই দুর্দমনীয় শক্তির সম্মুখীন হয়ে তিমকা অনুভব করছে যে, সে কিছুই না। এ ছাড়া আর কিছু সে অনুভব করতে পারল না। এমন কি সে চিন্তাও করতে পারল না ; তবে মেজাজ দেখাবার সুযোগ তখনও ছিল এবং তিমকার রাগ হল তার মা ও সেরগেইয়ের উপর। সেরগেই তাকিয়ে আছে তিমকার দিকে, মুখে তার দেঁতো হাসি ; একবার কি দুবার জোরে হেসে উঠেছিল ; আর বাবার পাশে দাঁড়িয়ে মা বিষণ্নভাবে একটু হাসবার ভান করছেন। এতো বোঝাই যায় যে, তিমকা এখন মুস্কিলে পড়েছে দেখে, তিমকা এখন নস্যাৎ হয়ে গেছে দেখে ওরা খুশীই হয়েছে। এমন কি তিমকা সেরগেইয়ের দিকে খুনীর দৃষ্টিও হেনেছে।

ঘর থেকে বেরিয়ে বাবা রান্নাঘরে ঢুকলেন। সেরগেই হেসে ফেটে পড়ল—"সত্যি সত্যি তুমি নিজের জন্যেই একটা ডোবা তুলে আনতে চেয়েছ, তিমকা ?"

সেরগেইয়ের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে তিমকা প্রচণ্ডভাবে তার কাঁধটা ঝাঁকাল এবং সেরগেইয়ের দিকে আর একটা ভীতিজনক অবজ্ঞার দৃষ্টি নিক্ষেপ করল, কিন্তু তখনও সে তার বসার ভঙ্গী পরিবর্তন করল না এবং কোণার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়েই রইল। অপমানকর অবস্থা তিমকা বরদাস্ত করতে পারে না, এবং এই রকম সময়ে সে সর্বদাই স্থির গাম্ভীর্যের সাহায্যে নিজের ক্ষতিপূরণ করার চেষ্টা করে। তার ভঙ্গী বজায় রাখতে পেরে সে এমন কি একটু আনন্দও বোধ করতে শুরু করেছিল, কিন্তু অকস্মাৎ

তাকে এক নতুন বিচার সহ্য করতে হল। প্রথমটির তুলনায় এটা অনেক বেশী দুর্বহ। তার মা যে দুঃখিত দর্শকের ভঙ্গী ত্যাগ করেছেন, তিমকা সেটা লক্ষ্য করে নি। কিন্তু হঠাৎ তার কান দুটি ভয়ংকর কথার দ্বারা আক্রান্ত হল, এবং এ আঘাতের শক্তি অতুলনীয়।

"কেন, ওর হিংসে তো শুধু ডোবার জন্যেই নয়। ওর বাবার জন্যে আমরা যে চপগুলো রেখেছিলাম, ও তো সেগুলি নেবার চেষ্টায় ছিল। তবে হয়ত ও নয়?"

তিমকার মস্তিষ্কে আতঙ্ক বাসা বেঁধেছে। সে মায়ের দিকে ঘুরে হাঁ করে তাকিয়ে রইল: মা প্লেটের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন—চপগুলি ঐখানে ছিল। একটা অজানা শক্তি তিমকাকে ধরে তুলে নিয়ে পাশের ঘরের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলল; একটা কালো—অভেদ্য কুয়াশায় ঢেকে তাকে বিছানার উপর ছুঁড়ে ফেলে দিল। জলে-ভেজা-বুটপরা তিমকার পা দুটি খাট থেকে নীচে ঝুলে রইল এবং তার অবশিষ্ট দেহ দুঃখে কাঁপতে লাগল। সেরগেইয়ের অট্টহাসির আওয়াজ কুয়াশা ও বিমূঢ়তার মধ্য দিয়ে তিমকার কানে পৌঁছাল, কিন্তু সে ইতিপূর্বেই অনুভব করেছে যে সব কিছু শেষ হয়ে গেছে, সব কিছু ধ্বংস হয়েছে, তার হতাশা চরমে পৌঁছেছে।

আধ মিনিটের মধ্যে মা এসে বিছানায় তার পাশে বসলেন; তাতে ফোঁপানিটা আরও বেড়ে গেল, এমন কি, তার পা পযন্ত পৌঁছাল। খাটের প্রান্তে পা দুটো দাপাদাপি করতে শুরু করল।

তিমকার কাঁধের উপর হাত রেখে মা বললেন, "লক্ষ্মী ছেলে, এবার থাম, অত কেঁদ না। কটা চপের জন্যে এত কান্নাকাটি ঠিক নয়।"

এই কথাগুলির পর মনে হল ফোঁপানিটা একটা সঙ্কীর্ণ গিরিনালার মধ্য দিয়ে ছুটে আরও অগ্রসর হয়ে এক প্রশস্ত নদীতে পরিণত হল। মায়ের স্নেহময় হাতের নীচে দিয়ে ফোঁপানি এই ভাবে বয়ে চলল যতক্ষণ না বাবা পাশের ঘর থেকে বললেন:

"চপগুলো খেয়েছে? কোন চপ? যেগুলো আমার জন্যে রাখা হয়েছিল?"

এ কথায় তিমকা ফোঁপানি বন্ধ করল; তার কারণ এ নয় যে তার দুঃখ একটুও কমেছিল; কারণ, তার বাবা আস্তে আস্তে কথা বললেন, এবং তিনি অন্য ঘরে ছিলেন বলে তাঁর কথা শোনাও খুব কঠিন হচ্ছিল। সেরগেই আস্তে আস্তে জবাব দিচ্ছে আর বাবা বলে চলেছেন—

"ও, হ্যাঁ ঠিক কথা, আমি দুপুরে খাবার সময় মাত্র একটা চপ খেয়েছিলাম। কিন্তু চপগুলো কি তিমকা খেয়েছে? হয়ত ও খায়নি। ও একটাও রাখে নি? অসম্ভব! ও হলে এরকম করত না। ও সব সময় বলে যে, ও আমাকে খুব ভালবাসে। কোথাও একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। আমি কখনও ওকথা বিশ্বাস করব না। নিশ্চয়ই ইঁদুরে খেয়েছে। চপগুলো তো ওখানেই ছিল, তাই না? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই ইঁদুরে খেয়েছে।"

তিমকা বুঝল যে, কেউ তার উপর রাগ করে নি; তবে, ইঁদুরের সম্পর্কে যা বলা হল তা যে তাকে উত্যক্ত করার উদ্দেশ্যেই, তাও সে বুঝল। তবুও তার কল্পনায় দুটো ইঁদুর দেখা দিল। তারা নির্লজ্জভাবে গুঁড়ি মেরে মেরে তাদের লেজ নাড়তে নাড়তে প্লেটের উপর উঠল। তারপর প্রত্যেকটি ইঁদুরই আধখানা চপ খেয়ে ফেলল। এই দৃশ্যটি স্থায়ী হল মাত্র এক সেকেণ্ড। তারপরই দেখা গেল আর একটা দৃশ্য। তিমকা সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে চপগুলো গিলছে এবং আদৌ কোন আনন্দ পাচ্ছে না। তিমকা আবার ডুকরে ফুঁপিয়ে উঠল। সে জানে যে, এখনও বিছানা ছেড়ে ওঠার সময় হয় নি, এখনও অবস্থাটা খুবই খারাপ। মা তার মাথার পিছনে টোকা দিতে দিতে বললেন,

"ওরকম করা ভাল হয় নি, তিমকা। তোমার যত ইচ্ছে চপ তুমি খেতে পার, আমি তোমাকে চপ দিতে তো নারাজ নই, কিন্তু ওই ভাবে কখনও লুকিয়ে চুরিয়ে নেবে না। বাবার কথা তোমার ভাবা উচিত। তাই না, লক্ষ্মীটি?"

তিমকা নীরব। তার আট বছর বয়সের মনে কয়েকটা কথা হুড়মুড় করে এসে পড়ল, অবশ্য সবগুলিই অজুহাতের মত। প্রথমতঃ, সে ভেবেছিল যে বাবা আর খেতে চান না; দ্বিতীয়তঃ, দুটি মাত্র চপ ছিল; তৃতীয়তঃ,

হয়ত সেরগেই দুপুরে খাবার সময় তিমকার চাইতে বেশী চপ খেয়েছে। মা বলে চললেন, "কিন্তু কাউকে না বলে ও রকম করার কথা ভাব তো। কেউ যাতে না দেখতে পায় এই তো। কাজটা অন্যায় হয়েছে, বাবা!"

তিমকা তার মায়ের মুখ দেখতে পারছে না, কিন্তু এই মুহূর্তে মায়ের মুখটা কি রকম দেখায় তা তার খুব ভালই জানা আছে: গোল গাল কমনীয় মুখ, তাঁর কটা চোখদুটি কোঁচকানো, পুরন্ত ওষ্ঠাধরে লেগে আছে মৃদু হাসি। ওষ্ঠের উপর একটা আঁচিল ও দুটি চুল।

তিমকা মধুর চিন্তাহীন শান্তির মধ্যে ভাসতে লাগল, এত মধুর এই শান্তি যে অকস্মাৎ সে তার মায়ের সব কথাই মেনে নিতে চাইল। আর ঠিক এই মুহূর্তেই মা তার মাথাটা টেনে নিজের দিকে ঘুরিয়ে তার মুখের দিকে তাকালেন। সত্যিই তিনি হাসছেন, আর তাঁর হাসির মধ্যে রয়েছে একটা উষ্ণ কোলে-টেনে নেওয়া শক্তি। এ হাসি তিমকাকে অপমানিত করে না, তাকে নস্যাৎ করে দেয় না।

চোখের জলে ধোওয়া চকচকে চোখদুটি তুলে তিমকা মায়ের দিকে চাইল।

"আচ্ছা, তোমার কি বলার আছে?"

"আর করব না, মা, সত্যি বলছি, আর করব না।"

"এই তো লক্ষ্মী ছেলে। এখন উঠে পড, আমরা খেতে বসব।"

মা আস্তে তিমকার কানটা ধরে একটু টেনে চলে গেলেন। কিন্তু এখনও ওঠা অসম্ভব: অন্য ঘরে বাবার বুটজুতোর শব্দ শোনা যাচ্ছে। তিমকা উঠলেই বাবা নিশ্চয়ই আবার ইঁদুরের গল্প শুরু করবেন। কাজেই তিমকা একপাশে কাৎ হয়ে শুয়ে কাবার্ডের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। কিন্তু বাবার বুটের শব্দ ক্রমে কাছে আসতে লাগল, তিনি দোরগোড়ায় হাজির হলেন। যেমন করেই হোক বাবারা এমন ভাবে তৈরী যে, তাঁদের দেখা মাত্রই তোমাব মধ্যে সব কিছু স্তব্ধ হয়ে যায় এবং একটা কিছু ঘটার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। বাবা বিছানার কাছে এসে একটা চেয়ার টেনে নিলেন, তিমকার নাকের সামনে চেয়ারটা রেখে তাতে বসলেন। চোখ বুজে ফেললেই

ভাল হ'ত, কিন্তু তিমকার চোখ বুজল না। বাবা হাসলেন, এবং যেভাবে তিনি হাসলেন তাতে একটা বৈশিষ্ট্য আছে: প্রফুল্ল এবং সঙ্গে সঙ্গে ভীষণও বটে। পরিষ্কারভাবে কামানো তাঁর শক্ত গোলাপী গালের চামড়া কুঁচকে ভীষণ দর্শন ভাঁজ দেখা দিল। বাবা তাঁর দৃঢ় ও বিজ্ঞতাব্যঞ্জক মুখখানা তিমকার কাছে এনে বললেন,

"তোমার মার কথা শুনো না, তিমকা। আবার যদি ডোবা বা চপ দেখা দেয়, তাহলে মায়ের কথা নিয়ে মাথা ঘামিও না, চটপট সেরেফ দখল করে ফেলবে, নইলে আর কেউ করবে, তোমার জুটবে না, তাই না?"

বাবার ধূর্ত চাল তিমকা ধরে ফেলেছে, আর ধরে ফেলেছে বলেই তার পক্ষে বাবাকে বোঝা ও বাবার কাছে ঘেঁসা আরও সহজ হয়ে উঠেছে। তিমকার মনে সাড়া জাগল; ভাল ঘড়ির মিস্ত্রি ঘড়ি হাতে নেবার সঙ্গে সঙ্গে যেমন হয়, ঠিক তেমনি তিমকার মনের চাকাগুলিও ফূর্তিভরে টিকটিক করে ঘুরতে লাগল এবং সব কিছু আবার চলতে শুরু করল। তিমকার নীল চোখদুটিতে দেখা দিল অকপট হাসি, চোখদুটি তখনও জলে ভেজা। সে ফিসফিস করে বাবার কথার জবাব দিল, "না, ওটা ঠিক নয়..."

"বাঃ, তুমি তো ভাল ছেলে। আমি ভেবেছিলাম তুমি কিছুই বুঝতে পারনি! বেশ, এখন তাহলে কি করা যাবে? খেতে যাব আমরা?"

তিমকা আরও অবাধে কথা বলতে লাগল, যদিও তার গলার স্বরে তখনও কান্নার রেশ থাকায় ঘড়ঘড়ে আওয়াজ শোনা যাচ্ছে—

"তুমি কিছু মনে করনি তাহলে? চপগুলো সম্পর্কে?"

"প্রথমে মনে করেছিলাম, কিন্তু এখন আর করছি না।"

"মা আরও তৈরী করবেন।"

"হ্যাঁ আমিও তাই ভেবেছিলাম।"

"রাগ কর না।"

"ব্যাপারটা এখানেই মিটে যেতে দাও," বাবা বললেন।

"হ্যাঁ, তাই ভাল," হেসে বলল তিমকা, লাফাতে লাফাতে বিছানা

থেকে নেমে সে বাবার হাঁটুর দিকে ছুটে গেল। বাবা আদর করে তার পাছা চাপড়ে বললেন :

"এরকম ক্ষেত্রে বাবারা এই সব জায়গাতে চাবুক লাগাতেন। কিন্তু আমার মনে হয়, তার দরকার নেই।"

তিমকা তার বাবার চিবুকের দিকে চোখ তুলে তাকাল। তার বাবা প্রায়ই যেরকম ভাবে জবাব দেন, সেও তেমনি ভাবে জবাব দিল—

"একেবারেই দরকার নেই।"

"চল খেতে যাই!"

বসবার ঘরে বই নিয়ে সেরগেই আর বসে নেই। অর্থপূর্ণ ব্যঙ্গের হাসি হেসে সে তিমকাকে অভিনন্দন জানাল। কিন্তু তিমকার কাছে জীবনটা তখন এত মধুর ঠেকছে যে সে প্রতিবাদ পর্যন্ত জানাল না। তারা টেবিলে খেতে বসার সঙ্গে সঙ্গেই বাবা এমন কিছু বললেন যাতে জগৎটা হঠাৎ বদলে গেল, আর তিমকা দেখতে পেল তার জীবন্ত চিত্তাকর্ষক দিকটি :

"তিমকা আর কিরিক চত্বরের মধ্যে একটা ছোট্ট ডোবা নিয়ে আসতে চেয়েছিল, কিন্তু ব্যাপারটা এখন যে রকম চলেছে তাতে দেখা যাচ্ছে, সমস্ত নদীটাই যেন আমাদের দেখা দিতে আসবে।"

"তাই নাকি?"

"খবর খুবই খারাপ। গতকাল জলের লেভেল পুরো এক মিটার বেড়েছে আর আজ আরও বেড়ে দাঁড়িয়েছে এক পয়েণ্ট দুই। সত্যিকারের বন্যা বলেই মনে হচ্ছে।"

"কি করব আমরা?" মা জিজ্ঞাসা করলেন।

"ওরা এর মধ্যেই ব্যবস্থা করছে। আজ রাতে ওরা বাঁধটা আরও শক্ত করতে শুরু করবে।"

নদীর কাছ থেকে পালিয়ে গিয়েও বসতিটা নদীর খেয়ালের হাত থেকে নিষ্কৃতি পায় নি। জল যখন সব চাইতে বেশী বাড়ে, তখনও নদীর ঠিক

পাড়েই পুলের ধারের প্রথম ছোট্ট কুটীরটি কখনও ভেসে যায় না, কারণ দিগন্তে যে শৈলমালা দেখা যায় তারই একটা সরু ফালি নেমে এসে এখানে পাড় গঠন করেছে। অনেকদিন আগে এই ফালি বরাবর বসতি গড়ে উঠতে শুরু করে। কিন্তু তিন শতাব্দী কালের মধ্যে কুটীরগুলি এই ফালির ঢালু গা বেয়ে নদীর উজানে প্রশস্ত জলাভূমি পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। আর এখান থেকেই প্রতি বসন্তে বন্যার জল বসতিতে পৌছায়। এই জলাভূমিগুলির প্রান্তে যে অঞ্চল—সেটা নোংরা পাড়া নামে পরিচিত ; সেখানে কুটীরগুলি প্রতি বছরই জলে ভেসে যায়, এমন কি জল যখন সব চাইতে কম থাকে তখনও। এই অসুবিধাজনক অবস্থা বিবেচনা করেই সেখানে কুটীরগুলি তৈরী করা হয়েছে, সমস্ত কুটীরই লম্বা সরু পায়ার উপর দাঁড়িয়ে আছে ; এবং কুটীরের বাসিন্দারা লম্বা খাড়া মই বেয়ে কুটীরে ঢোকে।

পুলের দিক থেকে রেলওয়ে বাঁধটা এসে বসতিটাকে দুই ভাগে ভাগ করে দিয়েছে : "ক্ষুদে স্বর্গ" এবং "উপর পাড়"। নোংরা পাড়া আর বাঁধের মধ্যে বহু কুটীর ছড়িয়ে রয়েছে—এই কুটীরগুলি হল বসতির কারবারী লোকদের— ঘোড়ার গাড়ি ও গরুর গাড়ির গাড়োয়ান, দোকানদার, দরজি ও মালীদের। জার আলেক্সেই মিখাইলোভিচের আমলে জীবনের প্রয়োজন যে-পদ্ধতি অবলম্বনে চরিতার্থ হয়েছে এই কুটীরগুলি সেই পদ্ধতিতে তৈরী হয়েছে ও কাঠের পাতলা কাঠামোর উপর কাদা আর গোবর দিয়ে গাঁথা দেয়াল, তাতে খড়খড়ি বসানো এবং চারপাশে মাটির জাঙ্গাল ; কিন্তু কালের হাওয়া অনুযায়ী কুটীরের চাল খড়ের পরিবর্তে টিন দিয়ে ছাওয়া। চিরাচরিত মাটির মেঝের পরিবর্তে কুটীরগুলির মেঝে যথোচিত কাঠের ও রঙ-করা। কিন্তু পুরাতন ঐতিহ্য অনুযায়ী কুটীরগুলি চেরীকুঞ্জ, সূর্যমুখী ফুল ও ভুট্টা গাছে ঘেরা ; বেশ উঁচু বেড়া এবং তার গেট লোহা দিয়ে মোড়া, রাস্তার ঠিক উপরেই। মোটের উপর এ অঞ্চলকে সমৃদ্ধ ও উচ্চাভিলাষের বশে বড়াই করে তাকে বলা হয়, "ক্ষুদে স্বর্গ"। যাতে দুটো বা তিনটে ফ্ল্যাটের সংকুলান হয় তার জন্যে সম্প্রতি কয়েক বছরে এখানে বাড়িগুলি

আরও বড় করে তৈরী করা হয়েছে এবং মালিকদের অনেকেই নিকটবর্তী কৃষি-যন্ত্র কারখানার শ্রমিক ও আফিসের লোকজনকে ঘর ভাড়া দিয়েছেন।

কারখানার লোকদের প্রধান অংশ কেন্দ্রীভূত হয়েছে রেলওয়ে বাঁধটার অপর দিকে। এখানে তিন-চারতলা ফ্লাটবাড়ি অনেক; বাঁধানো রাস্তা এবং এমন কি ফুটপাথ ও থিয়েটার পর্যন্ত এখানে আছে। কিন্তু এখানেও বড় বড় বাড়িগুলির মাঝে মাঝে "ক্ষুদে স্বর্গ" গোছের কয়েকটি কুটীর ছড়িয়ে আছে, এই কুটীরগুলি বসতির পুরাতন বাসিন্দাদের।

উঁচু রেলওয়ে বাঁধটা বসতিকে যেমন দুইভাগে ভাগ করে দিয়েছে, তেমনি ভাগ করে দিয়েছে বসতির বসন্তকালের ভাগ্যকেও: "অপর পাড" কখনও বন্যার দুর্ভোগ ভোগ করে না। কেবলমাত্র দুই জায়গায়, যেখানে ছোট লোহার পুলের নীচে দিয়ে বাঁধ কেটে রাস্তা চলে গেছে, সেখানে কারখানার দিকে জল ঢুকতে পারে, কিন্তু এ সব জায়গাতেও জল ঢোকার পথ বন্ধ করা কঠিন নয়।

"ক্ষুদে স্বর্গ" এই সুবিধাগুলি ভোগ করে না। প্রবল বন্যার সময় "ক্ষুদে স্বর্গ" ক্ষুদে ভেনিসে পরিণত হয়, এবং ঐ শহরের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেই অনেক কুটীর খুঁটির উপর তৈরী করা হয়েছে। এ কথা সত্যি যে, প্রায় কুড়ি বছর আগে মেয়র কান্দিবার আমলে একটা মাটির বাঁধ তৈরী হয়েছিল, মেয়রের নিজের বাড়ি ছিল "ক্ষুদে স্বর্গে"। চিরাচরিত বসন্তকালীন বন্যাজল থেকে নোংরা পাড়ার বাসিন্দাদের বঞ্চিত না করে, বাঁধটা মহানুভবের মত "ক্ষুদে স্বর্গ" ও "নোংরা পাড়া"র মধ্যে বিস্তার লাভ করেছিল। কিন্তু কান্দিবার পর এই বাঁধ আর কখনও মেরামত করা হয়নি; বাঁধটার পক্ষে যা করা সম্ভব ছিল তাই শুধু সে করেছে, এবং সেটাও বেশী কিছু নয়......

পরদিন রবিবার। প্রাতরাশ শেষ করেই তিমকা রওনা হল বাঁধের দিকে। প্রত্যেকেই ঐ দিকে ছুটছে এবং রাস্তার উপর জলস্রোতে নৌকা ভাসানো বন্ধ হয়েছে; সর্বোৎকৃষ্ট জাহাজগুলিও অযত্নে পড়ে রয়েছে। যাবার পথে

তিমকার সঙ্গে জুটে গেল একটা গোটা দল : মিত্রোশকা গ্রিগরিয়েভ, কিরিক, পেতিয়া গুবেংকো এবং আরও অনেকে। পেতিয়া আজ খুশী।

তিমকার কাছে এগিয়ে এসে সে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি ওখানে যাচ্ছ ?"

"হ্যাঁ"।

"আমিও যাচ্ছি।"

"আজ তুমি বদলে গেলে কি করে ?"

"বদলে গেলাম !"

"কাল তুমি অন্যরকম ছিলে : সারাক্ষণ কি ভাবছিলে ?"

"ও, সে কিছু নয়," পেতিয়া বলল, "আমার বোনের সঙ্গে আমার মারামারি হয়েছিল।" পেতিয়া বিব্রতভাবে হাসল—"নাতাশার সঙ্গে। একটা খাতা নিয়ে।"

"কোন নাতাশা ?"

"আমার বোন নাতাশা। সে নবম শ্রেণীতে পড়ে।"

"আ—হা ! আমি চিনি, নাতাশা গুবেংকো।"

নাতাশা গুবেংকোকে তিমকা ভালভাবেই চেনে। সে স্কুল কমিটির সভানেত্রী, এবং প্রায়ই তাদের ক্লাসে এসে গোলমাল করার জন্য অথবা মেঝেতে খড়ি দিয়ে দাগ কাটার জন্য ছেলেদের বকে।

রবিবার বলে অনেক লোক জমেছে বাঁধের উপর। এপ্রিলের আরামপ্রদ সূর্য্য আকাশ থেকে তাকিয়ে দেখছে নীচের দিকে। বাঁধটা দৃঢ় ও ভরাট; বাঁধের গায়ে এখনও তুষার জমে রয়েছে। সম্মুখে, বাঁধটার সামনে, নোংরা পাড়াটা ভাসছে, পাড়ার বাসিন্দারা তাদের ডিঙি চড়ে এ বাড়ি ও বাড়ির মধ্যে ছুটোছুটি করছে অথবা উঁচু খাড়া ধাপ বেয়ে ওঠা নামা করছে; জল উঠেছে প্রায় ঘরের মেঝে পর্যন্ত।

জল এখনও বাঁধ পর্যন্ত পৌছয় নি, এবং সারা বছরে নোংরা পাড়ার রাস্তাগুলিতে যত ময়লা জমেছিল—গোবর, খড়, ন্যাকড়া ও জঞ্জাল—সব বুকে নিয়ে শান্ত ও নোংরা জল স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বাঁধের সামনে শুকনো জমির

উপর তক্তা আর কাঠের গাদা এর মধ্যেই ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে; লম্বা গাড়িগুলো অদ্ভুতভাবে ঘুরছে ; ছুতোর মিস্ত্রিরা কর্মব্যস্ত। বাঁধটা প্রায় এক কিলোমিটার লম্বা, এবং সর্বত্র কাজ চলছে। ছুতোর মিস্ত্রিরা হাতুড়ী আর কোদাল দিয়ে থামগুলো শক্ত করে বসাচ্ছে এবং আ-চাঁছা গাঁটওয়ালা তক্তাগুলি পেরেক দিয়ে থামের গায়ে এঁটে দিচ্ছে ; বাঁধের অন্যদিকে ভারি গাড়িগুলি নরম জমি মন্থন করে বাঁধের উপর ভারে ভারে টাটকা মাটি এনে উল্টে ফেলছে।

বাঁধের উপরে বসতির বাসিন্দা আর কারখানার শ্রমিকরা ঘুরে বেড়াচ্ছে।

নতুন জ্যাকেট পরে বিচকোভ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দরজি গ্রিগোরিয়েভের সঙ্গে কথা বলছেন। গ্রিগোরিয়েভ দুর্বল, বেঁটেখাট মানুষ ; গোঁফের বদলে তাঁর ঠোঁটের প্রান্তে গোটা তিনেক চুল যৌবনকালে গজিয়েছিল, তারপর আর কখনও বাড়ে নি।

বিচকোভ প্রত্যয়ের সঙ্গে ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজ করে বললেন, "দেখ ওরা কত লোক এখানে এনে ফেলেছে! বৃথাই সব। কে বলল বন্যা হবে! কে বলল এমন কথা ? প্রত্যেক দশ বছর অন্তর বন্যা হয়। সতেরো সালে একবার হয়েছে, কাজেই সাতাশ সালের আগে আর হবে না। ওরা যে আমাদের কত যত্নে রেখেছে, সেটা দেখাবার জন্যেই এই সব করা হচ্ছে। তক্তা আর গাড়ি নিয়ে চলেছে ওরা, তাকিয়ে দেখ। আর ঐ যে কর্তা পা ফেলে ফেলে চারপাশে ঘুরছেন। ঠিক কর্তার মত দেখাচ্ছে ওকে, না? কিন্তু, আসলে ও হল স্পিরকা সামোখিন। গতকাল ও একজন স্টোকার ছিল, কিন্তু আজ ও বলশেভিক হয়েছে। ওহো, উনি সব বোঝেন, সব কিছু: কোথায় বন্যা হবে, কি রকম বাঁধ আমাদের দরকার। নোট বই হাতে চারপাশে পাক খাচ্ছেন।"

তিমকা আর পেতিয়া সারা বাঁধটা ঘুরে দেখল, দুবার তারা একেবারে জল পর্যন্ত নেমে গেল ; একটা ছড়ি জলে ছুঁড়ে ফেলে দেখল, ছড়িটা ভাসতে ভাসতে কোথায় যায়। অনেকক্ষণ ছড়িটা নড়লই না, তারপর পাড়ের ধার দিয়ে প্রায় অগোচরে ভেসে যেতে শুরু করল।

তিমকা জিজ্ঞাসা করল, "তোমার নৌকোটা কোথায় ?"

"ঐখানে, নদীর বুকে। আমার কাকা ওখানে পুলের উপর কাজ করেন।"

এই পেতিয়া জীবনের সব ভাল জিনিস পেয়েছে বলে মনে হয়। সেদিন ওর সঙ্গে দেখা হল একজন জাহাজীর, আজ বলছে ওর কাকা সত্যি সত্যিই পুলে কাজ করেন।

"কি কাজ করেন তিনি ?"

"ওঁকে পুলের কর্তা বলা হয়।"

বড়াই না করেই পেতিয়া কথাটা বলল, কিন্তু তবু ঈর্ষার তীব্র জ্বালায় তিমকার হৃদয় চিরে গেল।

"এরপরই তুমি বলবে যে উনি একজন বলশেভিক।"

"হ্যাঁ, উনি বলশেভিক। উনি পার্টির সভ্য, একজন কমিউনিস্ট।"

"মিথ্যে কথা বলছ।"

পেতিয়া দাঁত বের করে হাসল।

"মিথ্যে কথা কেন বলব ?"

"তুমি কি ভাব যে চারদিকে যাকেই দেখছ সেই কমিউনিস্ট ?"

"তুমি একটা হাঁদা, আমি বলছি কাকা কমিউনিস্ট।"

"তুমি নৌকোটা এখানে নিয়ে এলে না কেন ?"

"কোথায় ? বাঁধের কাছে ?"

"ঠিক এইখানে। এখানে নৌকোটা বেঁধে রাখতাম। বেশ মজা হত !"

"এখানে তুমি ওটা বাঁধতে পারতে না। আর তিন কি চার দিনের মধ্যেই বাঁধের উপর জল উঠবে।"

"বল কী, একেবারে "ক্ষুদে স্বর্গে" জল ঢুকবে ?"

"একেবারে এই বাড়িগুলোর মধ্যে জল ঢুকবে।"

"উরে, কী মজা হবে ! তুমি কি করে জানলে ?"

"বাবা তাই বলেছেন।"

"তিনি কেমন করে জানলেন ?"

"তিনি সব জানেন। তিনি বলেছেন যে, জল যদি থামানো না যায় তো সর্বনাশ হবে। বাবা বলেছেন, জলে সব ডুবিয়ে দেবে।"

পেতিয়া "ক্ষুদে স্বর্গের" দিকে দেখিয়ে গম্ভীর কালো চোখে তিমকার দিকে তাকাল।

পেতিয়া হাত দিয়ে যে দিক দেখাল, তিমকা সেই দিকে তাকিয়ে তার কল্পনায় দেখতে পেল, কুটীর, ফলের বাগান, বেড়া সব জলে ভাসছে। খুশীতে তার চোখ দুটো জলজল করতে লাগল।

"সে বেশ চমৎকার হবে, না! তখন আমরা নৌকো করে ওখানে যেতে পারব, তাই না?"

পেতিয়া ভ্রূকুটি করল।

"হাঁ, তা আমরা পারব। তবে, আমার দুঃখ হবে।"

"কেন তোমার দুঃখ হবে?"

"লোকজনের কি হবে?"

তিমকা হেসে উঠল।

"ওহো! লোকজন! তাকিয়ে দেখ, সব ভেসে গেছে জলে, কিন্তু সব লোক নিরাপদে রয়েছে। আর ওরা নৌকোয় যাতায়াত করছে। দুঃখ পাবে কেন? তুমি সব জায়গায় নৌকো করে যেতে পারবে! কেন, তুমি তো পুলের তলা দিয়ে একেবারে কারখানা পর্যন্ত যেতে পারবে।"

"কারখানায়? সে ওরা যেতে দেবে না।"

"আমি অনুরোধ করব। আমি বলব: এক মিনিটের জন্যে, শুধু একটিবার দেখেই চলে আসব।"

"ওরা জল ঢুকতে দেবে না। কেই বা দেয়? কারখানা বন্ধ করতে কে চায়?"

তিমকা ঝটপট ভেবে নিল।

কারখানা বন্ধ হতে পারে না—তিমকা এ কথাটা ভালই জানে, কারণ যত জিনিস আছে তার মধ্যে কারখানাই হল তিমকার কাছে বৃহত্তম ও

সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ। প্রত্যেক দিন বাবা যখন কারখানা থেকে বাড়ি ফেরেন, তখন সঙ্গে বয়ে আনেন এক সত্যিকারের মহাজীবনের একরকম বিশিষ্ট, জটিল ও আনন্দময় গন্ধ। তিমকা বেশীক্ষণ ভাবল না।

সে কথাটা মেনে নিয়ে বলল, "কারখানা কেন বন্ধ হতে যাবে? পুলটার ওখানে জল ঢোকার পথ বন্ধ করে দিলেই হল!"

সেদিন রবিবার। জীবন চলেছে স্বাভাবিক ভাবে, এমন কি ফূর্তির সঙ্গে। বাঁধটি প্রাণচঞ্চল। তরুণ ও তরুণীরা বেড়াতে বেরিয়েছে। গাড়িগুলির ক্যাঁচকোঁচ শব্দ মধুর ও শান্তিময় মনে হচ্ছে। স্পিরিদন সামোথিন বাঁধের উপর পায়চারি করতে করতে নোংরা পাড়ার দিকে তাকিয়ে দেখছেন, এবং কতগুলো তক্তা ও কত গাড়ি মাটি আনা হয়েছে নিপুণভাবে খাতায় তার হিসেব টুকছেন। কাজের লোকেরা এসে তাঁর সঙ্গে একই রকম শান্তভাবে আলাপ করছে, ব্যস্ততার ভাব প্রকাশ না করে নোংরা পাড়া অথবা "ক্ষুদে স্বর্গের" দিকে তাকিয়ে দেখছেন। সাধারণতঃ নোংরা পাড়ার বাসিন্দাদের নিজেদের অনেক কথা বলার থাকে, এমন কি তারাও তাদের ডিঙি বেয়ে পাড়ের কাছে এসে যে সব বাসনা ব্যক্ত করছে তার সঙ্গে বন্যার আশঙ্কার কোন সম্পর্কই নেই।

"হেই, ও ক্যানারী পাখি, এস তোমাকে নৌকোয় বেড়িয়ে নিয়ে আসি! ওহো, এ দেখি কাতিয়া! কাতিয়া, বাঁধের উপর হেঁটে হেঁটে তোমার পা দুটো ক্লান্ত করে ফেলছ কেন? এস, একটু বসে নাও।"

"উল্টে যাবে তোমাদের নৌকো।"

"আমার নৌকো ওল্টাবে এ কথা বললে তো হবে না। কেন, ওল্টাবে, মাঝিগিরি করে তো বুড়ো হয়ে গেলাম।"

কয়েকটি মেয়ে রঙ্গ করে তাদের স্কার্ট গুটিয়ে ঢালু পাড় বেয়ে নামল, এবং সময়োপযোগী সর্বপ্রকার সাবধানতা ও উত্তেজনা সহকারে একটা ভঙ্গুর নৌকার উপর পা দিল। তারপর একটা তীব্র চীৎকারে জলাভূমি অঞ্চলটা জাগিয়ে

তুলে তারা মনোহর ভঙ্গীতে ঢলে পড়ল সাহসী মাঝির কোলের মধ্যে। অন্যান্য তরুণ তরুণীরা বাঁধের উপর থেকে লক্ষ্য করছিল। তারা চীৎকার করে বলল :

"ওকে বিশ্বাস কব না, কাতিয়া, ও একটা খেঁকশেয়াল, ওর নৌকোয় ছ্যাঁদা আছে।"

"তুমি ছাদের উপর রাত কাটাবে!"

ইঞ্জিনিয়ার ভেরিয়ভকিনের সত্যিকারের বড নৌকাটায় ছিল একদল তরুণ তরুণী ; তারা দুই জোড়া দাঁড় দিয়ে নৌকাটা বাইছে আর একডিয়ন বাজাতে বাজাতে গাইছে :

'ভাটিতে যেখানে বইছে ভলগা নদী……'

সন্ধ্যা হল, বাঁধের উপর বনফায়ার জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। কর্মীদের নতুন দল তাদের কুড়ুল দিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে ঠক ঠক আওয়াজ করে কাজ করে চলেছে ; গাড়িগুলো ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ করছে ; আগুনের চারপাশে বসে নানারকম লোক বিশ্রম্ভালাপ করছে আর অতীতের বন্যার কথা বলছে। থেকে থেকে গল্প বলার মাঝে মাঝে হাসি উঠছে ; কেউই দুঃখের কাহিনী বলছে না।

সন্ধ্যা হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের উত্তেজনা ও উদ্বেগ বাড়ল। সেদিন তারা যথেষ্ট ছুটোছুটি করেছে, নানা দৃশ্য দেখে বেড়িয়েছে, আলাপ-আলোচনা ও ঝগড়াঝাঁটি করেছে। তাদের মধ্যে অনেকের ক্ষিদেও পেয়েছে। অন্ধকার হয়ে এলো—মায়েরা তাদের অতি-সংবেদনশীল ছেলেদের সন্ধানে বেরোলেন। কেউ কেউ আস্তে আস্তে আদরের কথা বলে ছেলেদের খাওয়ার জন্যে বাড়ি নিয়ে গেলেন ; এখানে ওখানে কোন মা তার ভবঘুরে ছেলেটিকে ঠেলে বাড়ি নিয়ে গেলেন, এবং এ ব্যাপারে তিনি বাঁধের সুবিধাজনক নরম ঢালু গায়ের সদ্ব্যবহার করলেন। কেউ কেউ বৃথা খুঁজে বেড়ালেন, যাকে দেখতে পেলেন তাকেই জিজ্ঞাসা করে চললেন—"কোলিয়াকে দেখেছ, দেখনি? আচ্ছা, সে তোমার চোখে পড়েছে কখনও? কী সাংঘাতিক ছেলে!"

ইতিমধ্যে কোলিয়া একটা গাড়ির গাড়োয়ানের সঙ্গে ভাব করে ফেলেছে। সরু সীটের উপর বসে সে তালুতে জিভ ঠেকিয়ে ঘোড়ার উদ্দেশে টক টক আওয়াজ করছে এবং লাগাম ঝাঁকাচ্ছে।

বাড়ি ফেরা কঠিন। ঘটনাগুলি একটার পর একটা এত দ্রুত ভীড় করে আসছে যে এক দিকে নজর দেবার আগেই পরেরটা তোমার উপর এসে পড়বে। তরুণ মাতাল ডিঙির মধ্যে উল্টে পড়ে কাপড়চোপড় থেকে নোংরা জল নিঙড়ে ফেলতে-না-ফেলতেই ডানদিক থেকে চীৎকার উঠল। তোমাকে ছুটতে হবে সেখানে; কি হল দেখবার জন্য সকলের দৃষ্টি পড়েছে সেই দিকে। আর ওখানে ওরা কতকগুলো বস্তা এনেছে; আর এক জায়গায় একটা ঘোড়ার সাজ খোলা হচ্ছে; এবং বাঁ দিকে একটা লরী এসে পৌছেছে; ডানদিকে কেউ শুরু করেছে একর্ডিয়ন বাজাতে; মাঝখানে দেখা যাচ্ছে চোখ-ধাঁধানো হেড-লাইট জ্বালা ফিটফাট একটি মোটর গাড়ি—কার্যনির্বাহক কমিটির সভাপতি এসে পৌছেছেন। ক্লান্ত পাগুলো বার বার হেঁটে চলবে, ব্যগ্র চোখগুলি সামনে তাকিয়ে দেখবে, এবং আবার তুমি বিরাট দূরত্ব অতিক্রম করে হাঁফাতে হাঁফাতে দৌড়বে। যখন সন্ধ্যা হল, তখন এই সমস্ত অপসৃয়মান ঘটনাবলী ছাড়াও তোমার চিন্তা করবার জন্য থাকছে সারাদিনের ফলাফল। প্রধান ব্যাপার হল এই যে, জল খোদ বাঁধ পর্যন্ত এসে পৌছেছে। নোংরা বাচ্চা মিলোশকা এর মধ্যেই জলে ছপ্ ছপ্ করছে আর উপরে যারা আছে তাদের চেঁচিয়ে বলছে, "এর মধ্যে দুটো তক্তা জলে ডুবেছে! দুটো তক্তা জলে ডুবেছে!"

অন্য ছেলেরা বাঁধের উপর থেকে ঝুঁকে দেখছে। মিত্রোশকার বাপ মা ছেলের সঙ্গে মানিয়ে চলেন এবং তাকে খালি পায়ে সারাদিন ঘুরে বেড়াতে দিয়েছেন—মিত্রোশকার এমন দুর্লভ সৌভাগ্যে অন্য ছেলেরা হিংসায় জ্বলছে।

কিন্তু পরদিন সকালবেলা দৃশ্যের পরিবর্তন ঘটল; মিত্রোশকা বাঁধের নীচে আর জল ঘাঁটতে পারছে না। নোংরা পাড়ায় বাড়ির মেঝের উপর দিয়ে জল বয়ে চলেছে, এবং নোংরা পাড়ার বাসিন্দারা তাদের ডিঙিতে চড়ে

বেড়াবার বদলে জিনিসপত্র বয়ে নিয়ে যাচ্ছে একেবারে উপরের তলার কুঠুরীতে। কার্যনির্বাহক সমিতির সভাপতি আবার বাইরে বেরিয়ে এসে মাথা ঝাঁকালেন। অনেক ভাবনা তাঁর : খোদ শহরেরই চারপাশে আছে দশ কিলোমিটার লম্বা এক বাঁধ।

আর একটা দিন গেল, আরও একটা দিন। জল যে দিনে দেড় মিটার করে বাড়ছে তা দেখাই যাচ্ছে। নোংরা পাড়ার কুটীরগুলির সমস্ত জানালা ডুবে গেছে। নোংরা ডোবার মত জলেব উপর আর আবর্জনা ভাসছে না ; আবর্জনা সব কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেছে। এখন স্রোত দেখা যাচ্ছে, এখানে সেখানে ছোট ছোট ঘূর্ণীর সৃষ্টি হয়েছে, এবং এক্ষেত্রে সাধারণতঃ যেরকম দেখা যায় সেই রকমের বিচিত্রিত সব ঢেউয়ে ইতিপূর্বেই মৃদু বাতাসে স্পন্দন জেগেছে। খোদ বাঁধের চারপাশে জলের মৃদু ছলাৎ ছলাৎ শব্দ হচ্ছে ; বাঁধের থামগুলির একেবারে মাথা পর্যন্ত তক্তা দিয়ে ঘেরা এবং মাটি দিয়ে ভর্তি। বাঁধটা এখনও জলের লেভেল থেকে কয়েক মিটার উপরে রয়েছে, কিন্তু সংশয়বাদীরা পাতলা দেয়ালটাকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখছেন—নদীর জলের চাপ ঠেকাতে হলে দেওয়ালটা অন্ততঃপক্ষে আরও দুইগুণ পুরু হওয়া দরকার। ১৯১৭ সালে জল যতটা উঁচুতে উঠেছিল, ২৪এ এপ্রিল জল উঠল সেই পর্যন্ত। সেদিন সন্ধ্যায় কারখানার কাজ বন্ধ করে ঘোষণা করা হল যে, বন্যারোধের জন্য সমস্ত শ্রমিককে সমাবেশ করা হবে। ইস্কুলগুলি বন্ধ করে দেওয়া হল। যাদের বাড়ি বন্যায় ভেসে গেছে, তাদের জন্য ষ্টেশনে মালগাড়ির ব্যবস্থা করা হল।

২৫এ ভোর হতেই মিনায়েভরা উঠল। আগের দিন রাত্রে বাবা বলেছিলেন, "আমাদের জন্য একটা মালগাড়ি বরাদ্দ হয়েছে, কিন্তু ওখানে যাবার আগে আমরা একটু অপেক্ষা করব। সেরগেই, আমাদের কোদাল আর খন্তা সব এক জায়গায় কর।" তিমকার দিকে ফিরে তিনি বলেছিলেন, "পায়ে পায়ে ঘুরবে না তুমি, তুমি বাড়িতে থাক, তোমার বাঁধের উপর থাকবার কোন দরকার নেই।"

কিন্তু বাবার কথার জবাবে তিমকার চোখদুটিতে এমন দুঃখ প্রকাশ পেয়েছিল যে তার বাবা হেসে উঠলেন এবং হাত নেড়ে বললেন,

"ঠিক আছে, তোমাকে দর্শক হতে হবে না, একটা বালতি নিয়ে এস, কয়েকটা বস্তায় মাটি ভরতে পারবে।"

"দর্শক" কথাটার জন্য তিমকা বাবার উপর একটু ক্ষুব্ধ হয়েছিল। এমন কথাও কেউ হয়ত ভাবতে পারে যে, গতকাল ষ্ট্রেচার তৈরী করার ব্যাপারে সে সাহায্য করে নি।

বাঁধটাকে তিনভাগে ভাগ করা হল। বাঁদিকের দায়িত্ব ন্যস্ত হল কারখানার উপর, মাঝখানের দায়িত্ব পড়ল "স্থানীয়দের" উপর, এবং সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক ডানদিকের দায়িত্ব ন্যস্ত হল লাল ফৌজের একটি রেজিমেণ্টের উপর। ডানদিকের অংশটা একেবারে নদীর ধারে। গতকাল থেকে লাল ফৌজের লোকেরা কাজে লেগেছে। তিমকা ও অন্য ছেলেরা সেখানে ছুটে গিয়েছিল, কিন্তু বাঁধের উপর তারা যেতে পারে নি; সেখানটা রাইফেলধারী সান্ত্রীরা ঘিরে আছে, যারা দেখতে আসছে তাদের সঙ্গে পর্যন্ত তারা কথা বলে না। ছেলেরা বেড়ার উপর বসে দূর থেকে অনেকক্ষণ লাল ফৌজের লোকদের কাজ দেখল। কাজটা খুব কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হচ্ছিল। সেনাপতিদের বেণ্ট-পরা চেহারা, সৈন্যদের উদ্দেশ্যপূর্ণ দ্রুত গতিবিধি, লরীগুলির উদ্বিগ্নভাবে আসা-যাওয়া এবং বাঁধের উপর বসানো লাল ও সবুজ দুটো ঝাণ্ডা দেখে তিমকা এই গুরুত্বটা অনুভব করল। গতকাল বাবা বলেছিলেন, "ডানদিকেই ব্যাপারটা কঠিন দাঁড়াতে পারে, তবে ওরা সামাল দেবে। ভাবতো একবার, লাল ফৌজের একটা রেজিমেণ্ট! ওদের সঙ্গে লড়াইয়ে নদীর জেতার কোন সম্ভাবনা নেই!"

এই কথাগুলি শুনে তিমকা একেবারে হাঁ হয়ে গিয়েছিল, কথাগুলি এত চমৎকার আর এত জোরালো। এখন লাল ফৌজের একটা রেজিমেণ্ট নদীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে বলে তিমকার কাছে নদীটা একেবারে অন্যরকম ঠেকছে। সে আর নৌকা বেয়ে বেড়াতে যায় না; সে অনুভব করছে যে,

লাল ফৌজের লোকদের মত তাকে শান্ত ও কঠোরভাবে নদীর সম্মুখীন হতেই হবে। নদীর সমস্ত অনিষ্টকর শক্তি তিমকা এখন দেখতে পাচ্ছে ; সে দেখছে নদীর ভয়ংকর শক্তি এবং তার গতির চাপ, সে দেখছে দিগন্তে কুয়াসায় ঢাকা নদীর দুই তীরের প্রশস্ত ব্যাপ্তি। আর সেও লড়তে চায় এই নদীর বিরুদ্ধে, এবং এই কারণেই সে বিচকোভকে ঘৃণা করতে শুরু করেছে।

গতকাল বাবা, সেরগেই আর সে যখন গুদামের চালার তলায় স্ট্রেচার তৈরী করছিল, তখন বিচকোভ সেখানে এসে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে তাদের কাজ দেখেছিলেন, তারপর তাঁর অভ্যাস মত রুক্ষ চুলওয়ালা মাথা নুইয়ে চোখদুটো মাটির দিকে নিবদ্ধ করে বলছিলেন,

"কেন আপনার শক্তির অপচয় করছেন, ভাসিল ইভানোভিচ! ওরা আপনাকে নদী সংক্রান্ত ব্যাপারের কর্তা বানিয়েছে বলে আমি শুনেছি। স্ট্রেচার দিয়ে আপনার কি হবে ?"

"আমি নদী সংক্রান্ত ব্যাপারের কর্তা নই, আমি হচ্ছি একটা অংশের সহকারী প্রধান, আর স্ট্রেচারের দরকার হয়েই থাকে।"

"হুঁ! ভাবছেন স্ট্রেচার দিয়ে নদী ঠেকাবেন! স্ট্রেচারে করে আপনি কি নিতে পারবেন ?"

মিনায়েভ জবাব দিলেন, "এক বস্তা মাটি⋯"

"এখন আর তার সময় নেই। বাঁধটা শীতকালেই মেরামত করা উচিত ছিল। এখন অবশ্যি যাতে হাত দেবেন তাই নষ্ট হবে। আর ওরা এখানে যথেষ্ট সৈন্য ও জোর করে পাঠায় নি। লাল ফৌজের একটা রেজিমেণ্ট দিয়ে কী-ই বা হবে!"

মিনায়েভ জবাব দিতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে গুদামের দরজায় লিওনিয়া বিচকোভ হাজির হল। তার মুখখানা চওড়া, চোয়ালের হাড় উঁচু হয়ে আছে। সে যে বিচকোভের কথায় সায় দিচ্ছে না, তা তার মুখের ভাবেই প্রকাশ পাচ্ছিল।

"তুমি আমার বাবা হতে পার, কিন্তু তুমি বাজে কথা বলছ।"

"ও হো ! দেখছি আমাদের মধ্যে নয়া পয়গম্বর এলেন ! ভগবানের নামে কোথা থেকে আসা হচ্ছে !"

"আমি তোমার সব কথাই শুনছিলাম। 'এখানে জোর করে পাঠানো হয়েছে' তোমার বয়সে এই রকম কথা সাজে ? ওরা এসেছে তোমাদের সাহায্য করতে, আর তুমি বলছ ওরা আসতে বাধ্য হয়েছে !"

"সাহায্য করতে এসেছে না কচু করতে এসেছে ! ওরা ওদের জোর করে পাঠিয়েছে, সেই জন্যেই ওরা এসেছে। ওদের আসতে হুকুম করা হয়েছে বলেই ওরা এসেছে। তর্ক করার কি আছে ? সৈন্য কি তা প্রত্যেকেই জানে ! আর বাবার সঙ্গে কথা বলবার সময় অত খুশীমত মন্তব্য কর না, বুঝলে ছোকরা !"

বিচকোভ নীচু হয়ে গম্ভীর মুখে তাঁর ছেলের দিকে তাকালেন। লিওনিয়া কিছু না বলে দরজায় দাঁড়িয়ে রইল, তারপর দরজাটা দড়াম করে বন্ধ করে দিয়ে চত্বর ছেড়ে চলে গেল। চালার বাইরে মাথা বাড়িয়ে বিচকোভ যে গেটের মধ্য দিয়ে লিওনিয়া অদৃশ্য হয়ে গেল সেই গেটটার দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর সারা গায়ের মত তাঁর কান দুটোও লোমশ। শুধু সেই কান দুটোই মিনায়েভদের কথা শুনতে লাগল। বিচকোভের কানের দিকে ভ্রূকুটি করে, যেন ছেলেদের বলছেন, এমনভাবে, মিনায়েভ বললেন,

"বকেই চলেছেন। সময় আর দমের অপচয় করে চলেছেন। স্ট্রেচারের কি দরকার ?"

হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে বিচকোভ তাঁর দাড়িটা সামনে বাড়িয়ে দিলেন।

"তাহলে আপনি আমার দমেরও হিংসে করেন ?"

"হ্যাঁ, করি।"

"আমার দম আমার নিজের নয় কি ?"

"তা তো বটেই !"

ছেলেরা হো হো করে হেসে উঠল।

বিচকোভ গুদামের চারদিকে তাকিয়ে দেখলেন। কিছু না বলেই তিনি চলে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ফিরে দাঁড়ালেন।

তিনি বললেন, "আমার জীবনের অপচয় করছি বলে আপনি কিছু মনে করেন না, না কি ?"

মিনায়েভ তাঁর ঠোঁট কামড়ে ধরে একটা বড় পেরেকের উপর হাতুড়ী দিয়ে কান ফাটানো ঘা মারলেন। দুই ঘায়ে পেরেকটা কাঠের মধ্যে বসিয়ে দিয়ে তিনি তার মাথায় আরও প্রচণ্ড শব্দে ঘা মারলেন, একেবারে সারা চত্বরটায় সে আওয়াজের প্রতিধ্বনি উঠল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিচকোভকে বললেন,

"যান, গীর্জায় গিয়ে বকবক করুন গে !"

বিচকোভ চলে গেলেন।

বাঁধে যাবার সময় পথে এ সব কথা তিমকার মনে পড়ল। এত হতবুদ্ধিকর নতুন ও তীব্র এই সব কথা; এতে তাকে অদ্ভুতভাবে নাড়া দিল। তার মনটা এখানে সেখানে অনুসন্ধান করল, সর্বত্রই মানুষের মধ্যে একটা আশঙ্কার ভাব দেখতে পেল, আর অনেক কিছুই সে বুঝতে পারল না।

সে হেঁটে চলেছে, সঙ্গে সঙ্গে বালতিটার ক্ষীণ ঠনঠন আওয়াজ উঠছে, অনুরূপ আওয়াজের প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে রাস্তায়। লোকে কাঁধে করে স্ট্রেচার বয়ে নিয়ে চলেছে; অন্ধকার ভোরের কুয়াসায় স্ট্রেচারের সাদা রঙ চকচক করছে। রাস্তা ছাড়িয়ে, বাড়ির ছাদ ও গাছের মাথার উপর একটা ক্ষীণ গোলাপী আলো আকাশ রাঙাতে শুরু করেছে; গাছগুলি তখনও ন্যাড়া এবং তাদের মাথাটা দেখতে বার্চগাছের ডাল দিয়ে তৈরী ঝাঁটার মত। একদিকে সূর্য্য উঠছে, অন্যদিকে নদী আর পুল; দুইদিকেই একটা অদ্ভুত বিদঘুটে নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে, কিন্তু লোকে তার দিকেই ছুটে চলেছে। সামনের লোকদের মাথা ও মাথার উপর ধরে রাখা খন্তাগুলো অবশিষ্ট অন্ধকারের মধ্যে দ্রুত মিলিয়ে যাচ্ছে। অনেক দূরে কোথাও কুকুর ডাকছে, প্রত্যেক কুকুরের ডাক স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে; সে ডাক যেন আসন্ন দিনের অমঙ্গলের পূর্বাভাষ। তিমকা তার বাবার কাছে দৌড়ে গিয়ে তাঁর জামার আস্তিন ধরে টানল।

লম্বা পা ফেলে যেতে যেতে তাঁর বাবা আস্তে আস্তে বললেন, "কুছ পরোয়া নেই তিমোকি, ঘাবড়িও না!"

কারখানার দিকে বাঁধের অংশটায় সকাল ছটায় ও সন্ধ্যা ছটায় পালা বদল হয়েছে। ২৬এ তারিখে সূর্য্য অস্ত যেতে আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গে মিনায়েভ তিমকাকে বললেন, "তোমার জায়গায় যে কাজ করবে সে এসেছে?"

"হ্যাঁ, কিন্তু আমি আরও কিছুক্ষণ থাকব।"

"আমার সঙ্গে এস। বাঁধের এই অংশটা আমাদের একবার দেখতে হবে।"

তিমকা তার বালতিটা ভলোদিয়া সরোচার হাতে দিয়ে বাবার পিছন পিছন ছুটল। দুজনে হেঁটে চললেন বাঁধের ধার দিয়ে। দিনটা সফল হয়েছে। একটা বাতাস সমুদ্রের দিকে বয়ে গেছে, আবহাওয়াটা উষ্ণ, কাজ চলেছে ফূর্তিতে ও ভালভাবেই। মিনায়েভ নোংরা পাড়ার দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন; সেখানকার বাড়ির ছাদই কেবল জলের উপর দেখা যাচ্ছে। সেদিন সকালে লাইফ বোটগুলি বাড়ির একেবারে উপরের কুঠরী থেকে লোকজনদের নিয়ে মালগাড়িতে পৌঁছে দিয়েছে। মিনায়েভরাও আগের দিন চলে গেছে। নোংরা পাড়ার বাড়ির ছাদগুলো সূর্যাস্তের সময় কালো মনে হতে লাগল।

নদীর জল বাঁধের সমান সমান উঁচু হয়েছে, যেন একটা গেলাস কানায় কানায় ভরে গেছে! বাঁধের নীচে ও বাঁধের ঢালু গায়ে লোকেরা এদিক ওদিক ছুটোছুটি করছে, আর উপরে পায়ে পায়ে মাড়ানো বাঁধের কিনারটাতে মাঝে মাঝে কেবল লোকের চেহারা দেখা যাচ্ছে।

তিমকা বাবার সঙ্গে তাল রেখে চলবার জন্য দৌড়তে লাগল। তিনি সরোষ আশঙ্কার দৃষ্টিতে নদীর দিকে তাকাচ্ছেন। জল নোংরা পাড়ার বাড়িগুলির ছাদ ছাড়িয়ে সূর্য্যাস্তের দিকে এক সীমাহীন সমুদ্রের আকারে ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। জল এখন নিথর, নিঃস্পন্দ; কিন্তু সে বসতির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার সুযোগের জন্যই শুধু অপেক্ষা করছে। বসতির বাড়িগুলির ছাদ এখন অনেক নীচু দেখাচ্ছে।

বাঁধের পাদদেশে তর্ক চলছে। লিওনিয়া বিচকোভ চেঁচাচ্ছে—

"প্রথমেই বলে রাখি আমি গাঁয়ের লোক নই। আমি কারখানার ইস্কুলের একজন শিক্ষার্থী, অর্থাৎ আমি একজন শ্রমিক।"

শান্তভাবে, কিঞ্চিৎ অবজ্ঞার সঙ্গে, নাকিস্বরে একজন তার জবাব দিল—

"কিন্তু আপনি কথা বলছেন গেঁয়ো লোকের মত।"

"গেঁয়ো, গেঁয়ো! তা যাই হোক না কেন, গাঁয়ের স্থানীয় লোকেরাই তো দিনরাত বাঁধের উপর রয়েছে!"

"তার কারণ, তাদের কোন সংগঠন নেই।"

"তা না হয় হল, কিন্তু আমাকে তাদের একজন বলছেন কেন..."

"কারণ, আপনি ওদেরই একজনের মত কথা বলছেন। আমি বলছি, আপনি বাড়ি যান। আপনার পালা শেষ হয়েছে।"

"আমি যাব না। আমার ইচ্ছে হলে এখানে থাকবার অধিকার আছে আমার, আছে কি না?"

মিনায়েভ বাঁধের গা বেয়ে দৌড়ে নেমে গেলেন নীচে। তিমকা উপরে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগল। অবস্থার জটিলতা ও গুরুত্বে সে হতভম্ব হয়ে গেছে।

মিনায়েভ জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হয়েছে?"

ক্রুদ্ধ লিওনিয়ার সামনে দাঁড়িয়ে আছে তরুণ টার্ণার গলুবেভ, বাঁধের সেই অংশের ফোরম্যান সে। মিনায়েভের প্রশ্নের জবাব কেউ দিল না। স্পষ্টতঃই গলুবেভেরও সন্দেহ আছে। মিনায়েভ চারদিকে তাকিয়ে দেখলেন: স্ট্রেচার, খন্তা ও বস্তার মধ্যে দাঁড়িয়ে অন্য লোকেরা কৌতূহলের সঙ্গে তর্ক শুনছে।

"তোমরা কি নিয়ে তর্ক করছ? কাজ বন্ধ করে......"

প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে লিওনিয়া বলল, "অবিশ্যি আমি তর্ক করছি। ও আমাকে বাড়ি পাঠাতে চেষ্টা করছে। কিছুতেই ছাড়বে না।"

"হুকুম তো তাই, লিওনিয়া।"

লিওনিয়া তার মুখ ফিরিয়ে নিল।

"হুকুম! হুকুম হল শুধু সংগঠনের জন্যে। আমি যদি আরও কিছু কাজ করতে চাই, তাহলে?"

পাশে কোথায় কে যেন ব্যঙ্গের স্বরে আস্তে বলে উঠল, "ওর বাড়ি 'ক্ষুদে স্বর্গে', আর তাই নিয়েই ওর ভাবনা।" লিওনিয়া রাগে বোঁ করে ঘুরে গেল; মেজাজ তার তখন মারমুখী।

"ঐ জঘন্য ঘর পড়ে গেলেও আমার কিছু আসে যায় না। যাও না, তুমি নিজেই সেখানে গিয়ে থাক, বোকারাম!"

আর একজন আরও গম্ভীর গলায় ফোঁড়ন কাটল, "হ্যাঁ, ও কথা বলাটা বোকামী বৈকি। লিওনিয়া তো তার বাড়ির জন্যে খাটছে না।" এর কথাতেও ব্যঙ্গের স্বর ছিল।

মিনায়েভ শান্ত কণ্ঠে বললেন, "লিওনিয়া, শান্ত হও, বাড়ি যাও।"

লিওনিয়া তার খন্তাটা ঘুরিয়ে প্রচণ্ডবেগে মাটির মধ্যে বসিয়ে দিল।

"আমি যাব না! আমি যদি কাজ করতে চাই তাহলে আমাকে থামাবার কোন অধিকার তোমাদের নেই!"

"আর তুমিও কোন নিয়ম শৃংখলার ধার ধারো না। তুমি যদি ছেলেমানুষ না হতে, এই ধরনের কথা বলার জন্য আমি তোমাকে বাঁধ থেকে একেবারে সরিয়ে দিতে পারতাম।"

"কিন্তু কেন?"

"আমরা এ রকম করতে দিতে পারি না। এ সময়ে তোমার বীরত্বের দরকার নেই আমাদের। এখানে তোমার মত বীর অনেকেই আছে। কিন্তু মনে হচ্ছে বাহাদুরী তুমি দেখাতে চাও, যেন আর যে কোন লোকের চেয়ে তুমি ভাল।"

"সব সময়েই বীরত্বের দরকার হয়······"

"না, সব সময় হয় না। এখানে তোমরা সকলেই বীর, তোমরা সকলেই না জিরিয়ে কাজ করে যেতে প্রস্তুত, কিন্তু ধর, আগামীকাল সত্যিই এইভাবে কাজ করার দরকার হল, অথবা তার পরের দিন, তখন তোমরা এখানে নেই,

তোমরা ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়েছ, তোমাদের কিছুই করার ক্ষমতা নেই, তখন কি হবে ?"

"আমি ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়ব না," লিওনিয়া একগুঁয়ের মত তার খন্তা আঁকড়ে ধরে রইল।

মিনায়েভ হঠাৎ তাকে চেঁচিয়ে বললেন, "এখুনি সোজা বাড়ি চলে যাও, শুনছ ?" বাঁধের উপর দাঁড়িয়ে তিমকা, সে ভয় পেয়ে গেল, তার পায়ে হঠাৎ কেমন টান লাগল, সে একবার এ পায়ে একবার ও পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে লাগল। লিওনিয়া একপাশে লাফিয়ে পড়ল এবং খন্তাটা ছুঁড়ে মাটিতে ফেলে দিল। তারপর সে গোমড়ামুখ করে বসতির দিকে এগোল, কিন্তু থেমে বিড বিড় করে বলতে লাগল,

"বসতির বাসিন্দা, অমুক তমুক, এই সব না বলে গোড়াতেই এ কথা তোমরা বলতে পারতে না ?"

সকলেই হেসে উঠল। মিনায়েভ খাড়া ঢাল বেয়ে উঠে হাসতে হাসতে লিওনিয়াকে দেখিয়ে ঘুঁষি নাড়লেন। লিওনিয়া তার একটা হাত মাথার পিছনে রেখে বাহু নেড়ে বাড়ির দিকে চলে গেল। গুবেংকো মিনায়েভের কাছে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর গায়ে কালো বেল্ট-আঁটা গ্রেট কোট। তাঁর কালো দাড়ি উস্কোখুস্কো; সে দাড়িতে উদ্বেগ প্রকাশ পাচ্ছে।

"ভাসিলি ইভানোভিচ, ওদের সঙ্গে আমি আর কাজ করতে চাই না। আমি এ সব সহ্য করতে পারি না। পাগলা গারদে আমি কখনও কাজ করিনি।"

"কেন ওরা ঠিক সময়ে আসছে না ?"

"প্রথমতঃ, ওরা ঠিক সময়ে আসছে না। আর দ্বিতীয়তঃ—ওরা কাজ করছে খারাপ ভাবে। ওরা সবাইকে ডোবাবে।"

এক মুহূর্ত থেমে তিনি যোগ করলেন :

"নোংরা শূয়োরের দল !"

"আচ্ছা, বলুন তারপর, বাঁধটা কি রকম দেখছেন ?"

"এখনও পর্যন্ত খুব খারাপ নয়, ঠেকিয়ে রেখেছে। কিন্তু বাঁধটা দুর্বল…… খুবই দুর্বল।"

গুবেংকো মিনায়েভের মতই লম্বা। ওঁদের সঙ্গে তাল রেখে চলতে তিমকাকে দৌড়তে হল।

গাঁয়ের লোকেরা যে অংশে কাজ করছে, সেখানে লোকের সংখ্যা যে কম তা দেখাই যাচ্ছে, কিন্তু গুবেংকো ভুল করছেন বলে মনে হল। এখানে লোকজনের খুব গতিবিধি দেখা যাচ্ছে। অনেকেই স্ত্রীলোক। তারা পরস্পরকে লক্ষ্য করে বক বক করছে আর চেঁচাচ্ছে। এবং প্রত্যেকেই একটা বিশেষ জায়গা বেছে নিচ্ছে।

গুবেংকো জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা সবাই জটলা পাকাচ্ছ কেন?"

একজন বলিষ্ঠ তরুণী বাঁধের কাছে নীচু হয়ে দেখছিল। সে সোজা হয়ে দাঁড়াল, "বাঁধের মধ্যে জল ঢুকছে।"

মিনায়েভ এগিয়ে গেলেন। বাঁধের খাড়া ঢালু গায়ে প্রায় এক মিটার লম্বা একটা জায়গা থেকে জল চুঁইয়ে পড়ছে। বাবার বাহুর পিছন থেকে তিমকা ছোট্ট জলের ধারাটিকে চুঁইয়ে পড়তে দেখল। এতে ভয়ংকর কিছু সে দেখতে পেল না। কিন্তু বাবা স্পষ্টতঃই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন।

"খুব খারাপ! কিন্তু তোমরা এর উপর বস্তা চাপাচ্ছ কেন? ওগুলো পড়ে যাবেই। ওদের ঠেকিয়ে রাখার মত কিছু নেই যে। আর তোমাদের লোকজন সব কোথায়?"

মেয়েরা চুপ করে রইল।

"বিচকোভ কোথায়?"

"বিচকোভ কালও এখানে ছিল না," গুবেংকো জবাব দিলেন।

মেয়েদের মধ্যে একজন বলল, "বিচকোভ বাকিতিয়ান্স্কির জন্যে একটা বাড়ি তৈরী করছে।"

"বাড়ি! ওপারে!"

"না, ক্ষুদে স্বর্গে।"

মিনায়েভ রেগে উঠলেন: "চুলোয় যাক এই হাঁদাগুলো! আর জাখারচেংকো, ভলঞ্চুক? আর ঐ যে কি বলে····· গ্রিগারিয়েভ?"

"ভলঞ্চুক এসেছিল, কিন্তু জলে সে সারা গা ভিজিয়ে ফেলেছে। সে বলল যে, তার সব দুঃখ জলে ডুবিয়ে দিচ্ছে। আর জাখারচেংকোও কাল এসেছিল, কিন্তু আজ যেন কেন শহরে গেছে।"

"বটে······বেশ, ঠিক আছে, তলা থেকে শুরু কর······"

গুবেংকো শুরু করলেন:

"এ কাজ থেকে আমাকে সরিয়ে নিন। ওদের জন্যে আমি জবাবদিহি করতে পারব না······"

"আপনি কেন ওদের জন্যে জবাবদিহি করবেন? আপনি এই গর্তটার ব্যবস্থা করুন, আর আমি দৌড়ে যাচ্ছি, দেখি সাহায্য পাওয়া যায় কিনা। তিমকা, তুমি বাড়ি যাও, আমি পরে যাব।"

পরদিন সকালে নতুন শিফ্টের লোকেরা যখন এসে পৌছল, তখন কেউ আর বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম করার কথা ভাবছে না। পেতিয়াকে সঙ্গে নিয়ে তিমকা যখন এসে পৌছল, তখন সে বাঁধটাকে চিনতেই পারল না। খারাপ আবহাওয়ার ফলে নোংরা পাড়া ও নদী দেখাই যাচ্ছে না। তীব্র ঠাণ্ডা ঝাপটার সঙ্গে টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। নদীর দিক থেকে প্রচণ্ড হাওয়া বইছে। তার ঝাপটায় জলকণা উড়ছে, দেখাচ্ছে মেঘের মতন। নদীতে শুভ্রশীর্ষ তরঙ্গ ফুলে ফুলে উঠছে। জল তার লোল জিহ্বা বিস্তার করে বাঁধের কিনারার উপর দিয়ে আছড়ে পড়ছে, বাঁধের শীর্ষদেশ ভাসিয়ে ফেনার সূক্ষ্ম নকশার আকারে চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে এবং এর বিরাম প্রায় নেই। বাঁধের ঢালু গায়ে পা হড়কে লোক পড়ে যাচ্ছে।

তিমকা, পেতিয়া, ভলোদিয়া এবং অন্যান্য ছেলেরা খালি বস্তাগুলি মাটি দিয়ে ভর্তি করবার সময় পাচ্ছে না। মাটি এঁটেল কাদায় পরিণত হয়েছে। বালতি আর ছেলেদের হাতে মাটি এঁটে যাচ্ছে, বস্তার মধ্যে পড়ছে না। গলুবেভ কাছাকাছি কুটীরগুলির চালাঘর থেকে মাটি আনতে বলেছে, কিন্তু ছেলেরা

সেখানে দৌড়ে যেতে না যেতেই জলসিক্ত কর্দমাক্ত মিনায়েভ জিন ছাড়াই ঘোড়া ছুটিয়ে হাজির হলেন।

তিনি চেঁচিয়ে বললেন, "গলুবেভ, কমসোমলের সবাইকে নিয়ে মাঝের অংশে যাও। ওরা আর ঠেকাতে পারছে না।"

তরুণের দল সেই দিকে ছুটল। তিমকা দ্বিধাভরে চারদিকে চাইল। তার বাবা তার দিকে তাকালেন, কিন্তু দেখতে পেলেন না। তিনি ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেলেন। তিমকা বালতিটা আঁকড়ে ধরে কমসোমলের ছেলেদের পিছন পিছন ছুটল। সামনে পেতিয়া গোঁড়ালি দিয়ে কাদা ছিটিয়ে জোর দৌড়চ্ছে। কদমে ঘোড়া হাঁকিয়ে মিনায়েভ তাদের পিছনে ফেলে চলে গেলেন।

তিমকা যখন মাঝখানে পৌঁছল, তখন কমসোমোলের সবাই সেখানে পৌঁছে গেছে। মেয়েরা ঘাবড়ে গিয়ে পিছনে সরে যাচ্ছে। গ্রিগরিয়েভ পা দিয়ে মাটি থাবড়াচ্ছে আর গোঁ গোঁ করছে। বাঁধের ঠিক নীচেই একটা কাদার কড়াইতে অদ্ভুত রকমে বুদ্বুদ উঠছিল, লিওনিয়া বিচকোভ তিমকার নাকের সামনেই একটা ভারী বস্তা সেই কাদার কড়াইয়ের উপর ধপাস করে ফেলে দিয়ে চীৎকার করে বলল, "বস্তা! আরও বস্তা!! জলদি!!!"

বস্তাবাহী একদল লোকের পাশ কাটিয়ে তিমকা প্রথমেই যে অপেক্ষাকৃত শুকনো মাটির স্তূপ দেখতে পেল সেই দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তার সঙ্গে আরও কয়েকজন লোক ঝাঁপিয়ে পড়ল, এবং অন্যেরা খালি বস্তা হাতে তাদের দিকে ছুটল। একজন তিমকার হাত থেকে বালতিটা ছিনিয়ে নিল। সে খালি হাতেই কাজ করতে লাগল। পেতিয়া তার ডান দিকে এসে হাজির হল। প্রচণ্ডবেগে খন্তা চালাতে চালাতে সে ফিসফিস করে বলল, "যে কোনও মুহূর্তে······সব শেষ হয়ে যাবে······"

তিমকা উপরের দিকে তাকাল। তার সামনে সমুন্নত বাঁধের ঢালু গা খাড়া হয়ে আছে, আর তার উপর চারিদিকে কমসোমলের ছেলেরা দৌড়াচ্ছে, বুকে হেঁটে চলেছে এবং গড়িয়ে পড়ছে; উপচে-পড়া জলকাদার মধ্যে তারা মাটি ভর্তি ভারী বস্তাগুলো ঠেসে কিয়ে দিচ্ছে। লিওনিয়া তিমকার কাছে

ছুটে গেল। তার মুখে কাদা লেপে গিয়েছে, সে হাঁসফাঁস করতে করতে বলল,

"চলে এস, ছেলেরা, আমাদের আরও কিছু দাও!"

"ও!" সামনে একজন চেঁচিয়ে উঠল, আর সবাই সেদিকে ছুটল। মনে হল, বাঁধের ঢালু গায়ের উপর একগাদা বস্তা হাঁ করে নিঃশ্বাস নিয়ে ঠেলে উঠল; তিমকা দেখে ভয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল। হঠাৎ একটা চকচকে কালো স্তম্ভ ঠেলে উঠল এবং বস্তাগুলি ভেদ করে বন্যার মত জল বাইরে বেরিয়ে এল। কয়েকটা বস্তা হুড়মুড় করে নীচে গড়িয়ে পড়ল, এবং তাদের জায়গায় তোড়ে বেরিয়ে এল অপ্রত্যাশিত রকমের পরিষ্কার জলের ফোয়ারা। লিওনিয়া একটা বস্তা নিয়ে সেদিকে লাফিয়ে পড়ল এবং হঠাৎ কোমর পর্যন্ত ডুবে গেল। তিমকার মাথার উপর তার বাবার গলার তীব্র আওয়াজ শোনা গেল:

"উঠে পড় সব! চলে যাও এখান থেকে। বাঁধের উপর ছড়িয়ে পড়।"

তিমকা মাত্র এক সেকেণ্ডের জন্য তার বাবাকে দেখতে পেল। চারিদিকের হৈচৈয়ের মধ্যে তাঁকে একটা অস্পষ্ট বিন্দুর মত দেখাচ্ছে। জলের একটা ঠাণ্ডা ঢেউয়ের ধাক্কা লাগল তিমকার হাঁটুতে, তারপর লাগল তার বুকে; তিমকা পড়ে গেল; পড়ে যাবার সময় তিমকা পেতিয়ার কাঁধ আঁকড়ে ধরেছিল, কিন্তু পেতিয়াও পড়ে গেল···তিমকার মুখের ঠিক সামনেই একটা ঘোড়ার পা দেখা গেল।

"চেপে ধর ওটা"—শান্তস্বরে একজন বললেন।

গলার স্বরটা বাবার মত শোনাল। তিমকা ডিগবাজী খেয়ে উঠে পড়ল। গালে একটা অদ্ভুত রকম ভিজে বুরুশের স্পর্শ অনুভব করাতে সে সম্বিৎ ফিরে পেল। সে চোখ খুলে দেখল, গুবেংকোর মুখটা তার ভীষণ কাছে এসে পড়েছে। তার চোখের উপর থেকে গুবেংকোর দাড়িটা সরিয়ে দিয়ে সে বলল:

"আমি ঠিক আছি···আমি উঠে পড়ছি। পেতিয়া কোথায়?"

গুবেংকো বলল, "উঠবার আগে একটু সবুর কর।"

সে নিজেকে বাঁধের ঢালু গায়ের উপর ঠেলে তুলল। বাঁধের শীর্ষদেশে মিনায়েভ পেতিয়াকে জড়িয়ে ধরে ঘোড়ার উপর বসে রয়েছেন।

তিমকা চারদিকে তাকিয়ে দেখল: লোকেরা বাঁধ বেয়ে ছুটছে। নীচে সব জায়গা এর মধ্যেই জলে ডুবে যাচ্ছে। ভাঙনের মধ্য দিয়ে সফেন তরঙ্গ ছুটে আসছে এবং সবচেয়ে কাছের কুটীরের দেওয়ালের উপর উন্মত্তের মত আছড়ে পড়ছে। আঘাতে আঘাতে কুটীরটা কাৎ হয়ে পড়ল, কুটীরের ছাদ একটা পাশে একটু উঁচু হয়ে রইল, তারপর হঠাৎ ধ্বসে পড়ল।

বাবা বললেন: "যা হবার তা হল, মনে হচ্ছে, আমরা ছেলে বদলে ফেলেছি।" গুবেংকো তিমকাকে বাঁধের উপর নামিয়ে দিয়ে বললেন,

"আমরা ওদের বেছে নেব।"

"ক্ষুদে স্বর্গের" একটা রাস্তা দিয়ে একটা নৌকা চলেছে। নৌকায় বসে আছে তিমকার বাবা, গুবেংকো, পেতিয়া আর তিমকা। তিমকা তাদের রাস্তাটা চিনতে পারল না—শুধু বাড়ির দেয়ালের উপর দিকটা জলের উপর দেখা যাচ্ছে, এবং ছাদ দেয়ালের উপর ঝুলে রয়েছে তাঁবুর মত। একটা ছাদের উপর বিচকোভ বসে রয়েছেন।

তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, "বা! বা! নৌকোয় বেড়ানো হচ্ছে, কেমন? তোমরা নৌকো চড়তে পার, কিন্তু আমার কি হবে? আমার বাড়িটা নিয়েছ; ছেলেটাকেও নিয়েছ।"

তিনি হাতের মুঠো দিয়ে বুকে ঘা মারলেন।

"আমার ছেলেটাকে নিয়ে গেছে!"

"মদ গিলছেন বুঝি?" মিনায়েভ শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন।

বিচকোভের চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠল।

"হ্যাঁ, গিলেছি। তাতে হয়েছে কী? এখন আমার মদ খাওয়া উচিত নয় বোধ হয়? তোমরা ডুবে-মরার দল, বুঝেছ, ডুবে-মরার দল! তোমরা আমার ছেলেটাকে নিয়ে গেছ!"

গুবেংকো হেসে উঠলেন হো হো করে।

"আপনার মত বাবা কার দরকার? যাচ্ছেতাই! লিওনিয়া ঠিকই করেছে। আপনার মত বাবার তার কি দরকার?"

"বটে; তাহলে আমাকে তার কোন দরকার নেই, অ্যাঁ? আমার নিজের ছেলের কাছে আমার কোন দরকার নেই?"

নৌকাটা এর মধ্যে অনেক দূর চলে গেছে, কিন্তু বিচকোভ তখনও চেঁচাচ্ছেন, তিমকা ফিসফিস করে পেতিয়াকে বলল যে, লিওনিয়া তার বাবার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে কারখানার ট্রেনিং ইস্কুলের হোষ্টেলে বাস করছে।

চোখ বড় বড় করে তিমকা বলল, "সে বলে, 'আমি মজুর, তিনি আমার বাবা নন' সে বলে, 'উনি শুধু নিজেরটাই দেখেন'—বুঝেছ?"

পেতিয়া মাথা নেড়ে বলল, "ও ঠিক কথাই বলেছে।" এবার তিমকা মাথা নেড়ে সায় দিল।

"বটেই তো। এইসব গোলমাল চলছে, আর উনি সরে গিয়ে বাড়ি বানাচ্ছেন। ভাবছেন, নিজের জন্যে আরও কিছু টাকা করবেন! সব সময় উনি কেবল নিজের জন্যেই সব কিছু হস্তগত করেন, তাই না?

দুই বছরের ঝোরা দুধের বাটিটার দিকে অবজ্ঞার সঙ্গে তাকিয়ে তার ছোট্ট হাতটা নেড়ে ফিরে চলে গেল। ঝোরার পেট ভর্তি, দুধ খাবার ইচ্ছে একেবারেই নেই। এই হবু তরুণটির খাবার ব্যাপারে কখনও ফাঁক যায় না। কিন্তু খুব সম্ভব অন্যান্য ব্যাপারে তার প্রয়োজনগুলি পুরোপুরি মেটে না। হয়ত, অন্যলোকদের জন্য অথবা, অন্ততঃপক্ষে অন্য প্রাণীদের জন্য তার সহানুভূতি বোধ করার প্রয়োজন আছে। আর এখনও যদি ঝোরার এরকম কোন প্রয়োজন না হয়ে থাকে, তাহলে হয়ত সে প্রয়োজন সৃষ্টি করা উচিত?

মা স্নেহভরে ঝোরার দিকে তাকান, কিন্তু কোন কারণে এই সব প্রশ্নে তাঁর আগ্রহ নেই। জীবজন্তুর জগতে মুর্গী-মা বা অন্য কোন মায়েরও এসব বিষয়ে আগ্রহ থাকে না।

জীবন যেখানে সহজাত প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত হয়, সেখানে মায়ের শুধু একটাই লক্ষ্য থাকে—তার সন্তানদের খাওয়ানো। আর প্রাণীজগতের মায়েরা এই কাজটি চমৎকার সরলভাবে সম্পন্ন করে : তারা খাবার জোগাড় করতে ও বাসায় আনতে পারে, সব ছানাদের ফাঁক করা ঠোঁটের ও মুখের মধ্যে ঠেসে দেয়, এবং সন্তুষ্ট ছানারা তাদের মুখ বন্ধ না করা পর্যন্ত তারা ঠেসে খেতেই থাকে। এরপর প্রাণী-মা বিশ্রাম করতে পারে ও নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনের দিকে নজর দিতে পারে।

প্রকৃতি জননী প্রাণী-মায়েদের খুব বিচক্ষণ শর্তে খাদ্য সববরাহের ব্যবস্থা করে অত্যন্ত চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রথমতঃ, ছানাদের খাওয়াবার জন্য চড়ুই ও বাবুই পাখিদের একদিনের মধ্যে বহুবার অথবা হয়ত বহু শতবার উড়ে যাতায়াত করতে হয়। যে কীটপতঙ্গের দেহে প্রায় এক শতাংশ ক্যালরি [তাপমূল্য] আছে, তেমন একটা ছোট্ট কীটের জন্য আলাদা ভাবে ছুটতে হয় এবং প্রায়ই এই ছুটে যাওয়া ব্যর্থ হয়। দ্বিতীয়তঃ, প্রাণী-মায়েদের কথা বলার ক্ষমতা নেই। এ ক্ষমতা আছে শুধু মানুষের।

মনে হবে মানুষ-মায়েরা অনেক ভাল অবস্থায় আছেন। কিন্তু এই অনুকূল অবস্থাগুলি মানুষের সন্তান পালনের পক্ষে নিয়ত বিপদ হয়ে দাঁড়ায়......

মানুষ শাসিত হয় মানব সমাজের নিয়ম ও প্রকৃতির নিয়মের দ্বারা। সামাজিক জীবনের নিয়মগুলি প্রকৃতির নিয়মগুলির তুলনায় অনেক বেশী নির্ভুল, অনেক বেশী সুবিধাজনক ও অনেক বেশী যুক্তিসঙ্গতভাবে কাজ করে। কিন্তু প্রকৃতি-মাতার চাইতে সামাজিক জীবনের নিয়মগুলি মানুষের কাছ থেকে অনেক বেশী কঠোর নিয়মানুবর্তিতা দাবী করে, এবং এই নিয়মানুবর্তিতার ব্যতিক্রম হলে অতি কঠোর শাস্তি পেতে হয়।

প্রায়ই এরকম ঘটে থাকে যে, মানুষ-মায়ের বেলাতে কেবল প্রকৃতির নিয়ম মেনে চলারই প্রবণতা দেখা যায়, কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি মানব সংস্কৃতির সুখসুবিধাগুলি পরিহার করেন না। এই রকম আচরণকে কি বলে আখ্যা দেওয়া যাবে? নিশ্চয়ই, এটা দুই নৌকায় পা দিয়ে চলা ছাড়া আর কিছু

নয়। মানুষের মহৎ প্রকৃতির বিরুদ্ধে মায়ের এই অপরাধের জন্য সন্তানদের ভয়ংকর প্রতিহিংসা ভোগ করতে হয়: তারা মানব সমাজের নিকৃষ্ট সদস্যরূপে বড় হয়ে ওঠে।

ছেলেমেয়েদের খাওয়াবার জন্য আমাদের মায়েদের এত উৎসাহ উদ্যম ব্যয় করতে হয় না। মানুষের উদ্ভাবনী ক্ষমতা আবিষ্কার করেছে—বাজার, দোকান সুসংগঠিত খাদ্য সরবরাহ-ব্যবস্থা। অতএব, সন্তানদের মুখের মধ্যে খাবার ঠেসে দেবার উন্মাদনা নিষ্প্রয়োজন, মারাত্মকও বটে। আর এই উদ্দেশ্যে মানুষের বাক্‌শক্তির মত এমন একটা জটিল উপায় ব্যবহার করা আরও বেশী বিপজ্জনক।

ঝোরা অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টিতে দুধের বাটির দিকে তাকিয়ে আছে। ঝোরার পেট ভর্তি। কিন্তু মা ঝোরাকে বললেন:

"পুষি দুধ খেতে চায়। পুষি দুধের দিকে তাকিয়ে আছে। নয়! আমরা পুষিকে দুধ দেব না। ঝোরা খেয়ে ফেলবে! পুষি, চলে যাও!"

মায়ের কথাগুলি সত্যি বলেই মনে হয়। পুষি দুধের দিকে চেয়ে রয়েছে। সকালে একটা কিছু খেতে তার আপত্তি নেই। ঝোরা পুষির দিকে সন্দিগ্ধ-দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। প্রকৃতি-মায়ের জয় হল: ঝোরা পুষিকে তার দুধ দিতে পারে না।

এই রকম তুচ্ছ ব্যাপার থেকেই অহংবাদীদের সৃষ্টি হয়।

> "আমি সন্ন্যাসী নই, কিন্তু অনুভূতির বিকাশ
> দ্বন্দ্বপ্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে হওয়া উচিত।"
>
> ফেলিক্‌স ঝেরঝিন্‌স্কি

সন্তান মানুষ করার ব্যর্থতাকেই হয়ত একটি মাত্র সূত্রে সংক্ষেপে ব্যক্ত করা যায়—"লোভের পরিচর্য্যা।" ভোগ করবার অদম্য, জাগ্রত ও অক্লান্ত ইচ্ছা নানাভাবে বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হতে পারে এবং এই রূপগুলি বাহ্যতঃ প্রায়ই অপ্রীতিকর হয় না: জীবনের প্রথম কয়েক মাসের মধ্যেই আকাঙ্ক্ষা বেড়ে উঠতে শুরু করে। এই আকাঙ্ক্ষা ছাড়া আর কিছু যদি নাই থাকত, তাহলে

সামাজিক জীবন ও মানব সংস্কৃতি অসম্ভব হয়ে উঠত। কিন্তু এই আকাঙ্ক্ষার পাশাপাশি জীবন সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান বেড়ে ওঠে ও বিকাশ লাভ করে, এবং সর্বোপরি বেড়ে ওঠে লোভের সীমা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান।

বুর্জোয়া সমাজে লোভ প্রতিযোগিতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। একজনের আকাঙ্ক্ষার পরিধি অন্যজনের আকাঙ্ক্ষার পরিধির দ্বারা সীমাবদ্ধ। যেন এক বদ্ধ জায়গায় গাদা-করা লক্ষ লক্ষ পেণ্ডুলাম ঢুলছে। পেণ্ডুলামগুলি নানা স্তরে ঢুলতে থাকে, একত্রে আটকে যায়, একত্রে ধাক্কা খায়, একটা আর একটাকে টানাহ্যাঁচড়া করে ও গুঁড়ো করে দেয়। এই জগতে একজনের পক্ষে একটা ধাতুপিণ্ডের শক্তি সংগ্রহ করে যত জোরে সম্ভব দোল খেয়ে তার প্রতিবেশীকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে ধ্বংস করাই লাভজনক। কিন্তু হঠকারিতার ফলে নিজে যাতে চূর্ণ হয়ে যেতে না হয়, তার জন্য প্রতিবেশীর প্রতিরোধশক্তি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকাটাও এ জগতে খুবই দরকার। বুর্জোয়া জগতের নীতি-বোধ হল লোভের উপযোগী লোভের নীতিবোধ।

মানুষের খোদ আকাঙ্ক্ষার মধ্যে কোন লোভ নেই। ধোঁয়ায় ভরা শহর থেকে কেউ যদি পাইন বনে পৌছে বুক ভরে বিশুদ্ধ হাওয়া টেনে আনন্দ পায় তাহলে কেউই এই বলে অভিযোগ করবে না যে লোকটি অতি লোভীর মত অক্সিজেন টেনে নিচ্ছে। লোভের সূত্রপাত হয় সেখানেই—যেখানে একজন মানুষের প্রয়োজনের সঙ্গে আর একজন মানুষের প্রয়োজনের সংঘাত বাধে; যেখানে—বল, প্রয়োজন, ধূর্ততা বা চৌর্যবৃত্তির দ্বারা প্রতিবেশীর কাছ থেকে আনন্দ বা চরিতার্থতা লাভ করতে হয়।

আকাঙ্ক্ষা পরিহার করা অথবা বুভুক্ষু ব্যক্তির বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা অথবা অন্যের লোভের সামনে ভিখারীর মত নতজানু হওয়া—এর কোনটিই আমাদের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত নয়।

ইতিহাসের বৃহত্তম সংকটের সর্বোচ্চ শিখরে আমরা বাস করছি; আমাদের যুগে মানব সম্পর্কের নববিধানের সূচনা হয়েছে, সূচনা হয়েছে নতুন নীতিবোধ ও নতুন আইনের। এবং মানব সংহতির বিজয়ী ভাবাদর্শই এর ভিত্তি।

আমাদের আকাঙ্ক্ষার পেণ্ডুলামগুলি লম্বা পাল্লায় দুলবার মত জায়গা পেয়েছে। প্রত্যেক মানুষের সামনে আজ তার আকাঙ্ক্ষা পূরণের, তার সুখ ও কল্যাণ লাভের পথ উন্মুক্ত। এই প্রশস্ত উন্মুক্ত পথে সে যদি তার কনুই দিয়ে ঠেলে চলার পুরাতন অভ্যাসের কবলে গিয়ে পড়ে তাহলে কিন্তু সে শোচনীয় রকমের ভুল করে বসবে; কারণ, এখন একজন তরুণ পায়োনীয়ার পর্যন্ত ভালভাবেই জানে যে, মানুষের কনুই হচ্ছে তার প্রতিবেশীর সংস্পর্শ বোধ করার জন্য, নিজের পথ করে নেবার জন্য নয়। আমাদের যুগে আক্রমণ-পরায়ণ কনুইয়ের গুঁতো যতটা নীতি বিগর্হিত ব্যাপার, তার চাইতেও বেশী নির্বোধের কাজ।

সংহতির যুক্তিসঙ্গত ভাবাদর্শের ভিত্তিতে গঠিত সমাজবাদী সমাজে নৈতিক কাজ যুগপৎ বিচক্ষণতম কাজও বটে। এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি প্রত্যেক বাপ-মা ও শিক্ষাব্রতীর জানা উচিত।

কল্পনা করুন, একটা মরুভূমিতে একদল ক্ষুধার্ত মানুষ পথ হারিয়ে ফেলেছে। কল্পনা করুন যে, এই সমস্ত লোকের কোন সংগঠন ও কোন সংহতিবোধ নেই। এই লোকগুলির প্রত্যেকে নিজের ঝুঁকি নিজে নিয়ে এবং নিজের শক্তি অনুযায়ী খাদ্যের সন্ধান করছে। তারপর তারা কিছু খাদ্য পেয়ে গেল, এবং সবাই তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল—বেধে গেল ব্যাপক উন্মত্ত সংগ্রাম, পরস্পরকে তারা মেরে ফেলল, খাদ্য নষ্ট করল। এই জনতার মধ্যে যদি এমন একটি লোকও থাকে যে সংগ্রামে যোগ দেয় না, বরং, যে অনশনে মৃত্যু বরণ করে, তবুও অন্যের টুঁটি চেপে ধরতে চায় না, সে অবশ্যই অন্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। তারা বিস্ময়ে চোখ বড় বড় করে দেখতে থাকবে, সে মরে যাচ্ছে। এই সব দর্শকের কেউ কেউ তাকে ভক্ত ও নৈতিক বীর বলবে, অন্যেরা বলবে তাকে বোকা। আর এই দুই মতামতের মধ্যে কোন পরস্পরবিরোধিতা থাকবে না।

এখন আর একটি দৃশ্য কল্পনা করুন: একই রকম অবস্থায় পড়েছে সংগঠিত একদল লোক তাদের স্বার্থ পারস্পরিক। সচেতন প্রত্যয়ের দ্বারা

এবং উৎকৃষ্ট শৃংখলা ও নেতাদের প্রতি বিশ্বাসের দ্বারা তারা ঐক্যবদ্ধ। এই রকম একটি দল একটি মাত্র লোকের কঠোর আদেশে যথাযথভাবে মার্চ করে আবিষ্কৃত খাদ্যের সরবরাহস্থলের দিকে এগিয়ে যাবে এবং সেই জায়গাটা থেকে কয়েক গজ দূরে থামবে। আর এই দলের এমন কোন লোক যদি থাকে যার সংহতিবোধ লোপ পেয়েছে, যে চীৎকার করে কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ করতে করতে শুধু নিজের জন্য খাদ্য আত্মসাৎ করবার উদ্দেশ্যে সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তাহলে অন্যেরা আস্তে তার জামার কলার ধরে বলবে .

"তুমি একটা পাজী আর বোকা।"

কিন্তু এই দলে নীতিবোধেব নিখুঁত দৃষ্টান্ত হবে কে ?

বাকী সকলেই।

পুরাতন জগতে নৈতিক শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ছিলেন দুর্লভ ভক্তেরা; এঁদের দেখা মিলত খুব কম, আর তাই নৈতিক চরমোৎকর্ষের প্রতি একটা গর্বোদ্ধত মনোভাব শীঘ্রই সামাজিক নীতিবোধের মানরূপে স্বীকৃত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে মান ছিল দুটি। একটা হল লোক-দেখানো মান—নৈতিক উপদেশ দান ও পেশাদার ভক্তদের জন্য; আর একটা হল দৈনন্দিন জীবন ও বিচক্ষণ ব্যক্তিদের জন্য। প্রথম মান অনুযায়ী একজনকে তার শেষ জামাটি গরীবকে দিয়ে দিতে হত, তার সম্পত্তি বিলিয়ে দিতে হত, কেউ একগালে চড় মারলে সর্বদাই আর একগাল পেতে দিতে হত। দ্বিতীয় মান অনুসারে এসব জিনিসের কোনটাই করার দরকার হত না, প্রকৃত পক্ষে কোন পবিত্র কাজ করারই দরকার হত না! এক্ষেত্রে নৈতিক উৎকর্ষ নীতিবোধের মাপকাঠি ছিল না, মাপকাঠি ছিল দৈনন্দিন সাধারণ পাপাচরণ। লোকে এ সম্পর্কে ঐ রকম ভাবেই ভাবত যে প্রত্যেকেই পাপ করে, কাজেই এ সম্পর্কে তোমার কিছুই করার নেই। পরিমিত মাত্রায় পাপ করাটা স্বাভাবিক। মানরক্ষার জন্য বছরে একবার একজনের সমস্ত পাপ একত্র করে কোন রকমে একটু উপোস করা, কয়েক ঘণ্টা গীর্জায় পরিচারকদের নাকীসুরের গান শোনা, মুহূর্তের জন্য পাদ্রীর অপরিষ্কার আলখাল্লার প্রান্তে মাথা নীচু করা······এবং সমস্ত অপকর্ম খারিজ

করে দেওয়া দরকার। দৈনন্দিন নীতিবোধ পরিমিত পাপের অতিরিক্ত কিছুরই ঝুঁকি নেয় না—এই পাপ এমন গুরুতর নয় যাতে করে একে অপরাধ বলা চলে, আবার, এত সামান্যও নয় যাতে একে মূর্খতা আখ্যা দেওয়া চলে। সকলেই জানে মূর্খতা "চুরির চাইতেও খারাপ"।

সমাজবাদী সমাজে নীতিবোধের দাবী প্রত্যেকের বেলাতেই প্রযোজ্য, এবং প্রত্যেককেই সে দাবীতে সাড়া দিতেই হবে। আমাদের সাধুতার কোন লোক-দেখানো মান নেই, এবং জনগণের আচরণেই আমাদের নৈতিক সাফল্য অভিব্যক্ত হয়।

হ্যাঁ, সোভিয়েত ইউনিয়নের বীরবৃন্দ আমাদের আছেন ঠিকই, কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন তাঁদের বীরত্বপূর্ণ কাযসাধনের জন্য পাঠায়, তখন আমাদের গভর্ণমেণ্ট তাঁদের বিশেষ পরীক্ষা নেয় না।

সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে থেকেই সে তাঁদের বেছে নেয়। আগামীকাল সে অনুরূপ কায সাধনের জন্য লক্ষ লক্ষ লোককে পাঠাতে পারে, এবং তার এই লক্ষ লক্ষ লোক যে একই রকম নৈতিক উৎকর্ষের পরিচয় দেবে সে বিষয়ে তার কোনই সংশয় থাকবে না। আমাদের বীরবৃন্দের প্রতি জনসাধারণ যে সম্মান ও ভালবাসা দেখায়, তার মধ্যে দুর্লভতম জিনিস হল নৈতিক বিস্ময়। তাঁদের সঙ্গে আমাদের ঐক্য অনুভব করি বলেই আমরা তাঁদের ভালবাসি—তাঁদের বীরত্বপূর্ণ কাযকলাপের মধ্যে আমরা এমন একটা ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত দেখতে পাই যা আমাদের নিজেদের আচরণে প্রয়োগ করতেই হবে।

শ্রমজীবী মানুষের সত্যিকারের সংহতি থেকেই আমাদের নীতিবোধ গড়ে ওঠে।

কমিউনিষ্ট নীতিবোধ গড়ে ওঠে, সংহতির ভাবাদর্শের উপর। আর সেই কারণেই এই নীতিবোধ, কাজ থেকে বিরত থাকা—নীতিবোধ হতে পারে না। কমিউনিষ্ট নীতিবোধ ব্যক্তির কাছে দাবী করে যে, লোভের অবসান ঘটাবে এবং তার সাথীদের স্বার্থ ও জীবনের প্রতি সম্মান দেখাবে, এই দাবীর মধ্যেই নিহিত থাকে অন্য সমস্ত বিষয়েই, বিশেষ করে সংগ্রামের ক্ষেত্রে, সংহতির

দাবী। একটা দার্শনিক সামান্যীকরণে পৌছবার জন্যে যদি চিন্তা প্রসারিত করা যায় তবে দেখা যায় যে, জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রই এই ভাবাদর্শের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বে: জীবন হল প্রতিটি আগামী দিনের জন্য সংগ্রাম, প্রকৃতির বিরুদ্ধে, অজ্ঞানতার বিরুদ্ধে, পশ্চাৎপদতার বিরুদ্ধে, পূর্বপুরুষ নর-বানরের স্তরে মানুষের প্রত্যাবর্তনের বিরুদ্ধে এবং বর্বরতার অবশিষ্টের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, জীবন হল পৃথিবী ও আকাশের অফুরন্ত শক্তির উপর আধিপত্য বিস্তারের সংগ্রাম।

মানব সংহতি যত বিপুল হয়ে উঠবে, ততই তার প্রত্যক্ষ সমানুপাতে এই সংগ্রামের সাফল্য ঘটবে।

এই নতুন নৈতিক আবহাওয়ার মধ্যে আমরা মাত্র কুড়ি বৎসর বাস করেছি, আর এরই মধ্যে মানুষের নৈতিক প্রকৃতিতে আমরা কত বিরাট পরিবর্তনের অভিজ্ঞতা লাভ করেছি।

আমরা এখনও বলতে পারি না যে, আমরা কমিউনিস্ট নীতিবোধের দ্বন্দ্বতত্ত্বকে চূড়ান্তভাবে আয়ত্ত করেছি। আমাদের শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যকলাপে আমরা বহুল পরিমাণে সহজ জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হই, আমরা সঠিক চিন্তা অপেক্ষা আমাদের অনুভবশক্তির উপরেই বেশী নির্ভর করি।

এখনও আমাদের মধ্যে পুরাতন জীবন, পুরাতন সম্পর্ক, পুরাতন ও অভ্যাসগত নৈতিক ধারণার অবশিষ্ট রয়ে গেছে। আমরা নিজেরা এটা লক্ষ্য করিনি এবং না করেই মানুষের ইতিহাসে ইতিপূর্বেই যে সমস্ত ভুল ও মিথ্যাচরণ করা হয়েছে, আমরা এখনও আমাদের ব্যবহারিক জীবনে সে সমস্ত ভুল ও মিথ্যাচরণের অনেকগুলিরই পুনরাবৃত্তি করে থাকি। যাকে প্রেম বলে অভিহিত করা হয়, আমাদের অনেকেই তার গুরুত্বকে অচেতনভাবে অতিরঞ্জিত করে থাকেন; অনেকে তথাকথিত স্বাধীনতায় তাঁদের বিশ্বাস জাহির করে বেড়ান; আমরা যে প্রেমের পরিবর্তে ভাবপ্রবণতা এবং স্বাধীনতার পরিবর্তে উচ্ছৃঙ্খলতাকে প্রশ্রয় দিচ্ছি, এটা প্রায়ই আমাদের নজরে পড়ে না।

স্বার্থের সংহতি আমাদের মনে কর্তব্যের ধারণা সৃষ্টি করে, কিন্তু এতে কার্যক্ষেত্রে আমাদের কর্তব্য সম্পাদন হয় না। কাজেই স্বার্থসংহতি এখনও একটা নৈতিক ঘটনা হয়ে ওঠেনি। যখন আমাদের আবরণের সংহতি গড়ে উঠবে, তখনই শেষোক্ত জিনিসটি দেখা যাবে। মানুষের ইতিহাসে মেহনতী মানুষদের মধ্যে সব সময়েই স্বার্থসংহতি ছিল। কিন্তু কেবলমাত্র আমাদের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার পরিণতিরূপেই ঐক্যবদ্ধ সফল সংগ্রাম সম্ভব হয়েছে; শ্রমিক আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ নেতাদের উদ্যম ও চিন্তা এই অভিজ্ঞতাকে নিখুঁত করে তুলেছে।

সামাজিক আচরণ শুধু অতি জটিল পরিণাম ফল নয়, সামাজিক আচরণ হল জ্ঞান, শক্তি, অভ্যাস, দক্ষতা, যোগ্যতা, সাহস, স্বাস্থ্য এবং সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস—সামাজিক অভিজ্ঞতার অতি জটিল পরিণাম।

সন্তানের একেবারে শৈশবকাল থেকে এই অভিজ্ঞতাকে সোভিয়েত পরিবারের পোষণ করা উচিত; বাধাসমূহ অতিক্রম করার এবং যৌথ বিকাশের অতি কঠিন প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যাবার জন্য সোভিয়েত পরিবারের কর্তব্য হল সন্তানকে অতি বিস্ত্রী রকমের সংহতিবদ্ধ আচরণ শিক্ষা দেওয়া। ছেলে অথবা মেয়ের সংহতিবোধ যাতে শুধু পরিবারের সংকীর্ণ কাঠামোর ভিত্তিতে গড়ে না ওঠে, সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা দরকার। পরিবারের গণ্ডী অতিক্রম করে সোভিয়েত জীবনের ও সমগ্র মানবজাতির জীবনের প্রশস্ত ক্ষেত্রে এই সংহতিবোধ বিস্তৃত করা উচিত।

"বাপ মায়ের জানবার কথা" বইয়ের প্রথম খণ্ড শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে আমি আশা করছি যে, বইটায় কিছু ভাল কাজ হবে। প্রধানতঃ আমি এই আশাই করি যে, পাঠক দেখতে পাবেন, শিক্ষা ও সন্তানপালন সম্পর্কে নিজের সক্রিয় চিন্তা আরম্ভ করবার পক্ষে বইটা তাঁর কাজে লেগেছে। আমি এর বেশী কিছু আশা করতে পারি না। প্রত্যেক পরিবারেরই তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও জীবন-যাত্রা পদ্ধতি আছে; একমাত্র সোভিয়েত জীবন ও কমিউনিষ্ট নীতিবোধের সাধারণ নীতিগুলির উপর নির্ভর করেই প্রত্যেক পরিবারকে স্বতন্ত্রভাবে বহু

শিক্ষাগত সমস্যার সমাধান করতে হবে—এখান থেকে ওখান থেকে কুড়িয়ে পাওয়া তৈরী দাওয়াই ব্যবহার করে নয়।

প্রথম খণ্ডে আমি যৌথসংস্থা হিসাবে সোভিয়েত পরিবারের কাঠামোর সঙ্গে যুক্ত মূলগত সমস্যাগুলি মাত্র আলোচনা করতে পেরেছি। ভবিষ্যতে পরিবারের আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক সমস্যা এবং সৌন্দর্যতত্ত্বশিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করার পরিকল্পনা আমার আছে। দ্বিতীয় খণ্ডটি যদি শুধু আমার নিজস্ব ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে না হয়ে অন্যান্যদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচিত হয়, তাহলে ভালই হবে। কাজেই, কোন বাপ-মা তাঁদের চিন্তা, ভাবনা, অসুবিধা ও আবিষ্কার সম্পর্কে আমাকে লিখে জানালে আমি তাঁদের প্রতি বড়ই কৃতজ্ঞ থাকব। পাঠক ও লেখকের মধ্যে এই রকম যোগাযোগ হবে আমাদের সংহতির শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি।